শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বেদান্তসূত্রম্

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদবতার-মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-শ্রীব্যাসদেবেন
বিরচিতম্

* * *

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত-

শ্রীগোবিন্দভাষ্যেণ সূক্ষ্মা টীকয়া চ সমেতম্

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষকাচার্য্যবর্য্য-নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-

ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-মহারাজেন

কৃতয়া সিদ্ধান্তকণা নাম্ন্যা অনুব্যাখ্যয়া তথা

বিবিধশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতপ্রবর স্বধামপ্রাপ্ত **নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ**, বেদান্তরত্ন,
ভক্তিভূষণ-কৃতেন সটীক-শ্রীগোবিন্দভাষ্যস্য বঙ্গানুবাদেন চ সহ সম্পাদিতম্

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ
প্রকাশিতম্।

ভিক্ষা-১০০-০০

অবতরণিকাভাষ্য, অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ, অবতরণিকাভাষ্যের টীকা,
অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ, অধিকরণ, সূত্র, সূত্রার্থ,
মূল-গোবিন্দভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, মূল ভাষ্যের সূক্ষ্মা টীকা ও
টীকানুবাদ এবং সম্পাদক কর্তৃক রচিত সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী
অনুব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত।

—প্রথম সংস্করণ—
শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা-তিথি
গৌরাব্দ ৪৮২, বাংলা ১৩৭৫, ইংরাজী ১৯৬৯ সাল

—প্রকাশক—
স্বধামপ্রাপ্ত সতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিদ্যার্ণব', 'ভক্তিপ্রমোদ'।

—দ্বিতীয় সংস্করণ—
শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবাবির্ভাব-তিথি
গৌরাব্দ ৫০৭, বাংলা ১৪০০, ইংরাজী ১৯৯৩ সাল।

—প্রকাশক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর মহারাজ
বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন

—মুদ্রাকর—
শ্রীনির্মল মিত্র
দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯৩-এ, লেলিন সরণি, কলিকাতা-১৩

—প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন
(১) ২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯
(২) সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা
(৩) রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

—কলিকাতাস্থ পুস্তক বিক্রেতা—
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

উৎসর্গপত্রম্

পরমারাধ্যতম-মদভীষ্ট-শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাম্নায় - নবমাধস্তনাশ্রয়বর - শ্রীস্বরূপ - শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনাভিন্ন - শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-পাত্ররাজ-শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী - শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ বিশ্ববিশ্রুতাকরমঠরাজ-শ্রীচৈতন্যমঠস্য তৎশাখা-শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহানাং চ প্রতিষ্ঠাতৃ-নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-**শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত - সরস্বতী - গোস্বামি - প্রভুপাদানাং** মনোঽভীষ্টানুসারেণ তৎপ্রীত্যর্থং তদীয় শ্রীপাদপদ্ম-রেণু-সেবাকাঙ্ক্ষিণা দাসাধমেন সম্পাদিতম্ **সটীক শ্রীগোবিন্দভাষ্যোপেতং বেদান্তসূত্রমিদং তেষাং শ্রীশ্রীকরকমলে সমর্পিতমস্তু ইতি প্রার্থ্যতে।—**

শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে
গৌরাব্দদ্ব্যশীত্যুত্তরচতুঃশতকে
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন-মিশন-
প্রতিষ্ঠানাৎ কলি-২৯ সংখ্যান্তর্গতে
২৯বি, সংখ্যকে হাজরা বর্ত্মনি।

**শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কিঙ্করাভাস-
শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তিনা।**

প্রশস্তিপত্রম্

শ্রীবেদব্যাস-প্রশস্তিঃ

পারাশর্য্যমুনিঃ পুরাণনিচয়ং বেদার্থসারান্বিতং
স্ত্রীশূদ্রপ্রতিবোধনায় চ বিদাং বেদান্তশাস্ত্রং মুদে।
শ্রীগীতাবচসাং বিধায় বিবৃতিং জ্ঞানপ্রদীপপ্রভা-
লোকৈর্লোকমতিং সমুজ্জ্বলরুচিং লোকে কৃতার্থাং দধৌ ॥

শ্রীবেদব্যাস-প্রণতিঃ

বেদং প্রমথ্য জলধিং মতিমন্দরেণ
কৃষ্ণাবতার! ভবতা কিল ভারতাখ্যা।
যেনোদহারি জনতাপহরা সুধা বৈ
তং সর্ব্ববৈদিকগুরুং মুনিমানতাঃ স্মঃ ॥

বেদান্তসূত্র-মহিমা

বেদান্তসূত্রমহিমা কিমু বর্ণনীয়ো
যুক্ত্যা নিরীশ্বরমতানি নিরস্য সম্যক্।
সংস্থাপ্য সেশ্বরমতং শ্রুতিভিঃ কৃতা য-
ল্লোকা হরের্ভজনতঃ সুখমুক্তিভাজঃ ॥

শ্রীবলদেব-বন্দনা

নমামি পাদৌ বলদেবদেব!
তব প্রপন্নোঽহমতীব দীনঃ।
কৃপাকরৈর্ভেদমতিং তমো মে
নিরস্য বিদ্যোতয় শুদ্ধবুদ্ধিম্ ॥

আচার্য্য শ্রীবলদেব-প্রশস্তিঃ

জয় জয় বলদেব ! শ্রীমদাচার্য্যপাদ !
ব্রজপতিরতিগৌরং সম্প্রদায়স্য ধর্ম্মম্ ।
গুরুমবিতুমহো তে স্বপ্নদৃষ্টস্য বিষ্ণোঃ
প্রিয়ললিতনিদেশান্ নাম গোবিন্দভাষ্যম্ ॥

শ্রীগোবিন্দভাষ্য-মহিমা

বিদ্ধাদ্বৈতান্ধকারপ্রলয়দিনকর ! ত্বৎকৃতাচিন্ত্যভেদা-
ভেদাখ্যোবাদ এষোঽস্বুজরুচিরধুনা যদ্ রসং বৈষ্ণবালিঃ ।
শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবানুমতমনুগতং প্রেমনিস্যন্দি পায়ং
পায়ং শ্রীমচ্ছুকাস্যাদ্ বিগলিতমমৃতং লীয়তে তত্র নিত্যম্ ॥

সূক্ষ্মা টীকাপ্রশস্তিঃ

সূক্ষ্মাভিধানা বুধ ! তস্য টীকা
সূক্ষ্মার্থবোধায় কৃতা ত্বয়া বৈ ।
উচ্চিত্য পৌরাণবচঃ শ্রুতীশ্চ
ভূয়স্তদীয়াঙ্ঘ্রিযুগং স্মরামঃ ॥

সূক্ষ্মা টীকামহিমা

সংক্ষিপ্তসারময়ভাষিতপূর্ণমূর্ত্তিঃ
সূক্ষ্মাভিধেয়মনুভাষ্যমশেষটীকা ।
দীপং বিনান্ধতমসে ন যথার্থদৃষ্টি-
রেনামৃতে স্ফুরতি ভাষ্যমিদং তথা ন ॥

বৈষ্ণবপ্রশস্তিঃ

ধন্যা বৈষ্ণবমণ্ডলী ব্রজপতিপ্রেম্ণা যয়া রক্ষ্যতে
গোবিন্দপ্রিয়পুস্তকাবলিরহো কালে মহাসঙ্কটে ।
ধন্যাস্তৎপরিশীলকা অপি ধনৈঃ প্রাণৈশ্চ যে সেবকা
যোগক্ষেমকরস্তনোতু ভগবাংস্তেষাং হরির্মঙ্গলম্ ॥

সিদ্ধান্তকণাক্রন্দাক্ষেপঃ

অহম্মতিদুর্ম্মতিরপগতগুরুগতি-
রাদ্যং কর্ম্ম দুঃখম্ ।
বেদ্যং করুণাপ্রহিতো রচনাং
কৃতবান্ যস্যাং সুখ্যম্ ॥
বৈষ্ণবরূপয়া যদি সা সাদর-
মাভিশ্রুতিরেবং ধন্যঃ ।
অথমো হরিম্মতিরস্তু সদৈবং
গুরুবলেশাঙ্কিতপুণ্যঃ ॥
গোবিন্দভাষ্যমধি হি 'সিদ্ধান্তক-
ণেয়ং' যদি স্বাচ্ছুদ্ধিঃ ।
বৈষ্ণবসেবাং মন্যে ধন্যাং
তত্ত্ববিচারিতবুদ্ধিঃ ॥

গ্রন্থ-সম্পাদকঃ

"জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্যসরণির্যোগে বিতীর্ণা মতিঃ।
বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু স্ফুরন্মাধুরী-
ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি॥"

(শ্রীপদ্যাবলী-ধৃত শ্রীসার্ব্বভৌমবাক্য)

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥"

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

"বিষধর-কণভক্ষ-শঙ্করোক্তী-র্দশবল-পঞ্চশিখাক্ষপাদবাদান্।
মহদপি সুবিচার্য্য লোকতন্ত্রং, ভগবদুপাস্তিমৃতে ন
সিদ্ধিরস্তি॥"

(শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ৭১ অনু-ধৃত শ্রীনৃসিংহ-পুরাণবাক্য)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভূমিকা

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ-প্রিয়ায় চ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী-গোস্বামিনে নমঃ॥

আকারে উত্থিত হইয়া মানবমেধাকে গ্রাসকরতঃ নানাদিকে বিভ্রান্ত করিয়া বেদান্ত-প্রতিপাদ্য প্রকৃত সৎ সিদ্ধান্ত-গ্রহণে পরাঙ্‌মুখ করিয়া ফেলিয়াছে, কৃপালু শ্রীমদ্বেদব্যাস সেই সকল বেদবিরুদ্ধ মতবাদ নিরসন পূর্ব্বক বেদ-সম্মত সৎসিদ্ধান্ত স্থাপন করতঃ বেদান্তের শিক্ষায় জীবকুলকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা সারগ্রাহী ও ভাগ্যবান্, তাঁহারা বেদান্তের সিদ্ধান্তে আকৃষ্ট হইলে আর অবৈদিক অসৎ-মতে আস্থা স্থাপন করেন না। এমন কি, দূর হইতে তাহা পরিবর্জ্জন করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকালেও আমরা পাই,—

"নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১)

এই শ্লোকের অমৃতপ্রবাহভাষ্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—"বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধমতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রস্থলীয় দাক্ষিণাত্য-বাসী মনুষ্যদিগকে কৃপাচক্রদ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।"

আরও পাই,—

"তার্কিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, আগম॥
নিজ-নিজ শাস্ত্রোদ্গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষি' প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৪২-৪৪)

এ-স্থলেও বেদান্তসূত্রকার ভগবদবতার শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বেদান্ত-সিদ্ধান্তের দ্বারা যাবতীয় কুমত নিরসনপূর্ব্বক স্বীয় মত বা সিদ্ধান্ত, যাহা যাবতীয় শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহাই স্থাপন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের প্রণীত **শ্রীগোবিন্দভাষ্য** ও তদীয় **সূক্ষ্মা টীকার** সহিত বেদান্তসূত্রগুলি ধীর ও স্থিরভাবে আলোচনা

করিলে তিনি বা তাঁহারা অবশ্যই বেদান্তের প্রতিপাদ্য **শ্রীমহাপ্রভু** কথিত **অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে** পারদর্শী হইতে পারিবেন এবং শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কৃপায় বেদ, উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র-নির্ণীত সিদ্ধান্তানুযায়ী শ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিত্যসেবা লাভ করতঃ ধন্য হইতে পারিবেন। এক্ষণে আমরা বেদবিরুদ্ধ কতিপয় মতের কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই জগতে অবস্থান করিয়া প্রাণিমাত্রই দুঃখের অনুভূতি লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু দুঃখ লাভ হউক, ইহা কেহই চায় না; বরং দুঃখ দূর করিবার স্বাভাবিক প্রেরণা সকলের মধ্যেই দেখা যায়। এই প্রেরণা হইতেই সকলের কর্ম্ম ও জ্ঞান-চেষ্টা উদিত হয়। কারণ যাহাতে দুঃখ দূরীভূত হইয়া সুখ লাভ করিতে পারিবে, তজ্জন্যই কর্ম্মের আশ্রয় লইয়া থাকে, আর যাহাতে সুখলাভের আশা নাই জানিতে পারে, সেরূপ কর্ম্মে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। এই জন্যই দুঃখের পরিহার ও সুখলাভের চেষ্টা লইয়াই মানবগণের মধ্যে নানাবিধ কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও জ্ঞানপ্রচেষ্টামূলে নানা-মতের বা নানাপথের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে জড় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান-আশ্রয়ে যে সকল মত উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা প্রায় সকলই অবৈদিক; এমন কি, বেদবিরুদ্ধ। শুধু ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন নামে ঐ সকল মত দার্শনিকগণের দ্বারা প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। কোন কোন মত আবার অনাদি কাল হইতে প্রচারিত হইতেছে। কোন কোন মত আবার আধুনিক বলিলেও চলে। আধুনিক মতবাদ সমূহের আলোচনায় নিবৃত্ত হইয়া কেবলমাত্র কতিপয় প্রাচীন মত, যাহা বেদান্তে ভগবদবতার শ্রীমদ্ব্যাসদেব নিরস্ত করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইতেছে। অবশ্য ইহার নিরসন-প্রকারও বেদান্তের এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই পাওয়া যাইবে। সূত্রকারের সূত্রব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যেরূপ অকাট্য যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ-সহকারে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার আলোচনায় সুধী-মানবগণকে প্রবৃত্ত করিবার জন্যই এই ভূমিকাতে সেই সকল অবৈদিক, বেদবিরুদ্ধ, নাস্তিক মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। ইহার নিরসন বা খণ্ডন গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

প্রথমেই **চার্ব্বাক** মতের কথা উল্লিখিত হইতেছে। চারু—অর্থাৎ

আপাতমনোরম; বাক—অর্থাৎ বাক্য যাহার, (পৃষোদরাদির মত উকার লোপে সিদ্ধ) সেই ব্যক্তিবিশেষের মতবাদকেই চার্ব্বাকমত বলা যায়। 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ'-গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, বৃহস্পতি এই চার্ব্বাক মতের প্রবর্ত্তক। পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়,—বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্যের তপস্থাকালে শুক্রাচার্য্যের রূপ ধারণ করিয়া অসুরগণকে বঞ্চনা করার জন্য এই মতটি প্রচার করিয়াছিলেন। চার্ব্বাক তাঁহার শিষ্য; সেই মতানুসারী নাস্তিক শিরোমণি চার্ব্বাক পরকাল মানে না এবং প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণও স্বীকার করে না, এজন্য ঈশ্বর অস্বীকৃত সুতরাং ঈশ্বরের মুক্তিপ্রদত্বও স্বীকার করে না। তাহার এই মত সকলের নিকট আপাতমনোরম বলিয়া ইহা খণ্ডন করা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য। এই মতে প্রথমেই পাওয়া যায়,—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুত ইতি॥"

অর্থাৎ যতদিন বাঁচিবে, ততদিন সুখভোগ করিবে। মৃত্যুর অগোচর কিছু নাই, অর্থাৎ সকলেরই মরণ হইবে এবং মৃত্যুর পর আর সুখ-দুঃখাদি ভোগের কোন সম্ভাবনা নাই; দেহ একবার ভস্মীভূত হইয়া গেলে কোনরূপেই তাহার পুনরায় আগমন হইতে পারে না।

এই মতের আর একটি নাম লোকায়ত অর্থাৎ লোকে বা জনসমাজের মধ্যে যাহা আয়ত অর্থাৎ সহজেই বিস্তৃত।

এই মতে বলেন,—পৃথিব্যাদি অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটি ভূতই তত্বস্বরূপ। যেহেতু আকাশ প্রত্যক্ষ হয় না, সেই হেতু তাহা তত্বের মধ্যে স্বীকৃত নহে। এই ভূত-চতুষ্টয় হইতেই দেহ উৎপন্ন হয়।

সুরায় যেরূপ প্রকৃতিজাত বৃক্ষবিশেষের নির্য্যাস হইতে ও কিণ্ব প্রভৃতি সম্মিলিত বস্তু-সাহায্যে মদশক্তি জন্মে, সেইরূপ দেহাকারে পরিণত ভূত-চতুষ্টয় হইতেই স্বভাবতঃ চৈতন্যের উদয় হয়। সুতরাং সেই সকল ভূতের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যও বিনষ্ট হয়। এই জন্যই জানা যাইতেছে যে, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, দেহভিন্ন আত্মা স্বীকারে কোন প্রমাণ নাই। অতএব যে কোন প্রকারে জড় জগৎ ভোগ করাই উচিত। কামিনীসঙ্গ-জনিত সুখই পুরুষার্থ। যদিও যুবতীসংসর্গে দুঃখ থাকুক, তথাপি সেই দুঃখ পরিহার করিয়া কেবল সুখেরই ভোগ হইতে পারে; যেমন মৎস্যের

শল্ক ও কণ্টক পরিহার করিয়া সারভাগ গ্রহণ করিতে হয়, তৃণ পরিত্যাগ করিয়া ধান্য গ্রহণ করিতে হয়, অতএব দুঃখভয়ে সুখ পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

এই মতে কণ্টকাদি-বেধ জন্য দুঃখই নরক, লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর, অন্য কোন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। স্থূলদেহ-নাশই মুক্তি। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বেদ ধূর্ত্তদিগের জীবিকার জন্য প্রলাপমাত্র।

ইহারা আরও বলেন,—

জগতের সমুদায় আকস্মিক, ইহার প্রতি কোন কারণ নাই; যদি আকস্মিক সৃষ্টি স্বীকার না কর, তাহা হইলেও স্বভাবতঃই জগতের বৈচিত্র্য স্বীকার করিতে হইবে; যেমন অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য এবং বায়ুর অনুষ্ণাশীতস্পর্শ স্বাভাবিক।

বৃহস্পতির বাক্যে আরও পাওয়া যায়,—

স্বর্গও নাই, মোক্ষও নাই, আত্মাও নাই, পারলৌকিক কিছুই নাই, বর্ণাশ্রমাদি-ভেদে কোন ক্রিয়ার ফলও নাই।

অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, ত্রিবিধ বেদ, ত্রিদণ্ডধারণ, অঙ্গে ভস্মলেপন, এই সকল বুদ্ধি ও পৌরুষহীন লোকদিগের জীবিকা বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। যজ্ঞে পশুবধ করিলে যদি পশুর স্বর্গ-গমন হয়, তবে পিতাকে যজ্ঞে বলি দিলে পিতারও স্বর্গগমন হইতে পারে। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিলে যদি সেই মৃতের তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে কোথায়ও গমন করিতে হইলে পাথেয়ের প্রয়োজন হয় না। গৃহে অন্ন পাক করিয়া তদুদ্দেশ্যে নিবেদন করিলে পথিমধ্যস্থ ব্যক্তিরও ভোজন-সিদ্ধি হইতে পারে। স্বর্গাবস্থিত পিতার উদ্দেশ্যে দান করিলে যদি পিতার তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে তোমরা প্রাসাদের উপরে পিতৃস্থান কল্পনা করিয়া দান কর না কেন? অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণে জানা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পরলোক সকলই মিথ্যা। ইহকালে যাহা কিছু সুখভোগ করিতে পার, তাহাই কর। যাহাতে শারীরিক পুষ্টি সাধন হয়, তাহাই ভোজন করা কর্ত্তব্য। ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে। দেহ ভিন্ন আর কিছুই নাই, দেহ ভস্মীভূত হইলে আর ফিরিয়া আসিবে না। ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ জীবিকার নিমিত্ত

নানাবিধ ক্রিয়া-কাণ্ড-বিধান করিয়াছেন। ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচরগণ কর্ত্তৃকই বেদের মত কল্পিত। চার্ব্বাক যে মত প্রচার করিয়াছেন, তন্মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ তাহাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। আধুনিক কালেও যাহারা এইরূপ মত পোষণ করে, তাহারা যে নাস্তিক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে এই মত প্রচারিত হইয়া লোককে নাস্তিক করিতেছে। পরমকৃপালু শ্রীমদ্ ব্যাসদেব জীবের কল্যাণার্থ বেদান্তসূত্রে এই মত নিরাস করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

বেদান্তসূত্রকার ভগবদবতার শ্রীমদ্ব্যাসদেব বৌদ্ধমতকেও নিরস্ত করিয়াছেন। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু সেই সকল সূত্রের ব্যাখ্যায় স্বরচিত শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মা টীকায় যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ-সহকারে পূর্ব্বোক্ত মতবাদ নিরসন করিয়াছেন, তাহা সকল মনীষী ব্যক্তির প্রণিধান-সহকারে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আজকাল অনেক মনীষী ব্যক্তিও বৌদ্ধমতকে যুগোপযোগী বলিয়া মনে করেন এবং অনেকে আবার শ্রীশঙ্কর যে বৌদ্ধমতকে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাকে শঙ্কর মতের অনুরূপ বলিয়া স্থাপনেরও প্রয়াস করেন ও আস্তিক্যবাদে পরিণত করিবার যত্ন করেন। এ-বিষয়ে অধিক আলোচনায় নিবৃত্ত হইয়া বৌদ্ধমত-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন করিতেছি।

শ্রীসায়নমাধবের রচিত 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ'-গ্রন্থেও পাওয়া যায়—বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ চতুর্ব্বিধ ভাবনা দ্বারা পরমপুরুষার্থ বর্ণন করিয়া থাকেন। মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক নামে ইহারা প্রসিদ্ধ। মাধ্যমিক মতে সর্ব্বশূন্যত্ব, যোগাচার মতে বাহ্যশূন্যত্ব, সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব এবং বৈভাষিক মতে বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষবাদ অবস্থিত। ইহার বিশেষ বিবরণ বেদান্তসূত্র-গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে বিবৃত আছে। যদিও বুদ্ধ একাই বোধয়িতা, তাহা হইলেও বুদ্ধিভেদবশতঃ বোদ্ধব্য—শিষ্যসম্প্রদায়-ভেদে চতুর্ব্বিধ হইয়াছে। যেমন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে বলিলে, জার, চৌর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ—অনূচান নিজ নিজ ইষ্টকার্য্য সাধনের সময় মনে করে এবং স্ব-স্ব-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ বুদ্ধ এক হইলেও বোদ্ধব্য-বিষয়ে চাতুর্ব্বিধ্য জানিতে হইবে। তবে ভাবনাচতুষ্টয়ের মধ্যে উপদিষ্ট-বিষয়ে সকল পদার্থই ক্ষণিক, দুঃখময়, স্বলক্ষণাক্রান্ত এবং সকলই আংশিক ও সার্ব্বথিক শূন্য।

সকলের পক্ষেই সংসার দুঃখকর, ইহাই সর্ব্বসম্মত-বিচার; নতুবা সংসার-নিবৃত্তির জন্য তদ্বিষয়ে সমুৎসুকদিগের উপায়-অবলম্বনে অনুপপত্তি হয়।

এই বৌদ্ধমতে পঞ্চস্কন্ধের বিচার অবস্থিত, যথা—রূপস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ। যাহাদিগের দ্বারা বিষয় গ্রহণ হয়, এই জন্য সবিষয় ইন্দ্রিয়-সমূহকেই রূপস্কন্ধ বলে, আবার আলয়বিজ্ঞান-প্রবৃত্তি বিজ্ঞানস্কন্ধ, উক্ত স্কন্ধদ্বয়-জনিত সুখ-দুঃখাদি-প্রত্যয়-প্রবাহই বেদনাস্কন্ধ, আর গো প্রভৃতি শব্দোল্লেখী সবিজ্ঞান-প্রবাহই সংজ্ঞাস্কন্ধ এবং বেদনাস্কন্ধ-নিবন্ধন রাগদ্বেষাদি-ক্লেশসমূহ, উপক্লেশ, মদমানাদি ও ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহারাই সংস্কারস্কন্ধ।

এইহেতু সংসারই দুঃখময়, দুঃখায়তন ও দুঃখসাধন,—এই ভাবনা দ্বারা চালিত হইয়া সংসার-নিবৃত্তির উপায়-স্বরূপে তত্ত্বজ্ঞান-সাধনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধ মুনির মতে তত্ত্ব-সকলই সংসার-দুঃখনিরোধের মার্গ। তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মিলেই মুক্তি। কাহারও কাহারও মতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে দ্বাদশ আয়তন-পূজাই পরম মঙ্গলকর। অন্যান্য দেবদেবীর পূজাতে কোন ফল নাই। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি, এই দ্বাদশকেই দ্বাদশ আয়তন বলে। উক্ত ইন্দ্রিয়াদির সন্তোষ বিধানই মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন।

বিবেক-বিলাসেও এইরূপ বৌদ্ধমত অবধারিত আছে যে, সুগতই বৌদ্ধগণের পরম দেবতা। আর বিশ্ব ক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ অনিত্য। ইহাদের মতে দুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ ইহারাই তত্ত্ব-চতুষ্টয়। সংসারিগণের দুঃখই স্কন্ধ, উহা পঞ্চবিধ, যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, শব্দাদি-পঞ্চ বিষয়, মন ও ধর্ম্মায়তন ইহারা দ্বাদশ আয়তন। জ্ঞানকেই সমুদয় তত্ত্ব বলা হয়। সর্ব্ববিধ সংস্কারই ক্ষণিক, এইরূপ যে স্থির বাসনা, তাহাকেই মার্গ বলে। ঐ মার্গই মোক্ষ অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানকে দৃঢ়ীভূত করিতে পারে, তাহারাই মোক্ষ লাভ করে। এই মতে নির্ব্বাণই মোক্ষ।

এই মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই প্রমাণ বলা হয়। বৈভাষিকগণ আবার চাতুঃপ্রস্থানিক অর্থাৎ চারিপ্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন। আর যাঁহারা যোগাচারে রত তাঁহারা আকারের সহিত বুদ্ধি স্বীকার করেন।

আর যাঁহারা মধ্যম, তাঁহারা কেবল সচেতন সূক্ষ্মপদার্থ মাত্র স্বীকার করেন। রাগাদি জ্ঞান-প্রবাহরূপ বাসনার উচ্ছেদ হইলেই মুক্তি হয়, চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধেরাই ইহা মানেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ চর্ম্ম ও কমণ্ডলু ধারণ করেন ও মস্তক মুণ্ডন করেন। চীর পরিধান পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নে ভোজন করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"বৌদ্ধাচার্য্য মহা-পণ্ডিত বিজন বনেতে।
প্রভুর আগে উদ্গ্রাহ করি' লাগিলা বলিতে॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ, অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে॥
তর্ক-প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র 'নব মতে'।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে॥
বৌদ্ধাচার্য্য 'নব প্রশ্ন' সব উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৪৭-৫০)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে' পাই,—

"বৌদ্ধমতে 'হীনায়ন' ও 'মহায়ন' দুই প্রকার পন্থা। সেই পন্থা-গমনের প্রস্থানস্বরূপ নয়টি সিদ্ধান্ত; যথা—(১) বিশ্ব অনাদি, অতএব ঈশ্বরশূন্য; (২) জগৎ অসত্য, (৩) অহংতত্ত্ব, (৪) জন্ম-জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বুদ্ধই তত্ত্বলাভের উপায়, (৬) নির্ব্বাণই পরমতত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধ-দর্শনই দর্শন, (৮) বেদ—মানব-রচিত, (৯) দয়াদি সদ্ধর্ম্মাচরণই বৌদ্ধ জীবন।"

গৌতম বুদ্ধের নিজ-রচিত কোন গ্রন্থ নাই। পরবর্ত্তিকালে তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বুদ্ধের উপদেশ পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (১) সুত্রপিটক, (২) বিনয়পিটক ও (৩) অভিধর্ম্মপিটক নামে উহা তিন ভাগে বিভক্ত। ঐসকল গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়াই 'হীনযান' বৌদ্ধমত উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরবর্ত্তিকালে বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'মহাযান' মত প্রচলিত হয়। এই মাহাযানিক বৌদ্ধদর্শনের সহিত শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মায়াবাদের ঐক্য আছে।

এ-স্থলে আর একটি বিষয় বিচার্য্য এই যে, শ্রীবিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ এবং গৌতম বুদ্ধ বা শাক্যসিংহ বুদ্ধ এক নহেন। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু দশাবতার-স্তোত্রে যাঁহার বিষয় লিখিয়াছেন, তিনি ভগবদবতার বুদ্ধ। আর শাক্যসিংহ বুদ্ধ একজন অতিশয় জ্ঞানী ব্যক্তিবিশেষ। ইনি ঐতিহাসিক বুদ্ধ। সাধারণতঃ অনেকে বুদ্ধ বলিতে একজনকেই বুঝিয়া থাকেন। স্বল্প-কথায় বুঝিতে গেলেও উভয় যে একব্যক্তি নহেন তাহা স্পষ্ট প্রতীয়-মান হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদবতার শ্রীবুদ্ধদেবের বিষয় পাওয়া যায়,—

"ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥" (ভাঃ ১।৩।২৪)

এ-স্থলেই বুদ্ধের জন্মস্থান কীকট অর্থাৎ গয়াপ্রদেশের কথা পাওয়া যায়। এবং তিনি অজিন-(অঞ্জন) সুত। শ্রীধর স্বামিপাদের টীকায়ও পাওয়া যায়,—"বুদ্ধাবতারমাহ তত ইতি। অঞ্জনস্য সুতঃ। অজিনসুত ইতি পাঠে অজনিনোঽপি স এব। কীকটেষু মধ্যে গয়াপ্রদেশে।" ইঁহার বিষয় বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ ও স্কন্দপুরাণেও অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। অমরকোষে প্রথম অধ্যায়ে এবং বৌদ্ধসাহিত্য ললিত-বিস্তারাদি-গ্রন্থে তাঁহার বিষয় আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ললিত-বিস্তার-গ্রন্থেও পূর্ব্ববুদ্ধের স্থানে গৌতম বুদ্ধ তপস্যা করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ আছে।

অপর বুদ্ধের পিতার নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়াদেবী, জন্মস্থান কপিলাবাস্তু নগর। ইনি গৌতম নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইনি পরবর্ত্তি-কালে বোধিসত্তা লাভের পর বুদ্ধ-নামে পরিচিত। কোনমতেই ভগবদবতার বুদ্ধের সহিত মনুষ্য বুদ্ধকে এক বলা চলে না। নৃসিংহ-পুরাণেও আছে,—

"কলৌ প্রাপ্তে—যথা বুদ্ধো ভবেন্নারায়ণঃ প্রভুঃ" (৩৬ অঃ ২৯ শ্লোঃ) কলির পরমায়ুর বিচারেও ইঁহার আবির্ভাব কাল ৫০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে বলিতে হইবে।

জন্মতিথি-সম্বন্ধেও পাওয়া যায়,—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি।

শাক্যসিংহ বুদ্ধের জন্ম খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে। সুতরাং কোনমতেই উভয় বুদ্ধকে এক বলা যায় না। এ-বিষয়ে এ-স্থলে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

এক্ষণে আর একটি পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, ভগবান্ বুদ্ধ কি প্রকারে শ্রুতি-বর্ণিত যজ্ঞবিধির নিন্দা করিতে পারেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকেই পাই, "সুরদ্বিষাম্ সংমোহায়" অর্থাৎ দেববিদ্বেষী অধার্ম্মিক তামসিক লোকদিগের সম্মোহনের নিমিত্তই শ্রীভগবান্ বুদ্ধের ঐরূপ অসুরমোহন-লীলা। এ-বিষয়ে বর্ত্তমান-গ্রন্থে যথাস্থানে আলোচ্য-বিষয় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্য-দানব-মোহিনে।" (ভাঃ ১০।৪০।২২)

বৌদ্ধমতের ন্যায় জৈনমতের খণ্ডনও বেদান্তের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

চার্ব্বাক-দর্শনে ঐহিক ভোগবাদ স্থাপনের নিমিত্ত যেমন নানারূপ তর্কবিদ্যা বা হেতুবাদের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে, জৈনদর্শনে উহার ঠিক বিপরীত শুষ্কবৈরাগ্য ও নীতিবাদের দ্বারা স্থবিরত্বরূপ মুক্তিবাদ-স্থাপনের নিমিত্ত নানাপ্রকার হেতুবাদ গ্রহণ করা হইয়াছে। অনেকের ধারণা জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম সমসাময়িক।

শ্রীসায়নমাধবকৃত 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ'-গ্রন্থে আর্হত দর্শনের উপক্রমে উক্তি আছে যে, মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধদিগের মতে অসহিষ্ণু হইয়া বিবসন জৈন শিষ্যগণ আত্মার স্থায়িত্ব-স্থাপনার্থ ক্ষণিকত্ব পক্ষের খণ্ডন করিতেছেন। তাঁহারা বলেন—যদি আত্মা স্থায়ী না হন, তাহা হইলে লৌকিক ফলসাধন-সম্পাদন বিফল হয়। ইহা সম্ভব হইতে পারে না যে, এক ব্যক্তি যে কার্য্য করে, তাহা অন্য ব্যক্তি ভোগ করে। আমি যে কর্ম্ম পূর্ব্বে করিয়াছি, এক্ষণে তাহার ফলভোগ করিতেছি। পূর্ব্বাপর কাল-বর্ত্তিত্বই আত্মার স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ।

যাঁহারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ পুরুষার্থচতুষ্টয়ের অভিলাষী, তাঁহারা বুদ্ধমত স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের আর্হত অর্থাৎ জৈনমতের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। চন্দ্রসূরি প্রভৃতি আপ্ত ব্যক্তিরা নিশ্চয়ালঙ্কারে এই আর্হতমত নিঃশঙ্করূপে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—আর্হতদেব সর্ব্বজ্ঞ এবং তিনি রাগাদি জয় করিয়াছেন। তিনি ত্রিভুবনে পূজ্য, যথার্থ স্থিতার্থবাদী এবং সাক্ষাৎ পরমেশ্বর।

অর্হৎ-প্রবচনসংগ্রহ-বিষয়ক পরমাগমসার নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়, সম্যগ্ দর্শন, সম্যগ্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র—এই তিনটিই সাক্ষাৎ মোক্ষমার্গ।

অন্যরূপও আছে, যথা—জিন যে তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে যে সম্যগ্ রূপ রুচি, তাহারই নাম শ্রদ্ধান। নিসর্গ এবং গুরুর অধিগম—এই দ্বিবিধ উপায়ে উহা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে পরের উপদেশ-নিরপেক্ষ আত্মস্বরূপকে নিসর্গ বলে এবং ব্যাখ্যানাদিরূপ পরোপ-দেশজনিত জ্ঞানের নাম অধিগম। আর যে স্বভাব দ্বারা জীবাদি পদার্থ অবস্থিত, সেই স্বভাব বলে মোহ ও সংশয় রহিত হইলে যে অবগম লাভ হয়, তাহারই নাম সম্যগ্ জ্ঞান।

সংক্ষেপ-বিধানে জীব ও অজীব নামক দ্বিবিধ তত্ত্ব। তন্মধ্যে বোধাত্মক জীব, আর অবোধাত্মক অজীব।

কেহ কেহ সপ্ততত্ত্ব বলিয়াছেন, যথা—জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জ্জর ও মোক্ষ।

জৈনেরা সর্ব্বত্র সপ্তভঙ্গি-নয়াখ্য ন্যায়ের অবতারণা করেন। যথা 'স্যাদস্তি' অর্থাৎ কোনরূপে আছে, 'স্যান্নাস্তি' অর্থাৎ কোনরূপে নাই; 'স্যাদস্তি চ নাস্তি চ' অর্থাৎ কোনরূপে আছে ও নাই; 'স্যাদস্তি চাবক্তব্যঃ; অর্থাৎ কোনরূপে আছে, কিন্তু বলা যায় না; 'স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যঃ' অর্থাৎ কোনরূপে নাই, বলাও যায় না, 'স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যঃ' অর্থাৎ আছে ও নাই, বলাও যায় না।—এই সাতটি সপ্তভঙ্গিনয়নামক ন্যায়।

জিন দেবই গুরু ও সম্যক্ তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেষ্টা—জ্ঞান, দর্শন ও চারিত্রই অপবর্গের প্রকাশক। স্যাদ্বাদের দুইটি প্রমাণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সমুদায় বস্তুই নিত্যানিত্যাত্মক। তত্ত্ব নয়টি; ইহাদের নাম—জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সংবর, বন্ধ, নির্জ্জর ও মুক্তি।

আত্মা অনন্ত চতুষ্ক লাভ করিয়া অষ্টবিধ কর্ম্ম ক্ষয়ের পর মুক্তি লাভ করে, জিনের মতে ইহা নির্ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ এইরূপ মুক্তিলাভ হইলে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

জৈন সাধুগণ ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, মস্তক মুণ্ডন করেন, শ্বেতবস্ত্র ধারণ করেন, ক্ষমাশীল ও সর্ব্বথা নির্লিপ্ত হন।

আর একপ্রকার জৈন সাধু আছেন, তাঁহারা মুণ্ডিত-মস্তক, পিচ্ছিকা-হস্ত, পাণিপাত্র ও দিগম্বর, ইহাদের নাম জিনর্ষি, ইঁহারা দাতার গৃহেও ভোজন করেন না।

জৈনগণ ঈশ্বর ও বেদ মানেন না। তাঁহারা বলেন—সর্ব্বগ, নিত্য, স্ববশ, বুদ্ধিমান্, জগৎকর্ত্তা পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জৈনগণের মতে তীর্থঙ্করগণই সর্ব্বজ্ঞ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায় যে, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দেহ হইতে মায়ামোহ-নামক কোন ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়া অসুরগণকে অর্হৎ (জৈন) ধর্ম্ম এবং পরে অন্য অসুরগণকে অহিংসাপর (বৌদ্ধ) ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যে, ভগবদবতার শ্রীঋষভদেবের মতানুযায়ী জৈন বা আর্হতধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার প্রামাণিকত্ব আছে। তদুত্তরে বলা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীঋষভদেব শ্রীবিষ্ণুর অংশাবতার; ইঁহার একশত পুত্রের মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ। এবং তৎপরবর্ত্তী নয় জন নয়টি ভূখণ্ডের অধিপতি হন; এতদ্ব্যতীত নয় জন মহাভাগবত কবি, হবি, অন্তরীক্ষ ইত্যাদি নবযোগীন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীঋষভদেবের পরমহংসলীলার ধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটকদেশের রাজন্যবর্গ বেদবিরোধী জৈনমত প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, "যস্য কিলানুচরিতমুপাকর্ণ্য কোঙ্ক-বেঙ্কট-কুটকানাং রাজার্হন্নামোপশিক্ষ্য কলাবধর্ম্ম উৎকৃষ্যমাণে ভবিতব্যেন বিমোহিতঃ স্বধর্ম্মপথমকুতোভয়মপহায় কুপথপাষণ্ডমসমঞ্জসং নিজমনীষয়া মন্দঃ সম্প্রবর্ত্তয়িষ্যতে।" (ভাঃ ৫।৬।৯)

অর্থাৎ হে রাজন্, ঋষভদেবের আশ্রমাতীত পারমহংস্য-লীলা শ্রবণ করিয়া কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটক-দেশের জৈনরাজা 'অর্হৎ' স্বয়ং সেই সকল শিক্ষা করিলেন এবং প্রাণিগণের পূর্ব্বসঞ্চিত পাপফলে কলিযুগে অধর্ম্ম প্রবল হইলে সেই মন্দমতি রাজা অর্হৎ বিমূঢ় হইয়া নির্ভয়ে স্বধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিয়া নিজ বুদ্ধিক্রমে বেদবিরুদ্ধ জৈনাদি পাষণ্ড-ধর্ম্মরূপ অপমার্গের প্রবর্ত্তন করাইবেন ইত্যাদি। বিস্তারিত জানিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় আলোচ্য। ঋষভদেবের গাথা সম্পূর্ণ জানিতে হইলে ভাঃ ৫।৩-৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বেদান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূত্রকার জৈনসখা মায়াবাদীর মতকেও নিরস্ত করিয়াছেন। সেই মত সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭।২৯-৩০)

এ-স্থলে আমাদের **শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ** তাঁহার **অনুভাষ্যে** 'মায়াবাদী' শব্দে লিখিয়াছেন—"মায়াতীত ভগবত্তায়, ভগবদ্ধামে, ভগবদ্ভক্তিতে ও ভক্তে 'মায়া' আছে—এরূপ ভ্রান্তবিশ্বাসী ব্যক্তিই মায়াবাদী।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বীয় **অমৃতপ্রবাহভাষ্যে** লিখিয়াছেন—"মায়াবাদী—প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ। সমস্ত সদ্বিষয়ে যাহারা 'মায়া' লইয়া বাদ উঠায়। 'ব্রহ্ম'কে 'মায়ার অতীত' বলিয়া 'ঈশ্বরকে' 'মায়াসঙ্গী' করে এবং ঈশ্বরের অবতার দেহগুলিকে 'মায়িক' বলে। জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার অহং-বুদ্ধি—মায়া-নির্ম্মিত, এরূপ বলে; সুতরাং জীব মুক্ত হইলে 'শুদ্ধ জীব' বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না—এরূপ সিদ্ধান্ত করে; অর্থাৎ মুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়, এরূপ শিক্ষা দেয়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীসার্ব্বভৌমকে বলিয়াছেন,—

" 'মায়াধীশ' 'মায়াবশ',—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহত' অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি' মানে।
হেন জীবে 'ভেদ' কর ঈশ্বরের সনে॥
... ...
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক॥

জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
'মায়াবাদি-ভাষ্য' শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬২-১৬৮)

আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তদীয় অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—"বেদাশ্রয়ী নাস্তিক্যবাদ,—কৈবলাদ্বৈতবাদ; বেদ ত্যাগ করিয়া শাক্যসিংহ বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান এবং প্রাকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য স্থাপন করেন। তাঁহার মতে—পরলোকে সচ্চিদানন্দ-রহিত বিগ্রহ বিরাজমান। মায়াবাদী বেদ মুখে গ্রহণ করিয়া বা মানিয়া নিজ ভোগপর অজ্ঞানবাচ্য বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান-ফলে কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান বলিয়া মনে করেন এবং নৈষ্কর্ম্ম্য স্থাপন করেন। তাঁহাদের মতে পরলোকে নির্ব্বাধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ কেবল চিন্মাত্র বিরাজমান। অজ্ঞান-স্থিত মুমুক্ষু জ্ঞানবাদী সচ্চিদানন্দ-জ্ঞানকে 'খণ্ডজ্ঞান' বা 'অজ্ঞানের প্রতিফলন'-রূপে বিবেচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন সম্বিৎ-বৃত্তির অনুশীলনকে নিজ অজ্ঞানের প্রকারভেদমাত্র বলিয়া মনে করিয়া ভগবৎসেবা হইতে নিবৃত্ত হন; সুতরাং শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের অনুভূতি অজ্ঞান-বিগ্রহ জ্ঞান-বাদীর অধিগম্য বিষয় নহে; যেহেতু তাঁহার সিদ্ধান্তে নিঃশক্তিক ব্রহ্ম—জড়ময় অর্থাৎ 'জ্ঞান', 'জ্ঞেয়', 'জ্ঞাতা',—এই অবস্থাত্রয়রহিত এবং তাঁহার জড়াভিমানগ্রস্ত বিচার-নিপুণতারূপ অজ্ঞান প্রবল হওয়ায় সচ্চিদানন্দত্ব চিন্ময় 'জ্ঞান', 'জ্ঞেয়' ও 'জ্ঞাতৃ'-ধর্ম্ম-বিশিষ্টও নহে; বস্তুতঃ উহা অজ্ঞানাবস্থার উক্তিবিশেষ-মাত্র। এ-জন্য মায়াবাদীর প্রকৃতবস্তু-জ্ঞানে অনস্তিত্ববুদ্ধি।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "অমৃতপ্রবাহভাষ্যে" পাই,—"ব্যাসের সূত্রে শুদ্ধভক্তিবাদ আছে। মায়াবাদী সেই সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে পরব্রহ্মের চিন্ময় বিগ্রহ অস্বীকৃত এবং জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তাও অস্বীকৃত হওয়ায় তাহা শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের অত্যন্ত বিরুদ্ধ, সুতরাং মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে জীবের সর্ব্বনাশ হয়; কেননা, ব্রহ্মের সহিত অভেদবাঞ্ছারূপ দুরাশাপ্রদত্ত অভিমান দ্বারা শুদ্ধভক্তি নাশ হয় এবং প্রকৃত-প্রস্তাবে ঈশ্বরকে মানা হয় না।"

শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত মতবাদই কেবলাদ্বৈতবাদ, বিবর্ত্তবাদ, মায়াবাদ, অনির্ব্বাচ্যবাদ ও নির্ব্বিশেষবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে প্রচলিত।

মায়াবাদিগণের মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয়ে জীব ও জগদ্রূপে প্রকাশিত হন। মায়াময় ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জগৎ-সৃষ্টির নিমিত্তকারণ। আর নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ। তাঁহারা বলেন,—দুই গাছি সূতা জড়াইয়া যেমন দড়ি পাকান হয়, সেইরূপ মায়া ও ব্রহ্ম এই দুইটি দুই গাছি সূতার ন্যায় জড়িত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে অর্থাৎ মায়া বিজড়িত ব্রহ্মই জগতের কারণ।

ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য বা মায়াবাদ-ভাষ্যকেই অধিকাংশ ব্যক্তি গতানুগতিক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বেদান্তমত বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু শ্রীশঙ্করের মায়াবাদভাষ্যে কিছু স্বকপোলকল্পিত মৌলিকতা থাকিলেও উহা বস্তুতঃ শ্রৌতসিদ্ধান্ত নহে। শ্রীশঙ্কর বৌদ্ধমতকেই মূলতঃ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই সকল কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদবৃন্দ তারস্বরে প্রচার করিয়াছেন। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রভুর লীলায় শ্রীপ্রকাশানন্দ ও শ্রীসার্ব্বভৌম-উদ্ধার-প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া সবিশেষ জানিতে পারিবেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের রচিত 'সর্ব্বসংবাদিনী' ও 'ষট্সন্দর্ভ' আলোচনা দ্বারাও এ-বিষয় জানিতে পারা যায়। এমন কি, আধুনিক অনেক গবেষকও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, শ্রীশঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্য কষ্টকল্পনা করিয়াই স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাতে শ্রুতিবিরোধও প্রকাশ পাইয়াছে।

কেবল শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীশ্রীজীব-প্রমুখ গোস্বামিবৃন্দ মায়াবাদকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ' বলেন নাই, এমন কি, বেদান্তভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্য যিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারক নহেন, তিনিও তাঁহার ভাষ্যে শাঙ্করমতকে একাধিক বার "প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য মহাযানিক বৌদ্ধবাদ" বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভাষ্যের একস্থানে লিখিয়াছেন,—"তথাচ বাক্যং পরিণামস্তু স্যাদ্ দধ্যাদিবদিতি বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং মহা-যানিকবৌদ্ধগাথায়িতং মায়াবাদং বর্ণয়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।

যে তু বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তেঽপি অনেন ন্যায়েন সূত্রকারেণৈব নিরস্তা বেদিতব্যাঃ।"

শুধু ভাস্করাচার্য্য নহেন, ভিন্নমতাবলম্বী বেদান্ত ও সাংখ্য-ভাষ্যকার বিজ্ঞান-

ভিক্ষুও সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য-ভূমিকায় পদ্মপুরাণের বাক্য সমূহ উদ্ধার করিয়া শাঙ্কর মতবাদকে "প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ" বলিয়াছেন—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব কথিতং দেবি, কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ॥
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোঁকগর্হিতম্।
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে ॥
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে।
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে ॥
ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া।
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে ॥
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ ॥"

অতঃপর বেদান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূত্রকার যে নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 'সাংখ্য-দর্শন' ষড়্দর্শনের অন্যতম। ইহার প্রণেতা—শ্রীকপিল ঋষি। ইহাতে ছয়টি অধ্যায় আছে। ইহাও সূত্রাকারে গুম্ফিত। প্রথম অধ্যায়ে ১৬৪টি সূত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৭টি সূত্র, তৃতীয় অধ্যায়ে ৮২টি সূত্র, চতুর্থ অধ্যায়ে ৩১টি সূত্র, পঞ্চম অধ্যায়ে ১২৯টি সূত্র এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৭০টি সূত্র আছে।

প্রথম সূত্রেই পাই,—

'অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ উপশম হইলে আর কোন কালে কোন প্রকার দুঃখে অভিভূত হইতে হইবে না, তাহাই অত্যন্ত পুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্তি। তাহার পরবর্ত্তী সূত্রে বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রবিহিত উপায় ভিন্ন দৃষ্ট-উপায় দ্বারা এই পুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।

এ-স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের ন্যায় সাংখ্যদর্শনেও দুঃখও একটি প্রধান সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং সেই দুঃখ আধ্যাত্মিকাদি-ভেদে ত্রিবিধ। তত্ত্বজ্ঞান-লাভের দ্বারাই এই দুঃখ নিবৃত্ত হইতে পারে। ইহাদের মতে মোট তত্ত্ব ২৫টি; তন্মধ্যে প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত—এই ২৪টি এবং অন্যটি পুরুষ, ইহা মিলিয়া ২৫টি তত্ত্ব। পুরুষ এক হইলেও অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতিস্থ পুরুষ অসংখ্য।

প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেকবশতঃ অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, নির্লেপ ও অকর্ত্তা এইরূপ জ্ঞানের অনুদয় পর্য্যন্ত জীবকে ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পুনরায় যখন প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক অর্থাৎ প্রকৃতিই—কর্ত্রী, পুরুষ—সাক্ষিমাত্র নিষ্ক্রিয়; পুরুষের কর্ত্তৃত্ব অধ্যাসমাত্র, এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন অনাদি অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে পুরুষের প্রতি প্রকৃতির অধিকার ত্যাগ হয়। তখনই জীবের ত্রিবিধ দুঃখের ধ্বংস হয়। ইহাকেই আনন্দপ্রাপ্তি বা মোক্ষ বলা হয়।

ইহাদের মতে জড়া প্রকৃতি চেতন-পুরুষের সংস্পর্শে সক্রিয় হয়। পুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্য এবং প্রকৃতি পুরুষের কৈবল্য-সাধনের নিমিত্ত পরস্পরের মিলন হয়। অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পঙ্গুর অন্ধকে চালনা করার ন্যায় প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি-কার্য্য হইয়া থাকে। এ-স্থলে প্রকৃতি যেন দৃষ্টিশক্তিহীন, আর পুরুষ ক্রিয়াশক্তিহীন। পুরুষ যখন বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতি তাহাকে বশীভূত করিতে চাহে, তখন অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞান হইলেই প্রকৃতি লজ্জিতা হইয়া সরিয়া পড়ে, পুরুষ তখনই মুক্ত হয়।

এই সাংখ্যমতে বলা হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণাভাব। তাহাদের যুক্তি এই যে, ঈশ্বর যদি মুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টির বাসনা থাকিতে পারে না। আর যদি বদ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা চলে না। সুতরাং তাঁহাদের মতে কোন ঈশ্বর নাই বা থাকিতে পারে না। ইহারা বলেন,—বেদে যে ঈশ্বরের কথা পাওয়া যায়, উহা মুক্ত আত্মা-বিশেষের প্রশংসামাত্র। ইহারা ঈশ্বর মানেন না কিন্তু বেদ মানেন। সেজন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন।

এ-স্থলে আর একটি বিষয় বিচার্য্য যে, এই পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ববাদী নিরীশ্বর কপিল অগ্নিবংশজ ঋষি বিশেষ। আর শ্রীমদ্ভাগবতে যে ষড়্-বিংশতিতত্ত্বপ্রতিপাদক সাংখ্যসিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, তাহার প্রবর্ত্তক

ভগবদবতার দেবহূতিনন্দন শ্রীকপিলদেব। এই ভগবদবতার শ্রীকপিলদেব সত্যযুগে আবির্ভূত হন এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ ও আসুরি নামক ব্রাহ্মণ ও স্বীয় জননীকে সর্ব্ববেদার্থসম্বলিত সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। আর নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা নাস্তিক্যবাদ-প্রচারক অগ্নিবংশজ কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভূত হন। ইনিই সগর রাজার বংশ ধ্বংস করেন। বর্ত্তমান কালে ইহার রচিত সাংখ্যদর্শনই ষড়্‌দর্শনের অন্যতম-রূপে পরিচিত হইয়াছে। এই মতের খণ্ডন বেদান্ত সূত্রের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়। ইহা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

পতঞ্জলি ঋষি-প্রণীত পাতঞ্জলদর্শনকেও ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীব্যাসদেব এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে খণ্ডন করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা দ্রষ্টব্য। ইহাও সূত্রাকারে নিবদ্ধ। ইহা চারিটি পাদ-সমন্বিত। প্রথমে সমাধিপাদে ৫১টি সূত্র আছে, দ্বিতীয় সাধনপাদে ৫৫টি সূত্র, তৃতীয় বিভূতিপাদে ৫৬টি সূত্র, চতুর্থ কৈবল্যপাদে ৩৩টি সূত্র বর্ত্তমান।

প্রথম পাদে যোগের স্বরূপ, উদ্দেশ্য, লক্ষণ, উপায় ও প্রকার ভেদ; দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কর্ম্মফল, কর্ম্মফলের দুঃখত্ব, হেয়ত্ব, হেয়ত্ব-হেতু, হান ও হানোপায়; তৃতীয়পাদে যোগের অঙ্গ, পরিণাম, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি এবং চতুর্থপাদে কৈবল্য বা মুক্তির কথা পাওয়া যায়।

প্রথমেই পাওয়া যায়—'অথ যোগানুশাসনম্।' সুতরাং এটি যে 'যোগ-শাস্ত্র', তাহা সহজেই বুঝা যায়। দ্বিতীয় সূত্রেও পাই—'যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ।'

এই মতে পাওয়া যায়—প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকাভ্যাস দ্বারা বিষয়-বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগ্যের পক্কতা ঘটিলে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। পরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি জন্মে; তাহা হইলে দুঃখের পরিহার ও সুখপ্রাপ্তি ঘটে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটিকে যম বলে; নিয়ম বলিতে শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানকে বুঝায়। যোগাভ্যাসকালে যে আসনাদি রচনা পূর্ব্বক অঙ্গসংস্থান হয়, তাহাকে আসন বলে; রেচক, পূরক ও কুম্ভকরূপ বায়ু-সংযমকে প্রাণায়াম বলে; বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের বিয়োজনরূপ কার্য্যের নাম 'প্রত্যাহার'; চিত্তের

স্থিরীকরণের নাম 'ধারণা', যাহাতে ধ্যেয়-বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ধারা হয় তাহাকে ধ্যান বলে আর যাহাতে ধ্যেয়-বিষয়ান্তরেরও স্ফূর্ত্তি থাকে, সেরূপ চিত্তের দ্বারা যে সমাধি, তাহাকে 'সম্প্রজ্ঞাত সমাধি' বলে; পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে যে সমাধি হয়, তাহাকে 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি' বলে।

যোগাভ্যাস-ফলে সাধকের কতকগুলি অলৌকিক শক্তি লাভ হইয়া থাকে, তাহাকে বিভূতি বা সিদ্ধি বলে।

এই যোগদর্শনে কপিলের সমুদয় তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অধিকন্তু পুরুষবিশেষ ঈশ্বরের কথা আছে। কিন্তু এই ঈশ্বর জীব ও জগতের কারণ নহেন। সৃষ্টি-বিষয়ে তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। সাংখ্যের প্রকৃতিই —মূলকর্ত্রী, আর সাংখ্যের মুক্তিই পতঞ্জলিরও অভিপ্রেত।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে পতঞ্জলির মত—ঈশ্বর ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অনভিভূত বা অস্পৃষ্ট পুরুষবিশেষ (জীববিশেষ)।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে সূত্র এই,—"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

এই মতের সমাধিকে আবার সবীজ ও নির্বীজ ভেদে দুইপ্রকার বলা হয়। সবীজ সমাধি—সম্প্রজ্ঞাত, আর নির্বীজ সমাধি—অসম্প্রজ্ঞাত। পুরুষ ধর্ম্মমেঘ নামক অপূর্ব্ব সমাধিমগ্ন হইলে তাঁহার প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক গুণ-নিচয়সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ হয়। তখন আর তিনি প্রাকৃতিক প্রলোভনে প্রলোভিত হন না।

প্রকৃতির সহিত পুরুষের নিঃসম্বন্ধই কৈবল্য। তাহাই পুরুষের স্বরূপ-লক্ষণ। প্রকৃতিতে পুরুষের বিবেকপ্রসূত ঔদাসীন্য বশতঃ সেই পুরুষের পুরুষার্থ ত্যাগ হইলে সেই প্রকৃতির সর্ব্বপরিণামের পরিসমাপ্তি হয়। পুরুষের সঙ্গে তাহার যে অযোগ সংঘটিত হয়, তাহাকেই কৈবল্য বলা হয়।

পতঞ্জলি ঋষির মতে রাজযোগই প্রশস্ত। রাজযোগের চরম লক্ষ্য কৈবল্য। বুদ্ধিসত্তার সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া কেবল চিতি-শক্তিরূপে অবস্থানকে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা কৈবল্য বলা হয়। সাংখ্যের ন্যায় ইহারাও কৈবল্যাবস্থায় অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তি হয় বলিয়া বিচার করেন। সাংখ্য-মতের সহিত মূলতঃ ইহাদের মিল থাকায় সাংখ্যমত নিরস্ত হইলেই ইহারাও নিরস্ত।

অক্ষপাদ গৌতমের প্রণীত দর্শনশাস্ত্রের নাম 'ন্যায়দর্শন'। ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীমদ্ব্যাসদেব বেদান্তে এই মতও নিরসন করিয়াছেন, সুতরাং এই মত-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইতেছে।

শ্রীসায়নমাধব 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে' বলিয়াছেন যে, এই মতে ষোড়শপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ-লক্ষণ নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে। ইহা সমানতন্ত্রেও প্রতিপাদিত হইয়াছে। সূত্রকারও ইহা বলিয়াছেন—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

অর্থাৎ ষোড়শবিধ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানে নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি ঘটে। সেই ষোড়শ পদার্থ এই,—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। ইহা ন্যায়শাস্ত্রের আদিম সূত্র। ন্যায়শাস্ত্র পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহ্নিক আছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে গৌতমঋষি প্রমাণাদি—পদার্থ নয়টির লক্ষণ নিরূপণ করতঃ দ্বিতীয়ে বাদাদি সপ্তপদার্থের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। প্রথমে সংশয় পরীক্ষা এবং প্রমাণ-চতুষ্টয়ের অপ্রামাণ্যশঙ্কানিরাকরণ, দ্বিতীয়ে অর্থাপত্ত্যাদির অনুমানে অন্তর্ভাব-নিরূপণ, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে আত্মা, শরীর ও ইন্দ্রিয়ার্থের পরীক্ষা, আর দ্বিতীয় আহ্নিকে বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষা, চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে প্রবৃত্তি-দোষ, প্রেত্যভাব-ফল, দুঃখ ও অপবর্গের পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় আহ্নিকে দোষনিমিত্তকত্ব-নিরূপণ ও অবয়বাদি-নিরূপণ। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে জাতিভেদ-নিরূপণ ও দ্বিতীয় আহ্নিকে নিগ্রহস্থানভেদ নিরূপিত হইয়াছে।

মেয়সিদ্ধি মানের (প্রমাণের) অধীন, এই ন্যায়ানুসারে প্রথমে প্রমাণের উদ্দেশ হওয়ায়, তদনুসারে লক্ষণ কথনীয় হয়, এইজন্য প্রমাণের লক্ষণ কথিত হইতেছে। সাধনাশ্রয়ের ব্যতিরিক্তত্ব হইলেই প্রমাণ প্রমেয়-ব্যাপ্ত হয়। এই প্রকারে প্রতি তন্ত্রেই সিদ্ধান্ত দ্বারা সিদ্ধ পরমেশ্বরের প্রামাণ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। সূত্রকারও বলিয়াছেন—শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ-প্রামাণ্যের ন্যায় আপ্ত প্রামাণ্য হইতেই তৎ প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। ন্যায়পারাবারদর্শী বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তি উদয়ন আচার্য্যও 'কুসুমাঞ্জলির' চতুর্থস্তবকে বলিয়াছেন,—

"মিতিঃ সম্যক্‌পরিচ্ছিত্তিস্তদ্বত্তা চ প্রমাতৃতা।
তদযোগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে মতে ইতি।"

অর্থাৎ মিতিশব্দে 'সম্যক্‌রূপ পরিচ্ছেদ' (নিশ্চয়) প্রমাতৃতা-শব্দে 'তদ্বত্তা' অর্থাৎ প্রমা-বিশিষ্টতা এবং প্রামাণ্যশব্দে 'তদযোগব্যবচ্ছেদ' ইহাই গৌতমের মত।

এইমতে প্রমাণ চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

প্রমেয় দ্বাদশপ্রকার—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ।

সাধারণ ধর্ম্ম, অসাধারণ ধর্ম্ম ও বিপ্রতিপত্তি-বশতঃ ত্রিবিধ সংশয়।

দৃষ্ট ও অদৃষ্টভেদে প্রয়োজন দ্বিবিধ।

সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য-ভেদে দৃষ্টান্ত দ্বিবিধ।

সর্ব্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ ও অভ্যুপগম-ভেদে সিদ্ধান্ত চতুর্ব্বিধ।

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগম—এই পাঁচ প্রকার অবয়ব।

ব্যাঘাত, আত্মাশ্রয়, ইতরেতরাশ্রয়, চক্রকাশ্রয়, অনবস্থা, প্রতিবন্ধিকল্পনা, লাঘব, কল্পনা গৌরব, উৎসর্গ, অপবাদ ও বৈজাত্য-ভেদে তর্ক একাদশ প্রকার।

সাক্ষাৎকৃতি, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দভেদে চারিপ্রকার নির্ণয়।

যাহাতে তত্ত্ব-নির্ণয়রূপ ফল আছে, সেই কথাবিশেষের নাম বাদ।

উভয়সাধনবতী বিজিগীষুকথা জল্পঃ। দুইটি বিজিগীষুর স্ব-স্ব-নির্দ্দিষ্ট স্বাধনবতী কথার নাম জল্প।

স্বপক্ষস্থাপনহীন কথাবিশেষের নাম বিতণ্ডা। বাদী-প্রতিবাদী উভয়ের পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহের নাম কথা।

যাহা অসাধক অথচ হেতুত্বে অভিমত, তাহাই হেত্বাভাস (দুষ্টহেতু) উহা পাঁচ প্রকার, যথা—সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণ (সৎপ্রতিপক্ষিত), সম-সাধ্য (অসিদ্ধ) ও সমাতীতকাল (বাধিত)।

অভিধান-তাৎপর্য্য, উপচারব্যত্যয় ও বৃত্তিভেদে ছল তিন প্রকার।

সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য, উৎকর্ষ, অপকর্ষ, বর্ণ্য, অবর্ণ্য, বিকল্প, সাধ্য, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, প্রসঙ্গ, প্রতিদৃষ্টান্ত, অনুৎপত্তি, সংশয়, প্রকরণ, হেত্বর্থাপত্তি, বিশেষোপপত্তি, উপলব্ধি, অনুপলব্ধি, নিত্য, নিত্যকার্য্য, সম-ভেদে এই সকল—স্বব্যাঘাতক উত্তরের নাম জাতি।

নিগ্রহস্থান দ্বাবিংশতি প্রকার—প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ,

প্রতিজ্ঞাসংন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূনাধিক, পুনরুক্ত, অনুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্য, উপেক্ষণ, নিরনুযোজ্য, অনুযোগ, অপসিদ্ধান্ত ও হেত্বাভাস।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা মূল ন্যায়গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ন্যায়দর্শন-প্রণেতা গৌতমের মতে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ-লক্ষণ-পরীক্ষা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের জ্ঞান লাভের পর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মা-দ্বয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে। পরমাত্মা ও জীবাত্মার সাক্ষাৎকারের পর বাসনার (সংস্কারের) সহিত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হইলে তৎপূর্ব্ব-পূর্ব্বগুলিও ক্রমে নাশ হয়। সর্ব্বশেষ দুঃখের আত্যন্তিক নাশে অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে। ইহাদের মতে উনিশ প্রকার দুঃখস্থান। এতদ্ব্যতীত সুখও দুঃখের পরিণাম বলিয়া উহাও দুঃখের সমান। আর দুঃখ নিজস্বরূপে তো আছেই। অতএব এই একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিই মুক্তি।

ন্যায়ের মতে আত্মা সর্ব্বব্যাপী, ইহার স্বাধীন কোন গুণ নাই তবে মনের সহিত সম্মিলনে মনের দ্বারা বিষয়ের সংস্পর্শে জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, দ্বেষ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিবিধ গুণ আত্মায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই মতে জগৎকর্ত্তৃরূপে ঈশ্বর স্বীকৃত। ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির উপকরণ—পরমাণু সমূহই; এই পরমাণুবাদ বেদান্তে যথাস্থানে নিরাকৃত হইয়াছে। তাহা তথায় দ্রষ্টব্য। বৈশেষিক দর্শনেরও এই মত।

ন্যায়শাস্ত্রের আর একটি নাম আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই বিদ্যাকে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রদীপও বলা হইয়াছে।

শ্রীশঙ্কর-মত খণ্ডনের নিমিত্ত শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে বহু ন্যায়-গ্রন্থ প্রচারিত আছে। গোবিন্দভাষ্য প্রণেতা শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও মাধ্বন্যায়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

প্রাচীন ন্যায় ব্যতীত নব্যন্যায়ও প্রবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন নৈয়ায়িকের দ্বারা ক্রমেক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশে গঙ্গেশ উপাধ্যায়, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও রঘুনাথ শিরোমণিকে অনেকে নব্যন্যায়ের প্রথম প্রবর্ত্তক বলেন। অবশ্য শ্রীসার্ব্বভৌম প্রাচীন ও নব্য উভয় ন্যায়শাস্ত্রেই পারঙ্গত ছিলেন।

পরবর্ত্তিকালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া ইনিই বলিয়াছিলেন—

"সার্ব্বভৌম কহে, আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পৎ-সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে,—ঐছে কোন্ হয়॥
তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ' 'হরি'॥
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গে।
কাঁহা এই সঙ্গসুধা-সমুদ্র-তরঙ্গে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১২।১৮১-১৮৪)

প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ও এই সার্ব্বভৌমেরই ছাত্র ছিলেন। কেহ কেহ যে বলেন—সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য একসঙ্গে অধ্যয়ন করিতেন, এই কথাটি কিন্তু সম্পূর্ণ অমূলক।

এক্ষণে বৈশেষিক দর্শনের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা উলূকের পুত্র উলূক্য বা কণাদ ঋষি। ইনি তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিতেন বলিয়া ইহার নাম কণাদ হইয়াছে। ইহার প্রণীত দর্শনের অপর নাম ঔলূক্যদর্শন। কণাদ-প্রণীত দর্শনশাস্ত্রখানি দশ অধ্যায়ে পরিপূর্ণ। প্রতি অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহ্নিক আছে।

'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ'-গ্রন্থে পাওয়া যায়,—আহ্নিকদ্বয় যুক্ত প্রথম অধ্যায়ে সমবেত অশেষ পদার্থের কথন, ইহার মধ্যে প্রথম আহ্নিকে জাতি-নিরূপণ এবং দ্বিতীয় আহ্নিকে জাতি ও বিশেষ উভয়ের নিরূপণ আছে। আহ্নিকদ্বয়যুক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রব্য-নিরূপণ, তন্মধ্যে প্রথম আহ্নিকে ভূত-বিশেষলক্ষণ এবং দ্বিতীয় আহ্নিকে দিক্‌কাল প্রতিপাদন করিয়াছেন। আহ্নিকদ্বয়যুক্ত তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মা ও অন্তঃকরণ-লক্ষণ, তন্মধ্যে আবার প্রথম আহ্নিকে আত্মার ও দ্বিতীয় আহ্নিকে অন্তঃকরণের লক্ষণ নিরূপিত। আহ্নিকদ্বয়যুক্ত চতুর্থ অধ্যায়ে শরীর ও তদুপযোগী বিবেচন, তাহার মধ্যে প্রথম আহ্নিকে তদুপযোগী বিবেচন ও দ্বিতীয় আহ্নিকে শরীর বিবেচন করিয়াছেন। আহ্নিকদ্বয়যুক্ত পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্ম প্রতিপাদন, তন্মধ্যে

আবার প্রথম আহ্নিকে শরীর-সম্বন্ধিকর্ম্ম-চিন্তন ও দ্বিতীয়ে মনঃসম্বন্ধিকর্ম্ম-চিন্তন আছে। আহ্নিকদ্বয়-সংযুক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রৌতধর্ম্ম-নিরূপণ, তাহার মধ্যে প্রথমে দান ও প্রতিগ্রহ-ধর্ম্মবিবেক আর দ্বিতীয়ে চারি আশ্রমোচিত ধর্ম্মনিরূপণ। সপ্তম অধ্যায়ে গুণসমবায় প্রতিপাদন তাহার মধ্যে প্রথম আহ্নিকে বুদ্ধিনিরপেক্ষ গুণ-প্রতিপাদন, আর দ্বিতীয় আহ্নিকে বুদ্ধিসাপেক্ষ গুণ-প্রতিপাদন ও সমবায় প্রতিপাদন। অষ্টম-অধ্যায়ে নির্ব্বিকল্প, সবিকল্প-ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ চিন্তন। নবম-অধ্যায়ে বুদ্ধিবিশেষ প্রতিপাদন আর দশম-অধ্যায়ে অনুমানভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

তন্মধ্যে উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা এই ত্রিবিধ প্রকারে এই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা করা হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ছয়টিই ভাব পদার্থ। আর অভাব পদার্থ তদ্ভিন্ন; কণাদের মতে অভাব চারি প্রকার যথা—(১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস-অভাব, (৩) অন্যোহন্য-অভাব, (৪) অত্যন্ত-অভাব।

এই মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও কিঞ্চিৎ বেদপ্রামাণ্যও স্বীকৃত। আত্মা বিভু এবং দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্, আর বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট ও ভাবনাখ্য-সংস্কার,—এই নববিধ গুণের আশ্রয়। ষট্ পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আত্মার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। পরে উপাসনার দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঘটিলে প্রাগভাবের সহিত সমস্ত বৃত্তির ধ্বংস হয়। ঐরূপ বৃত্তিনাশই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি বা মুক্তি।

বৈশেষিক দর্শনে আত্মার ব্যক্তিত্বে বহুত্ব মানে। ইহাদের মতে অদৃষ্ট কৃতকর্ম্মের সঞ্চিত শক্তি। ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব-বিষয়ে কোন আলোচনা বৈশেষিক দর্শনে নাই। তবে বেদকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় ইঙ্গিতে কিছু পাওয়া যায়।

কণাদের বৈশেষিক মত ও গৌতমের ন্যায়ের মতকে আরম্ভবাদ বা পরমাণু-কারণবাদও বলা হয়। বেদান্তসূত্রে সূত্রকার শ্রীমদ্ বেদব্যাস এই মতকে যে নিরসন করিয়াছেন, তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমানে আমরা সংক্ষেপে পূর্ব্বমীমাংসা বা মীমাংসা-দর্শন কিঞ্চিৎ

আলোচনা করিতেছি। এই দর্শনখানি জৈমিনি ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত। এই জন্য ইহাকে জৈমিনি-দর্শনও বলে।

এই পূর্ব্বমীমাংসা-গ্রন্থ দ্বাদশ অধ্যায়-সংবলিত, তন্মধ্যে প্রতি অধ্যায়ে আবার কয়েকটি করিয়া পাদ আছে। 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ'-কার শ্রীসায়ন মাধবের মতে পূর্ব্বমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ে বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও স্মৃতি নামধেয়ার্থক শব্দরাশির প্রামাণ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মভেদ, উপোদ্ঘাত, প্রমাণ, অপবাদ ও প্রয়োগভেদরূপ অর্থ।

তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রুতিলিঙ্গবাক্যাদি-বিরোধ প্রতিপত্তি, কর্ম্ম অনারভ্য—অধীত বহু প্রধানোপকারক প্রযাজাদি যাগাদ্যঙ্গ চিন্তন।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রধান প্রযোজকত্ব, অপ্রধান প্রযোজকত্ব, জুহূপর্ণতাদি ফল, রাজসূয়গত জঘন্যাঙ্গ অক্ষদ্যূতাদি চিন্তা।

পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রুত্যাদিক্রম, তদ্বিশেষবৃদ্ধি, অবর্দ্ধন, প্রাবল্য ও দৌর্ব্বল্য-চিন্তা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অধিকারী, তাহার ধর্ম্ম, দ্রব্যপ্রতিনিধ্যর্থ লোপের প্রায়শ্চিত্ত ও সত্রদেয় বহ্নিবিচার।

সপ্তম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষবচনাতিদেশের মধ্যে নামলিঙ্গাতিদেশ-বিচার।

অষ্টম অধ্যায়ে স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও প্রবল লিঙ্গাদি, দেশাপবাদ বিচার।

নবম অধ্যায়ে উহ বিচারের আরম্ভ, সামোহ, মন্ত্রোহ ও তৎপ্রসঙ্গাগত বিচার।

দশম অধ্যায়ে বাধহেতুদ্বারলোপবিস্তার, বাধকারণ ও কার্য্যের একত্ব গ্রহাদি সামপ্রকীর্ণ নঞর্থ বিচার।

একাদশ অধ্যায়ে তন্ত্রোপোদ্ঘাত, তন্ত্রাবাপ, তন্ত্রপ্রপঞ্চন ও আবাপ প্রপঞ্চন চিন্তন।

দ্বাদশ অধ্যায়ে তন্ত্রের নির্ণয়, সমুচ্চয় ও বিকল্প বিচার বর্ণিত হইয়াছে।

তন্মধ্যে 'অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ইত্যাদি বাক্য প্রথম সূত্রে বিন্যাস পূর্ব্বক পূর্ব্বমীমাংসার আরম্ভের উপপাদনপর প্রথম অধিকরণ আরব্ধ হইয়াছে।

পরীক্ষকেরা অধিকরণের পাঁচটি অবয়ব নির্ণয় করিয়াছেন, যথা—বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি।

আচার্য্যও এ-স্থলে পাচটি বিচারাবয়বের উপর স্বীয় মত স্থাপন করিয়াছেন। তাহা মূল-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মীমাংসা-শব্দের অর্থ—বিচার বা সিদ্ধান্ত। এই গ্রন্থে বেদের পূর্ব্বভাগাবস্থিত যাগ-যজ্ঞের আলোচনারূপ ধর্ম্ম আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে পূর্ব্বমীমাংসা বলে, আর বেদের উত্তরভাগস্থ বিচার বা সিদ্ধান্ত বেদান্তসূত্রে দেখা যায়, সেই জন্য বেদান্তকে উত্তরমীমাংসা বলা হয়।

পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনকার জৈমিনি ঋষির মতে ঈশ্বরার্চ্চনরূপ বৈদিক কর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্যাদৃষ্ট দ্বারা দুরদৃষ্টের ক্ষয় হইয়া স্বর্গাদিপ্রাপ্তি ও সুখলাভ হইয়া থাকে। জৈমিনির মতে—বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ অনাদি ও নিত্য। কিন্তু ঈশ্বর স্বীকারেব অভাব। জগৎ অনাদি সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তার অপেক্ষা নাই। কর্ম্ম নিজফল নিজেই প্রদান করে। সুতরাং কর্ম্মফল-দাতৃরূপে ঈশ্বর-স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

এই মতে আত্মা বহু এবং তাহা অসৃষ্ট ও অমর। স্বীয় কর্ম্মানুসারে দেহ-প্রাপ্তি ও স্বর্গাদি লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম আচরণের পর কর্ম্ম 'অপূর্ব্ব'-সংজ্ঞা লাভ করে। সেই 'অপূর্ব্ব' যথাকালে কর্ম্মানুষ্ঠানকারীকে ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই মতে—যজ্ঞাদি কর্ম্মই পুরুষার্থলাভের একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। স্বর্গলাভই ইহাদের মতে পরম পুরুষার্থ। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদি কৃত হইয়া থাকে। দেবতা মন্ত্রাত্মক। ঐ মন্ত্র যজ্ঞকর্ম্মের অঙ্গবিশেষ। দ্রব্যাদি যেমন যজ্ঞের ফলোৎপত্তি-বিষয়ে কারণ, মন্ত্রাত্মক দেবতাও সেইরূপ কর্ম্মের অঙ্গ। মূলতঃ এই দর্শনখানিও নিরীশ্বর। ইহাদের পুরুষার্থ-বিচার স্বর্গ পর্য্যন্ত। মন্ত্রাত্মক দেবতাও কর্ম্মের অঙ্গ। কর্ম্মও দ্রব্যময়। সেই যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গলাভ, তাহাও চিরস্থায়ী নহে।

শ্রীমদ্ভগবদবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই সকল নিরীশ্বর মতসমূহ নিরাকরণ পূর্ব্বক বেদান্তের মত স্থাপন করিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-গ্রন্থের আবির্ভাবের কারণ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুবর স্বীয় ভাষ্যের অবতরণিকা রচনা করিয়াছেন এবং সেই অবতরণিকাভাষ্যের স্বীয় টীকার মধ্যে তিনি এই সকল মতবাদ নিরসনের কথা সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এই

গ্রন্থের পূর্ব্ব অধ্যায়ে অর্থাৎ বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমেই উল্লিখিত আছে, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য। মঙ্গলাচরণের পরই ব্রহ্মসূত্রাবির্ভাব-প্রসঙ্গে অবতরণিকা উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সংসারে দুঃখপরিহার ও সুখপ্রাপ্তির জন্যই সকল লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু দুঃখহানি এবং সুখলাভ আবার কোন উপায় ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই উপায়-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণ নিজ নিজ দর্শন-গ্রন্থে নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাসহীন চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন বা আর্হতদর্শনে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে, কপিলাদি ঋষিগণ উহা অসঙ্গতজ্ঞানে খণ্ডন করতঃ স্ব-স্ব-বুদ্ধি-অনুসারে আবার ভিন্ন ভিন্ন উপায় বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু বিচারস্থলে দেখা যায় যে, ঐ সকল উপায়ের দ্বারাও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা বাস্তব সুখলাভ হইতে পারে না। যেহেতু উহাদের প্রদর্শিত মুক্তি বা মুক্তিলাভের উপায় যথাযথ নহে। ইহাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে—সর্ব্বদর্শনশিরোমণিস্বরূপ বেদান্ত বা উত্তরমীমাংসা দর্শনের আবির্ভাবে। ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ এই বেদান্ত-দর্শনের রচয়িতা।

পরমেশ্বর-সম্বন্ধরহিত হইয়াই পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণ স্বীয় মস্তিষ্ক পরিচালনার দ্বারা মত নিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু উহা দ্বারা জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ বা নিঃশ্রেয়স লাভের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সেই জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশাবতার ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব সুসম্বদ্ধভাবে যে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন প্রকট করিয়াছেন, তাহাই বেদের ন্যায় অভ্রান্ত সত্য। ইহা সকল দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সকলের নিকট সমাদৃত। বেদের শেষভাগ অর্থাৎ উপনিষদ্ সংবলিত এই গ্রন্থকে বেদান্ত-দর্শন বা উত্তরমীমাংসাও বলা হয়। এই গ্রন্থে মূলতঃ ব্রহ্মবস্তু নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্রও বলা হয়। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় এই দর্শনখানিও সূত্রাকারে গুম্ফিত। সেইজন্য সূত্র সকলের তাৎপর্য্য-অববোধের জন্য ভাষ্যের প্রয়োজন। এ-যাবৎ অনেকগুলি ভাষ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক প্রভৃতি সাত্বত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের ভাষ্যগুলিই বৈষ্ণবসমাজে প্রসিদ্ধ ও আদৃত। স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রকার

শ্রীব্যাসদেব ভক্তি-সমাধিযোগে-প্রাপ্ত স্বতঃসিদ্ধ-সূত্রভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সেই শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া জানাইয়াছেন। তদনুগ গোস্বামিবৃন্দ, এমন কি, স্বয়ং শ্রীব্যাসদেবও বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন।

পরবর্ত্তিকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুবর জয়পুরের বিচার সভায় 'গোবিন্দভাষ্য' নামে একখানি গৌড়ীয় ভাষ্য উপস্থাপিত করিয়া বিরুদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করতঃ গৌড়ীয় গৌরব সম্বর্দ্ধন করেন। শ্রীবৃন্দাবনাধিদেব **শ্রীগোবিন্দের** কৃপাদেশে এই ভাষ্যখানি রচিত হয় বলিয়া ইহার নাম **গোবিন্দভাষ্য** রাখিয়াছিলেন। তদবধি এই গোবিন্দভাষ্যই বেদান্তের গৌড়ীয় ভাষ্য বলিয়া প্রথিত ও প্রচলিত। এ-বিষয়ে বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হইতে॥
'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ'।
'সাংখ্য' কহে,—'জগতের প্রকৃতি কারণ'॥
'ন্যায়' কহে,—'পরমাণু' হইতে বিশ্ব হয়।
'মায়াবাদী'—'নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে' হেতু কয়॥
'পাতঞ্জল' কহে—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান'।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত'-বর্ণন॥
'বেদান্ত'-মতে, ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ।
'নির্গুণ' ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' 'সগুণ'॥
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।

'মহাজন' যেই কহে, সেই সত্য মানি॥
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"
মহাভারত বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয় পর্ব্বে ৩১৩ অঃ॥ (১১৭শ্লোক)
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৪৮-৫৫)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বকৃত অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—

(১) **জৈমিন্যাদি মীমাংসকগণ** বেদের মূলতাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা ত্যাগ করিয়া **ঈশ্বরকে 'কর্ম্মের অঙ্গ'** করিয়া ফেলিয়াছেন। (২) **কপিলাদি নিরীশ্বর সাংখ্যকার** প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক **প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ** বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৩) **গৌতম ও কণাদাদি ন্যায় ও বৈশেষিকশাস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্বকারণ** বলিয়াছেন। (৪) সেইরূপ **অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকেই জগতের কারণ** বলিয়া দেখাইয়াছেন। (৫) **পতঞ্জলি** প্রভৃতি রাজযোগী তাঁহার **যোগশাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে 'স্বরূপ-তত্ত্ব'** বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল মতবাদপরায়ণ আচার্য্যগণ বেদসিদ্ধ স্বয়ং ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার খণ্ড-ভাবে (খণ্ড প্রতীতিময়) একটি একটি 'মত' স্থাপন করিয়াছেন। ষড়্‌দর্শনের ছয় মত উত্তমরূপে আলোচনা পূর্ব্বক তত্তন্মত খণ্ডন করিয়া শ্রীব্যাসদেব **ভগবৎ-প্রতিপাদক বেদসূত্রসকল অবলম্বনপূর্ব্বক বেদান্তসূত্র** নির্ম্মাণ করিয়াছেন। **বেদান্তমতে ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাকার**। নির্ব্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' এবং বিশেষস্থলে ভগবান্‌কে 'সগুণ' (ত্রিগুণময়) বলিয়া প্রতিপাদন করেন, বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তু কেবল নির্গুণ বা গুণাতীত নহেন, পরন্তু তিনি —অনন্ত চিদ্‌গুণরাশির আধার 'সগুণ' বিগ্রহ। মতবাদিগণের মতে— "পরম কারণ ঈশ্বর (বিষ্ণুকে) পাওয়া যায় না অর্থাৎ কেহই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ বিষ্ণুকে মানেন না, (অথচ পরমত খণ্ডন পূর্ব্বক নিজ নিজ মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন); অতএব মহাজন যাহা বলেন, তাহাই 'সত্য' বলিয়া জানিতে হইবে।"

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"মায়াবাদিগণ শ্রীশঙ্করপাদের শারীরক-ভাষ্যের উদ্দিষ্ট শাস্ত্রকেই 'বেদান্ত' বলেন,—অর্থাৎ বেদান্ত বলিতে শাঙ্করমতাবলম্বিগণ তাঁহাদের আচার্য্যের কৃত কেবলাদ্বৈতমতমূলক ভাষ্যতাৎপর্য্য বিশিষ্ট উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রকে লক্ষ্য করেন। সদানন্দযোগীন্দ্র-কৃত 'বেদান্তসারে'—"বেদান্তো নাম উপনিষৎ-প্রমাণম্, তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ।" বস্তুতঃ 'বেদান্ত' বলিলে 'কেবলাদ্বৈতবাদ' বুঝায় না। শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয় সকলেই বেদান্তাচার্য্য, কিন্তু শঙ্করমতাবলম্বী মায়াবাদী নহেন। ভেদ-দর্শনরহিত হইয়া কৈবলাদ্বৈত-বিচারমূলে যে অহংগ্রহোপাসনা, তাদৃশ মায়াবাদ-পন্থিগণ শুদ্ধাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকার করেন না; পরন্তু কৈবলাদ্বৈত-বিচারকেই নির্দ্দোষ বেদান্তমত বলিয়া বিশ্বাস করেন। কৃষ্ণে প্রাকৃত দেহ ও মনের দ্বারা যে অনিত্যসেবা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে মায়াবাদিগণের সন্তুষ্টি হয়, অর্থাৎ তাঁহারা কৃষ্ণভক্তিকে কর্ম্মানুষ্ঠান-বিশেষ বলিয়া জানেন, তজ্জন্য উহাকে 'অভক্তি' বলিয়া তাঁহাদের সন্তোষ।"

দেখা যায় যে, দুঃখ পরিহার এবং সুখলাভের উপায়-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণ নিজ নিজ মনীষা দ্বারা যে উপায়ই উদ্ভাবন করুন না কেন, ইহার কোনটিই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ বাস্তব কল্যাণের পথ বা উপায় বলিয়া স্থির করা যায় না। কেবলমাত্র শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীব্যাসদেব 'বেদান্ত' রচনা করিয়া জীবের বাস্তব কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, তাহাই আবার তিনি শ্রীমদ্ভাগবত রচনার দ্বারা বেদান্তসূত্রের প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট করিয়াছেন। বেদান্তবেদ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া বেদান্ত তথা শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক প্রচার করতঃ বাস্তব মঙ্গল লাভের এক রাজকীয় বর্ত্ম স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অনুগ পার্ষদ-বৃন্দ সেই পথের সন্ধান অদ্যাবধি জীবের দ্বারে দ্বারে প্রকাশ করিয়া জীবহিতৈষণার অপূর্ব্ব আদর্শ স্থাপন করিতেছেন। সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ সেই পথের সন্ধান পাইলে আর নানা পথে, নানা মতে বিভ্রান্ত হইবেন না।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর "কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়?" এই প্রশ্নক্রমে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার ফল ও

জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও বাস্তব সুখ-প্রাপ্তির প্রকৃত উপদেশ নিহিত আছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের 'তটস্থাশক্তি', ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার 'শক্তি' হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তির পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদশাস্ত্র কহে 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্ত্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম—'ভক্তি' 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবা-প্রাপ্ত্যের কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণরস আস্বাদন॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥

সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ' সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে, জ্ঞানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তার প্রাপ্তির উপায়॥
'এই স্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
'পূর্ব্বদিকে' তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥
অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ হয়॥
দারিদ্র্য-নাশ, ভবক্ষয়, প্রেমের 'ফল' নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয়॥
বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ)

এক্ষণে গ্রন্থ-বিস্তারভয়ে আর অধিক অগ্রসর না হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাভিষিক্ত হইলে কিরূপ ফল ধরে, তার একটি জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ উল্লেখ

করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিলে যিনি সকল দর্শনশাস্ত্র অধিগত করিয়া তদানীন্তনকালে অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তিনি—সেই শ্রীসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইবার পর যাহা বলিয়াছিলেন, পদ্যাবলীধৃত সেই একটি বাণী উদ্ধার করিতেছি—

"জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্যসরণির্যোগে বিতীর্ণা মতিঃ।
বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু স্ফুরন্মাধুরী-
ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি॥"

(শ্রীপদ্যাবলী ধৃত শ্রীসার্ব্বভৌম-বাক্য)

অর্থাৎ আমি কণাদের মত জ্ঞাত হইয়াছি, আন্বীক্ষিকী বিদ্যার সহিত পরিচিত, মীমাংসাশাস্ত্রও শিক্ষা করিয়াছি, সাংখ্যসরণি অর্থাৎ সাংখ্যমতও আমার বিদিত, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রেও আমার মতি বিস্তৃত, বেদান্তশাস্ত্রও আমি অনুশীলন করিয়াছি, কিন্তু শ্রীনন্দনন্দনের কোন মুরলীমাধুরীধারা সবেগে আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীজীবপাদ কর্ত্তৃক শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে উদ্ধৃত শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে বর্ণিত শ্রীযমরাজের বাক্য উদ্ধার না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না।—

"বিষধর-কণভক্ষ-শঙ্করোক্তী-দশবল-পঞ্চশিখাক্ষপাদবাদান্।
মহদপি সুবিচার্য্য লোকতন্ত্রং, ভগবদুপাস্তিমৃতে ন সিদ্ধিরস্তি॥"

অর্থাৎ বিষধর (যোগদর্শনকার শেষাবতার পতঞ্জলি), কণভুক্ (বৈশেষিক মতপ্রবর্ত্তক) ও শঙ্করোক্তীঃ অর্থাৎ রুদ্রোক্ত প্রাচীন মায়াবাদের উক্তি সমূহ, দশবল অর্থাৎ বৌদ্ধমত, পঞ্চশিখ অর্থাৎ সাংখ্যমত, অক্ষপাদ অর্থাৎ ন্যায়দর্শন-প্রণেতা গৌতম, লোকতন্ত্র অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র বা লোকায়ত চার্ব্বাক মত, উত্তমরূপে সুষ্ঠু বিচারপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়াছি যে, শ্রীভগবদুপাসনা ব্যতীত সিদ্ধি লাভের অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভের অন্য কোন পথ নাই।

বেদান্তসূত্রের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও অনেক মতবাদ নিরসন হইয়াছে, তাহা গ্রন্থ-মধ্যে তত্তৎস্থলে দ্রষ্টব্য।

আমরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি যে, বেদান্তসূত্রে চারিটি অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়টি পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হইতেছে। বেদান্তের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় সম্বন্ধ-তত্ত্বাত্মক। তন্মধ্যে আবার প্রথম অধ্যায়টিতে সমস্ত শ্রুতি যে পর-ব্রহ্ম শ্রীহরিতেই সমন্বিত, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে আর দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে আপাতদর্শনে যে শ্রুতি-সমূহের পরস্পর বিরোধ প্রতীত, সে সকল মীমাংসিত হইয়াছে এবং সমস্ত বেদবিরুদ্ধ মতবাদ নিরসন প্রাপ্ত হইয়াছে। এইজন্য এই অধ্যায়কে অবিরুদ্ধাখ্য সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয়।

বেদান্তের প্রতি অধ্যায় আবার চারিটি পাদ সমন্বিত। সুতরাং দ্বিতীয় অধ্যায়েও চারিটি পাদ রহিয়াছে। পূর্ব্বখণ্ডে আমরা বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের পাদচতুষ্টয়ের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এক্ষণে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের চারিপাদের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

বেদান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে পনরটি অধিকরণ ও সাঁইত্রিশটি সূত্র আছে। তন্মধ্যে **প্রথম—'স্মৃত্যনবকাশাধিকরণে'** নিরীশ্বর সাংখ্য-মত-খণ্ডন দেখা যায়,—মন্বাদি স্মৃতি ব্রহ্মেরই একমাত্র জগৎকারণতা সংস্থাপন করিয়াছেন। এমন কি, বিষ্ণুপুরাণে পরাশর ঋষিও তদ্রূপই বলিয়াছেন। শ্রুতি ও তদনুকূল স্মৃতি তারস্বরে শ্রীভগবান্‌কেই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অগ্নি-বংশজ কপিল শ্রুতিবিরুদ্ধ স্বকপোলকল্পিত সাংখ্যমতের দ্বারা জড়া প্রকৃতির জগৎকারণতাবাদ-স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন। শ্রুত্যনুসারিণী মন্বাদিস্মৃতির সহিত বিরোধ-হেতু বেদবিরুদ্ধ নিরীশ্বর সাংখ্যশাস্ত্র-প্রণেতা কপিলের মত অগ্রাহ্য।

দ্বিতীয়—'যোগপ্রত্যুক্তাধিকরণে' পতঞ্জলির বেদান্তবিরুদ্ধ-যোগ-স্মৃতিরও খণ্ডন দৃষ্ট হয়। যদিও সেই স্মৃতি যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত, এবং ঐ যোগস্মৃতিতে সেশ্বরবাদের কথা থাকিলেও কুটিল কপিলোক্তিরূপ শৈবাল দ্বারা আবেষ্টন নিবন্ধন, প্রধানের স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টিকারণতার সমর্থন ও বৈদিক সিদ্ধান্তানুযায়ী পরমেশ্বরের অনিরূপণত্ব-হেতু উক্ত মতও উপক্ষেণীয়।

তৃতীয়—'ন বিলক্ষণত্বাধিকরণে' পাওয়া যায়—সাংখ্যস্মৃতি ও যোগ-স্মৃতি কপিল ও পতঞ্জলি প্রভৃতি ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের অপটুতাযুক্ত জীব-বিশেষ কর্তৃক রচিত, কিন্তু বেদশাস্ত্র অপৌরুষেয়, নিত্য

ভ্রমাদি-দোষরহিত বলিয়া তাহার বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য আছে। আর মন্বাদি স্মৃতি সেই বেদানুসারিণী হওয়ায় উহাদেরও প্রামাণ্য স্বীকার্য্য।

চতুর্থ—'অভিমানি-ব্যপদেশাধিকরণে'—পাওয়া যায় যে, তেজ, জল ও প্রাণাদির অভিমানী চেতন দেবতারূপে পরব্রহ্মই বিশ্বৈককারণ-কারণ হওয়ায় বেদের কুত্রাপি অপ্রামাণ্য নাই।

পঞ্চম—'দৃশ্যতে ত্বিত্যধিকরণে' পাওয়া যায়—ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের মধ্যে বিরূপতা থাকিলেও ব্রহ্মই জগৎকারণ, ইহা সুনিশ্চিত। বৈরূপ্যবিশিষ্ট দুইটি বস্তুরও উপাদান ও উপাদেয়ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন গুণসমূহের বিজাতীয় দ্রব্য হইতে উৎপত্তি; মধু হইতে ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি, কল্পদ্রুম হইতে হস্তী-অশ্বের উৎপত্তি এবং চিন্তামণি হইতে সুবর্ণের উৎপত্তি দেখা যায়।

ষষ্ঠ—'অসদিতি চেদিত্যধিকরণে' পাওয়া যায়—শক্তিমান্ উপাদান ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগতের উৎপত্তিতে শক্তিমানের শক্তির পরিণতিই প্রকাশ পায়, দ্রব্যান্তর নহে।

সপ্তম—'এতেন শিষ্টেত্যধিকরণে' বেদবিরোধী গৌতম ও কণাদাদির স্মৃতির খণ্ডনও দৃষ্ট হয়। বেদবিরোধী কপিল ও পতঞ্জলির মত খণ্ডনের দ্বারা ন্যায় ও বৈশেষিক মতও নিরাকৃত হইল। যেহেতু খণ্ডনের হেতু বেদবিরোধিতা উভয় পক্ষেই সমান।

অষ্টম—'তদনন্যত্বারম্ভণাধিকরণে' পাওয়া যায়—জগতের উপাদান জীবশক্তি ও প্রকৃতিশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগৎ অভিন্ন। ব্রহ্মই চিজ্জড়াত্মক সমগ্র জগতের উপাদান, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন নহে, ইহা হৃদয়ে নিশ্চয় করিয়া উপাদানভূত ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জগৎকে জানিতে পারা যায়। যেমন মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই সেই উপাদান হইতে উদ্ভূত ঘটাদি পদার্থকেও জানিতে পারা যায়, তদ্রূপ।

পরবর্ত্তিকালীন উপাদেয়ের অভিব্যক্তির পূর্ব্বেও উপাদানকারণে তাদাত্ম্য-ভাবে অবস্থিতিহেতুকও উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন। স্থূল ও সূক্ষ্ম-ভেদে জগতের দুইটি অবস্থা, উহাই সৎ ও অসৎ-শব্দের দ্বারা বোধ্য। সুতরাং জগৎকে যে অসৎ বলা হয়, উহার অর্থ জগৎ সূক্ষ্ম-অবস্থায় ছিল।

উহাতে শূন্যবাদ স্থাপিত হয় না। কারণ সূক্ষ্মাবস্থায়ও জগতের সত্তা থাকে। পটের দৃষ্টান্ত ও বটবীজাদির দৃষ্টান্ত জগতের অভিব্যক্তি-পক্ষে গ্রহণীয়।

নবম—'ইতরব্যপদেশাধিকরণে' জীবকর্তৃত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে। জীবকর্তৃত্ব-স্বীকারে হিতাকরণ দোষের প্রসক্তি হয় অর্থাৎ আত্মহিতের অকরণ, অহিতের করণ ও শ্রম প্রভৃতি দোষবশতঃ জীবকে জগৎকর্তা বলা যায় না। কারণ কোন স্বাধীন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজের বন্ধনার্থ নিজের কারাগার নিজে নির্মাণ করেন না। জীব হইতে পরমেশ্বর সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট এবং প্রভূত শক্তিশালী। এতদ্ব্যতীত জীবের স্বাতন্ত্র্য ঈশ্বরাধীন।

দশম—'উপসংহার-দর্শনাধিকরণে' পাওয়া যায়—জীবে দৃশ্যমান কার্য্য-সমাপ্তি দুগ্ধের মত হইয়া থাকে। যেমন গাভীতে দৃশ্যমান দুগ্ধ গরুর স্বাধীন চেষ্টায় নহে, উহা প্রাণ হইতেই জন্মিয়া থাকে; সেইরূপ জীবে দৃশ্যমান কার্য্যের উপসংহারও জীবের স্বাধীন চেষ্টায় নহে, উহা ঈশ্বর হইতেই হইয়া থাকে। সুতরাং জীবের কর্তৃত্বও ঈশ্বরাধীন, ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই সংঘটিত হয়। ইন্দ্রাদি দেবতা যেমন অপ্রত্যক্ষ থাকিয়াও বর্ষণাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ পরমেশ্বর অপ্রত্যক্ষভাবে জগৎ-সৃষ্ট্যাদি করেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

একাদশ—'কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণে' পাওয়া যায়—জীবের স্বরূপ শ্রুতি-মতে ব্রহ্মের অংশ—অণুপরিমাণ সুতরাং জীবকর্তৃত্ববাদ-পক্ষ মন্দ অর্থাৎ হেয়। যদিও কোনস্থলে জীব হইতে বস্তু-উৎপত্তির প্রসঙ্গ শ্রুত হয়, তাহা কিন্তু ব্রহ্মপর, জীবপর নহে। শ্রুতি-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু অলৌকিক ও অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন। সুতরাং ব্রহ্মকর্তৃত্ববাদই উপাদেয় এবং তাহাই প্রমাণসিদ্ধ সুতরাং গ্রাহ্য।

দ্বাদশ—'সর্ব্বোপেতাধিকরণে'—ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব-স্থাপন দৃষ্ট হয়। যেহেতু পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত এবং তাঁহাতে স্বভাবসিদ্ধ অবিচিন্ত্য-শক্তি বর্ত্তমান, সেইহেতু তাঁহারই জগৎকর্তৃত্ব সঙ্গত অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত। পরমেশ্বরের প্রাকৃত চরণাদি নিষিদ্ধ হইলেও অপ্রাকৃত স্বরূপানুবন্ধী ইন্দ্রিয়াদি আছেই এবং তদ্দ্বারাই তাঁহার পক্ষে কর্তৃত্বাদি কিছুই অসম্ভব নহে।

ত্রয়োদশ—'ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণে'—ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্ট্যাদি লীলামাত্র বলিয়াই জানা যায়। পরমেশ্বর পূর্ণকাম হইলেও তাঁহার এই বিচিত্র

জগৎ-সৃজন কেবল লোকবৎ-লীলা। অর্থাৎ সুখোন্মত্ত লোকের যেমন সুখোদ্রেকবশতঃ ফলাকাঙ্ক্ষা-ব্যতিরেকে নৃত্যাদি ক্রীড়া দেখা যায়, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও তদ্রূপ লীলার্থ সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্তি। অতএব তাঁহার ঐ লীলাও স্বরূপানন্দ-স্বভাবসিদ্ধই।

চতুর্দ্দশ—'বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেনেত্যধিকরণে' পাওয়া যায় যে, বিচিত্র জগৎসৃষ্ট্যাদিতে ব্রহ্মের বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা নাই। যেহেতু সৃষ্টিকর্তা শ্রীহরি জীবের কর্ম্মানুসারেই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন রাজা সেবানুসারে ভৃত্যাদিকে ফল দিলেও তাঁহার নৃপতিত্বের অভাব দেখা যায় না, সেইরূপ ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে ফল দান করেন বলিয়া তাঁহার অনীশ্বরত্ব বা কর্ম্মাধীনত্ব প্রকাশ পায় না। কর্ম্ম ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ব্রহ্মের মত অনাদি। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে পর পর জন্মের কর্ম্মে ঈশ্বর জীবকে প্রবৃত্ত করেন বলিয়া তাঁহাতে কোন দোষ নাই। আর যে দেখা যায়, শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল; তিনি স্বীয় ভক্তে পক্ষপাতরূপ বৈষম্য প্রদর্শন করেন, উহাও দোষের নহে, পরন্তু গুণরূপেই প্রশংসিত হইয়াছে। যেহেতু শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত ভক্তিসাপেক্ষত্বহেতু ভক্তের রক্ষা-কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

পঞ্চদশ—'সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণে' পাওয়া যায় যে, অবিচিন্ত্যস্বরূপ সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরিতে বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ সকল ধর্ম্মেরই সমাবেশ উপপন্ন এবং সিদ্ধ, সুতরাং শুদ্ধচরিত বিজ্ঞগণের ভক্তপক্ষপাতকেও শ্রীভগবানের গুণ-মধ্যে গ্রহণ করা ও শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। পূর্ব্বপাদে স্মৃতি-তর্ক-বিরোধের পরিহার পূর্ব্বক বর্ত্তমান পাদে পরপক্ষ-দূষণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রথম—'রচনানুপপত্তেরিত্যধিকরণে' পাওয়া যায় যে, জড় প্রধান বিচিত্র জগতের উপাদান বা নিমিত্ত-কারণরূপে প্রমাণিত হয় না। কারণ কোন চেতন পদার্থ দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইয়া বিচিত্র জগৎ-রচনা জড় প্রধানের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে, যেমন চেতন শিল্পী ব্যতিরেকে কেবল স্বয়ং ইষ্টকাদিতে প্রাসাদ নির্ম্মিত

হয় না। এই অধিকরণে বিভিন্ন যুক্তি ও দৃষ্টান্তের দ্বারা জড়ের কর্তৃত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়—'মহদ্দীর্ঘবদধিকরণে'—ন্যায় ও বৈশেষিক মতের দ্বারা সিদ্ধান্তিত 'আরম্ভবাদ' খণ্ডিত হইয়াছে। অবয়বশূন্য পরমাণু হইতে সাবয়ব দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি অসম্ভব। হ্রস্ব দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুকের উৎপত্তি অসমঞ্জস, তার্কিকগণের সমুদয় মতই অসমঞ্জস ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া অশ্রদ্ধেয়, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

তৃতীয়—'সমুদায় ইত্যধিকরণে'—বৌদ্ধমতের খণ্ডন পাওয়া যায়। পরমাণুহেতুক বাহ্য সমুদয় এবং বিজ্ঞানাদি-স্কন্ধচতুষ্টয়হেতুক আভ্যন্তর সমুদয় —এই দুইটি স্বীকার করিলেও তাহাদের তাহার দ্বারা জগদাত্মক সমুদায়ের সিদ্ধি হয় না। কারণ সমুদায়ী বস্তুর অচেতনত্বহেতু আর সমুদয়-যোজক চেতনের ক্ষণিকত্ব এবং স্থায়ী সংঘাতকর্ত্তার অভাবহেতু ঐ সকল অসিদ্ধ। আর যদি স্বতঃপ্রবৃত্তি হইতে উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহাতেও নিরন্তর জগৎ সমুদায়ের উৎপত্তিরূপ দোষ আসিয়া পড়ে, সুতরাং বৈভাষিকাদির এইরূপ কল্পনাও যুক্তিযুক্ত নহে এবং ভূতভৌতিক ও চিত্তচৈত্ত সমুদায়দ্বয় দ্বারা জগদাত্মক সমুদায়ের অসিদ্ধিবশতঃ সে মত ভ্রান্ত।

চতুর্থ—'নাভাব উপলব্ধ্যধিকরণে' পাওয়া যায়—বৌদ্ধ মতাবলম্বী বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণের মত নিরস্ত হওয়ার পর বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচার মত খণ্ডিত হইয়াছে। বাহ্য পদার্থের অভাব বলা যাইতে পারে না, যেহেতু উপলব্ধি হইতেছে। সুতরাং প্রত্যক্ষসিদ্ধের অপলাপকারীর মত অপ্রমাণিত। ক্ষণিকত্ববাদীর মতে বাসনার আশ্রয়ে কোন স্থির পদার্থ নাই, সুতরাং সকল পদার্থ ক্ষণিক বলিলে ত্রিকালে স্থির বাসনাশ্রয় চেতন পদার্থ না থাকায় দেশ, কাল ও নিমিত্তসাপেক্ষ বাসনা, ধ্যান ও স্মরণাদি ব্যবহার সম্ভব হয় না, সুতরাং আশ্রয়ের অভাবে বাসনা সিদ্ধ হয় না এবং বাসনার অভাবে জ্ঞান-বৈচিত্র্যও অসম্ভব হয়; অতএব বিজ্ঞানমাত্রবাদ তুচ্ছ।

পঞ্চম—'সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণে' পাওয়া যায় যে, সর্ব্বশূন্যবাদীর মত সর্ব্বপ্রকারেই অযৌক্তিক। তাঁহারা বলেন—শূন্যই তত্ত্ব এবং শূন্যতার জ্ঞানই

মোক্ষ। ইহা সর্ব্বতোভাবে খণ্ডিত হইয়াছে। শূন্যকে সৎস্বরূপ, অসৎস্বরূপ অথবা সদসৎস্বরূপ যাহাই বলা হউক, উহাতে কোন প্রকারেই তাহাদের অভিমত সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু উহাতে কোন যুক্তি নাই। এইরূপে বৌদ্ধমত নিরাসের দ্বারাই সেই বৌদ্ধসদৃশ (দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদী) মায়াবাদীরও মত নিরস্ত হইয়াছে। কেন না, মায়াবাদীর মতে বস্তুর ক্ষণিকত্ব অনুসরণ করিয়াই দৃষ্টি-সৃষ্টি বর্ণন করা হইয়াছে, আর শূন্যবাদ অবলম্বন করিয়াই বিবর্ত্তবাদ নিরূপণ করা হইয়াছে। অতএব মায়াবাদ বৌদ্ধমততুল্যই, এ-জন্য উহাদের ঐ সকল মায়াবাদ ও বিবর্ত্তবাদ পৃথগ্‌ভাবে নিরাস করা হয় নাই।

ষষ্ঠ—'নৈকস্মিন্নসম্ভবাধিকরণে'—জৈনমতাবলম্বিগণের দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। জৈনোক্ত পদার্থগুলি সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ কোন একটি বস্তুতে এককালীন একসঙ্গে বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে না। যেমন এক বস্তুতে একই সময়ে শীত ও উষ্ণ উভয় থাকিতে পারে না। আবার অনিশ্চিত সত্ত্ব বা অসত্ত্ব পক্ষেও স্বর্গ, নরক ও মুক্তির পরস্পর সংমিশ্রণহেতু স্বর্গের উদ্দেশে, কিংবা নরকের নিবৃত্তিরূপে অথবা মুক্তির নিমিত্ত কোন সাধনের বিধানই সার্থক হয় না। আর উহাদের মতে সপ্তভঙ্গী ন্যায়াবলম্বনে উভয় পক্ষের উপন্যাসের দ্বারা পদার্থ-সমূহ সত্তা ও অসত্তা-ধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়ায় উহা অনিশ্চিতই হইতেছে। অতএব ঊর্ণনাভের সূত্রের ন্যায় ঐ সপ্তভঙ্গী-ন্যায় আপনা হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, উহার পরীক্ষারই আবশ্যকতা দেখা যায় না।

সপ্তম—'পত্যুরসামঞ্জস্যাধিকরণে'—পাশুপত, শৈব, গাণপত্য ও সৌরাদি মত খণ্ডিত হইয়াছে। পশুপতি, গণপতি বা দিনপতি প্রভৃতির সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে; কারণ উহা সামঞ্জস্যহীন অর্থাৎ ঐ সকল সিদ্ধান্ত বেদ-বিরুদ্ধ। যেহেতু বেদে একমাত্র শ্রীনারায়ণেরই জগৎকর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং অন্যান্য দেবগণের কার্য্য শ্রীবিষ্ণুর অধীনতায় নিষ্পন্ন; এবং শ্রীবিষ্ণুকর্ত্তৃক আদিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিই মুক্তির উপায়রূপে নির্ণীত হইয়াছে। এই সকল মতে সম্বন্ধ ও অধিষ্ঠানেরও প্রমাণাভাব দৃষ্ট হয়।

অষ্টম—'উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে'—শাক্তেয় মতের খণ্ডন পাওয়া যায়। চেতন কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত হইয়া শক্তির জগৎকর্তৃত্ব অসম্ভব। শক্তিবাদেও

বেদবিরোধ থাকায় অনুমানের দ্বারা শক্তির কর্তৃত্ব কল্পনা করিতে হয়। কারণ শ্রুতি পরমেশ্বরেরই জগৎকর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন। লৌকিক দৃষ্টান্তেও উহা যুক্তি-বিরুদ্ধ। কারণ, পুরুষের সংসর্গব্যতীত কোন স্ত্রী হইতে সন্তান উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না।

বেদান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে মোট উনিশটি অধিকরণ ও একান্নটি সূত্র আছে।

ইহাতে পরমেশ্বর হইতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি ও লয়; জীবের উৎপত্তির অভাব, জ্ঞানবপুঃ জীবের জ্ঞানাশ্রয়ত্ব, জীবের পরমাণুপরিমাণত্ব, জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপিত্ব, কর্তৃত্ব, ব্রহ্মাংশত্ব; মৎস্যাদি-অবতারের সাক্ষাৎ ঈশ্বরত্ব; শুভাশুভ অদৃষ্টবশতঃই জীবের বিচিত্রতা প্রভৃতি বিষয়, ইহার বিরোধী বাক্য-সমূহের খণ্ডনমুখে উপপন্ন করা হইয়াছে।

প্রথম—'বিয়দধিকরণে'—পূর্ব্বপক্ষীর মতে আকাশের উৎপত্তি নাই—স্বীকৃত হইলে তদুত্তরে সূত্রকার তৈত্তিরীয় শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি প্রমাণিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়—'মাতরিশ্বব্যাখ্যানাধিকরণে'—আকাশের উৎপত্তি কথনের দ্বারা বায়ুর উৎপত্তিও ব্রহ্ম হইতেই কথিত হইয়াছে।

তৃতীয়—'অসম্ভবাধিকরণে' পাওয়া যায়—ব্রহ্মতত্ত্ব কিছু হইতে উৎপন্ন নহেন। ব্রহ্মের উৎপত্তি অসম্ভব। কারণ ইহার কোন যুক্তিও নাই, শাস্ত্র-প্রমাণও নাই।

চতুর্থ—'তেজোঽধিকরণে' বর্ণিত হইয়াছে যে, বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়, ইহা শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন।

পঞ্চম—'অবধিকরণে' পাওয়া যায় যে, অগ্নি হইতে জলের উদ্ভবের কথাও শ্রুতিতে আছে।

ষষ্ঠ—'পৃথিব্যধিকরণে' বর্ণিত হইয়াছে যে, অন্ন-শব্দে এ-স্থলে পৃথিবীই গ্রহণীয়, কারণ তৈত্তিরীয় শ্রুতি জল হইতে পৃথিবীর উদ্ভবের কথাই বলিয়াছেন।

সপ্তম—'তদভিধ্যানাধিকরণে'—পরমেশ্বর শ্রীহরির অভিধ্যান অর্থাৎ সঙ্কল্পরূপলিঙ্গ প্রমাণ হইতে তিনিই যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সাক্ষাৎ স্রষ্টা, ইহা অবগত হওয়া যায়।

অষ্টম—'বিপর্য্যয়াধিকরণে'—বিপর্য্যয়রূপে দৃষ্ট-ক্রম হইতেও সর্ব্বেশ্বর হইতে সকলের উৎপত্তিই যুক্তিযুক্ত। নতুবা শব্দের অভিপ্রায় ভঙ্গ হইয়া পড়ে।

নবম—'অন্তরা বিজ্ঞানাধিকরণে' পাওয়া যায়—প্রাণাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

দশম—'চরাচরব্যপাশ্রয়াধিকরণে' পাওয়া যায়—চরাচর-বাচক সমস্ত শব্দ মুখ্যবৃত্তিতে ঈশ্বরবাচকই হয়।

একাদশ—'আত্মাধিকরণে' পাওয়া যায়—জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রমাণে জীবের নিত্যত্বই প্রমাণিত হইয়াছে।

দ্বাদশ—'জ্ঞাধিকরণে' পাওয়া যায় যে, জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতা।

ত্রয়োদশ—'উৎক্রান্ত্যধিকরণে' বর্ণিত হইয়াছে যে, জীবের স্বরূপ পরমাণু পরিমাণ, বিভু নহে; কারণ উহার উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি ক্রিয়া আছে।

চতুর্দ্দশ—'কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাধিকরণে' পাওয়া যায়,—জীবই কর্ত্তা; প্রকৃতির গুণ কর্ত্তা নহে। কারণ জীবের কর্তৃত্ব-স্বীকারেই শাস্ত্রার্থের সঙ্গতি সিদ্ধ হয়; গুণের কর্তৃত্ব বলিলে অসঙ্গতি প্রকাশ পায়; গুণসমূহ জড়, উহা ফলহেতুত্ব জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। এমন কি, মুক্ত জীবেরও কর্তৃত্ব সিদ্ধ।

পঞ্চদশ—'তক্ষাধিকরণে' দৃষ্ট হয় যে, জীব প্রাণাদি দ্বারা কর্ত্তা এবং প্রাণাদির গ্রহণেও নিজ শক্তি দ্বারা কর্ত্তা, সূত্রধর যেমন উভয় প্রকারেই কর্ত্তা হয়, তদ্রূপ। অর্থাৎ সূত্রধর যেরূপ কাষ্ঠছেদনে বাস্যাদির দ্বারা কর্ত্তা এবং বাস্যাদিধারণেও নিজ শক্তি দ্বারা কর্ত্তা।

ষোড়শ—'পরায়ত্তাধিকরণে' আছে যে, জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বরের অধীনেই হইয়া থাকে। কারণ পরমেশ্বরই জীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশকরতঃ তাহাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। তাহাও আবার জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণ-প্রযত্ন অপেক্ষা করিয়াই প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর মেঘের ন্যায় নিমিত্তমাত্র হইয়া জীবকে ধর্ম্মাধর্ম্ম-সমুত্থিত বিষম ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

সপ্তদশ—'অংশাধিকরণে' বর্ণিত হইয়াছে যে, জীব পরমেশ্বরের অংশ ; সূর্য্যের কিরণ যেমন সূর্য্যের অংশ সেইরূপ, অতএব জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও পরমেশ্বর-সম্বন্ধাপেক্ষী।

অষ্টাদশ—'স্বাংশাধিকরণে' পাওয়া যায়, স্বাংশ—মৎস্যাদি অবতার জীববৎ নহে। মৎস্যাদি অবতারগণ স্বাংশতত্ত্ব, অংশীর সহিত অভিন্ন আর জীবগণ বিভিন্নাংশ। তেজের অংশ রবি যেমন তেজঃশব্দে শব্দিত খদ্যোতের সদৃশ হইতে পারে না এবং জলাংশভূত সুধা ও মদ্যাদি যেরূপ জল-শব্দে শব্দিত হইলেও পরস্পর সম হইতে পারে না, সেইরূপ মৎস্যাদি অবতারও জীবের তুল্য হইতে পারেন না।

উনবিংশ—'অদৃষ্টানিয়মাধিকরণে' পাওয়া যায় যে, স্বরূপতঃ জীবগণের সাম্য থাকিলেও তাহাদের অদৃষ্টগুলির অনিয়মহেতু অর্থাৎ বিভিন্নতা-হেতু জীব-সমুদয় পরস্পর বিভিন্ন। আবার অদৃষ্টও অনাদি।

এক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইতেছে। এই অধ্যায়ে প্রাণ-বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ পরিহার হইয়াছে।

প্রথম—'প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণে' পাওয়া যায় যে, পরমেশ্বর হইতে যেরূপ আকাশাদি ভূতসমূহ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়—'সপ্তগত্যধিকরণে' বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রাণ সাতটিই ; যেহেতু জীবের সহিত সপ্ত প্রাণেরই সঞ্চাররূপ গতি শ্রুত হইয়া থাকে, হস্তাদিকেও প্রাণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। কারণ তাহারাও জীবের ভোগের সহায়তা করে।

কর্ণ, চক্ষুঃ, নাসিকা, রসনা, ত্বক্,—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ও মন এই সাতটিই জীবের মুখ্য ইন্দ্রিয়। আর বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ও জীবের ঈষদুপকারক বলিয়া ইহাদের

ইন্দ্রিয়-সংজ্ঞা গৌণী বুঝিতে হইবে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর উভয়াত্মক মন—এই একাদশ প্রাণ।

তৃতীয়—'প্রাণাণুত্বাধিকরণে' পাওয়া যায় যে, এই একাদশ প্রাণই অণুপরিমাণ। যেহেতু তাহাদের উৎক্রমণের বিষয় শ্রুত হয়।

চতুর্থ—'প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাধিকরণে' আছে যে, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণও আকাশাদি ভূতগণের ন্যায় সর্ব্বেশ্বর হইতে উৎপন্ন।

পঞ্চম—'ন বায়ুক্রিয়াধিকরণে' বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ সাধারণ বায়ুও নহে, স্পন্দন-ক্রিয়াস্বরূপও নহে। উহা জীবের উপকরণ অর্থাৎ প্রধান সহায়ক।

ষষ্ঠ—'ক্রিয়াঽভাবাধিকরণে' জানা যায় যে, প্রাণ অকরণ অর্থাৎ ক্রিয়াহীন বলিয়া চক্ষুরাদির ন্যায় উপকরণরূপে গৃহীত হইতে পারে না, ইহা নহে ; কারণ প্রাণ চক্ষুরাদির ন্যায় ক্রিয়া না করিলেও শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের ধারণাদিরূপ মহোপকারত্ব-সাধন তাঁহার প্রধান কর্ম্ম। সুতরাং প্রাণই জীবের মুখ্য উপকরণ। রাজকর্ম্মচারিগণ যেরূপ রাজার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ তদ্রূপ জীবের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্পাদন করে ; কিন্তু প্রাণ রাজমন্ত্রীর ন্যায় সমস্ত-বিষয় সাধন করিয়া থাকে।

সপ্তম—'মনোবৎপঞ্চবৃত্ত্যধিকরণে' পাওয়া যায় যে, এক মন যেরূপ কাম, সঙ্কল্প, বিকল্প প্রভৃতি বৃত্তিভেদে বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকে, সেইরূপ একই প্রাণ হৃদয়াদি পঞ্চস্থানে পঞ্চপ্রকারে থাকিয়া বিভিন্ন কার্য্য সাধন করে বলিয়া তাহার বিভিন্ন সংজ্ঞা বহুবৃত্তিত্বরূপ-ধর্ম্মেই প্রাণের সহিত মনের দৃষ্টান্ত।

অষ্টম—'শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণে' বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রেষ্ঠ প্রাণও অণু-পরিমাণই ; কারণ তাহার উৎক্রান্ত্যাদি আছে।

নবম—'জ্যোতিরাত্মধিষ্ঠানাধিকরণে' পাওয়া যায় যে, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মই প্রাণাদির মুখ্য প্রবর্ত্তক।

দশম—'ইন্দ্রিয়াধিকরণে' অবগত হওয়া যায় যে, প্রাণ-শব্দের দ্বারা শব্দিত সেই মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অন্য প্রাণমাত্রই ইন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে।

একাদশ—'সংজ্ঞামূর্ত্তিক৯প্ত্যধিকরণে' পাওয়া যায় যে, ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরই নাম ও রূপাদির কর্ত্তা; উহা জীবের কার্য্য নহে। মূর্ত্তি-শব্দিত দেহের বিচারেও পাওয়া যায় যে, দেহান্তর্গত মাংসাদি পার্থিব। রক্ত ও অস্থ্যাদি যথাক্রমে জলীয় ও তৈজস।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতিতে পাই,—

"কেশব! তুয়া জগত বিচিত্র।
করমবিপাকে, ভববন ভ্রমই,
পেখলুঁ রঙ্গ বহু চিত্র॥ ১॥
তুয়া পদ-বিস্মৃতি, আ-মর-যন্ত্রণা,
ক্লেশ-দহনে দহি' যাই।
কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণভোজী
জৈমিনি, বৌদ্ধ আওয়ে ধাই'॥ ২॥
তব, কই নিজ-মতে, ভুক্তি মুক্তি যাচত,
পাতই' নানাবিধ ফাঁদ।
সো সবু—বঞ্চক, তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ,
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ॥ ৩॥
বৈমুখ-বঞ্চনে, ভট সো-সবু,
নিরমিল বিবিধ পসার।
দণ্ডবৎ দূরত, ভকতিবিনোদ ভেল,
ভকতচরণ করি' সার"॥ ৪॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণীতে আরও পাই,—

"অখণ্ড-অদ্বয়-জ্ঞান সব তত্ত্বসার।
সেই তত্ত্বে দণ্ড পরণাম বার বার॥

সেই তত্ত্ব কভু দুই রাধাকৃষ্ণরূপে।
কভু এক পরাৎপর চৈতন্যস্বরূপে॥
তত্ত্ব বস্তু এক সদা অদ্বিতীয় তায়।
বস্তু বস্তুশক্তি মাঝে কিছু ভেদ নাই॥
ভেদ নাই বটে কিন্তু সদা ভেদ তায়।
'ভেদাভেদ অবিচিন্ত্য' সর্ব্ব বেদে গায়॥
বস্তুশক্তি চিৎ-স্বরূপ ভাবেতে সন্ধিনী।
ক্রিয়াতে হ্লাদিনী তাই ত্রিভাবধারিণী॥
বস্তুশক্তিদ্বারে বস্তু দেয় পরিচয়।
বস্তুশক্তি-ক্রিয়াযোগে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়॥"

বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভূমিকা এখানেই সমাপ্ত হইল।

প্রথম অধ্যায় অপেক্ষা দ্বিতীয় অধ্যায় মুদ্রণকালে যাহাতে ছাপা নির্ভুল হয়, সেজন্য যথেষ্ট মনোযোগী হইয়াছিলাম, এমন কি, আমাদের মাননীয় অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়কে দিয়াও প্রুফ্ সংশোধন করাইয়াছি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বহু পরিশ্রম, বহু অর্থব্যয়-সত্ত্বেও কতকগুলি ভ্রম-প্রমাদ অনিবার্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তজ্জন্য সুধী ও শ্রদ্ধালু পাঠকবর্গের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, তাঁহারা আমার সকল দোষত্রুটী ক্ষমাপণ পূর্ব্বক নিজগুণে ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনকরতঃ গ্রন্থের তাৎপর্য্য অবধারণ করিলে আমি বিশেষ কৃতার্থ হইব।

অবশ্য যে সকল ভুল এক্ষণে লক্ষ্য হইতেছে, তজ্জন্য একটি ভ্রম-সংশোধন পত্র যোজনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি, তবে স্বল্পকালের মধ্যে সকল ভুল সংশোধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না কারণ গ্রন্থটি অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হইতেছেন।

একটি অধিকরণ-সূচী ও একটি সূত্র-সূচীপত্রও সংযোজন করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছি। অলমতি বিস্তরেণ।

উপসংহারে অধমের বিজ্ঞপ্তি—

শ্রীগুরুর করুণায়, মূক বাচালত্ব পায়,
যেহ পঙ্গু সেহ লঙ্ঘে গিরি।
শাস্ত্রেতে কহয়ে ইহা, প্রত্যক্ষ আমাতে তাহা,
ধন্য মানি এ-করুণা স্মরি' ॥
গুরুদেব অদর্শন, সর্ব্বদা ব্যথিত মন,
কাহারে বা জানাব হৃদয়।
অন্তর্য্যামিরূপে তিনি, সকল শিষ্যেরে যিনি,
জ্ঞান-দানে করেন অভয় ॥
বেদান্তে **'অনুব্যাখ্যায়'**, করে মোর সদা ভয়,
যদি কিছু অপরাধ হয়।
শ্রীগুরু-চরণ স্মরি' কৃপা ভিক্ষা তাই করি'
সিদ্ধান্তবিরোধ নাহি হয় ॥
সিদ্ধান্তবিরোধ বাণী, কভু না সহেন তিনি,
তাই মোর কাতর ক্রন্দন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দিয়া তব পদছায়া,
প্রকাশহ সিদ্ধান্তবচন ॥
শিষ্যের অধম আমি, পতিতপাবন তুমি,
তাই অধমের এ-ভরসা।
সব দোষ ক্ষমা করি', তরাহ আমারে ধরি',
শ্রীচরণ-সেবা বড় আশা ॥

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর
৫ গোবিন্দ, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ
২৪শে মাঘ, ১৩৭৫ সাল

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-
সেবাপ্রার্থী—
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী
(গ্রন্থ-সম্পাদক)

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

মদীয় পরমারাধ্য পরম পূজনীয় শ্রীগুরুবর্গ ও শ্রীবৈষ্ণববর্গের অহৈতুকী প্রেরণা ও করুণা একমাত্র সম্বল করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের আদরণীয় **'বেদান্তসূত্রম্'** গ্রন্থখানির সম্পাদনাকার্য্যে নানা বাধা ও বিপদের মধ্যেও ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হওয়ায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের রাতুলচরণে আত্মনিবেদন-পূর্ব্বক দাসাধম পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন-সহকারে ভূলুণ্ঠিত হইতেছে। তাঁহাদের শ্রীচরণে অধমের আরও প্রার্থনা যে, গ্রন্থের অবশিষ্টাংশও যেন অনতিবিলম্বে তাঁহাদের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়।

রূপলেখা প্রেসের সত্ত্বাধিকারী আমাদের স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নন্দী মহাশয় এই গ্রন্থ-মুদ্রণ-ব্যাপারে মনোযোগ-সহকারে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। এইরূপ বিপুল আকার গ্রন্থখানি অত্যল্প সময়ের মধ্যে সুনিপুণ হস্তে সুষ্ঠুভাবে মুদ্রণ সমাপ্ত করায় একদিকে যেমন তাঁহার মুদ্রণ-শিল্পকলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, অপরদিকে পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করতঃ তাঁহাদেরও প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

সর্ব্বোপরি তাঁহার এই অকৃত্রিম সেবা-চেষ্টায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীগুরু-শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীগোবিন্দ জীউ, তথা বৈষ্ণববর্গ তাঁহাকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিবেন, ইহাই আমার একান্ত বিশ্বাস। ইতি—

গ্রন্থ-সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণায় 'বেদান্তসূত্রম্' গ্রন্থখানির দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হইলেন দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত এবং কৃতার্থ হইলাম। আশা করি, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়দ্বয়ও অনতিবিলম্বে প্রকাশ পাইবেন।

মদীয় শিক্ষাগুরুদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল মহারাজ যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে গ্রন্থের সম্পাদনায় মনোযোগ দিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থখানি যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। আমার দৃঢ় ধারণা যে, যাঁহারা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়খানি মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন যে, গ্রন্থটির বিষয়বস্তু কিরূপভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছে এবং সূত্রার্থ বুঝিবার পক্ষে কত সুগম ব্যবস্থা হইয়াছে। তদুপরি ভাষ্য ও টীকা-পাঠে যদিও কিঞ্চিৎ জটিলতা থাকিয়া যায়, তাহা শ্রীশ্রীমহারাজ-রচিত সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যায় যথাসাধ্য-ভাবে সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রতি অধ্যায়ের প্রথমে শ্রীশ্রীমহারাজ একটি ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থ-বর্ণিত সমগ্র বিষয়টিকে অধিকরণাদি-ক্রমে সংক্ষেপে পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন।

সহৃদয় শ্রদ্ধালু সুধী পাঠকবর্গ সহজেই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন জানিয়া অধিক বর্ণনে নিবৃত্ত হইলাম। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

(প্রকাশক)

সম্বন্ধতত্ত্বাত্মক-

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধিকরণ-সূচী

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্র-সূচী

(বর্ণানুক্রমে প্রদত্ত)

২য় অধ্যায়ের ১ম পাদ হইতে ৪র্থ পাদ

পরীক্ষিৎ দুষ্টভাবে বাণ-যোজনাকারী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার বাণদ্বারা বিক্ষত অর্থাৎ দগ্ধপ্রায়দেহ হইয়াছিলেন, সেই উত্তরা-গর্ভস্থিত ধার্মিক পরীক্ষিৎকে। আর একটি রূপকাশ্রিত অর্থ—যাহা প্রকৃতের সহিত সম্পর্কযুক্ত, তাহা এইরূপ—যে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ তন্নামক দ্বৈপায়ন মহর্ষি, যিনি প্রভু অর্থাৎ সমস্ত বিরুদ্ধ মত-খণ্ডনে সমর্থ, তিনিই আমার শরণ হউন, তিনি কিরূপ ? যিনি সুদর্শন অর্থাৎ উত্তম দর্শনশাস্ত্র—এই চারিঅধ্যায়ে সম্পূর্ণ বেদান্ত সূত্রদ্বারা শ্রুতিপ্রমাণক বেদান্তশাস্ত্রকে নির্দোষ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রতিবাদিপ্রদত্ত দোষলেশের সম্পর্কশূন্য করিয়াছেন। ঐ বেদান্তসূত্র তর্কাসহ সাংখ্য প্রভৃতি চারিটি দর্শন (সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, পূর্ব্বমীমাংসা) রূপী দ্রোণ—কাক কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত বাক্য-বাণদ্বারা বিক্ষত অর্থাৎ বিপ্রতিপন্ন কিন্তু তাহাকে পরীক্ষিত—যুক্তিতর্ক দ্বারা মীমাংসিত ও উত্তর সমন্বিত অর্থাৎ সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক করিয়াছেন, তিনিই আমার শরণ হউন ॥ ১ ॥

মঙ্গলাচরণ-টীকা—অথাবিরুদ্ধাখ্যং দ্বিতীয়াধ্যায়ং ব্যাখ্যাতুকামো মঙ্গলমাচরতি দুর্য্যুক্তিকেতি। স কৃষ্ণো দেবকীসুতো ভগবান্ প্রভুঃ সর্ব্বেশ্বরো মে গতিঃ প্রাপ্যপ্রাপকশ্চাস্তু ভবতাৎ। কীদৃশঃ স ইত্যাহ যঃ সুদর্শনেন স্বীয়েন চক্রেণ পরীক্ষিতমভিমন্যুবংশ্যমব্যথং ব্যথাশূন্যং ব্যধাৎ কৃতবান্। কীদৃশমিত্যাহ দুর্য্যুক্তিকেতি। দুর্য্যুক্তিকো দুষ্টযোজনীকৃদ্যো দ্রোণজোঽশ্বত্থামা তস্য বাণেন ব্রহ্মাস্ত্রেণ বিক্ষতং দগ্ধপ্রায়ম্। গর্ভস্থে ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগো দুর্যোজনীয় উচ্যতেঽন্যায্যত্বাৎ। এতদেব স্ফুটয়ন্ বিশিনষ্টি উত্তরেতি। উত্তরা তন্মাতা সৈবাশ্রয়ো যস্য তং তদ্গর্ভস্থমিত্যর্থঃ। ভগবদনুগ্রহে হেতুং ব্যঞ্জয়ন্ বিশিনষ্টি শ্রুতীতি। শ্রুতয়ো বেদা মৌলৌ যস্য তং তদ্ভক্তং ভগবদ্ধর্ম্মবিশিষ্টম্ ইত্যর্থঃ। ভূতায়া ভাবিন্যা বেদনিষ্ঠায়া ভণিতিরিয়ং বোধ্যা। পক্ষে স কৃষ্ণো বাদরায়ণো ব্যাসঃ। প্রভুর্নিখিলকুমতনিরাকরণক্ষমঃ মে গতিঃ শরণমস্তু। যঃ সুদর্শনেন চতুর্লক্ষণীশাস্ত্রেণ শ্রুতিমৌলিং বেদান্তমব্যথং ব্যধাৎ। পরোক্তদোষসম্পর্কাস্পৃষ্টং কৃতবানিত্যর্থঃ। সুদর্শনত্বং তস্য পরতত্ত্বনির্ণায়কত্বাৎ বোধ্যম্। কীদৃশং ? শ্রুতিমৌলিমিত্যাহ। দুর্য্যুক্তিকেতি। দুর্য্যুক্তিকাশ্চত্বারো যে কপিলাদয়স্ত এব দ্রোণাঃ কাকবিশেষাস্তেভ্যো জাতেন বাণেন বাক্সমূহেন তৎপ্রণীতেন সূত্রবৃন্দেনেত্যর্থঃ। বিক্ষতমন্যার্থোদ্ভাবনেনানিত্যত্বনিরূপণেন চ ব্যাকুলিতমিত্যর্থঃ। পরীক্ষিতং কৃতপরীক্ষং পরব্রহ্ম পরং নিত্যঞ্চেতি নির্দ্ধারিতমিত্যর্থঃ। উত্তরাশ্রয়ং সিদ্ধান্তপ্রতিপাদকম্। হরিরেব বেদান্তার্থঃ ন ত্বন্যদিতি সিদ্ধান্তোত্তরমুচ্যতে। তথাচ কপিলাদিস্মৃতিভিস্তদীয়তর্কৈশ্চ বেদান্তদর্শনে সম্ভাবিতো বিরোধোঽত্র নিরসনীয় ইতি তত্ত্বাঙ্কমিদং পদ্যম্ ॥ ১ ॥

মঙ্গলাচরণ-টীকানুবাদ—অনন্তর অবিরুদ্ধসংজ্ঞক দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিবার অভিলাষে মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—'দুর্য্যুক্তিকেত্যাদি' শ্লোকদ্বারা। 'সঃ'—সেই শ্রীকৃষ্ণ—দেবকীনন্দন ভগবান্, 'প্রভুঃ'—সর্ব্বেশ্বর, আমার গতি অর্থাৎ শরণ ও প্রাপ্যবস্তুর দাতা হউন। কিরূপ তিনি ? তাহা বলিতেছেন—'যঃ'—যিনি, সুদর্শন-নামক চক্রদ্বারা, 'পরীক্ষিতং'—পাণ্ডুবংশধর অভিমন্যুপুত্রকে, 'অব্যথম্'—ব্যথামুক্ত, 'ব্যধাৎ'—করিয়াছিলেন। কীদৃশ পরীক্ষিৎকে ? দুর্য্যুক্তিকেত্যাদি দ্বারা তাহা বলিতেছেন—দুষ্টভাবে বাণ-যোজনাকারী যে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাহার বাণ (ব্রহ্মাস্ত্র) দ্বারা যিনি প্রায় দগ্ধ হইয়াছিলেন। বাণকে দুর্য্যুক্তিক বলিবার কারণ—গর্ভস্থিত ব্যক্তির উপর ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগ অনুচিত—এই হিসাবে। এই কথাটিই স্ফুটিত করিবার জন্য পরীক্ষিতের বিশেষণ প্রয়োগ করিতেছেন—'উত্তরাশ্রয়ম্'—মাতা উত্তরাকে আশ্রয় করিয়া যিনি আছেন অর্থাৎ তাঁহার গর্ভস্থিত। তাঁহাকে শ্রীভগবান্ যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহার হেতু বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন—'শ্রুতিমৌলিম্'—যে পরীক্ষিতের শ্রুতি—বেদশাস্ত্র মস্তকে ধৃত অর্থাৎ তাঁহার ভক্ত—ভগবদ্ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। এই উক্তিদ্বারা তাঁহার ভূত ও ভবিষ্যৎ বেদ-নিষ্ঠার কথা জানিবে। দ্বিতীয় অর্থ এই—সেই প্রসিদ্ধ বাদরায়ণ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন, যিনি প্রভু—নিখিল কুমতের নিরাসে সমর্থ, তিনি আমার শরণ (রক্ষক) হউন। 'যঃ'—যিনি সুদর্শনেন—অর্থাৎ চারি অধ্যায়ে বিভক্ত স্বরচিত বেদান্তদর্শনদ্বারা 'শ্রুতিমৌলিং' শ্রুতিপ্রমাণক-বেদান্তকে,'অব্যথং'অর্থাৎ প্রতিবাদিপ্রদর্শিত দোষলেশে অসংপৃক্ত করিয়াছেন। কেন এই দর্শনকে সুদর্শন (উত্তম দর্শন) বলা হইতেছে, তাহা—পরমতত্ত্ব-(পরমেশ্বরতত্ত্ব) নির্ণায়কত্ব নিবন্ধন জানিবে। কীদৃশ বেদান্তশাস্ত্র ? তাহা 'দুর্য্যুক্তিকেত্যাদি' বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন—দুর্য্যুক্তিক অর্থাৎ যে চারিটি দর্শন আছে, যাহাদের যুক্তি দুষ্ট—বিচারাসহ ; যেমন সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় ও পূর্ব্বমীমাংসা। তাহারা দ্রোণ—কাকস্বরূপ, তাহাদিগ হইতে উদ্ভূত যে সকল বাক্যবাণ অর্থাৎ তৎপ্রণীত সূত্রবৃন্দ তাহার দ্বারা বিক্ষত অর্থাৎ বিপরীতার্থ উদ্ভাবন দ্বারা এবং অনিত্যত্বনিরূপণ দ্বারা

বিপ্রতিপন্ন। 'পরীক্ষিতম্'—উত্তমভাবে যুক্তিতর্ক দ্বারা পরীক্ষিত—নির্ণীত, অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য (নির্ব্বিকার, নিত্য, সৎ) এইভাবে নির্দ্ধারিত, 'উত্তরাশ্রয়ম্'—উত্তর অর্থাৎ সিদ্ধান্ত, তাহার আশ্রয়—প্রতিপাদক (উত্তর-মীমাংসা নামক দর্শন)। শ্রীহরিই বেদান্তের বাচ্য অর্থ তদ্‌ভিন্ন কিছু নহে, এইভাবে বেদান্তকে সিদ্ধান্তোত্তর বলা হয়। কথাটি এই—কপিলাদিস্মৃতি ও তদীয় তর্কজাল দ্বারা সম্ভাবিত বেদান্তদর্শনে বিরোধ এই অধ্যায়ে পরিহারের বিষয়, এই পদ্যটি তাহার ব্যঞ্জক ॥ ১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্,—প্রথমেঽধ্যায়ে নিরস্তনিখিলদোষোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিরপরিমিতগুণগণঃ সর্ব্বাত্মাপি সর্ব্ববিলক্ষণো জগন্নিমিত্তোপাদানভূতঃ সর্ব্বেশ্বরো বেদান্তবেদ্যঃ সমন্বয়নিরূপণেনোক্তঃ। দ্বিতীয়ে তু স্বপক্ষে স্মৃতিতর্কবিরোধপরিহারঃ প্রধানাদিবাদানাং যুক্ত্যাভাসময়ত্বং সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়াঃ প্রতিবেদান্তমৈকবিধ্যং চেত্যয়মর্থনিচয়ো নিরূপ্যতে। তত্রাদৌ শ্রুতিবিরোধো নিরস্যতে। তত্র সংশয়ঃ—সর্ব্বকারণভূতে ব্রহ্মণি দর্শিতঃ সমন্বয়ঃ সাংখ্যস্মৃত্যা বাধ্যতে ন বেতি। তত্র সতি সাংখ্যস্মৃতিনির্ব্বিষয়তাপত্তের্বাধ্যঃ স্যাৎ। স্মৃতিঃ খলু কর্ম্মকাণ্ডোদিতান্যগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাণি যথাবৎ স্বীকুর্ব্বতা "ঋষিং প্রসূতং কপিলম্" ইত্যাদিশ্রুত্যাপ্তভাবেন পরমর্ষিণা কপিলেন মোক্ষেপ্সুনা জ্ঞানকাণ্ডার্থোপবৃংহণায় প্রণীতা। "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ"। ন দৃষ্টার্থসিদ্ধির্নিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তিদর্শনাদ্" ইত্যাদিভিস্তত্র হ্যচেতনং প্রধানমেব স্বতন্ত্রং জগৎকারণমিত্যাদি নিরূপ্যতে—"বিমুক্তমোক্ষার্থম্; স্বার্থং বা প্রধানস্য"; "অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য" ইত্যাদিভিঃ। সা চ ব্রহ্মকারণতাপরিগ্রহে নির্ব্বিষয়া স্যাৎ। কৃৎস্নায়াস্তস্যাস্তত্ত্বপ্রতিপত্তিমাত্রবিষয়ত্বাৎ। অতঃ পরমাপ্তকপিলস্মৃত্যবিরোধেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়াঃ। ন চৈবং মন্বাদিস্মৃতীনাং নির্ব্বিষয়তা। তাসাং ধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডোপবৃংহণে সতি সবিষয়ত্বাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূতে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তবাক্যগুলির এইরূপ

ব্রহ্মে সমন্বয় করা হইয়াছে, যাহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে সেই সমস্ত রাগদ্বেষাদি দোষসম্পর্কশূন্য, অচিন্তনীয় অনন্তশক্তিমান্, অপরিমিত-গুণাধার, সর্ব্বাত্মা হইয়াও সর্ব্বভিন্ন, জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ, সর্ব্বেশ্বরই বেদান্তবেদ্য। এক্ষণে এই দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্বকীয় সিদ্ধান্তপক্ষে যে-সকল বিরুদ্ধ স্মৃতিবাক্যও তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের নিরাস, প্রধান প্রভৃতির জগৎ-কর্তৃত্ববাদগুলির যুক্তিদ্বারা সদোষত্ব প্রতিপাদন ও সৃষ্টি প্রভৃতি প্রক্রিয়া-বিষয়ে সমস্ত বেদান্তবাক্যই একরূপ উক্তিসম্পন্ন, এই সকল বিষয় নিরূপিত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে প্রথমেই শ্রুতিবিরোধ প্রদর্শিত হইতেছে। এই বিষয়ে সংশয় এই প্রকার—সমস্ত জগতের কারণভূত পরমেশ্বরে যে বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য দেখান হইয়াছে, তাহা সাংখ্যশাস্ত্র দ্বারা বাধিত হইতেছে কিনা? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—সেই সমন্বয় স্বীকৃত হইলে সাংখ্যদর্শন নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে, যেহেতু ঐ সাংখ্য-দর্শন জীবের মুক্তিকামী পরম দয়ালু মহর্ষি কপিল—যিনি কর্ম্মকাণ্ডে বর্ণিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মগুলিকে যথাযথভাবে জীবের করণীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং যাঁহাকে শ্রুতি 'ঋষিং প্রসূতং কপিলম্' কপিল ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বেদ তাঁহাকে প্রমাণ পুরুষ ঋষিনামে নামিত করিয়াছেন। তিনি জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয়কে নিরঙ্কুশ করিয়া উৎকৃষ্ট করিবার জন্য ঐ শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে কপিলের অভ্যুপগমবাদ-(মতবাদ) বোধক সূত্র দেখাইতেছেন—'অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ' জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিন প্রকার দুঃখের অত্যন্তভাবে অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিহীন ও দুঃখলেশ সম্পর্কশূন্যভাবে ধ্বংসের নাম পরমপুরুষার্থ বা মুক্তি। তাহার পরই আক্ষেপ হইল, লৌকিক উপায় দ্বারা সেই দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে, তবে দুঃখহানোপায় জিজ্ঞাসা বিফল, তাহার সমাধানার্থ বলিলেন 'ন দৃষ্টার্থসিদ্ধির্নিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ' লৌকিক উপায়ে একান্তভাবে দুঃখ নিবৃত্তি হয় না, যেহেতু দুঃখ নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় উদ্ভূত হইতে দেখা যায়; অতএব তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, সেই তত্ত্ব নিরূপণের জন্য প্রধানাদির স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। যথা 'অচেতন প্রকৃতিই স্বাধীনভাবে (ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা ব্যতীতই) জগতের কারণ' ইত্যাদি নিরূপণ করা হইয়াছে। যথা 'বিমুক্তমোক্ষার্থম্' আত্মা স্বভাবতঃই মুক্ত, কিন্তু

দেহাদির উপর অভিমানবশতঃ যে বন্ধন হয়, তাহার মুক্তির জন্য প্রকৃতির জগৎ-কর্তৃত্ব। 'স্বার্থং বা প্রধানস্য' অথবা প্রকৃতি নিজের প্রয়োজনেই জগৎসৃষ্টি করেন। 'ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য' দুগ্ধের মত প্রকৃতির কার্য্য অর্থাৎ গোদুগ্ধ যেমন গোবৎসের পুষ্টিবিধানার্থ স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ আত্মার মুক্তির জন্য প্রকৃতির চেষ্টা, ইত্যাদি সূত্রদ্বারা প্রকৃতির জগৎ-কারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ সিদ্ধান্ত করিলে সাংখ্যস্মৃতি ব্যর্থ হয়, যেহেতু সমস্ত সাংখ্যস্মৃতির কেবল তত্ত্ব-নিরূপণই বিষয়, হইয়া পড়ে। অতএব পরম প্রমাণ পুরুষ কপিলের দর্শনের সহিত বিরোধ যাহাতে না হয়, সেইভাবেই বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যাতব্য। যদি বল, প্রধানের কারণতা বলিলে—'আসীদিদং তমোভূতং···ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং' ইত্যাদি মনু-বাক্যোক্ত ব্রহ্মের কারণতাবাদের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে, তাহাও নহে; যেহেতু মনু প্রভৃতি স্মৃতির উদ্দেশ্য অন্য প্রকার। কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ধর্ম্মগুলিকে পুষ্ট করাই তাহার উদ্দেশ্য, তত্ত্ব-নিরূপণ নহে। অতএব তাহারও বিষয় আছে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তির বিপক্ষে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—দ্বিতীয়াধ্যায়ার্থান্ বক্ষ্যংস্তেষূপযোগাৎ প্রথমাধ্যায়ার্থাননুস্মারয়তি প্রথমে ইত্যাদিনা। ধীপ্রবেশায় দ্বিতীয়াধ্যায়ার্থান্ সমাসেন তাবদ্দর্শয়তি দ্বিতীয়েত্বিত্যাদিনা। চিন্তিতে সমন্বয়ে বিরোধপরিহারায় অয়মধ্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে। ইত্যনয়োর্বিষয়বিষয়িভাবঃ সম্বন্ধঃ। নির্ব্বিষয়স্য বিরোধস্য পরিহারাযোগাৎ তদ্বিষয়সমন্বয়ঃ পূর্ব্বচিন্তিতো বিষয়ভূতো বিরোধস্তু অধুনা পরিহর্ত্তব্য ইত্যনয়োঃ পৌর্ব্বোত্তর্য্যং যুক্তম্। শ্রৌতসমন্বয়ে বিরোধপরিহারত্বাদস্য পাদস্য শ্রুত্যধ্যায়সঙ্গতিঃ। পূর্ব্বপক্ষে বিরোধঃ ফলম্। সিদ্ধান্তে ত্ববিরোধস্তৎ। অস্যাধিকরণস্যাদিমত্বাৎ অবান্তরসঙ্গতিস্তু নাপেক্ষ্যতে। সপ্তত্রিংশৎসূত্রকং পঞ্চদশাধিকরণকং প্রথমং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে তত্রাদাবিতি। শ্রুতীতি। সাংখ্যাদিশাস্ত্রৈঃ কৃতো বিরোধ ইত্যর্থঃ। তত্রেতি। তস্মিন্ সমন্বয়ে স্বীকৃতে সতীত্যর্থঃ। নির্ব্বিষয়তা ব্যর্থতা। ঋষের্বৈদিকত্বং দর্শয়তি—স্মৃতিঃ খল্বিতি। কপিলাভ্যুপগমং তৎসূত্রং দর্শয়তি অথেত্যাদি। অথশব্দোঽধিকারার্থো মঙ্গলার্থশ্চ। দুঃখত্রয়বিনাশোপায়ভূতঃ তত্ত্ববিমর্শঃ আশাস্ত্রপূর্ত্তেরধিকৃতো বেদিতব্যঃ। মঙ্গলরূপশ্চ স দুঃখবিনাশকত্বাৎ। তত্র দুঃখত্রয়মাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকরূপম্। তত্রাদ্যং দ্বিবিধং শারীরমানস-

ভেদাৎ। বাতপিত্তাদিবৈষম্যহেতুকং শারীরম্। কামক্রোধাদিহেতুকং মানসম্। তদিদমান্তরোপায়সাধ্যত্বাদাধ্যাত্মিকম্। আধিভৌতিকং মনুষ্যপশ্বাদিহেতুকম্। আধিদৈবিকন্তু যক্ষরাক্ষসগ্রহাদ্যাবেশহেতুকম্। তদেতদ্দ্বয়ং বাহ্যোপায়সাধ্যম্। তস্য তু ত্রয়স্যাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। নিবৃত্তেরাত্যন্তিকত্বং তু নিবৃত্তস্য দুঃখস্য পুনরনুৎপাদাৎ। পুরুষার্থস্যাত্যন্তত্বং তস্য ধ্বংসাভাবরূপত্বেন নিত্যত্বাদিতি। ননু দুঃখত্রয়নিবৃত্তৌ দৃষ্টোপায়া বহবঃ সন্তি। শারীরদুঃখনিবৃত্তৌ সদ্বৈদ্যৈরুপদিষ্টা মহৌষধয়ঃ। মানসদুঃখনিবৃত্তৌ বরান্নতরুণীপ্রভৃতয়ঃ। আধিভৌতিকদুঃখনিবৃত্তৌ নীতিশাস্ত্রাভ্যাসদুর্গাশ্রয়ণাদয়ঃ। আধিদৈবিকদুঃখনিবৃত্তৌ চ মণিমন্ত্রাদয়ঃ সন্তীত্যেবং দৃষ্টোপায়েভ্যো দুঃখনিবৃত্তিসিদ্ধৌ শাস্ত্রসাধ্যবহুজন্মসম্পাদ্যচিত্তনিরোধাদৌ কথং সুধিয়াং প্রবর্ত্তিতব্যমিতি চেত্তত্রাহ ন দৃষ্টেতি। ন খলু দুঃখনিবৃত্তিমাত্রং পুরুষার্থং ব্রূমঃ। কিন্তু তদুৎপত্তিনিবৃত্তিসহকৃতমেব। ঔষধাদিনা তদ্দুঃখং নাবশ্যং নিবর্ত্তেত কথঞ্চিন্নিবৃত্তেঽপি পুনরক্তেন ভাব্যমিতি নৈকান্তিকী তন্নিবৃত্তিঃ। শাস্ত্রীয়োপায়াস্ত তদত্যন্তোচ্ছেদকত্বাদবশ্যাশ্রয়ণীয়া ইতি ভাবঃ। বিমুক্তেতি। স্বভাববিমুক্ত আত্মা তস্যাভিমানিকমোক্ষার্থং প্রধানস্য জগৎকর্তৃত্বম্। স্বার্থং বেতি। পুরুষং ব্রহ্মাত্মানং বিবেকেন দর্শিতবান্ তাং প্রত্যুদাস্তামেবেতি নিজোদাসীন্যার্থং বেত্যর্থঃ। অচেতনত্বেঽপীতি। অচেতনং যথা ক্ষীরং বৎসবিবৃদ্ধয়ে প্রবর্ত্ততে তথা প্রধানং পুরুষবিমোক্ষায়েত্যর্থঃ। এতেন সূত্রদ্বয়েন জড়স্য প্রধানস্য স্বতঃকর্তৃত্বম্ উক্তম্। সা চেতি সাংখ্যস্মৃতিঃ। নির্ব্বিষয়া ব্যর্থা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—দ্বিতীয়াধ্যায়ের বক্তব্য অর্থ বলিবার পূর্ব্বে তাহাতে উপযোগী বা সম্বন্ধ প্রথমাধ্যায়ের বিষয়গুলি স্মরণ করাইতেছেন—'প্রথমে অধ্যায়ে' ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। বুদ্ধির প্রবেশের জন্য অর্থাৎ বোধসৌকর্য্যার্থ দ্বিতীয়াধ্যায়ের বক্তব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে দেখাইতেছেন—'দ্বিতীয়ে তু' ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। বিচারদ্বারা সিদ্ধান্তিত সমন্বয়ে বিরোধ পরিহারের জন্য এই অধ্যায় আরম্ভ। অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় এই দুইটির পরস্পর বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধ। বিষয় না থাকিলে বিরোধের পরিহার হয় না, অতএব বিষয় হইতেছে—পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিচারিত ব্রহ্মবিষয়ক সমন্বয়, এই অধ্যায়ে বিরোধ পরিহরণীয়; অতএব এই দুইটি অধ্যায়ের পূর্ব্বাপরীভাব যুক্তিযুক্ত। শ্রৌতসমন্বয়ে বিরোধপরিহারহেতু এই

দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের শ্রুতি ও অধ্যায়ের সঙ্গতি হইল। পূর্ব্বপক্ষে বিরোধ ফল, সিদ্ধান্তপক্ষে বিরোধাভাব-ফল। এই বিরোধাধিকরণটি প্রথম, এজন্য অবান্তর-সঙ্গতি অপেক্ষিত হইতেছে না। এই প্রথম পাদটিতে সাঁইত্রিশটি সূত্র, পনরটি অধিকরণ, তাহা ব্যাখ্যা করিবার মানসে 'তত্রাদৌ' বলিয়া আরম্ভ করিতেছেন, 'তত্রাদৌ শ্রুতিবিরোধো নিরস্যতে'—প্রথমে শ্রুতি-সমূহের পরস্পর বিরোধ অর্থাৎ অসামঞ্জস্য খণ্ডিত হইতেছে। 'তত্র সংশয়:'—সে বিষয়ে প্রথমতঃ শ্রুতিবিরোধ অর্থাৎ সাংখ্যাদি শাস্ত্রদ্বারা উৎপাদিত বিরোধ নিরাস করা হইতেছে। 'তত্র সংশয়:'—'তত্র' বেদান্ত বাক্য-সমুদায়ের ব্রহ্মে সঙ্গতি স্বীকার করিলে, সাংখ্যশাস্ত্রের নির্ব্বিষয়তা অর্থাৎ ব্যর্থতা। কপিল মুনির বৈদিকত্ব (বেদপ্রসিদ্ধত্ব) দেখাইতেছেন—'স্মৃতিঃ খলু' ইত্যাদি দ্বারা। কপিলস্বীকৃত সাংখ্যসূত্র দেখাইতেছেন—'অথ ত্রিবিধেত্যাদি'। অথ-শব্দের অর্থ অধিকার অর্থাৎ অত্যন্ত পুরুষার্থ অধিকৃত হইতেছে। মঙ্গলও তাহার প্রয়োজন। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশের উপায়স্বরূপ তত্ত্ব-বিচার এই শাস্ত্রের সমাপ্তি-পর্য্যন্ত অধিকৃত হইল জানিবে। এবং তাহা মঙ্গলভূতও বটে; কারণ দুঃখের বিনাশকারক। সেই সূত্রান্তর্গত দুঃখত্রয় বলিতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক; তন্মধ্যে প্রথমটি (আধ্যাত্মিক দুঃখ) শারীর ও মানস-ভেদে দ্বিবিধ। বাতপিত্তাদির বৈষম্য-ঘটিত শারীরদুঃখ, মানস-দুঃখ—কামক্রোধাদিজনিত, এই দুঃখদুইটি আন্তর উপায়দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হয়; এজন্য ইহাকে আধ্যাত্মিক বলা হয়। আধিভৌতিক দুঃখ মনুষ্য, পশু প্রভৃতি হইতে উৎপাদিত, আর আধিদৈবিক—যক্ষ, রাক্ষস, গ্রহ প্রভৃতির আবেশ-জনিত, এই দুইটি বাহ্য উপায়দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে। সেই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম অত্যন্ত পুরুষার্থ। আত্যন্তিক নিবৃত্তি-শব্দের অর্থ নিবৃত্ত-দুঃখের পুনরায় অনুৎপত্তি। অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিতে বুঝায় যে দুঃখ-ধ্বংসস্বরূপ দুঃখনিবৃত্তি, ইহা নিত্যবস্তু; এজন্য তাহাকে অত্যন্ত পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। প্রশ্ন—দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি-বিষয়ে দৃষ্ট বহু উপায় আছে, যেমন শারীর-দুঃখ নিবৃত্তির উপায়—সদ্বৈদ্য কর্ত্তৃক নির্ধারিত মহৌষধি প্রভৃতি, মানস-দুঃখ-নিবর্ত্তক সুস্বাদু অন্ন, যুবতী রমণী প্রভৃতি, আধিভৌতিক দুঃখ-নিবৃত্তির উপকরণ নীতিশাস্ত্রাভ্যাস, দুর্গ-আশ্রয়াদি। আধিদৈবিক দুঃখ-নিবৃত্তির পক্ষে-মণিমন্ত্রাদি আছে, এইরূপে লৌকিক উপায় হইতে দুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভব থাকিতে

কি জন্য সুধী ব্যক্তি শাস্ত্রসাধ্য বহুজন্ম-সম্পাদনীয় চিত্ত-নিরোধাদিতে প্রবৃত্ত হইবেন? এই যদি বল, তাহাতে শাস্ত্রকার বলিতেছেন—'ন দৃষ্টার্থ-সিদ্ধির্নিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ' আমরা দুঃখ-নিবৃত্তিমাত্রকে (পুরুষকাম্য মুক্তি) বলি না, কিন্তু তাহার উৎপত্তির নিবৃত্তিসহিত তাহাকেই পুরুষার্থ বলি। তদ্ব্যতীত ঔষধাদিদ্বারা অবশ্যই শারীরদুঃখ নিবৃত্ত হয় না, কিছু কমিলেও আবার অন্য রোগ হইতে পারে; অতএব ঐকান্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তি লৌকিক উপায়ে হয় না, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত উপায়গুলি দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ করে, এজন্য তাহা অবশ্য আশ্রয়ণীয়—ইহাই মর্ম্মার্থ। 'বিমুক্তমোক্ষার্থম্'—আত্মা স্বভাবতঃই মুক্ত, কেবল দেহাদির উপর অভিমানহেতু বন্ধনের মুক্তির জন্য প্রকৃতির জগৎ-সৃষ্টি 'স্বার্থং বেতি'—পুরুষ ব্রহ্ম সে বিবেকের দ্বারা আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে দেখাইয়াছে সুতরাং প্রকৃতি-বিষয়ে সে উদাসীনই থাকুক, এইভাবে নিজ ঔদাসীন্য রক্ষার্থ এই কারণেও বা। 'অচেতনত্বেঽপীত্যাদি' দুগ্ধ স্বয়ং অচেতন —জড় হইয়াও যেমন বৎসের বৃদ্ধির জন্য মাতৃস্তন হইতে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রধান পুরুষের মুক্তির জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া থাকে; ইহাই তাৎপর্য্য। এই দুইটি সূত্র (বিমুক্তমোক্ষার্থম্, স্বার্থং বা প্রধানস্য) দ্বারা জড় প্রধানের স্বতঃ (পুরুষ-প্রেরণা-নিরপেক্ষভাবে) জগৎকর্ত্তৃত্ব সাংখ্যমতে বলা হইল। 'সা চ'—সেই সাংখ্যস্মৃতি, নির্ব্বিষয়া—ব্যর্থা হইল।

স্মৃত্যনবকাশাধিকরণম্

সূত্রম্—স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—'চেৎ' যদি বল 'স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি'—সাংখ্যস্মৃতির বিষয়াভাবরূপ দোষ আসিয়া পড়িল, অতএব বেদান্তবাক্যগুলি শ্রুত অর্থের বিপরীত অর্থবাচকরূপে ব্যাখ্যাতব্য; এই কথা 'ন' তাহা নহে, কি কারণে? 'অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ' তাহাহইলে মনু প্রভৃতি স্মৃতির—যাহারা বেদান্তানুসারী ও পরমেশ্বরের একমাত্র জগৎকারণতাবোধক, তাহাদের কি বিষয় হইবে, এই মহান্ দোষের আপত্তি হইয়া পড়ে॥ ১॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অবকাশস্যাভাবোঽনবকাশঃ **নির্ব্বিষয়তে**-ত্যর্থঃ। **সমন্বয়ানুরোধেন** বেদান্তেষু ব্যাখ্যাতেষু **সাংখ্যস্মৃতে**-র্নির্ব্বিষয়তাদোষাপত্তিরতঃ শ্রুতবিপরীতার্থতয়া তে ব্যাখ্যেয়া ইতি চেন্ন। **কুতঃ?** অন্যেত্যাদেঃ। তথা সত্যন্যাসাং **মন্বাদিস্মৃতীনাং** বেদান্তানুসারিণীনাং ব্রহ্মৈককারণতাপরাণাং নির্ব্বিষয়তা **মহান্** দোষঃ প্রসজ্যেত। তাসু হি সর্ব্বেশ্বরো জগদুৎপত্ত্যাদিহেতুঃ প্রতিপাদ্যতে ন তু কাপিলোক্তপ্রকারান্তরত্বসঙ্গতিঃ। তত্র **শ্রীমন্মনুঃ।** "আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্। মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥ যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ। সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এষ স্বয়মুদ্বভৌ॥ সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥" ইত্যাদি। শ্রীপরাশরশ্চ। "বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগত্তত্রৈব চ স্থিতম্। স্থিতি-সংযমকর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ॥ যথোর্ণনাভোহৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্ত্রতঃ। তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং জনার্দ্দনঃ॥" ইত্যাদি। এবমন্যেঽপি। ন চাসাং স্মৃতীনাং কর্ম্মকাণ্ডার্থোপবৃংহণেন সাবকাশতা। ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ার্থং চিত্তশুদ্ধিমুদ্দিশ্য ধর্ম্মান্ বিদধতীনাং তাসাং জ্ঞানকাণ্ডার্থোপবৃংহণ এব বৃত্তেঃ। **চিত্তশোধকতা চৈষাং** দৃশ্যতে। "তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদি শ্রুতৌ। যত্তু **তেষাং বৃষ্টিপুত্রস্বর্গাদিফলকত্বং** ক্বাপি ক্বাপি বীক্ষ্যতেঽনুভাব্যতে চ **তদপি** শাস্ত্রবিশ্রম্ভোৎপাদনেন তত্রৈব চ বিশ্রান্তম্, "সর্ব্বে বেদা যৎ-পদমামনন্তি" ইত্যাদেঃ "নারায়ণপরা বেদা" ইত্যাদেশ্চ। **ন চ** সাংখ্যস্মৃত্যা বেদান্তার্থোপবৃংহণং শক্যং কর্ত্তুং **শ্রুতিবিরুদ্ধার্থ**-প্রতিপাদনাৎ। শ্রুতিসংবাদার্থস্পষ্টীকরণং হ্যুপবৃংহণম্। ন চ

তস্যামিদমস্তি। তস্মাচ্ছ্রুতিবিরুদ্ধা সাংখ্যস্মৃতিঃ স্বকপোলকল্পিতা নাপ্তেতি ন তদ্ব্যর্থতাদোষাদ্ বিভীমঃ। ন চাপ্তত্বব্যপাশ্রয়কল্পনয়া তৎস্মৃতিপক্ষপাতো যুক্তঃ। তত্ত্বেন ব্যাখ্যাতানাং বহূনাং স্মৃতিষু বিভিন্নার্থাসু পক্ষপাতে সতি বাস্তবার্থানবস্থিতিপ্রসঙ্গাৎ। স্মৃত্যো-র্বিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং শ্রুতিব্যপাশ্রয়াদন্যো নির্ণয়হেতুর্ন ভবেদতঃ শ্রুত্যনুসারিণ্যেবাদরণীয়েতি। স্মৃতিবলেনাক্ষেপ্তৄন্ স্মৃতিবলেনৈব নিরাকরিষ্যাম ইত্যন্যস্মৃত্যনবকাশাৎ দোষোপন্যাসঃ। যত্তু "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি" ইতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতেরাপ্তত্বং তস্যেতি তন্ন। তস্যা অন্যপরত্বাৎ শ্রুত্যর্থবৈপরীত্যবক্তৃতয়া তদ-ভাবাচ্চ। মনোরাপ্তত্বং তু তৈত্তিরীয়াঃ পঠন্তি—"যদ্বৈ কিঞ্চন মনুরবদত্তদ্ভেষজম্" ইতি। শ্রীপরাশরো হি পুলস্ত্যবশিষ্ঠপ্রসাদাদেব দেবতাপারমার্থ্যধিয়ং প্রাপেতি স্মর্য্যতে। বেদবিরুদ্ধস্মৃতিপ্রবর্ত্তকঃ কপিলো হ্যগ্নিবংশজো জীববিশেষ এব মায়য়া বিমোহিতো ন তু কর্দ্দমোদ্ভূতো বাসুদেবঃ। "কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ। ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ॥ তথৈ-বাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্। সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ॥" "সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্" ইতি স্মরণাৎ। তস্মাদ্বেদবিরুদ্ধতয়ানাপ্তায়াঃ সাংখ্যস্মৃতের্ব্যর্থতা ন দোষঃ॥ ১॥

নিরীশ্বর সাংখ্যমত-খণ্ডন—

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'অনবকাশ'-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ দেখাইতে-ছেন—অবকাশের (বিষয়ের) অভাব অনবকাশ অর্থাৎ নির্ব্বিষয়তা, বেদান্ত-বাক্যগুলির ব্রহ্মে তাৎপর্য্যের অনুরোধে ব্রহ্মপরত্ব বলিলে সাংখ্যদর্শন বিষয়হীন হইয়া পড়ে অর্থাৎ প্রকৃতির কারণতাবোধক বাক্যগুলিরও যদি ব্রহ্মপরত্ব বলা হয়, তবে সাংখ্য-দর্শনের বিষয় কিছুই থাকে না, অতএব সে সব বাক্য ব্রহ্মপর নহে, তাহার বিপরীত অর্থে তাৎপর্য্য করিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত, এই যদি বল, তাহা নহে;

কেন? উত্তর—অন্য স্মৃতীতি—মনু প্রভৃতির বাক্যের স্থল থাকে না, অথচ ঐ মন্বাদিবাক্য বেদান্তের অনুগত, ব্রহ্মেরই একমাত্র জগৎকারণতা-প্রকাশক তাহারা নির্ব্বিষয় হইলে অত্যধিক দোষ হয়, সেই সকল স্মৃতিতে পরমেশ্বরকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণরূপে প্রতিপাদন করা হইতেছে কিন্তু কপিল-বর্ণিত প্রকৃতিকারণতাবাদ তাহাতে সঙ্গত হয় না। সে বিষয়ে শ্রীভগবান্ মনু বলিতেছেন—'আসীদিদং তমোভূতং...সর্ব্বলোকপিতামহঃ' প্রলয়কালে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ অন্ধকারে বিলীন ছিল, অজ্ঞাত ও লক্ষণহীন হইয়াছিল। তমঃ কিপ্রকার? অপ্রতর্ক্য—অনির্ব্বাচ্য, বিজ্ঞানের অযোগ্য, মনে হয় যেন সকলবস্তু নিদ্রিত আছে। তদনন্তর স্বপ্রকাশ অর্থাৎ নিত্য, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পূর্ব্বসিদ্ধ চিচ্ছক্তি ও বীর্য্যসম্পন্ন পরমেশ্বর শ্রীহরি তমোনুদ অর্থাৎ প্রকৃতির প্রেরক হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তিনি তখন স্বয়ং অব্যক্ত থাকিয়া এই পঞ্চ মহাভূতাদিকে ব্যক্ত করিলেন। যে শ্রীহরি ইন্দ্রিয়াতীত, অজ্ঞেয়, সূক্ষ্ম অতএব অব্যক্ত, নিত্যপুরুষ, যাঁহার মধ্যে চেতন-জড়াত্মক নিখিল বিশ্ব গ্রস্ত হইয়া আছে, তমঃশক্তি-সমন্বিত তর্কের অগোচর সেই তিনি নিজেই কার্য্যরূপে ব্যক্ত হইলেন। তিনি 'বহু হইবার জন্য' সঙ্কল্প করিয়া নানাপ্রকার জীব সৃষ্টির অভিপ্রায়ে নিজ শরীর হইতে অর্থাৎ তাদৃশ তমঃ হইতে প্রথমেই জলের সৃষ্টি করিলেন, পরে তাহাতে সকল বস্তুর উপাদানকারণ স্বরূপ বীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজই সূর্য্যসম তেজোময় সৌবর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইল। তাহার মধ্যে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি সমস্তলোকের পিতামহ। বিষ্ণুপুরাণে মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন—'বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং...গ্রসত্যেবং জনার্দ্দনঃ' শ্রীহরি হইতেই এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিত। এই জগতের পালন ও প্রলয়ের কর্ত্তা ঐ শ্রীহরি। জগৎও তিনি, অর্থাৎ তাঁহার বহিরঙ্গ। যেমন উর্ণনাভ (মাকড়সা) নিজ হৃদয় মধ্যে অবস্থিত উর্ণাসূত্র মুখদিয়া বাহির করে এবং তাহার জাল বিস্তার করিয়া তাহা লইয়া বিহার করে, পরে আবার সেই উর্ণাসূত্রকে গ্রাস করে। এইরূপ জনার্দ্দন নিজ তমঃশক্তি দ্বারা স্ব-মধ্যে অবস্থিত জগৎকে অভিব্যক্ত করিয়া তাহা লইয়া লীলা করেন, আবার তাহাকে ধ্বংস করেন। ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য এবং অন্যান্য স্মৃতিবাক্যের কি উপায় হইবে? যদি বল,

এই সকল স্মৃতিবাক্য কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিপাদিত যাগযজ্ঞাদি বিষয়কে পুষ্ট করিয়া চরিতার্থ, একথাও বলা চলে না, কারণ ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়ের অনুকূল চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশেই ঐ সকল স্মৃতি ধর্ম্মবিধান করিতেছে। অতএব জ্ঞানকাণ্ডের পুষ্টি-সাধনেই তাহাদের প্রবৃত্তি। কিরূপে ঐ সকল স্মৃতি চিত্তশোধনার্থ প্রবৃত্ত, তাহাও দেখা যাইতেছে—যথা 'তমেতং বেদানুবচনেন' সেই এই পরমেশ্বরকে বেদ-ব্যাখ্যা দ্বারা জানিবে ইত্যাদি শ্রুতিতে চিত্তশুদ্ধি-জনক কার্য্যগুলিকে শ্রীহরি-জ্ঞানের সোপান বলা হইয়াছে। তবে যে কোন কোন শ্রুতিতে বৃষ্টি, পুত্র, স্বর্গাদি ফলের কথা বলা আছে—যথা 'কারীর্য্যা বৃষ্টিকামো যজেত' বৃষ্টি চাহিলে কারীরী যাগ করিবে, 'পুত্রেষ্ট্যা পুত্রকামো যজেত' পুত্রাভিলাষে পুত্রেষ্টি যাগ করিবে। 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ' স্বর্গলাভ-কামনায় যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রী হইবে—ইত্যাদিবাক্যে ধর্ম্মের ফল বৃষ্টি প্রভৃতি শ্রুত হইতেছে এবং বেদ বা শ্রীহরি সেই সেই ফল যজমানকে পাওয়াইয়াও দিতেছেন, তবে কর্ম্মকাণ্ডের কেবল চিত্তশোধকত্ব বলি কিরূপে? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ বলা হইতেছে, তাহাও শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া সেই শাস্ত্র-প্রতিপাদিত পরমেশ্বরবাচক শ্রুতিগুলির দৃঢ়তা স্থাপনাভি-প্রায়ে। শ্রুতি ও স্মৃতিও সেই কথা বলিতেছেন, শ্রুতি যথা—'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' সকল বেদ যে জ্ঞেয় বস্তু শ্রীহরিকেই পুনঃপুনঃ নির্দ্দেশ করিতেছেন। ভাগবত-স্মৃতিবাক্য যথা 'নারায়ণপরা বেদাঃ' সমস্ত বেদেরই শ্রীনারায়ণে তাৎপর্য্য। কিন্তু সাংখ্যস্মৃতি হইতে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের প্রতিপাদন দ্বারা উপবৃংহণ করা বা সুস্পষ্ট করা সম্ভব নহে; যেহেতু সাংখ্যস্মৃতি অনেক শ্রুতি-বিরুদ্ধ কথার উল্লেখ করিয়াছে। উপবৃংহণ শব্দের অর্থ শ্রুতি-প্রতিপাদিত বিষয়গুলিকে যুক্তিতর্ক দ্বারা সুস্পষ্ট করা অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদ-নিরাস দ্বারা স্থাপন। সাংখ্যস্মৃতিতে তো সেই বেদার্থের উপবৃংহণ নাই। অতএব সাংখ্যস্মৃতি শ্রুতিবিরুদ্ধ স্বকপোলকল্পিত বিধায় অশ্রদ্ধেয়—অপ্রমাণ; এইজন্য তাহার নির্ব্বিষয়তা বা ব্যর্থতা দোষভয়ে আমরা ভীত নহি। আর সাংখ্যশাস্ত্রের আপ্তত্ব ভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া তাহাতে পক্ষপাত যুক্তিযুক্ত মনে করা যায় না। তাহা হইলে আপ্তত্বরূপে (প্রমাণরূপে শ্রদ্ধেয়বচনত্ব-রূপে) বর্ণিত গৌতমাদি বহু মুনির স্মৃতিবাক্য যে গুলি বিভিন্ন বিভিন্ন তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে, তৎসমুদায়েও পক্ষপাত রাখিতে হয়, ফলে বাস্তব

তত্ত্বের অনির্দ্ধারণ-দোষ আসিয়া পড়ে। যদি বল, কোন স্মৃতি ব্রহ্ম-প্রতিপাদক আবার কোনও অপর তত্ত্বের প্রতিপাদক তথায় দুইটি স্মৃতির বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধের পরিহার কিসে হইবে? তাহার উত্তর—এই শ্রুতির বিরোধবশতঃ অনাস্থেয়তার জন্য অন্য কেহ তত্ত্ব নির্ণয়ের কারণ হইবে না, ইহাই মীমাংসা। অতএব শ্রুতির অনুসারিণী স্মৃতিই আদরণীয়। যে সকল প্রতিবাদী স্মৃতিবাক্যের প্রামাণ্য লইয়া আক্ষেপ অর্থাৎ প্রতিবাদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে স্মৃতিবাক্য দ্বারাই নিরস্ত করিব। এই অভিপ্রায়েই সূত্রকার 'অন্যস্মৃতির বৈয়র্থ্য' আপত্তি দিয়া দোষের উপন্যাস করিয়াছেন। তবে যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—'ঋষিং প্রসূতং কপিলং…বিভর্ত্তি' কপিল ঋষি উৎপন্ন হইয়াছেন; যে পরমেশ্বর সেই ঋষিকে সৃষ্টিকালে জ্ঞানদ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এই বাক্য দ্বারা তাঁহার আপ্তত্ব অর্থাৎ প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিতেছে, তাহার কি হইবে? উত্তর—তাহা নহে, সে শ্রুতিবাক্যের অর্থ অন্যরূপ। যথা 'যঃ'—যে পরমাত্মা, 'অগ্রে'—সৃষ্টির আরম্ভে, উৎপন্ন 'ঋষিং' ব্রহ্মাকে, স্থিতিকালে 'প্রসূতং' প্রসৃত তাঁহাকে 'জ্ঞানৈঃ'—ত্রৈকালিক জ্ঞানদ্বারা পুষ্ট করিতেছেন, সেই পরমেশ্বরকে ধ্যান করিবে। কপিল শ্রুতির প্রতিপাদিত অর্থের বিপরীত অর্থ বলায় তাহার আপ্তত্ব (শ্রদ্ধেয় বচনত্ব) নাই। কিন্তু মনুর আপ্তত্ব তৈত্তিরীয় শ্রুতিবিদ্‌গণ ঘোষণা করিতেছেন—'যদ্বৈ কিঞ্চন মনুরবদৎ তদ্‌ভেষজম্' মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা জীবের সংসার-রোগের ঔষধ। শ্রীপরাশর মুনির আপ্তত্ব প্রমাণিত আছে—যেহেতু পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ মুনির অনুগ্রহেই তিনি পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—ইহা স্মৃত হয়। বেদবিরুদ্ধ স্মৃতির প্রচারক কপিল একজন অগ্নিবংশজাত জীব বিশেষ, তিনি মায়ায় বিমূঢ়চিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কর্দ্দম মুনি হইতে উৎপন্ন বাসুদেবের অংশাবতার নহেন। কথিত আছে 'বাসুদেব নামক কপিল ব্রহ্মাদি দেবগণকে ও ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণকে, সেইপ্রকার আসুরি মুনিকেও বেদার্থদ্বারা স্পষ্টীকৃত অর্থাৎ সুস্পষ্ট বেদার্থপূর্ণ সমস্ত সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। আর বেদার্থ-বিরুদ্ধ কুতর্কপরিপূর্ণ অন্য সাংখ্যশাস্ত্র অন্য কপিল অপর আসুরিকে বর্ণন করেন, অতএব এই উভয় কপিল এক নহে। অতএব বেদবিরুদ্ধতার জন্য অপ্রমাণীভূত এই সাংখ্যস্মৃতির ব্যর্থতা বা নিরবকাশতা কোন দোষাবহ নহে ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্মৃত্যনবকাশেতি। অন্যস্মৃত্যনবকাশেতি। অবকাশঃ স্থানমর্থ ইতি যাবৎ। অতঃ শ্রুতিবিপরীতেতি। ন চ জগৎকারণে সিদ্ধে বস্তুনি বিকল্পো যুক্তঃ। তস্মাৎ প্রধানানুগুণ্যেন বেদান্তা ব্যাখ্যাতব্যাঃ সংপ্রতীতিভাবঃ। মৈবম্। কুতঃ? অন্যস্মৃতীত্যাদেঃ। আসীদিতি। ইদং জগৎ পূর্ব্বং তমোভূতং তমসি বিলীনমাসীৎ। কীদৃক্ তম ইত্যাহ অপ্রতর্ক্যমিতি। অতস্তমসঃ স্বয়ম্ভূর্নিত্যঃ ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণো হরিঃ বৃত্তৌজাঃ পূর্ব্বসিদ্ধচিচ্ছক্তিবীর্য্যঃ তমোনুদঃ প্রকৃতিপ্রেরকঃ সর্ব্বভূতময়ঃ নিগীর্ণনিখিলচিদচিৎপ্রপঞ্চতমঃশক্তিকঃ অচিন্ত্যস্তর্কাগোচরঃ। তাদৃশত্বে শ্রুত্যেকগম্য ইত্যর্থঃ। স্বয়ং স্বশক্ত্যেকসহায়ঃ। ইতি অভিধ্যায় বহু স্যামিতি সংকল্পাৎ। স্বাৎ শরীরাৎ সিসৃক্ষুরিতি জগৎসৃষ্টের্লীলানিত্যত্বং ব্যঞ্জিতম্। শরীরাত্তাদৃশাত্তমসঃ। বিষ্ণোরিতি শ্রীবৈষ্ণবে। তয়া উর্ণয়া। অত্র তমঃশক্তিমতশ্চেতনাদ্বিষ্ণোরেব প্রপঞ্চজন্মাদিস্মৃতিরতশ্চেতন এব তদ্ধেতুঃ। তথা চ স্মৃত্যোর্বিরোধে শ্রুত্যনুগতা স্মৃতিঃ প্রমাণম্। আসামিতি মন্বাদিস্মৃতীনাম্। চিত্তশুদ্ধিমিতি। কষায়শক্তিঃকর্ম্মাণীত্যাদি স্মৃতেঃ। এষাং ধর্ম্মাণাম্। তেষাং ধর্ম্মাণাং বৃষ্ট্যাদিফলং যচ্চ য়তে যচ্চ ফলং দত্ত্বা তথৈবানুভাব্যতে বেদেন হরিণা বা তৎ খলু তদ্বিশ্বাসার্থমেব বোধ্যম্। সাংখ্যস্মৃতের্বেদানুসারিত্বং দূষয়তি ন চেতি। তস্যাং সাংখ্যস্মৃতৌ। স্বকপোলকল্পিতা স্বধীবৈভবরচিতা। ন চেতি। তত্ত্বেনাপ্তত্বেন। বহূনাং গৌতমাদীনাম্। নম্বেবং মাভূৎ মন্বাদিস্মৃতিপক্ষপাতোঽপীতি চেত্তত্রাহ স্মৃত্যোশ্চেতি। আক্ষেপ্তৄন্ প্রতিবাদিনঃ। নিরাকরিষ্যাম ইতি শাস্ত্রকৃতামনুসন্ধিবচনম্। যত্বিতি। যস্তাবদগ্রে সর্গাদৌ জায়মানমৃষিং ব্রহ্মাণং স্থিতিকালে প্রসৃতং জ্ঞানৈস্ত্রৈকালিকৈর্বিভর্ত্তি পুষ্ণাতি তমীশ্বরং পশ্যেদিত্যর্থঃ। ঋষিং কীদৃশং কপিলং কনকপ্রভম্। তদভাবাচ্চেতি আপ্তত্ববিরহাদিত্যর্থঃ। মনোরিতি। মনুর্ম্মনীষেতি স্মৃত্যা তু ভগবদ্‌বুদ্ধিত্বং তস্যোক্তম্। শ্রীপরাশরো হীতি। পরান্ বাহ্যকুতর্কান্ য আশৃণোতি নিরস্যতি প্রমাণতর্কশতৈরিতি সঃ। দেবতেতি। ভগবদ্বিষয়কবাস্তবজ্ঞানযাথাত্ম্যমিত্যর্থঃ। স্মর্য্যতে শ্রীবৈষ্ণবে। "কপিলো বাসুদেবাখ্য" ইতি পাদ্মে। তস্মাদিতি। উক্তশ্রুতেশ্চতুর্মুখপরত্বাৎ সাংখ্যপ্রবক্তুঃ কপিলস্য বেদবিরোধিত্বে স্মৃতিলাভাচ্চ তৎস্মৃতিরনাপ্তৈবেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—স্মৃত্যনবকাশদোষেত্যাদি সূত্র—'অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ' ইতি—অবকাশ শব্দের অর্থ স্থান বা বিষয় পর্য্যন্ত তাহার অভাব

অনবকাশ। 'অতঃ শ্রুতবিপরীতার্থতয়া'—জগৎকারণ যদি সিদ্ধ বস্তু হয়, তবে তাহাতে বিকল্প যুক্তিযুক্ত নহে, এক্ষণে প্রধানের আনুকুল্যেই বেদান্তবাক্যগুলি-ব্যাখ্যাতব্য—ইহাই অভিপ্রায়। —একথা বলিতে পার না, কি জন্য? উত্তর—অন্য স্মৃতির বৈয়র্থ্যদোষ হইয়া যায়। 'আসীদিদং তমোভূতম্' ইত্যাদি মনু বাক্যের অর্থ—ইদম্—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, পূর্ব্বং তমোভূতম্—সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকারে বিলীন ছিল। কিরূপ তমঃ? তাহা বলিতেছেন—অপ্রতর্ক্যম্—যাহা তর্কের অগোচর। ততঃ—তদনন্তর স্বয়ম্ভূঃ—নিত্যপুরুষ, ভগবান্—ষড়ৈশ্বর্য্যে পূর্ণ শ্রীহরি, বৃত্তৌজাঃ—পূর্ব্বসিদ্ধ চিচ্ছক্তিরূপ বীর্য্যশালী, তমোনুদঃ—প্রকৃতির প্রেরক হইলেন। তিনি সর্ব্বভূতময়ঃ—যিনি নিখিল চিৎ ও জড়াত্মক বিশ্বকে গ্রাস করিয়াছে, তাদৃশতমঃশক্তি-সম্পন্ন, অচিন্ত্যঃ—তর্কের অগোচর, সেইরূপ হইলেও একমাত্র শ্রুতিদ্বারা বোধ্য—এই তাৎপর্য্য। স্বয়ং—নিজ-শক্তিকেই মাত্র সহায় করিয়া, ইতি অভিধ্যায়—'আমি বহু হইব' এই সঙ্কল্প লইয়া, নিজ শরীর হইতে সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে এই উক্তি তাঁহার জগৎ-সৃষ্টির লীলানিত্যত্ব সূচনা করিবার জন্য। নিজ শরীর অর্থাৎ অপ্রতর্ক্য অলক্ষণ সেই তমঃশক্তি হইতে। 'বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতম্" ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত। তয়া—ঊর্ণাসূত্রদ্বারা, এই শ্লোকে বলা হইল তমঃ-শক্তি (মায়া শক্তি) সম্পন্ন চেতন বিষ্ণু হইতেই (জড় প্রকৃতি হইতে নহে) বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিত্যাদি। অতএব চেতন বস্তুই জগতের সৃষ্ট্যাদির কারণ। তাহা যদি হইল, তবে দুই স্মৃতির পরস্পর অসামঞ্জস্য হইলে শ্রুতির অনুসারিণী স্মৃতিই প্রমাণ হইবে। 'আসাং স্মৃতীনাম্'—এই মন্বাদি স্মৃতিগুলির সাবকাশতা বা সার্থকতা বলিতে পার না, কেননা, চিত্তশুদ্ধি-মুদ্দিশ্যেত্যাদি—চিত্তশুদ্ধির অভিপ্রায়ে সেগুলি বর্ণিত, 'কষায়শক্তিঃকর্ম্মাণি' কর্ম্ম সকল (অগ্নিহোত্রাদি) চিত্তশুদ্ধির শক্তি এই স্মৃতিবাক্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। 'চিত্তশোধকতা চৈষাং দৃশ্যতে' এবাং—ধর্ম্মকার্য্যগুলির। 'যত্তু তেষাং' ইত্যাদি, তেষাম্—ধর্ম্মকর্ম্মগুলির যে বৃষ্টি প্রভৃতি ফল শাস্ত্রে শ্রুত হয় এবং যে ফলদান করিয়া বেদ বা শ্রীহরি যজমানকে তাহা ভোগ করান, তাহা সেই যজমানের শাস্ত্রে বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য জানিবে। সাংখ্যস্মৃতি বেদানুগত, ইহা দূষিত করিতেছেন—'ন চেত্যাদি' বাক্য-দ্বারা। 'ন চ' তস্যামিদমস্তি তস্যাম্—সেই সাংখ্যস্মৃতিতে। ইহা স্বকপোল-

কল্পিতা অর্থাৎ স্বকীয় বুদ্ধিশক্তিদ্বারা রচিত। 'ন চাপ্তত্বব্যপাশ্রয়াদিত্যাদিতত্ত্বেন ব্যাখ্যাতানামিতি' তত্ত্বেন—আপ্তত্বরূপে, শ্রদ্ধেয়বচনত্বরূপে বা প্রমাণত্বরূপে। ব্যাখ্যাতানাং—প্রসিদ্ধ গৌতমাদি বহু মুনির। প্রশ্ন—আচ্ছা বেশ, মন্বাদি স্মৃতির উপরও পক্ষপাত বা শ্রদ্ধা না হউক, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন 'স্মৃত্যোশ্চ বিপ্রতিপত্তৌ' দুই স্মৃতির বিভিন্ন উক্তিদ্বারা বিরোধ ঘটিলে—'স্মৃতিবলেনা-ক্ষেপ্তৃন্' স্মৃতিবাক্যের সাহায্যে প্রতিবাদীদিগকে, নিরাকরিষ্যামঃ—নিরস্ত করিব, এই বলিয়া সূত্রকার অন্য স্মৃতির নির্ব্বিষয়তাপত্তি দেখাইয়া দোষের উপন্যাস করিলেন। ইহা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়সূচকবাক্য। যত্তু 'ঋষিং প্রসূতং কপিলম্' ইত্যাদি বাক্যের সিদ্ধান্ত-সম্মত অর্থ—যিনি সেই সৃষ্টির আদিতে জায়মান ঋষি ব্রহ্মাকে (স্থিতিকালে প্রসূত তাঁহাকে) জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি দ্বারা বিভর্ত্তি—পুষ্ট করিয়া থাকেন, সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিবে। কীদৃশ সেই ঋষি? উত্তর—কপিলং—স্বুবর্ণের মত জ্যোতির্ম্ময়। 'বৈপরীত্যবক্তৃতয়া' তদভাবাচ্চ—শ্রুতি-বিরুদ্ধ কথা বলায় তাঁহার আপ্তত্ব নাই এইজন্য। 'মনোরাপ্তত্বন্ত' ইত্যাদি—'মনুর্মনীষা' এই স্মৃতিদ্বারা তাঁহার ভগবানে বুদ্ধির নিবেশ বলা হইয়াছে, অতএব আপ্তত্ব। শ্রীপরাশরঃ—পরাশর শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—যিনি পরকে অর্থাৎ বাহ্য-কুতর্কগুলিকে, আশৃণোতি—নিরাস করিতেছেন প্রমাণ ও তর্কশতদ্বারা তিনিই পরাশর। 'দেবতাপারমর্থ্যধিয়ম্'—অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক যে পরমার্থত্ববোধ তাহা যথার্থ পাইয়াছেন ইহা 'স্মর্য্যতে'—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে জানা যায়। 'কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ' ইত্যাদি বচন পদ্মপুরাণোক্ত। 'তস্মাদ্ বেদবিরুদ্ধতয়া' ইত্যাদি 'ঋষিং প্রসূতং কপিলম্' ইত্যাদি শ্রুতি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মতাৎপর্য্যবোধক এই কারণে আর সাংখ্যশাস্ত্র-রচয়িতা কপিলের যে বেদবিরোধিতা তদ্বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও যখন রহিয়াছে, তখন তাহার স্মৃতি (দর্শন) অপ্রমাণ এই অর্থ॥ ১॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে অবিরুদ্ধাখ্য এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়া ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। সেই সর্ব্বেশ্বর, প্রভু, ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমার অভীষ্ট বস্তুর প্রদাতা হউন। যিনি সুদর্শন চক্রদ্বারা উত্তরার গর্ভস্থিত ধার্ম্মিক পরীক্ষিৎকে অশ্বত্থামার অন্যায়ভাবে যোজিত ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা বিক্ষত অবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পরীক্ষিৎ সমস্ত বেদশাস্ত্র শিরোধার্য্য করায়

শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত বা ভগবদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে যিনি রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমার গতি হউন।

এই মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় অর্থে পাওয়া যায় যে, সেই প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভু, যিনি নিখিল কুমতের নিরাসক, তিনি আমার রক্ষক হউন। যিনি স্বরচিত বেদান্তসূত্ররূপ সুদর্শন দ্বারা শ্রুত্যনুগত বেদান্তকে প্রতিবাদিগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত দোষ-সম্পর্কশূন্য করিয়াছেন, এবং সকলের দুষ্ট যুক্তি-তর্ক নিরসন পূর্ব্বক পরমতত্ত্ব নির্ণয়সহকারে উত্তর অর্থাৎ সিদ্ধান্তবাক্যরূপে শ্রীহরিই যে বেদান্তের একমাত্র বাচ্য অর্থ, অন্য কিছু নহে, তাহাই স্থাপন করিয়াছেন, তিনি আমার শরণ্য হউন্।

বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তের সমুদয় বাক্যগুলিই ব্রহ্মে সমন্বয় নিরূপণ-সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপক্ষে স্মৃতি, তর্ক প্রভৃতির বিরোধ পরিহারার্থ প্রধানের জগৎকর্ত্তৃত্ব-নিরূপক-বাদসমূহের দোষ প্রতিপাদন পূর্ব্বক সৃষ্ট্যাদি-বিষয়ে সমস্ত বেদান্তবাক্যই যে এক-তাৎপর্য্যপর, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন। প্রথমেই শ্রুতিবিরোধ উত্থাপিত হইতেছে যে, কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, সমস্ত জগতের কারণরূপে পরমেশ্বরকেই বেদান্তবাক্যে সমন্বয় করা হইয়াছে, তাহাতে সংশয় এই যে, যদি ঐ সমন্বয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মহর্ষি কপিল-প্রণীত সাংখ্য-শাস্ত্র ব্যর্থ হয়। কিন্তু কপিল ঋষিকেও শাস্ত্রে প্রামাণিক পুরুষরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। কপিলের প্রধানের জগৎকারণতাবাদ-বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আপ্ত পুরুষ কপিলের সিদ্ধান্তের সহিত বেদান্তের বিরোধ না ঘটে, সেইরূপ ভাবেই বেদান্তের ব্যাখ্যা করা উচিত। আবার প্রধানের কারণতাবাদ স্বীকার করিলে, মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে যে ব্রহ্মের কারণতাবাদ আছে, তাহার উপপত্তি হয় না, তাহাও নহে। এই সকল পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যদি বল, সাংখ্যস্মৃতির অনবকাশ অর্থাৎ বিষয়শূন্যতা দোষ আসে, অর্থাৎ সার্থকতা থাকে না, সুতরাং বেদান্তের অর্থগুলি অন্যরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত, তদুত্তরে বলা যায়, না, তাহা হইতে পারে না, তাহা হইলে অন্য স্মৃতির অনবকাশ দোষ প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

এ-স্থলে ইহাই বিচার্য্য যে, একদিকে যেমন সাংখ্যস্মৃতি প্রকৃতিকারণতা-বাদ স্থাপন করিয়াছেন, অন্যদিকে মন্বাদি স্মৃতি ব্রহ্মেরই একমাত্র জগৎ-কারণতা সংস্থাপন করিয়াছেন। আবার শ্রীভগবান্ মনু 'আসীদিদং তমোভূতং' শ্লোকে যেরূপ বলিয়াছেন, বিষ্ণুপুরাণে পরাশর ঋষিও তদ্রূপই বলিয়াছেন,—"বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং"। কেহ যদি বলেন, ঐ সকল স্মৃতি কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিপাদিত যাগযজ্ঞের কথা বলিয়াছেন, তাহাও বলা চলে না, কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ের অনুকূলে চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যেই ঐ সকল স্মৃতি ধর্ম্ম-বিধান করিয়াছেন। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডের পুষ্টি সাধনই তাহাদের বিষয়। যদি বল, ঐগুলি যখন স্পষ্টভাবেই কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদন করিতেছে, তখন তাহাদিগকে চিত্তশোধক কি প্রকারে বলা যায়? তদুত্তরে বক্তব্য, ঐ সকল শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া অবশেষে সেই শাস্ত্র-প্রতিপাদিত পরমেশ্বর, যিনি সর্ব্বফল-প্রদাতা, সেই তত্ত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যগুলির প্রতি দৃঢ়তা স্থাপনের অভিপ্রায়েই শ্রুতি ও স্মৃতি ঐরূপ বলিয়াছেন, যেমন পাওয়া যায়—"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি", শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—"নারায়ণপরা বেদাঃ"। পরন্তু সাংখ্যস্মৃতি অনেক শ্রুতিবিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতি-বিরুদ্ধ, স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত অশ্রদ্ধেয়। দ্বিতীয়তঃ সাংখ্যকারের আপ্তত্ব স্বীকার করিলে গৌতমাদি বহু মুনির বাক্যগুলি অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়ে। স্মৃতিদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইলে, যে স্মৃতি শ্রুতির অনুসরণ করে, তাহাই আদরণীয়। তবে যে শ্বেতাশ্বতর "ঋষিং প্রসূতং কপিলং" বলিয়াছেন, উহার অর্থ অন্যপ্রকার। এ-স্থলে 'ঋষি' শব্দে ব্রহ্মাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। পরন্তু কপিল শ্রুতি-বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করায় তাহার আপ্তত্ব স্বীকৃত হয় নাই এবং তাহার বাক্যও শ্রদ্ধার বিষয় নহে। মনুর ও পরাশরের আপ্তত্ব প্রমাণিত আছে। আরও এককথা—বেদবিরুদ্ধ মতপ্রচারক কপিল একজন অগ্নিবংশজ মায়াবদ্ধ জীববিশেষ; কিন্তু কার্দ্দমেয় কপিল ভগবদবতার বাসুদেবের অংশ। তিনি যে সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে। তাহাই প্রকৃত সাংখ্য-শাস্ত্র। পদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—"কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ"। সুতরাং বাসুদেবাংশ ভগবদবতার কপিলই আপ্তপুরুষ, আর শ্রুতিবর্ণিত ঋষি—ব্রহ্মা, সুতরাং সেই নিরীশ্বর সাংখ্যশাস্ত্র-প্রণেতা কপিলের মত অগ্রাহ্য।

আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই, "ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের নামই স্মৃতি বা তন্ত্র, কপিলের স্মৃতি মানিতে গেলে মনু, ব্যাস প্রভৃতি মহাজনের স্মৃতি অমান্য করিতে হয়, স্মৃতিদ্বয় পরস্পর-বিরোধী হইলে যে স্মৃতি শ্রুতির অনুসারিণী, তাহাই গ্রহণ করা উচিত। যাহা বেদবিরোধী, তাহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়।"

জৈমিনি তাঁহার রচিত পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনেও এইমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, একস্মৃতির সহিত অন্য স্মৃতির বিরোধ হইলে সেই শ্রুতিবিরোধী স্মৃতি ত্যাগ করিতে হইবে, আর যদি বিরুদ্ধ না হইয়া অনুকূল হয়, তাহা হইলে, প্রমাণরূপে স্বীকার করিতে হইবে।

মুনিবাক্যেও পাওয়া যায়,—

"শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভগবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর! ভবানেব শরণম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥
স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাঽগুণো বিভুঃ॥" (ভাঃ ১।২।২৮-২৯)

বৃহদারণ্যক শ্রুতির প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, অগ্রে কিছুই ছিল না, আদিপুরুষের ইচ্ছামাত্র জল, জল হইতে পৃথিবী উদ্ভূত হইল। "নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ" "আপো বা অর্কস্তদ্যদপাং" "সোঽকাময়ত" 'স ঐক্ষত' ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য। শ্রীপরাশর, মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারও—বিষ্ণু হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হয়, নির্ণয় করিয়াছেন, ইহা মূল ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। শ্রীব্যাসদেব শ্রীভাগবতেও ঐ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"যদ্যপি সাংখ্য মানে 'প্রধান'—কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ সৃজন॥
নিজ 'সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি' প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ত নির্ম্মাণে॥" (আদি—৬।১৮-১৯)

সুতরাং বিভিন্ন শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণে শ্রীবিষ্ণুই জগতের একমাত্র সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, ইহা প্রমাণিত। কপিলের বেদবিরুদ্ধ, স্বকপোল-কল্পিত প্রকৃতি-কারণতাবাদ স্বীকার্য্য নহে, ইহাতে তাহার আপ্তত্বের অস্বীকার হইলে কোন দোষ হয় না।

শ্রীমদ্ জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার সর্ব্বসংবাদিনীর অন্তর্গত তত্ত্বসন্দর্ভেও লিখিয়াছেন,—

"যত্র তু বাক্যান্তরেণৈব বিরোধঃ স্যাত্তত্র বলাবলত্বং বিবেচনীয়ম্, তচ্চ শাস্ত্রগতং বচন-গতঞ্চ; পূর্ব্বং যথা",—

"শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব বলীয়সী" ইত্যাদি। বচন-গতঞ্চ যথা—শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থ-বিপ্রকর্ষাৎ (মীমাংসাদর্শন ৩।৩।১৪) ইত্যাদি, নিরুক্তানি চৈতানি—

"শ্রুতিশ্চ শব্দঃ ক্ষমতা চ লিঙ্গম্
বাক্যং পদান্যেব তু সংহতানি।
সা প্রক্রিয়া যৎ করণং সকাঙ্ক্ষম্
স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যা॥" ইতি

তচ্চ বিরোধিত্বং পরোক্ষবাদাদিনিবন্ধনং চিন্তয়িত্বা ইতরবাক্যস্য বলবদ্বা-ক্যানুগতোঽর্থশ্চিন্তনীয়ঃ।

ইদং প্রতিপাদ্যস্যাচিন্ত্যত্বে এব যুক্তিদূরত্বং ব্যাখ্যাতং "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" ইত্যাদি দর্শনেন; চিন্ত্যত্বে তু যুক্তিরপ্যব-কাশং লভতে; চেল্লভতাং ন তত্রাস্মাকমাগ্রহ ইতি সর্ব্বথা বেদস্যৈব প্রামাণ্যম্। তদুক্তং শঙ্করশারীরকেঽপি—

"আগমবলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদি-স্বরূপং নিরূপয়তি নাবশ্যং তস্য যথাদৃষ্টং সর্ব্বমভ্যুপগতং মন্তব্যমিতি নিয়মোঽস্তি।" (ব্রহ্মসূত্রীয় শাঙ্করভাষ্যম্ ২।২।৩৮)

তদেবং বেদো নামালৌকিকঃ শব্দস্তস্য পরমং প্রতিপাদ্যং যত্তদলৌকিকত্বাদচিন্ত্যমেব ভবিষ্যতি, তস্মিংস্তন্নেষ্টব্যে তদুপক্রমাদিভিঃ সর্ব্বেষামপ্যুপরি যদুপপদ্যতে তদেবোপাস্যমিতি।

অথৈবং প্রমাণ-নির্ণয়ে স্থিতেঽপি পুনরাশঙ্কোত্তরপক্ষং দর্শয়তি—তত্র চ বেদশব্দস্যেতি (১২)। 'সংপ্রতি কলৌ অপ্রচরদ্রূপত্বেন দুর্মেধস্থেন চ দুষ্পারত্বাৎ'।

উপসংহরতি—'তদেবং বেদত্বং সিদ্ধম্' ইতি (১৬) অতএব স্মৃত্যনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গঃ (ব্রঃ সূঃ ২।১।১) ইতি চেৎ ?—

"নান্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গাৎ" ইত্যনেন ন্যায়েনাপ্যন্যত্র স্মৃতিবৎ স্মৃত্যন্তরবিরোধ-দৃষ্টত্বঞ্চ নাত্রাপততি।"

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলায় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়-নিরূপণে এই ব্রহ্মসূত্র উদ্ধারপূর্ব্বক তাঁহার অনুভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবেও পাওয়া যায়,—

"জনিমসতঃ সতো মৃতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,—

"ইতোঽপি জ্ঞানং ন সুকরম্, উপদিশতামপি ভ্রমবাহুল্যাদিত্যাহ—'জনিমসত' ইতি। জগতো জনিমুৎপত্তিং যে বৈশেষিকাদয়ো বদন্তি। অসত এব ব্রহ্মত্বস্যোৎপত্তিং যে চ পাতঞ্জলাদয়ঃ। সতএবৈকবিংশতিপ্রকারস্য দুঃখস্য মৃতিং নাশং মোক্ষং বদন্তি যে নৈয়ায়িকাঃ। উত অপি যে চ সাংখ্যাদয় আত্মনি ভিদাং ভেদঞ্চ। যে চ মীমাংসকা বিপণং কর্ম্মফলব্যবহারম্। ঋতং সত্যং স্মরন্তি বদন্তি। তে সর্ব্বে আরুপিতৈরারোপিতৈভ্র্মৈরেবোপদিশন্তি ন তত্ত্বদৃষ্ট্যা। 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ'। 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ" "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল চন্দ্রবদিত্যাদি শ্রুতিবিরোধাৎ ॥ ১ ॥

সূত্রম্—ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—'ইতরেষাং চ' এবং সাংখ্যদর্শনোক্ত অন্য সকল তত্ত্বের কথা, 'অনুপলব্ধেঃ'—বেদে পাওয়া যায় না ; এজন্য সেই সাংখ্যস্মৃতির আপ্তত্ব নাই। সে সকল তত্ত্ব, যথা—পুরুষ বহু, তাহারা চিন্মাত্র স্বরূপ, তাহাদের সংসার-বন্ধন ও মুক্তি প্রকৃতিই করে। সেই বন্ধন ও মোক্ষ প্রকৃতিরই, পুরুষের নহে। সর্ব্বেশ্বর বলিয়া কোন পুরুষ নাই ইত্যাদি কথা বেদবিরুদ্ধ ॥ ২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইতরেষাঞ্চ সাংখ্যস্মৃত্যুক্তানামর্থানাং বেদেঽনুপলম্ভাত্তস্যা নাপ্তত্বম্। তে চ বিভবশ্চিন্মাত্রাঃ পুরুষাস্তেষাং বন্ধমোক্ষৌ প্রকৃতিরেব করোতি। তৌ পুনঃ প্রাকৃতাবেব। সর্ব্বেশ্বরঃ পুরুষবিশেষো নাস্তি। কালস্তত্ত্বং ন ভবতি। প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ করণবৃত্তিরূপা ভবন্তীত্যেবমাদয়স্তস্যামেব দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অন্য সব সাংখ্যস্মৃতি-বর্ণিত পদার্থের বেদে অদর্শনহেতু সাংখ্যস্মৃতির প্রামাণ্য নাই। সেই বেদবিরুদ্ধ পদার্থ সমুদয় যথা—পুরুষ (আত্মা) বিভু—বিশ্বব্যাপক, বহু, চিন্মাত্র-স্বভাব। তাহাদের বন্ধন ও মুক্তি প্রকৃতিই করিয়া থাকে। সেই বন্ধমোক্ষ আবার প্রকৃতির, পুরুষের নহে। সর্ব্বেশ্বর পুরুষবিশেষ নাই। কাল বলিয়া কোন তত্ত্বই নাই। প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চবায়ু ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিবিশেষ, ইত্যাদি পদার্থ সাংখ্যস্মৃতিতেই দেখা যায়, অন্যত্র নহে ॥ ২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ইতরেষামিতি। এতত্তু পরিষ্টাদ্বিস্ফুটীভাবি। প্রাকৃতাবিতি। প্রকৃতেরেব তৌ ন তু পুংস ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—ইতরেষামিত্যাদি সূত্রে নির্দ্দিষ্ট-বিষয় পরে প্রস্ফুট হইবে। 'প্রাকৃতৌ'—অর্থাৎ প্রকৃতির—দেহাদির সেই বন্ধমোক্ষ, আত্মার নহে ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—দ্বিতীয় সূত্রে বলিতেছেন যে, সাংখ্য-স্মৃতিতে বর্ণিত অন্য বিষয়সমূহও বেদে উপলব্ধ হয় না অর্থাৎ পাওয়া যায় না, অতএব সাংখ্যের মত স্বীকার্য্য নহে।

আচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—"মনু প্রভৃতি অন্য স্মৃতি-গ্রন্থ-প্রণেতাদিগের গ্রন্থেও কপিল-বর্ণিত তত্ত্ব উপলব্ধ হয় না ; মনু

যোগপ্রভাবে ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছেন এবং জগতের সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন। মনু সম্বন্ধে বেদও বলেন—"যদ্ বৈ কিঞ্চন মনুরবদৎ তদ্ ভেষজম্" কিন্তু কপিল যে সকল তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মনু উপলব্ধি করেন নাই। সুতরাং কপিলকেই ভ্রান্ত বলিতে হইবে। কপিলের মতের সঙ্গে বিরোধ হয় বলিয়া, বেদান্তের অর্থ পরিত্যাগের কোন কারণ নাই।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যে পাই,—

"বিশেষতঃ উক্ত সাংখ্যস্মৃতিতে এরূপ কতকগুলি বিষয় উক্ত হইয়াছে, যাহা বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই কারণেও উক্ত সাংখ্যস্মৃতিকে 'অনাপ্ত' বলা যাইতে পারে। বিষয়গুলি এই—"পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মাসমূহ চিন্মাত্র ও বিভু; প্রকৃতিই উহাদের বন্ধ ও মোক্ষের কর্ত্রী। 'বন্ধ' ও 'মোক্ষ',—উভয়ই প্রাকৃত। সর্ব্বেশ্বর বলিয়া কোন এক পুরুষ নাই। 'কাল' তত্ত্বই নহে। "প্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তি"—ইত্যাদি কতকগুলি বেদান্তবিরুদ্ধ বিষয় ঐ সাংখ্যস্মৃতিতে দেখা যায়।"

শ্রীমদ্ভাগবতে যে দ্বাদশ মহাজনের উল্লেখ আছে,—"স্বয়ম্ভু র্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ" ইত্যাদি তন্মধ্যে দেবহূতি-নন্দন কপিল এবং স্বায়ম্ভুব মনুকে বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্মের তত্ত্ববেত্তারূপে নির্ণয় করিয়াছেন। সেই ভগবদবতার বাসুদেবাখ্য কপিলের প্রচারিত সাংখ্যশাস্ত্রই যেমন শ্রুতি-সম্মত; সেইরূপ স্বায়ম্ভুব মনুর বিচারও বেদানুগ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বেদানুগ স্মৃতিই গ্রাহ্য। বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যমত স্বীকার করিলে মনু প্রভৃতি মহাজনের স্মৃতি অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে।

স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন,—

"যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।
যো জাগর্ত্তি শয়ানেঽস্মিন্ নায়ং তং বেদ বেদ সঃ॥"

(ভাঃ ৮।১।৯)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"চেতয়তে বিশ্বং চেতনীকরোতি বিশ্বং কর্ত্তৃ যং ন চেতয়তে অস্মিন্ বিশ্বস্মিন্ শয়ানে স্বপ্তে সুষুপ্তিপ্রলয়গতেঽপি সতি যো জাগর্ত্তি যস্মিংশ্চ

যোগনিদ্রাং গতে তু নেদং বিশ্বং জাগর্ত্তীতি প্রক্রমাক্ষেপলব্ধং তস্মাদয়ং বিশ্ববর্ত্তী জনস্তং ন বেদ। স চ হরিরিমং বেদ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে মনুর বাক্যে আরও পাই,—

"ঈহতে ভগবানীশো ন হি তত্র বিসজ্জতে।
আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেঽনু তম্॥"

(ভাঃ ৮।১।১৫)

অর্থাৎ আত্মলাভপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য সম্পাদন করেন। কিন্তু তাহাতে আসক্ত হন না। যাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করেন, তাঁহারাও বদ্ধ হন না।

তৎপরবর্ত্তী শ্লোকেও বলিয়াছেন,—

"তমীহমানং নিরহঙ্কৃতং বুধং
নিরাশিষং পূর্ণমনন্যচোদিতম্।
নৄন্ শিক্ষয়ন্তং নিজবর্ত্ম সংস্থিতং
প্রভুং প্রপদ্যেঽখিলধর্ম্মভাবনম্॥" (ভাঃ ৮।১।১৬)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"অহন্তু প্রভুং নামবিশেষানুক্তের্নাম্নাপি প্রভুং "যেন চেতয়তে বিশ্বম্" ইতি প্রক্রমোক্তেশ্চৈতন্যং প্রভুং ভগবন্তং তং প্রপদ্যে। কীদৃশং? তং প্রসিদ্ধং পরমেশ্বরমাত্মানমেব ঈহমানং কাময়মানং যথান্যে ভক্তাস্তমীহন্তে তথাসাবপি স্বমীহতে আত্মারামত্বাদিতিভাবঃ। নিরহঙ্কৃতং সর্ব্বেশ্বর ইত্যহঙ্কারশূন্যম্। অনন্যচোদিতং স্বেনৈবাদিষ্টং যন্নিজবর্ত্ম স্বপ্রাপ্তিসাধনং সংস্থিতং চিরকালব্যবধানাৎ বিলুপ্তং, তৎ নৄন্ শিক্ষয়ন্তং স্বাচরণাদিনেতি শেষঃ। অখিলমন্যূনং ধর্ম্মং ভক্তিযোগং ভাবয়ত্যাবির্ভাবয়তি প্রবর্ত্তয়তি বা তম্" ॥ ২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু সাংখ্যস্মৃত্যা বেদান্তা ব্যাখ্যাতুং ন যুক্তাঃ। তস্যা বেদান্তবিরুদ্ধত্বাৎ। যোগস্মৃত্যা তু ব্যাখ্যেয়াস্তে। বেদান্তার্থানাশ্রিত্য তস্যা বর্ণিতত্বাৎ। যোগঃ খলু শ্রৌতঃ। "তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্"। "বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্" ইত্যাদিষু কঠাদিশ্রুতিষু যোগবিষয়কবহুলিঙ্গলাভাৎ।

"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্" ইত্যাদিষ্বাসনাদিযোগাঙ্গাভিধানাচ্চ। তেন যোগেন জগদ্দুঃস্থং পরিজিহীর্ষুরাপ্ততমো ভগবান্ পতঞ্জলিঃ স্মৃতিং নিববন্ধ। "অথ যোগানুশাসনম্, যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ" ইত্যাদিভিঃ। সমন্বয়াবিরোধেন বেদান্তেষু ব্যাখ্যাতেষ্বেষা স্মৃতিরনবকাশা স্যাদ্ যোগপ্রতিপত্তিমাত্রবিষয়ত্বাৎ। মন্বাদিস্মৃতীনাং তু ধর্ম্মাবেদনয়া সাবকাশতা ভবেৎ। তস্মাদ্‌যোগস্মৃত্যৈব ন তূক্তসমন্বয়ানুগত্যা তে ব্যাখ্যেয়া ইত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই—সাংখ্যস্মৃতি-অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যা করা যেন উচিত নহে, যেহেতু সাংখ্যস্মৃতি বেদান্তশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। কিন্তু পাতঞ্জল যোগস্মৃতি দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যা করা তো যাইতে পারে, কারণ বেদান্ত-প্রতিপাদিত অর্থগুলিকে আশ্রয় করিয়া তাহা বর্ণিত এবং যোগশাস্ত্র শ্রৌত—শ্রুত্যনুগত। যেহেতু কঠাদি শ্রুতিতে যোগের কথা বলা আছে, যথা—সেই স্থির ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগবিদ্‌গণ যোগ বলিয়া মনে করেন। নচিকেতা আমার নিকট হইতে এই ব্রহ্মবিদ্যা ও সমগ্র যোগপ্রকার শিক্ষা করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইত্যাদিভাবে বহু যোগবিষয়ক ধর্ম্ম তাহাতে পাওয়া যায় এবং 'ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্' তিনরূপে শরীরের ঊর্দ্ধভাগকে সম রাখিয়া ইত্যাদি শ্রুতিতে আসনাদি যোগাঙ্গের কথা বলা আছে। সেই যোগদ্বারা দুঃখী জগৎকে উদ্ধার করিবার মানসে অতি প্রামাণিক ভগবান্ পতঞ্জলি যোগ দর্শন রচনা করিয়াছেন। যথা—'অথ যোগানুশাসনম্' এই শাস্ত্রের সমাপ্তি পর্য্যন্ত যোগানুশাসন অধিকৃত হইল এবং ইহা মঙ্গলফল-নিষ্পাদক। পরে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' বলিয়া যোগের লক্ষণ বলিলেন। সমন্বয়ের অবিরোধে বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইলে এই পাতঞ্জল-দর্শন ব্যর্থ হইবে ; যেহেতু তাহাতে কেবল যোগমাত্রের প্রতিপাদন হইয়াছে। কিন্তু মন্বাদিস্মৃতির ধর্ম্মোপবৃংহণ দ্বারা সার্থকতা বা সবিষয়তা আছে, অতএব যোগস্মৃতির অনুগতরূপেই বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যেয়, ব্রহ্মে সমন্বয়ানুসারে নহে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষবাদীর আক্ষেপের সমাধানার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—যোগস্মৃতিং নিরাকর্ত্তুমবতারয়তি নন্বিতি। অতিদেশত্বান্নেহ পৃথক্ সঙ্গতিঃ। তামিতি। ইন্দ্রিয়াণামৈকাগ্র্যলক্ষণাং ধারণাং

যোগজ্ঞা যোগমিতি মন্যন্তে। যথোক্তমৈকাগ্র্যমেব পরং তপ ইতি বক্তুমিতি শব্দ ইতি ভাবঃ। বিদ্যামিতি। এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং যোগপ্রকারঞ্চ মে মত্তো যমান্নচিকেতা লব্ধো ব্রহ্মপ্রাপ্তোঽভূদিতি শেষঃ। ত্রিরুন্নতমিতি ব্যাখ্যাস্যতে। তেন যোগেনেতি। ইহ তৎশব্দেন যোগপরামর্শসিদ্ধৌ যোগশব্দেনৈব তৎপরামর্শঃ প্রাচাং রীতেরনুবাদঃ। এবমন্যত্র চ বোধ্যম্। অথেত্যস্যার্থঃ। অথশব্দোঽধিকারার্থো মঙ্গলার্থশ্চ। যোগো যুক্তিঃ সমাধিরিত্যর্থঃ। অনুশিষ্যতে ব্যাখ্যায়তে লক্ষণভেদোপায়ফলৈরিত্যনুশাসনম্। তদ্‌যোগানুশাসনমাশাস্ত্রপূর্ত্তেরধিকৃতং বোধ্যমিতি। কো যোগ ইত্যপেক্ষায়ামাহ যোগশ্চিত্তেতি। অস্যার্থঃ। চিত্তস্য নির্ম্মলসত্ত্বপরিণতিরূপস্য যা বৃত্তয়োঽঙ্গানি ভাবপরিণতিরূপাস্তাসাং নিরোধো বহির্ম্মুখপরিণতিবিচ্ছেদাদন্তর্মুখতয়া প্রতিলোমপরিগত্যা স্বকারণে লয়ো যোগ ইত্যাখ্যায়ত ইতি। সমন্বয়েতি। এষা স্মৃতিঃ পাতঞ্জলী। ধর্ম্মাবেদনয়েতি। কর্ম্মকাণ্ডার্থোপবৃংহণেনেত্যর্থঃ। এবং প্রাপ্তে তন্নিরাসায়াহ এতেনেতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর যোগদর্শন খণ্ডনার্থ অবতারণা করিতেছেন,—নন্ ইত্যাদি আক্ষেপদ্বারা। এই সূত্রটি সাংখ্যদর্শনের অতিদেশ বাক্য ; সেজন্য ইহাতে আর পৃথক্ সঙ্গতি বিচারণীয় নহে। 'তাং যোগমিতি মন্যন্তে' সেই ধারণাকে যোগবিদ্‌গণ যোগ বলিয়া মনে করেন, যেহেতু যোগশব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে তাহাই অগবত হওয়া যায়। যথা—যোজনাৎ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির একপ্রবণতারূপ ধারণ হইতে যোগবিদ্‌গণ তাহাকে যোগ এই নামের নামী মনে করেন। যথোক্ত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপস্যা, ইহা বলিবার জন্য 'যোগমিতি' এই ইতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এই অভিপ্রায়। কঠোপনিষদে বর্ণিত বহু শ্রুতিতে যোগসম্বন্ধে বহু জ্ঞাপক বিষয় পাওয়া যায়। যথা 'বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্' এই ব্রহ্মবিদ্যা ও সমগ্র যোগপ্রকার আমা হইতে অর্থাৎ যম হইতে নচিকেতা লাভ করিয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানে 'অভূৎ' ক্রিয়া পদটি পূরণীয়। 'ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্' এই শ্রুত্যংশটি পরে ব্যাখ্যাত হইবে। 'তেন যোগেন' ইতি—এখানে তেন পদে তদ্ শব্দদ্বারা যোগের বোধ হইলেও পুনশ্চ যোগেন বলিয়া যোগশব্দদ্বারা যোগের বোধন প্রাচীনদের রীতি অনুসারে, ইহা অনুবাদ (উক্তের পুনরুল্লেখ) মাত্র।

এইরূপ অন্য স্থলেও জানিবে। 'অথ যোগানুশাসনম্' এই সূত্রের অর্থ এইরূপ—অথ শব্দের অর্থ অধিকার এবং মঙ্গল। যোগের অনুশাসন, যোগ যুক্তি বা সমাধি অর্থে। অনুশাসন—ব্যাখ্যান গ্রন্থ, যাহা দ্বারা অনুশিষ্ট হয় অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হয়। লক্ষণ, বিভাগ, উপায় ও ফলদ্বারা তাহা যোগানুশাসন পদের অর্থ—এই শাস্ত্রের সমাপ্তি পর্য্যন্ত যোগানুশাসন অধিকৃত জানিবে। যোগ কাহাকে বলে, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন, 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' ইহার অর্থ—চিত্ত শব্দের অর্থ রজঃ, তমঃ দ্বারা অস্পৃষ্ট নির্ম্মল সত্ত্বগুণের পরিণতি, তাহার যে বৃত্তি সমুদয় অর্থাৎ অঙ্গ (অংশ) ভাবপরিণতিস্বরূপ, তাহাদের নিরোধ—বহির্ম্মুখী পরিণতির বিচ্ছেদ পূর্ব্বক অন্তর্ম্মুখী বৃত্তিবশতঃ বিপরীত ক্রমে পরিণতি দ্বারা নিজ কারণে যে লয় তাহাকে যোগ বলা হয়। সমন্বয়াবিরোধেন ইত্যাদি—এষা—এই পাতঞ্জল স্মৃতি। ধর্ম্মাবেদনয়া—কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্ফুটীকরণদ্বারা—এই অর্থ। 'এবং প্রাপ্তে' এই পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্তে, তাহাকে খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন—'এতেন' ইত্যাদি।

যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণম্

সূত্রম্—এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—'এতেন'—সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখ্যান দ্বারাই 'যোগঃ' যোগস্মৃতিও 'প্রত্যুক্তঃ' প্রত্যাখ্যাত হইল জানিবে। কেননা, সেই যোগস্মৃতিরও সাংখ্যস্মৃতির মত বেদান্তবিরুদ্ধতা আছে ॥ ৩ ॥

পতঞ্জলির বেদান্তবিরুদ্ধ-যোগস্মৃতির খণ্ডন—

গোবিন্দভাষ্যম্—এতেন সাংখ্যস্মৃতি-প্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা বোধ্যা। তস্যাশ্চ তদ্বদ্‌বেদান্তবিরুদ্ধত্বাৎ। তাদৃশ্যা যোগস্মৃত্যা তেষু ব্যাখ্যাতেষু বেদানুসারিমন্বাদিস্মৃতেনির্ব্বিষয়তা স্যাদতস্তয়া তে ন ব্যাখ্যেয়া ইত্যর্থঃ। ন চ বেদান্তাবিরুদ্ধা সা বক্তুং শক্যা। তত্রাপি প্রধানমেব স্বতন্ত্রং কারণম্।

ঈশো জীবাশ্চ চিতিমাত্রাঃ সর্ব্বে বিভবঃ। যোগাদেব দুঃখনিবৃত্তিরেব মুক্তিঃ, ইত্যাদি তদ্বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাৎ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণং, চিত্তবৃত্তিরিত্যাদীনাং তদুক্তার্থানাং তেষ্বনুপলম্ভাচ্চ। তত্র তে হ্যর্থাস্তস্যামেবাম্বেষ্টব্যাঃ। তস্মাদ্বেদান্তবিরুদ্ধায়া যোগস্মৃতের্বৈয়র্থ্যাদ্দোষান্ন বিত্রাসঃ। অন্যচ্চ প্রাগ্বৎ। যত্তু বেদান্তবেদ্যমীশ্বরজীবোপায়োপেয়যাথাত্ম্যং তদুপর্য্যুপরি ব্যক্তীভবিষ্যদ্বীক্ষ্যম্। এবং সতি ত্রিরুন্নতমিত্যাদাবাসনাদিযোগাঙ্গবিধানং "তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্" ইত্যাদৌ চ সাংখ্যাদিশব্দাভ্যাং জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ যৎ দৃষ্টং তৎ কিল বৈদিকাদন্যদেব গ্রাহ্যম্। ন হি প্রকৃতিপুরুষান্যতাপ্রত্যয়েন জ্ঞানেন তদুক্তেন যোগবর্ত্মনা বা মোক্ষো ভবেৎ। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" "এতদ্‌যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। কিঞ্চ যোঽংশোঽনয়োরবিরুদ্ধস্তত্র নো ন বিদ্বেষঃ। কিন্তু বিরুদ্ধোঽংশঃ পরিহীয়তে। যদ্যপ্যেষ পরেশনিষ্ঠঃ। "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা", "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ" ইত্যাদি সূত্রপ্রণয়নাৎ। তথাপি মোহাদেবং জজল্পেতি বদন্তি। গৌতমাদয়োঽপি বিমোহিতা বিরুদ্ধানি মতানি দধুঃ। তানি চ প্রত্যাখ্যাস্যতি। বিজ্ঞানাং বিমোহঃ ক্বচিৎ সার্ব্বজ্ঞাভিমানকুপিতয়া হরের্মায়য়া ক্বচিত্তু তস্যেচ্ছয়ৈবার্থান্তরপ্রযুক্তয়া বোধ্যঃ। ঈশ্বরাদ্যভ্যুপগমেন শঙ্কাধিক্যাত্তন্নিরাসার্থোঽধিকরণাতিদেশঃ। হিরণ্যগর্ভকৃতাপি যোগস্মৃতিরনেনৈব নিরাকৃতা বোধ্যা ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখ্যান দ্বারা যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাত হইল জানিবে। যেহেতু সেই যোগস্মৃতিও সাংখ্যস্মৃতির মত বেদান্তবিরুদ্ধ। বেদান্তবিরুদ্ধ যোগস্মৃতিদ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইলে বেদানুসারী মনু প্রভৃতি স্মৃতি ব্যর্থ হইয়া পড়ে; অতএব সেই যোগস্মৃত্যনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। তদ্‌ভিন্ন যোগস্মৃতিকে

বেদান্তের অবিরোধী বলিতে পারা যায় না; যেহেতু তাহাতেও প্রধানকেই স্বতন্ত্র কারণ বলা হইয়াছে, ঈশ্বর ও জীব চিন্মাত্র, সকলেই বিভু। যোগ হইতেই দুঃখনিবৃত্তিরূপ-মুক্তি—ইত্যাদি যোগশাস্ত্রের উক্তি-সমস্তই বেদান্তের বিরুদ্ধবিষয়-প্রতিপাদক। তদ্‌ভিন্ন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই প্রমাণগুলি—চিত্তবৃত্তি ইত্যাদি যোগশাস্ত্রে উক্ত পদার্থগুলি বেদান্তে উপলব্ধ হয় না। এই যে সব বিষয় পাতঞ্জল দর্শনে বর্ণিত হইয়াছে, এগুলি সাংখ্যদর্শনে অনুসন্ধান করিলে পাইবে অতএব উভয়ের ঐক্য। সুতরাং বেদান্তবিরুদ্ধ যোগস্মৃতির বৈয়র্থ্যদোষ হইতে আমাদের ভয় নাই। আর যাহা কিছু অপর দোষ যেমন আপ্তত্বাভাব প্রভৃতি সে সবও সাংখ্যদর্শনের মতই। আর যে বেদান্ত হইতে জ্ঞেয় ঈশ্বরের, জীবের, উপায়ের, উপেয়ের যথার্থ স্বরূপ, তাহা পরে পরে ব্যক্ত হইবে, জানিবে। এমতাবস্থায় 'ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগাঙ্গের বিধান হইয়াছে এবং মুক্তির উপায় সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র হইতে জ্ঞাতব্য ইত্যাদি বাক্যে যে সাংখ্য-যোগশব্দদ্বারা জ্ঞান ও ধ্যানের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বেদোক্ত জ্ঞান ও ধ্যান হইতে অন্য প্রকার জানিবে। কারণ ঐ সাংখ্যাদি শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানরূপ জ্ঞানদ্বারা অথবা পতঞ্জলি-বর্ণিত যোগমার্গদ্বারা মুক্তি হয় না। যেহেতু শ্রুতিগুলি অন্যরূপ মুক্তির উপায় বলিতেছেন—যথা 'তমেব বিদিত্বা···সোঽমৃতো ভবতি'। সেই পরমেশ্বরকে জানিলেই সংসার অতিক্রম করে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য পথ নাই। তাঁহাকে জানিয়া মনন, ধ্যান করিবে। যে ব্যক্তি এই পরব্রহ্মকে ধ্যান করে, কীর্ত্তন করে, ভজন করে, সে অমৃতত্ব লাভ করে। আর এক কথা—সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে যে যে অংশ বেদান্তের অবিরুদ্ধ, যেমন প্রকৃতি হইতে অনুক্রমে মহদাদির উৎপত্তির নাম সর্গ, বিপরীতক্রমে লয়ের নাম প্রতিসর্গ, প্রাকৃত অংশের অসম্পর্কের নাম পুরুষের বিশুদ্ধি, যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গগুলির যথাক্রমে অনুষ্ঠান ঈশ্বরের উপাসনারূপ ফল জন্মাইয়া থাকে, ইত্যাদি সেগুলিতে আমাদের কোন আক্রোশ নাই কিন্তু বিরুদ্ধ-অংশ পরিত্যক্ত হয়। যদিও পতঞ্জলি ঈশ্বর মানেন দেখা যায়, কারণ তাঁহার সূত্রেই আছে যথা—'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা' ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষ হইতে সমাধি হয় এবং সমাধির ফল মুক্তিও সিদ্ধ হয়। আবার ঈশ্বরের লক্ষণেও তিনি

বলিয়াছেন যথা 'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ' যিনি অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ, বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মনিচয়, বিপাক অর্থাৎ কর্ম্মের পরিণাম উৎকৃষ্ট নীচাদি জাতি, আয়ু, ভোগ, আশয়, কর্ম্মের বাসনা (সংস্কার) সেগুলি দ্বারা কোন কালেই সংস্পৃষ্ট নহেন, সেই পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর-পদবাচ্য। ইত্যাদি সূত্র-রচনা হেতু আপাততঃ ঈশ্বরবাদী মনে হইলেও মোহবশতঃ এইরূপ বলিয়াছেন, এই কথা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। গৌতম (ন্যায়দর্শন-কর্ত্তা) কণাদ (বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা) প্রভৃতিও ঈশ্বরের মায়ায় মোহিত হইয়া বেদান্ত-বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন; সেগুলিরও নিরাকরণ সূত্রকার পরে করিবেন। সেই সব বিজ্ঞ দর্শনকারের বিভ্রান্তি কোনও ক্ষেত্রে নিজের উপর সর্ব্বজ্ঞতাভিমানে বর্দ্ধিত হওয়ায় শ্রীহরির মায়াবশতঃ, কখনও ভগবদিচ্ছায় অর্থান্তর-বিষয়ক জানিবে। যোগদর্শন ঈশ্বরাদি স্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য আরও বেদান্তবাক্যে ব্রহ্ম-সমন্বয়-বিষয়ে সন্দেহাধিক্য হইতে পারে, তাহার নিরাসের জন্য এই সূত্রটিদ্বারা সাংখ্য-দর্শনের অতিদেশ অর্থাৎ সাম্য দেখাইলেন। হিরণ্যগর্ভ-রচিত যোগস্মৃতিও এই অধিকরণদ্বারা নিরাকৃত হইল জানিবে ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এবং প্রাপ্তে তন্নিরাসায়াহ এতেনেতি। যোগস্মৃতিরপীতি। যমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গযোগপ্রমাণভূতাপীতি ভাবঃ। অস্যাঃ সেশ্বরত্বেঽপি কুটিলকাপিলযুক্তিজালজম্বালবিলিপ্তত্বেন প্রধানস্বাতন্ত্র্যাদ্যুক্তেরবৈদিকসিদ্ধান্তানুগত্যা পরেশানিরূপণাচ্চোপেক্ষ্যাসাবিতি তন্নিরাসায়াতিদেশোঽয়ম্। কিঞ্চ প্রত্যক্ষাদীতি। পতঞ্জলিনা কপিলমনুস্মৃত্য চিত্তস্য পঞ্চবৃত্তয়ঃ কথিতাঃ প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয় ইতি। তাসু প্রমাণরূপায়াশ্চিত্তবৃত্তের্লক্ষণমুক্তম্। প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানীতি। ন হ্যেতে চিত্তবৃত্তিত্বেন বেদেষূপলভ্যন্তে। চক্ষুরাদীন্দ্রিয়পঞ্চকং খলু মনোবজ্জীবস্য করণং তেষূপলভ্যতে। অনুমানমপি জ্ঞানমেব তস্য তৈরভ্যুপগম্যতে। আগমশ্চ শব্দ এব নভোগুণঃ। বেদলক্ষণঃ শব্দস্তু ভগবন্নিঃশ্বসিতমেব। তস্য বা এতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। বিপর্য্যয়স্মৃতী চ জ্ঞানবিশেষাবেব ন তু চিত্তবৃত্তী। চিত্তং খলু জ্ঞানং ব্যনক্তি ইতি শ্রৌতঃ পন্থাঃ। কিঞ্চ জ্ঞানমাত্রত্বং পুংসোঽভ্যুপগতম্। দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্য ইতি তৎসূত্রাৎ। দৃশিমাত্রশ্চিন্মাত্রঃ দ্রষ্টা পুরুষঃ মাত্রশব্দেন ধর্ম্মধর্ম্মিভাবনিরাসঃ। স শুদ্ধোঽপি

পরিণামাভাবেন স্বপ্রতিষ্ঠোঽপি প্রত্যয়ানুপপন্নঃ বিষয়োপরক্তে বুদ্ধিতত্ত্বে সন্নিধিমাত্রেণ দ্রষ্টৃত্বং ভজতীত্যর্থঃ। তচ্চৈতদবৈদিকং বেদে ধর্ম্মিত্বেন তস্য নিরূপণাদিতি। অন্যচ্চ প্রাগ্বদিতি। ন চাপ্তত্বব্যপাশ্রয়েত্যাদিপূর্ব্বাধিকরণোক্তমত্রাপি বোধ্যমিত্যর্থঃ। যত্ত্বিতি। ঈশ্বরযাথাত্ম্যং বেদান্তেষু দৃষ্টম্ অবিচিন্ত্যাত্মশক্তির্নিত্যানন্দচিদ্বিগ্রহো মধ্যম এব বিভুর্নিত্যাধিষ্ঠানপার্ষদভ্রাজমানো নিত্যাসংখ্যেয়কল্যাণগুণঃ স্বানুরূপয়া শ্রিয়া বিশিষ্টঃ স্বায়ত্তপ্রধানক্ষেত্রজ্ঞানুপ্রবেশনিয়মনকৃৎ স্বসঙ্কল্পেনৈব স্ববিলক্ষণজগদ্রূপঃ স্বয়মবিকারী ভজনানন্দহেতুরীশ্বর ইত্যেতৎ। জীবযাথাত্ম্যঞ্চ জ্ঞানরূপো জ্ঞানাদিগুণকঃ পরমাণুর্জীবোঽহরিবৈমুখ্যাদ্বদ্ধঃ তৎসাম্মুখ্যাত্তু মোক্ষঞ্চাপ্নোতীত্যেতৎ। উপায়যাথাত্ম্যঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানপূর্ব্বকং হর্য্যুপাসনমেব মোচকমিত্যেতৎ। উপেয়যাথাত্ম্যঞ্চ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিপূর্ব্বকমানন্দব্রহ্মসন্দর্শনমিত্যেতদিতি। তদুক্তেন তৎস্মৃত্যুক্তেন। কিঞ্চেতি। তত্ত্বানাং ক্রমেণ সর্গো ব্যুৎক্রমেণ প্রতিসর্গঃ। প্রাকৃতাংশস্যাস্পর্শঃ পুংসাং বিশুদ্ধিঃ। যমনিয়মাদিযোগাঙ্গক্রম ঈশোপাস্তিফলহেতুরিত্যাদি যোঽংশস্তত্র তত্রাবিরুদ্ধঃ সোঽস্মাভিঃ স্বীক্রিয়তে। বিরুদ্ধোঽংশস্ত্যজ্যতে। স চ স্ফুট এবেত্যর্থঃ। যদ্যপীতি। এষ পতঞ্জলিঃ। ঈশ্বরেতি। ঈশ্বরস্য প্রণিধানাত্তস্মিন্ ভক্তিবিশেষাৎ সমাধিস্তৎফলঞ্চ সিধ্যতীতি সুগমোপায়োঽয়মিত্যর্থঃ। ঈশ্বরঃ কিংস্বরূপ ইত্যাহ ক্লেশেতি। ক্লিশ্নন্ত্যাভিরিত্যবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ কর্ম্মাণি বিহিতপ্রতিষিদ্ধব্যামিশ্রাণি বিপচ্যন্ত ইতি বিপাকা জাত্যায়ুর্ভোগাঃ কর্ম্মফলানি আফলবিপাকাৎ চিত্তভূমৌ শেরত ইত্যাশয়া বাসনাখ্যাঃ সংস্কারাস্তৈস্ত্রিষু কালেষু অপরামৃষ্টোঽসংস্পৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। অন্যেভ্যঃ পুরুষেভ্যো বিশিষ্যত ইতি বিশেষঃ। ঈশ্বর ঈশনশীলঃ। সঙ্কল্পমাত্রেণৈব নিখিলোদ্ধরণক্ষম ইত্যর্থঃ। গোতমাদয়োঽপীত্যাদিনা কণভুক্প্রভৃতের্গ্রহণম্। বিজ্ঞানামিত্যাদি। কচিন্ন্যায়াদিশাস্ত্রে। হরের্মায়য়েতি। যে হি বিজ্ঞম্মন্যাঃ শ্রুতৌ প্রতীতানর্থানন্যথা কল্পয়ন্তঃ স্বকপোলকল্পিতান্ সিদ্ধান্তান্ প্রকাশয়ন্তি তে হি কিল হরের্মায়য়া বিমূঢ়াঃ সন্তস্তথা জল্পন্তীতি শ্রুতিস্তান্নিন্দতি। কাঠকে পঠ্যতে—"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ, স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দংদ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধা" ইতি। অস্যার্থঃ। অবিদ্যায়ামন্তরে অজ্ঞানগর্ত্তে বর্ত্তমানাঃ স্থিতাঃ স্বয়ং ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ

সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণা বয়মিত্যভিমানিনঃ দংদ্রম্যমানাঃ অতিকুটিলামনেকবিধাং মতিং গচ্ছন্তঃ। স্ফুটার্থমন্যৎ। মাধ্যন্দিনাশ্চ পঠন্তি—"ন তং বিদাথ য ইমা জজান অন্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্পাশ্চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি" ইতি। অস্যার্থঃ। হে জল্পাস্তার্কিকাঃ হে উক্থশাসঃ কর্ম্মঠাঃ যূয়ং তং ন বিদাথ ন জানীথ। তং কম্ ইত্যপেক্ষ্যাহ—যো হরিরিমাঃ প্রজাঃ জজান উৎপাদয়ামাস। কুতো ন জানীমস্তত্রাহান্যদিতি। যুষ্মাকমন্তরং চিত্তমন্যদ্বিপরীতং বভূব। কেন তদ্বৈপরীত্যমভূত্তত্রাহ নীহারেণেতি। তমসাঽজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। অতো ভবন্তোঽপি অসুতৃপশ্চরন্তি প্রবর্ত্তন্ত ইতি। ক্বচিত্ত্বিতি পাতঞ্জলাদিশাস্ত্রে। তস্যেচ্ছয়েতি। তেনাশেষাধিকারিণাং হরেরিচ্ছয়া বিমোহঃ সূচিতঃ। স চ ক্বচিত্তত্ত্বসিদ্ধান্তপরিষ্কারকঃ ক্বচিত্তল্লীলাপোষকশ্চ বোধ্যঃ। নন্বু ব্রহ্মণা কৃতয়া যোগস্মৃত্যা বেদান্তা ব্যাখ্যেয়াঃ সন্তু স খলু সর্ব্ববেদবিদ্বন্দ্য ইতি চেত্তত্রাহ হিরণ্যেতি। সোঽপি তদিচ্ছয়া বিমোহিতস্তথা জজল্পেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ—'যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা' ইতি—যদিও সেই স্মৃতি যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত, তথাপি এই অভিপ্রায়—এই যোগস্মৃতি সেশ্বর বাদ হইলেও কুটিল কপিলোক্তিরূপ জম্বাল (শৈবাল) দ্বারা বিলিপ্ততা-নিবন্ধন, প্রধানের স্বাতন্ত্র্যভাবে সৃষ্টিকারণতার সমর্থন এবং বৈদিক সিদ্ধান্তানুসারে পরমেশ্বরের অনিরূপণহেতু উহাও উপেক্ষণীয়। এই অভিপ্রায়ে সাংখ্যশাস্ত্রের মত প্রত্যাখ্যেয় বলিয়া অতিদেশ করিলেন। আর এক কথা—প্রত্যক্ষাদি ইত্যাদি—পতঞ্জলি সাংখ্যস্মৃতি অনুসরণ করিয়া চিত্তের পাঁচটি বৃত্তি বলিয়াছেন, যথা—প্রমাণ, বিপর্য্যাস, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। তাহাদের মধ্যে প্রমাণরূপা চিত্তবৃত্তির লক্ষণ বলিয়াছেন—'প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি' প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এগুলি প্রমাণ (প্রমাজ্ঞানের কারণ)। কিন্তু বেদে প্রত্যক্ষাদিকে চিত্তবৃত্তিরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে না। সেখানে দেখা যায়—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় মনের মত জীবের জ্ঞানের করণ। অনুমানও জ্ঞানবিশেষ, ইহা তাহারা প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেছে। এবং আগম—ইহা শব্দই, তাহা আকাশের গুণ, কিন্তু বেদাত্মক শব্দ ভগবানের নিঃশ্বাস। যেহেতু শ্রুতি আছে—"তস্য বা এতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ……

সামবেদ” ইতি। সেই এই পরমেশ্বরের **নিঃশ্বাসস্বরূপ এই ঋগ্‌বেদ,** যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ ইত্যাদি। বিপর্য্যয় (সন্দেহ, ভ্রম) ও স্মৃতি—এগুলি জ্ঞানবিশেষ, চিত্তের বৃত্তি নহে। কেননা, শ্রুতি-সিদ্ধান্তে আছে—চিত্ত (অন্তঃকরণ) কেবল জ্ঞানকে প্রকাশ করে, আর এক কথা—পুরুষ (আত্মা) জ্ঞানমাত্রস্বরূপ ইহা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, যথা তদীয় সূত্র ‘দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ’ দ্রষ্টা—পুরুষ, দৃশিমাত্রঃ—কেবল চিন্মাত্র, মাত্র-শব্দের দ্বারা এই ধর্ম্মধর্ম্মিভাব নিরাকৃত হইল। সেই পুরুষ শুদ্ধ, পরিণামহীন, নির্ব্বিকার এজন্য স্বপ্রতিষ্ঠ—স্বরূপেস্থিত হইলেও ‘প্রত্যয়ানুপশ্যঃ’ শব্দাদি-বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিতত্ত্বে তিনি সন্নিধিমাত্রে দ্রষ্টৃত্ব প্রাপ্ত হন। ইহাও বৈদিক নহে, যেহেতু বেদ ধর্ম্মিরূপে আত্মাকে নির্দ্দেশ করিয়াছে, ধর্ম্মস্বরূপে নহে। ‘অন্যচ্চ প্রাগ্বৎ’—আর অন্য যাহা কিছু সে সকলও সাংখ্য স্মৃতির মত অর্থাৎ আপ্তত্ব-পরিহারাদি পূর্ব্বাধিকরণোক্ত তাহাও এখানে জানিবে। ‘যত্তু বেদান্তবেদ্য……যাথাত্ম্যং’—যাথাত্ম্যং ঈশ্বরের যথাযথস্বরূপ—বেদান্তে দৃষ্ট হয়, সেই যাথাত্ম্য চারি প্রকার, বেদান্তের প্রতিপাদ্য —যথা ঈশ্বর-যাথাত্ম্য, জীব-যাথাত্ম্য, উপায়-যাথাত্ম্য ও উপেয়-যাথাত্ম্য। তন্মধ্যে ঈশ্বর-যাথাত্ম্য যথা বেদান্তে বর্ণিত আছে—যেমন অচিন্তনীয় আত্ম-শক্তিসম্পন্ন, নিত্যানন্দ চিদ্বিগ্রহ, ইনি মধ্যম পরিমাণবিশিষ্ট হইলেও বিভু, নিত্যাধিষ্ঠানসম্পন্ন পার্ষদগণের মধ্যে বিরাজমান, নিত্য অসংখ্যেয় কল্যাণ-গুণধারী, নিজের অনুরূপা শ্রী-সমন্বিত, নিজের অধীনেস্থিত প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ মধ্যে প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণকারী, নিজ সঙ্কল্পমাত্রেই স্বভিন্ন জগদাকারে পরিণত, স্বয়ং নির্ব্বিকার, ভক্তের ভজনানন্দদাতা ঈশ্বর, ইহাই ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ। জীব-যাথাত্ম্য যথা—জীব জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ গুণসম্পন্ন পরমাণু পরিমাণ, শ্রীহরির বিমুখতা হইতে বদ্ধ হয়, আবার ঈশ্বর-সাম্মুখ্য-বশতঃ মুক্তি প্রাপ্ত হয় ;—এই তত্ত্ব। উপায়-যাথাত্ম্য যথা—তত্ত্বজ্ঞানপূর্ব্বক শ্রীহরির উপাসনা ইহাই মুক্তির উপায়, ইহা উপায়-যাথাত্ম্য। উপেয়-যাথাত্ম্য—দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিপূর্ব্বক আনন্দময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার, —ইহাই উপেয়-স্বরূপ। ‘তদুক্তেন যোগবর্ত্মনা’—সেই **পাতঞ্জল-স্মৃতি-**বর্ণিত যোগমার্গ দ্বারা। ‘কিঞ্চ যোঽংশোঽনয়োরিত্যাদি’—সর্গ অর্থাৎ তত্ত্বগুলির মহদাদিক্রমে উৎপত্তি, প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয় যথা—বিপরীতক্রমে

(শেষ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণে লয়ক্রমে) কার্য্যের কারণে লয়। প্রাকৃতাংশের অসম্বন্ধই পুরুষের বিশুদ্ধি। যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গগুলির ক্রমিক অনুষ্ঠান, ঈশ্বরের উপাসনারূপ ফলের কারণ ইত্যাদি যে যে অংশ বেদান্তের সহিত অবিরুদ্ধ তথায় তথায় বর্ণিত আছে, সে সব আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বিরুদ্ধ অংশ ত্যাগ করি। তাহা স্পষ্টই আছে। ‘যদ্যপি এষঃ’—এই পতঞ্জলি, ‘ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা’ এই সূত্রে—ঈশ্বরের প্রণিধান অর্থাৎ তাঁহার উপর ভক্তি বিশেষ হইতে সমাধি ও মুক্তি সিদ্ধ হয় ; অতএব এই উপায় অতি সুগম এই তাৎপর্য্য। অতঃপর ঈশ্বরের স্বরূপ কি ? তাহা বলিতেছেন —‘ক্লেশকর্ম্মেতি’ সূত্র দ্বারা। যাহার দ্বারা জীব কষ্ট পায়, তাহাকে ক্লেশ বলে, ক্লেশ পাঁচপ্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। কর্ম্ম অর্থাৎ বিহিত, নিষিদ্ধ ও মিশ্রিত কর্ম্ম। বিপাক শব্দের অর্থ—যাহা কর্ম্মের ফলরূপে পরিণত হয়, সেই কর্ম্মফল ; যথা জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ। ফল-পরিণাম যাবৎ না হয় তাবৎ ‘চিত্ত-ভূমিতে’ নিলীন থাকে বলিয়া আশয়ের নাম বাসনা বা সংস্কার, সেই অবিদ্যাদি দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তিনকালেই অসংস্পৃষ্ট —অনাক্রান্ত পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। অন্যান্য আত্মা হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্য আছে, এইজন্য বিশেষ বলা হইল। ঈশ্বর শব্দের অর্থ নিয়ন্তা, প্রভু। সঙ্কল্পমাত্রেই যিনি সকলকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। ‘গৌতমাদয়ঃ’—এই পদদ্বারা কণাদ প্রভৃতিরও গ্রহণ জানিবে। ‘বিজ্ঞানামিত্যাদি’—ক্বচিৎ-মায়াদিশাস্ত্রে, হরের্মায়য়া—শ্রীহরির মায়া দ্বারাই। যাঁহারা নিজেকে বিজ্ঞ মনে করিয়া শ্রুতিতে বোধিত অর্থগুলিকে অন্যরূপে কল্পনা করিয়া স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন, তাঁহারা শ্রীহরির মায়ায় বিমোহিত হইয়া সেই প্রকার জল্পনা করেন। শ্রুতি তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন। কাঠকোপনিষদে পঠিত হয়—“অবিদ্যায়ামন্তরে……যথান্ধাঃ।” ইহার অর্থ—অজ্ঞানগর্ত্তে স্থিত অথচ নিজেকে প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিত মনে করেন অর্থাৎ—‘আমরা সকল শাস্ত্র জানি’ এই অভিমানের বশীভূত হইয়া কেবল দম্ভ করেন, অতি কুটিল অনেক প্রকার মতলব প্রাপ্ত হইয়া অন্ধের দ্বারা চালিত অন্ধের মত মূঢ়গণ অজ্ঞান-গর্ত্তে পতিত হয়েন। অন্য অংশ স্পষ্টই আছে, ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়িগণ পাঠ করেন ‘ন তং বিদাথ……উক্‌থশাসশ্চরন্তি।’ ইহার অর্থ— **জল্পাঃ**—ওহে তার্কিকগণ ! হে উক্‌থশাসঃ—কর্ম্মিগণ ! তোমরা সেই

পরমেশ্বরকে জান না। তিনি কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীহরি যিনি এই সকল প্রজাকে উৎপাদন করিয়াছেন। কেন আমরা তাঁহাকে জানি না, তাহার কারণ বলিতেছেন—'অন্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং' তোমাদের চিত্ত বিপরীত হইয়াছে। কি কারণে বিপরীত হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাশ্চাসুতৃপঃ' নীহার অর্থাৎ অজ্ঞানদ্বারা আবৃতমতি, অতএব তোমরাও অসুতৃপঃ—প্রাণের তর্পণকারী হইয়া প্রবৃত্ত আছ। 'ক্বচিত্তু তস্যেচ্ছয়ৈব' ক্বচিৎ-পাতঞ্জলাদিদর্শনে। তস্যেচ্ছয়া—সেই শ্রীহরির ইচ্ছায় অশেষ অধিকারীদিগের বিমূঢ়তা হয়, ইহা সূচিত হইতেছে। সেই বিমোহন কোন স্থলে তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের পরিষ্কারক, কখনও বা লীলার পোষক জানিবে। প্রশ্ন—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রণীত যোগস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত-বাক্য ব্যাখ্যা করা যাউক না, যেহেতু তিনি সমস্ত বেদজ্ঞদিগের পূজনীয়, অতএব অতি আপ্ত, প্রমাণ পুরুষ। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'হিরণ্যগর্ত্ত-কৃতাপীত্যাদি'—হিরণ্যগর্ত্তও শ্রীহরির ইচ্ছায় বিমোহিত হইয়া সেইরূপ জল্পনা করিয়াছেন—এই অভিপ্রায়॥ ৩॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, আচ্ছা, সাংখ্যস্মৃতি বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তদনুসারে বেদান্তের ব্যাখ্যা না হউক, কিন্তু পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র তো শ্রুতির অনুগত; কারণ কঠাদি বিভিন্ন শ্রুতিতে বহুলক্ষণ ও প্রমাণাদি দ্বারা ইহার সমর্থন পাওয়া যায়, যথা—"তাং যোগমিতি মন্যন্তে" (কঠ ২।৩।১১) "বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ" (কঠ ২।৩।১৮); "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং" (শ্বেতাশ্বতর ২।৮); "তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং" (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৩); ইত্যাদি। অতএব পূর্ব্বোক্ত সমন্বয় পরিহার করিয়া ভগবান্ পতঞ্জলি ঋষির রচিত যোগস্মৃতির অনুগতরূপেই বেদান্তের ব্যাখ্যা করা হউক, পূর্ব্বপক্ষীয় এইরূপ আক্ষেপের মীমাংসার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন,—সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখ্যানের দ্বারা যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, জানিতে হইবে। কারণ সাংখ্যস্মৃতির ন্যায় যোগস্মৃতিও বেদ-বিরুদ্ধ। সেই বেদবিরুদ্ধ যোগস্মৃতির দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইলে বেদানুগ মন্বাদি-স্মৃতিসকল একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়, সে কারণ যোগস্মৃতির দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। যোগস্মৃতি যে

সাংখ্যস্মৃতির ন্যায় বেদবিরুদ্ধ, তাহা ভাষ্যকার তাঁহার ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। মূল কথা এই যে, সাংখ্যের ন্যায় যোগস্মৃতিও প্রধানের স্বতন্ত্র জগৎকারণতাবাদ স্থাপন করিয়াছেন। আরও—ঈশ্বর ও জীব সম্বন্ধে উভয়ই চিন্মাত্র ও বিভু; যোগ হইতেই মুক্তি লাভ হয়, ইত্যাদি বেদবিরুদ্ধ বহু বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদান্তে যেরূপ ঈশ্বর, জীব, উপায় ও উপেয়ের যথার্থস্বরূপ প্রতিপাদিত, যোগস্মৃতিতে সেরূপ বর্ণন নাই অধিকন্তু আসনাদি যোগাঙ্গ-বিধান ও মুক্তির উপায়রূপে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র বর্ণিত জ্ঞান ও ধ্যান বেদবিহিত নহে, তাহা অন্য প্রকারই। শ্রুতিতে পাওয়া যায়, "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮); "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ"—(বৃহদারণ্যক-৪।৪।২১) ইত্যাদি শ্রুতি-বর্ণিত মোক্ষোপায় কিন্তু পৃথক্, সুতরাং উভয় স্মৃতির মধ্যে যে অংশ অবিরুদ্ধ, তাহা স্বীকার করা যায় কিন্তু বেদবিরুদ্ধাংশ অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে। ইহাদের ন্যায় গৌতম, কণাদাদিও ঈশ্বরের মায়ায় মোহিত হইয়া বেদান্ত-বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তাহাও সূত্রকার পরে খণ্ডন করিবেন। ইহারা নিজদিগকে সর্ব্বজ্ঞ অভিমান করিয়া শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা করিয়া স্বকপোলকল্পিত মতবাদ ঈশ্বর-মায়া-বিমোহিতরূপেই প্রচার করিয়াছেন। এ-বিষয়ে কঠ উপনিষদেও (১।২।৫) পাওয়া যায়,—"অবিদ্যায়া-মন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ" (মুণ্ডকও ১।২।৮-৯)। পাছে যোগ-দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া, ব্রহ্ম-সমন্বয়-বিষয়ে অধিক আশঙ্কা উত্থিত হইতে পারে, এই মনে করিয়া তাহা নিরসনের জন্য এই সূত্রটিকে সাংখ্যদর্শনের অতিদেশ অর্থাৎ সাম্য দেখাইয়াছেন। এমন কি, হিরণ্যগর্ত্ত-বিরচিত যোগদর্শনও এ-স্থলে নিরাকৃত হইল, বুঝিতে হইবে।

আচার্য্য শ্রীশঙ্করও বলিয়াছেন, বেদান্ত-বাক্য ভিন্ন অন্য উপায়ে তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। যেমন তৈত্তিরীয়কে পাওয়া যায়,—"ন অবেদবিদ্ মনুতে তং বৃহন্তং"।

আচার্য্য শ্রীরামানুজও বলেন, "যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইলেও উহাতে বেদবিরুদ্ধ অনেক সিদ্ধান্ত আছে, সেজন্য উহা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা যায় না।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥
কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং
ষড়্বর্গনক্রমসুখেন তিতীরষন্তি।
তৎ ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং
কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্॥" (ভাঃ ৪।২২।৩৯-৪০)

অর্থাৎ ভক্তগণ শ্রীভগবানের পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলি সকলের কান্তি ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়-গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্ব্বিষয় যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবের ভজন কর।

ইন্দ্রিয়াদি-নক্র-মকরে পরিপূর্ণ এই সংসার সমুদ্রকে যোগাদি দ্বারা যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করেন, ভবসমুদ্র-তরণে নৌকাসদৃশ ভগবদাশ্রয় বিনা তাঁহাদের অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে। অতএব হে রাজন্, আপনিও সেই ভজনীয় ভগবানের পাদপদ্মকে নৌকা করিয়া এই ব্যসন-সঙ্কুল সুদুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হউন।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥" (ভাঃ ১।৬।৩৬)

আরও পাওয়া যায়,—

"যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥ (ভাঃ ১০।৫১।৬০)
"অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষেপনহেতবঃ॥" (ভাঃ ১১।১৫।৩৩)

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।"
(ভাঃ ১১।১৪।২০)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তিরস॥" (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৭৫)

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের যমরাজের উক্তিটিও আলোচ্য।

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥" (ভাঃ ৬।৩।২৫)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশেও পাই,—

"মন, যোগী হ'তে তোমার বাসনা।
যোগশাস্ত্র-অধ্যয়ন, নিয়ম-যম-সাধন,
প্রাণায়াম, আসন-রচনা॥
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধৃতি, সমাধিতে হ'লে ব্রতী,
ফল কিবা হইবে বল না।
দেহ-মন শুষ্ক করি', রহিবে কুম্ভক ধরি',
ব্রহ্মাত্মতা করিবে ভাবনা॥
অষ্টাদশ সিদ্ধি পা'বে, পরমার্থ ভুলে যাবে,
ঐশ্বর্য্যাদি করিবে কামনা।
স্থূল জড় পরিহরি', সূক্ষ্মেতে প্রবেশ করি',
পুনরায় ভুগিবে যাতনা॥

আত্মা নিত্য শুদ্ধ ধন, হরিদাস অকিঞ্চন,
যোগে তার কি ফল ঘটনা।
কর ভক্তিযোগাশ্রয়, না থাকিবে কোন ভয়,
সহজ অমৃত সম্ভাবনা॥
বিনোদের এ মিনতি, ছাড়ি অন্য যোগগতি,
কর' রাধাকৃষ্ণ-আরাধনা॥"

(কল্যাণকল্পতরু)॥ ৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তদেবং সাংখ্যাদিস্মৃত্যোর্বেদবিরুদ্ধত্বেনানাপ্তত্বে নির্ণীতে বেদেঽপি তদ্বিরোধিনঃ কেচিৎসাংখ্যাদয়ঃ সংশয়ীরন্। তৎপরিহারায়েদমারভ্যতে। তত্রৈবং সংশয়ঃ। বেদোঽপ্যনাপ্তো ন বেতি। তত্র "কারীর্য্যা যজেত বৃষ্টিকাম" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তে কারীর্য্যাদিকর্ম্মণ্যনুষ্ঠিতেঽপি ফলানুপলব্ধেরনাপ্ত ইতি প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতএব এই প্রকারে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের বেদবিরুদ্ধতা-নিবন্ধন অপ্রমাণত্ব নিশ্চিত হইবার পর বেদবিরোধী কোন কোনও সাংখ্যবাদী বেদেও সংশয় করিতে পারে, তাহার নিরাসের জন্য এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। সে-বিষয়ে সংশয় এই প্রকার—বেদ অনাপ্ত না আপ্ত? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—"কারীর্য্যা যজেত বৃষ্টিকামঃ" বৃষ্টিপ্রার্থী ব্যক্তি কারীরী যাগ করিবেন—এই শ্রুতি অনুসারে কারীরী যাগ অনুষ্ঠানসত্বেও কদাচিৎ ফল না পাওয়ায় বেদ অপ্রমাণ বলিব, ইহার প্রতিপক্ষে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—সাংখ্যযোগস্মৃত্যোর্ব্বেদবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাদনাপ্তত্বমুক্তং প্রাক্। তদ্বৎ উক্তফলানুপলম্ভাদ্বেদস্যাপি তদস্ত ইতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারভ্যতে তদেবমিত্যাদি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের বেদবিরুদ্ধ-অর্থ প্রতিপাদন হেতু অপ্রামাণ্য ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকার বেদোক্ত ক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত না হওয়ায় বেদেরও অপ্রামাণ্য হউক, এইরূপ দৃষ্টান্তসঙ্গতি-অনুসারে 'তদেবমিত্যাদি' গ্রন্থ দ্বারা এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে।

ন বিলক্ষণত্বাধিকরণম্

সূত্রম্—ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ॥ ৪॥

সূত্রার্থ—'অস্য'—বেদের, 'ন'—সাংখ্যযোগাদি স্মৃতির মত অপ্রামাণ্য নহে। কেন? 'বিলক্ষণত্বাৎ' বৈশিষ্ট্য আছে, যথা সাংখ্যাদি-স্মৃতি জীববিশেষ (কপিল, পতঞ্জলি প্রভৃতি) কর্ত্তৃক রচিত, জীব ভ্রম, প্রমাদ, প্রবঞ্চনেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য—এই চারিদোষে আক্রান্ত, কিন্তু বেদ তাহা নহে, উহা অপৌরুষেয়, অতএব নিত্য, সুতরাং ভ্রমাদিদোষশূন্য, কাজেই উভয়ের পার্থক্য আছে। বেদ নিত্য—তাহার প্রমাণ কি? উত্তর—'তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ', তথাত্বং—বেদের নিত্যতা; শব্দাৎ—শ্রুতি, স্মৃতি শব্দ হইতে অবগত হওয়া যায়॥ ৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নাস্য বেদস্য সাংখ্যাদিস্মৃতিবদপ্রামাণ্যম্। কুতঃ? বিলক্ষণত্বাৎ জীবকল্পত্বেন ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয়বিশিষ্টায়াঃ সাংখ্যাদিস্মৃতেঃ সকাশাদ্বেদস্য নিত্যতয়া ভ্রমাদিকর্ত্তৃদোষশূন্যস্য বৈশেষ্যাৎ। তথাত্বং নিত্যত্বঞ্চাস্য শব্দাদবগম্যতে। "বাচা বিরূপ নিত্যয়া" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। "অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়" ইতি স্মৃতেশ্চ। মন্বাদিস্মৃতীনাস্তু বেদমূলকত্বাদেব প্রামাণ্যম্। পূর্ব্বং যুক্ত্যা নিত্যত্বমুক্তমিহ তু শ্রুত্যেতি বিশেষঃ। ননু "তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত" ইতি পুরুষসূক্তে জন্মশ্রবণাজ্জাতস্য চ বিনাশাবশ্যম্ভাবাদনিত্যত্বম্। মৈবম্। জনিশব্দেন তত্রাবির্ভাবোক্তেঃ। অত উক্তম্—"স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্ বেদো গীতস্ত্বয়া পুরা। শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকা" ইতি। ন চ ফলাদর্শনাদপ্রামাণ্যম্। অধিকারিণাং সর্ব্বত্র ফলদর্শনাৎ। যত্তু ক্বচিত্তদদর্শনং তৎ কিল কর্ত্তুরযোগ্যতয়োপপদ্যেত। সাংখ্যাদিস্মৃতীনাং তু বেদবিরোধাদেবাপ্রামাণ্যম্॥ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ—এই বেদের সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতি স্মৃতির মত অপ্রামাণ্য নাই, কি কারণে? 'বিলক্ষণত্বাৎ'—বিলক্ষণতা-নিবন্ধন। কিরূপ বিলক্ষণতা তাহা দেখাইতেছেন—'জীবরূপত্বেন' ইত্যাদি—কপিলাদি জীববিশেষ কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া ভ্রম প্রভৃতি চারিটি দোষযুক্ত সাংখ্যাদি স্মৃতি হইতে এই বেদের বিশেষত্ব আছে; যেহেতু বেদ নিত্য, সুতরাং ভ্রম প্রভৃতি দোষ-শূন্য। সেই বেদের নিত্যত্ব শব্দ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে। যথা শ্রুতি—'বাচা বিরূপ নিত্যয়া' হে বিরূপ! বিবিধরূপসম্পন্ন অর্থাৎ বিশ্বরূপ! পরমেশ্বর! তোমাকে বেদরূপ নিত্য বাক্য দ্বারা স্তুতি করাও। স্মৃতিবাক্যও আছে যথা—"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা···প্রবৃত্তয়ঃ"। স্বয়ম্ভূ—ব্রহ্মা যে বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই বেদনাম্নী নিত্যা বাক্ হইতে সমস্ত শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। মনু প্রভৃতি স্মৃতি বাক্যের প্রামাণ্য বেদমূলকত্ব-নিবন্ধনই। যদিও পূর্ব্বে 'অতএব চ নিত্যত্বম্' ইত্যাদি সূত্রে বেদের নিত্যত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা হইলেও তথায় যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর এখানে শ্রুতি দ্বারা, ইহাই বিশেষ, এজন্য পুনরুক্তি হইল না। আক্ষেপ—পুরুষসূক্তমন্ত্রে বেদের উৎপত্তি শোনা যাইতেছে, যথা—'তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ···তস্মাদজায়ত' সেই যজ্ঞ পুরুষ হইতে সমস্ত আহুতিসাধন ঋকমন্ত্র ও গেয় সাম উৎপন্ন হইল, গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ তাঁহা হইতে নির্গত হইল। যজুর্ব্বেদ তাঁহা হইতে জন্মিল। এইরূপে বেদের জন্ম শ্রুত হওয়ায় এবং জন্মিলেই নাশ অবশ্যম্ভাবী, এই হেতু বেদ অনিত্য প্রতিপন্ন হইতেছে। উত্তর—না, এইরূপ নহে। এখানে জন্ ধাতুর অর্থ উৎপত্তি নহে, কিন্তু আবির্ভাব। এই অভিপ্রায়েই স্মৃতিতে বলা আছে—'স্বয়ম্ভুরেষ···ন কারকঃ'। এই বেদ স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ নিত্য, ইহা ভগবান্—অশেষশক্তিশালী, ইহাকে তুমি পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছ, শিব হইতে ঋষি পর্য্যন্ত সকলেই এই বেদের স্মরণকারী, উৎপাদক কেহ নহে। যদি বল, এই সব শ্রুতিতে কোনও ফলের কথা শ্রুত নাই, অতএব উহারা অপ্রমাণ, একথা বলিও না, অধিকারি-বোধক বাক্যে সর্ব্বত্রই ফল অবগত হওয়া যায়। যদিও কোনও কোনও স্থলে যেমন কারীরী প্রভৃতি যাগ অনুষ্ঠিত হইলেও ফল দেখা যায় না, সুতরাং অপ্রামাণ্য, তাহাও নহে; তথায় কর্ত্তার অনুপযুক্ততা-নিবন্ধন সঙ্গতি করা যাইতে পারে। কিন্তু সাংখ্যাদি স্মৃতির বেদবিরুদ্ধতাহেতু অপ্রামাণ্য ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নেতি। ভ্রমাদীতি। ভ্রমঃ প্রমাদো বিপ্রলিপ্সা করণা-পাটবঞ্চেতি চত্বারো দোষা জীবেষু সন্তি। তেষু বিপ্রলিপ্সা স্বপ্রতীতবিপরীতপ্রত্যায়নম্। বাচেতি। "হে বিরূপ, হে বিশ্বরূপ, হে পরেশ, নিত্যয়া বেদলক্ষণয়া বাচা স্তুতিং প্রেরয়" ইতি মন্ত্রপদার্থঃ। মন্বাদীতি। পূর্ব্বমিতি। অতএব চ নিত্যত্বমিত্যস্মিন্ সূত্রে ইতি বোধ্যম্। নন্বিতি। তস্মাদযজ্ঞরূপাৎ পুরুষাৎ। ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি। অনিত্যত্বমিতি। বেদস্যেতি জ্ঞেয়ম্। স্বয়ম্ভূরিতি। এষ ভগবান্ বেদঃ স্বয়ম্ভূর্নিত্য ইত্যর্থঃ। যত্ত্বিতি। কৃতায়ামপি কারীর্য্যাং কচিদ্বৃষ্টির্ন ভবতীতি যদ্দৃষ্টং তৎ খলু কর্ত্তুর্যজমানস্য বৈগুণ্যা-দেবেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—'নেতি' সূত্র, 'ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয়শূন্যেতি' ভাষ্য, ভ্রম, প্রমাদ, প্রতারণেচ্ছা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা—এই চারিটি দোষ জীববর্গে থাকে। সেই দোষগুলির মধ্যে বিপ্রলিপ্সার অর্থ—নিজে যাহা বুঝিয়াছে, তাহার বিপরীত (উল্টা) অর্থ বুঝান। 'বাচা বিরূপ নিত্যয়া' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—হে বিরূপ! হে বিশ্বরূপ! হে পরেশ! পরমেশ্বর! তুমি নিত্য বাক্যদ্বারা আমাদিগকে স্তব করাও। ইহাই মন্ত্রোক্ত পদগুলির অর্থ। 'মন্বাদি স্মৃতীনাম্···পূর্ব্বং যুক্ত্যা' পূর্ব্বং—পূর্ব্বে 'অতএব চ নিত্যত্বম্' ইত্যাদি সূত্রে এই অর্থ বুঝিবে। 'ননু তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ' ইত্যাদি ইহার অর্থ—তস্মাৎ যজ্ঞাৎ—সেই যজ্ঞপুরুষ পরমেশ্বর হইতে। ছন্দাংসি—গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দঃ। 'বিনাশাবশ্যম্ভাবাদনিত্যত্বম্'—বেদের অনিত্যত্ব ইহা জ্ঞাতব্য। 'স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্' ইত্যাদি এই ভগবান্ বেদ **স্বয়ম্ভূ**—স্বয়ং উৎপন্ন অর্থাৎ নিত্য। 'যত্ত্ব কচিত্তদদর্শনং'—কারীরী যাগ অনুষ্ঠিত হইলেও কোন কোনও ক্ষেত্রে বৃষ্টিফল দেখা যায় না, এই যে দেখিতেছ, তাহা যজমানের ত্রুটিবশতঃ, এই অভিপ্রায় ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সাংখ্যস্মৃতি ও পতঞ্জলিস্মৃতি বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নিরাকৃত হইল। এক্ষণে বেদবিরোধী কোন কোন সাংখ্যবাদী ঐরূপ বেদেরও অনাপ্তত্ব নির্দ্দেশ করিবার জন্য যদি সংশয় উত্থাপন করেন যে, 'বৃষ্টিপ্রার্থী কারীরী যাগ করিবে' এই বেদ-বিধানানুসারে কেহ সেই যজ্ঞ করিয়াও ফল প্রাপ্ত হয় না, এরূপ যখন দেখা যায়, তখন বেদকেই বা কি প্রকারে 'আপ্ত' বলা যায়? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ সূত্রকার বলিতেছেন

যে, না, সাংখ্যাদি স্মৃতির ন্যায় বেদের অপ্রামাণ্য বলা যায় না। কারণ সাংখ্যাদি স্মৃতি ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা প্রভৃতি দোষচতুষ্টয়-যুক্ত কপিলাদি জীব বিশেষের রচিত; আর বেদ অপৌরুষেয়। সুতরাং নিত্য ও দোষনির্ম্মুক্ত। ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণেই অবগত হওয়া যায়, তাহা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। মন্বাদি স্মৃতি কিন্তু বেদমূলক বলিয়াই প্রমাণ। যুক্তি ও শ্রুতি-প্রমাণে বেদের নিত্যত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। কেহ যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষও করেন যে, বেদ যখন যজ্ঞপুরুষ হইতে জন্মিয়াছে, জানিতে পারা যায়, তখন, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া তাহাকেও অনিত্য বলা যায়, তদুত্তরে ভাষ্যকার বলেন যে, এ-স্থলে জন্ম শব্দের অর্থ 'আবির্ভাব'। **শিবাদি ঋষি পর্য্যন্ত** সকলেই এই বেদের স্মরণকারী, এই বেদ স্বয়ম্ভু, ইহার কেহ কারক নাই। যদি বল, কোন কোন শ্রুতিতে ফলের কথা নাই বলিয়া তাহাদের অপ্রামাণ্য, তাহাও বলিতে পার না; কারণ ভাষ্যকার বলেন, অধিকারিবোধক শ্রুতি মাত্রই সর্ব্বত্র ফল দর্শন করে। আর যদি বল, অনুষ্ঠান করিয়াও যেখানে ফল দেখা যায় না, সেখানে অনুষ্ঠান কর্ত্তারই বৈগুণ্যদোষে ঐরূপ ঘটিয়া থাকে, বিচার করিতে হইবে। অতএব বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য, স্বয়ম্ভু, ও পরম প্রমাণ। বেদানুসারী স্মৃতি সমূহও প্রমাণ কিন্তু সাংখ্যাদি স্মৃতি বেদবিরুদ্ধ বলিয়াই অপ্রমাণ।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতিতেও পাই,—

"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদ ইতি"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম ॥" (ভাঃ ৬।১।৪০)

আরও পাই,—

"শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ॥" (ভাঃ ১১।২১।৩৬)

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।" (১৫।১৫)

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হয় হানি ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৭।১৩২)

আরও পাই,—

"প্রভু কহে, বেদান্তসূত্র—ঈশ্বর বচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ ॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৭।১০৬-১০) ॥ ৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্যাদেতৎ "তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাম্, তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম' ইতি ছান্দোগ্যে। "তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ কো নো বিশিষ্ট" ইতি বৃহদারণ্যকে চ বাধিতার্থকং বাক্যং বীক্ষ্যতে তাদৃশঞ্চৈব "বন্ধ্যাসুতো ভাতি" ইতিবৎ অপ্রমাণমেব। এবমেকদেশাপ্রামাণ্যেনান্যস্যাপ্যপ্রামাণ্যা-জ্জগৎকারণত্বং ব্রহ্মণঃ শ্রূয়মাণং নেতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে শ্রুতি পাওয়া যায়, তাহাতে জলাদির কর্ত্তৃত্ব বোধিত হওয়ায় পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ব বাধিত হইতেছে, যথা—'তত্তেজ ঐক্ষত…কো নো বিশিষ্ট' ইতি—সেই তেজ ঈক্ষণ করিল আমি বহু হইব, সেই জল ঈক্ষণ করিল আমরা বহু হইব, ইহা ছান্দোগ্য শ্রুতি, ইহা বাধিত-অর্থ বুঝাইতেছে, যেহেতু তাহাদের জড়ত্ব-নিবন্ধন ঈক্ষণ ও কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে, আবার 'তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ কো নো বিশিষ্ট ইতি' সেই এই প্রাণবায়ুগুলি 'আমিই শ্রেয়ের কারণ' এই লইয়া বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? বৃহদারণ্যকে এইরূপ কর্ত্তৃত্ব-বাধক বাক্য শ্রুত হইতেছে, তাহা বাধিত-বিষয়ক। কেননা, জড় প্রাণ প্রভৃতির কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে। সেই প্রকার

তেজ প্রভৃতির কর্ত্তৃত্ব বোধকবাক্য 'বন্ধ্যাপুত্র শোভা পাইতেছে' এই বাক্যের মত অপ্রমাণ, অতএব যখন বেদের কোনও এক অংশ অপ্রমাণ হওয়ায় বেদের অন্যাংশও অপ্রমাণ; তাহা হইলে ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্ব শ্রুত হইলেও প্রমাণ হইবে না? পূর্ব্বপক্ষী এই যদি বলেন, তাহাতে উত্তর করিতেছেন,—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্যাদিতি। তেজোঽপামীক্ষিতৃত্বং সঙ্কল্পশ্চেত্যে-তদর্থকং বাক্যং বাগাদের্বিবাদিত্ববোধকঞ্চ যদ্বাক্যং তদ্বাধিতার্থকং জড়েষু তেষু তদসম্ভবাৎ ইত্যাশয়ঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অগ্নি, জলের ঈক্ষণ-কর্ত্তৃত্ব ও জগৎ-সৃষ্টির সঙ্কল্প—এই অর্থ-বোধক যে ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্য ও বাক্ প্রভৃতির বিবাদকর্ত্তৃত্ববোধক যে বৃহদারণ্যকোক্ত বাক্য, এগুলি অসঙ্গত-অর্থ প্রকাশ করিতেছে, যেহেতু সেই জড় অগ্নি প্রভৃতি ও বাক্ প্রভৃতিতে ঈক্ষণ-বিবাদাদি অসম্ভব, ইহাই তাৎপর্য্য।

অভিমানি-ব্যপদেশাধিকরণম্

সূত্রম্—অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—'তু'—না, অপ্রমাণ হইবে, ঐ শঙ্কা হইতে পারে না, তবে তেজ প্রভৃতির ঈক্ষণ ও সঙ্কল্প-বোধকবাক্যের উপায় কি? উত্তরে বলিতেছেন—'অভিমানিব্যপদেশঃ'—তেজ প্রভৃতি জড়ের উদ্দেশে ঐ ঈক্ষণাদির উল্লেখ নহে, কিন্তু সেই তেজ প্রভৃতির উপর আত্মাভিমানী চেতন দেবতাদিগের উদ্দেশে। এ কোথা হইতে পাইলে? উত্তর—'বিশেষানুগতিভ্যাম্'—বিশেষ অর্থাৎ তেজ, প্রাণ প্রভৃতির বিশেষণরূপে দেবতা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং অনুগতি অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতির বাক্ প্রভৃতিরূপে মুখাদির মধ্যে প্রবেশ-ক্রিয়া দ্বারা দেবতার ঈক্ষণ, সঙ্কল্প, বিবাদাদির উল্লেখ আছে ॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায়। তত্তেজ ইত্যাদিব্যপ-দেশঃ তেজ-আত্মভিমানিনীনাং চেতনানাং দেবতানামেব ন ত্বচেতনানাং তদাদীনাম্। কুতঃ? বিশেষেতি। "হন্তাহমিমাস্তিস্রো

দেবতা" ইতি—তেজোঽবন্নানাং সর্ব্বা হ বৈ দেবতা অহং শ্রেয়সে বিবদমানাস্তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বেতি প্রাণানাঞ্চ তত্র তত্র দেবতাশব্দেন বিশেষণাৎ। "অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদাদিত্য শ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ" ইত্যাদ্যৈতরেয়কে বাগাদ্যভিমানি-তয়াগ্ন্যাদীনামনুপ্রবেশশ্রবণাচ্চ। স্মৃতিশ্চ—"পৃথিব্যাদ্যভিমানিন্যো দেবতাঃ প্রথিতৌজসঃ। অচিন্ত্যাঃ শক্তয়স্তাসাং দৃশ্যন্তে মুনিভিশ্চ তা" ইতি। এবং "গ্রাবাণঃ প্লবন্ত" ইত্যত্রাপি কর্ম্মবিশেষাঙ্গ-ভূতানাং গ্রাব্ণাং বীর্য্যবর্দ্ধনার্থা স্তুতিরিয়ম্। সা চ শ্রীরামকৃত-সেতুবন্ধাদৌ যথাবদেবেতি ন ক্বাপ্যনাপ্তত্বং বেদস্য তেন তদুক্তং ব্রহ্মণো বিশ্বৈককারণত্বং সুস্থিরম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার নিরাসের জন্য। 'তত্তেজ ঐক্ষত' ইত্যাদি বাক্য যাহা বলা হইয়াছে, উহা তেজ প্রভৃতির উপর অভিমানী চেতন দেবতাদের সম্বন্ধেই, তদ্‌ভিন্ন অচেতন তেজ প্রভৃতির সম্বন্ধে নহে। কি কারণে? তাহা বলিতেছেন—'বিশেষানুগতিভ্যাম্'। 'হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা' ইতি মহাশয়! আমি (প্রাণ), আর এই তেজ প্রভৃতি দেবতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই শ্রুতিতে তেজ প্রভৃতিকে দেবতা বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। আবার "তেজোঽবন্নানাং সর্ব্বা হ বৈ দেবতা ...বিদিত্বা" ইতি অগ্নি, জল, পৃথিবীর অভিমানিনী সকল দেবতাই 'আমি শ্রেষ্ঠ' এইভাবে শ্রেয়স্ত্ব লইয়া বিবাদ করিতে করিতে শেষে সেই দেবগণ প্রাণোপসনায় নিঃশ্রেয়স—নিশ্চিত শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মুক্তি বুঝিয়া—এই উক্তির দ্বারা প্রাণ প্রভৃতিকে ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে দেবতা শব্দের দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে, আরও দেখা যায় 'অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ' অগ্নি বাক্‌রূপ ধরিয়া মুখ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আদিত্য (সূর্য্য) চক্ষুঃ হইয়া দুই অক্ষিতে প্রবিষ্ট হইলেন ইত্যাদি ঐতরেয় উপনিষদে বাক্ প্রভৃতির উপর অভিমানিরূপে অগ্নি প্রভৃতির মুখাদি মধ্যে প্রবেশ শ্রুত হইতেছে, এবং স্মৃতিবাক্যও আছে—"পৃথিব্যাদ্যভিমানিন্য···মুনিভিশ্চ তাঃ।" পৃথিবী প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা বিখ্যাত শক্তিসম্পন্না, মুনিগণ তাঁহাদের

সেই সব অচিন্তনীয় শক্তি দেখেন। এইরূপ 'গ্রাবাণঃ প্রবন্তে' পাথর ভাসে, এই উক্তির মধ্যেও যাগবিশেষের অঙ্গ শিলা সমূহের স্তুতি করা হইয়াছে, তাহা তাহাদের বীর্য্য (শক্তি) বৃদ্ধির জন্য। সেই বীর্য্যবত্তা—শ্রীরামায়ণে শ্রীরামকৃত সেতুবন্ধন প্রভৃতিতে যথাযথভাবেই লক্ষিত হইয়াছে, অতএব কুত্রাপি বেদের অপ্রামাণ্য নাই, সেই কারণে শ্রুত্যুক্ত পরমেশ্বরের একমাত্র বিশ্বকর্তৃত্ব অব্যাহত জানিবে ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অভিমানীতি। অহং শ্রেয়সে স্বস্বশ্রৈষ্ঠ্যায়। ব্রহ্মেতি প্রজাপতিঃ। তদাদীনাং তেজ-আদীনাম্। তত্র তত্রেতি ছান্দোগ্যে বৃহদারণ্যকে চেতি ক্রমাদ্বোধ্যম্। এতদর্থমেব দ্বয়োঃ প্রাগুল্লেখঃ। পৃথিব্যাদীতি ভবিষ্যপুরাণে। গ্রাবাণঃ শিলাঃ ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ—'অভিমানিব্যপদেশঃ' ইত্যাদি সূত্রে। অহং শ্রেয়সে অর্থাৎ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য। ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রজাপতি। তদাদীনাং—তেজ প্রভৃতির, তত্র তত্র—প্রথম তত্র পদের অর্থ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে, দ্বিতীয় 'তত্র' পদের অর্থ বৃহদারণ্যকে। ইহা যথাক্রমে বোধ্য। এই নিমিত্তই দুইটির পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে। 'পৃথিব্যাদ্যভিমানিন্যঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি ভবিষ্যপুরাণে আছে। গ্রাবাণঃ—অর্থাৎ প্রস্তর শিলা ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে বেদবিরোধী আর একটি পূর্ব্বপক্ষ তুলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও শ্রুতি-প্রমাণে না হয় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা গেল, কিন্তু ছান্দোগ্যের "তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি (ছাঃ ৬।২।৩) এবং বৃহদারণ্যকের "তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা" (৬।১।৭) প্রভৃতি বাধিতার্থক বাক্যসমূহের দ্বারা বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় তেজ, প্রাণ প্রভৃতি জড় পদার্থের দ্বারা সৃষ্টি হওয়া সর্ব্বতোভাবে অপ্রমাণ, সুতরাং বেদের একদেশের প্রামাণ্য ও অন্য অংশের অপ্রামাণ্য বশতঃ ব্রহ্মের শ্রূয়মাণ জগৎকারণত্ব প্রমাণ নহে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিতে গিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে—না, উহাদ্বারা অপ্রমাণ হইবে না; কারণ তেজ, প্রাণ প্রভৃতিতে চেতন দেবতার অভিমানের ব্যপদেশ হইয়াছে, উহা অচেতন জড়ের উদ্দেশে ব্যপদিষ্ট হয় নাই কারণ বিশেষণ ও অনুগতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে ভাষ্যকার তেজোঽভিমানিদেবতার কথা, এবং অগ্ন্যাদির মুখমধ্যে প্রবেশের কথা, শ্রীরামলীলায় সেতু বন্ধনাদিতে পাষাণের ভাসমান-কথা, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

সুতরাং বেদের অপ্রামাণ্য কোথায়ও নাই এবং ব্রহ্মই যে বিশ্বের একমাত্র কারণ, তাহাও স্পষ্টভাবে স্বীকৃত।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"এতান্যসংহত্য যদা মহদাদীনি সপ্ত বৈ।
কালকর্ম্মগুণোপেতো জগদাদিরুপাবিশৎ ॥
ততস্তেনানুবিদ্ধেভ্যো যুক্তেভ্যোঽণ্ডমচেতনম্।
উত্থিতং পুরুষো যস্মাদুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট্ ॥"
(ভাঃ ৩।২৬।৫০-৫১)

"হিরণ্ময়াদণ্ডকোষাদুত্থায় সলিলেশয়াৎ।
তমাবিশ্য মহাদেবো বহুধা নির্ব্বিভেদ খম্ ॥
নিরভিদ্যতাস্য প্রথমং মুখং বাণী ততোঽভবৎ।
বাণ্যা বহ্নিরথো নাসে প্রাণোতো ঘ্রাণ এতয়োঃ ॥" ইত্যাদি—
(ভাঃ ৩।২৬।৫৩-৫৪)

আরও পাই,—

"যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্ ॥" (ভাঃ ১।২।৩২)

শ্রীমদ্ভাগবতে মহদাদি-অভিমানী দেবগণের স্তবেও পাই,—

'এতে দেবাঃ কলা বিষ্ণোঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ।
নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুম্ ॥"
(ভাঃ ৩।৫।৩৮)

অর্থাৎ এই সকল মহদাদি-অভিমানী দেবতা সকল বিষ্ণুর অংশ। বিকৃতি, বিক্ষেপ ও চেতনা ইত্যাদি গুণ সকল তাহাদিগের মধ্যে বিরাজিত। তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধাভাব-হেতু তাহারা ব্রহ্মাণ্ড রচনায় অসমর্থ হেতু কৃতাঞ্জলি হইয়া পরমেশ্বরকে স্তব পূর্ব্বক বলিলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে গীতার "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ" শ্লোকও আলোচ্য। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—'অগ্নির্জ্যোতিঃ শব্দাভ্যাম্' "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি (ছাঃ ৫।১০) শ্রুত্যুক্ত্যা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে" ॥ ৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পুনরপি ব্রহ্মোপাদানতাক্ষেপায় তর্কমাশ্রয়ন্ সাংখ্যঃ প্রবর্ত্ততে। যদ্যপ্যয়মাত্মযাথাত্ম্যনির্ণয়ে ত্যক্তস্তর্কঃ শ্রুতিবিরোধাৎ "ন কুতর্কাপসদস্যাত্মলাভ" ইত্যুক্তেঃ। তথাপি পরং প্রতি দৌষ্যপ্রকাশনমেতৎ। তত্রৈবং সংশয়ঃ। জগদ্ব্রহ্মোপাদানকং স্যান্ন বেতি। কিং প্রাপ্তং ব্রহ্মোপাদানকং নেতি বৈরূপ্যাৎ। সর্ব্বজ্ঞসর্ব্বেশ্বরবিশুদ্ধসুখরূপতয়া ব্রহ্মাভিমতম্। অজ্ঞানীশ্বরমলিনদুঃখিতয়া প্রত্যক্ষাদিভিরবগতং জগৎ। অতস্তয়োর্বৈরূপ্যং নির্ব্বিবাদম্। উপাদেয়ং খলু উপাদানস্বরূপং দৃষ্টম্। যথা মৃৎসুবর্ণতন্ত্বাদ্যুপাদেয়ং ঘটমুকুটপটাদি। অতো বৈ ব্রহ্মবৈরূপ্যেণ তদুপাদেয়ত্বাসম্ভবাৎ তৎস্বরূপমুপাদানং কিঞ্চিদন্বেষণীয়ম্। তচ্চ প্রধানমেব। সুখদুঃখমোহাত্মকং জগৎ প্রতি তাদৃশস্য তস্যৈব যোগ্যত্বাৎ। যচ্চোপাদেয়সারূপ্যসাধনায় তথাভূতেঽপ্যুপাদানে ব্রহ্মণি চিজ্জড়াত্মিকাতিসূক্ষ্মা শক্তিদ্বয়ী প্রাগপ্যস্তীত্যুচ্যতে। তেনাপি বৈরূপ্যং দুষ্পরিহরং সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মশক্তিকাদুপাদানাৎ স্থূলতরোপাদেয়োদয়নিরূপণাৎ। এবমন্যচ্চ বৈরূপ্যং বিভাবনীয়ম্। এবং ব্রহ্মবৈরূপ্যাত্তদুপাদানকং জগন্নেতি তর্কশ্চ শাস্ত্রস্যাবশ্যাপেক্ষ্যঃ তদনুগৃহীতস্যৈব কচিদ্বিষয়েঽর্থনিশ্চয়হেতুত্বাদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তমিমং নিরস্যতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পুনরায় ব্রহ্মের জগদুপাদানকারণতার প্রতিবাদের জন্য তর্ক লইয়া সাংখ্যবাদী প্রবৃত্ত হইতেছে—যদিও এই সাংখ্যবাদী কপিল আত্মার যথার্থতা বা প্রামাণ্য-নিশ্চয়ে তর্কহীন, কেননা, তিনি নিজেই সূত্র রচনা করিয়াছেন—'শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্যাত্মলাভঃ' কুতর্কের জন্য অধমের আত্মলাভ হইতে পারে না; যেহেতু তাহাতে শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে। এই যদি হইল, তবে তিনি তর্ক আশ্রয় করিলেন

কেন? তাহা হইলেও পরের প্রতি দোষ প্রকাশ তাঁহার উদ্দেশ্য—ইহা হইল। তাহাতে সংশয় এই প্রকার—জগৎ ব্রহ্মোপাদানক কি না? অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ কিনা? তুমি কি বলিতে চাও? পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—'জগৎ ব্রহ্মোপাদানক' ইহা হইতে পারে না; যেহেতু তাহাতে কার্য্য-কারণের বৈরূপ্য—বিভিন্নরূপতা ঘটে। কথাটি এই—উপাদান কারণ যেমন হয়, উপাদেয় কার্য্যও তাদৃশ হয়, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইলে জগৎও ব্রহ্মের মত হইত। বৈদান্তিকগণের অভিমত—ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, বিশুদ্ধ ও আনন্দস্বরূপ, কিন্তু কার্য্য জগৎ তাহার বিপরীত, যেহেতু জগৎ অজ্ঞান, অনীশ্বর, মলিন (রাগ-দ্বেষযুক্ত) ও দুঃখময়, ইহা প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসিদ্ধ। অতএব জগৎ ও ব্রহ্মের যে বৈরূপ্য ইহাতে কোন বিবাদ নাই। উপাদেয় অর্থাৎ সমবেত কার্য্য উপাদান-সরূপ হইবেই, যেমন মৃত্তিকা, সুবর্ণ, তন্তু প্রভৃতির কার্য্য মুকুট-কুণ্ডলাদি সুবর্ণসরূপ, ঘটাদি মৃত্তিকাসরূপ, পটাদি তন্তু প্রভৃতিসরূপ। অতএব ব্রহ্মের সহিত বৈরূপ্যবশতঃ জগৎ ব্রহ্মের উপাদেয় হইতে পারে না। সেজন্য সেই উপাদেয় সমানরূপ কোন একটি উপাদান কারণ অন্বেষণ করিতে হইবে। সেই উপাদান এক প্রধানই হয়; যেহেতু জগৎ সুখ, দুঃখ, মোহে পূর্ণ, প্রধানও তাহাই, অতএব যোগ্য উপাদান কারণ প্রধান। আর তোমরা যে এই আপত্তির পরিহারার্থ উপাদেয়ের সহিত সমানরূপতা সাধনের জন্য অসমানরূপ উপাদান ব্রহ্মে দুইটি শক্তি—একটি চিৎস্বরূপা, অন্যটি জড়াত্মিকা, অতিসূক্ষ্মা অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয়া এই দুইটি শক্তি পূর্ব্বেও আছে, এই যদি বল, তাহার দ্বারাও এস্থলে উপাদানোপাদেয়ের বৈরূপ্য দূরীকৃত হইবে না। যেহেতু সূক্ষ্মশক্তি-সম্পন্ন সূক্ষ্ম উপাদান (ব্রহ্ম) হইতে স্থূলরূপ উপাদেয়ের (কার্য্যের) উৎপত্তি নিরূপিত হইতেছে। এইরূপ আরও বৈরূপ্য আছে, তাহা স্বয়ং উদ্ভাবনীয়। এইরূপে ব্রহ্মের সহিত বৈরূপ্যহেতু জগৎ ব্রহ্মোপাদানক নহে, সে-সম্বন্ধে তর্কও শাস্ত্রের অবশ্য গ্রাহ্য। কারণ তর্কানুগৃহীত বিষয়ই কোন কোনও বিষয়ে পদার্থ-নিশ্চয়ের হেতু হইয়া থাকে; ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর মত। সূত্রকার তাহাই নিরাস করিতেছেন,—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—সাংখ্যাদিস্মৃত্যা নির্মূলয়া বিরোধঃ সমন্বয়ে মাভূৎ প্রত্যক্ষমূলেনানুমানেন তত্র সোঽস্ত্বিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ

পুনরপীত্যাদি। যদ্যপি সাপেক্ষেণ তর্কেণ নিরপেক্ষশ্রুতিসমন্বয়ো ন শক্যো বিরোদ্ধুং তথাপি দৃষ্টার্থানুসারেণার্থসম্পর্কত্বাৎ বলবতা তর্কেণ পরোক্ষার্থ-বোধনস্বভাবে শ্রুতিশব্দে বিরোধঃ শক্যঃ কর্তুমিতি। তর্কাশ্রয়েণ প্রতিবাদিনঃ প্রবৃত্তিঃ। তর্কাগম্যে গ্রহচেষ্টাদৌ শব্দস্যৈব সাধকতমত্বদর্শনাদতি-সূক্ষ্মে কারণে বস্তুনি তস্যৈব তত্ত্বমিতি বাদিনঃ প্রতিপত্তির্বোধ্যা। যদ্যপীতি। অয়ং কপিলঃ। তথাচ প্রকৃতিপুরুষসংযোগা নিত্যানুমেয়া ইতি বাচাটত্বাদেব তদীয়ভণিতিরিতি ভাবঃ। শ্রুতীত্যাদি তৎসূত্রম্। "কুতর্কৈরপসদস্যাধমস্য নাত্মলাভঃ। তর্কেণ সহ শ্রুতের্বিরোধাৎ।" আত্মা খলু শ্রুত্যেকগম্যো "নাবেদ-বিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তথাপীতি। তথাচ বঞ্চকঃ স ইতি ভাবঃ। তর্কং দর্শয়তি জগদিতি। জগৎ প্রধানোপাদানকং তৎসারূপ্যাৎ। ব্রহ্মোপাদানকং ন তদ্বৈরূপ্যাৎ। তেনেতি। অতিসূক্ষ্মশক্তিদ্বয়াঙ্গী-কারেণাপীত্যর্থঃ। তর্কশ্চেতি। তদনুগৃহীতস্য তর্কপোষিতস্য। কচিদ্বিষয় ইতি। অতএব মন্তব্য ইত্যুক্তম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে—সাংখ্যাদিস্মৃতি বেদ-বিরুদ্ধ বলিয়া নির্মূল, তাহার সহিত যেন বেদান্ত-বাক্যের সমন্বয়ে বিরোধ না হউক, কিন্তু প্রত্যক্ষমূলক অনুমান দ্বারা সমন্বয়ে বিরোধ হউক, এই আক্ষেপ সঙ্গতি ধরিয়া বলিতেছেন—'পুনরপি' ইত্যাদি ভাষ্যকার। যদিও সাপেক্ষ তর্কদ্বারা নিরপেক্ষ শ্রুতির সমন্বয়ের বিরোধ করিতে পারা যায় না, তাহা হইলেও তর্ক দৃষ্টার্থানুসারে অর্থ বোধ করাইতেছে, এজন্য প্রবল তর্ক (যুক্তিবাক্য) দ্বারা স্বভাবতঃ পরোক্ষার্থবোধক শ্রুতি-শাস্ত্রে বিরোধ করিতে পারা যায়, এইরূপে প্রতিবাদী তর্ক অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইতেছেন। বাদীর অভিমত এই যে, গ্রহগণের চেষ্টা প্রভৃতিতে তর্কের কোনও অধিকার নাই, তথায় শব্দই করণ দেখা যায়, অতএব এখানেও অতিসূক্ষ্ম-কারণ বস্তুস্বভাব পরমেশ্বরে শব্দেরই (শ্রুতিরই) করণত্বে অধিকার। 'যদ্যপ্যয়মাত্মযাথাত্ম্যনির্ণয়ে' ইত্যাদি—অয়ং—অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক কপিলের অভিপ্রায় এই, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ নিত্যরূপে অনুমেয়—এই উক্তি বাচালতারই পরিচয়। তাঁহার সূত্র তাহাই বলিতেছে—'শ্রুতি-বিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্যাত্মলাভঃ' কুতর্কদ্বারা অধম প্রতিবাদী আত্মলাভ করিতে পারে না অর্থাৎ দাঁড়াইতে পারে না ; যেহেতু তাহার তর্কের সহিত শ্রুতির

বিরোধ ঘটে। আত্মা একমাত্র শ্রুতিদ্বারা বোধ্য, অবেদজ্ঞ ব্যক্তি সেই বৃহত্তম ব্রহ্মকে বুঝিতে পারে না, এইরূপ শ্রুতি যেহেতু আছে। তথাপি 'পরং প্রতি' ইত্যাদি—ইহার অভিপ্রায়—ঐ বক্তা বঞ্চক অর্থাৎ বাগ্‌জালে লোককে প্রতারিত করিতেছে। সাংখ্যবাদী তর্ক দেখাইতেছেন—এই অনুমানে তর্ক এইরূপ 'জগদ্ যদি ব্রহ্মোপাদানকং স্যাৎ তর্হি তদেকরূপং স্যাৎ যথা ঘটঃ জগৎ প্রধানোপাদানকং তৎসারূপ্যাৎ, জগৎ ন ব্রহ্মোপাদানকং তদ্বৈরূপ্যাৎ।' জগৎ যদি ব্রহ্মের উপাদেয় হইত, তবে ব্রহ্মের সহিত একরূপ হইত, যে যাহার সহিত একরূপ সে তাহার কার্য্য, যেমন মৃত্তিকার সহিত একরূপ ঘট, অতএব উহা মৃত্তিকার কার্য্য। বিপক্ষে—'যন্নৈবং তন্নৈবং যথা জলাদিকম্' যাহা একরূপ নহে, তাহা তাহার কার্য্য নহে ; যেমন জল মৃত্তিকার সমানরূপ নহে, এজন্য মৃত্তিকার কার্য্য নহে, সেইরূপ এখানেও জগৎ প্রধানের উপাদেয়—কার্য্য। যেহেতু জগৎ প্রধানের সমানরূপ অর্থাৎ প্রধান যেমন সুখ-দুঃখ-মোহস্বভাব, জগৎও তাহাই। এজন্য প্রধান তাহার উপাদান কিন্তু ব্রহ্ম জগতের উপাদান নহে, যেহেতু ব্রহ্মের সহিত তাহার বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে। 'তেনাপি বৈরূপ্যং দুষ্পরিহরম্' ইতি তেন অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম-শক্তিদ্বয় স্বীকার দ্বারাও। 'ব্রহ্ম-বৈরূপ্যাৎ জগৎ তদুপাদানকং নেতি' 'তর্কশ্চ ইতি তদনুগৃহীতস্যৈবেতি' তর্কদ্বারা পোষিত (দৃঢ়ীকৃত) শাস্ত্রেরই। কচিদ্বিষয়ে ইতি। অতএব তাহাই মনে করিতে হইবে, ইহাই বলিয়াছেন।

দৃশ্যতে ত্বিত্যধিকরণম্

সূত্রম্—দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—'তু' কিন্তু অর্থাৎ এ আশঙ্কা করিও না, যেহেতু 'দৃশ্যতে' দেখা যায় অর্থাৎ বিরূপ দুইটির উপাদান-উপাদেয় ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যথা মধু হইতে পোকার উৎপত্তি ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দেন শঙ্কা নিরস্যতে। পূর্ব্বতো নেত্যনুবর্ত্ততে। যদুক্তং ব্রহ্মবৈরূপ্যাত্তদুপাদানকং জগন্নেতি তন্ন বিরূপাণামপ্যুপাদানোপাদেয়ভাবস্য দৃষ্টত্বাৎ। যথা গুণানামুৎপত্তি-র্বিজাতীয়াদ্‌দ্রব্যাৎ যথা কৃমীণাং মাক্ষিকাৎ যথা করিতুরগাদীনাং

কল্পদ্রুমাৎ যথা চ সুবর্ণাদীনাং চিন্তামণেরিতি, ইত্থমভিপ্রেত্যৈব দৃষ্টান্তিতমাথর্ব্বণিকৈঃ—"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" ইতি ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা নিরাকৃত হইতেছে। পূর্ব্ব সূত্র হইতে 'ন' এই নিষেধার্থক নঞ্ পদটি এ সূত্রে অনুবৃত্ত হইতেছে, অতএব অর্থ দাঁড়াইল—তোমরা যে বলিয়াছ, ব্রহ্মের সহিত বিরূপতা-নিবন্ধন জগৎ ব্রহ্মোপাদানক হইতে পারে না, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে; যেহেতু বৈরূপ্য থাকিলেও দুইটি পদার্থের উপাদান-উপাদেয়ভাব দেখা গিয়াছে, যেমন গুণ-সমুদায়ের উৎপত্তি তাহার বিজাতীয় দ্রব্য হইতে হয়। আবার বিজাতীয় উপাদান হইতে উপাদেয়ের উৎপত্তি-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই, যেমন মধু হইতে কৃমিদিগের (পোকাদের) উৎপত্তি হয়। যেমন হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির উৎপত্তি কল্পবৃক্ষ হইতে, আরও যেমন সুবর্ণ প্রভৃতির উৎপত্তি চিন্তামণি হইতে। এইরূপ দার্ষ্টান্তিকের অভিপ্রায়েই অথর্ব্ববিদ্গণ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—'যথোর্ণনাভিঃ……বিশ্বমিতি'—যেমন উর্ণনাভ (মাকড়সা) সূত্র সৃষ্টি করে এবং নিগরণ করে, যেমন পৃথিবীতে ব্রীহিযবাদিশস্য উৎপন্ন হয়। যেমন সজীব দেহ হইতে কেশ-লোমাদি নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ—পরমেশ্বর হইতে বিশ্ব সম্ভূত হয় ॥ ৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দৃশ্যতে ইতি। বিরূপাণাং বিধর্ম্মণামপি। যথোর্ণেতি। সৃজতে তন্তূন্ গৃহ্ণতে নিগিরতি। সতো জীবতঃ। পুরুষাদ্দেহাৎ। অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ ॥ ৬ ॥

টীকানুবাদ—'দৃশ্যতে তু' এই সূত্র। 'বিরূপাণামপি উপাদানোপাদেয়-ভাবস্য দৃষ্টত্বাদিতি'—বিরূপাণামপি—অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম সম্পন্নদেরও। যথোর্ণনাভিরিত্যাদি সৃজতে অর্থাৎ তন্তু উৎপাদন করে এবং গৃহ্ণতে অর্থাৎ নিগরণ করে। যথা সতঃ পুরুষাৎ—সতঃ অর্থাৎ জীবিত দেহ হইতে। অক্ষরাৎ—পরব্রহ্ম হইতে ॥ ৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, এই বিষয়ে আক্ষেপ-নিমিত্ত সাংখ্যবাদী তর্কাশ্রয় পূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ আরম্ভ করিতেছেন। তাহাদের

সংশয়—ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের মধ্যে যখন বিরূপতা রহিয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, বিশুদ্ধ ও সুখস্বরূপ এবং জগৎ অজ্ঞান-আচ্ছন্ন, অনীশ্বর, মলিন ও দুঃখময়, তখন উপাদান ও উপাদেয়ের মধ্যে এইরূপ বিরূপতাবশতঃ ব্রহ্মকে জগতের উপাদান-কারণ বলা যাইতে পারে না। কারণ উপাদান ও উপাদেয় একই সরূপ হইবে, যেমন মৃত্তিকাদি উপাদানের উপাদেয় ঘটাদি। সুতরাং জগতের ন্যায় প্রধানও সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক বলিয়া প্রধানকেই জগতের উপাদান বলা সঙ্গত। ব্রহ্মের চিদ্ ও অচিৎ শক্তিদ্বয় স্বীকারের দ্বারাও এই বৈরূপ্য দূরীভূত করা যায় না, অতএব জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্ম; ইহা নিশ্চয় করা যায় না, সাংখ্যবাদীর এই পূর্ব্বপক্ষ নিরসন করিবার জন্য সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বৈরূপ্যবশতঃ ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারে না, এই মত সঙ্গত নহে; কারণ বৈরূপ্যবিশিষ্ট দুইটি বস্তুরও উপাদান ও উপাদেয়ভাব দৃষ্ট হয়। যেমন গুণসমূহের বিজাতীয় দ্রব্য হইতে উৎপত্তি, মধু হইতে ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি, কল্পদ্রুম হইতে হস্তী, অশ্বের উৎপত্তি, চিন্তামণি হইতে সুবর্ণের উৎপত্তি। আরও যেমন উর্ণনাভি (মাকড়সা) সূত্র সৃজন করে, নিগরণ করে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি, জীবের জীবিত শরীর হইতে কেশরোমাদি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, সেইরূপ অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

> "যথা নভস্যভ্রতমঃ-প্রকাশা
> ভবন্তি ভূপা ন ভবন্ত্যনুক্রমাৎ।
> এবং পরে ব্রহ্মণি শক্তয়স্ত্বমূ
> রজস্তমঃসত্ত্বমিতি প্রবাহঃ ॥" (ভাঃ ৪।৩১।১৭)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"নন্থ গুণময়স্য বিশ্বস্য গুণাতীতো হরিঃ কথং কারণং ন হি মৃণ্ময়স্য ঘটস্য মৃদতীতং বস্তূপাদানকারণং ভবিতুমর্হতি উপাদানত্বে চ হরেঃ কথং বা নির্ব্বিকারত্বমিত্যাহ—"যথা অভ্রতমঃ প্রকাশা নভসি দৃশ্যমানাঃ" ইত্যাদি। ……শ্রীনারদস্য মতে ভগবতো গুণময়জগদুপাদানত্বং নির্ব্বিকারত্বঞ্চ সিদ্ধমতএবাত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি হরসি পাসীতি দেবৈর্বক্ষ্যতে—"যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতে-

মৃ´দিবাবিকৃতাৎ" ইতি শ্রুতিভিশ্চ (১০।৮৭।১৫), "নমো নমস্তেঽখিলকারণায় নিষ্কারণায়াদ্ভুতকারণায়" ইতি গজেন্দ্রেণ চ কারণস্ত তদেবাদ্ভুতত্বং যদুপাদানত্বেঽপি নির্ব্বিকারত্বং বিবর্ত্তাঙ্গীকারে যুক্তিসম্ভাবাদদ্ভুতত্বং ন স্যাৎ। ব্যাখ্যাতং তত্রৈব স্বামিভিশ্চ—"কারণত্বে চ মৃদাদিবৎ বিকারং বারয়তি—অদ্ভুতকারণায়" ইতি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণ—মূল জগৎ-কারণ।
প্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলস্তন॥
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ।
সেহ নহে, যাতে কর্ত্তা-হেতু নারায়ণ॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা—পুরুষাবতার॥" (চৈঃ চঃ আদি ৫)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" (৯।১০)॥ ৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননূপাদানাৎ বিলক্ষণং চেদুপাদেয়ং তর্হ্যুপাদানে ব্রহ্মণি জগদুৎপত্তেঃ প্রাগসদিত্যাপদ্যেত। পূর্ব্বমৈক্যাবধারণাদসচ্চোৎপদ্যেত। ন চৈতদিষ্টং তে সৎকার্য্যবাদিন ইতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন—যদি উপাদানের বিসদৃশ উপাদেয় হয় বল, তবে উপাদান ব্রহ্মে উপাদেয় জগৎ অসৎ হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ হইয়া পড়িবে, তাহাতে ক্ষতি কি? 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' এই শ্রুতিতে একমাত্র ব্রহ্মেরই সত্তা নির্দ্ধারিত হইতেছে, সেই ব্রহ্মের সহিত সমস্ত বস্তুর ঐক্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় অসৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইবে, ইহা সৎকার্য্যবাদী তোমার অভিপ্রেত নহে, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন,—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। ঐক্যাবধারণাদেকস্যৈব ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বসত্ত্বাদসদেব জগত্তস্মাদুৎপদ্যেতেত্যর্থঃ। ন চেতি। সৎকার্য্যবাদিনস্তে বেদান্তিনোঽপি এতদসৎকার্য্যত্বং নেষ্টমিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' এই শ্রুতিতে 'সদেব' বলায় এক ব্রহ্মই সদ্রূপে ছিলেন, অতএব অসদ্ জগতের উৎপত্তির আপত্তি হয়। ন চেত্যাদি বেদান্তী তুমি সৎকার্য্য-বাদী, তোমার পক্ষে অসৎ-কার্য্যবাদ অভিপ্রেত নহে, তাহা হইয়া পড়িতেছে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর আশয়।

অসদিতি চেদিত্যধিকরণম্

সূত্রম্—অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ॥ ৭॥

সূত্রার্থ—'দৃশ্যতে তু' এই পূর্ব্ব সূত্রদ্বারা কার্য্য-কারণের সমান-রূপতা-নিয়মমাত্র প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন উভয়ের ঐক্য নিষিদ্ধ হইতেছে না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'অসদিতি চেন্ন'—যদি বল, জগৎ অসৎ হইয়া পড়িল, তাহা নহে, কি কারণে? উত্তর—'প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ'—পূর্ব্ব সূত্রে সারূপ্যের ভঙ্গমাত্র দেখান হইয়াছে, ঐক্য নিষেধ করা হয় নাই সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জগৎ বিভিন্ন, ইহা মনে করিবে না॥ ৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নৈষ দোষঃ। কুতঃ? প্রতীতি। পূর্ব্বসূত্রে সারূপ্যনিয়মস্য প্রতিষেধমাত্রং বিবক্ষিতম্। ন তূপাদানাদুপাদেয়স্য দ্রব্যান্তরত্বমপি। ব্রহ্মৈব স্ববিলক্ষণবিশ্বাকারেণ পরিণমত ইত্যঙ্গীকারাৎ। অয়ং ভাবঃ—যস্য সারূপ্যস্যাভাবাৎ ব্রহ্মোপাদানতামাক্ষিপসি তৎ কিং কৃৎস্নস্য ব্রহ্মধর্ম্মস্যানুবর্ত্তনমভিপ্রৈষ্যুত যস্য কস্যচিদিতি। নাদ্যঃ উপাদানোপাদেয়ভাবানুপপত্তেঃ। ন হি ঘটাদিষু মৃৎপিণ্ডোপাদেয়েষু পিণ্ডত্বাদ্যনুবৃত্তিরস্তি। দ্বিতীয়ে তু নানিষ্টাপত্তিঃ সত্তাদিলক্ষণস্য ব্রহ্মধর্ম্মস্য প্রপঞ্চেঽপ্যনুবৃত্তেঃ। নন্বু

যেন কেনচিদ্ধর্ম্মেণ সারূপ্যং ন **শক্যং মন্তুং** সর্ব্বস্য সর্ব্বসারূপ্যেণ **সর্ব্বস্মাৎ** সর্ব্বোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ যেন ধর্ম্মেণোপাদানভূতং বস্তু বস্ত্বন্তরাৎ ব্যাবর্ত্ততে তস্য ধর্ম্মস্যোপাদেয়েঽনুবৃত্তিঃ সারূপ্যং যথা তন্ত্বাদিতঃ সুবর্ণং যেন স্বভাবেন ব্যাবর্ত্ততে তস্য কঙ্কণাদিকে তদুপাদেয়েঽনুবৃত্তির্দৃষ্টা তথৈতদ্ দ্রষ্টব্যমিতি চেন্মৈবম্। মাক্ষিকাদিভ্যঃ কৃম্যাদীনামুৎপত্তাবস্য নিয়মস্য ব্যভিচারাৎ। ন চ স্বর্ণকঙ্কণয়োঃ **সর্ব্বথা** সারূপ্যমস্তি অবস্থাভেদাৎ। তথা চ স্বর্ণচিন্তামণ্যোরিব বৈরূপ্যেঽপি **কঙ্কণস্বর্ণয়োরিব** দ্রব্যৈক্যসত্ত্বান্নাসৎ কার্য্যমিতি ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তোমরা যে দোষ দিতেছ, এ দোষ হয় না, কি হেতু? 'প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ'—কারণ পূর্ব্বসূত্রে কার্য্য-কারণের সারূপ্যনিয়মের প্রতিবাদমাত্র বিবক্ষিত, তদ্ভিন্ন উপাদান হইতে উপাদেয় অন্য দ্রব্য, ইহা বলা অভিপ্রেত নহে; যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং নিজ স্বরূপ হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ বিশ্বের আকারে পরিণত হন। অভিপ্রায় এই—যে সমানরূপতার অভাব ধরিয়া তুমি (সাংখ্যবাদী) জগতের ব্রহ্মোপাদানতার প্রতিবাদ করিতেছ, তাহা কি সমগ্র ব্রহ্মধর্ম্মের উপাদেয় জগতে অনুবৃত্তি অভিপ্রায়ে করিতেছ? অথবা যে কোন একটি ব্রহ্মধর্ম্মের অনুবৃত্তিকে ধরিয়া? যদি প্রথমটি বল অর্থাৎ উপাদানের সমস্ত ধর্ম্ম উপাদেয়েতে আসিবে, এই মনে কর, তবে কোন ক্ষেত্রেই উপাদানোপাদেয়ভাব সঙ্গত হয় না। যেহেতু মৃৎপিণ্ডের কার্য্য ঘটে পিণ্ডতার অনুবৃত্তি নাই। আর দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যে কোনও একটি ধর্ম্মের অনুবৃত্তি পক্ষে আমাদের কোনও সিদ্ধান্তের হানি নাই, ইষ্টাপত্তিই আছে। কিরূপে? সত্তাদিরূপ ব্রহ্মধর্ম্মের কার্য্যভূত জগতে অনুবৃত্তিই যেহেতু আছে। আপত্তি এই—সত্তারূপ একটি ধর্ম্ম দ্বারা সমানরূপতা মনে করিতে পার না, তাহাতে সকল বস্তুর সর্ব্বত্বরূপ সারূপ্য লইয়া সর্ব্ব বস্তু হইতে সর্ব্ব বস্তুর উৎপত্তির আপত্তি হয়, সেজন্য বলিতে হইবে যে ধর্ম্মটি দ্বারা উপাদান বস্তু অন্য বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত (পৃথক্‌কৃত) হইতেছে, সেই ধর্ম্মটিরই উপাদেয়ে অনুবৃত্তির নাম সারূপ্য। যেমন তন্তু প্রভৃতি হইতে সুবর্ণ যে ভাস্বরত্ব (দীপ্তি সমুজ্জ্বলত্ব) ধর্ম্মদ্বারা পৃথক্‌ভূত সেই ধর্ম্ম সুবর্ণের কার্য্য কটক কুণ্ডলাদিতে অনুবৃত্ত আছে, দেখা যায়, সেইরূপ এখানেও দেখিতে

হইবে, এই যদি বল, তাহা বলিতে পার না। মধু প্রভৃতি হইতে কৃমি প্রভৃতির উৎপত্তিতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। তাহা ছাড়া স্বর্ণ ও কঙ্কণে সর্ব্বপ্রকারে সারূপ্য নাই, কারণ উভয়ের আকৃতি-অবস্থা বিভিন্ন। অতএব স্বর্ণ ও চিন্তামণির মত কার্য্য-কারণের বৈরূপ্য থাকিলেও কঙ্কণ ও সুবর্ণের মত একদ্রব্যতা থাকায় অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জগতের সত্তা ধর্ম্মের ঐক্য-হেতু কার্য্য অসৎ বলা চলে না ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অসদিতি। ন ত্বিতি। উপাদানাচ্ছক্তিমতো ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ। উপাদেয়স্য জগতঃ। দ্রব্যান্তরত্বং ভিন্নত্বম্। অয়মিতি। সারূপ্যস্য সাধর্ম্ম্যস্য। তৎ কিমিতি। তৎ সারূপ্যং কিং নিখিলব্রহ্মধর্ম্মানুবর্ত্তনং যৎকিঞ্চিদ্ ব্রহ্মধর্ম্মানুবর্ত্তনং বেত্যর্থঃ। ব্যাবর্ত্ততে ভিন্নং প্রতীয়তে। যেন স্বভাবেনেতি ভাস্বরত্বেন গুরুত্বেন চ ধর্ম্মেণেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—'অসদিতি' সূত্র। 'ন তুপাদানাদুপাদেয়স্য' ইত্যাদি ভাষ্য—সূক্ষ্ম-শক্তিমান্ উপাদান ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগতের, দ্রব্যান্তরত্ব—ভেদ, নহে। 'অয়ং ভাবঃ' ইত্যাদি—সারূপ্যস্য—অর্থাৎ সাধর্ম্ম্যের। 'তৎ কিম্ কৃৎস্নস্য ব্রহ্মধর্ম্মস্যেত্যাদি'—তৎ—সেই সারূপ্য, কি যাবদ্ ব্রহ্মধর্ম্মের অনুবৃত্তি অথবা যৎ কিঞ্চিদ্ব্রহ্মধর্ম্মের অনুবৃত্তি ধরিয়া? 'বস্ত্বন্তরাদ্ ব্যাবর্ত্ততে' অন্য বস্তু হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। 'যেন স্বভাবেন ব্যাবর্ত্ততে' যেন স্বভাবেন—ভাস্বরত্ব স্বভাব দ্বারা ও গুরুত্ব স্বভাব দ্বারা ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে সাংখ্যবাদী পুনরায় একটি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন যে, উপাদান ও উপাদেয় বিসদৃশ হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বেই জগৎ অসৎ হইয়া পড়িবে, পূর্ব্বপক্ষের এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,—যদি বল, জগৎ অসৎ হইয়া পড়ে, তাহা নহে, কারণ পূর্ব্বসূত্রে সারূপ্যের প্রতিষেধমাত্র করা হইয়াছে, উপাদান ও উপাদেয়ের দ্রব্যান্তরত্ব অর্থাৎ ভিন্নত্ব বলা হয় নাই। কারণ ব্রহ্মই নিজ হইতে বিলক্ষণ বিশ্বাকারে পরিণত হইয়াছে। সর্ব্ব সারূপ্যের অভাবে ব্রহ্মের উপাদানতা অস্বীকার করা যায় না। সর্ব্বাংশে ব্রহ্মধর্ম্মের অনুবৃত্তি না হইয়া কোন অংশে ব্রহ্মধর্ম্মের সারূপ্য সম্ভবপর হইয়া থাকে। সত্তাদিলক্ষণ-ব্রহ্মধর্ম্মের অনুবৃত্তি প্রপঞ্চে দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

"জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং
ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্।
নান্যৎ ত্বদস্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধং
মায়াগুণব্যতিকরাদ্ যদুরুর্বিভাসি॥" (ভাঃ ৩।৯।১)

অর্থাৎ ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্! বহুকাল উপাসনা করিয়া অদ্য আপনাকে জানিতে পারিলাম। অহো! দেহধারি-জীবগণের কি মন্দ ভাগ্য! যেহেতু তাহারা আপনার তত্ত্ব জানিতে পারে না। আপনিই একমাত্র জানিবার যোগ্য-পুরুষ, যেহেতু আপনি ব্যতীত কোন বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, যাহা আছে বলিয়া প্রতিভাত, তাহাও শুদ্ধ সত্য নহে। আপনি যে জগদ্রূপে বহুরূপ হইয়া প্রকাশিত হন, তাহাও আপনার বহিরঙ্গা প্রধানরূপা মায়ার গুণসমূহের পরিণাম হইতেই প্রতিভাত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হইতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি,—ইথে কি বিস্ময়?"
(চৈঃ চঃ আদি ৭।১২৪-১২৭)

"আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য-সহস্র শক্তিঃ।" (শ্রীভাগবত)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের পরমাত্মসন্দর্ভের ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যুক্ত্যন্তরেণ পুনরাক্ষিপতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অন্য যুক্তিদ্বারা পুনরায় আক্ষেপ করিতেছেন—

সূত্রম্—অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্॥ ৮॥

সূত্রার্থ—'অপীতৌ'—অর্থাৎ প্রলয়কালে, 'তদ্বৎ'—সেই প্রকার অর্থাৎ কার্য্যের মত কারণের অশুদ্ধি প্রভৃতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে 'প্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসং'—অসঙ্গতি হয়, উপনিষদ্‌বাক্য সমূহে 'সর্ব্বজ্ঞ, নির্দ্দোষত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ' এই সকল উপনিষদ্বাক্য বিরুদ্ধ হয়। ইহা পূর্ব্বপক্ষীর আক্ষেপ॥ ৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অস্য চিজ্জড়াত্মকস্য নানাবিধাপুমর্থবিকারাস্পদস্য জগতঃ সূক্ষ্মশক্তিকং ব্রহ্ম চেদুপাদানং তদাঽপীতৌ প্রলয়ে তস্য তদ্বৎপ্রসঙ্গঃ। ষষ্ঠ্যন্তাদিবার্থে বতিঃ তত্র তস্যেবেতি সূত্রাৎ। উপাদেয়বদপুমর্থবিকারপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ তদানীং তেন সহ তস্যৈক্যাৎ। অতোঽসমঞ্জসমিদমুপনিষদ্বাক্যবৃন্দং যৎ সার্ব্বজ্ঞ্যনিরবদ্যত্বাদিগুণকমুপাদানং ব্রহ্মেতি গদতি॥ ৮॥

ভাষ্যানুবাদ—আক্ষেপকারী বাদী পুনরায় অন্য যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বের প্রতিবাদ করিতেছেন। এই চিৎ ও জড় বস্তুময় মুক্তিপ্রতিবন্ধক নানাপ্রকার বিকারের আশ্রয় জগতের উপাদান যদি সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মকে বলা হয়, তাহা হইলে, 'অপীতৌ'—প্রলয়কালে সেই ব্রহ্মের উপাদেয় জগতের মত অপুরুষার্থ বিকার যোগ হইয়া পড়িবে 'তত্র তস্যেব' এই সূত্রানুসারে তদ্বৎ পদটি তস্য ইব তাহার মত অর্থে ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্তের উত্তর বতি। কারণ ব্রহ্মের সহিত সেই জগতের তখন (প্রলয়ে) অভেদ হইয়াছে, ইহা হইতে উপনিষদ্‌বাক্যসমূহ অসংলগ্ন হইয়া পড়িবে। যেহেতু উপনিষদ্বাক্যসমূহ ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও নিরবদ্যত্বাদি গুণসম্পন্ন উপাদান বলিতেছেন। জগতের সম্পর্কে ব্রহ্মের সেই সবগুণ দূষিত হইবে॥ ৮॥

সূক্ষ্মা টীকা—অপীতাবিতি। তদ্বদিতি। কার্য্যবৎ কারণস্যাপ্যশুদ্ধ্যাদিপ্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। যথা ব্যঞ্জনে লীয়মানং হিঙ্গ্বাদি স্বগন্ধেন তদ্দূষয়েদেবং ব্রহ্মণি লীয়মানং জগৎ স্বগতেন জাড্যাদিনা তদ্দূষয়িষ্যতীত্যাক্ষেপঃ সূত্রার্থঃ। তদানীং প্রলয়ে। তেন ব্রহ্মণা সহ তস্য জগত ঐক্যাদভেদাৎ॥ ৮॥

টীকানুবাদ—অপীতাবিত্যাদি সূত্রান্তর্গত 'তদ্বৎ' শব্দের অর্থ—কার্য্য-জগতের মত কারণ-ব্রহ্মেরও অশুদ্ধি অনিত্যতা অসর্ব্বজ্ঞতার আপত্তি হয়, এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত যেমন ব্যঞ্জনে প্রদত্ত হিঙ্গু (হিঙ্) প্রভৃতি ব্যঞ্জনে মিশিয়া গিয়া নিজগন্ধ দ্বারা ব্যঞ্জনের গন্ধকে দূষিত করে, এইরূপ প্রলয়কালে দূষিত এই জগৎ ব্রহ্মে লীন হইয়া স্বগত জড়তা প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মকে দূষিত করিবে—এই আক্ষেপই সূত্রার্থ। 'তদানীং'—ভাষ্যোক্ত তদানীং শব্দের অর্থ—সেই প্রলয়ে, তেন সহ—সেই ব্রহ্মের সহিত, তস্য—জগতের, ঐক্যাৎ—অভেদবশতঃ ॥ ৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আর একটি যুক্তি উত্থাপনপূর্ব্বক ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বের প্রতিবাদ করিতেছেন। চিজ্জড়াত্মক, মুক্তির প্রতিকূল নানাবিধ বিকারের আস্পদ জগতের যদি ব্রহ্ম উপাদান হন, তাহা হইলে প্রলয়কালে ব্রহ্মে জগৎ লীন হইলে, ব্রহ্মে জগতের জাড্যাদি দোষ সংক্রমিত হইতে পারে, জগদ্বিকার-দোষ ব্রহ্মে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে উপনিষদ্ বাক্যগুলি যে ব্রহ্মকে, সর্ব্বজ্ঞতা ও নিরবদ্যত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট বলিয়াছেন, তাহারও অসামঞ্জস্য হইয়া পড়িবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বিশ্বোদ্ভবস্থাননিরোধকর্ম্ম তে
হ্যকর্ত্তুরঙ্গীকৃতমপ্যপাবৃতঃ।
যুক্তং ন চিত্রং ত্বয়ি কার্য্যকারণে
সর্ব্বাত্মনি ব্যতিরিক্তে চ বস্তুনি ॥" (ভাঃ ৫।১৮।৫)

অর্থাৎ আপনি নিরাবরণ ও অকর্ত্তা হইলেও বেদে যে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসরূপ কার্য্য আপনার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ আপনার অচিন্ত্যশক্তি-বলে সকলই সম্ভব। আপনি কার্য্যের কারণ, সকলের আত্মা, অথচ সকল হইতে পৃথক্—ইহা আপনার অচিন্ত্যশক্তিরই পরিচয় ॥ ৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পরিহরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সূত্রকার এই পূর্ব্বপক্ষের আক্ষেপ পরিহার করিতেছেন—

সূত্রম্—ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—'ন তু'—না, তাহা নহে, কিছুই অসামঞ্জস্য নহে, কি জন্য ? উত্তর—'দৃষ্টান্তভাবাৎ'—এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে অর্থাৎ উপাদেয় জগতের সম্পর্কেও উপাদান ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব থাকে, এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন এক বিচিত্র বস্ত্রে নীল-পীতাদি বর্ণ স্ব স্ব স্থানেই থাকে, সমস্ত বস্ত্রে ছড়াইয়া পড়ে না, কিংবা যেমন এক দেহধারী প্রাণীতে বাল্য প্রভৃতি দেহ ধর্ম্মগুলি এবং কাণত্ব, খঞ্জত্ব প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ধর্ম্মগুলি দেহে ও ইন্দ্রিয়েই থাকে, আত্মায় থাকে না, সেইরূপ অপুরুষার্থ বিকার প্রভৃতি শক্তিধর্ম্ম শক্তিতেই থাকে, শুদ্ধ ব্রহ্মে নহে ॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দাদাক্ষেপসম্ভাবনাপি নিরস্তা। নৈব কিঞ্চিদসমঞ্জসম্। কুতঃ ? উপাদেয়জগৎসম্পর্কেঽপ্যুপাদানস্য ব্রহ্মণঃ শুদ্ধতয়াবস্থিতৌ দৃষ্টান্তসত্ত্বাৎ। যথৈকস্মিংশ্চিত্রাম্বরে নীলপীতাদয়ো গুণাঃ স্বস্বপ্রদেশেষ্বেব দৃষ্টা ন তু তে ব্যতিকীর্য্যন্তে। তথা চৈকস্মিন্ দেহিনি বাল্যাদয়ো দেহধর্ম্মা দেহে কাণত্বাদয়ঃ করণধর্ম্মাশ্চ করণগণে বিজ্ঞায়ন্তে ন ত্বাত্মনি। এবমপুমর্থবিকারা ব্রহ্মশক্তিধর্ম্মাঃ শক্তিগতাঃ স্যুর্ন তু ব্রহ্মণি শুদ্ধে প্রসজ্যেরন্নিতি ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দ আক্ষেপ সম্ভাবনারও নিরাসার্থ অর্থাৎ উক্তপ্রকার আক্ষেপের সম্ভাবনাও দূরীভূত হইতেছে। 'ন' শব্দের অর্থ—কোনই অসামঞ্জস্য নাই, কি জন্য ? উপাদেয় জগতের সংসর্গ ঘটিলেও উপাদান কারণ ব্রহ্মের স্বগত শুদ্ধত্বাদি গুণ বজায় থাকে, এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে—যেমন একখানি নানারঙের কাপড়ে নীল-পীত প্রভৃতি রঙ্ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রযুক্ত হইলে সেই সেই স্থানেই থাকিয়া যায়, ছড়াইয়া পড়ে না কিংবা যেমন একই দেহধারী প্রাণীতে বাল্য-যৌবনাদি দেহ ধর্ম্মগুলি দেহেই থাকে এবং কাণত্ব-বধিরত্বাদি ইন্দ্রিয়ধর্ম্মগুলি ইন্দ্রিয়েই থাকে, দেহী আত্মাতে লিপ্ত হয় না; সেই প্রকার অপুরুষার্থ বিকার প্রভৃতি যে সকল ব্রহ্মশক্তির ধর্ম্ম সেগুলি শক্তিতেই থাকিবে, শুদ্ধ ব্রহ্মে প্রসক্ত হইবে না ॥ ৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নেতি। নৈবেতি কিঞ্চিদপি বাক্যং নাসঙ্গতমিত্যর্থঃ। ন তু তে ব্যতিকীর্য্যন্তে মিথো মিশ্রিতা ন ভবন্তীত্যর্থঃ। প্রসজ্যেরন্ প্রাপ্তাঃ স্যুঃ ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ—ন তু—অর্থাৎ নৈব, কোন বাক্যই অসঙ্গত নাই। 'ন তু তে ব্যতিকীর্য্যন্তে'—পরস্পর মিশ্রিত হয় না—এই অর্থ। ন প্রসজ্যেরন্—প্রসক্ত হইবে না ॥ ৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার সাংখ্যবাদীর পূর্ব্বোক্ত আক্ষেপের সম্ভাবনারও পরিহারার্থ বলিতেছেন যে, না, কোন অসামঞ্জস্য নাই; কারণ এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে। যেমন কোন চিত্রিত বস্ত্রে নীলপীতাদি গুণ স্ব-স্ব প্রদেশেই থাকে, পরস্পর মিশ্রিত হয় না, যেমন দেহের বাল্যাদি দেহধর্ম্ম এবং কাণত্ব, খঞ্জত্বাদি ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম আত্মাতে প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ অপুরুষার্থ বিকারগুলি ব্রহ্মের শক্তিগতই থাকে, শুদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মে প্রসক্ত হয় না।

আচার্য্য শঙ্করও একটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মাটি হইতে ঘটাদি নির্ম্মিত হয়। ঘট ধ্বংস হইয়া যখন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়, ঘটের সকল গুণ, অর্থাৎ বর্ত্তুলাকার, ক্ষুদ্রত্বাদি গুণ মাটিতে সংক্রমিত হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যে পাই,—

"ন্যস্যেদমাত্মনি জগদ্বিলয়াম্বুমধ্যে
শেষেঽত্মনা নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
যোগেন মীলিতদৃগাত্মনিপীতনিদ্র-
স্তুর্য্যে স্থিতো ন তু তমো ন গুণাংশ্চ যুঙ্ক্ষে ॥" (ভাঃ ৭।৯।৩২)

অর্থাৎ হে জগদীশ্বর! তুমি নিজেতে এই জগৎ ন্যস্ত করিয়া যোগে নিমীলিতাক্ষ, স্বরূপপ্রকাশহেতু বিনষ্টনিদ্র ও তুরীয়ভাবে অবস্থিত হইয়া আত্ম-সুখ অনুভব করিয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায় প্রলয় সমুদ্র মধ্যে শয়িত থাক; কিন্তু তমঃ এবং সত্বাদি গুণ যোজনা কর না ॥ ৯ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ন কেবলং নির্দ্দোষতয়া ব্রহ্মোপাদানতা স্বীকৃতা। প্রধানোপাদানতায়া দুষ্টত্বাদপীত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলিলে কেবল যে দোষের অভাব হয়, তাহা নহে; প্রধানকে উপাদানকারণ বলিলে দোষও আছে—এই কথা বলিতেছেন—

সূত্রম্—স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—'স্বপক্ষে'—সাংখ্যবাদীর নিজমতেও 'দোষাচ্চ'—দোষ আছে, এজন্য প্রধানকে জগতের উপাদান-কারণ বলা যায় না ॥ ১০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যে দোষাস্তয়া সাংখ্যেনাস্মৎপক্ষে সম্ভাবিতাস্তে স্বপক্ষে নিজমত এব দ্রষ্টব্যাঃ তেষামন্যত্র নিরস্তত্বাৎ। তথাহি উপাদানোপাদেয়য়োর্বৈরূপ্যং সাংখ্যপক্ষেঽপ্যস্তি। শব্দাদি শূন্যাৎ প্রধানাচ্ছব্দাদিমতো জগতো জন্মরঙ্গীকারাৎ। তস্মাৎ তস্য বৈরূপ্যাদেবাসৎকার্য্যতাপ্রসঙ্গঃ। প্রধানাবিভাগস্বীকারাদেবাপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গশ্চেত্যেবমাদয়ঃ। জগৎপ্রবৃত্তিরপি প্রধানবাদে ন সম্ভবতীতি তৎপরীক্ষায়াং বক্ষ্যামঃ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ওহে সাংখ্যবাদিন্! তুমি আমাদের মতে যে সকল দোষ সম্ভাবনা করিয়াছ, সেগুলি তোমার নিজমতেই দেখিতে পাইবে; ঔপনিষদ-সিদ্ধান্তে তাহারা খণ্ডিত হইয়াছে। যেমন দেখাইতেছি—ব্রহ্মকে জগতের উপাদান-কারণ বলিলে কার্য্যকারণের যে বৈরূপ্যদোষ তোমরা দেখাইয়াছ, সেই দোষ সাংখ্যমতেও আছে। যেহেতু শব্দাদিশূন্য প্রধান হইতে শব্দাদিবিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি তোমরা স্বীকার করিতেছ। আবার সেই প্রধান হইতে সেই জগতের উৎপত্তি-পক্ষে উক্ত প্রকার বৈরূপ্য-বশতঃ অসৎকার্য্যবাদের আপত্তি হইবে। কিন্তু সৎকার্য্যবাদ উভয়-সম্মত। আবার অন্য দোষ এই—প্রলয়কালেও প্রধানের কার্য্যের সহিত অভিন্নভাবে স্থিতি-স্বীকার হেতু সেই অপুরুষার্থ বিকারের আপত্তি হয়, এই প্রকার আরও অন্যান্য দোষ জানিবে। তদ্ভিন্ন প্রধানের জগতের উপাদান-কারণতাবাদে প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তিই হইতে পারে না; একথা প্রধানবাদ-বিচারস্থলে বলিব ॥ ১০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ন কেবলমিতি। অন্যত্রোপনিষদে সিদ্ধান্তে। তস্মাৎ তস্যেতি। তস্মাৎ প্রধানাৎ কারণাত্তস্য কার্য্যস্য জগতো বৈলক্ষণ্যাদিত্যর্থঃ ॥১০॥

টীকানুবাদ—'ন কেবলমিত্যাদি' অবতরণিকা, 'স্বপক্ষে দোষাচ্চ' ইতি সূত্রান্তর্গত 'তেষামন্যত্র নিরস্তত্বাৎ'—এই ভাষ্যোক্ত অন্যত্র শব্দের অর্থ—উপনিষদ্ সিদ্ধান্তে। 'তস্মাৎ তস্য বৈরূপ্যাৎ'—তস্মাৎ—প্রধানরূপ কারণ হইতে কার্য্য-জগতের বৈসাদৃশ্যহেতু অসৎকার্য্যবাদ হইয়া পড়িল ॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেবল যে নির্দ্দোষত্বের জন্যই ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা নহে; পরন্তু প্রধানের উপাদানতা স্বীকার করিলেও দোষের প্রসঙ্গ আছে, এইজন্য সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সাংখ্যমতাবলম্বিগণের মতেও দোষ আছে। তাহারা যে-সকল দোষ বেদান্তমতে দেখাইয়াছেন, সেগুলি তাহাদের স্বপক্ষেও দর্শন করা কর্ত্তব্য, যাহা বেদান্তে নিরস্ত হইয়াছে। উপাদান ও উপাদেয় পরস্পরের বিলক্ষণতা সম্বন্ধে সাংখ্যবাদীর আপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রকৃতিকে শব্দাদি-শূন্য বলা হইয়াছে, অথচ তাহা হইতেই শব্দাদি-বিশিষ্ট জগতের উৎপত্তির অঙ্গীকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ প্রলয়কালে প্রধানে জগতের অভিন্ন-ভাবে স্থিতি স্বীকার করায় সাংখ্যমতেও সেই অপুরুষার্থ বিকারের আপত্তি আসে, এইরূপ অন্যান্য অনেক দোষ দেখান যাইতে পারে, সে-সকল কথা পরে বলিব।

এই সূত্রের টীকায় আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যের মধ্যেও পাই, যে দুইটি দোষ সাংখ্যবাদীরা বেদান্তবাদীর বিরুদ্ধে দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। যথা,—যেহেতু ব্রহ্ম-লক্ষণ হইতে জগতের লক্ষণ ভিন্ন, সেইহেতু ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদের মতেও প্রকৃতির শব্দাদি গুণ নাই, কিন্তু জগতের শব্দাদি গুণ আছে।

দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের মতেও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে জগৎ লীন হইলে, জগতের গুণ শব্দাদি প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হইবার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু তাঁহারাও তো প্রকৃতির ঐ সকল গুণ নাই বলিয়া তাহা স্বীকার করিতে অক্ষম।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের তাৎপর্য্যেও পাই,—সাংখ্যবাদীরা যে সৃষ্টি-সম্বন্ধে আরোপ বা অধ্যাসের কথা বলেন, তাহা দোষ-যুক্ত। কারণ

নির্ব্বিকার পুরুষের বিকারবশতঃ অধ্যাস হয়, ইহা বলা যায় না, আবার প্রকৃতির বিকার হেতু অধ্যাস হয়, তাহাও বলা যায় না। তাঁহারা যদি একবার বিকারহেতু অধ্যাস, আবার অধ্যাসহেতু বিকার বলেন, তাহা হইলেও অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ আসিয়া পড়ে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥" (ভাঃ ১০।১৪।২২)

অর্থাৎ এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী জ্ঞান-শূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিত অচিন্ত্যশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ১০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যত্তূক্তং তর্কানুগৃহীতং শাস্ত্রমর্থনিশ্চয়-হেতুরিতি তৎ প্রত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আর যে তোমরা বলিলে তর্ক-পরিপুষ্টশাস্ত্র অর্থ-নিশ্চয় করিবে; সে পক্ষে বলিতেছেন—

সূত্রম্—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'—তর্কের কোনও প্রতিষ্ঠা নাই যেহেতু মনুষ্যের বুদ্ধিতারতম্যে এক তর্ক অন্য তর্কদ্বারা ব্যাহত হইয়া থাকে, অতএব তর্কের উপর নির্ভর না করিয়া উপনিষৎ-কথিত ব্রহ্মের জগদুপাদানকারণতা স্বীকার করাই উচিত। যদি বল, আমি অন্যপ্রকারে অনুমান করিব যাহাতে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা না হয়; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'অন্যথানুমেয়-মিতি চেৎ'—প্রকারান্তরে অনুমান করিব যথা প্রধান জগতের উপাদান, ব্রহ্ম নহে; এই যদি বল, তাহা হইলে দোষ দেখাইতেছেন—'এবমপ্য-

নির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ' তর্কের অপ্রতিষ্ঠারূপ দোষ হইতে নিস্তার হইবে না। যেহেতু ব্রহ্ম-বিষয়ে তর্কই চলে না॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পুরুষধীবৈবিধ্যাৎ তর্কা নষ্টপ্রতিষ্ঠা মিথো বিহন্যমানা বিলোক্যন্তে। অতোঽপি তাননাদৃত্যৌপনিষদী ব্রহ্মোপাদানতা স্বীকার্য্যা। ন চ লব্ধমাহাত্ম্যানাং কেষাঞ্চিৎ তর্কাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ তথাভূতানামপি কপিলকণভুগাদীনাং মিথো বিবাদসন্দর্শনাৎ। নম্বহমন্যথানুমাস্যে যথাঽপ্রতিষ্ঠা ন স্যাৎ। ন তু প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাস্তীতি শক্যং বদিতুং তর্কাপ্রতিষ্ঠানুরূপস্য তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ। সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং জগদ্ব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ। অতীতবর্ত্তমানবর্ত্মসাধারণ্যেনানাগতেঽপি বর্ত্মনি সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারার্থা লোকপ্রবৃত্তির্দৃষ্টেতি চেৎ এবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। পুরুষবুদ্ধিমূলতর্কাবলম্বনস্য ভবতো দেশান্তরকালান্তরজনিপুণতমতার্কিকদূষ্যত্বসম্ভাবনয়া তর্কাপ্রতিষ্ঠানদোষাদনিস্তারঃ স্যাৎ। যদ্যপ্যর্থবিশেষে তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতস্তথাপি ব্রহ্মণি সোঽয়ং নাঽপেক্ষ্যতে অচিন্ত্যত্বেন তদনর্হত্বাৎ 'শ্রুতিবিরোধান্নেতি' ত্বদুক্ত্যসঙ্গতেশ্চ। শ্রুতিশ্চ ব্রহ্মণস্তর্কাগোচরতামাহ। "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" ইতি কঠানাম্। স্মৃতিশ্চ—"ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ। যদা তদেবাসত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্" ইত্যাদ্যা। তস্মাৎ শ্রুতিরেব ধর্ম্ম ইব ব্রহ্মণি প্রমাণম্। তৎপোষকারী তর্কস্ত্বপেক্ষ্যত এব 'মন্তব্য' ইতি শ্রুতেঃ। "পূর্ব্বাপরাবিরোধেন"ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। তস্মাৎ ব্রহ্মোপাদানকং জগদিতি॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—মানুষের বুদ্ধি নানাপ্রকার, সেজন্য এক তার্কিকের তর্ক অপর তার্কিক তর্কান্তর দ্বারা খণ্ডিত করিতে পারে, সুতরাং তর্কের স্থিতি দৃঢ় নহে; এইরূপে পরস্পর ব্যাহত হইয়া তর্কগুলি অপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণেও তর্কের উপর নির্ভর না করিয়া উপনিষৎপ্রোক্ত ব্রহ্মের জগদুপাদানতা স্বীকরণীয়। যদি বল, বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে লব্ধপ্রতিষ্ঠব্যক্তিগণের তর্কের প্রতিষ্ঠা আছে, তাহাও নহে, যেহেতু তাদৃশতার্কিক কপিল, কণাদ প্রভৃতিরও পরস্পর মতবিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রশ্ন—আমি (সাংখ্যবাদী) অন্যপ্রকার অনুমান করিব, যাহাতে অপ্রতিষ্ঠা না হয়, যদি তাহাতে আপত্তি কর যে এমন কোন তর্কই নাই, যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না; যেহেতু যে তর্ক দ্বারা পূর্ব্ব তর্ককে অপ্রতিষ্ঠিত করিবে, তাদৃশ তর্কই প্রতিষ্ঠিত আছে অতএব যেরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা না হয় তাদৃশ তর্কই স্বীকার করিতে হইবে। যদি তাহারও অপ্রতিষ্ঠা কর, তবে সকল তর্কেরই অপ্রতিষ্ঠা দ্বারা জাগতিক ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। অতীত ও বর্ত্তমান যে পথ, সেই পথের অনুসারে ভবিষ্যতেও লোকের সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-পরিহার-নিমিত্ত প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছে, এই যদি বল, তাহাতেও তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইতে উদ্ধার নাই—কারণ তর্কমাত্রই পুরুষবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভাবিত হয়; সেই তর্কাশ্রয়ী তোমারই অন্য দেশীয়, অন্যকালে জাত অতি নিপুণতম তার্কিক দ্বারা তর্কের দূষণীয়ত্ব হইতে পারে, অতএব তর্কের অপ্রতিষ্ঠা-দোষ হইতে নিস্তার হইল না। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন—তর্কের প্রতিষ্ঠা হইলেও মুক্তিলাভের আশা তথায় নাই, কেননা ঔপনিষদ আত্মজ্ঞানেই মুক্তির কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু এ-ব্যাখ্যা ভাষ্যকারের অনভিপ্রেত; সেজন্য উঁহার ব্যাখ্যা যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই গ্রাহ্য। সত্য বটে পদার্থ বিশেষে তর্ক প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলেও ব্রহ্মে সেই তর্ক অপেক্ষিত নহে, কারণ তিনি অচিন্তনীয়, অচিন্তনীয় বিষয়ে তর্কের গতি নাই, তাহাতে শ্রুতির বিরোধ হয়, একথা 'শ্রুতিবিরোধান্ন' এই তোমার কৃত সূত্র প্রমাণ-বলেই তাহার অসঙ্গতি হইয়া পড়ে। শ্রুতিও ব্রহ্মের তর্কের অবিষয়ত্ব বলিতেছেন—'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' হে প্রিয়তম! নচিকেতঃ! পরমতত্ত্ববোধিকা বুদ্ধিকে শুষ্কতর্কদ্বারা নষ্ট করা উচিত নহে; যেহেতু বেদজ্ঞগুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তোমার বুদ্ধি পরমতত্ত্ব সাক্ষাতের কারণ হইবে। —ইহা কঠোপনিষদধ্যায়ীদিগের উক্তি। এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও আছে—হে মহর্ষি নারদ! শমদমপরায়ণ মুনিগণ যখন ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তখন অসৎ তর্কদ্বারা সেই ব্রহ্মতত্ত্বের অনুমান করিলেই তাহা অন্তর্হিত হইবে। অতএব শ্রুতিই ধর্ম্ম-বিষয়ের মত ব্রহ্ম-বিষয়েও প্রমাণ। তাই বলিয়া তর্ক যে একেবারে হেয়, তাহা নহে। সেই শ্রুতি-নির্দ্ধারিত বিষয়ের অনুকূল তর্ক অপেক্ষণীয়। শ্রুতি এই কারণে

বলিয়াছেন, 'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ'। শ্রবণ ও মনন করিতে হইবে। স্মৃতিও তাহা বলিয়াছেন—'পূর্ব্বাপরাবিরোধেন' ইত্যাদি পূর্ব্বাপর বিষয়ের সহিত অবিরুদ্ধভাবে তর্কাশ্রয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তর্কেতি। "যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ। অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপদ্যত" ইতি তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং বদন্তি। ননু তর্কমাত্রেঽপ্রতিষ্ঠিতে ধূমজ্ঞানোত্তরং বহ্নৌ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ। বাক্যার্থসংশয়ে তর্কেণ তদর্থানির্ণয়প্রসঙ্গশ্চ। কিঞ্চ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিত্যনেন তর্কেণ পরপক্ষ-খণ্ডনঞ্চ ন স্যাৎ। তস্মাৎ কস্যচিৎ তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠানেঽপি কস্যচিৎ প্রতিষ্ঠানাৎ তেন সমন্বয়ে বিরোধঃ শক্যঃ কর্ত্তুমিত্যাক্ষিপতি অন্যথানুমেয়মিতি চেদিত্যনেন সূত্রখণ্ডেন। অতীতেতি। ভূতং বর্ত্তমানঞ্চ যদ্বর্ত্ম তত্তৌল্যেনানাগতে ভবিষ্যতি চ বর্ত্মনীত্যর্থঃ। যথা কৃষিবাণিজ্যাদি পুরাকৃতং যথেদানীং ক্রিয়তে এবমেবাগ্রেঽপি করিষ্যতে তেন সুখপ্রাপ্তির্দুঃখপরিহারশ্চ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। স্বীকৃত্য পরিহরতি এবমপীতি। অত্র ব্যাচষ্টে তর্কেণ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গো মোক্ষ-স্যাপ্রাপ্তিরৌপনিষদাত্মজ্ঞানেন তস্য শ্রবণাদিতি। যদ্যপীতি। অর্থবিশেষে পর্ব্বতীয়বহ্ন্যাদৌ ব্রহ্মণোঽতর্ক্যত্বে প্রমাণং নৈষেতি। প্রেষ্ঠ হে প্রিয়তমেতি নচিকেতসং প্রতি যমোক্তিঃ। এষা পরতত্ত্বগ্রহণার্হা মতির্ধিষণা ত্বয়া তর্কেণ শুষ্কেণ নাপনেয়া ন ঘটনীয়া যদিয়মন্যেন বেদজ্ঞেন গুরুণা প্রোক্তোপদিষ্টা সতী সুজ্ঞানায় পরতত্ত্বানুভবায় সম্পদ্যেতেতি। ঋষে ইতি। শ্রীভাগবতে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্। যদা বিদন্তি বিষয়ং কুর্ব্বন্তি তদৈবাসদ্ভিঃ শুষ্কৈস্তর্কৈর্বিপ্লুত-মনুমিতং সৎ তিরোধীয়েতান্তর্দধ্যাদিত্যর্থঃ। তৎপোষকারীতি। তত্র মনুঃ— "প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধি-মভীপ্সতা" ইতি। "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানু-সন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতর" ইতি ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—সুনিপুণ অনুমানকারিগণ যত্নপূর্ব্বক কোন বিষয়কে স্থাপিত করিলেও তদপেক্ষা অন্য সুবিজ্ঞগণ তাহা অন্যথা করিয়া থাকেন সুতরাং তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হয়, ইহা বলিয়া থাকেন। প্রশ্ন—তর্কমাত্রই যদি অপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বহ্নিপ্রার্থী ব্যক্তি পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুসন্ধান না হউক, কারণ—'ধূমো বহ্নিব্যাপ্যো ন বা' ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে কিনা,

এই সন্দেহ নিবৃত্তি করে 'ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাদ্ বহ্নিজন্যো ন স্যাৎ' ধূম যদি বহ্নি-ব্যাপ্তিমান্ না হইত তবে বহ্নির কার্য্য হইত না—এইরূপ তর্ক সেই ব্যভিচার শঙ্কা নিবৃত্তি করিয়া থাকে, কিন্তু তর্কের যদি তর্কান্তরের দ্বারা অপ্রতিষ্ঠা হয়, তবে অপ্রমাণীভূত ঐ তর্কের দ্বারা সন্দেহ নিরাস কিরূপে হইবে? অতএব তর্কের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিতেই হয়, তদ্ভিন্ন বাক্যার্থের সংশয় ঘটিলে তর্ক দ্বারা তাহার নির্ণয় না হউক, এই আপত্তিও থাকিয়া যায়। আর এক কথা, তর্কের অপ্রতিষ্ঠা—এই কথা দ্বারা যে, পর পক্ষের মত খণ্ডন করিতেছ, তাহাও হয় না, অতএব বলিতে হইবে যে, কোন তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হইলেও অন্য তর্কের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে; সেই তর্ক দ্বারা বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মে সমন্বয়পক্ষে বিরোধ উপস্থাপিত করিতে পারা যায়; এই অভিপ্রায়ে আক্ষেপ করিতেছেন—'অন্যথানুমেয়মিতিচেৎ' ইত্যন্ত সূত্রাংশদ্বারা। অতীত বর্ত্তমান বর্ত্মেত্যাদি ভূত ও বর্ত্তমানকালে যে পথ ধরা হইয়া থাকে, তাহার তুলনানুসারে ভবিষ্যতেও সেই পথ ধর্ত্তব্য। যেমন কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি পুরাকৃত দৃষ্টান্তানুসারে বর্ত্তমানেও করা হয়, সেইরূপ ভবিষ্যতেও কৃত হইবে, তাহার দ্বারা সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তি হইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর তাৎপর্য্য। ইহা মানিয়া লইয়াই সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার করিতেছেন—'এবমপি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। 'এবমপি অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ'—ইহার ব্যাখ্যা কেহ কেহ এইরূপ করেন—এবমপি ইহা হইলেও অর্থাৎ তর্কের দ্বারা, অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ—মুক্তির অপ্রাপ্তি হইয়া পড়িবে। যেহেতু উপনিষৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই মুক্তির কথা শ্রুত হয়। যদিও অর্থ বিশেষে অর্থাৎ পর্ব্বতীয় বহ্নি প্রভৃতিতে তর্ক প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা হইলেও ব্রহ্ম-বিষয়ে তর্ক চলিবে না; তাহার প্রমাণ 'নৈষা তর্কেণ' ইত্যাদি কঠোপনিষদের বাক্য। ইহার অর্থ, হে প্রেষ্ঠ! (প্রিয়তম!) এই সম্বোধন নচিকেতার প্রতি যমের। যে প্রজ্ঞা ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণের উপযুক্ত, তাহাকে তুমি শুষ্ক তর্কের সহিত সংযোজিত করিও না, যেহেতু এই মতি অন্য বেদজ্ঞ গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া পরতত্ত্বের অনুভূতি জন্মাইয়া দিতে পারে। 'ঋষে বিদন্তি' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতে নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি। ইহার অর্থ—হে ঋষি! মুনিগণ যখন সদ্ব্রহ্মকে জ্ঞানের বিষয় করিয়া থাকেন, তখনই অসৎ অর্থাৎ শুষ্ক তর্কদ্বারা অনুমিত হইয়া বিপর্য্যস্ত এবং লুপ্ত

হইয়া যায়। তখন তৎপোষকারী তর্ক অবশ্যই অপেক্ষ্য। সে-বিষয়ে মনু বলিয়াছেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র এই ত্রিবিধ প্রমাণ আছে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহকামী ব্যক্তি এই তিনটিকে উত্তমভাবে অর্থাৎ নিঃসন্দেহভাবে বুঝিয়া রাখিবে। আর্ষমিত্যাদি—ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশকে বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা যে ব্যক্তি মনন করে, সেই ধর্ম্ম-স্বরূপ জানে, অপরে নহে ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সাংখ্যবাদীরা পূর্ব্বে একটি কথা বলিয়াছেন যে, তর্কের দ্বারা পরিপুষ্ট শাস্ত্রই অর্থ নিশ্চয়ের হেতু, তৎপ্রতিও সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই ; অর্থাৎ তর্কের দ্বারা কোন তত্ত্ব নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ এক ব্যক্তি তর্কের দ্বারা যে অর্থ স্থাপন করে, অন্য মনীষী তাহা খণ্ডন করিয়া দেয়, সুতরাং তর্ক যখন অপ্রতিষ্ঠ, তখন উপনিষদ্-জ্ঞান আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মের জগদুপাদানতা স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। কারণ কপিল, কণাদাদি মহাত্মাগণও পরস্পর বিবদমান। যদি কখনও লোক-ব্যবহারে কোন তর্কের প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, তাহা হইলেও উহার দ্বারা ব্রহ্ম-বিষয়ে কোন অপেক্ষা নাই, বা তর্কের দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ সম্ভব নহে, কারণ ব্রহ্ম বস্তু অচিন্ত্য, সুতরাং তর্কাতীত।

শ্রীমহাভারতেও পাওয়া যায়,—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥" (ভীষ্মপর্ব্ব ৫।২২)

কঠ-শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" (কঠ ১।২।৯)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ
যদা তদেবাসত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্ ॥" (ভাঃ ২।৬।৪১)

অর্থাৎ হে ঋষে নারদ! যাঁহাদিগের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রশান্ত, এবম্ভূত মুনিগণই তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন। সেই ভগবত্তত্ত্বই আবার কুতর্কে পরিব্যাপ্ত হইলে তিরোহিত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সেই কৃষ্ণ, সেই গোপী,—পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ ॥
ইথে তর্ক করি' কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি এই মত হয় ॥
অচিন্ত্য, অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার।
চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে সেই, নাহিক নিস্তার ॥" (আঃ ১৭।৩০৪-৩০৭)

আরও পাই,—

"তার্কিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, আগম ॥
নিজ-নিজ-শাস্ত্রোদ্গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড।
সর্ব্ব মত দূষি' প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥

*   *   *   *

তর্ক-প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র 'নব মতে'।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥
বৌদ্ধাচার্য্য 'নব প্রশ্ন' সব উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধ পাইল লজ্জা-ভয় ॥"
(মধ্য ৯।৪২-৪৪, ৪৯-৫১)

আরও পাই,—

"তর্ক না করিহ, তর্কাগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২২৮)

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ-বিরচিত সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থের অন্তর্গত তত্ত্ব-সন্দর্ভীয় ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়,—

"তদেবং সর্ব্বত্রৈব, স এব বেদঃ। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞেশ্বরবচনত্বেনাসর্ব্বজ্ঞ-জীবৈর্দুরূহত্বাৎ তৎপ্রভাব-লব্ধ-প্রত্যক্ষ-বিশেষবদ্ভিরেব সর্ব্বং তদনুভবে শক্যতে; ন তু তার্কিকৈঃ।"

তদুক্তং পুরুষোত্তমতন্ত্রে,—

"শাস্ত্রার্থযুক্তোঽনুভবঃ প্রমাণং তূত্তমং মতম্।
অনুমানাদ্যা ন স্বতন্ত্রাঃ প্রমাণ-পদবীং যযুঃ॥"

—ইতি। তথৈব মতং ব্রহ্মসূত্রকারৈঃ,—
'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭)
অদ্বৈতবাদিভিশ্চোক্তং,—

"যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপদ্যতে॥

(বাক্যপদীয়ে ১ম কাণ্ড, ৩৪ শ্লোক)

অদ্বৈত শারীরকেঽপি (ব্রঃ সূঃ ভাষ্য ২।১।১১) "ন চ শক্যন্তে অতীতানাগত-বর্ত্তমানাস্তার্কিকা একস্মিন্ দেশে কালে চ সমাহর্ত্তুং যেন তন্মতিরেকরূপৈ-কার্থবিষয়া সম্যঙ্মতিরিতি স্যাৎ। বেদস্য চ নিত্যত্বে জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিত-বিষয়ার্থত্বোপপত্তেঃ। তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য চ সম্যক্ত্বমতী-তানাগতবর্ত্তমানৈঃ সর্ব্বৈরপি তার্কিকৈরপহ্নোতুমশক্যম্" ইতি।

বাক্যপদীয় গ্রন্থের যে শ্লোকটি শাঙ্কর ভাষ্যের ভামতী টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ—'সুনিপুণ তার্কিকগণের দ্বারা অতিশয় যত্নের সহিত সম্পাদিত অর্থও তদপেক্ষা সুনিপুণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অন্যথা স্থাপিত হয়।'

ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর বলেন, 'যদি বলা যায়, সমুদায় তার্কিকগণের মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাউক, তাহা তো কখনই সম্ভব নহে, কারণ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের সমুদায় তার্কিককে এক সময়ে, এক স্থানে সম্মিলিত করিয়া তাহাদের একার্থ-বিষয়া মতি স্থির করিয়া, তাহাকে সম্যক্

মতিরূপে গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব নহে। বেদ নিত্য এবং বেদই জ্ঞানোৎপত্তির হেতু বলিয়া বেদে ব্যবস্থিত বিষয়ের অর্থও নিত্য বর্ত্তমান, এই বেদজনিত জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান এবং অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সময়ের কোনও তার্কিক সেই জ্ঞানের অপহ্নব করিতে সমর্থ নহেন।'

"তবে যদি কেহ বলেন যে, আগমেও কোথায়ও কোথায়ও তর্ক-প্রণালী দ্বারা বোধনা দৃষ্ট হয়, তাহা তত্তৎস্থলেই শোভনীয়। কারণ আগম-বাক্য-বোধ-সৌকর্য্যের জন্য মাত্র ঐরূপ তর্ক-বাক্য উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি কেহ বলেন যে, যে সকল বেদবাক্য তর্কের দ্বারা সিদ্ধ, তাহাই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইবে, তাহা যদি হয়, তাহা হইলে বেদবাক্যের কি প্রয়োজন? তর্কই প্রমাণ হউক, এইরূপ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বৈদিকম্মন্য-মাত্র, উহা বেদবাহ্য অর্থাৎ বেদবহির্ভূত। মহাভারতকার বলেন, এই সকল ব্যক্তিরা দেহত্যাগের পর শৃগালযোনিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

তবে যে, শ্রুতি শ্রবণ, মননের কথা বলেন, 'শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ' ইত্যাদিতে তো তর্ক অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই কথার উত্তরে কূর্ম্ম-পুরাণের কথাটি গ্রহণ করিতে হইবে।

"পূর্ব্বাপরাবিরোধেন কোন্বর্থোঽভিমতো ভবেৎ।
ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বাপর অবিরোধে কোন্ অর্থ অভিমত হইবে, তাহার উহনই তর্ক কিন্তু শুষ্কতর্ক বর্জ্জনীয়" ॥ ১১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—সাংখ্যযোগস্মৃতিভ্যাং তদীয়তর্কৈশ্চ বিরোধঃ পরিহৃতঃ। ইদানীং কণভুগাদিস্মৃতিভিস্তদীয়তর্কৈশ্চ স পরিহ্রিয়তে। তত্র কণাদাদিমতৈর্ব্রহ্মোপাদানতা বাধ্যতে ন বেতি বীক্ষায়াং তস্যাং সত্যাং তৎস্মৃতীনামনবকাশতাপত্তেঃ। সর্ব্বত্র ন্যূন-পরিমাণানামেব দ্ব্যণুকাদীনাং ত্র্যণুকাদিমহাকার্য্যারম্ভকত্বদর্শনাৎ ব্রহ্মণো বিভুত্বেন তদযোগাচ্চ বাধ্যত ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এতটা প্রবন্ধদ্বারা সাংখ্যস্মৃতি ও যোগ-স্মৃতির সহিত এবং তাহাতে উক্ত তর্কের সহিত বিরোধ খণ্ডিত হইল।

এক্ষণে কণাদ ঋষি ও গৌতমাদি স্মৃতিকার এবং তাহাদের উক্তির সহিত বেদান্তদর্শনের বিরোধ নিরাকৃত হইতেছে। সে-বিষয়ে প্রথমে সন্দেহ এই—ব্রহ্মের উপাদানকারণত্ব কণাদাদি মতের দ্বারা বাধিত হইতেছে কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন, ব্রহ্মের উপাদানকারণত্ব এ-মতে হইতে পারে না। যদি ব্রহ্মের উপাদানকারণতা স্বীকার করা হয় তবে কণাদাদি স্মৃতির নিরবকাশতা হয় অর্থাৎ বিষয় থাকে না, যেহেতু তাহাদের মতে বীজ-বৃক্ষ প্রভৃতি কার্য্য দ্রব্যমাত্রে ন্যূনপরিমাণ দ্ব্যণুকাদি ত্রসরেণু প্রভৃতি ক্রমে মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যের জনক হয়, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্ম বিভু, বিশ্বব্যাপক নিত্য বস্তু তাহা মহাকার্য্যের জনক হইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্মই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, আবার মহত্তর কার্য্য কি জন্মাইবে? অতএব ব্রহ্ম উপাদান বলিলে কণাদাদি মতের সহিত বিরোধ হইতেছে, এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাসার্থ বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—সাংখ্যেতি। কণভুক্প্রভৃতয়ো হি শ্রুত্যর্থা-ভাসানাসাদ্য স্মৃতীঃ কল্পয়াঞ্চক্রুঃ। তথাহি ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতুং প্রতি উদ্দালকঃ সূক্ষ্মে বস্তুনি স্থূলস্যান্তর্ভাবং বিবক্ষুরাহ। "ন্যগ্রোধফলমদ আহরেতি। ইদং ভগব ইতি। ভিন্ধীতি। ভিন্নং ভগব ইতি। কিমত্র পশ্যসীতি। অণ্ব্যইবেমাধানা ভগব ইতি। আসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি। ভিন্না ভগব ইতি। কিমত্র পশ্যসীতি। ন কিঞ্চন ভগব ইতি। এতস্য বৈ সৌম্যৈষোঽণিম্ন এব মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি" ইতি। জগতঃ প্রাগবস্থায়াং দৃষ্টান্তঃ শ্রূয়তে। তত্র ন কিঞ্চনাদিশব্দশ্রবণাৎ শূন্যবাদাণুকারণবাদা দার্ষ্টান্তিকত্বেনাবগম্যন্তে। এব-মসদেবেদমগ্র আসীৎ তন্ নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তেত্যাদাবসৎস্বভাববাদৌ চাবগতৌ তাসাং শ্রুতীনাং তদ্বাদেষু তাৎপর্য্যমস্তীতি প্রতীতেঃ। তর্কশ্চ ব্রহ্ম ন বিশ্বোপাদানং বিশুদ্ধত্বাৎ খবদিতি। এবং পূর্ব্বপক্ষান্ দর্শয়িতুমাহে-দানীমিতি। তস্যাং ব্রহ্মোপাদানতায়াম্। তৎস্মৃতীনাং কণাদাদিগ্রন্থানাম্। সর্ব্বত্র বীজবৃক্ষাদৌ। তদযোগাৎ স্বতো মহাকার্য্যারম্ভকত্বাসম্ভবাৎ। এবং প্রাপ্তেঽতিদিশতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—সাংখ্য-যোগস্মৃতিভ্যামিত্যাদি ভাষ্য। কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকগণ বেদ মানেন কিন্তু তাহা বেদার্থাভাস অর্থাৎ শ্রুত্যর্থের অপব্যাখ্যা করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রসকল কল্পনা করিয়াছেন। ছান্দোগ্যো-

পনিষদে সেইরূপ পাওয়া যায়, যথা—উদ্দালক মুনি পুত্র শ্বেতকেতুকে উদ্দেশ করিয়া সূক্ষ্মবস্তুর মধ্যে স্থূলের অন্তর্ভাব বলিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, বৎস! একটি বট ফল লইয়া আইস, সে তাহা আনিয়া বলিল, ভগবন্! এই সেই। উদ্দালক বলিলেন—ইহাকে ভাঙ্গ, শ্বেতকেতু—এই ভাঙ্গিয়াছি। উদ্দালক—ইহাতে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু—ভগবন্! অণুতরের মত সূক্ষ্ম কতকগুলি বীজ (ধানা)। উদ্দালক—বেশ বৎস! ইহাদের মধ্যে একটি ধানাকে ভাঙ্গ। শ্বেতকেতু—ভগবন্! তাহাও ভাঙ্গিলাম। উদ্দালক—ইহাতে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু—ভগবন্! কিছুই না। উদ্দালক—সৌম্য! এই অণু পরিমাণেই এই মহান্ বট বৃক্ষ রহিয়াছে। জগতের পূর্ব্বাবস্থায় এই দৃষ্টান্ত উপনিষদে শ্রুত হয়। তাহাতে 'ন কিঞ্চন' না কিছুই দেখিতেছি না ইত্যাদি শব্দ শ্রুত হওয়ায় শূন্যবাদ ও পরমাণুকারণতাবাদ ঐ দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিক (যাহার দৃষ্টান্ত সেই) রূপে অবগত হওয়া যাইতেছে। এই প্রকার 'অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত' আগে এই জগৎ অসৎই ছিল ইহার দ্বারা শূন্যবাদ এবং সেই জগৎ পরে নামরূপে অভিব্যক্ত হইল; ইহার দ্বারা স্বভাবকারণতাবাদও প্রতীত হইল। অতএব সেই সব শ্রুতি ঐ সকল বৌদ্ধবাদের উপজীব্য, ইহা যেহেতু প্রতীত হইতেছে। আবার ব্রহ্মের জগদুপাদানকারণতা-বিষয়ে বিরুদ্ধ তর্ক এই প্রকার যথা—'ব্রহ্ম ন বিশ্বোপাদানম্ বিশুদ্ধত্বাৎ খবৎ' এই অনুমানে পক্ষ ব্রহ্ম, সাধ্য বিশ্বোপাদানতার অভাব, হেতু বিশুদ্ধত্ব। খ—আকাশ দৃষ্টান্ত। এইভাবে পূর্ব্বপক্ষগুলি দেখাইবার জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন,—ইদানীম্ কণভুগাদি ইত্যাদি। 'তস্যাং সত্যাং' তস্যাং—সেই ব্রহ্মের জগদুপাদানকারণতা স্বীকৃত হইলে, 'তৎস্মৃতীনাং' কণাদপ্রভৃতির গ্রন্থের। 'সর্ব্বত্র ন্যূনপরিমাণানাম্'—সর্ব্বত্র বীজ-বৃক্ষাদিবিষয়ে। 'ব্রহ্মণো বিভুত্বেন তদযোগাচ্চ'—তদযোগাৎ—ন্যূনপরিমাণ হইতে মহাকার্য্যজননের অসম্ভব হেতু। 'এবং প্রাপ্তে অতিদিশতি' এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী এতেন ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পূর্ব্বযুক্তির অতিদেশ করিতেছেন।

এতেন শিষ্টেত্যধিকরণম্

বেদবিরোধী গৌতম, কণাদাদির স্মৃতির খণ্ডন।

সূত্রম্—এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—'এতেন'—বেদবিরোধী সাংখ্যযোগশাস্ত্রের নিরাস দ্বারা, 'শিষ্টা-পরিগ্রহা অপি' অবশিষ্ট কণাদ, গৌতমাদি প্রভৃতিও, 'অপরিগ্রহাঃ'—বেদ-বিরোধী এজন্য নিরাকৃত হইল জানিবে ॥ ১২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শিষ্টাঃ পরিশিষ্টাঃ। নাস্তি পরিগ্রহো বেদ-কর্ম্মকো যেষাং তে অপরিগ্রহাঃ। বিশেষণয়োঃ কর্ম্মধারয়ঃ। এতেন বেদবিরোধিসাংখ্যাদিনিরাসেন পরিশিষ্টাস্তদ্বিরোধিনঃ কণভক্ষা-ক্ষপাদপ্রভৃতয়োঽপি নিরস্তা বেদিতব্যাঃ, নিরাকরণহেতোঃ সাম্যাৎ। ন হ্যারম্ভবাদেঽপি ন্যূনপরিমাণারম্ভকত্বনিয়মোঽস্তি। দীর্ঘতন্ত্বা-রব্ধদ্বিতন্তুকপটে বিয়দুৎপন্নে শব্দে চ ব্যভিচারাৎ। কারণবস্তু-বিষয়স্য তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠানমশক্যং বক্তুমিতি শঙ্কাধিক্যাদধিকরণাতি-দেশঃ। তৎপরিহারস্তু শুষ্কতর্কস্যাপ্রতিষ্ঠাননিয়মাৎ। অতএবা-পরে বৌদ্ধাদয়ঃ পরমাণূনন্যথা বর্ণয়ন্তি। ক্ষণিকানর্থাত্মকান্ কেচিৎ। জ্ঞানরূপান্ পরে। শূন্যাত্মকানপরে। সদসদ্রূপাংস্ত্বন্যে। সর্ব্বে হ্যেতে তন্নিত্যতাবিরোধিন ইতি ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শিষ্টাঃ—পরিশিষ্ট অর্থাৎ সাংখ্যযোগ ভিন্ন অবশিষ্ট কণাদ-দর্শন (বৈশেষিক) ও ন্যায়-দর্শন (গৌতমীয় দর্শন) ইহারাও, 'অপরিগ্রহাঃ'—পরিগ্রহ—বেদকে গ্রহণ, যাহাদের নাই তাহারা, দুই বিশেষণ পদের কর্ম্মধারয় সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন এই 'শিষ্টাপরিগ্রহাঃ' পদটি। এতেন—অর্থাৎ বেদবিরোধী সাংখ্যাদি খণ্ডন দ্বারা, শিষ্টাঃ—অবশিষ্ট, অপরিগ্রহাঃ—বেদবিরোধী কণাদ, অক্ষপাদ (গৌতম) প্রভৃতিও নিরাকৃত হইল জানিবে। যেহেতু খণ্ডনের হেতু বেদবিরোধিতা উভয় পক্ষেই সমান। কথাটি এই—কণাদ ও গৌতমমতে ন্যূনপরিমাণ দ্ব্যণুকাদি মহাপরিমাণবিশিষ্ট ত্রসরেণুর জনক হয়—এই

দ্রব্যারম্ভকত্ববাদেও ব্যভিচার আছে, যেহেতু দীর্ঘতন্তুতে সমবেত দ্বিতন্তুবিশিষ্ট বস্ত্রে ন্যূনতন্তুর দ্বারা আরম্ভ (উৎপত্তি) নাই এবং বিভু আকাশে উৎপন্ন শব্দে ন্যূন-পরিমাণারব্ধত্ব নাই অতএব উক্ত নিয়মের ব্যভিচার আছে। আর কারণ বস্তু লইয়া তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, ইহা বলা যায় না, এজন্য ঐ হেতু দ্বারা শঙ্কা নিবৃত্তি হয় না, সেইজন্য এই সূত্রটি দ্বারা পূর্ব্বাধিকরণের অতিদেশ করা হইল। 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' ইহা দ্বারা তর্কের যে অপ্রতিষ্ঠান বলা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র বলা যায় না; কেন? এই আশঙ্কার পরিহার—শুষ্ক তর্কের প্রতিষ্ঠা হয় না, এই তাহার মর্ম্ম। এই কারণেই অন্যান্য বৌদ্ধ প্রভৃতিবাদিগণ পরমাণুকে অন্য প্রকার বর্ণনা করেন। তাঁহাদের চারিটি সম্প্রদায় আছে যথা—বৈভাষিক, যোগাচার, মাধ্যমিক ও সৌত্রান্তিক। তন্মধ্যে বৈভাষিকগণ ঘটপটাদি পদার্থ স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সেগুলি ক্ষণিক বলিয়া থাকেন। যোগাচার বৌদ্ধগণ বলেন—সমস্তই জ্ঞান স্বরূপ; মাধ্যমিকগণ শূন্যবাদী। সৌত্রান্তিক জৈন বলেন—সদসদ্রূপ—সমস্ত পদার্থ বুদ্ধির বৈচিত্র্যে অনুমেয়। যাহাই হউক, ইহারা সকলেই পরমাণুর নিত্যতা-বিরোধী ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এতেনেতি। অতিদেশত্বান্নাত্র পৃথক্সঙ্গত্যপেক্ষা। শিষ্টাঃ কপিলপতঞ্জলিভ্যামন্যে। অপরিগ্রহা বেদমগৃহ্ণন্তস্তর্কপরা ইত্যর্থঃ। এতেনেতি। তদ্বিরোধিনো বেদপ্রতিকূলাঃ। অক্ষপাদোঽত্র গৌতমঃ। এবং হি বর্ণয়ন্তি—"লোকং পশ্যতি যস্যাঙ্ঘ্রিঃ স যস্যাঙ্ঘ্রিং ন পশ্যতি। তাভ্যামপ্যপরিচ্ছেদ্যা বিদ্যা বিশ্বগুরোস্তব" ইতি। তত্র তাভ্যাং গৌতমপতঞ্জলিভ্যামিত্যর্থঃ। নিরাকরণহেতোর্ব্বেদবিরোধিতায়াঃ। দীর্ঘেতি। অত্র কারণপরিমাণং মহদবগম্যতে। অতএবাপরেতি। বৈভাষিকো বৌদ্ধঃ পরমাণূন্ ক্ষণিকান্ অর্থভূতান্ মন্যতে। যোগাচারো জ্ঞানরূপান্। মাধ্যমিকস্তু শূন্যাত্মকান্। জৈনঃ পুনঃ সদসদ্রূপান্। এতচ্চাগ্রিমচরণে বিস্পষ্টীভবিষ্যতি। সর্ব্বে এতে পরমাণুকারণবাদিনো বৈভাষিকাদয়ো জৈনাশ্চত্বারঃ পরমাণুনিত্যতায়াং কণাদাদিস্বীকৃতায়াং বিরোধিনঃ ক্ষণিকত্বাদিস্বীকারাদিতি ভাবঃ। তথাচ কারণবস্তুবিষয়স্যাপি তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠানমসন্দেহমিতি। ন চ ন কিঞ্চনাদি-শব্দবিরোধঃ অনভিব্যক্তনামরূপত্বেন সঙ্গতেঃ। অণুশব্দস্তু সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্রহ্মণি গৌণঃ। স্বভাববাদস্তূপরি নিরাকরিষ্যতে ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—এতেনেত্যাদিসূত্র। এই সূত্রটি অতিদেশসূত্র, ইহাতে

স্বতন্ত্র সঙ্গতির অপেক্ষা নাই, পূর্ব্বসঙ্গতিই ইহার সঙ্গতি। সূত্রোক্ত শিষ্ট শব্দের অর্থ কপিল ও পতঞ্জলিভিন্ন অবশিষ্টগণ। অপরিগ্রহাঃ—বেদ গ্রহণ না করিয়া কেবলমাত্র তর্কপরায়ণ। এতেন বেদবিরোধীত্যাদিভাষ্য 'তদ্বিরোধিনঃ'—বেদের প্রতিকূলবাদিগণ। অক্ষপাদশব্দের অর্থ এখানে গৌতম। তাঁহার সম্বন্ধে লোকে এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে। যাঁহার (যে গৌতমের) চরণ জগৎ দেখিতেছে, কিন্তু তিনি যাঁহার (শ্রীভগবানের) চরণ দেখিতে পান না। হে বিশ্বগুরু! তোমার বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান সেই অক্ষপাদ ও পতঞ্জলির দ্বারাও অপরিচ্ছেদ্য—অনির্ণেয়। এখানে 'তাভ্যামপ্যপরিচ্ছেদ্যাঃ'—তাভ্যাম্ পদের অর্থ—গৌতম ও পতঞ্জলি কর্ত্তৃক এই অর্থ। 'নিরাকরণহেতোঃ'—মত নিরাকরণের হেতু বেদবিরোধিতা উভয় পক্ষেই সমান। এখানে দেখা যাইতেছে—কারণের পরিমাণ কার্য্যের পরিমাণ হইতে মহৎ। 'অতএবাপরে' ইত্যাদি। অপরে—বৌদ্ধসম্প্রদায়। তন্মধ্যে বৈভাষিক বৌদ্ধ পরমাণুকে ক্ষণিক পদার্থ মনে করে। যোগাচার বৌদ্ধ পদার্থকে জ্ঞানস্বরূপ, মাধ্যমিকগণ শূন্যাত্মক, জৈন কিন্তু সৎ ও অসৎ উভয় স্বরূপ বলে। এসব পরিচয় এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে ব্যক্ত হইবে। এই বৈভাষিক প্রভৃতি চারিটি বৌদ্ধ সম্প্রদায় সকলেই পরমাণুর জগৎকারণতা মানেন, কিন্তু কণাদ-গৌতমাদি-স্বীকৃত পরমাণুর নিত্যতা-বিষয়ে বিরুদ্ধবাদী, যেহেতু সমস্ত পদার্থের ক্ষণিকত্ব তাঁহাদের অভিপ্রেত। অতএব জগৎকারণ বস্তুবিষয়ক তর্কের অপ্রতিষ্ঠা—অস্থিরতা ইহা নিঃসন্দেহ। যদি বল 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' এই শ্রুতির বিরোধ হইল, একথা বলিতে পার না; যেহেতু অনভিব্যক্তনামরূপতা-অর্থ ধরিয়া বিরোধ পরিহৃত হইবে। ব্রহ্মে অণু-শব্দ সূক্ষ্মতা (দুজ্ঞের্য়তা) হেতু গৌণ-অর্থে প্রযুক্ত। স্বভাববাদ পরে নিরাকৃত হইবে ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সাংখ্যস্মৃতি ও যোগস্মৃতির সহিত ও তদুত্থিত তর্কের দ্বারা স্থাপিত বিরোধ খণ্ডন পূর্ব্বক বর্ত্তমানে সূত্রকার কণাদ, গৌতমাদি-মত সমূহের দ্বারা উত্থিত তর্কের সহায়তায় যে বিরোধ, তাহাও খণ্ডন করিতেছেন। পূর্ব্বপক্ষবাদীর সংশয় এই যে, কণাদাদির মতে ব্রহ্মের জগদুপাদানতা-বিষয়ে বাধা প্রাপ্ত হয় কিনা? যদি হয়, তাহা হইলে তাহাদের মতের অনবকাশতা দোষ আসিয়া পড়ে। কারণ ঐ সকল মতে ব্রহ্মের বিভুত্বের দ্বারাই—ন্যূনপরিমাণ দ্ব্যণুকাদি দ্বারাই ত্র্যসরেণুকাদি

মহৎকার্য্যারম্ভত্ব দেখা যায়; এইরূপ কণাদাদি মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বেদবিরোধী সাংখ্যাদি শাস্ত্রের নিরসন দ্বারা বেদবিরোধী কণাদ এবং গৌতমাদিও নিরাকৃত হইয়াছে। এই সূত্রটির দ্বারা পূর্ব্বাধিকরণেরই অতিদেশ করা হইল।

পরমাণুবাদ-বিষয়ে বৌদ্ধগণ অন্য প্রকারও বর্ণন করিয়া থাকেন। চারিটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই পরমাণুর নিত্যতাবাদের বিরোধী।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্ত-
মসন্নিধানাৎ পরমাণবো যে।
অবিদ্যয়া মনসা কল্পিতাস্তে
যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ ॥" (ভাঃ ৫।১২।৯)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

"তর্হি ক্ষিতেঃ সত্যতা স্যাৎ? তত্রাহ,—এবং ক্ষিতিশব্দস্যাপি বৃত্তং বর্ত্তনম্ অর্থং বিনৈব নিরুক্তম্। যদ্বা ক্ষিতিশব্দস্য বৃত্তং যস্মিন্ তদপি মিথ্যাত্বেন নিরুক্তমিত্যর্থঃ। কুতঃ? অসৎসু সূক্ষ্মেষু পরমাণুষু স্বকারণভূতেষু নিধানাৎ লয়াৎ, অতঃ পরমাণুব্যতিরেকেণ ক্ষিতির্নাস্তীত্যর্থঃ। পরমাণবস্তর্হি সত্যাঃ স্যুঃ? তত্রাহ—তে মনসা কার্য্যানুপপত্ত্যা বাদিভিঃ কল্পিতাঃ। কল্পনা-বীজমাহ। যেষাং সমূহেন বিশেষঃ কৃতঃ, যেষাং সমূহঃ পৃথ্বীবুদ্ধ্যালম্বনমিত্যর্থঃ। অবয়বিনো নিরস্তত্বাৎ সমূহগ্রহণম্। তথাপি সত্যাঃ স্যুঃ? ন। অবিদ্যয়া প্রপঞ্চস্য ভগবন্মায়াবিলসিতত্বাদজ্ঞানেন কল্পিতাঃ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হইতে ॥
'মীমাংসক' কহে ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
'সাংখ্য' কহে জগতের প্রকৃতি কারণ ॥
'ন্যায়' কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
'মায়াবাদী' নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে 'হেতু' কয় ॥

'পাতঞ্জল' কহে ঈশ্বর হয় স্বরূপ আখ্যান।
বেদমতে কহে তারে স্বয়ং ভগবান্॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা বেদান্ত-বর্ণন॥
'বেদান্ত'-মতে ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' সগুণ॥
পরমকারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'—সার॥"

(মধ্য ২৪।৪৮-৫৭)॥ ১২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পুনরাশঙ্ক্য সমাধত্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আবার আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথ প্রত্যক্ষেণ সমন্বয়ে বিরোধমুদ্ভাব্য নিরাকর্ত্তুং প্রযততে পুনরাশঙ্ক্যেত্যাদিনা। তর্কেণ বিরোধো মাস্তু প্রত্যক্ষেণ সোঽস্ত্বিতি প্রত্যুদাহরণমিহ সঙ্গতিঃ। জগদুপাদানে ব্রহ্মণি সমন্বয়ো দর্শিতঃ। তদুপাদানঞ্চ তদভিন্নং মন্তব্যম্। তত্বঞ্চ প্রত্যক্ষেণ নায়মীশ্বর ইত্যেবংবিধেন বিরুদ্ধমতঃ সমন্বয়েঽপি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধত্বমিতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মে সমন্বয়ের বিরোধ উদ্ভাবন করিয়া তাহার নিরাকরণের জন্য 'পুনরাশঙ্ক্য' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা চেষ্টা করিতেছেন। আপত্তি হইতেছে—তর্কের সহিত বিরোধ না হউক কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বিরোধ হইবে, এই প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি এখানে জ্ঞাতব্য। জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্মে সমন্বয় দেখান হইয়াছে, জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন মানিতে হইবে। বাস্তবিকপক্ষে, জগতের উপাদানকারণ

ঈশ্বর হইতে পারেন না যেহেতু তাহাতে প্রত্যক্ষতঃ বিরোধ দেখা যাইতেছে অতএব সমন্বয়েও প্রত্যক্ষ বিরোধ—

সূত্রম্—ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ॥ ১৩॥

সূত্রার্থ—'ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ'—যদি বল ভোক্তা জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্যাপত্তি অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্ ব্রহ্মের অভেদ হইয়া পড়ে, তাহাতে শ্রুতিসিদ্ধ জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ বিলোপ হইবে, তাহা নহে, 'লোকবৎ' লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা উহার পরিহার হইবে॥ ১৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সূক্ষ্মশক্তিকং ব্রহ্মৈবোপাদানং তদেব স্থূল-শক্তিকমুপাদেয়মিতি মতম্। তদিদং যুক্তং ন বেতি সংশয়ে ইহ ভোক্ত্রা জীবেন সহ ব্রহ্মণ ঐক্যাপত্তেরবিভাগঃ শক্তেঃ শক্তিম-দ্ব্রহ্মাভেদাপত্তের্দ্বা সুপর্ণা—জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমিত্যাদিশ্রুতি-সিদ্ধভেদলোপস্ততো ন যুক্তমিতি চেৎ তৎপরিহারঃ স্যাল্লোকবৎ। লোকে যথা দণ্ডিনঃ পুরুষাভেদেঽপ্যস্তি দণ্ডপুরুষয়োঃ স্বরূপতো ভেদস্তথা শক্তিমতো ব্রহ্মণঃ শক্ত্যভেদেঽপি শক্তিব্রহ্মণোঃ সোঽস্তীতি ন কাপি ক্ষতিঃ॥ ১৩॥

ভাষ্যানুবাদ—বৈদান্তিক মত হইতেছে—সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মই উপাদান-কারণ এবং সেই ব্রহ্মই স্থূলশক্তিবিশিষ্ট হইয়া উপাদেয়। এই মত যুক্তিযুক্ত কিনা? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—তাহা হইলে সুখদুঃখাদি-ভোক্তা জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য হইয়া পড়ে এজন্য অবিভাগ অর্থাৎ শ্রুতিসিদ্ধ ভেদের লোপ হয়; অতএব ব্রহ্মের উপাদানকারণতা যুক্তিযুক্ত নহে। কথাটি এই—শক্তি অর্থাৎ জীবশক্তি শক্তিমান্ ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইয়া পড়ে অথচ 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যাদি শ্রুতিতে দুইয়ের ভেদ বলা হইয়াছে এবং 'জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্' যখন দেখে একজন ফলভোগ করিতেছে, আর যে জন শোভা পাইতেছেন, তিনিই ঈশ্বর ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধভেদের লোপ হয়। অতএব ব্রহ্মের উপাদানতা যুক্তিযুক্ত নহে; পূর্ব্বপক্ষী যদি এইরূপ আপত্তি করে, তাহার পরিহারও হইবে,—লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা। তাহাতে দেখা

যায়, দণ্ডধারী পুরুষ বলিলে দণ্ডীর ও পুরুষের প্রভেদ না থাকিলেও দণ্ড ও পুরুষের স্বরূপতঃ ভেদ আছে, সেইরূপ শক্তিমান্ ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ জীবের সহিত অভেদ হইলেও শক্তি ও শক্তিমান্ ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদ আছে, এজন্য ঐ আপত্তি কিছুই নহে ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ভোক্ত্রেতি। ভোক্ত্রা জীবেনেতি। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীত্যাদি শ্রবণাৎ ভোক্তৃত্বং জীবস্য ব্যাখ্যাতম্। শক্তিমদ্‌ব্রহ্মাভেদাপত্তে-রিত্যত্র ক্ষীরনীরাদিবৎ বিমিশ্রণাদিত্যাশয়ঃ। সোঽস্তীতি। সঃ স্বরূপতো ভেদোঽস্তীত্যর্থঃ। ক্ষতির্দূষণম্ ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—ভোক্ত্রেত্যাদি সূত্র। ভাষ্য ভোক্ত্রা জীবেনেত্যাদি। 'তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি' তাহাদের দুইজনের মধ্যে একজন স্বাদু অশ্বত্থ ফল ভোজন করে ইত্যাদি শ্রুত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে 'জীব ভোক্তা' ইহা ব্যাখ্যাত। 'শক্তিমদ্ ব্রহ্মাভেদাপত্তেঃ' এখানে জলে ও দুধে মিশিয়া গেলে যেমন অভেদ প্রতীত হয়, সেইরূপ উভয়ের মিশ্রণহেতু অভেদ প্রাপ্তির —ইহাই অভিপ্রায়। 'শক্তি-ব্রহ্মণোঃ সোঽস্তি'—সঃ অর্থাৎ স্বরূপতঃ উভয়ের ভেদ আছে। ন ক্ষতিঃ—ক্ষতি শব্দের অর্থ দোষ ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় ব্রহ্মের জগদুপাদানতা-বিষয়ে আশঙ্কা উত্থাপন-পূর্ব্বক সমাধান করিতেছেন। বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, ভোক্তা জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য হইলে অবিভাগ অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাদ আসিয়া পড়ে, তাহাতে শ্রুতি-সিদ্ধ ভেদের লোপ হয়, এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানে বলিতেছেন, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায় যে, লোকে দণ্ডীর অর্থাৎ দণ্ডধারী পুরুষ হইতে পুরুষের অভেদ সত্ত্বেও দণ্ড ও পুরুষের স্বরূপতঃ ভেদ, সেইরূপ শক্তিমান্ ব্রহ্মের জীবশক্তির সহিত অভেদ সত্ত্বেও, জীবশক্তি ও শক্তিমান্ ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদ আছেই, ইহাতে কোন ক্ষতি বা দোষ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যথা গোপায়তি বিভুর্যথা সংযচ্ছতে পুনঃ।
যাং যাং শক্তিমুপাশ্রিত্য পুরুশক্তিঃ পরঃ পুমান্।
আত্মানং ক্রীড়য়ন্ ক্রীড়ন্ করোতি বিকরোতি চ ॥"

(ভাঃ ২।৪।৭)

আরও পাই,—

"কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥
ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥"

(ভাঃ ১০।১০।২৯-৩১) ॥ ১৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—জগতো ব্রহ্মাভেদমঙ্গীকৃত্য ব্রহ্মণস্ত-দুপাদানত্বং নিরূপিতমসদিতি চেন্নেত্যাদিনা তমেবাক্ষিপ্য সমাধা-তুমিদানীং প্রবর্ত্ততে। তত্রোপাদেয়ং জগদুপাদানাৎ ব্রহ্মণো ভিন্ন-মভিন্নং বেতি বীক্ষায়াং মৃৎপিণ্ড উপাদানং ঘট উপাদেয়ম্ ইতি ধীভেদাৎ উপাদানমুপাদেয়মিতি শব্দভেদাৎ মৃৎপিণ্ডেন ঘটায় প্রবর্ত্ততে ঘটেন তু জলমানয়তীতি প্রবৃত্তিভেদাৎ পিণ্ডাকারম উপাদানং কম্বুগ্রাবাদ্যাকারং উপাদেয়মিত্যাকারভেদাৎ পূর্ব্বকালমুপাদানমুত্ত-রকালমুপাদেয়মিতি কালভেদাচ্চ ভিন্নমেবোপাদানাদুপাদেয়ম্। ইতরথা কারকব্যাপারবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ উপাদানমেব চেদুপাদেয়ং কৃতং তর্হি তদ্ব্যাপারেণ চ সতোঽপ্যুপাদেয়স্যাভিব্যক্তয়ে তেন ন ভাব্যং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি কারকব্যাপারাৎ প্রাক্ সা সতী অসতী বা। নাদ্যঃ তদ্ব্যাপারবৈয়র্থ্যাৎ নিত্যোপলব্ধিপ্রসঙ্গাচ্চোপাদেয়স্য। ততশ্চ নিত্যানিত্যবিভাগো বিলুপ্যেত। তথাভিব্যক্তেরভিব্যক্ত্যন্তরে-ঽঙ্গীকৃতেঽনবস্থা। ন চান্ত্যঃ অসৎকার্য্যতাপত্তেঃ। তস্মাদসত উপাদেয়-স্যোৎপত্তিহেতুত্বে নার্থবত্ত্বং ব্যাপারস্যেত্যসত্ত্বাদেবোপাদানাৎ ভিন্নমু-পাদেয়মিতি বৈশেষিকাদিনয়াৎ পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে পরিহরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্মের সহিত জগতের অভেদ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মকে জগতের উপাদান নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি হইয়াছে, ব্রহ্মও তাহা হইলে অসৎ হইয়া যায় ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা।

সেই অভেদের প্রতিবাদ সমাধান করিবার জন্য সূত্রকার এক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সন্দেহ—উপাদেয় জগৎ উপাদান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? এই সন্দেহের পর পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যেমন ঘটের উপাদান মৃৎপিণ্ড, ঘট উপাদেয়, এইরূপ প্রতীতিভেদ থাকায় এবং উপাদান ও উপাদেয় এইরূপ শব্দভেদ থাকায়, আবার মৃৎপিণ্ড দ্বারা ঘট নির্ম্মাণের জন্য কুম্ভকার প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ঘট দ্বারা জল আনয়ন করে, এইরূপ বিভিন্ন কার্য্য হওয়ায় পুনশ্চ উপাদানের পিণ্ডবৎ আকার, উপাদেয়ের আকার কম্বুর মত গ্রাবাদি বিশিষ্ট এই আকারভেদ থাকায়—শুধু তাহাই নহে, উপাদান পূর্ব্বে থাকে, উপাদেয় পরে হয়, এইরূপ কালভেদবশতঃও উপাদান হইতে উপাদেয়কে ভিন্ন বলিতেই হয়। তাহা স্বীকার না করিলে কর্ত্তার ব্যাপার ব্যর্থ হইয়া পড়ে অর্থাৎ যদি উপাদানই উপাদেয়স্বরূপ হয়, তাহা হইলে উপাদেয়ের জন্য কর্ত্তার চেষ্টা ব্যর্থ, যদি বল, উপাদানরূপে পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তির জন্য কর্ত্তৃব্যাপার আবশ্যক, তাহাও বলা যায় না। যেহেতু উহা বিচারসহ নহে, কিরূপে দেখাইতেছি—সেই অভিব্যক্তি নিত্য? না অনিত্য? তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ নিত্য ইহা বলিতে পার না, কারণ কুম্ভকারের চেষ্টা তাহা হইলে ব্যর্থ—তদ্ভিন্ন সর্ব্বদাই কার্য্যের উপলব্ধি হইয়া পড়ে তাহাতে নিত্য অনিত্য বিভাগও লুপ্ত হইয়া পড়িবে। তা ছাড়া অভিব্যক্তির পুনরভিব্যক্তির জন্য কর্ত্তৃব্যাপার জানিলে অনবস্থা দোষ হয়, আবার অভিব্যক্তি অনিত্য একথাও বলিতে পার না কারণ তাহাতে অসৎ কার্য্যতাবাদ হইয়া পড়িবে। অতএব উপাদেয় অসৎ, তাহার উৎপত্তির হেতু কর্ত্তৃব্যাপার হওয়ায় উহা সার্থক নহে। অতএব উপাদেয়ের অসত্তা হেতু সৎ উপাদান হইতে উপাদেয় ভিন্ন এইরূপ ন্যায় বৈশেষিক মত আছে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে, তাহা পরিহার করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—জগত ইতি। পূর্ব্বোক্তং কার্য্যকারণয়োর-ভেদমাক্ষিপ্য সমাদধাতীত্যাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। তদুপাদানত্বং জগদুপাদানত্বম্। তমেব কার্য্যকারণভেদম্। কারকেতি। দণ্ডচক্রাদি কুলালশ্চ কারকম্। কৃতমিতি ব্যর্থম্। তেনেতি কারকব্যাপারেণ। সেত্যভিব্যক্তিঃ। নিত্যো-পেতি কার্য্যনিত্যতাপত্তেশ্চেত্যর্থঃ। ন চান্ত্য ইতি। অন্ত্যঃ অভিব্যক্তিরসতীতি পক্ষঃ। বৈশেষিকাদীত্যাদিপদাৎ নৈয়ায়িকো গ্রাহ্যঃ। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'জগতো ব্রহ্মাভেদমঙ্গীকৃত্যেত্যাদি' —পূর্ব্বে কথিত কার্য্য ও কারণের অভেদ হইলে কার্য্যের মত কারণও অসৎ হইয়া পড়ে, এই আক্ষেপ করিয়া সূত্রকার সমাধান করিতেছেন; এইভাবে এই অধিকরণে আক্ষেপ সঙ্গতি জানিবে। ব্রহ্মণস্তদুপাদানত্বমিতি অর্থাৎ জগতের উপাদানকারণতা, 'তমেব আক্ষিপ্যেতি'—তমেব—সেই কার্য্য-কারণের অভেদকে। 'ইতরথা কারকব্যাপারবৈয়র্থ্য প্রসঙ্গাদিতি' কারক অর্থাৎ ঘট কার্য্যের প্রতি দণ্ড, চক্র কুম্ভকার প্রভৃতি এবং 'কৃতং তর্হি তদ্ব্যাপারেণ চ'—কৃতং —ব্যর্থ অর্থাৎ কারকব্যাপার ব্যর্থ, কেননা কার্য্য পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে। 'সতোঽপ্যুপাদেয়স্যাভিব্যক্তয়ে তেন ন ভাব্যমিতি' তেন—কারকব্যাপার প্রয়োজন, ইহাও নহে। প্রাক্ সা—পূর্ব্বে সে অর্থাৎ সেই অভিব্যক্তি। 'নিত্যোপলব্ধি প্রসঙ্গাদিতি' নিত্যোপলব্ধি অর্থাৎ কার্য্যের নিত্যতাপত্তিহেতু-বশতঃও। 'ন চান্ত্য' ইতি অন্ত্যঃ—অর্থাৎ অভিব্যক্তি অসতী—মিথ্যাভূতা এই পক্ষও। 'উপাদানাদ্ভিন্নমুপাদেয়মিতি' বৈশেষিকাদি ইত্যাদি, আদিপদ দ্বারা নৈয়ায়িকও ধর্ত্তব্য। এবং প্রাপ্তে—এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ দৃঢ় হইলে—

তদনন্যত্বারম্ভণাধিকরণম্

সূত্রম্—তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—'তদনন্যত্বম্'—সেই জীবশক্তি ও প্রকৃতিশক্তিযুক্ত জগতের উপাদানভূত ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগৎ অভিন্নই; কি কারণে? উত্তর— 'আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ'—আরম্ভণ শব্দ যাহাদের আদিস্থিত এইরূপ বাক্য সমুদায় অর্থাৎ 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তস্মাৎ জীবপ্রকৃতিশক্তিযুক্তাৎ জগদুপাদা-নাৎ ব্রহ্মণঃ অনন্যদেবোপাদেয়ং জগৎ। কুতঃ? আরম্ভণেতি। আরম্ভণশব্দ আদির্যেষাং তেভ্যো বাক্যেভ্যঃ। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদে-

কমেবাদ্বিতীয়ং তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়” “সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ” “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্” ইত্যেবং-বিধানি ছান্দোগ্যে বাক্যানি সান্তরাণ্যপ্যত্র বিবক্ষিতানি। তানি হি চিজ্জড়াত্মকস্য জগতস্তদ্যুক্তাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বং বদন্তি। তথাহি কৃৎস্নং জগৎ তাদৃগ্ ব্রহ্মোপাদানকমতো ব্রহ্মাভিন্নমিতি হৃদি বিনিশ্চিত্যোপাদানভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেনোপাদেয়স্য জগতঃ কৃৎস্নস্য বিজ্ঞানং ভবতীত্যাচার্য্যঃ প্রতিজজ্ঞে। “স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশম-প্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যাদিনা। তদাশয়মবিদুষা শিষ্যেণান্যজ্ঞানাদন্যজ্ঞানং ন সম্ভবতীতি বিমৃশ্য “কথং নু ভগবঃ স আদেশ” ইতি পরিপৃষ্টঃ স জগতো ব্রহ্মোপাদানকতাং বদিষ্যন্ লোক-প্রতীতিসিদ্ধমুপাদেয়স্যোপাদানাভেদং দর্শয়তি “যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন” ইত্যাদিনা। একস্মাদেব মৃৎপিণ্ডোপাদানাৎ জাতং ঘটাদি সর্ব্বং তেনৈব বিজ্ঞাতেন বিজ্ঞাতং স্যাৎ তস্য ততোঽনতিরেকাৎ। এবমাদেশো ব্রহ্মণি সর্ব্বোপাদানে বিজ্ঞাতে তদুপাদেয়ং কৃৎস্নং জগৎ বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি তত্রার্থঃ। ননু ধীশব্দাদিভেদাদুপাদেয়-মুপাদানাদন্যৎ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ বাচারম্ভণমিতি। আরভ্যত ইত্যারম্ভণং কর্ম্মণি ল্যুট্ “কৃত্যল্যুটো বহুলম্” ইতি স্মরণাৎ। মৃৎ-পিণ্ডস্য কম্বুগ্রীবাদিরূপসংস্থান-সম্বন্ধে সতি বিকার ইতি নামধেয়-মারব্ধং ব্যবহর্ত্তৃভিঃ। কিমর্থং তত্রাহ বাচেতি। বাচা বাক্পূর্ব্বকেণ ব্যবহারেণ হেতুনা। ফলহেতুত্ববিবক্ষয়া তৃতীয়া। ঘটেন জলমান-য়েত্যাদিবাক্পূর্ব্বকব্যবহারসিদ্ধ্যর্থং মৃদ্দ্রব্যমেব জ্ঞানসংস্থানবিশেষং সৎ ঘটাদিনামভাগ্ ভবতি। তস্য ঘটাদ্যবস্থস্যাপি মৃত্তিকেত্যেব নামধেয়ং সত্যং প্রামাণিকম্। ততশ্চ ঘটাদ্যপি মৃদ্দ্রব্যমিত্যেব সত্যং ন তু দ্রব্যান্তরমিতি। অতস্তস্যৈব মৃদ্দ্রব্যস্য সংস্থানান্তরযোগমাত্রেণ ধীশব্দান্তরাদি সম্ভবতি। যথৈকস্যৈব চৈত্রস্যাবস্থাবিশেষসম্বন্ধাদ্ বালযুবাদিধী-শব্দান্তরাদি মৃদাদ্যুপাদানে তাদাত্ম্যেন সদেব ঘটাদি দণ্ডাদিনা নিমিত্তেনাভিব্যজ্যতে ন ত্বসদুৎপদ্যত ইত্য-

ভিন্নমেবোপাদেয়মুপাদানাৎ। ভেদে কিলোন্মানদ্বৈগুণ্যাপত্তিঃ। মৃৎ-পিণ্ডস্য গুরুত্বমেকং ঘটাদেশ্চৈকমিতি তুলারোহে দ্বিগুণং তৎ স্যাৎ। এবমন্যচ্চ। ন তু শুক্তিরূপ্যাদিবদ্বিবর্ত্তো ন চ শুক্তেঃ সকাশাৎ স্বতোঽন্যত্র সিদ্ধং রূপ্যমিব ভিন্নমিত্যেবকারাৎ। এবমিতি শব্দা-নর্থক্যং কষ্টকল্পনঞ্চ নিরস্তম্। ন চাভিব্যক্তিপক্ষস্য নির্ম্মূলত্বং শক্যং বক্তুম্। “কল্পান্তে কালসৃষ্টেন যোঽন্ধেন তমসাবৃতম্। অভিব্যনগ্ জগদিদং স্বয়ংরোচিঃ স্বরোচিষা” ইত্যাদি প্রমাণসিদ্ধেঃ। ন চ সিদ্ধসাধনতাঽনবস্থা বা দোষঃ। কারকব্যাপারাৎ পূর্ব্বমভিব্যক্তেঃ সত্ত্বানঙ্গীকারাৎ অভিব্যক্ত্যন্তরানঙ্গীকারাচ্চ। নন্বেবমসৎকার্য্যতা-পত্তিঃ পূর্ব্বমসত্যাস্তস্যাস্তদ্ব্যাপারেণোৎপাদ্যমানত্বাদিতি চেন্নৈবং তস্যাঃ কার্য্যত্বাভাবাৎ। স্বতন্ত্রাভিব্যক্তিমত্ত্বং কিল কার্য্যত্বং তচ্চ তস্যাং নাস্তি। আশ্রয়াভিব্যক্ত্যৈব তৎসিদ্ধেঃ। তদ্ব্যাপারেণ সংস্থা-নযোগরূপাভিব্যক্তির্নিয়তাভিব্যঙ্গ্যেতি প্রকৃতে ন কিঞ্চিদবদ্যম্। যত্তু অসতঃ কার্য্যস্যোৎপত্তিরিতি বদন্তি তন্মন্দং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি ব্যাপারাৎ প্রাগসচ্চেৎ কার্য্যং তর্হি সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বমুৎপদ্যেত। সর্ব্বত্র সর্ব্বাভাবসৌলভ্যাৎ। তিলেভ্যস্তৈলমিব ক্ষীরাদিকমপ্যুৎ-পন্নং স্যাৎ। অকর্ত্তৃকা চোৎপত্তিঃ কার্য্যস্যাসত্ত্বাৎ। ন চ কারণনিষ্ঠা শক্তিরেব কার্য্যং নিযচ্ছেদিতি বাচ্যম্ অসতা সহাসম্বন্ধাৎ। কিঞ্চোৎ-পত্তিরুৎপদ্যতে ন বা। আদ্যেঽনবস্থা অন্তেঽপ্যসত্ত্বান্নিত্যত্বাদ্বানুৎ-পত্তিরিতি পক্ষদ্বয়মসাধু। সর্ব্বদা কার্য্যানুপলম্ভোপলম্ভপ্রসঙ্গাৎ। ননূৎপত্তেঃ স্বয়মুৎপত্তিরূপত্বাৎ কিমুৎপত্ত্যন্তরকল্পনয়েতি চেৎ “সমমেত-দভিব্যক্তৌ” ইতি হি বক্তব্যম্॥ ১৪॥

ভাষ্যানুবাদ—‘তদনন্যত্বমিত্যাদি’—তস্মাৎ ইত্যাদি তস্মাৎ অনন্যত্বম্ এই বিগ্রহ দ্বারা তদনন্যত্বম্ এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার অর্থ—তস্মাৎ ই জীবশক্তি ও প্রকৃতিশক্তিযুক্ত জগতের উপাদানকারণ-ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগৎ অভিন্ন। কি জন্য? ‘আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ’—আরম্ভণ—এই শব্দটি যাহাদের আদি অর্থাৎ আরম্ভণ প্রভৃতি শব্দ আছে তাদৃশ বাক্যগুলি হইতে তাহাই অবগত

হওয়া যাইতেছে। সেই বাক্যগুলি এই—'বাচারম্ভণং বিকারো...ইত্যেব সত্যম্' 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' 'একমেবাদ্বিতীয়ং' 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' 'সন্মূলাঃ'...'সৎপ্রতিষ্ঠাঃ' 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্' ইত্যাদিরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদে ধৃত বাক্যগুলি সান্তর অর্থাৎ ব্যবহিতভাবে, বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থিত, এখানে ঐ বাক্যগুলি প্রমাণরূপে বিবক্ষিত। সেগুলি চিৎ ও জড়ময় জগতের চিজ্জড়-শক্তিযুক্ত পরম পুরুষ হইতে অভিন্নত্ব প্রকাশ করিতেছে। কি ভাবে, তাহা দেখান যাইতেছে—চিজ্জড়াত্মক সমগ্র জগৎ জীবশক্তি এবং প্রকৃতিশক্তিযুক্ত ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন; অতএব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহা মনে নিশ্চয় করিয়া আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলেন 'এতস্যৈব বিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি' এই ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জ্ঞাত হয় অর্থাৎ উপাদানভূত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দ্বারা উপাদেয় সমস্ত জগতের বিজ্ঞান হয়। গুরু উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, তুমি গর্ব্বিত হইয়াছ সেইজন্য আমাকে প্রশ্ন করিলে যে, সেই ব্রহ্মোপদেশ কি? অর্থাৎ যাহার বিষয় শুনিলে অশ্রুত পদার্থও শ্রুত হয়, সেই ব্রহ্ম কি? অভিপ্রায় এই—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে, এই প্রশ্ন করিবে কেন? অতএব তুমি বৃথাই ব্রহ্মজ্ঞতার অভিমান পোষণ করিতেছ? কথাটি এই—পিতার অভিপ্রায় না বুঝিয়াই পুত্র ভাবিল 'অন্য জ্ঞানদ্বারা অন্য জ্ঞান হইতে পারে না', এই বিচার করিয়া প্রশ্ন করিল—'কথং নু ভগবঃ স আদেশঃ" ভগবন্ (আপনার) সে উপদেশ কিরূপে সঙ্গত হইবে? পুত্র কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উদ্দালক জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম, ইহা প্রতিপাদন করিবেন বলিয়া লৌকিকপ্রতীতি-সিদ্ধ উপাদান হইতে উপাদেয়ের অভেদ দেখাইতেছেন—'যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন' ইত্যাদি। বৎস! যেমন একটি মৃৎপিণ্ড জ্ঞাত হইলে সমস্ত মৃত্তিকার কার্য্য ঘটাদিকে জানা যায়, অর্থাৎ এক মৃৎপিণ্ডরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন ঘট প্রভৃতি সমস্ত বস্তু সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু উপাদান হইতে উপাদেয়ের অভিন্নতা, এইরূপ উপদিশ্যমান সকলের উপাদান ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে তাহার উপাদেয় সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। ইহাই প্রবন্ধের তাৎপর্য্য। প্রশ্ন— উপাদান ও উপাদেয়ের প্রতীতি ভেদ ও বাচকশব্দ প্রভৃতির ভেদ থাকায় কিরূপে উভয়ের ঐক্য হইবে? এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—'বাচারম্ভণং' ইত্যাদি 'আরম্ভণং' অর্থাৎ সমবেত কার্য্য।

আরভ্যতে—যাহা করা যায়, এই অর্থে কর্ম্মবাচ্যে আ পূর্ব্বক রভ্ ধাতুর ণিচ্ প্রত্যয়ে 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' তব্য অনীয় যৎণ্যৎক্যপ্ এই কৃত্যপ্রত্যয়গুলি এবং ল্যুট্ (অন) প্রত্যয় বাহুল্যে সকল বাচ্যেই হয়, এইজন্য কর্ম্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন। ঐ আরম্ভণ অর্থাৎ কার্য্য ঘটাদি বিকার। মৃৎপিণ্ডের কম্বুর মত গ্রীবাদি অবয়ব সংস্থান হইলে বিকার নামে ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করে, কিরূপে করে, তাহাতে উত্তর দিতেছেন—বাচা—বাক্ ব্যবহারের জন্য অর্থাৎ ভাষায় প্রয়োগার্থ, সেই বিকারের ফল ভাষায় প্রয়োগ; এই অর্থে 'ফলমপীহ হেতুঃ' ফলও ক্বচিৎ হেতুরূপে প্রযুক্ত হয় যথা 'অধ্যয়নেন বসতি' অধ্যয়নার্থ বাস করিতেছে, এখানে বাসের ফল অধ্যয়ন কিন্তু বিবক্ষাধীন তাহাও হেতু বলিয়া তাহাতে তৃতীয়া হইল, সেইরূপ 'বাচা' পদে তৃতীয়া। দৃষ্টান্ত—যেমন 'ঘটেন জলমানয়' 'কলস দিয়া জল আন' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক ব্যবহার সিদ্ধির জন্য মৃত্তিকাদ্রব্যই অবয়ব সংস্থান বিষয় হইয়া ঘটাদি নাম ধারণ করে। সেই মৃত্তিকাদ্রব্যের ঘটাদি অবস্থা হইলেও মৃত্তিকা নামই সত্য প্রমাণসিদ্ধ, তাহা যদি হইল, ঘটাদি ও মৃত্তিকা একই দ্রব্য, ইহাই সত্য। মৃত্তিকা হইতে ঘট অন্য দ্রব্য নহে। অতএব সেই মৃত্তিকা দ্রব্যেরই অন্য অবয়ব যোজনা বশতঃ 'ঘট' এই বিভিন্ন শব্দ এবং ঘট বলিয়া ভিন্নজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যেমন একই চৈত্র নামক ব্যক্তির বাল্যাদি—দারিদ্র্যাদি অবস্থাবিশেষবশতঃ বালক, যুবা, ধনী, দরিদ্রাদি সংজ্ঞা-ভেদ ও প্রতীতিভেদ হইয়া থাকে। মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদানকারণ মধ্যে পূর্ব্বেও তাদাত্ম্যরূপে ঘট আছেই, দণ্ড প্রভৃতি নিমিত্তকারণের ব্যাপার দ্বারা আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট ঘটাদি অভিব্যক্ত হয়, তদ্ভিন্ন অসৎ ঘট উৎপন্ন হয় না, সুতরাং উপাদানকারণ হইতে উপাদেয় কার্য্য অভিন্ন। যদি উভয়ের ভেদ থাকিত, তবে ওজন করিলে উপাদান হইতে কার্য্যের মান দ্বিগুণ হইয়া পড়িত। কিরূপে? দেখাইতেছি—মৃৎপিণ্ডের গুরুত্ব পরিমাণ যাহা, ঘটের গুরুত্ব পরিমাণ তাহাই। যদি উহাদের পার্থক্য হইত, তবে তুলাদণ্ডে চাপাইলে মৃত্তিকা হইতে ঘটের পরিমাণ দ্বিগুণ হইত, কিন্তু তাহা হয় না। এইরূপ গুণাদিও বিভিন্ন হইত, তাহাও হয় না। আবার শুক্তিতে (ঝিনুকে) রজত ভ্রমের মত উপাদানে উপাদেয়ের ভ্রমাত্মক বিবর্ত্ত বলিতে পার না, কেননা শুক্তির নিকট হইতে অন্যত্র হট্ট প্রভৃতিতে স্থিত রূপ্যাদির

মত শুক্তিতে অধ্যস্ত রূপ্য ভিন্ন নহে, উহা শুক্তিই। ইহা 'মৃত্তিকেত্যেব নামধেয়ং সত্যম্' এই 'এব' শব্দদ্বারা বুঝাইতেছে। 'এবমাদেশে ব্রহ্মণি' ইত্যাদি বাক্যে 'এবম্' পদ প্রয়োগ দ্বারা শব্দের আনর্থক্য ও কষ্টকল্পনা নিরাকৃত হইল। কথাটি এই—যদি উপাদান ও উপাদেয় একই হয়, তবে ঘটাদি শব্দের অনর্থকতা ও কষ্টকল্পনা অর্থাৎ মিথ্যাদি পদ অধ্যাহার ইহাও নহে; কেননা মৃত্তিকাই সত্য মৃত্তিকার জ্ঞান হইতেই সমস্ত মৃৎকার্য্য জ্ঞাত হয়, এইরূপ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য। যদি বল, ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়—একথা দ্বারা অসৎ কার্য্য বাদ হইবে তাহাও নহে, ঐ উৎপত্তি শব্দের অর্থ অভিব্যক্তি। যদি বল, অভিব্যক্তিপক্ষ অপ্রমাণ, তাহাও নহে, ইহার প্রমাণ আছে যথা শ্রীমদ্ ভাগবতে কল্পান্তে কালসৃষ্টেনেত্যাদি যে ভগবান্ শ্রীহরি যুগাবসানে কালসৃষ্ট ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন এই জগৎকে স্বপ্রকাশ নিজশক্তি-দ্বারা অভিব্যক্ত করিয়াছেন, এই কথাই অভিব্যক্তি-পক্ষে প্রমাণ, কিন্তু বিবর্ত্তবাদ সঙ্গত হয় না, যেহেতু তাহাতে তোমাদের মিথ্যাভূত দ্বৈতাপত্তি হয়। যদি বল, অভিব্যক্তি-বাদে সিদ্ধসাধনতা-দোষ হইয়া পড়ে অর্থাৎ যাহা পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ, তাহার সাধনতাদোষ হয় এবং অভিব্যক্তির সত্তা ও অসত্তা সম্বন্ধে বিকল্প ধরিয়া অন-বস্থাপত্তি হয়, ইহাও নহে। জনক অর্থাৎ কুম্ভকারাদির ব্যাপারের পূর্ব্বে অভি-ব্যক্তির সত্তা স্বীকার করা হয় না, অর্থাৎ কার্য্যের কারণ-মধ্যে সত্তা আছে বটে, কিন্তু কার্য্যের অভিব্যক্তি দণ্ড-কুম্ভকারাদি ব্যাপার হইতে জন্মে, ইহাই তাৎপর্য্য। অভিব্যক্তির আবার অন্য অভিব্যক্তিও স্বীকার করা হয় না, সে-কারণ অনবস্থা দোষ নাই। প্রশ্ন—এইরূপ হইলে অসৎকার্য্যতাবাদ আসিয়া পড়িল; যেহেতু পূর্ব্বে অবিদ্যমান অভিব্যক্তির নিমিত্তকারণ কুম্ভকারাদির ব্যাপার দ্বারা উৎপত্তি হইতেছে এই যদি বল, তাহাও নহে, অভিব্যক্তি কার্য্য নহে। যাহাতে অসৎ কার্য্যের উৎপত্তি দোষ ঘটিবে। কার্য্যের লক্ষণ হইতেছে, যাহার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি অর্থাৎ অন্য নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি, তাহাই কার্য্য; যেমন ঘট কার্য্য যেহেতু তাহার অভিব্যক্তি কুম্ভকারাদির অভিব্যক্তি সাপেক্ষ নহে, কিন্তু সেই অভিব্যক্তি কার্য্য নহে, যেহেতু অভিব্যক্তি আশ্রয়াভি-ব্যক্তির অধীন। আশ্রয়গত ব্যাপার দ্বারা সংস্থান যোগরূপ অভিব্যক্তি নিয়মানুসারেই ব্যক্ত হয়, অতএব প্রক্রান্তস্থলে কোনও অসামঞ্জস্য নাই। আর যাহারা বলে অসৎ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, ইহা মন্দ কথা; যেহেতু

তাহা বিচারাসহ। কিরূপে দেখাইতেছি—ব্যাপারের পূর্ব্বে কার্য্য যদি অসৎ হয়, তবে সকল বস্তু হইতে সকলের উৎপত্তি হউক, সকল কারণেই সমস্ত কার্য্যের অভাব থাকায় তিল হইতে তৈলের মত দুগ্ধও তাহা হইতে উৎপন্ন হউক। আরও একটি দোষের আপত্তি—কার্য্য যদি অসৎ হয়, তবে 'ঘটো জায়তে' ঘট উৎপন্ন হইতেছে, এ-কথায় ঘটের উৎপত্তি ক্রিয়ার যে কর্তৃত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে, তাহা অসঙ্গত হয়; যেহেতু কর্ত্তৃহীন উৎপত্তি হয় না। এখানে কার্য্য অসৎ, কিরূপে তাহার উৎপত্তি হইবে? যদি বল কারণনিষ্ঠ শক্তিই কার্য্যকে নিয়মিত করিবে, তাহাও বলা যায় না, অসৎ পদার্থের সহিত কারণ-শক্তির সম্বন্ধ অসম্ভব। আর এক কথা, উৎপত্তি উৎপন্ন হয় কিনা? অর্থাৎ উৎপত্তি কার্য্য কিনা? যদি উৎপত্তি জন্মায় বল, তবে অনবস্থা দোষ হইয়া পড়িল। যদি উৎপত্তির উৎপত্তি হয় না বল, তবে উৎপত্তির অসত্ত্ব হেতু—সর্ব্বকালেই ঘটাদি কার্য্যের অনুৎপত্তিহেতু উপলব্ধি না হউক। আর যদি বল, উৎপত্তি উৎপন্ন হয় না, যেহেতু উৎপত্তি নিত্যই আছে, তাহা হইলে সর্ব্বদা ঘটাদি কার্য্য উপলব্ধ হইত, তাহা তো হয় না। এইরূপে উক্ত দুই পক্ষই দোষগ্রস্ত, প্রথম পক্ষে সর্ব্বদা কার্য্যের অনুপলব্ধি, দ্বিতীয় পক্ষে কার্য্যের সর্ব্বদা উপলব্ধির প্রসক্তি দোষহেতু। পুনশ্চ আপত্তি—উৎপত্তি নিজেই উৎপত্তি স্বরূপ, তবে আবার অন্য উৎপত্তির কল্পনা কেন? এই যদি বল, তবে বলিব—ইহা তো অভিব্যক্তিবাদেও তুল্যদোষ, ইহা বলিতে পারা যায় ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদনন্যেতি। তস্মাদিতি। অনন্যদভিন্নম্। বাচেতি। হেতুত্ববিবক্ষয়া ফলে তৃতীয়া। মৃৎপিণ্ডে কম্বুগ্রীবাদিরূপসংস্থানযোগং বিধায় ঘটেন জলমানয়েতি বাক্পূর্ব্বকব্যবহারসিদ্ধয়ে বিকার ইতি ঘটরূপং কার্য্য-মিতি নামধেয়মারম্ভণমারব্ধং ব্যবহর্ত্তৃভিঃ কর্ম্মণি ল্যুট্। তস্য বিকারস্য ঘটাদের্মৃত্তিকেত্যেব নামধেয়ং সত্যং প্রামাণিকম্। প্রাগূর্দ্ধঞ্চ প্রতীতেঃ সত্যমেষ বদতীত্যুক্তেঃ প্রামাণিকং বদতীতি সর্ব্বঃ প্রত্যেতি। সদেবেতি। অত্র জগদুপস্থাপকস্যেদংশব্দস্য সচ্ছব্দেন সামানাধিকরণ্যাৎ ব্রহ্মণো জগতা সহাভেদঃ সিদ্ধঃ। একং মুখ্যং কর্তৃ নিমিত্তমিতি যাবৎ। অদ্বিতীয়ং সহায়-শূন্যমুপাদানঞ্চ তদেবেত্যর্থঃ। তদৈক্ষতেতি। তদ্ব্রহ্ম বহু স্যামিতি সঙ্কল্পং চকারেত্যর্থঃ। সন্মূলা ইতি। সদুপাদানকাঃ সৎপালকাঃ সৎসংহারকাশ্চেতি

ক্রমাৎ ত্রয়াণাং পদানামর্থঃ। ঐতদাত্ম্যমিতি সর্ব্বমিদং জগৎ ঐতদাত্ম্যং সদভিন্নং স্বার্থে ষ্যঞ্। যৈস্তু পূর্ব্বং পরিণামবাদমালম্ব্য স্যাল্লোকবদিতি সমাহিতম্ অধুনা তু বিবর্ত্তবাদমালম্ব্য মুখ্যং সমাধানমুচ্যতে যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেনেতি তদনন্যত্বমিত্যাদিনা বিকারো ঘটাদির্বাচারম্ভণং বাগালম্বনমাত্রং ন তু নামাতিরেকেণাস্তি বিকারস্ততো মিথ্যৈব স মৃত্তিকেত্যেব সত্যং তাত্ত্বিকমিতি ব্যাচক্ষতে। তেষাং মতে একেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ন ভবেদপি তু বাধিতং স্যাদিতি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্বৈরূপ্যাপত্তিরিত্যুপেক্ষ্যাস্তে সুধীভিঃ। সান্তরাণীতি। সব্যবধানানি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য স্থিতানীত্যর্থঃ। তদ্যুক্তাৎ শক্তিযুগ্মোপেতাৎ। তথাহীতি। তাদৃগিতি শক্তিযুগ্মোপেতম্। অতো ব্রহ্মাভিন্নমিতি। ইহ তাদৃগ্ব্রহ্মাভিন্নমিতি বোধ্যম্। আচার্য্যো গুরুরুদ্দালকঃ প্রতিজজ্ঞে প্রতিজ্ঞাং চক্রে। শিষ্যেণ শ্বেতকেতুনা পুত্রেণ পরিপৃষ্টঃ সঃ আচার্য্যঃ। তেনৈব মৃৎপিণ্ডেনৈব। তস্য ঘটাদেঃ। ততো মৃৎপিণ্ডাৎ। এবমিতি। আদেশে প্রশাস্তরি উপদেশ্যে বা। তদুপাদেয়ং তৎকার্য্যম্। কৃত্যল্যুট ইতি সূত্রে বহুলমিতি যোগো বিভজ্যতে। যে কৃতো যত্রার্থে বিহিতাস্তে ততোঽন্যত্রাপি স্যুরিতি তদর্থঃ তেন কর্ম্মণি চ ল্যুট্ সিদ্ধ্যতীতি। উক্তং বিশদয়তি ঘটেনেত্যাদিনা। অন্যত্র সিদ্ধং হট্টাদৌ স্থিতম্। এবমিতি। এবং মৎকৃতব্যাখ্যানে সতি। ইতি শব্দেতি। বিকারো নামধেয়ং বাচারম্ভণং বাঙ্মাত্রগোচরং মিথ্যাভূতো বিকার ইত্যর্থঃ। মৃত্তিকৈব সত্যেতি বক্তুং যুক্তং ন তু মৃত্তিকেত্যেবেতি যুক্তম্। তথাচেতিশব্দোঽত্র নিরর্থকঃ স্যাৎ। কষ্টকল্পনন্তু মিথ্যাদিপদাধ্যাহারাদ্ বিস্ফুটং দ্রষ্টব্যম্। কল্পান্তে ইতি শ্রীভাগবতে। যো ভগবান্ হরিঃ। অভিব্যনক্ অভিব্যক্তং চকারেত্যর্থঃ। স্বয়ংরোচিঃ স্বপ্রকাশঃ স্বরোচিষা চিচ্ছক্ত্যা বিশিষ্টঃ। আদিশব্দাৎ ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিতি গ্রাহ্যম্। ন চেতি। হেতুদ্বয়েন ক্রমাৎ সাধ্যদ্বয়ং বোধ্যম্। পূর্ব্বমিতি। তস্যাঃ অভিব্যক্তেঃ। তৎসিদ্ধেরিতি। অভিব্যক্তেরভিব্যক্তিসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। নন্থ ঘটমভিব্যঞ্জয়িতুং দীপে প্রজ্বালিতে পটাদিরপ্যভিব্যজ্যতে ইতি নিয়তোঽভিব্যঙ্গবিশেষো ন দৃষ্টঃ এবং ঘটার্থেন কারকব্যাপারেণ পটাদিরপ্যভিব্যজ্যেত ইতি চেৎ তত্রাহ তদ্ব্যাপারেণেতি। আবৃত্তিভঙ্গঃ সংস্থানযোগশ্চেত্যভিব্যক্তির্দ্বিধা। তত্রাদ্যে স দোষঃ। দ্বিতীয়ে তু নিয়তোঽভিব্যঙ্গ ইতি প্রকৃতে ন কিঞ্চিচ্চোদ্যমিত্যর্থঃ। অকর্ত্তৃকা চেতি।

ঘটো জায়ত ইত্যত্র ঘটস্যোৎপত্তিকর্ত্তৃত্বং প্রতীতং প্রাগুৎপত্তের্ঘটস্যাত্যন্তমসত্ত্বে তস্য তৎকর্ত্তৃত্বং ন শক্যং বক্তুমিত্যকর্ত্তৃকা তদুৎপত্তিরিত্যর্থঃ। ন চ কারণনিষ্ঠেতি। কার্য্যস্যাসত্ত্বাৎ তেনাসতা কার্য্যেণ সহ শক্তের্নিয়ম্যনিয়ামকভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধো ন সম্ভবেৎ। সতোরেব হি সম্বন্ধো দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। কিঞ্চেতি। আদ্যে উৎপত্তেরুৎপত্তিরস্তীতিপক্ষে তস্যা অপ্যুৎপত্তিরস্তীত্যনবস্থা। অন্ত্যে উৎপত্তেরুৎপত্তির্নাস্তীতি পক্ষে উৎপত্তির্নোৎপদ্যতে তস্যা অসত্ত্বাদিতি চেৎ তর্হি সর্ব্বদা ঘটাদিকার্য্যস্যোপলম্ভো ন স্যাৎ। অথোৎপত্তির্নোৎপদ্যতে তস্যা নিত্যত্বাৎ নিত্যং সত্ত্বাদিতি চেৎ তর্হি সর্ব্বদা ঘটাদিকার্য্যমুপলভ্যেত ন চৈবমস্তি। তস্মাৎ পক্ষদ্বয়মপ্যসঙ্গতমিত্যর্থঃ। সমমিতি। যদুক্তমভিযুক্তৈঃ—যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্যস্তাদৃগর্থবিচারণেতি। উভয়োর্বাদিপ্রতিবাদিনোঃ। পর্য্যনুযোক্তব্যঃ প্রতিবিধেয়ঃ। তথাচ শ্রুতিস্মৃতিসাচিব্যাদভিব্যক্তিপক্ষ এব শ্রেয়ানিতি ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—'তদনন্যত্ব' মিত্যাদি সমাধানসূত্রের তস্মাদিত্যাদিভাষ্যে—ব্রহ্মণোঽনন্যদেব—ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বাচারম্ভণমিত্যাদি—'বাচা' এই পদে বাচ্‌শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি আছে, সেই তৃতীয়া হেতু অর্থে, কিন্তু বাক্ হেতু কিরূপে হইবে? সে তো ফল, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, ফলের হেতুত্ব বিবক্ষাবশতঃ মানিয়া তৃতীয়া হইয়াছে। 'বাচারম্ভণং বিকারঃ' ইহার অর্থ—মৃৎপিণ্ডেতে কম্বুগ্রীবাদিরূপ অবয়ব যোজনা করিয়া বাক্য প্রয়োগ করা হয় 'ঘটেন জলমানয়' ঘট দিয়া জল আনয়ন কর, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক ব্যবহার সিদ্ধির জন্য বিকার অর্থাৎ ঘটরূপ কার্য্য এই নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাই 'আরম্ভণং' অর্থাৎ ব্যবহারকারীরা আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের কর্ত্তৃক রচিত। আরম্ভণং পদে আ উপসর্গ যোগে রভ্ ধাতুর কর্ম্মবাচ্যে (যাহাকে আরম্ভ করা হয়) ল্যুট্ (অন) প্রত্যয়। 'নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' ইহার অর্থ—সেই বিকারের অর্থাৎ ঘটাদির 'মৃত্তিকা' এই নামই সত্য অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ, (ঘট নাম কাল্পনিক), যেহেতু ঘট হইবার পূর্ব্বে এবং ঘটনাশের পরও মৃত্তিকার প্রতীতি হয় (ঘটের প্রতীতি হয় না) এই লোকটি "সত্যমেব বদতি'—মৃত্তিকা সত্যই বলিতেছে এই উক্তি হেতু প্রমাণসিদ্ধ বলিতেছে ইহা সকলে বিশ্বাস করে। 'সদেবসৌম্যেদ' মিত্যাদি শ্রুতিস্থ ইদম্ শব্দটি জগৎ অর্থের বাচক, তাহার 'সৎ'

শব্দের সহিত সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অভেদ প্রতীত হওয়ায় ব্রহ্মের জগতের সহিত অভেদ সিদ্ধ হইতেছে।

'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই শ্রুত্যন্তর্গত এক শব্দের অর্থ মুখ্য কর্ত্তা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ, 'অদ্বিতীয়ং' সহায়নিরপেক্ষ তাহা জগতের উপাদান কারণও। 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইহার অর্থ—তদ্—সেই ব্রহ্ম, ঐক্ষত—বহুরূপে প্রকাশ হইব এই সঙ্কল্প করিলেন। 'সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—সন্মূলাঃ—সদ্ব্রহ্ম ইহাদের উপাদানকারণ, সদায়তনাঃ—সদ্ব্রহ্ম তাহাদের (প্রজাদের) পালক, সৎপ্রতিষ্ঠাঃ—সদ্ব্রহ্মে তাহাদের লয় হয়, এইপ্রকার শ্রুত্যুক্তক্রমে উক্ত পদত্রয়ের অর্থ জানিবে। 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্' ইহার অর্থ—এই জগৎ, ঐতদাত্ম্যং—সদ্ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। এতৎ—(সদ্ব্রহ্ম) আত্মা (স্বরূপং) যস্য ইতি বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন। এতদাত্মন্ শব্দের স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন ঐতদাত্ম্যং পদটি।

যাঁহারা পূর্ব্বে 'জগৎটি ব্রহ্মের পরিণাম' এই মত লইয়া 'স্যাল্লোকবৎ' লৌকিক দৃষ্টান্তে 'ঘটাদির মত হইবে, এই সূত্র দ্বারা সমাধান করিয়াছেন, তাঁহারাই এক্ষণে বিবর্ত্তবাদ লইয়া মুখ্যভাবে সমাধান করিতেছেন—হে সৌম্য শ্বেতকেতু! এক মৃৎপিণ্ড জ্ঞাত হইলে সমস্ত ঘটাদি জ্ঞাত হয়; অতএব মৃত্তিকা ও ঘটের অভেদের মত জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ ইত্যাদি উক্তি দ্বারা, 'বাচারম্ভণং বিকার' ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যাও এইরূপ করেন; যথা বিকার ঘটাদি, বাচারম্ভণং—বাগালম্বন মাত্র—অর্থাৎ কথার আশ্রয়েই প্রযুক্ত, নাম ভিন্নবশতঃ পৃথক্ পদার্থ নহে; অতএব ঘটাদি কার্য্য মিথ্যা সেই বিকার, মৃত্তিকাই বাস্তবিক, তাঁহাদের সেইমতে অনুপপত্তি এই যে 'একেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি' এ-কথা সঙ্গতই হয় না, বরং বাধিতই হইতেছে, ইহাতে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের বৈষম্যাপত্তি হয়। কথাটি এই—দ্বৈত যদি অধ্যস্ত বা বিবর্ত্ত হয় তবে সর্ব্ব বিজ্ঞান কিরূপে হইবে? অলীকের জ্ঞান হইতেই পারে না, আবার মৃত্তিকা ঘট দৃষ্টান্তের সহিত জগৎ ব্রহ্মের বৈষম্য হওয়ায় অসঙ্গতি দোষ হয়। অতএব সুধীগণ সেই ব্যাখ্যাকারিগণকে উপেক্ষা করিবেন। ছান্দোগ্যে 'সান্তরাণি অপি'—ব্যবধানযুক্ত হইলেও অর্থাৎ মাঝে মাঝে ছাড়িয়া ছাড়িয়া ধৃত হইলেও 'জগতন্তদযুক্তাৎ'—সেই জীবশক্তি ও প্রকৃতিশক্তি এই দুইটি যুক্ত ব্রহ্ম হইতে জগতের। 'তথাহি

কৃৎস্নং জগৎ তাদৃগ্ব্রহ্মোপাদানকমিতি'—তাদৃক্ সেই শক্তিদ্বয়যুক্ত ব্রহ্ম নিখিল জগতের উপাদানকারণ। 'অতো ব্রহ্মাভিন্নমিতি' এখানেও তাদৃক্-শক্তিদ্বয় বিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—এই অর্থ জ্ঞাতব্য। 'বিজ্ঞানং ভবতীত্যাচার্য্য' ইতি আচার্য্য—শ্বেতকেতুর পিতা গুরু উদ্দালক। প্রতিজজ্ঞে—প্রতিজ্ঞা করিলেন—শিষ্য—পুত্র শ্বেতকেতু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই আচার্য্য বলিলেন। 'তেনৈব সিদ্ধান্তেন' সেই মৃৎপিণ্ড সিদ্ধান্ত দ্বারাই। 'তস্য ততোঽনতিরেকাদিতি' তস্য—সেই ঘটাদির, ততঃ—মৃৎপিণ্ড হইতে অনতিরেকাৎ অভেদবশতঃ। 'এবমাদেশে ব্রহ্মণীতি'—এই প্রকার, আদেশে—প্রশাসনকারী অথবা উপদিশ্যমান ব্রহ্মে। 'সর্ব্বোপাদানে বিজ্ঞাতে তদুপাদেয়মিতি' তদুপাদেয়ম্—তাহার কার্য্য 'কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি' স্মরণাৎ ইতি 'কৃত্য ল্যুটঃ' এই অংশের সহিত 'বহুলং' এই পদের বিভাগ (ছেদ) করিয়া ইহা দুইটি সূত্র করিতে হইবে। এজন্য 'বহুলম্' এই সূত্রের অর্থ—যে সকল কৃৎ প্রত্যয় যে অর্থে (বাচ্যে) বিহিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্যবাচ্যেও সেই প্রত্যয় হইবে, সে কারণ 'আরম্ভণং' এই পদে কর্ম্মবাচ্যে ল্যুট্ হইল। 'উক্তং বিশদয়তি ঘটেনেত্যাদিনা' ইতি পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই 'ঘটেন জলমানয়' ইত্যাদি দ্বারা বিশদ করিয়া বলিতেছেন। 'ন চ শুক্তেঃ সকাশাৎ অন্যত্র সিদ্ধমিতি' অন্যত্র অর্থাৎ হাট (বাজার) প্রভৃতিতে স্থিত রজত। 'এবমিতি শব্দানর্থক্যং কষ্টকল্পনঞ্চ' এবম্—অর্থাৎ আমি যে ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাতে। ইতি শব্দানর্থক্যং—যদি অর্থ কর বিকারনাম বাঙ্মাত্রগোচর, বিকার অর্থাৎ কার্য্য মিথ্যাভূত এই অর্থ করিলে ইতি শব্দের বৈয়র্থ্য হয়—অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য, ইহাই যুক্তিযুক্ত পাঠ হয়, 'মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' এইরূপ পাঠ ব্যর্থ। অতএব ইতি শব্দ ঐ ব্যাখ্যায় ব্যর্থ হইয়া পড়ে এবং কষ্টকল্পনাও হয় যথা—'মিথ্যাভূতো বিকারঃ' ইহাতে মিথ্যাভূত পদটি অধ্যাহারহেতু কষ্টকল্পনা জানিবে। কল্পান্তে ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতে ধৃত। ইহার অর্থ—যঃ—যে ভগবান্ শ্রীহরি, অভিব্যনক্—অভিব্যক্ত করিয়াছেন। স্বয়ংরোচিঃ—স্বপ্রকাশ, স্বরোচিষা—চিৎশক্তিবিশিষ্ট। ইত্যাদি 'প্রমাণাৎসিদ্ধেঃ'—ইত্যাদি পদ গ্রাহ্য—'ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্' এই বাক্য। 'ন চ সিদ্ধসাধনতা অনবস্থা বা দোষ' ইতি ইহার পরে কথিত কারকব্যাপারাৎ 'পূর্ব্বমভিব্যক্তেঃ সত্ত্বানঙ্গীকারাৎ' এই হেতুটির সাধ্য—ন সিদ্ধসাধনতাদোষঃ, দ্বিতীয় হেতু—'অভিব্যক্ত্যন্তরানঙ্গীকারাৎ'—ইহার সাধ্য

অনবস্থাদোষ। 'পূর্ব্বমসত্যাস্তস্যা' ইত্যাদি তস্যাঃ—সেই অভিব্যক্তির 'আশ্রয়াভি-ব্যক্ত্যেব তৎসিদ্ধেঃ'—অভিব্যক্তি হেতু অর্থাৎ অভিব্যক্তি (প্রকাশ) সিদ্ধিহেতু। প্রশ্ন—ঘটকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য দীপ জ্বালিলে পটাদিও অভিব্যক্ত হয়, অতএব পদার্থ বিশেষের অভিব্যক্তি নিয়মসিদ্ধ দেখা যায় নাই; এইরূপে ঘট নির্ম্মাণের জন্য দণ্ডচক্রাদির ব্যাপার দ্বারা পটাদিও অভিব্যক্ত হইতে পারে, এই যদি বল, তাহাতে মীমাংসা করিতেছেন—'তদ্ব্যাপারেণ সংস্থানযোগাভিব্যক্তিরিতি'—অভিব্যক্তি দুইপ্রকার এক আবৃত্তিভঙ্গ, দ্বিতীয় অবয়বসংস্থানযোগ, তন্মধ্যে আবৃত্তিভঙ্গ অর্থাৎ ফিরিয়া আসার নিরাস, যেমন তিল হইতে তৈলের অভিব্যক্তি একবার হইলে আর তাহার অভিব্যক্তি হয় না কিন্তু ব্রহ্ম হইতে জগতের অভিব্যক্তি স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হয়, অতএব দ্বিতীয় অভিব্যক্তি অর্থাৎ অবয়বসংস্থানসম্বন্ধ এই পক্ষে অভিব্যঙ্গ নিয়মাধীন থাকে, প্রকৃতস্থলে কোনও আপত্তির বিষয় থাকে না। অসৎকার্য্যবাদ-পক্ষে দোষ আরও দেখাইতেছেন—'অকর্তৃকা চোৎপত্তিরিতি' 'ঘটো জায়তে' ঘট জন্মিতেছে বলিলে ঘট উৎপত্তি ক্রিয়ার কর্ত্তা বুঝায়, কিন্তু যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটকার্য্য একেবারে অসৎ হয়, তবে তাহাকে উৎপত্তি ক্রিয়ার কর্ত্তা, বলিতেই পার না। অতএব কর্তৃহীন উৎপত্তি হইয়া পড়ে, ইহাই তাৎপর্য্য। যদি বল, এই আপত্তিবারণের জন্য উপাদানকারণস্থিত শক্তিই কার্য্যকে নিয়মসিদ্ধ করিবে, তাহাও বলিতে পার না, এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—'ন চ কারণনিষ্ঠা শক্তিরিত্যাদি' তাহাতে দোষ এই—যে কার্য্য পূর্ব্বে অসৎ, সেই অসৎ কার্য্যের সহিত শক্তির নিয়ম্য-নিয়ামকত্বরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। যেহেতু দুইটি সদ্ বস্তুরই সম্বন্ধ দেখা যায়, ইহাই অভিপ্রায়। কিঞ্চেতি—আরও একটি দোষ—অসতের যে উৎপত্তি হয়, এই উৎপত্তি সৎ না অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির উৎপত্তি হয় কিনা? যদি উৎপত্তির উৎপত্তি হয় বল, তবে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে, কিরূপে? যথা উৎপত্তির উৎপত্তি আবার তাহার উৎপত্তি, সেই উৎপত্তির আবার উৎপত্তি এইরূপে ধারা চলিতে থাকে? দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যদি উৎপত্তির উৎপত্তি নাই বল, তবে সেই উৎপত্তি অসতী অর্থাৎ অবিদ্যমানা হইল, এই অসত্তা-নিবন্ধন উৎপত্তির উৎপত্তি নাই। ইহা মানিলে ঘটাদি কার্য্যের উপলব্ধি না হউক। আর যদি উৎপত্তি উৎপন্ন হয় না বল, তবে নিত্য বর্ত্তমানতাহেতু সর্ব্বদাই ঘটাদি

কার্য্যের উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ) হউক, কিন্তু এরূপ তো হয় না। অতএব উভয় পক্ষই অসঙ্গত হইল। যদি বল, উৎপত্তির উৎপত্তি-কল্পনা নিষ্প্রয়োজন তবে অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং দুই সমান। যেহেতু পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের দোষ বা দোষের পরিহার সমান, তথায় সেই অর্থ-বিচারে একজনকে অভিযোগ করা উচিত নহে। 'উভয়োঃ'—অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর, 'পর্য্যনুযোক্তব্যঃ'—অনাক্রমণীয়। অতএব সিদ্ধান্ত—শ্রুতি ও স্মৃতির সহায়তা থাকায় কার্য্যের অভিব্যক্তিবাদই উৎপত্তিবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্ম হইতে জগতের অভিন্নতা স্বীকার পূর্ব্বক ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান, ইহা নিরূপিত হইয়াছে, পরে 'অসৎ' ইত্যাদির দ্বারা, সেই অভেদের উপর আক্ষেপ ও তাহার সমাধানের নিমিত্ত এই অধিকরণ আরম্ভ হইতেছে। বিস্তারিত পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপনের পর অসৎ উপাদেয়ের উৎ-পত্তির কারণ ব্রহ্মকে বলিলে কর্তৃব্যাপারের ব্যর্থতা আসে, সেই হেতু উপাদেয় অসৎ বলিয়া উপাদান ব্রহ্ম হইতে তাহা ভিন্ন; ইহা বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক মতে জানিতে হইবে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে তাহার পরিহারার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন। উপাদেয় জগৎ জীবশক্তি ও প্রকৃতিশক্তিযুক্ত উপাদান-ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; কারণ 'আরম্ভণ'-প্রভৃতি শব্দযুক্ত বাক্য সমুদায় হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

'ব্রহ্মই চিজ্জড়াত্মক সমস্ত জগতের উপাদান, সেইজন্য ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন নহে'—হৃদয়ে ইহা নিশ্চয় করিয়া উপাদানভূত ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জগৎকে জানিতে পারা যায়। একমাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই সেই মৃৎপিণ্ডরূপ উপাদান হইতে উদ্ভূত ঘটাদি সমুদায় পদার্থকে জানিতে পারা যায়। কারণ এই মৃৎপিণ্ড ও ঘট উভয়ের কোনরূপ প্রভেদ নাই। সেইরূপ সকলের উপাদানভূত ব্রহ্মকে জানিলেই তাঁহার উপাদেয় সমস্ত জগৎকেও জানা যায়। মৃৎপিণ্ডের কম্বুগ্রীবাদিরূপ সংস্থান-সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে বাকপূর্ব্বক ব্যবহারের জন্য তাহার বিকার নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই—'ঘট দ্বারা জল আনয়ন কর' ইত্যাদি বাকপূর্ব্বক ব্যবহার সিদ্ধির জন্য মৃদ্দ্রব্যই সংস্থান-বিশেষে পরিণত হইয়া ঘটাদি নাম ধারণ

করে। এইরূপ ঘটাদি অবস্থায় নীত হইলেও তাহার নাম সেই মৃত্তিকা, ইহা সর্ব্বথা প্রমাণসিদ্ধ, আবার তাহা হইতে উদ্ভূত সেই ঘটাদিও যে মৃদ্‌দ্রব্য, অন্য পদার্থ নহে, ইহাও প্রামাণিক। এইরূপেই উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন।

এ-বিষয়ে ছান্দোগ্যের "যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"।—(ছাঃ ৬।১।৪) দ্রষ্টব্য। আরও পাওয়া যায়,—"এবং চাবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি" (ছাঃ ৬।১।৩)।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ-বিরচিত সর্ব্বসংবাদিনী-গ্রন্থে পরমাত্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়,—

"অতঃ কার্য্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূলসূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশক্তিঃ পরমপুরুষএব,— কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বাৎ। অনন্যত্বঞ্চ বাচারম্ভণমিত্যাদিভিঃ সিদ্ধম্। তথাহি—একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ামুচ্যতে। যথা —"সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণমিত্যাদি"। (ছাঃ উঃ ৬।১।৪)

"একস্যৈব সঙ্কোচাবস্থায়াং কারণত্বং,—বিকাশাবস্থায়াং কার্য্যত্বমিতি। বিকারোঽপি মৃত্তিকৈব। ততঃ কারণবিজ্ঞানেন কার্য্য-বিজ্ঞানমন্তর্ভাব্যত ইত্যেবং পরমকারণে পরমাত্মন্যপি জ্ঞেয়ম্। তদেতদারম্ভণ-শব্দলব্ধমনন্যত্বমেব।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যদা ক্ষিতাবেব চরাচরস্য
বিদাম নিষ্ঠাং প্রভবঞ্চ নিত্যম্।
তন্নামতোঽন্যদ্ব্যবহারমূলং
নিরূপ্যতাং সৎ ক্রিয়য়ানুমেয়ম্॥" (ভাঃ ৫।১২।৮)

আরও পাই,—

"কল্পান্তে কালসৃষ্টেন যোঽন্ধেন তমসাবৃতম্।
অভিব্যনগ্ জগদিদং স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বরোচিষা॥
আত্মনা ত্রিবৃতা চেদং সৃজত্যবতি লুম্পতি।
রজঃসত্ত্বতমোধাম্নে পরায় মহতে নমঃ॥" (ভাঃ ৭।৩।২৬-২৭)

আরও—

"ত্বত্তঃ পরং নাপরমপ্যনেজ-
দেজচ্চ কিঞ্চিদ্ব্যতিরিক্তমস্তি।
বিদ্যাঃ কলাস্তে তনবশ্চ সর্ব্বা
হিরণ্যগর্ভোঽসি বৃহৎ ত্রিপৃষ্ঠঃ॥" (ভাঃ ৭।৩।৩২)

"অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্।
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥" (ভাঃ ৭।৩।৩৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম'-বাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ॥
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' 'বিবর্ত্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৭।১২১-১২২)

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে' লিখিয়াছেন,—"ব্রহ্ম-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে "তদনন্যত্বমারম্ভণং শব্দাদিভ্যঃ" এই ১৪শ সূত্রের ভাষ্যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং" (ছাঃ ৬।১।১৪) ইত্যাদি বেদবাক্যের উদাহরণ দিয়া পরিণামবাদকে দোষযুক্ত বিকার-বাদ বলিয়া বিতর্ক করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মসূত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র তাঁহার অবিচিন্ত্যশক্তির কার্য্য-বিকাররূপে এই পরিণামবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই,—"স-তত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ" একটি সত্য-তত্ত্ব হইতে অন্য একটি সত্যতত্ত্বের উদয় হইলে, তাহাতে অন্য-বস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহাই 'বিকার' অর্থাৎ পরিণাম। ব্রহ্ম—একটি সত্য-বস্তু; তাঁহা হইতে 'জীব'-রূপ একটি সত্যবস্তু ও 'মায়িক ব্রহ্মাণ্ড'-রূপ একটি সত্যবস্তু পৃথক্‌রূপে হইয়াছে,—এইরূপ বুদ্ধিকে ব্রহ্মের 'বিকার' বা পরিণাম বলে। বিকার বা পরিণামের উদাহরণ এই যে, 'দুগ্ধ'—একটি সত্য পদার্থ, তাহাই 'দধি'-রূপ অন্য সত্যপদার্থরূপে বিকৃত হয়। "ঐতদাত্ম্য-মিদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৬।৮।৭) এইরূপ বেদবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মই যে জগৎ, ইহাতে কোন সন্দেহ হয় না। ব্রহ্মের একটি অচিন্ত্যশক্তি আছে,

তাহা "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেঃ ৬।৮) এই বেদবাক্যে সিদ্ধ হয়। সেই শক্তিক্রমে ব্রহ্মের সত্যধর্ম্মই জগদ্রূপে পরিণত হয়, এরূপ সিদ্ধান্তে কোনরূপ দোষ হইতে পারে না। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা-দ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১) "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩) সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ (ছাঃ ৬।৮।৪) "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্যে সেই ব্রহ্ম স্বীয় পরাশক্তিক্রমে এই চিজ্জড়াত্মক জগদ্রূপে পরিণত,—ইহাই প্রসিদ্ধ। জগৎ ও জীব 'উপাদেয়', ব্রহ্ম—'উপাদান'। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ভৃঃ বল্লী ১ম অধ্যায়) এই বেদবাক্যে ব্রহ্মের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের উপাদেয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণামবাদের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিলে, এই 'জগৎ' ও 'জীবকে' পৃথক্ সত্যতত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না। "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ (ছাঃ ৬।৮।৪) ইত্যাদি বাক্যে জানা যাইতেছে যে, 'জীব' ও জীবায়তন 'জড়জগৎ' সত্যবস্তু বটে। এ-স্থলে ব্রহ্মের বিকারিত্ব হইবে—এই নিরর্থক ভয়ে, রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শুক্তিতে রজত বুদ্ধির ন্যায় জীব ও জগৎকে মিথ্যাস্বরূপ কল্পনা করা—প্রতারণা-মাত্র; তবে যে মাণ্ডুক্য ইত্যাদি বেদে 'রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি', ও 'শুক্তিতে রজত বুদ্ধি' এই সকল উদাহরণ দেখা যায়, তাহার বিশেষ বিশেষ স্থল আছে। জীব—শুদ্ধচিৎকণ। মানবদেহবিশিষ্ট জীব এই জড়দেহে যে আত্ম-বুদ্ধি করে, ইহাই 'বিবর্ত্তের' স্থল " ॥ ১৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইতশ্চোপাদেয়মুপাদানাদনন্যদিত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই নিমিত্তও উপাদেয় উপাদান হইতে অভিন্ন, এই কথা বলিতেছেন—

সূত্রম্—ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—'ভাবে'—ঘট মুকুটাদি কার্য্যেতে, 'উপলব্ধেঃ চ'—মৃত্তিকা স্বুবর্ণাদির উপলব্ধিবশতঃ উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন বলিতে হয় ॥ ১৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ঘটমুকুটাদ্যুপাদেয়ভাবে চ মৃৎস্বুবর্ণাদ্যুপাদা-

নোপলব্ধের্ঘটাদের্মৃদাদিত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। নন্ন হস্ত্য-শ্বাদৌ কল্পবৃক্ষাদেঃ প্রত্যভিজ্ঞানং নাস্তীতি চেন্ন। তত্রাপ্যুপাদানস্য পৃথিব্যাঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। বহ্নের্নিমিত্তত্বাৎ ধূমে তন্নাস্তি। ধূমোপাদানং খলু বহ্নিসংযুক্তমার্দ্রেন্ধনং গন্ধৈক্যাৎ বিদিতম্ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ঘট, মুকুটাদি উপাদেয় ভাবপদার্থেও মৃত্তিকা-স্বুবর্ণাদি উপাদান কারণের প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ ঘটাদিকে মৃত্তিকাদিরূপে চিনিতে পারি, অতএব উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন। প্রশ্ন—কল্পতরু প্রদত্ত হস্তী অশ্ব প্রভৃতিকে দেখিয়া কল্পতরুর তো প্রত্যভিজ্ঞান হয় না, এই যদি বল, তাহা নহে, তথায়ও হস্তী-অশ্বাদির উপাদান মৃত্তিকার প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। তবে যে বহ্নিকার্য্য ধূম হইতে বহ্নির প্রত্যভিজ্ঞা হয় না, তাহার কারণ বহ্নি ধূমের নিমিত্তকারণ, অতএব তথায় প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। ধূমের উপাদান বহ্নি-সংযুক্ত আর্দ্রেন্ধন, যেহেতু আর্দ্রেন্ধন ও বহ্নির গন্ধ একই প্রকার, এ-কারণে ধূমের উপাদানকারণ বহ্নিসংযুক্ত আর্দ্রেন্ধনকে জানা গিয়াছে ॥ ১৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ভাবে ইতি। তদিতি প্রত্যভিজ্ঞানং জ্ঞানস্য জ্ঞানং তদ্বোধ্যম্ ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ—তৎ—অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞান—জ্ঞাতবস্তুর পুনঃ অনুভূতি প্রত্য-ভিজ্ঞা পদার্থ জানিবে ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এই কারণেও উপাদান ও উপাদেয় অভিন্ন, তাহাই সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ঘট ও মুকুটাদি উপাদেয় বস্তুতে মৃত্তিকা ও স্বুবর্ণাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে। হস্তী ও অশ্বাদিতে কল্পবৃক্ষের প্রত্যভিজ্ঞান না পাওয়া গেলেও তাহাতে আদি উপাদান পৃথিবীর প্রত্যভিজ্ঞান হয়। বহ্নির ক্ষেত্রেও আর্দ্র-ইন্ধন ও গন্ধের ঐক্যবশতঃ বিদিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।
> পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ ॥" (ভাঃ ১১।২২।৮)

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায় পাই,—

"অনুপ্রবেশং দর্শয়তি একস্মিন্নপীতি পূর্ব্বস্মিন্ কারণভূতে তত্ত্বে কার্য্য-তত্ত্বানি সূক্ষ্মরূপেণ প্রবিষ্টানি মৃদি ঘটবৎ। অপরস্মিন্ কার্য্যতত্ত্বে কারণতত্ত্বানি অনুগতত্বেন প্রবিষ্টানি ঘটে মৃদ্বৎ" ॥ ১৫ ॥

সূত্রম্—সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—আর একটি কারণ 'অবরস্য' 'সত্ত্বাৎ চ'—পরবর্ত্তিকালীন উপাদেয়ের পূর্ব্বেও উপাদান-তাদাত্ম্যরূপে উপাদানে বর্ত্তমানতাহেতু উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন ॥ ১৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অবরকালিকস্যোপাদেয়স্য প্রাগপি তাদাত্ম্যে-নোপাদানে সত্ত্বাৎ তস্মাদনন্যৎ তৎ। **শ্রুতিশ্চ "সদেব সৌম্যে-দমগ্র আসীৎ" ইত্যাদ্যা। স্মৃতিশ্চ "ব্রীহিবীজে যথা মূলং নালং পত্রাঙ্কুরৌ তথা। কাণ্ডং কোশস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তণ্ডুলঃ॥ তুষঃ কণাশ্চ সন্তো বৈ যান্ত্যাবির্ভাবমাত্মনঃ। প্ররোহহেতুসামগ্রী-মাসাদ্য মুনিসত্তম॥ তথা কর্ম্মস্বনেকেষু দেবাদ্যাস্তনবঃ স্থিতাঃ। বিষ্ণুশক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযান্তি বৈ॥ স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। জগচ্চ যো যতশ্চেদং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতি" ইতি॥** তিলেভ্যস্তৈলং সত্ত্বাদেবোৎপদ্যতে ন তু সিকতাভ্যোঽসত্ত্বাদেব। উভয়ত্রাপ্যেকমেব সত্ত্বং পারমার্থিকমিতি। উৎপত্ত্যনন্তরমুপাদেয়ে উপাদানতাদাত্ম্যং পূর্ব্বত্র প্রমাণিতম্। নাশানন্তরমুপাদানে উপাদেয়াভেদঃ পরত্রেতি সূত্রদ্বয়ে বিবেচনম্ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পরবর্ত্তিকালীন উপাদেয়ের অভিব্যক্তির পূর্ব্বেও উপাদান-কারণে তাদাত্ম্যভাবে বিদ্যমানতাহেতুকও উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন জ্ঞাতব্য। শ্রুতিও সেইপ্রকার বলিতেছেন—'সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ' হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়—উপাদেয় জগৎ ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যরূপে ছিল। স্মৃতিও—বিষ্ণুপুরাণে আছে—

যেমন একটি ধান্যরূপ বীজের মধ্যে শিকড়, ডাঁটা, পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, কোশ, পুষ্প, দুগ্ধ, তণ্ডুল, তুষ, কণা সমস্তই থাকিয়া ক্রমে প্ররোহের হেতু-সমষ্টি পাইয়া নিজের অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয়; হে মুনিপ্রধান মৈত্রেয়! সেইরূপ নানাবিধ কর্ম্মের মধ্যে দেব, মনুষ্য প্রভৃতি শরীর থাকে, পরে বিষ্ণুশক্তিকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয়। সেই বিষ্ণুই পরব্রহ্ম, যাহা হইতে এই সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত হয়। যিনি জগতের স্বরূপ অর্থাৎ অভিন্ন, যাঁহা হইতে এই জগৎ স্থিতিলাভ করিতেছে এবং যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়। উপাদানে যে উপাদেয়ের সত্তা তাহার প্রমাণ—তিল হইতে তৈল হয় কিন্তু বালুকা হইতে হয় না। তাহার হেতু তাহাতে তৈল নাই। জগৎ ও ব্রহ্ম একই বাস্তব সত্তা। পূর্ব্বসূত্রে প্রমাণ করা হইয়াছে যে উৎপত্তির পর উপাদেয়েতে উপাদানের তাদাত্ম্য অর্থাৎ স্বরূপ বিদ্যমান। অপর সূত্রে প্রমাণিত হইল যে নাশের পর উপাদানকারণের সহিত উপাদেয়ের অভিন্নতা। এই পৃথক্ পৃথক বিচার করা হইল ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সত্ত্বাচ্চেতি। স্থিতত্বাদিত্যর্থঃ। ব্রীহীতি শ্রীবৈষ্ণববাক্যম্। উভয়ত্রাপীতি। জগতি ব্রহ্মণি চেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ—'সত্ত্বাচ্চ' এই সূত্রস্থ সত্ত্বাৎ-পদের অর্থ স্থিতত্ব হেতু। ব্রীহিবীজে ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বাক্য। উভয়ত্রাপ্যেকমেব ইতি উভয়ত্র অর্থাৎ জগৎ ও ব্রহ্ম উভয়েতেই ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে আর একটি যুক্তি দেখাইতেছেন যে, পরবর্ত্তিকালীন উপাদেয় পূর্ব্ব হইতেই উপাদানে তাদাত্ম্যরূপে অন্তর্ভূত থাকে বলিয়াই উপাদান ও উপাদেয় অভিন্ন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ।
পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসঙ্খ্যানং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্ ॥" (ভাঃ ১১।২২।৭)

আরও পাই,—

"নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্ ॥

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ।
স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদ্ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ॥
আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ।
পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ ॥”
(ভাঃ ১১।১৯।১৪-১৬)

“বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা ॥”
(ভাঃ ৩।১০।১২) ॥ ১৬ ॥

সূত্রম্—অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—‘অসদ্ব্যপদেশান্ন ইতি চেৎ’ যদি বল ‘অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের অসত্তা শ্রুত হইতেছে অতএব উপাদান-ব্রহ্মে উপাদেয়ের (জগতের) সত্তা শ্রদ্ধা করা যায় না, ‘ন’ তাহা নহে ; ‘ধর্ম্মান্তরেণ’—একই দ্রব্যের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা দুইটি অবস্থা আছে, তন্মধ্যে উপাদানে স্থিতিকালে উপাদেয়ের সূক্ষ্মতা, আর অভিব্যক্তির পর উপাদেয়ের স্থূলতা, সেই স্থূলতার অসত্তা লইয়া অসৎ উক্তি হইয়াছে। ইহার প্রমাণ কি ? ‘বাক্যশেষাৎ’—‘তদাত্মানং স্বয়মকুরুত’ সৃষ্টির সময় তিনি (পরমেশ্বর) নিজেকে বহুরূপে অভিব্যক্ত করিলেন। কথাটি এই—যদি জগৎ সর্ব্বথা অসৎ হইবে, তবে ‘অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ’ এই কাল সম্বন্ধ অসদ্ বস্তুর কিরূপে সম্ভব ? অতএব অসৎ ইহার অর্থ সূক্ষ্ম ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স্যাদেতৎ “অসদ্বা ইদমগ্র আসীদ্” ইতি পূর্ব্বমসত্ত্বশ্রবণাদুপাদানে উপাদেয়স্য সত্ত্বং নাস্থেয়মিতি চেন্ন। যদয়মসদ্ব্যপদেশো ন ভবদভিমতেন তুচ্ছত্বেন কিন্তু ধর্ম্মান্তরেণৈব সঙ্গচ্ছতে। একস্যৈব দ্রব্যস্যোপাদেয়োপাদানোভয়াবস্থস্য স্থৌল্যং সৌক্ষ্ম্যং চেত্যবস্থাত্মকং ধর্ম্মদ্বয়ং সদসচ্ছব্দবোধ্যম্। তত্র স্থৌল্যাদ্ধর্ম্মাদন্যৎ সৌক্ষ্ম্যং ধর্ম্মান্তরং তেনেতি। এবং কুতঃ ? বাক্যশেষাৎ। “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত” ইতি বাক্যশেষেণ সন্দিগ্ধার্থস্যোপক্রমবাক্যস্য তথৈব ব্যাকর্ত্তুমুচিতত্বাৎ। অন্যথাসীদিত্যাত্মানমকুরুতেতি চ বিরুধ্যেত। অসতঃ কালেন সহাসম্বন্ধাৎ আত্মাভাবেন কর্ত্তৃত্বস্য বক্তুমশক্যত্বাচ্চ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই আপত্তি হইতে পারে ‘অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ’ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ ছিল, এই শ্রুতি দ্বারা উপাদান-ব্রহ্মে উপাদেয় জগতের সত্তা তো স্বীকার করা যায় না, এই যদি বল, তাহা নহে ; কেন না এই যে অসত্ত্বের উল্লেখ উহা তোমাদের সম্মত শূন্যবাদ-অনুসারে নহে কিন্তু ধর্ম্মান্তরের দ্বারা অসত্ত্বই সঙ্গত হইতেছে। যেহেতু একই দ্রব্যের উপাদান ও উপাদেয়াবস্থাদ্বয় সম্বন্ধ ঘটিলে তাহার দুইটি ধর্ম্ম স্বীকৃত হয়, একটি স্থূলতা, অপরটি সূক্ষ্মতা, তন্মধ্যে স্থৌল্যধর্ম্ম সৎ-শব্দ দ্বারা বোধ্য, আর সূক্ষ্মতা ধর্ম্ম অসৎ-শব্দ দ্বারা সংবেদ্য। উপাদেয় জগৎ অসৎ, ইহার অর্থ জগৎ তখন সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন, কিন্তু শূন্যতাপন্ন নহে। সেই সৌক্ষ্ম্যধর্ম্মাশ্রয়ে জগতের তদানীংও সত্তা আছে। যদি বল, এইরূপ বিচার কাহাকে উপজীব্য করিয়া করিতেছ ? তাহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—‘বাক্যশেষাৎ’ অন্য শ্রৌত বাক্যবলে। যথা ‘তদাত্মানং স্বয়মকুরুত’ তখন সৃষ্টি-প্রারম্ভে পরমেশ্বর নিজেকে ব্যাকৃত করিলেন এই অনুগ্রাহক অপর সিদ্ধান্ত বাক্য দ্বারা উপক্রমে উক্ত—‘অসদ্বা ইদং’ ইত্যাদি বাক্যটি যাহা সন্দিগ্ধ অর্থ-প্রতিপাদক, তাহাকে ব্যাখ্যা করাই উচিত হওয়ায় এইরূপ অর্থ করা হইল। এইজন্য মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন—‘ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণম্’ সন্দিগ্ধ বিষয়কে ব্যাখ্যা দ্বারা নির্ণয় করিবে, নতুবা সন্দেহ থাকিলে উহা লক্ষণ হয় না। এই বাক্যশেষ সেই সন্দেহের নির্ণায়ক না বলিলে শ্রুত্যুক্ত ‘আসীৎ’ এই অতীতকাল নির্দ্দেশ ও ‘অকুরুত’ এই কর্ত্তৃত্ব-নির্দ্দেশ সেই অসতের বিরুদ্ধ হয়। যেহেতু অসৎ জগতের ‘আসীৎ’ পদ-প্রতিপাদ্য কালসম্বন্ধ সঙ্গত হয় না। আর অসৎ শব্দ দ্বারা প্রতিপাদ্য শূন্য পদার্থ হইলে তাহার স্বরূপসত্তার অভাব হেতু ‘অকুরুত’ পদপ্রতিপাদ্য কর্ত্তৃত্বও বলিতে পারা যায় না ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অসদ্ব্যপদেশাদিতি। নাস্থেয়ং ন শ্রদ্ধেয়ম্। অসত ইতি। সতা কালেন সহ অসতঃ কার্য্যস্য ন সম্বন্ধঃ সতোরেব তদ্দৃষ্টেঃ। আত্মা-

ভাবেনেতি। তদাত্মানং স্বয়মিত্যত্র কারণস্য তস্য নিরুপাখ্যত্বে তদাত্মনি জগদ্রূপস্য করণং বক্তুং ন ঘটেতাত্মনোঽসত্ত্বাদেবেত্যর্থঃ। কর্তৃত্বস্যেতি কার্য্যত্বস্যোপলক্ষণম্॥ ১৭॥

টীকানুবাদ—'অসদ্ব্যপদেশাদিত্যাদি' সূত্রের ভাষ্যের অন্তর্গত 'জগতঃ সত্ত্বং নাস্থেয়ম্' ইতি—'আস্থেয়ম্ ন' ইহার অর্থ অশ্রদ্ধেয়—নির্ভরযোগ্য নহে। 'অসতঃ কালেন সহাসম্বন্ধাদিতি' সৎ—নিত্যস্বরূপকালের সহিত অসৎ কার্য্যের সম্বন্ধ হইতে পারে না; যেহেতু দুইটি সদ্বস্তুরই কাল-সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'আত্মাভাবেন কর্তৃত্বস্য' ইতি—আত্মাভাবেন অর্থাৎ আত্মারস্বরূপ সত্তা অস্বীকার করিলে তাহাতে, যেহেতু 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' এই শ্রুতিতে কারণীভূত ব্রহ্মের নিরুপাধিকত্ব শব্দের অর্থ ভবৎ-সম্মত অসত্ত্ব হইলে তাঁহার নিজেতে জগদ্রূপে পরিণাম ক্রিয়া বলা সঙ্গত হয় না, যেহেতু আত্মাই অসৎ। 'কর্তৃত্বস্য বক্তুমশক্যত্বাৎ' কর্তৃত্ব যেমন দুর্বচ সেইরূপ কার্য্যত্বও দুর্বচ ইহা বুঝিতে হইবে॥ ১৭॥

সিদ্ধান্তকণা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে পাওয়া যায়,—"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ"। (২।৭।১) অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অসৎ ছিল, এই বাক্যানুসারে উপাদানে উপাদেয়ের সত্তা ছিল, ইহা কোন মতেই শ্রদ্ধার বিষয় হইতে পারে না, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, এই অসদ্ ব্যপদেশ তোমাদের মতানুসারে নহে, ধর্ম্মান্তরের দ্বারা ইহা সঙ্গত। অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে জগতের দুইটি অবস্থা; উহাই সৎ ও অসৎ-শব্দদ্বারা বোধিত। সুতরাং উপাদেয় জগৎকে যে অসৎ বলা হইয়াছে, উহার অর্থ জগৎ সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল, উহাতে শূন্যবাদ স্থাপিত হয় না। কারণ সূক্ষ্মাবস্থায়ও জগতের সত্তা থাকে। ইহার প্রমাণ—'বাক্য-শেষাৎ' অর্থাৎ 'আত্মানম্ স্বয়মকুরুত' এই বাক্য-প্রমাণে। নতুবা 'আসীৎ' ও 'অকুরুত' এই পরস্পর বিরোধী দুইটি পদের সমাধান হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সদিব মনস্ত্রিবৃৎ ত্বয়ি বিভাত্যসদামনুজাৎ
সদভিমৃশন্ত্যশেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ।
ন হি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া
স্বকৃতমনুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াঽবসিতম্॥" (ভাঃ ১০।৮৭।২৬)

আরও—

"ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ।
নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ
স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ॥"
"যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমানা-
মাত্মস্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ।
এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্টঃ॥" (ভাঃ ৫।১১।১৩-১৪)॥ ১৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অসত্ত্বং ধর্ম্মান্তরমিত্যত্র হেতুং দর্শয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অসত্ত্বের অর্থ সূক্ষ্মতারূপ যে ধর্ম্মান্তর, সে-বিষয়ে হেতু দেখাইতেছেন—

সূত্রম্—যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ॥ ১৮॥

সূত্রার্থ—'যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ'—যুক্তি ও শ্রুত্যন্তর হইতে অসৎ-শব্দের সূক্ষ্ম অর্থই গ্রাহ্য, শশ-শৃঙ্গাদির মত শূন্য অর্থ নহে॥ ১৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মৃৎপিণ্ডস্য কম্বুগ্রীবাদ্যাকারযোগো ঘটোঽস্তীতি ব্যবহারস্য হেতুঃ। তদ্বিরোধিকপালাদ্যবস্থান্তরযোগস্তু ঘটো নাস্তীতি ব্যবহারস্য। স্মৃতিরপ্যেবমেবাভিধত্তে। "মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা। কপালিকাচূর্ণরজস্ততোঽণুঃ" ইতি। এতাবতৈব ঘটাদ্যভাবব্যবহারসিদ্ধেস্তদন্যঃ স ন কল্প্যতে ন চোপলভ্যত ইতি যুক্তিঃ। অসচ্ছব্দস্য পূর্ব্বত্রোদাহৃতত্বাৎ ততোঽন্যঃ সচ্ছব্দঃ। শব্দান্তরং সদেব সৌম্যেদমিতি। এবঞ্চ যুক্তিসচ্ছব্দাভ্যামসৎ সূক্ষ্মমিত্যেবার্থো ন তু শশবিষাণাদিবন্নিরুপাখ্যমিতি। উপমৃদিত-বিশেষং জগৎ পরমসূক্ষ্মে ব্রহ্মণি বিলীনম্। তদানীং সৌক্ষ্ম্যাদ-সদিত্যুচ্যতে। তস্মাদুৎপত্তেঃ প্রাগপ্যুপাদানবপুষা সত্ত্বাৎ তদভিন্ন-

মেবোপাদেয়মিতি সিদ্ধম্। যচ্চ নাসদুৎপদ্যতে অসম্ভবাৎ নাপি সৎ কারকব্যাপারবৈয়র্থ্যাৎ কিন্তু অনির্ব্বাচ্যমেবেত্যাহ তন্মন্দং সদসদ্-বিলক্ষণতায়া দুরুপপাদনত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ঘট আছে, এই লৌকিক বাক্‌ব্যবহার কখন হয়? যখন মৃৎপিণ্ডের কম্বুগ্রীবাদি আকার যোগ হয়, আবার যখন তাহার বিরোধী কপালাদি অন্য অবস্থার সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন ঘট নাই, এইরূপ লৌকিক প্রয়োগ হইয়া থাকে, ইহাই অসত্ত্বের ধর্ম্মান্তররূপ অর্থের যুক্তি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণও এইরূপ বলিতেছেন—'মহী ঘটত্বং, ঘটতঃ ইত্যাদি...ততোঽণুঃ' ইত্যন্ত। ইহার অর্থ—মৃত্তিকা ঘটাকার প্রাপ্ত হয়, আবার সেই ঘট কপালিকায় (খণ্ডে) পরিণত হয়, কপালিকা মৃত্তিকাচূর্ণে পরিণত হয়, তাহা পরমাণুরূপে অবস্থান করে। এই প্রকারে কার্য্যাবস্থার বিরোধী অবস্থান্তর যোগদ্বারা 'ঘটো নাস্তি' ঘটাভাব ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেই অবস্থান্তর যোগদ্বারা ঘটাভাবাদি লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হওয়ায় সেই অবস্থান্তর যোগ ভিন্ন কোন ঘটাভাবাদি ব্যবহার কল্পিত হইতেছে না, অসতের উপলব্ধিও হইতেছে না ; এই যুক্তি। অসৎশব্দ পূর্ব্বে উল্লিখিত হওয়ায় তদ্‌ভিন্ন সৎ-শব্দ। শব্দান্তর যথা 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' এইরূপে যুক্তি ও শব্দান্তর দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, অসৎ-শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম, তদ্‌ভিন্ন শশকের শৃঙ্গাদির মত একেবারে অলীক শূন্য পদার্থ নহে। যখন সমস্ত বিশেষ অবস্থা লুপ্ত হইয়া যায়, তাদৃশ জগৎই পরম সূক্ষ্ম, তাহা ব্রহ্মে বিলীন হইলে তখন সৌক্ষ্ম্যবশতঃ 'অসৎ' বলিয়া পরিচিত হয়। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বেও জগৎ উপাদানের আকারে থাকে, এজন্য উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন—ইহা সিদ্ধ হইল। কেহ কেহ বলেন—সদসদ্ অনির্ব্বাচ্য জগৎ। তাঁহাদের যুক্তি এই—যাহা অসৎ তাহা উৎপন্ন হয় না যেহেতু উহা অসম্ভব। আবার জগৎকে সৎও বলা যায় না, তাহা হইলে কারক কুম্ভকারাদির চেষ্টা ব্যর্থ হয় (কারণ উহা পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ) অতএব অনির্ব্বাচ্য, এইরূপ উক্তি—নিতান্ত মন্দ, কারণ সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ বস্তু দুরুপপাদনীয় ॥ ১৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—যুক্তেরিতি। যুক্তিং দর্শয়তি মৃৎপিণ্ডস্যেত্যাদিনা। মহীতি শ্রীবৈষ্ণবে। এতাবতৈবেতি। কার্য্যাবস্থাবিরোধ্যবস্থান্তরযোগেনৈবেত্যর্থঃ।

তদন্যঃ স ইতি। তাদৃশাবস্থান্তরযোগাদন্যঃ স ঘটান্যভাবব্যবহার ইত্যর্থঃ। তদানীং প্রলয়ে। সদসদিতি। ঘটাদিকং সৎ খপুষ্পাদিকমসৎ। ন খলু তাভ্যাং বিলক্ষণং কিঞ্চিৎ কচিদীক্ষিতং কেনচিদিতি তথাত্বং দুঃসম্পাদমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ—'যুক্তেরিত্যাদি' সূত্রে ভাষ্যকার যুক্তি দেখাইতেছেন—মৃৎপিণ্ডস্য ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। 'মহী ঘটত্বম্' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীবিষ্ণুপুরাণের। 'এতাবতৈব ঘটান্যভাব ব্যবহার-সিদ্ধেঃ।' এতাবতা অর্থাৎ কার্য্যাবস্থাবিরোধী অবস্থান্তর যোগ দ্বারাই। 'তদন্যঃ স কল্প্যতে'—তদন্যঃ—তাদৃশ অবস্থান্তর যোগ হইতে বিভিন্ন, সঃ—সেই ঘটাভাবাদি ব্যবহার এই অর্থ। 'তদানীং সৌক্ষ্ম্যাৎ' ইতি তদানীং অর্থাৎ প্রলয়কালে, 'সদসদ্বিলক্ষণতায়া' ইত্যাদি ঘটাদি সৎ, আকাশপুষ্পাদি অসৎ সেই সৎ ও অসৎ হইতে বিপরীত কোন বস্তুই কখনও কেহ দেখে নাই, অতএব সেই অনির্ব্বাচ্যস্বরূপ প্রতিপাদনের অযোগ্য ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অসৎএর অর্থ যে সূক্ষ্মতারূপ ধর্ম্মান্তর, তাহার হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যুক্তি ও শ্রুত্যন্তর হইতেই জানা যাইবে। তাহাতে ভাষ্যকার যুক্তি দেখাইতেছেন যে, মৃৎপিণ্ডের কম্বুগ্রীবাদি আকার যোগ হইলেই ঘট বলা হয়। আবার তাহার বিরোধী কপালাদি অবস্থাপন্ন হইলেই ঘট নাই বলা হয়। শব্দান্তরও দেখাইতেছেন—শ্রীবিষ্ণুপুরাণও বলেন, মহী অর্থাৎ মৃত্তিকাই ঘটত্ব প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়, 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি। বিস্তারিত-বিষয় ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপ্যেতি জায়তে।
> মৃন্ময়েষ্বিব মৃজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ॥" (ভাঃ ৬।১৬।২২)

অর্থাৎ মৃন্ময় ঘটাদি যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন, মৃত্তিকায় (উপাদান-কারণে) অবস্থিত ও মৃত্তিকাতেই লীন হয়, সেইরূপ এই কার্য্য-কারণাত্মক বিশ্ব তোমা হইতেই উৎপন্ন, তোমাতেই অবস্থিত ও তোমাতেই লীন হয়, সেই ব্রহ্মস্বরূপ তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ সৎকার্য্যবাদে দৃষ্টান্তানুদাহরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সৎকার্য্যবাদে দৃষ্টান্ত সমুদয় উল্লেখ করিতেছেন—

সূত্রম্—পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—'পটবচ্চ'—পট যেমন উৎপত্তির পূর্ব্বে সূত্রাকারে থাকিয়া পরে ওতপ্রোতভাবে বয়ন দ্বারা বস্ত্রাকারে অভিব্যক্ত হয়, এইরূপ সূক্ষ্মশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের সহিত জগৎ অভিন্নরূপে থাকিয়া তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত হয় ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পটো যথা সূত্রাত্মনা পূর্ব্বং সন্নেব প্রাপ্ত-ব্যতিষঙ্গবিশেষেভ্যঃ সূত্রেভ্যোঽভিব্যজ্যতে তথা সূক্ষ্মশক্তিমদ্-ব্রহ্মাত্মনা পূর্ব্বং সন্নেব প্রপঞ্চঃ সিসৃক্ষোস্তস্মাদিতি। বটবীজাদি-দৃষ্টান্তসংগ্রহায় চ-শব্দঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পট যেমন সূত্রের স্বরূপে পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিয়াই সরল ও বক্রভাবে বয়ন অর্থাৎ ওতপ্রোতভাবে পরস্পর সম্বন্ধপ্রাপ্ত সূত্র সমষ্টি হইতে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ সূক্ষ্মশক্তিমান্ ব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে অভিব্যক্তির পূর্ব্বে থাকিয়াই বিশ্ব প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক পরমেশ্বর হইতে অভি-ব্যক্ত হয়। বটবীজাদি দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য সূত্রে 'চ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পটবদিতি। ব্যতিষঙ্গবিশেষঃ ঋজুতির্য্যগ্ভাবেন মিথঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ। বটবীজাদীতি। তেন দৃষ্টান্তানিতি বহু-বচনমুপপন্নম্ ॥ ১৯ ॥

টীকানুবাদ—'পটবচ্চ' এই সূত্রের ভাষ্যোক্ত ব্যতিষঙ্গবিশেষের অর্থ সরল ও বক্রভাবে পরস্পর সম্বন্ধ। 'সিসৃক্ষোস্তস্মাৎ' ইতি—তস্মাৎ—ব্রহ্ম হইতে। 'বটবীজাদীতি' এই স্থলে আদিপদ প্রযুক্ত হওয়ায় অবতরণিকাভাষ্যে 'দৃষ্টান্তান্ উদাহরতি' এই বাক্যে দৃষ্টান্তপদে বহুবচন যুক্তিযুক্ত হইল ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে সূত্রকার সৎকার্য্যবাদে দৃষ্টান্ত দেখাইতে গিয়া সূত্র বলিতেছেন যে, পট যেরূপ সূত্রস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া ওতপ্রোত-ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বস্ত্ররূপে অভিব্যক্ত হয়, তদ্রূপ এই বিশ্ব সূক্ষ্মশক্তি-যুক্ত ব্রহ্মে পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকিয়াই পরে ঈশ্বর-ইচ্ছায় তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এ-স্থলে বটবীজাদি দৃষ্টান্তও গৃহীত হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"পরো মদন্যো জগতস্তস্থুষশ্চ
ওতং প্রোতং পটবদ্ যত্র বিশ্বম্।
যদংশতোঽস্য স্থিতি-জন্মনাশা
নস্যোতবদ্ যস্য বশে চ লোকঃ ॥ (ভাঃ ৬।৩।১২)

আরও—

"যথা ধানাসু বৈ ধানা ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
এবং ভূতানি ভূতেষু চোদিতানীশমায়য়া ॥" (ভাঃ ৬।১৫।৪) ॥১৯॥

সূত্রম্—যথা চ প্রাণাদিঃ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—'যথা চ প্রাণাদিঃ'—কিংবা যেমন প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ-অপান প্রভৃতি বায়ু সংযমিত হইয়া তখনও মুখ্য প্রাণমাত্রস্বরূপে থাকে এবং কার্য্য-কালে মুখ্যপ্রাণ হৃদয়াদি স্থান আশ্রয় করিলে সেই মুখ্য বায়ু হইতে প্রাণ-অপানাদি স্বরূপে বায়ু অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে সূক্ষ্ম জগতের অভিব্যক্তি ॥ ২০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যথা প্রাণাপানাদিঃ প্রাণায়ামেন সংযমিতস্ত-দাপি মুখ্যপ্রাণমাত্রতয়া সন্নেব প্রবৃত্তিকালে হৃদয়াদিস্থানানি মুখ্যে ভজতি সতি তস্মাদেব মুখ্যাৎ স্বাবস্থয়াভিব্যজ্যতে তথা প্রপঞ্চো-ঽপ্যাপমৃদিতবিশেষোঽপীতৌ সূক্ষ্মশক্তিমতি ব্রহ্মণি তদাত্মনা সন্নেব সৃষ্টিকালে তস্মিন্ সিসৃক্ষৌ সতি তস্মাদেব প্রধানমহদাদিরূপঃ প্রাদুর্ভবতীতি। উক্তসমুচ্চয়ার্থশ্চশব্দঃ। অসৎকার্য্যবাদে তু দৃষ্টান্তো নাস্তি। ন হি বন্ধ্যাপুত্রঃ কচিদুৎপদ্যমানো দৃশ্যতে বিয়ৎপুষ্পং বা। তস্মাদেকমেব জীবপ্রকৃতিশক্তিমদ্ব্রহ্ম জগদুপাদানং তদাত্মকমুপা-

দেয়ঞ্চেতি সিদ্ধম্। এবং কার্য্যাবস্থত্বেঽপ্যবিচিন্ত্যত্বধর্ম্মযোগাদপ্রচ্যুত-পূর্ব্বাবস্থঞ্চাবতিষ্ঠতে। "ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা। ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য য" ইত্যাদিস্মৃতেঃ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন প্রাণ-অপান প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ বায়ু প্রাণায়াম দ্বারা সংযমিত হইলে তখনও অর্থাৎ সংযমকালেও মুখ্য প্রাণবায়ুরূপে থাকিয়াই যখন বায়ুর স্ব স্ব কার্য্য হইতে থাকে, তখন মুখ্য প্রাণ হৃদয়াদিস্থান আশ্রয় করিলে সেই মুখ্য প্রাণ হইতেই প্রাণাপানাদিরূপে অভিব্যক্ত হয়, সেই প্রকার প্রপঞ্চও অবয়ব সংস্থান ভঙ্গ হইলে প্রলয়কালে সূক্ষ্মশক্তিমান্ পরমেশ্বরে অভেদস্বরূপে থাকে, পরে সৃষ্টির সময় পরমেশ্বর সৃষ্টিকামী হইলে সেই পরমেশ্বর হইতেই প্রধান-মহৎ-অহঙ্কারাদিরূপে প্রকট হয়। এ-সূত্রেও প্রযুক্ত 'চ' শব্দ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পটের সমুচ্চয়ের জন্য প্রযুক্ত। অভিব্যক্তিবাদে দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু অসৎকার্য্যবাদে কোন দৃষ্টান্তই নাই, যদি বল, বন্ধ্যাপুত্রের উৎপত্তিই দৃষ্টান্ত, এ-কথা অতীব হাস্যাস্পদ, কেননা, বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশকুসুম কোন সময়ই উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। অতএব সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম এক, জীবশক্তি ও প্রকৃতি-শক্তিমান্; তিনিই জগতের উপাদান, আর উপাদেয় জগৎও সেই ব্রহ্মাত্মক। এইরূপে ব্রহ্ম জগদাকারে অভিব্যক্ত হইলেও অচিন্তনীয়ত্ব ধর্ম্ম-সম্বন্ধবশতঃ স্বরূপ হইতে চ্যুত না হইয়া জগদাকারে থাকেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ কথাই আছে। যথা—'ওঁ নমো বাসুদেবায়' ইত্যাদি। সেই ষড়্গুণৈশ্বর্য্য-শালী, সর্ব্বান্তর্য্যামী দ্যোতনশীল শ্রীহরিকে সর্ব্বদা প্রণাম। যাঁহার কোন কার্য্যবস্তুতে সত্তা নিবন্ধন পূর্ব্বাবস্থার বিচ্যুতি নাই, কিন্তু তিনি অখিল ব্যতি-রিক্তরূপে স্থিত। ইত্যাদি পুরাণবাক্য প্রমাণ ॥ ২০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—যথা চেতি। তদাপি সংযমকালেঽপি স্বাবস্থয়া প্রাণাপা-নাদিরূপতয়া। অভিব্যজ্যতে প্রকটো ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাদেব সূক্ষ্মশক্তিকাৎ ব্রহ্মণ এব। উক্তসমুচ্চয়ার্থঃ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টপটসংগ্রহার্থঃ। ওঁ নম ইতি শ্রীবৈষ্ণবে। অখিলব্যতিরিক্ততয়া স্থিত্যভিধানাৎ পূর্ব্বাবস্থাবিচ্যুতির্নৈত্যাগতম্। "সোঽহং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ ভূতভাবনঃ। সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ" ইতি ব্রহ্মবাক্যমাদিপদাৎ ॥ ২০ ॥

টীকানুবাদ—'যথা চ প্রাণাদিঃ' এই সূত্রের ভাষ্যস্থ 'তদাপি মুখ্যপ্রাণতয়া' ইতি তদাপি—প্রাণবায়ু সংযমকালেও। 'স্বাবস্থয়া অভিব্যজ্যতে' ইত্যাদি স্বাবস্থয়া—স্বকীয় অবস্থায় অর্থাৎ প্রাণাপানাদিরূপে। অভিব্যজ্যতে অর্থাৎ —প্রকট হয়, প্রকাশ পায়। তস্মাদেব—সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর হইতেই। উক্ত সমুচ্চয়ার্থশ্চশব্দঃ—পূর্ব্ব কথিত পট-দৃষ্টান্ত গ্রহণের অভিপ্রায়ে সূত্রে 'চ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ওঁ নমঃ ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত। এই শ্লোকে 'ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ' ইহার দ্বারা অখিল জগৎ-বিলক্ষণভাবে ভগবানের স্থিতি কথিত হওয়ায় তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা-বিচ্যুতি নাই, ইহাই বলা হইল। ইত্যাদি স্মৃতেঃ—এই আদিপদবোধ্য 'সোঽহং তেঽভিহিতস্তাত' ইত্যাদি শ্লোক, ইহা শ্রীমদ্‌ভাগবতে পুত্র নারদকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীব্রহ্মা বলিতেছেন,—হে বৎস! এই তোমাকে শ্রীহরির স্বরূপ সঙ্ক্ষেপে বলিলাম, সেই ষড়্গুণৈশ্বর্য্যশালী মহামহিমময় শ্রীহরি সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তিনি ভিন্ন অন্য বস্তু স্বরূপতঃ নাই কিন্তু তিনি সৎ ও অসৎ যাহা কিছু আছে, তাহা হইতে পৃথক্ ॥ ২০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সৎকার্য্য-বাদের আর একটি দৃষ্টান্ত সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে দিতেছেন—যেমন প্রাণাদি—অর্থাৎ প্রাণ ও অপানাদি প্রাণায়াম দ্বারা সংযমিত হইলে সেই সময়ে মুখ্যপ্রাণরূপে বিদ্যমান থাকে এবং মুখ্যপ্রাণ হৃদয়াদি স্থান আশ্রয় করিলে সেই মুখ্যপ্রাণ হইতেই স্ব স্ব রূপে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ এই প্রপঞ্চ প্রলয়কালে ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকিয়া, সৃষ্টিকালে তাঁহা হইতেই পুনরায় মহদাদিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নম আত্মায় বীজায় জ্ঞানবিজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
প্রাণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিকারৈর্ব্যক্তিমীয়ুষে॥
ত্বমীশিষে জগতস্তস্থুষশ্চ
প্রাণেন মুখ্যেন পতিঃ প্রজানাম্।
চিত্তস্য চিত্তের্মন-ইন্দ্রিয়াণাং
পতির্মহান্ ভূতগুণাশয়েশঃ॥" (ভাঃ ৭।৩।২৮-২৯)

আরও পাই,—

"পরাবরেষাং ভূতানামাত্মা যঃ পুরুষঃ পরঃ।
স এবাসীদিদং বিশ্বং কল্পান্তেঽন্যন্ন কিঞ্চন॥" (ভাঃ ২।১।৮) ॥২০॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞেত্যস্মিন্নধিকরণে জগদুপাদানত্বং জগন্নিমিত্তত্বঞ্চ ব্রহ্মণো নিরূপিতম্। তত্রাদ্যমুপক্ষিপ্তান্ দোষান্ পরিহৃত্য দৃঢ়ীকৃতং দৃশ্যতে ত্বিত্যাদিভিঃ। অথান্তিমং বাক্যান্তরাৎ প্রতীতমপি জীবকর্তৃত্বপক্ষং সংদূষ্য দৃঢ়ীক্রিয়তে। তথাহি "কর্ত্তারমীশম্" ইত্যাদিশ্রুতেরীশ্বরো জগৎকর্ত্তেত্যেকে। "জীবাদ্ ভবন্তি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতেরদৃষ্টযোগাজ্জীবস্তৎকর্ত্তেতি ত্বিতরে। তত্রেশ্বরস্য তৎকর্তৃত্বে পূর্ণতাদিবিরোধাপত্তের্জীবস্যৈব তদিতি বদন্তি। দ্বিবিধবাক্যোপলম্ভাদনির্ণয়ো বা স্যাদিত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদোক্ত এই অধিকরণে ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ নির্ণীত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথম অর্থাৎ উপাদানকারণতা-বিষয়ে যে সকল আক্ষেপ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় নিরাস করিয়া 'দৃশ্যতে তু' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা তাহা দৃঢ় করা হইয়াছে। এক্ষণে অন্তিমটি অর্থাৎ নিমিত্তকারণতা-বিষয়ে বাক্যান্তর হইতে জীব-কর্তৃত্ববাদ প্রতীত হইলেও তাহা দূষিত করিয়া ব্রহ্মের সেই নিমিত্তকারণতাবাদকেও সুদৃঢ় করিতেছেন। যেমন জগৎকর্তৃত্বসম্বন্ধে বহু মত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কেহ কেহ (বৈদিকপ্রধান ব্যাসাদি) বলেন—'কর্ত্তারমীশং' ঈশ্বর জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা ইত্যাদি শ্রুতি থাকায় ঈশ্বর জগৎকর্ত্তা। অপরে বলেন—'জীবাদ্ ভবন্তি ভূতানি' জীব হইতে সমস্ত ভূতের উদয় হয়, এই শ্রুতিবশতঃ জীবই অদৃষ্ট-জন্য জগতের উৎপাদক। এই উভয় মতের মধ্যে ঈশ্বরকে জগৎকর্ত্তা বলিলে তাঁহার পূর্ণতাদি-ধর্ম্মের বিরোধ হয়, অতএব জীবই জগৎকর্ত্তা এইরূপ পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধান্ত করেন, অথবা দুই প্রকার শ্রুতিই যখন উপলব্ধ হইতেছে তখন সন্দেহই থাকিয়া যাইতেছে, এমত-অবস্থায় প্রকৃত সিদ্ধান্তের জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—উক্তার্থানুবাদপূর্ব্বকং হরের্জগন্নিমিত্তত্বং বক্তুমুপক্রমতে প্রকৃতিশ্চেত্যাদিনা। হরের্বিশ্বোপাদানতাং ব্রুবতি সমন্বয়ে স্মৃতিতর্কাদিভির্বিরোধো নিরস্তঃ। অথ সর্ব্বজ্ঞস্য পূর্ণস্য তস্য বিশ্বনিমিত্ততাং ব্রুবতি তস্মিন্ তর্কেণাক্ষেপো নিরস্যত ইত্যর্থঃ। হরির্ন জগৎকর্ত্তা পূর্ণতাদি-বিরোধাদিতি তর্কেণ সমন্বয়মাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। জীবোঽদৃষ্টদ্বারা তৎকর্ত্তাস্তিতি প্রত্যুদাহরণং বা সেতি বোধ্যম্। অথেতি। অন্তিমং জগন্নিমিত্তত্বং দৃঢ়ীক্রিয়ত ইত্যন্বয়ঃ। একে বৈদিকমুখ্যা ব্যাসাদয়ঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে বর্ণিত-বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিয়া শ্রীহরির জগৎকার্য্যে নিমিত্তকারণত্ব বলিবার উপক্রম করিতেছেন—'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা' ইত্যাদি দ্বারা। শ্রীহরির বিশ্বোপাদানকারণত্ব বলিবার কালে ব্রহ্ম সমন্বয়ে উপস্থাপিত বিরোধ স্মৃতিবাক্য ও তর্ক প্রভৃতিদ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ণ, পরমেশ্বরের বিশ্বনিমিত্তকারণতা-স্থাপনকারী সমন্বয়ে আক্ষেপ তর্কদ্বারা নিরাস করা হইতেছে। প্রথমতঃ নিমিত্তকারণতা-সমন্বয়ে এই তর্কদ্বারা আপত্তি আনা হইয়াছে, যথা—শ্রীহরি জগৎকর্ত্তা (নিমিত্তকারণ) হইতে পারেন না, তাহাতে পূর্ণতাদির বিরোধ হয়; কথাটি এই—যদি ঈশ্বরকে জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা বল, তবে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়। যেহেতু কার্য্যমাত্রের প্রবৃত্তিতে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ও কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান পূর্ব্বে আবশ্যক। জগৎ-সৃষ্টিকরণ তাঁহার ইষ্টবোধেই তিনি তাহা করিয়াছেন। অতএব বুঝাইতেছে, তিনি জগতের অভাববান্ অতএব অপূর্ণ, অথচ "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে" এই শ্রুতিতে পূর্ণ পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টির কথা শ্রুত হইতেছে। এজন্য ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে না। ঐ আক্ষেপের সমাধান করায় এই অধিকরণোত্থানে আক্ষেপ-সঙ্গতি বুঝাইতেছে অথবা জীব অদৃষ্টকে দ্বার করিয়া জগতের নির্ম্মাতা হউন এই আপত্তি হেতু প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতিও হইতে পারে। 'অথান্তিমং বাক্যান্তরাৎ প্রতীতমপি' ইত্যাদি অন্তিমং অর্থাৎ জগতের নিমিত্তকারণতা দৃঢ় করা হইতেছে। এইভাবে অন্বয় জ্ঞাতব্য। একে অর্থাৎ ব্যাস প্রভৃতি প্রধান বেদপন্থীরা।

ইতরব্যপদেশাধিকরণম্

জীবকর্তৃত্ববাদ-খণ্ডন

সূত্রম্—ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—'ইতরব্যপদেশাৎ'—অপর কতিপয় বাদীর যে জীবকর্তৃত্ব উক্তি অথবা ইতরের অর্থাৎ জীবের যে জগৎ কর্তৃত্বোক্তি—অপর কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছেন, সেই ব্যাস-মত হইতে বহির্ভূত জীবকর্তৃত্ববাদী পণ্ডিতগণের মত জগৎ-সৃষ্টিকর্তা জীবে 'হিতাকরণাদি দোষপ্রসক্তিঃ' অর্থাৎ অহিতকরণ ও শ্রমাদি দোষের প্রসক্তি হয়, অতএব জীব জগৎ-কর্তা হইতে পারে না ॥ ২১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইতরেষাং কেষাঞ্চিদ্ যো জীবকর্তৃত্বব্যপদেশ- ইতরস্য বা জীবস্য যো জগৎকর্তৃত্বব্যপদেশঃ পরৈঃ কৈশ্চিৎ স্বীকৃতস্তস্মাদিতরব্যপদেশিনাং বিদুষাং তৎকর্তরি জীবে হিতাকরণা-দীনাং দোষাণাং প্রসক্তিঃ স্যাৎ। হিতাকরণমহিতকরণং শ্রমাদিকঞ্চ দূষণং প্রাপ্নুয়াৎ। ন হি কশ্চিৎ স্বাধীনো ধীমান্ স্ববন্ধনাগারং নির্ম্মিমাণঃ কৌশেয়কীটবৎ তত্র প্রবিশেৎ। ন বা স্বয়ং স্বচ্ছঃ সন্নত্যনচ্ছং বপুরুপেয়াৎ। ন চ কেনচিৎ জীবেন সাধ্যমিদং প্রধানমহদহংবিয়ৎপবনাদিকার্য্যম্। তচ্চিন্তয়াপি শ্রমানুভবাৎ। তস্মাদ্ দুষ্টো জীবকর্তৃত্ববাদঃ। ঈশ্বরস্য তু তৎকর্তুঃ পূর্ণতাদিবিরোধঃ পরিহরিষ্যতে ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'ইতরেষাম্'—ব্যাসমতের বহির্ভূত কোন কোনও বাদীর মতে যে জীবকর্তৃত্ববাদ স্বীকৃত হয়, অথবা ইতরস্য ব্যপদেশঃ—অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন জীবের জগৎকর্তৃত্ব উক্তি কেহ কেহ স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই ব্যপদেশ হইতে অন্য বাদীদিগের অথবা সেই ঈশ্বর হইতে অন্য অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ববাদী পণ্ডিতগণের পক্ষে জগৎ-সৃষ্টিকর্তা জীবে হিতাকরণাদি

দোষের প্রসক্তি হয় অর্থাৎ আত্মহিতের অকরণ, অহিতের করণ ও শ্রম প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে, কিরূপে? তাহা বলিতেছি—কোনও স্বাধীন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজের বন্ধনার্থ কারাগার নির্ম্মাণ করিয়া মাকড়সার মত তাহাতে প্রবেশ করে না। জীব স্বয়ং শুদ্ধস্বভাব হইয়া অতি মলিন দেহ ধারণ করিতে পারে না। তদ্ভিন্ন কোন জীবেরই এই প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু প্রভৃতি কার্য সাধ্য নহে, অধিক কি? তাহার নির্ম্মাণ-চিন্তাদ্বারাও সে শ্রমবোধ করিবে। অতএব জীবকর্তৃত্ববাদ উক্ত দোষে দুষ্ট। আর যে ঈশ্বরের জগৎ-কর্তৃত্ববাদপক্ষে পূর্ণত্বহানি প্রভৃতি বিরোধ দেখাইয়াছ, তাহারও সমাধান পরে করিব ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ইতরেতি। ইতরেষাং ব্যাসমতবহির্ভূতানাং তদ্ব্যপদে-শিনাং জীবকর্তৃত্ববাদিনাম্। অত্যনচ্ছং মলিনতরম্ ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ—ইতরেষাং অর্থাৎ ব্যাস-মত-বহির্ভূত জীবকর্তৃত্ববাদীদিগের। অত্যনচ্ছং—মলিনতর ॥ ২১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৩) এই অধিকরণে ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ তাহা নির্ণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে জগদুপাদানত্ব-বিষয়ে প্রতিপক্ষে যে সকল দোষ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নিরাকরণ পূর্ব্বক দৃঢ় করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাক্যান্তর হইতে জীবকর্তৃত্ববাদ আপাততঃ প্রতীত হইলেও তাহা দূষিত করিয়া ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্তকারণ, তাহা দৃঢ় করা হইতেছে।

মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" (মুঃ ৩।১।২) আবার অন্য শ্রুতি আছে,—"জীবাত্তবন্তি ভূতানি" এইরূপে শ্রুতিতে উভয় মতের উপলব্ধি হওয়ায়, প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি হইবে, তাহা সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, হিতাকরণ অর্থাৎ হিত অকরণ বা অহিতকরণ এবং শ্রমাদি দোষের প্রসক্তিবশতঃ জীবকে জগৎকর্ত্তা বলা যায় না। কারণ কোন স্বাধীন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজের কারাগার নিজে নির্ম্মাণ করে না। জীব স্বয়ং শুদ্ধস্বভাব হইয়া মলিন দেহ ধারণ করিতে পারে না। আরও কোন জীবের পক্ষেই প্রকৃতি, মহদাদি কার্য্য সুসাধ্য নহে, তাহার চিন্তাতেও সে শ্রমানুভব করিবে। সুতরাং জীবকর্তৃত্ববাদ সর্ব্বথা

দুষ্ট। আর ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে তাঁহার পূর্ণত্বাদির বিরোধও হয় না। ইহা পরে পরিহার করা হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময়্যাঽগুণো বিভুঃ॥" (ভাঃ ১।২।৩০)

"য ইচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ো
য এব রক্ষত্যবলুম্পতে চ যঃ।
তস্যাবলাঃ ক্রীড়নমাহুরীশিতু-
শ্চরাচরং নিগ্রহসংগ্রহে প্রভুঃ॥" (ভাঃ ৭।২।৩৯)

"স ঈশ্বরঃ কাল উরুক্রমোঽসা-
বোজঃসহঃসত্ত্ববলেন্দ্রিয়াত্মা।
স এব বিশ্বং পরমঃ স্বশক্তিভিঃ
সৃজত্যবত্যত্তি গুণত্রয়েশঃ॥" (ভাঃ ৭।৮।৮)

এতৎ-প্রসঙ্গে গীতার ৯।৮-১০ শ্লোক আলোচ্য॥ ২১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্থ ব্রহ্মণোঽপি কার্য্যাভিধ্যানতদনু-প্রবেশাদিশ্রবণাৎ শ্রমহিতাকরণাদিপ্রাপ্তিস্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে—ব্রহ্মেরও জগৎ-কার্য্যের জন্য অভিধ্যান বা ঈক্ষণ ও সৃষ্ট জগতের মধ্যে প্রবেশ প্রভৃতি শ্রুত হওয়ায় তাঁহার কর্ত্তৃত্বপক্ষেও শ্রম ও হিতাকরণাদির প্রসঙ্গ হয়, তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। বহু স্যামিত্যেবংবিধে কার্য্য-তচ্চিন্তনে বোধ্যে।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নন্থ ইত্যাদি অবতরণিকা—বহু স্যাম্ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বোধিত কার্য্য ও তাহার চিন্তা জানিবে।

সূত্রম্—অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ॥ ২২॥

সূত্রার্থ—'তু'—সে আশঙ্কা নাই, 'অধিকং'—জীব হইতে পরমেশ্বর অত্যুৎকৃষ্ট, যেহেতু তাঁহাতে প্রভূত শক্তি আছে। ইহার অবগতি হইল কিসে? উত্তর—'ভেদনির্দ্দেশাৎ'—শাস্ত্রে জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ নির্দ্দেশ আছে, এইজন্য; অর্থাৎ শাস্ত্রে আছে, জীব শোক ও মোহগ্রস্ত, কিন্তু পরমেশ্বর অখণ্ড ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন॥ ২২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। জীবাদধিকং ব্রহ্ম উরুশক্তিকত্বাৎ তস্মাদত্যুৎকৃষ্টম্। তৎ কুতঃ? শাস্ত্রেষু তথৈব ভেদনির্দ্দেশাৎ। মুণ্ডকাদৌ—"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোক" ইতি শোকমোহগ্রস্তাৎ জীবাৎ পরমাত্মনোঽখণ্ডি-তৈশ্বর্য্যাদিত্বেন ভেদো নির্দ্দিশ্যতে। স্মৃতিষু চ "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর-উচ্যতে॥ উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মা-বিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বর" ইতি। "প্রধানপুরুষাব্যক্তকালানাং পরমং হি যৎ। পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতো হি তেঽন্যে রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র। তস্যৈব তেঽন্যেন ধৃতে বিযুক্তে রূপেণ যৎ তদ্ দ্বিজ কালসংজ্ঞম্" ইতি। "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্ম-স্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া" ইতি চৈবমাদ্যাসু তথৈবাসৌ নির্দ্দিষ্টঃ। সম্ভোগপ্রাপ্তিরিত্যাদিনা প্রাগপ্যেতদভিহিতম্। তথা চাবিচিন্ত্যোরু-শক্তিরীশ্বরঃ স্বসঙ্কল্পমাত্রাৎ জগৎ সৃষ্ট্বা তস্মিন্ প্রবিশ্য বিক্রীড়তি জীর্ণঞ্চ তৎ সংহরত্যূর্ণনাভিবদিতি ন পূর্ব্বোক্তদোষগন্ধঃ। নন্থ ঘটাকাশাদ্ মহাকাশস্যেবৈতজ্জীবাদীশ্বরস্যাধিক্যমিতি চেন্ন তদ্বৎ তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাস্বীকারাৎ। ন চ জলচন্দ্রাদ্ বিয়চ্চন্দ্রস্যেব তস্মাৎ তস্য তদ্বিভোর্নীরূপস্য তস্য তদ্বৎ প্রতিবিম্বাসম্ভবাৎ। ন চ রাজপুত্রস্যেবাপ্তদাসভ্রমস্যৈকস্য ব্রহ্মণো ভ্রমাৎ জীবস্যোৎকর্ষাপকর্ষে সার্ব্বজ্ঞ্যশ্রুতিবিরোধাৎ॥ ২২॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রে যে 'তু' পদ প্রযুক্ত আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির বোধক। অর্থাৎ ঐ আশঙ্কা হইতে পারে না। জীব হইতে

পরমেশ্বর সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট, যেহেতু তিনি প্রভূত শক্তিশালী। তাহা কোথা হইতে পাইলে? উত্তরে বলিতেছেন,—মুণ্ডকোপনিষদাদিতে সেইরূপই জীব ও পরমেশ্বরের প্রভেদবোধক ধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে। যথা 'সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ......বীতশোকঃ' একই দেহরূপ পিপ্পল (অশ্বত্থ) বৃক্ষে জীব বাস করে, মায়াবশতঃ মুহ্যমান হইয়া সে শোক করে। যখন সে সেই বৃক্ষবাসী আর একটি পুরুষকে (পরমেশ্বরকে) দেখে, যে তিনি অশেষকল্যাণগুণযুক্ত, নিয়ন্তা, তখন এইরূপ ধ্যানের ফলে সে ঈশ্বরের মহিমা—বৈকুণ্ঠত্ব লাভ করে এবং অবিদ্যামুক্ত অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। এইরূপে শোক-মোহগ্রস্ত জীব হইতে পরমেশ্বরের অচিন্ত্য, অখণ্ড, ঐশ্বর্য্যাদি যোগ-হেতু প্রভেদ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। গীতাদিতেও আছে 'দ্বাবিমৌ...বিভর্ত্ত্য-ব্যয় ঈশ্বরঃ"। জগতে ক্ষর ও অক্ষরনামে এই দুইটি পুরুষ (আত্মা) আছে। তন্মধ্যে ক্ষর সমস্ত জীব, আর নির্ব্বিকার পুরুষ অর্থাৎ মুক্তজীব অক্ষরনামে অভিহিত হন। পুরুষোত্তম কিন্তু এই উভয় হইতে ভিন্ন, তাঁহাকে পরমেশ্বর বলা হইয়াছে। ইনি অব্যয়। তিনি এই ত্রিভুবন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে —'প্রধানপুরুষাব্যক্ত......কালসংজ্ঞম্'। হে বিপ্র! মৈত্রেয়! প্রকৃতি, পুরুষ, অব্যক্ত ও কাল হইতে শ্রেষ্ঠ ভগবানের পরম বিশুদ্ধ স্বরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। প্রধান ও পুরুষ (জীব)—এই দুইটি বিষ্ণুস্বরূপ হইতে পৃথক্। সেই বিষ্ণুর কালনামকরূপ দ্বারা ঐ দুইটি নিয়মিত হইয়া থাকে। উহারা যে কালরূপের সহিত অবিযুক্ত—অবিচ্ছিন্ন। হে দ্বিজ! ইহাই বিষ্ণুর কালনামক স্বরূপ। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে—'এত-দীশনমীশস্য···বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া—পরমেশ্বরের ইহাই ঈশ্বরত্ব যে, তিনি প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াও প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণদ্বারা সংসক্ত হন না, ঐ গুণগুলি ঈশ্বর-বিমুখ জীবের বন্ধনহেতু। ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধি সত্ত্বাদিগুণে বদ্ধ হয় না। ইত্যাদি স্মৃতিতে জীব হইতে ভিন্ন ভাবে পরমেশ্বর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই বেদান্তশাস্ত্রেও 'সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পূর্ব্বেও ইহা বলা হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—অচিন্তনীয় মহাশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর স্বাধীন সঙ্কল্পমাত্র দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ এবং লীলা করেন ও ঊর্ণনাভের মত জীর্ণ জগৎকে সংহার অর্থাৎ নিজ মধ্যে লীন করেন। সুতরাং

পূর্ব্বপ্রদর্শিত শ্রমাদিদোষের সম্পর্কলেশও তাঁহাতে নাই। যদি বল, যেমন ঘটাকাশ হইতে মহাকাশের আধিক্য, সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন জীব হইতে বিভু পরমেশ্বরের আধিক্য—এইমাত্র প্রভেদ; বাস্তবপক্ষে জীব ও পরমেশ্বর একই—এ-কথা বলা যায় না। আকাশের মত পরমেশ্বরের পরিচ্ছেদ স্বীকৃত নহে অর্থাৎ আকাশ ঘটাবচ্ছিন্ন পটাবচ্ছিন্নত্বাদিরূপে প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর জীবাবচ্ছিন্ন বা জগদবচ্ছিন্ন, এরূপ হন না। আবার প্রতিবিম্ববাদও বলা যায় না অর্থাৎ জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র হইতে আকাশচন্দ্রের যেমন আধিক্য, সেইরূপ জীব হইতে পরমেশ্বরের আধিক্য এ-দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে; যেহেতু ঈশ্বর রূপহীন, জলে চন্দ্রের মত জীব তাঁহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। যদি বল, রাজপুত্র যেমন কৈবর্ত্ত-ভ্রম প্রাপ্ত হইলে তাহার অপকর্ষ হয়, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহার উৎকর্ষ, সেইরূপ ঈশ্বর জীবভাব প্রাপ্ত হইলে অপকৃষ্ট হন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরভাবে উৎকৃষ্ট;—ইহাও বলা যায় না, এই ভ্রান্তিবাদ ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ তাহাতে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা শ্রুতির বিরোধ ঘটে ॥ ২২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অধিকমিতি। মুণ্ডকাদাবিত্যাদিপদাৎ শ্বেতাশ্বতরাদীনা-প্যেতদ্‌বোধ্যম্। সমান ইতি। সমানে একস্মিন্, বৃক্ষে দেহে পিপ্পলতরৌ পুরুষো জীবঃ নিমগ্নঃ সংসক্তঃ অনীশয়া মায়য়া জুষ্টমনন্তৈঃ কল্যাণগুণৈঃ সেবিতং স্বেন বা পশ্যতি ধ্যায়তি অন্যঃ স্বস্মাদ্ভিন্নং মহিমানং বৈকুণ্ঠং বীত-শোকো নিবৃত্তাবিদ্যো বিমুক্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। ইতঃ প্রাক্ দ্বাসুপর্ণেতি চোভয়ত্র গ্রাহ্যম্। দ্বাবিত্যাদিদ্বয়ং শ্রীগীতাসু। ক্ষরঃ শরীরক্ষরণাদনেকাবস্থো বদ্ধ-জীববর্গঃ অক্ষরস্তৎক্ষরণাভাবাদেকাবস্থো মুক্তজীববর্গঃ অচিৎসংযোগতদ্বিয়ো-গরূপৈকৈকোপাধিসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টো বোধ্যঃ। উত্তমঃ পুরুষস্তু ক্ষরাক্ষরা-ভ্যামন্যো ন তু তয়োরেবৈকঃ সঙ্কল্পনীয় ইত্যর্থঃ। প্রধানেত্যাদিদ্বয়ং শ্রীবৈষ্ণবে। বিষ্ণোরিতি। প্রধানং পুরুষশ্চেতি দ্বে রূপে বিষ্ণোঃ স্বরূপাদন্যে তস্যৈব বিষ্ণোঃ কালসংজ্ঞেন রূপেণ তে দ্বে বিধৃতে নিয়মিতে ভবতঃ। কীদৃশে তে বিযুক্তে পৃথগ্‌ভূতে অবিযুক্তে ইতি বা চ্ছেদঃ। পূর্ব্বরূপমার্ষম্। এতদিতি শ্রীভাগবতে। তদ্‌গুণৈঃ সত্ত্বাদিভির্ন যুজ্যতে ন সংসজ্যতে। অসদাত্মস্থৈস্তদ্বিমুখজীববন্ধকৈঃ। যথা তদাশ্রয়া ভগবন্নিষ্ঠা ভক্তানাং বুদ্ধিরিতি। সর্ব্বত্র হরেরুরুশক্তিত্বং স্ফুটম্। তদ্বৎ তস্যেতি। আকাশস্যেব তন্মতে ব্রহ্মণঃ পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাস্বীকারাদিত্যর্থঃ।

তস্মাৎ তস্য তদিতি। তস্মাৎ জীবাৎ তস্য ব্রহ্মণঃ তদাধিক্যমিত্যর্থঃ। আপ্তেতি। লব্ধকৈবর্ত্তভ্রান্তেরিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ—'অধিকন্তু' ইত্যাদি সূত্র-ভাষ্যে 'মুণ্ডকাদৌ' ইহাতে প্রযুক্ত আদিপদদ্বারা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের সম্বন্ধেও ইহা জানিবে। সমানে বৃক্ষ ইত্যাদি —একই বৃক্ষে অর্থাৎ দেহরূপ অশ্বত্থ গাছে, পুরুষ অর্থাৎ জীব নিমগ্ন আছে, সংসক্ত আছে। সে অনীশয়া—মায়াবশতঃ, জুষ্টম্—অনন্ত-কল্যাণ-গুণ-সম্পন্ন, স্ব-স্বরূপে,—পশ্যতি—ধ্যান করে, অন্যম্—নিজ হইতে ভিন্ন, মহিমানং—বৈকুণ্ঠকে, বীতশোকঃ—অবিদ্যা হইতে মুক্ত—বিমুক্ত হইয়া। ইহার পূর্ব্বে 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যাদি শ্রুতিও মুণ্ডকোপনিষদে ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে দ্রষ্টব্য। 'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ' ইত্যাদি শ্লোক শ্রীভগবদ্গীতাস্থিত। ক্ষর শব্দের অর্থ—বদ্ধ জীব শরীরের বিনাশ হয় বলিয়া অর্থাৎ অনেক ভাবে প্রচ্যুত হয় বলিয়া বদ্ধ। অক্ষর মুক্ত জীব, সেই শরীরের ক্ষরণের অভাবে একই অবস্থায় স্থিত মুক্তজীব। ক্ষর—বদ্ধজীব অচিৎ অর্থাৎ জড় দেহের সম্বন্ধ এবং মুক্তজীব জড়দেহের বিয়োগ, এই এক একটি উপাধি সম্বন্ধহেতু জীব বহু হইলেও তাহাতে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। উত্তম পুরুষ কিন্তু ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে বিলক্ষণ, তাহাদেরই মধ্যে একজন মনে করিও না—ইহাই অর্থ। 'প্রধান-পুরুষাব্যক্ত' ইত্যাদি ও 'বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎপরত' ইত্যাদি এই দুইটি শ্লোক বিষ্ণুপুরাণোক্ত। বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ প্রধান ও পুরুষ এই দুইটি বিষ্ণুস্বরূপ হইতে ভিন্ন। ইহারা সেই বিষ্ণুর কাল নামক রূপ দ্বারা নিয়মিত হয়; কিরূপ তাহারা? বিযুক্তে অর্থাৎ কাল হইতে বিচ্ছিন্ন, অথবা অবিযুক্তে পাঠ। ধৃতে অবিযুক্তে এইরূপ প্রকৃতিভাব (সন্ধির অভাব) হওয়া উচিত কিন্তু আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া পূর্ব্বরূপ হইয়াছে অর্থাৎ সন্ধিতে একারলোপ হইয়াছে। এতদীশ-নমীশস্য ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের। তদ্গুণৈঃ অর্থাৎ সত্ত্ব প্রভৃতি প্রকৃতি গুণের সহিত সংসক্ত হয় না। অসদাত্মস্থৈঃ—ঈশ্বরবিমুখ জীবের বন্ধনকারক যথা তদাশ্রয়া—যেমন ভগবন্নিষ্ঠা ভক্তিমান্গণের বুদ্ধি। সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের মহাশক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট। তদ্বৎ—আকাশের মত, তস্য—ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ-বিষয়ত্বের অস্বীকারহেতু। 'তস্মাৎ তস্য তৎ' ইতি—তস্মাৎ—জীব হইতে, তস্য—পরমেশ্বরের, তৎ—অর্থাৎ আধিক্য বা শ্রেষ্ঠত্ব। 'আপ্তদাস-ভ্রমস্য'—কৈবর্ত্তভ্রমপ্রাপ্ত রাজপুত্রের ॥ ২২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, জগৎকার্য্যের অভিধ্যান ও তাহাতে অনুপ্রবেশাদি বশতঃ ব্রহ্মেরও শ্রমাদি দোষ এবং হিতাকরণ-দোষের প্রসঙ্গ আসিতে পারে, তাহার নিরাকরণার্থ বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, সে আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম জীব হইতে অতিশয় উৎকর্ষবিশিষ্ট, কারণ ব্রহ্মের শক্তি অসীম। শাস্ত্রেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নিরূপিত হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন,—

"অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো...মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥
(শ্বেঃ ৪।৫-৭)

মুণ্ডক উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া...মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥
(মুঃ ৩।১।১-২)

এ-স্থলে জীবকে শোকমোহগ্রস্ত এবং পরমেশ্বরের অখণ্ড ঐশ্বর্য্যের কথা বর্ণন করিয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীগীতাতেও "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে" (গীঃ—১৫।১৬-১৭) প্রভৃতি শ্লোকে ঈশ্বরে ও জীবে ভেদ দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—

"ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ। আত্মা তথা পৃথক্ দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥ (ভাঃ ৩।২৮।৪১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই, সবে মায়া পার॥"

(চৈঃ চঃ আদি ২।৫৪)

এইরূপে অচিন্ত্য প্রভৃত শক্তিশালী শ্রীভগবান্ স্বকীয় সংকল্পমাত্রেই জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রীড়া করেন, জীর্ণ হইলে উর্ণনাভির ন্যায় উহা সংহরণ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

"যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতম্।
বিলুম্পন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা॥
ক্রীড়স্যমোঘসংকল্প উর্ণনাভির্যথোর্ণুতে।
তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব॥"

(ভাঃ ২।৯।২৬-২৭)

এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঘটাকাশ ও মহাকাশ দৃষ্টান্ত কিংবা আকাশের চন্দ্র ও জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের দৃষ্টান্ত স্বীকার করা যায় না; কারণ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ সম্ভব নহে এবং নীরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বের সম্ভাবনা নাই॥ ২২॥

সূত্রম্—অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ॥ ২৩॥

সূত্রার্থ—জীব চেতন হইলেও 'অশ্মাদিবৎ' প্রস্তর, কাষ্ঠ, লোষ্ট্রের মত পরতন্ত্র, অতএব 'তদনুপপত্তিঃ' তাহার জগৎকর্ত্তৃত্বের অনুপপত্তি॥ ২৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চেতনস্যাপি জীবস্যাশ্মকাষ্ঠলোষ্ট্রবদস্বাতন্ত্র্যাৎ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বানুপপত্তিঃ। "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ॥ ২৩॥

ভাষ্যানুবাদ—জীব চেতন হইলেও প্রস্তর, কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রের মত স্বতন্ত্রতার অভাববশতঃ তাহার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। শ্রুতি বাক্যও এইরূপ আছে—যথা 'অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্' পরমেশ্বর মনুষ্যগণের (জীব সমূহের) শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও আছে —'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি' হে অর্জ্জুন! পরমেশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয় ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন। ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যও জীব হইতে পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বে প্রমাণ॥ ২৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—অশ্মেতি। অশ্মা পাষাণঃ॥ ২৩॥

টীকানুবাদ—অশ্মেত্যাদি সূত্রে। অশ্মা—পাথর॥ ২৩॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় জীবের জগৎকর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে আর একটি অনুপপত্তি দেখাইতেছেন যে, জীব চেতন হইলেও অস্বতন্ত্র।

জীবের অস্বাতন্ত্র্য-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ।
এবম্ভূতানি মঘবন্নীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ॥" (ভাঃ ৬।১২।১০)

আরও পাই,—

"ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশঃ সৃজত্যবতি হন্তি চ।
আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোঽপি বালবৎ॥"

(ভাঃ ৬।১৫।৬)॥ ২৩॥

উপসংহার-দর্শনাধিকরণম্

সূত্রম্—উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি॥ ২৪॥

সূত্রার্থ—যদি বল, জীব প্রস্তরাদির মত অকর্ত্তা হইতে পারে না, যেহেতু 'উপসংহারদর্শনাৎ' কার্য্যের উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্তি সাধন জীব কর্ত্তৃকই হয়, দেখা যায় 'ইতিচেন্ন'—একথাও বলিতে পার না 'হি'—যেহেতু, 'ক্ষীরবৎ'— কার্য্যের উপসংহার যে জীবে দেখা যায়, উহা দুগ্ধের মত অর্থাৎ যেমন গাভীতে দৃশ্যমান দুগ্ধ প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জীবে দৃশ্যমান কার্য্যোপসংহার পরমেশ্বরাধীন॥ ২৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নন্বু নাশ্মাদিবদকর্ত্তৃত্বং জীবস্য তস্যৈব কার্য্যোপসংহারদর্শনাৎ। স হি যৎ কার্য্যমারভতে তৎ সমাপয়-

তীতি দৃষ্টম্। ন চায়ং ভ্রমঃ, বাধকাভাবাৎ। নন্বস্তু জীবঃ কর্ত্তা ন চেশাধীন ইতি চেন্ন ঈশ্বরঃ খল্বনুপলভ্যমানোঽপি কল্প্যঃ স চ প্রেরক ইতি গৌরবাৎ। তস্মাৎ জীবস্যৈব কর্ম্মদ্বারকং কর্ত্তৃত্বং ন ত্বীশস্যেতি চেন্ন। কুতঃ? ক্ষীরবদ্ধি। হি যতঃ জীবে কার্য্যোপসংহারঃ ক্ষীরবৎ প্রবর্ত্ততে। তৃতীয়ান্তাদ্ বতিঃ। "তেন তুল্যক্রিয়া চেদ্ বতিঃ" ইতি সূত্রাৎ। যথা গবি দৃশ্যমানমপি ক্ষীরং প্রাণাদেব জায়তে। অন্নং রসাদিরূপেণ প্রাণঃ পরিণমত্যসাবিতি স্মৃতেঃ। তথা জীবে দৃশ্যমানোঽপি সোঽস্বাতন্ত্র্যাৎ পরেশাদবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি চৈবং "পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ" ইতি॥ ২৪॥

ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই যে—জীবের প্রস্তরাদির মত অকর্ত্তৃত্ব বলা যায় না, যেহেতু সেই জীবই কার্য্য সমাপ্তি করিয়া থাকে। দেখা গিয়াছে, জীব যে কার্য্য আরম্ভ করে, তাহা সে সমাধা করে; অতএব উপক্রম উপসংহারের ঐক্য নিবন্ধন উপসংহার দেখিয়া উপক্রমে জীবের কর্ত্তৃত্ব মানিতে হয়। যদি বল, জীব কার্য্য সমাপ্ত করিতেছে, ইহা ভ্রমজ্ঞান, তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু ভ্রমস্থলে বাধা থাকে, এখানে বাধক কেহ নাই। আচ্ছা, জীব কর্ত্তা হউক, কিন্তু সে ঈশ্বরাধীন, পূর্ব্বপক্ষী ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—এই যদি বল, তাহা নহে, কারণ ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, তথাপি তাহাকে কল্পনা করিয়া যদি জীবের প্রেরণকারী বল, তবে অনেক কল্পনা গৌরব হয়। অতএব জীবই নিজ প্রাক্তন কর্ম্ম দ্বারা জগতের স্রষ্টা, ঈশ্বর নহে; এই পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তি ও সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, 'ইতি চেন্ন'—এই যদি বল, তাহা নহে। কেন? উত্তর—'ক্ষীরবদ্ধি' হি—যেহেতু জীবে দৃশ্যমান কার্য্যসমাপ্তি দুগ্ধের মত হইয়া থাকে। 'ক্ষীরবৎ' এখানে ক্ষীরেণ তুল্যম্ এই তৃতীয়ার্থে বতি প্রত্যয় হইয়াছে। পাণিনির সূত্রে আছে—'তেন তুল্যক্রিয়া চেদ্ বতিঃ' তাহার তুল্য ক্রিয়া যদি বুঝায়, তবে বতি প্রত্যয় হইয়া থাকে। এখানে দুগ্ধের তুল্য প্রবৃত্তিরূপ ক্রিয়া বুঝাইতেছে। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন—যেমন গাভীতে দৃশ্যমান দুগ্ধ গরুর স্বাধীন চেষ্টায় নহে, কিন্তু প্রাণ হইতেই জন্মায়, প্রমাণ? যথা 'অন্নং রসাদিরূপেণ প্রাণঃ পরিণমত্যসৌ'। ভুক্ত অন্ন রসাদিক্রমে প্রাণে

পরিণত হয়, প্রাণ সমস্ত পরিণত করে। —এইরূপ স্মৃতিবাক্য আছে, সেইরূপ জীবে দৃশ্যমান কার্য্যের উপসংহারও জীবের স্বাধীনতার অভাববশতঃ ঈশ্বর হইতেই হইয়া থাকে, এই তাৎপর্য্য। সূত্রকার পরে বলিবেন—'এবং পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ' এইরূপ পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টি হয়, শ্রুতি সেই কথা বলিয়াছেন॥ ২৪॥

সূক্ষ্মা টীকা—ক্ষীরবদিতি। তস্যৈব জীবস্য। কর্ম্মদ্বারকমিতি। স্বকর্ম্মণা জীবঃ স্বভোগায় সর্ব্বমিদং সৃজতীতি জগদ্বাচিত্বাদিত্যস্য ভাষ্যে বিবৃতমস্তি। ক্ষীরেতি। ক্ষীরেণ তুল্যং ক্ষীরবদিত্যর্থঃ। হীতি। হির্হেতৌ। তেনেতি। তৃতীয়ান্তাৎ তুল্যমিত্যর্থে বতিঃ স্যাৎ যত্তুল্যা সা ক্রিয়া চেদিতি সূত্রার্থঃ। স ইতি কার্য্যোপসংহারঃ॥ ২৪॥

টীকানুবাদ—'ক্ষীরবদিতি' সূত্রাংশ। ভাষ্যান্তর্গত 'তস্যৈব কার্য্যোপসংহারদর্শনাৎ', তস্য—জীবের, কর্ম্মদ্বারকমিতি—জীব নিজ কৃত কর্ম্মবশতঃ ফলভোগের জন্য এই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহা 'জগদ্বাচিত্বাৎ' এই সূত্রের ভাষ্যে বিস্তারিতভাবে উক্ত আছে। 'ক্ষীরবৎ প্রবর্ত্ততে' ইতি ক্ষীরবৎ—অর্থাৎ দুগ্ধের তুল্য। ক্ষীরবদ্ধি—হি শব্দটি হেতু অর্থে। 'তেন তুল্য ক্রিয়া চেদ্বতিঃ' তৃতীয়ান্তাৎ—অর্থাৎ তৃতীয়ান্ত পদের উত্তর তুল্য এই অর্থে বতি প্রত্যয়। সূত্রার্থ যথা কাহারও তুল্য-ক্রিয়া যদি হয়, তবে তাহার উত্তর বতি প্রত্যয় হয়। 'দৃশ্যমানোঽপি সঃ' ইতি সঃ—সেই কার্য্যোপসংহার—কার্য্য সমাপ্তি॥ ২৪॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, যদি কেহ এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, জীব কার্য্য আরম্ভ করে এবং সমাপ্তিও করে; সুতরাং জীবকে প্রস্তরাদির ন্যায় অকর্ত্তা বলা যাইতে পারে না। জীবের এই উপক্রম ও উপসংহার-দর্শনে এবং ইহাতে কোন বাধ নাই বলিয়া ইহাকে ভ্রমও বলা যাইতে পারে না সুতরাং ঈশ্বর কল্পনা করিয়া জীবের কর্ত্তৃত্বকে ঈশ্বরাধীন বলা যুক্তিযুক্ত নহে, এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন যে, জীবের কর্ত্তৃত্ব দুগ্ধের তুল্য; যেমন গাভীতে দৃশ্যমান দুগ্ধ তাহার প্রাণ হইতেই নিঃসৃত হয় সেইরূপ জীবের কর্ত্তৃত্বও ঈশ্বরাধীনে ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়াঃ।
শক্নুবন্ত্যস্য সর্গাদৌ ন বিনা যদনুগ্রহাৎ॥
অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেঽনীশমীশ্বরম্।
ভূতৈঃ সৃজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ স্বয়ম্॥"
(ভাঃ ৬।১২।১১-১২) ॥ ২৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ন চানুপলব্ধিবিরোধ ইত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ঈশ্বরের অনুপলব্ধিরূপ বিরোধ (অসঙ্গতি)ও নাই, এই কথা সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—দেবাদিবদিতি লোকে ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—অদৃশ্যমানও যে কর্ত্তা হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে 'লোকে' লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্টান্ত আছে—'দেবাদিবৎ'—ইন্দ্রাদি দেবতা অদৃশ্য থাকিয়াই বর্ষণাদি কার্য্য করেন, ইহা প্রসিদ্ধ; সেইরূপ ঈশ্বরকে জানিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ষষ্ঠ্যন্তাদিবার্থে বতিঃ অদৃশ্যমানস্যাপীন্দ্রাদের্লোকে বর্ষণাদিকর্ত্তৃত্বসিদ্ধেঃ। তথা চানুপলভ্যমানোঽপীশ্বরো-বিশ্বকর্ত্তেতি ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'দেবাদিবৎ' এই পদে দেবাদীনামিব এই ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত দেবাদি-শব্দের উত্তর বতি প্রত্যয়। অদৃশ্যমান হইয়াও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার যেমন জলবর্ষণাদি কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সেইরূপ ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না হইলেও বিশ্বকর্ত্তা, ইহাতে কোনও অসঙ্গতি নাই ॥ ২৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দেবাদিবদিতি। স্পষ্টম্ ॥ ২৫ ॥

টীকানুবাদ—ভাষ্যার্থ সহজবোধ্য ॥ ২৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে অন্য একটি পূর্ব্বপক্ষেরও উত্তর দিতেছেন। যদি কেহ মনে করেন যে, ঈশ্বর যখন উপলব্ধ হন না তখন

তাঁহার জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, এই অনুপলব্ধি কখনও বাধক হইতে পারে না। কারণ ইন্দ্রাদি দেবতা অদৃশ্য থাকিয়াও যখন বর্ষণাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, তখন ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষ-ভাবে জগৎ সৃষ্ট্যাদি করিবেন, ইহাতে অসঙ্গতি নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদর্হসত্তমাঃ।
ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যঃ কচিদ্ভুবঃ॥"
(ভাঃ ৪।২১।২৭)

দেবতাগণের বাক্যেও পাই,—

"য এক ঈশো নিজমায়য়া নঃ
সসর্জ যেনানুসৃজাম বিশ্বম্।
বয়ং ন যস্যাপি পুরঃ সমীহতঃ
পশ্যাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ॥" (ভাঃ ৬।৯।২৪)

আরও পাই,—

"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া॥"
(ভাঃ ২।১০।১২) ॥ ২৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—জীবকর্ত্তৃত্বপক্ষে দোষান্তরমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—জীবকর্ত্তৃত্ববাদে অন্য দোষও বলিতেছেন—

কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্

সূত্রম্—কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বশব্দব্যাকোপো বা ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—'কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ'—জীব-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহাদের মতে সমগ্র জীবের সকল কার্য্যে প্রসঙ্গ বলিতে হয়, কিন্তু তাহা তো হয় না; সামান্য একটি তৃণোৎপাটনেও সমগ্র জীবের প্রসঙ্গ কোথায়? যদি বল, জীব-স্বরূপের অংশের তথায় প্রবৃত্তি, তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু জীবের অংশই নাই,

যদি অংশ স্বীকার কর, তবে 'নিরবয়বশব্দব্যাকোপঃ' নিরবয়বত্ব শ্রুতির বাধা হয়॥ ২৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জীবকর্তৃত্ববাদিনা জীবস্বরূপস্য নিরংশত্বাৎ কৃৎস্নস্য তস্য সর্ব্বস্মিন্ কার্য্যে প্রসক্তির্বাচ্যা। ন চ সা শক্যা বক্তুং-মঙ্গুল্যাদিনা তৃণোত্তোলনাদৌ তদননুভবাৎ। কৃৎস্নেন স্বরূপেণ প্রবৃত্তিঃ খলু কৃৎস্নসামর্থ্যাপেক্ষাং করোতি। সা যথা গুরুতরদৃষত্থাপনে স্যাৎ ন তথা তৃণোত্থাপনে সামর্থ্যাংশানুভবাৎ। ন চ স্বরূপাংশস্য তত্র প্রসক্তির্বাচ্যা। জীবস্বরূপস্য নিরংশত্বাৎ। স্বীকৃতে ত্বংশে নিরংশত্বশ্রুতিব্যাকোপঃ। "এষোঽণুরাত্মা" ইত্যাদি বাক্যবাধ ইত্যর্থঃ। "জীবাদ্ ভবন্তি ভূতানি" ইত্যাদিবাক্যন্তু ব্রহ্মপরমেবেত্যুক্তং প্রাক্। তস্মাৎ মন্দো জীব-কর্তৃত্বপক্ষঃ॥ ২৬॥

ভাষ্যানুবাদ—জীবের স্বরূপ যখন অংশ (অবয়ব) হীন, তখন জীব-কর্তৃত্ববাদী নিশ্চয় বলিবেন—সমগ্র জীবের সকল কার্য্য সম্পাদনে অধিকার। কিন্তু তাহা তো বলা যায় না; যেহেতু অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা তৃণোত্তোলনে কৃৎস্নস্বরূপের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না। ইহা প্রসিদ্ধই যে, কৃৎস্নস্বরূপ লইয়া প্রবৃত্তি কৃৎস্নের সামর্থ্যকে অপেক্ষা করে, তাহা যেমন গুরুতর একখানি প্রস্তরের উত্তোলন-কার্য্যে কৃৎস্ন জীবের সামর্থ্য-সাপেক্ষ, সেরূপ তৃণোত্তোলন-কার্য্যে কৃৎস্ন সামর্থ্যের অপেক্ষা নাই, আংশিক সামর্থ্য তথায় উপলব্ধ হইয়া থাকে। যদি বল, জীব স্বরূপের তথায় আংশিক প্রসঙ্গ (ব্যাপার), ইহাও বলা যায় না কারণ জীব-স্বরূপ নিরংশ, তাহার আবার অংশ কোথায়? যদি অংশ স্বীকার কর, তাহা হইলে জীবের নিরংশকত্ব শ্রুতির বাধ হইবে। শ্রুতি যথা 'এষোঽণুরাত্মা' এই জীবাত্মা অণু-পরিমাণ। তবে যে উক্ত আছে 'জীব হইতে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হয়' তাহাও ব্রহ্মে তাৎপর্য্যবোধক। এ-কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অতএব জীব-কর্তৃত্ববাদ হেয়॥ ২৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—কৃৎস্নেতি। জীবেতি। তৃণোত্তোলনং তৃণোত্থাপনম্। তদননুভবাদিতি। কৃৎস্নেন স্বরূপেণ প্রসক্তেরপ্রতীতেরিত্যর্থঃ। দৃষৎ পাষাণঃ॥ ২৬॥

টীকানুবাদ—'কৃৎস্নেত্যাদি' সূত্রে জীব-কর্তৃত্ববাদিনেত্যাদি ভাষ্যের অন্তর্গত 'তৃণোত্তোলনাদৌ' তৃণোত্তোলন—তৃণোৎপাটন। 'তদননুভবাৎ' কৃৎস্ন স্বরূপের তথায় প্রবৃত্তিই দেখা যায় না, এই অর্থ। 'দৃষত্থাপনে' দৃষৎ—পাষাণ॥ ২৬॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে জীব-কর্তৃত্ববাদের আরও একটি দোষ দেখাইতেছেন। যাঁহারা জীব-কর্তৃত্ববাদী তাঁহাদের নিশ্চয় বলিতে হইবে যে, অখণ্ড জীবের সকল কার্য্যে সমগ্রভাবে প্রসক্তি কারণ জীব নিরংশ, তাহা কিন্তু বলা যায় না। কারণ অঙ্গুলির দ্বারা তৃণের উত্তোলনে সেরূপ ব্যাপার অনুভূত হয় না। সমগ্র স্বরূপের প্রবৃত্তি সমগ্র সামর্থ্যের অপেক্ষা করে, যেমন গুরুতর প্রস্তর উত্তোলনে তাহা দেখা যায়। যেখানে শ্রুতিতে জীব হইতে ভূতগণের উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা ব্রহ্মপরই জানিতে হইবে। জীবের অংশ স্বীকার করিলে নিরংশত্ব শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়। সুতরাং জীব-কর্তৃত্ববাদ সঙ্গত নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১২।১২) পাওয়া যায়,—

> "অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেঽনীশমীশ্বরম্।
> ভূতৈঃ সৃজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ স্বয়ম্॥" ॥ ২৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথৈতৌ দোষৌ ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষে স্যাতাং ন বেতি বীক্ষায়াং, সর্ব্বেষু কার্য্যেষু কৃৎস্নেন স্বরূপেণ চেৎ প্রবর্ত্ততে, তর্হি তৃণোদঞ্চনাদৌ কৃৎস্নস্য প্রসক্তির্ন চ সা সম্ভবেদংশেন তৎসিদ্ধেঃ। ক্বচিদংশেন চেৎ প্রবর্ত্ততে তর্হি "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিব্যাকোপাপত্তিরতঃ স্যাতামিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন—এই দুইটি দোষ অর্থাৎ কৃৎস্নপ্রসক্তি বা নিরবয়বশব্দ-বিরোধ ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টিকর্তৃত্ব-মতে হইবে কিনা? এই সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত হইতেছে—সকল কার্য্যে কৃৎস্ন স্বরূপ দ্বারা প্রবৃত্তি যদি বল, তবে তৃণোত্তোলনকার্য্যে কৃৎস্ন স্বরূপের প্রবৃত্তি সম্ভব নহে, কেননা অংশ দ্বারাই তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে। যদি বল, কোন কোন স্থলে স্বরূপের অংশ দ্বারা প্রবৃত্তি (কার্য্য) তাহা হইলে 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্'

ব্রহ্ম নিরবয়ব ও নিষ্ক্রিয়—এই উক্তির ব্যাঘাত হইল। অতএব ব্রহ্মপক্ষেও উক্ত দোষ দুইটির আপত্তি আছে, ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেত্যাদি। প্রাগুক্তং ব্রহ্মণো বিশ্বকর্ত্তৃত্ব-মাক্ষিপ্য সমাধীয়ত ইত্যাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। এতৌ কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদী দোষৌ স্যাতাং সম্ভবেতাং প্রবর্ত্ততে ব্রহ্মেত্যর্থাৎ। কৃৎস্নস্যেতি স্বরূপস্য। অংশেন স্বরূপাংশেন। তৎসিদ্ধেস্তৃণোত্থাপনাদিনিষ্পত্তেঃ। ক্বচিৎ তৃণোত্থাপনাদৌ। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'অথেত্যাদি' অবতরণিকাভাষ্য। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত পরমেশ্বরের বিশ্বকর্ত্তৃত্বের প্রতিবাদ করিয়া এই সূত্রে তাহার সমাধান করা হইতেছে—এইহেতু এখানে আক্ষেপ সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। 'এতৌ দোষৌ'—এতৌ—এই দুইটি কৃৎস্নপ্রসক্তি ও নিরবয়বশব্দব্যাকোপদোষ, স্যাতাম্—সম্ভব হইতে পারে, 'স্বরূপেণ চেৎ প্রবর্ত্ততে' ইতি প্রবর্ত্ততে ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ ব্রহ্ম, ইহা অর্থাধীন জানিবে। কৃৎস্নস্য অর্থাৎ কৃৎস্ন স্বরূপের। অংশেন—স্বরূপাংশ দ্বারা, চ তৎসিদ্ধেঃ—যেহেতু সেই তৃণোত্তোলনাদি কার্য্য নিষ্পত্তি হইতে পারে, 'ক্বচিৎ অংশেন চেৎ' ইতি—ক্বচিৎ—তৃণোত্তোলনাদি কোনও কোনও কার্য্যে। এবং প্রাপ্তে—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর আক্ষেপের উপর।

সূত্রম্—শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—'তু' এ-শঙ্কা করিও না, যেহেতু 'শ্রুতেঃ' শ্রুতি সেই কথা বলিতেছেন, কি বলিতেছেন ? উত্তর—ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিন্তনীয়, জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জ্ঞানবিশিষ্ট ইত্যাদি। যদি বল, শ্রুতিই বা কিরূপে বাধিত অর্থ বুঝাইবে, তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু 'শব্দমূলত্বাৎ' অচিন্তনীয় অর্থ একমাত্র শব্দপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধ ॥ ২৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। উপসংহারসূত্রান্নেত্যনু-বর্ত্ততে। ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে লোকদৃষ্টা দোষা ন স্যুঃ। কুতঃ ? শ্রুতেঃ। "অলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞানবচ্চৈকমেব বহুধাবভা-তঞ্চ নিরংশমপি সাংশঞ্চ মিতমপ্যমিতঞ্চ সর্ব্বকর্ত্তৃ নির্ব্বিকারঞ্চ ব্রহ্ম"

ইতি শ্রবণাদেবেত্যর্থঃ। তথাহি "বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্" ইতি মুণ্ডকে অলৌকিকত্বাদি শ্রুতম্। "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্।" "বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।" "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইতি গোপালোপনিষদি জ্ঞানাত্মকত্বাদিতি। "অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিব" ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদি নিরংশত্বেঽপি সাংশত্বম্। "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বত" ইতি কাঠকে মিতত্বেঽপ্যমিতত্বঞ্চ। "দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ। এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা।" "স বিশ্বকৃদ্ বিশ্বহৃদাত্ম-যোনির্নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" ইতি শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতৌ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বেঽপি নির্ব্বিকারত্বঞ্চেত্যেতৎ সর্ব্বং শ্রুত্যনুসারেণৈব স্বীকার্য্যং ন তু কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি। নন্ শ্রুত্যাপি বাধিতার্থকং কথং বোধনীয়ং তত্রাহ শব্দেতি। অবিচিন্ত্যার্থস্য শব্দৈকপ্রমাণত্বাদিত্যর্থঃ। তাদৃশে মণিমন্ত্রাদৌ দৃষ্টং হ্যেতৎ প্রকৃতে কৈমুত্যমাপাদয়তি। ইদমত্র নিষ্কৃষ্টম্। প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমা-ণানি ভবন্তি। প্রত্যক্ষং তাবৎ ব্যভিচারি দৃষ্টং মায়ামুণ্ডাবলোকে চৈত্রস্যেদং মুণ্ডমিত্যাদৌ। বৃষ্ট্যা তৎকালনির্ব্বাপিতবহ্নৌ চিরমধিক-স্থিরধূমে পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যনুমানঞ্চ। আপ্তবাক্যলক্ষণঃ শব্দস্তু ন ক্বাপি ব্যভিচরতি—হিমালয়ে হিমং, রত্নালয়ে রত্নমিত্যাদি। স হি তদনুগ্রাহী তন্নিরপেক্ষস্তদগম্যে সাধকতমশ্চ। দৃষ্টচর-মায়ামুণ্ডস্য পুংসো ভ্রান্ত্যা সত্যেঽপ্যবিশ্বস্তে তদেবেদমিত্যাকাশ-বাণ্যাদৌ। "অরে শীতার্ত্তাঃ পান্থা মাস্মিন্ বহ্নিং সম্ভাবয়ত দৃষ্টমস্মাভিঃ স ইদানীং বৃষ্ট্যৈব নির্ব্বাণঃ। কিন্ত্বমুষ্মিন্ ধূমোদ্গারিণি গিরৌ স দৃশ্যত" ইত্যাদৌ চ তদুভয়ানুগ্রাহিতা। মণিকণ্ঠস্ত্বমসীত্যাদৌ তন্নি-রপেক্ষতা। তদগম্যে গ্রহচেষ্টাদৌ সাধকতমতা চেতি শব্দস্য সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যে স্থিতে ব্রহ্মবোধকস্তু শ্রুতিশব্দ এব। "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" ইত্যাদি শ্রবণাৎ স্বতঃসিদ্ধত্বেন নির্দ্দোষত্বাচ্চেতি ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি শঙ্কা নিরাসের জন্য। কিসে বুঝিলে? উত্তর—উপসংহার সূত্র হইতে 'ন' এই নিষেধার্থক নঞ্ পদটির যেহেতু অনুবৃত্তি চলিতেছে। লৌকিক দৃষ্টিতে যে সকল দোষ দৃষ্ট হয় ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্বপক্ষে সেগুলি সম্ভাব্য নহে, কি হেতু? উত্তর—'শ্রুতেঃ'—এইরূপ বিরুদ্ধার্থ-পূর্ণ শ্রুতিই আছে, যথা—'অলৌকিকমচিন্ত্যম্...নির্ব্বিকারঞ্চ ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম অলৌকিক অর্থাৎ লোকব্যবহারের অতীত, অচিন্তনীয়, জ্ঞানস্বরূপ হইলেও মূর্ত্তিমান্ এবং জ্ঞানবিশিষ্ট, এক (সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ রহিত) হইলেও বহুরূপে প্রকাশ, নিরবয়ব হইলেও অংশবিশিষ্ট, পরিমিতপরিমাণ হইলেও অপরিমিত, সর্ব্বকর্ত্তা হইলেও নির্ব্বিকার—শ্রুতিতে ব্রহ্মের এই স্বরূপ শ্রুত হওয়ার জন্যই ব্রহ্ম-সম্বন্ধে কোন দোষাপত্তি নাই। মুণ্ডকোপনিষদে আছে, সেই ব্রহ্ম বৃহৎ পরিমাণ, বিভু, তিনি দিব্য, অর্থাৎ অলৌকিক ও অচিন্তনীয় স্বরূপ। গোপালোপনিষদেও আছে যে—ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও মূর্ত্তিমান্ যথা 'তমেকং গোবিন্দং...বহুধা যোঽবভাতি'। যিনি শ্রবণ-বিষয়ীভূত পরমেশ্বর গোবিন্দ, তিনি সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি। ময়ুরপিচ্ছ দ্বারা সুন্দর, অকুণ্ঠ জ্ঞান, রমণীয় বিগ্রহ। যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা হইতেছে,—তিনি নিরংশ হইলেও সাংশ (অংশ বিশিষ্ট)। যথা 'অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ...দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ' যিনি অমাত্রঃ—অর্থাৎ স্বাংশভেদশূন্য হইয়াও বহুমাত্র অসংখ্যেয় স্বকীয় অংশবিশিষ্ট, যিনি মঙ্গলময়, দ্বৈত প্রপঞ্চের নিবারক। কঠোপনিষদে—তিনি কিঞ্চিদ্দেশাবচ্ছিন্ন হইয়াও নিরবচ্ছিন্ন স্বরূপ; ইহা বলা হইয়াছে, 'যথা আসীনো দূরং ব্রজতি...যাতি সর্ব্বতঃ' তিনি একত্র আসীন হইয়াও বহুদূরে গমন করেন, শুইয়া থাকিয়াও চারিদিকে গমন করেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে কথিত আছে—'দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ' এক অদ্বিতীয় অন্যনিরপেক্ষ সেই দ্যোতনশীল (চৈতন্যময়) পরমেশ্বর স্বর্গ, মর্ত্তাদি সৃষ্টি করিতেছেন। তথা 'এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা...আত্মযোনিঃ' এই পরমেশ্বর অনন্তক্রিয়, মহাকায়, তিনি বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বের প্রলয়কারী ও স্বয়ম্ভূ। আবার শ্রুত্যন্তরে আছে—'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্ নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্'—তিনি নিরংশ, নিষ্ক্রিয়, শান্তস্বভাব, নির্দ্দোষ ও নিরুপাধি (জড় দেহাদি সম্পর্কহীন)। ইহাতে তাঁহার সর্ব্বকর্ত্তৃত্ববোধিত হইলেও নির্ব্বিকারত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সকল অচিন্তনীয়ত্বাদিধর্ম্ম শ্রুতির অনুসারেই স্বীকার করিতে হয়,

নতুবা কেবল যুক্তিদ্বারা তাহা নিরাস করিবার যোগ্য নহে। আপত্তি হইতে পারে—শ্রুতি তো পরস্পর বিরুদ্ধার্থবোধক, তবে তাহারা ব্রহ্মকে কিরূপে বুঝাইবে? তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন—'শব্দমূলত্বাৎ' অচিন্তনীয় পদার্থ একমাত্র শব্দপ্রমাণগম্য, ইহাই উহার তাৎপর্য্য। লৌকিক মণি-মন্ত্রাদিরই যখন অচিন্তনীয় প্রভাব দেখা গিয়াছে, তখন ব্রহ্ম-সম্বন্ধে যে অচিন্তনীয় প্রভাবতা থাকিবে, ইহাতে বলিবার কি আছে? এই কৈমুতিক ন্যায়ের প্রতিপাদক লৌকিক দৃষ্টান্ত। এ-বিষয়ে ইহাই নিষ্কর্ষ। প্রমেয়নির্দ্ধারণে প্রমাণ তিন প্রকার স্বীকৃত হয়—যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণও ব্যভিচার দোষে দুষ্ট। যেমন ইন্দ্রজাল-রচিত মুণ্ড দেখিয়া ইহা চৈত্র নামক ব্যক্তির মুণ্ড, এই প্রত্যক্ষ মিথ্যাভূত-বস্তুকে দেখাইতেছে। আবার অনুমানও ব্যভিচারী অর্থাৎ ব্যভিচার নামক হেত্বাভাস দোষগ্রস্ত যথা ধূম দেখিয়া যে বহ্নির অনুমান হয় তাহাতে ধূমরূপ সাধনটি বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হইয়াই অনুমাপক হইয়া থাকে কিন্তু অচিরে নির্ব্বাপিত অগ্নি হইতে অনেকক্ষণ অধিক বা দ্বিগুণ বেগে ধূম উঠিতে থাকে, তখন সেই ধূম দেখিয়া 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এই অনুমিতিও ব্যভিচারিহেতুক হইতেছে। কথাটি এই—যেখানে সাধ্য নাই তথায় যদি হেতু থাকে, তবে সেই হেতু ব্যভিচারী হয়, তাদৃশ হেতুদ্বারা অনুমান করিলে উহা দুষ্টানুমান হইয়া থাকে, উক্তস্থলে তাহাই হইতেছে। আপ্তবাক্যস্বরূপ শব্দ-প্রমাণ কিন্তু কোন স্থলেই ব্যভিচরিত নহে। যেমন হিমালয় পর্ব্বতে হিম এ-কথার ব্যতিক্রম নাই, সমুদ্রে রত্ন এ-কথাও সত্য। যেহেতু শব্দ-প্রমাণ প্রত্যক্ষাদির উপজীব্য, অর্থাৎ শব্দ-বোধিত অর্থকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ প্রমাণিত করে, কিন্তু শব্দ-প্রমাণ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাপেক্ষ নহে, কারণ প্রত্যক্ষের অবিষয় বস্তুর বোধনে করণকারক একমাত্র শব্দ। এক্ষণে শব্দ যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অনুগ্রাহক অর্থাৎ উপজীব্য, তাহা দেখাইতেছেন—দেখ, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে মায়ামুণ্ড দেখিয়া ঠকিয়াছে, তাহার সত্য মুণ্ডতেও ভ্রান্তিবশতঃ অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়, তখন আকাশবাণী তাহাকে নিশ্চয় করিয়া দেয় যে, এইটিই সেই চৈত্রের মুণ্ড। এই শব্দের উপর নির্ভর করিয়া সত্য প্রত্যক্ষ হয়। আবার অনুমানস্থলেও শব্দের অনুগ্রাহকতা দেখ—শীতে-কাতর পথিকগণ পর্ব্বতে অচিরে নির্ব্বাপিত অগ্নির অবিচ্ছিন্ন মূলক দ্বিগুণতর ধূম দেখিয়া বহ্নির আশায় তথায় গেলে যদি কেহ বলে—অরে

শীতার্ত্তপথিকগণ ! এই পর্ব্বতে বহ্নির সম্ভাবনা করিও না, আমরা দেখিয়াছি, সেই আগুন এখন বৃষ্টিতে নির্ব্বাপিত হইয়াছে, ঐ পর্ব্বত ধূম উদ্গিরণ করিতেছে মাত্র, ঐখানে বহ্নি দেখা যাইবে না। ইত্যাদি স্থলে শব্দের দ্বারা অনুমান-প্রমাণে বহ্নিভ্রম দূর হইল। তখন পথিকের অন্যত্র বহ্নির সন্ধান হইল। এইভাবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপজীব্য শব্দ হইতেছে। কিন্তু শব্দ ঐ প্রমাণ-দ্বয়ের নিরপেক্ষ হইয়া প্রবৃত্ত হয়, যথা—কোন ব্যক্তির কণ্ঠে মণি থাকিলেও তাহার ভ্রম হইয়াছে যে তাহার কণ্ঠে মণি নাই। তখন যদি কেহ বলে—তোমার কণ্ঠে তো মণি রহিয়াছে, সেই শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র 'আমি মণিকণ্ঠ নহি' এই ভ্রম দূর করিয়া 'হাঁ আমি সত্য সত্য মণিকণ্ঠ' এই প্রমাজ্ঞান (অভ্রান্তজ্ঞান) জন্মাইয়া দেয়, এখানে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। আবার শব্দের অন্যান্য সাধক প্রমাণ হইতে শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ দেখাইতেছি—যেমন সূর্য্যাদি গ্রহের অন্যরাশিতে গমন প্রত্যক্ষের ও প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের সর্ব্বথা অযোগ্য হইলেও শব্দ তাহা বোধ করাইতেছে। অতএব সকল প্রমাণ হইতে শব্দ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় শ্রুতি-শব্দই ব্রহ্মের বোধক হইবে, অন্য কোন প্রমাণ নহে। শ্রুতিও সেই কথা বলিতেছেন—'নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্' অবেদজ্ঞ ব্যক্তি সেই বিভু পরমেশ্বরকে জানিতে পারে না। ইত্যাদি শ্রুতিবশতঃ ও বেদ স্বতঃসিদ্ধ অপৌরুষেয়, এজন্য তাহাতে বিপ্রলিপ্সা-মিথ্যা প্রভৃতি দোষ না থাকায় তাহার প্রামাণ্য সর্ব্বাধিক ॥ ২৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—শ্রুতেস্থিতি। তমেকমিত্যাদৌ জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞান-বচ্চৈকমেব বহুধাবভাতং চেত্যেতৎ ক্রমাদ্বোধ্যম্। অমাত্রঃ স্বাংশভেদশূন্যঃ। অনন্তমাত্রোঽসংখ্যেয়স্বাংশঃ। প্রতিবিধেয়ং নিরসনীয়ম্। নন্বিতি। এতদ-চিন্ত্যত্বম্। অনুমানঞ্চেতি চকারাদ্ব্যভিচারীতি যোজ্যম্। স হীতি। স শব্দস্তদনুগ্রাহী প্রত্যক্ষাদ্যুপজীব্য ইত্যর্থঃ। তন্নিরপেক্ষঃ প্রত্যক্ষাদ্যপেক্ষাশূন্যঃ। তদগম্যে প্রত্যক্ষাদ্যপ্রবেশ্যে। তদেবেদমিতি। তদেব সত্যং মুণ্ডমিদং ন তু মায়ামুণ্ডমিত্যর্থঃ। স ইতি বহ্নিঃ। তদুভয়েতি। প্রত্যক্ষানুমানপোষকত্বে-ত্যর্থঃ। মণীতি। মণিকণ্ঠস্ত্বমসীতিবাক্যং শ্রোত্রং প্রবিশদেব মণিকণ্ঠোঽহং নাস্মীতি মোহং তিরস্কুর্ব্বদহমস্মি মণিকণ্ঠ ইতি প্রমামুৎপাদয়তি দশমস্ত্বমসীতি বাক্যবৎ। ন চাত্র প্রত্যক্ষাদেরপেক্ষাস্তীত্যর্থঃ। গ্রহেতি। গ্রহাণাং সূর্য্যা-

দীনাং রাশ্যাদিসঞ্চারো গ্রহচেষ্টা তত্র শব্দ এব বোধকো নান্যদিত্যর্থঃ। নাবেদেতি। বেদবিদেব তং বৃহন্তং পরমাত্মানং মনুতে জানাতীত্যর্থঃ। স্বতঃ সিদ্ধত্বং ভগবন্নিঃশ্বসিতত্বাদ্বেদস্য ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ—শ্রুতেস্থিতি সিদ্ধান্ত সূত্র। তমেকং গোবিন্দমিত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানাত্মক হইলেও মূর্ত্তিমান্ ও জ্ঞানবান্; এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত ইহা ক্রমানুসারে বোধ্য। অমাত্রঃ—অর্থাৎ স্বাংশভেদশূন্য, অনন্তমাত্রঃ—অসংখ্য স্বকীয় অংশসমন্বিত। 'কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়ম্' প্রতিবিধেয়ম্—নিরাসের যোগ্য। নমু শ্রুত্যাপীত্যাদি। দৃষ্টং হ্যেতৎ ইতি এতৎ—অচিন্তনীয়ত্বম্ অনু-মানঞ্চ ইতি—চকার দ্বারা 'ব্যভিচারি' এই পদ যোজনীয়। স হি তদনুগ্রাহীতি সঃ—শব্দ-প্রমাণ। তদনুগ্রাহী অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপজীব্য, তন্নির-পেক্ষঃ—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপেক্ষাশূন্য। তদগম্যে সাধকতমঃ—তদগম্যে প্রত্যক্ষাদির অবিষয়-বিষয়ে। তদেবেদম্ ইত্যাদি এই সেই সত্যমুণ্ড, ইহা মায়ামুণ্ড নহে, এই অর্থ। স ইদানীং বৃষ্ট্যৈব নির্ব্বাণঃ—সঃ অর্থাৎ বহ্নি, তদুভয়ানুগ্রাহিতা—শব্দের প্রত্যক্ষ ও অনুমান-পোষকতা—এই তাৎপর্য্য। মণিকণ্ঠস্ত্বমসি ইত্যাদি, মণিকণ্ঠ তুমি হইতেছ অর্থাৎ 'তোমার কণ্ঠেই মণি রহিয়াছে' এই বাক্যটি শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র ঐ মণি-হারা ভ্রমযুক্ত ব্যক্তির 'আমি মণিকণ্ঠ নহি' এই ভ্রম দূর করিয়া দেয় এবং আমি মণিকণ্ঠই বটে এই সত্যজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। দশমস্ত্বমসি ইতি বাক্যবদিতি—যেমন কোন ব্যক্তি দশটি পুরুষ গণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নবম পর্য্যন্ত গণনার পর দশম খুঁজিয়া না পাইলে তাহাকে যদি কেহ বলে তুমিই তো দশম, তখন সে সেই কথা শুনিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করে, সেইরূপ শব্দ ভ্রম-নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই—এখানে কোন প্রত্যক্ষাদির অপেক্ষা নাই; গ্রহচেষ্টাদৌ সাধকতমতা চেতি—সূর্য্যাদি গ্রহগণের যে রাশি সঞ্চারাদি চেষ্টা হয়, তদ্বিষয়ে শব্দই বোধক, অন্য কোনও প্রমাণ নহে—ইহাই তাৎপর্য্য। 'নাবেদবিন্মনুতে' ইত্যাদি অর্থাৎ বেদবিদ্ ব্যক্তিই সেই বৃহৎকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে জানে এই শ্রুতিবশতঃ এবং স্বতঃসিদ্ধত্বেন ইতি—বেদ ভগবানের নিঃশ্বাস-স্বরূপ এজন্য পৌরুষেয় নহে অতএব স্বতঃসিদ্ধ এজন্যও ॥২৭॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি কেহ এরূপ সংশয় বা পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় ও নিরবয়ব ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব পক্ষেও তো পূর্ব্বোক্ত

দুইটি দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, এরূপ আশঙ্কা চলিতে পারে না, কারণ শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্ম অলৌকিক ও অচিন্তনীয় শক্তি-সম্পন্ন। অবশ্য ব্রহ্মের অচিন্তনীয় শক্তি-বিষয়ে শব্দ প্রমাণই মূল। এ-বিষয়ে ভাষ্যে বহু শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভি-
র্দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে॥" (ভাঃ ৪।১৭।৩৩) ॥২৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বসূত্রে কথিত বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—উক্তমিতি। অচিন্ত্যার্থস্য শব্দমাত্রগম্যত্ব-রূপমর্থমিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অবতরণিকাভাষ্যে 'উক্তমর্থম্'—অচিন্তনীয় পদার্থ একমাত্র শব্দদ্বারাই বোধ্য এই বিষয়টি—ইহাই অর্থ।

সূত্রম্—আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ—'এবং'—ঈশ্বরের বিভূতি এইরূপ অর্থাৎ কল্পদ্রুমাদির যেমন অচিন্তনীয় শক্তি হইতে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই শব্দ হইতে লোকে সেই কথা মানিয়া বিশ্বাস করে সেইরূপ। 'আত্মনি চ'—পরমেশ্বরেও, অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর অচিন্তনীয় শক্তি সিদ্ধ 'বিচিত্রাশ্চ হি'—দেব, নর তির্য্যক্ প্রাণিসমূহ সৃষ্ট হয়, ইহাও শব্দ হইতে বিশ্বাস্য ॥ ২৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যথা কল্পদ্রুমচিন্তামণ্যাদেরীশ্বরবিভূতিভূতস্যা-চিন্ত্যশক্তিমাত্রসিদ্ধা হস্ত্যশ্বাদয়ো বিচিত্রাঃ সৃষ্টয়ো ভবন্তীতি শব্দাৎ প্রতীত্য শ্রদ্ধীয়তে এবমাত্মনশ্চ সর্ব্বেশ্বরস্য বিষ্ণোর্দেবনরতির্য্যগাদয়-

স্তাস্তথাভূতা ভবেয়ুরিতি তস্মাদেব শ্রদ্ধেয়ম্। অবিচিন্ত্যবস্তুস্বভাবস্য তদেকগম্যত্বাৎ। তত্র যথা কৃৎস্নেন স্বরূপেণ সৃজ্যন্তে স্বরূপাংশেন বা ব্যবস্থয়া বেতি যুক্তের্নাবকাশস্তথা প্রকৃতেঽপীতি। তস্মাৎ যথা-শ্রুতমেব স্বীকার্য্যম্। সপ্তম্যন্তনির্দ্দেশঃ কার্য্যাধারত্ববিবক্ষয়া। দার্ষ্টান্তিকে কৈমুত্যদ্যোতনায় পরশ্চ শব্দঃ। হি শব্দেন পুরাণাদি-প্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে। তস্মাৎ ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষঃ শ্রেয়ান্ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ কল্পবৃক্ষ ও চিন্তামণি প্রভৃতির অভাবনীয় শক্তিমাত্র দ্বারাই হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ সৃষ্টি হয়, ইহা শব্দ-প্রমাণ হইতে বুঝিয়া লোকে তাহাতে বিশ্বাস করে, এই প্রকার আত্মারও অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর অচিন্তনীয় শক্তিপ্রসূত দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহা 'দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে বিশ্বাস্য। অচিন্তনীয় বস্তুস্বভাবকে একমাত্র শব্দই বুঝাইয়া থাকে। কল্পদ্রুমাদি-স্থলে তাহারা সমগ্রস্বরূপে হস্তী, অশ্বাদি সৃষ্টি করে, অথবা স্বরূপের অংশে সৃষ্টি করে, কিংবা কুত্রাপি স্বরূপে কোথায় বা স্বরূপের অংশে সৃষ্টি করে, এইরূপ যুক্তির কোন অবকাশ নাই, সেইরূপ পরমেশ্বরেও কোনও যুক্তি-তর্কের অবকাশ নাই। অতএব যেমন শাস্ত্রে শোনা যায় তাহাই গ্রহণীয়। 'আত্মনঃ' না বলিয়া সূত্রে 'আত্মনি' সপ্তম্যন্ত পদ প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য ঈশ্বর সমস্ত কার্য্যের আধার এইটি বলিবার জন্য। দ্বিতীয় 'চ' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিক অর্থাৎ উপমেয় পরমেশ্বরে যে অচিন্ত্যশক্তি নির্ব্বাহ্য হইবে, ইহা আর কি বলিব, এই কৈমুতিক ন্যায় জ্ঞাপনার্থ। 'হি' শব্দটি দ্বারা পুরাণাদিতেও যে এই প্রসিদ্ধি আছে, তাহা দ্যোতিত হইতেছে। অতএব ব্রহ্মের জগৎ কর্ত্তৃত্ব-বাদই শ্রেষ্ঠ ॥ ২৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আত্মনীতি। তথাভূতা ইতি। অচিন্ত্যশক্তিমাত্রসিদ্ধা বিচিত্রাঃ সৃষ্টয় ইত্যর্থঃ। তদেকেতি শব্দমাত্রবোধ্যত্বাদিত্যর্থঃ। ব্যবস্থয়েতি। কচিৎ কৃৎস্নেন স্বরূপেণ কচিত্তু স্বরূপাংশেনেত্যর্থঃ। প্রকৃতে পরমাত্মনি। কার্য্যাধারত্বেতি কল্পদ্রুমাদিঃ। স্বকার্য্যং স্বস্মিন্ন ধারয়তি পরমাত্মা তু

স্বস্মিংস্তদ্ধারয়তীতি **বিবক্ষয়েত্যর্থঃ**। দার্ষ্টান্তিকে **পরমাত্মনি**। শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ—'আত্মনি চৈবং' ইত্যাদি সূত্রের 'তথাভূতা ভবেয়ুঃ' ইতি ভাষ্য—'তথাভূতাঃ'—অর্থাৎ অচিন্তনীয় শক্তিমাত্রদ্বারা সাধিত নানাপ্রকার সৃষ্টিগুলি। 'তদেকগম্যত্বাৎ' ইতি—সেই শব্দমাত্রদ্বারা বোধনীয়তা নিবন্ধন—এই অর্থ। ব্যবস্থয়া বেতি যুক্তের্নাবকাশ ইতি—ব্যবস্থয়া অর্থাৎ কোন স্থলে কৃৎস্নস্বরূপদ্বারা, কুত্রাপি বা স্বরূপের অংশদ্বারা হয়, এই যুক্তির অবকাশ নাই। তথা প্রকৃতেঽপি ইতি—প্রকৃতে—পরমেশ্বরে। কার্য্যাধারত্ব বিবক্ষয়া—তিনি সমস্ত কার্য্যবস্তুর আধার, ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে। অর্থাৎ কল্পদ্রুম প্রভৃতি নিজকার্য্য হস্তী, অশ্ব প্রভৃতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া থাকে না, কিন্তু—পরমেশ্বর নিজের মধ্যে জগৎ-কার্য্য ধারণ করিয়া আছেন, ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে 'আত্মনি' পদে সপ্তমী নির্দ্দেশ। দার্ষ্টান্তিক—দৃষ্টান্তের বিষয় অর্থাৎ পরমেশ্বরে। ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষঃ শ্রেয়ান্ ইতি—শ্রেয়ান্—প্রশস্ততর ॥ ২৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অচিন্তনীয় বিষয়ে শব্দই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া, তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থাপন করিতেছেন। কল্পবৃক্ষ ও চিন্তামণি প্রভৃতির অচিন্ত্যশক্তি হইতে হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতির বিচিত্র সৃষ্টি যেমন আপ্তবাক্য হইতে বিশ্বাস হয়, সেইরূপ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু হইতেও বিচিত্র জগতের সৃষ্টি-প্রসঙ্গ শব্দ-প্রমাণ হইতে বিশ্বাস করিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে।
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা ॥"
(ভাঃ ১০।৪৭।৩০) ॥ ২৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স এবোপাদেয় ইত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রহ্মের **জগৎ-কর্ত্তৃত্ব**, তাহাই উপাদেয় **অর্থাৎ** গ্রহণীয়, এই কথা বলিতেছেন—

সূত্রম্—স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ—'স্বপক্ষে'—বাদীর নিজপক্ষে অর্থাৎ জীব-কর্ত্তৃত্ব বাদে, 'দোষাচ্চ' কৃৎস্নস্বরূপে প্রসক্তি ও নিরবয়ব শব্দ-ব্যাকোপদোষ আছে, কিন্তু ব্রহ্মপক্ষে তাহা নাই, এইজন্যও জীব-কর্ত্তৃত্ববাদ হইতে পারে না ॥ ২৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স্বস্য তব জীবকর্তৃত্ববাদিনঃ পক্ষে কৃৎস্ন-প্রসক্ত্যাদের্দোষস্য সত্ত্বাৎ ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষে তস্য নিরস্তত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অবতরণিকা—সেই ব্রহ্ম-কর্ত্তৃত্ববাদই স্বীকরণীয়, ইহাই সূত্রকার বলিতেছেন 'স্বপক্ষে দোষাচ্চ' স্বস্য—নিজের অর্থাৎ জীব-কর্ত্তৃত্ববাদী তোমার মতে দোষ—উক্ত কৃৎস্নস্বরূপে জগৎ-কর্ত্তৃত্বাপত্তি ও অংশবাদের অনুপপত্তি দোষ বর্ত্তমান অথচ ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্বপক্ষে উক্ত আপত্তির নিরাস হইয়াছে, এজন্য ব্রহ্ম কর্ত্তৃত্ববাদ শ্রেয়ান্ ॥ ২৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্বপক্ষে ইতি। তস্যেতি দোষস্য। নিরস্তত্বাৎ পূর্ব্বত্র নিরাকরণাৎ। নন্ সিদ্ধান্তে স্বকর্ম্মণি জীবস্যাপি কর্ত্তৃত্বং স্বীকৃতম্। তত্রৈত-দ্দোষঃ কথং পরিহর্ত্তব্য ইতি চেৎ শ্রুত্যৈবেতি গৃহাণ। অণুরেব জীবঃ পরমাত্মসঙ্কল্পায়ত্তো লঘু মহচ্চ কর্ম্ম করোতীতি শ্রুতিরেবাহ। তৎ তথৈব মন্যতে। ন চ তত্র যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি ॥ ২৯ ॥

টীকানুবাদ—'স্বপক্ষে' ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে তস্য নিরস্তত্বাৎ। তস্য—সেই দোষের, নিরস্তত্বাৎ—পূর্ব্বে নিরাস করায়। আপত্তি—সিদ্ধান্তপক্ষে নিজ কর্ম্ম-বিষয়ে জীবেরও কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত আছে, তথায় এই কৃৎস্ন প্রসক্তি প্রভৃতি দুইটি দোষের উদ্ধার কিরূপে হইবে? এই যদি বল, তাহার সমাধান শ্রুতির দ্বারাই হইবে, ইহা ধরিয়া লও। কথাটি এই—জীব পরমাণুপরিমাণই, কিন্তু পরমেশ্বরের সঙ্কল্পের বশে জীব ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কার্য্য করিয়া থাকে, এ-কথা শ্রুতিই বলিতেছেন। তাহা সেইরূপই মনে করা হয়, তাহা যুক্তি দ্বারা নিরসনীয় নহে ॥ ২৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ববাদই উপাদেয়, এবং তাহাই গ্রাহ্য; সুতরাং সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জীবকর্ত্তৃত্ববাদীর স্বপক্ষেই কৃৎস্ন-

প্রসক্ত্যাদি দোষ আসিয়া পড়ে কিন্তু ব্রহ্মের কর্তৃত্বপক্ষে তাহার সম্ভাবনাও নাই। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়, পরমাত্মার সংকল্প-বলেই জীব ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কার্য্য করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ পূর্ব্বং মায়য়া সসৃজে গুণান্।
তৈরিদং সত্যসঙ্কল্পঃ সৃজন্নৎস্যবসীশ্বরঃ॥" (ভাঃ ১০।৩৭।১২)

অর্থাৎ আপনি স্বতন্ত্র পুরুষরূপে সৃষ্টির আদিতে স্বীয়মায়া শক্তির দ্বারা গুণ সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন পরে ঐ গুণ সকল দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি-সংহার এবং পালন করিতেছেন। আপনার সঙ্কল্প অপ্রতিহত, অতএব আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ শক্তিমান্॥ ২৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ বিধান্তরৈরাশঙ্ক্য সমাদধাতি। বৈষম্যাধিকরণাৎ ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্বং যুজ্যতে ন বেতি সংশয়ে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "সদেব সৌম্যেদম্" "আত্মা বা ইদম্" ইত্যাদিষু শক্ত্যশ্রবণাৎ ন যুজ্যতে। শক্তিমানেব হি তক্ষাদির্বিচিত্রকার্য্যায় ক্ষমো বীক্ষ্যতে নাশক্তিমানিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর প্রকারান্তরে আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন, বৈষম্যাধিকরণবশতঃ ব্রহ্মের কর্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত কিনা? অর্থাৎ জগৎকর্তৃত্ব সঙ্গত কিনা? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—না, ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, জ্ঞানাত্মক ও অবিনাশী এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব-শক্তির কোন নির্দ্দেশ নাই, এইরূপ 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' হে সৌম্য! শ্বেতকেতু! সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্মই একমাত্র ছিলেন, ইহাতেও কোনও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং—'আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ' সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব আত্মাতে লীন ছিল, এই সকল ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিতে ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব-শক্তির কোন সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না, অতএব উহা যুক্তিযুক্ত নহে। লৌকিক-ব্যবহারে দেখা যায়, শক্তিশালী তক্ষা (ছুতার শিল্পী) প্রভৃতিই বিচিত্র কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, শক্তিহীন ব্যক্তি নহে, এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেতি। ইহাপি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। ব্রহ্মণো বিশ্বসর্গং ব্রুবন্ সমন্বয়ো ন ব্রহ্ম বিশ্বস্রষ্টৃ তদুপযোগিশক্তিবিরহাদিতি তর্কেণ বিরুধ্যত ইত্যাক্ষেপস্বরূপম্। শক্তিবিরহে শ্রুতিমাহ সত্যমিত্যাদিনা। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অথেত্যাদি অবতরণিকায়। এ-স্থলেও পূর্ব্বের মত আক্ষেপ-সঙ্গতি বোদ্ধব্য। ব্রহ্মই বিশ্বসৃষ্টি করেন, সমন্বয় বাক্য ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহাতে ব্রহ্ম বিশ্ব-স্রষ্টৃ নহে যেহেতু বিশ্ব সৃষ্টির উপযুক্ত শক্তি তাঁহার নাই, এই বিরুদ্ধ তর্কদ্বারা ঐ সমন্বয় আক্ষিপ্ত হইতেছে, ইহাই আক্ষেপের স্বরূপ। ব্রহ্মের যে জগৎ-সৃষ্টিবিষয়ে শক্তির অভাব, তাহা পূর্ব্বপক্ষী শ্রুতিবাক্য দ্বারা দেখাইতেছেন,—সত্যমিত্যাদি দ্বারা। এবং প্রাপ্তে ইত্যাদি এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সিদ্ধান্তসূত্র 'সর্ব্বোপেতেত্যাদি'—

সর্ব্বোপেতাধিকরণম্

ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব-স্থাপন

সূত্রম্—সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ॥ ৩০॥

সূত্রার্থ—'সর্ব্বোপেতা চ'—ঐ পরমেশ্বর সকল শক্তির আধার, প্রমাণ কি? 'তদ্দর্শনাৎ'—শ্রুতিতে সেইরূপ দেখা যায় যথা, 'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নি-গূঢ়াম্' ইত্যাদি॥ ৩০॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চ-শব্দোঽবধারণে। সর্ব্বাসাং শক্তীনামুপেতা প্রাপ্তাসাবাত্মা। তৃচ্ প্রত্যয়ঃ। সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট এব পরমাত্মা। কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ। "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং" "য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ" "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিষু তথা দর্শনাৎ। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" ইত্যাদিকা স্মৃতিস্তূক্তা। অচিন্ত্যাশ্চৈতাঃ। "অপাণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিঃ"

আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ” ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। তথা চাবিচিন্ত্য-শক্তিযোগাদ্‌ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্বং যুজ্যত এবেতি। সত্যমিত্যাদিষু স্বরূপং পরামৃষ্টম্। দেবাত্মেত্যাদিষু তু তস্য শক্তয় ইতি। তস্মাৎ শক্তিমদেব ব্রহ্মস্বরূপম্। অতএব তত্র তত্র সোঽকাময়তেত্যাদিনা তদৈক্ষতে-ত্যাদিনা চ তস্যৈব সঙ্কল্পাদয়ো নিরূপিতাঃ। উভয়েষাং বাক্যানাং প্রামাণ্যেঽবিশেষঃ শ্রুতিত্বাবিশেষাৎ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ ‘চ’ শব্দটি অবধারণ—ইতরব্যবচ্ছেদার্থে অর্থাৎ ব্রহ্মই, অন্য কেহ নহে। সর্ব্বোপেতা—সমস্ত শক্তিসম্পন্ন। আত্মা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। উপেতার অর্থ প্রাপ্ত। উপপূর্ব্বক ইণ্ ধাতুর উত্তর তৃচ্ প্রত্যয় করিয়া উপেতা শব্দ নিষ্পন্ন। পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টই। কি হেতু? উত্তর—তদ্দর্শনাৎ—তাহাই শ্রুতিতে দেখা যায় যথা ‘দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নি-গূঢ়াম্...বহুধাশক্তিযোগাৎ’ দেবতাদিগের মধ্যে পরমেশ্বরের শক্তি তাঁহার মায়াশক্তি দ্বারা নিগূঢ় আছে। যিনি এক হইয়াও বিভিন্ন শক্তিযোগে বহুরূপে বিরাজ করেন। ‘পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে’ এই পরমেশ্বরের পরা শক্তি বিবিধই—ইহা শ্রুত হয়। ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই অচিন্তনীয় শক্তিমত্তার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে—‘বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা’ বিষ্ণুর শক্তি পরা অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলা আছে। ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যও উল্লিখিত আছে। শ্রীভগবানের এই সকল শক্তি অচিন্তনীয়, ‘অপাণিপাদোঽহম্ ...সহস্র শক্তিঃ’ আমি হস্ত-পদ-রহিত, অবিতর্ক্যশক্তিসম্পন্ন, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, তর্কের অগোচর সহস্র প্রকার অর্থাৎ অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, ইত্যাদি বাক্য সমূহ হইতেও তাহা অবগত হওয়া যায়। তাহা হইলে অচিন্তনীয় শক্তির আধার বলিয়া ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব সঙ্গত হইতেছে। ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তম্’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বরূপ মাত্র বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু ‘দেবাত্মশক্তিম্’ ইত্যাদি শ্রুতিতে তাঁহার বিবিধ শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব উভয় শ্রুতির একবাক্যতা দ্বারা শক্তিমান্ই ব্রহ্মস্বরূপ—এই অর্থ আসে। অতএব, সেই সেই উপনিষদে ‘সোঽকাময়ত’ তিনি ইচ্ছা করিলেন ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এবং ‘তদৈক্ষত’ সেই ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিলেন ইত্যাদি দ্বারাও সেই পরমেশ্বরেরই সঙ্কল্প প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপবোধক বাক্য ও শক্তিমত্তাপরিচায়ক

বাক্য এই উভয় শ্রুতি বাক্যেরই প্রামাণ্য মানিতে হইবে, যেহেতু ঐ দুইটিই নির্বিশেষে শ্রুতি ॥ ৩০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সর্ব্বোপেতেতি। অত্র সুখদাতেত্যাদিবৎ শেষে ষষ্ঠ্যাঃ সমাসো বোধ্যঃ। অন্যথা সর্ব্বা উপেতেতি দ্বিতীয়ৈব শ্রূয়েত। তস্যৈবেতি। তস্য সত্যাদিরূপস্য সদ্রূপস্য চ ব্রহ্মণঃ। সঙ্কল্পাদয়ো হি শক্তয় এব তস্য সম্ভবন্তীতি ॥ ৩০ ॥

টীকানুবাদ—সর্ব্বোপেতা-পদে সর্ব্বাসাম্ উপেতা এই শেষ বিবক্ষায় ষষ্ঠী তৎপুরুষ, যেমন সুখস্য দাতা সুখদাতা সেইরূপ। কারক ষষ্ঠীর সমাস নিষিদ্ধ হওয়ায় এইরূপ বলিতে হইল, তাহা না বলিলে সর্ব্বাঃ উপেতা দ্বিতীয়াই থাকিয়া যাইত যেহেতু তৃজকাভ্যাং কর্ত্তরি সূত্রে তৃচ্ প্রত্যয় যোগে ষষ্ঠীর নিষেধ আছে। ‘তস্যৈব সঙ্কল্পাদয়ো নিরূপিতাঃ’ ইতি—তস্য অর্থাৎ সত্য জ্ঞানাদিস্বরূপ এবং সৎস্বরূপ ব্রহ্মের। যেহেতু সঙ্কল্প প্রভৃতি শক্তিই তাঁহার পক্ষে সম্ভব ॥ ৩০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, শ্রুতিতে (তৈঃ ২।১।২) ব্রহ্মকে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ বলিয়াছেন, আবার ছান্দোগ্যে—“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং” (ছাঃ ৬।২।১) শ্রুতিতে পাওয়া যায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন, সুতরাং এ-স্থলে শক্তির পরিচয় উল্লিখিত না হওয়ায়, ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না বলিয়া তাহাতে জগৎ-সৃজনশক্তি স্বীকার করা যায় কিরূপে? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ঐ ব্রহ্ম যে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত, তাহা শ্রুতিতেই পাওয়া যায় যথা,—“দেবাত্মশক্তিং” (শ্বেতাশ্বতর ১।৩) পরাস্য শক্তিঃ—(শ্বেঃ ৬।৮) “য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ (৪।১) ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতি-স্মৃতি প্রমাণে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, ভাষ্যে সে সকল প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

“সত্যং জ্ঞানমনন্তং” শ্রুতিতে তাঁহার স্বরূপমাত্র বিচারিত হইয়াছে। সমগ্র শ্রুতির বিচার করিলে, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ ইহাই পাওয়া যায়। সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের পক্ষে জগৎ-সৃজনাদিকর্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গতই হইয়া থাকে। ইহা প্রকারান্তরে সমাধান করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স এব বিশ্বস্য ভবান্ বিধত্তে
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ।
সর্গাদ্যনীহোঽবিতথাভিসন্ধি-
রাত্মেশ্বরোঽতর্ক্য-সহস্রশক্তিঃ॥" (ভাঃ ৬।৩৩।৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবেও পাই,—

"জয় জয় জহ্যজামজিত! দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।১৪)

আরও পাই,—

"ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর-
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ॥"
(ভাঃ ১০।৮৭।২৮) ॥ ৩০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পুনরাশঙ্ক্য সমাধত্তে—কর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণো ন সম্ভবত্যনিন্দ্রিয়ত্বাৎ। শক্তিমন্তোঽপি দেবাদয়ঃ সেন্দ্রিয়া এব তত্তৎ-কার্য্যক্ষমা বিজ্ঞায়ন্তে। ব্রহ্ম ত্বনিন্দ্রিয়ং কথং বিশ্বকার্য্যায় ক্ষমং স্যাৎ? শ্রুতিশ্চ শ্বেতাশ্বতরৈঃ পঠিতা তস্যেন্দ্রিয়শূন্যত্বমাহ। "অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন হি তস্য বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্" ইতি। এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পুনরায় সূত্রকার আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন। ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়শূন্য। দেখ, শক্তিমান্ হইয়াও দেবগণ ইন্দ্রিয়যুক্তই, সে-কারণ সেই সেই কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছেন, জানা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়-

শূন্য কিরূপে বিশ্বসৃষ্টিতে সমর্থ হইবেন? শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিপাঠকগণ কর্ত্তৃক পঠিত এই শ্রুতি ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়হীনতা বলিতেছেন—'অপাণিপাদো জবনো-গ্রহীতা…পুরুষং মহান্তম্"। তাঁহার হস্ত নাই কিন্তু গ্রহণ করেন, চরণ নাই কিন্তু বেগে গমন করেন, চক্ষুঃ নাই দর্শন করেন, কর্ণ নাই শ্রবণ করেন। তিনি সমস্ত জ্ঞেয় বস্তু জানিতেছেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা কেহ নাই, সেই পরমপুরুষকে পণ্ডিতগণ মহান্ ও আদিভূত বলিয়া থাকেন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর উক্তির উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পুনরাশঙ্ক্যেত্যাদি। ইহাপি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। ব্রহ্মণো জগৎকর্ত্তৃত্বং ব্রুবন্ সমন্বয়ো ন ব্রহ্ম জগৎকর্তৃ দেহেন্দ্রিয়াভাবাৎ ইত্যেবং-বিধেন তর্কেণ বিরুধ্যত ইত্যাক্ষেপস্বরূপম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পুনরাশঙ্ক্যেত্যাদি অবতরণিকা। ইহাতেও পূর্ব্বাধিকরণের মত সঙ্গতি জানিবে। ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্ববাদী সমন্বয় গ্রন্থ 'ব্রহ্ম জগৎ-কর্তৃ নহেন, যেহেতু দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি নাই, এইরূপ তর্ক দ্বারা বিরুদ্ধ হইতেছে, ইহাই আক্ষেপের স্বরূপ।

সূত্রম্—বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—'বিকরণত্বাৎ'—ইন্দ্রিয়শূন্যত্ব-নিবন্ধন ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব, 'নেতি চেৎ'—নাই যদি বল, 'তদুক্তং'—তাহার সমাধান পরে শ্রুতিদ্বারা কৃত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অনিন্দ্রিয়ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ কর্ত্তৃত্বং নেতি যদুচ্যতে তদুক্তম্ উত্তরত্র স্বাভাবিকপরশক্তিকতাং দর্শয়ন্ত্যা শ্রুত্যৈব তৎ সমাহিতমিত্যর্থঃ। তথাহি তৈরেব পঠ্যতে—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্"॥ "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"॥ "ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্। স কারণং কারণাধি-

পাধিপো ন তস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপ" ইতি। অপাণীত্যাদিনা পাণ্যাদিবর্জ্জিতোঽপ্যসৌ মহাপুরুষো গ্রহণাদিকার্য্যভাগ্ ভবতী-ত্যুক্তং প্রাক্। তত্র সন্দিহানান্ প্রতি **পুনরাহ** তমিতি। **পুরুষ-মাত্রনিয়ন্তৃত্বাৎ মহাপুরুষত্বং** সিদ্ধম্। কার্য্যং প্রাকৃতং **করণং চ** শব্দা-দ্বপুস্তস্য নাস্তি। **পরশক্তিময়ন্তু** তত্তদস্ত্যেব। সা চ শক্তিঃ স্বাভাবিকী স্বরূপানুবন্ধিন্যেবং তেনাস্য জ্ঞানবলক্রিয়া চ তথা। ঈদৃশগুণবিরহান্ ন কোঽপি তস্য সমঃ। **অধিকস্তু নাস্ত্যেবেত্যাহ** ন তস্য কশ্চিদিতি। তথাচ প্রাকৃতকরণবিরহেঽপি স্বরূপানুবন্ধি-করণসত্ত্বাদনুপপন্নং **ন** কিঞ্চিদপি। অন্যে ত্বাহুঃ। অপাণীত্যাদিনা পাণ্যাদেঃ প্রতিষেধো ন, গ্রহণাদ্যভিধানাৎ। কিন্তু তত্তৎকরণৈস্তত্তদ্-বৃত্তীনাং নিয়মঃ প্রতিষিধ্যতে। **"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽ-ক্ষিশিরোমুখম্।** সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি" ইতি তৈরেব পঠিতত্বাৎ। "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি" ইতি স্মরণাচ্চ। **দৃষ্টঞ্চৈত্থং** বন্যভোজনাবসরে। এতৎপক্ষে তস্য ন কিঞ্চিৎ কার্য্যং সাধ্যমস্তি পূর্ণত্বাৎ। **অতঃ করণং বিধানঞ্চ ন** সমাধানমন্যৎ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, ব্রহ্মের ইন্দ্রিয় নাই অতএব জগৎ-কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না, তাহা নহে ; ইহা উত্তর গ্রন্থে শ্রুতিই সমাধান করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বাভাবিক অত্যধিক শক্তিমত্তা-বোধনকারিণী শ্রুতিই তাহা সমাধান করিয়াছেন। যথা সেই শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ পাঠক-গণই পড়েন—'তমীশ্বরাণাং...জনিতা ন চাধিপঃ"। রুদ্র প্রভৃতি ঈশ্বরগণেরও তিনি পরম মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবগণের তিনি পরম দেবতা (পূজ্য), জগৎ পালক দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণের পরম পতি, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, আদিভুত, ত্রিভুবনের নিয়ন্তা, পূজনীয়, তাঁহার কোন কার্য্য নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই, তাঁহার তুল্যশক্তি কেহ নাই, তাঁহা হইতে অধিক শক্তিগুণৈশ্বর্য্যশালী দৃষ্ট হয় না। তাঁহার পরা শক্তি বিবিধ প্রকার শ্রুত হইয়া থাকে। তাঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক, (অন্যনিরপেক্ষ)। ইন্দ্রাদির যেমন অন্য পালক

আছে, তাঁহার সেইরূপ ইহজগতে অন্য পালক নাই, তাঁহার নিয়ন্তাও কেহ নাই, তাঁহার অনুমাপক ধর্ম্মও কিছু নাই। তিনি সকলের কারণ, কারণাধিপতিদিগেরও তিনি অধীশ্বর। তাঁহার জন্মদাতা (পিতা) নাই, অধীশ্বর (পালক) নাই। ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত 'অপাণিপাদ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বর্ণিত ঐ মহাপুরুষ পরমেশ্বর পাণিপাদ প্রভৃতিবিরহিত হইলেও গ্রহণাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, এ-কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহাতে সন্দেহকারী ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—'তমীশ্বরাণামিত্যাদি বাক্য। তিনি পুরুষমাত্রের নিয়ামকত্ব নিবন্ধন মহাপুরুষ ইহা উপপন্ন হইতেছে। 'ন তস্য কার্য্যম্' এই শ্রুত্যুক্ত কার্য্য অর্থাৎ প্রাকৃত শরীর তাঁহার নাই, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ও নাই, শ্রুত্যুক্ত 'চ' শব্দ হইতে বুঝাইল যে, তাঁহার প্রাকৃত (সাধারণের মত) শরীর নাই, কিন্তু পরশক্তিময় অপ্রাকৃত শরীর ও ইন্দ্রিয় আছেই। সেই শক্তি স্বাভাবিকী অর্থাৎ স্বরূপের অনুসারিণী সেইজন্য তাঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াও স্বাভাবিক স্বরূপানুবন্ধী। এইরূপ গুণের অভাব হেতু অন্য কেহ তাঁহার তুল্য নহে, তাঁহা হইতে অধিকও কেহ নাই, এ আর বলিবার কি আছে? ইহাই বলিতেছেন—'ন তস্য কশ্চিৎ' এই বাক্য। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অভাব হইলেও স্বরূপানুবন্ধী ইন্দ্রিয়সত্তা হেতু কিছুই অসঙ্গত নহে। অপরে ব্যাখ্যা করেন, 'অপাণিপাদঃ' ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার হস্তপদাদির প্রতিষেধ করা হয় নাই, যেহেতু হস্তপদাদির কার্য্য গ্রহণ-গমনাদি বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সেই কার্য্যের নিয়ম প্রতি-ষিদ্ধ হইতেছে অর্থাৎ সাধারণ জীবের যেমন চক্ষুর দ্বারা রূপ গ্রহণ, কর্ণদ্বারা শব্দ গ্রহণ এইরূপ নিয়ম আছে তাঁহার সেরূপ নিয়ম নাই। 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদং...আবৃত্য তিষ্ঠতি"—সেই পরব্রহ্মের সর্ব্বত্র হস্ত ও চরণ, তাঁহার চক্ষুঃ, মস্তক ও মুখ সর্ব্বব্যাপী। তিনি সর্ব্বত্র কর্ণেন্দ্রিয়-সম্পন্ন, ইহ-জগতে তিনি সমস্ত আক্রমণ করিয়া আছেন, এই শ্রুতিও তাঁহারাই পাঠ করিয়াছেন, আবার স্মৃতিও আছে—'অঙ্গানীত্যাদি' যাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারবিশিষ্ট। ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতে যখন সখাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বনভোজন হয় সেই সময়ে। এই ব্যাখ্যা পক্ষে 'ন তস্য কিঞ্চিৎ কার্য্যং সাধ্যং স্যাৎ' ইহা সঙ্গত হইতেছে

যেহেতু তিনি পূর্ণ স্বরূপ। এইজন্য করণ ও বিধান (ব্যবস্থা)ও কিছু নাই। অন্য সমস্ত সমাধান এই পূর্ণত্বহেতু দ্বারাই বোদ্ধব্য ॥ ৩১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিকরণত্বাদিতি। তমিতি। ঈশ্বরাণাং রুদ্রাদীনাম্। দেবতানামিন্দ্রাদীনাম্। পতীনাং দক্ষাদীনাম্। ইত্থঞ্চেন্দ্রাদীনাং রুদ্রাদিদেবতাকত্বং দক্ষাদীনাং দ্রুহিণাধিপতিকত্বঞ্চ ন মুখ্যমিত্যুক্তম্। নম্বীশ্বরাণামপীশ্বরবত্বং পতীনাঞ্চ পতিমত্বং দৃষ্টম্। অতোঽস্যাপি তত্ত্ববত্বেন ভবিতব্যমিতি চেৎ তত্রাহ ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তীতি। অস্য তথাত্বং শ্রুতিমাত্রগম্যং ন ত্বনুমেয়মিত্যাহ—নৈব চ তস্য লিঙ্গমিতি। শ্রুত্যনুসারি লিঙ্গন্তু ন বিচার্য্যমিতি প্রাগভাণি। শ্রুত্যর্থং ব্যাচষ্টে অপাণীত্যাদিনা। চ শব্দাৎ বপুরিতি কার্য্যং বপুস্তস্য নেতি নাস্তীত্যর্থঃ। তথেতি স্বরূপানুবন্ধিনীত্যর্থঃ। কোঽপি রুদ্রাদিরপি। কিন্তু তত্তৎকরণৈরিতি চ চক্ষুষৈব রূপং গ্রাহ্যমিত্যাদিনিয়মো নিবার্য্যত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বত ইতি। তদ্‌ব্রহ্ম। তৈঃ শ্বেতাশ্বতরৈরেব। অঙ্গানীতি। যস্য শ্রীগোবিন্দস্য। দৃষ্টমিতি। যদুক্তং দশমে—"কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ। সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজুশ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়া" ইতি। তত্র অভ্যাননাঃ কৃষ্ণমুখাভিমুখা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকানুবাদ—তমীশ্বরাণামিত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থ—ঈশ্বরাণাং রুদ্র প্রভৃতি ঈশ্বরগণের, দেবতানাম্—ইন্দ্রাদি দেবগণের, পতীনাং—দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণের এইরূপ বলায় প্রতিপাদিত হইল যে, ইন্দ্র প্রভৃতির দেবতা রুদ্র প্রভৃতি হইলেও, দক্ষ প্রভৃতির পতি চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি হইলেও তাহাদের মুখ্য দেবতাত্ব ও মুখ্য পতিত্ব নহে। প্রশ্ন হইতেছে, যদি রুদ্রাদি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর থাকে, পতিগণেরও পতি থাকে, ইহা বল, তাহা হইলে এই পরমেশ্বরেরও তো পতি ও ঈশ্বর থাকিতে পারে? তাহাতে বলিতেছেন—'ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি' ইত্যাদি। এই পরমেশ্বর যে ঐরূপ স্বরূপসম্পন্ন ইহা কেবল শ্রুতিদ্বারাই বোধ্য, অনুমেয় নহে—এই কথা বলিতেছেন—'নৈব চ তস্য লিঙ্গম্' ইহাদ্বারা। তবে এ-কথা বলিতেছি না যে, শ্রুতির অনুগত অনুমাপক ধর্ম্ম দ্বারা তিনি অনুমেয় নহেন, তাহা হইলে 'মন্তব্যঃ' এই উক্তি সঙ্গত হয় না এ-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতঃপর 'অপাণিপাদো জবনো' ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতেছেন—অপাণি

ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। চ শব্দাদ্বপুরিতি—শ্রুতি বর্ণিত 'কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে' এই 'চ' শব্দের অর্থ শরীর। সমুদায়ার্থ—তাঁহার কার্য্য শরীর নাই। 'জ্ঞানবল ক্রিয়া চ তথা 'ইতি—তথা শব্দের অর্থ স্বরূপানুবন্ধিনী (জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া)। 'ঈদৃগ্‌গুণবিরহান্ন কোঽপি তস্য সমঃ' ইতি—কোঽপি অর্থাৎ রুদ্রাদিও। 'কিন্তু তত্তৎ করণৈঃ' ইতি চক্ষুর দ্বারাই রূপ গ্রাহ্য হয় ইত্যাদি নিয়ম সেই পরমেশ্বরে প্রতিষিদ্ধ হইতেছে—ইহাই অর্থ। 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ' ইত্যাদি তৎ—সেই ব্রহ্ম, তৈরেব পঠিতত্বাৎ—তৈঃ—শ্বেতাশ্বতরীয়গণ কর্ত্তৃক। 'অঙ্গানি যস্যেত্যাদি' যস্য যে শ্রীগোবিন্দের। দৃষ্টং চেত্থম্ ইতি—শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে যথা 'কৃষ্ণস্য বিষ্বক্‌পুরু... কর্ণিকায়াঃ'। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে বিপুল মণ্ডলাকারে বিরাজমান রাখাল বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে একসঙ্গে উপবিষ্ট থাকিয়া বিকসিত মুখে যেমন পদ্মের কর্ণিকাকে ঘিরিয়া পত্রগুলি বিরাজ করে, সেইরূপ বনমধ্যে বিরাজ করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় কেহ যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যেহেতু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়শূন্য, সেইহেতু তাঁহার পক্ষে জগৎ-কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না, যে সকল দেবতারা শক্তিসম্পন্ন, তাঁহাদেরও ইন্দ্রিয় আছে। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 'অপাণিপাদঃ' শ্লোক (৩।১৯) উদ্ধার করিয়া থাকেন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মের ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া তাঁহার জগৎকর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না,—ইহা বলা যায় না; পরবর্ত্তী শ্রুতি বাক্যই তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ পরা শক্তির বিষয় বর্ণনপূর্ব্বক সমাধান করিয়াছেন। যথা—"তমীশ্বরাণাং…ন চাধিপ ইতি (শ্বেতাশ্বতর ৬।৭-৯)।

ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু আরও একটি যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, 'অপাণিপাদঃ' (শ্বেঃ ৩।১৯) শ্লোকে পরমেশ্বরের প্রাকৃত চরণাদি নিষিদ্ধ হইলেও অপ্রাকৃত স্বরূপানুবন্ধী ইন্দ্রিয়াদি আছেই, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তৃত্বাদি কিছুই অসম্ভব নহে। আরও একটি যুক্তি ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন যে, পাণিরহিত হইয়াও তিনি গ্রহণ করেন সুতরাং এ-স্থলে হস্তাদি ইন্দ্রিয়ের প্রতিষেধ করা হয় নাই, সেই সেই ইন্দ্রিয়জাত বৃত্তির নিয়ম প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। এতৎ-প্রসঙ্গে তিনি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং" (৩-১৬) শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন ; এবং স্মৃতির প্রমাণও দিয়াছেন, উহা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান॥
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি, করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥"

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রবচন উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"
"ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
'অপাদান' 'করণ', 'অধিকরণ'-কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪০-১৪৪)

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও আছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর-
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।২৮)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"ত্বম্ অকরণঃ আহঙ্কারিকমনোনেত্রশ্রোত্রাদিরহিতঃ তর্হীমানি মনোনেত্র-শ্রোত্রাদীনি কুতস্ত্যানি তত্রাহুঃ—স্বরাট্। স্বৈঃ স্ব-স্বরূপভূতৈরেব নেত্র-শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ৈ রাজসে ইতি স্বরাট্। অতএব অখিলকারকশক্তিধরঃ খিলানি তুচ্ছানি প্রাকৃতানীত্যর্থঃ অখিলানি খিলভিন্নানি চিদানন্দময় ত্বৎস্বরূপভূতা-নীন্দ্রিয়াণি শক্তীঃ "চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইতি শ্রুতেঃ।

আরও পাই,—

"ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে
প্রদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্॥" (ভাঃ ১।৫।২০)

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ও পাওয়া যায়,—

"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" (ব্রঃ সং ৩২)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥" (ভাঃ ১০।১৪।২)

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে বনভোজন লীলায় পাই,—

"কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ-
রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু-
শ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ॥" (ভাঃ ১০।১৩।৮)

অর্থাৎ পদ্মস্থিত কর্ণিকার চতুর্দ্দিকে যেরূপ পত্রসমূহ শোভা পায়, সেইরূপ বনমধ্যে ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে বহু পঙ্‌ক্তি রচনাপূর্ব্বক অবিচ্ছেদে উপবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ যেন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন— এই মনে করিয়া তাঁহাদের নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছিল॥ ৩১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—সৃষ্টৌ ব্রহ্মণঃ প্রবৃত্তিরুপযুক্তা ন বেতি বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মের প্রবৃত্তি (চেষ্টা) যুক্তিযুক্ত কিনা এ-বিষয়ে সূত্রকার পূর্ব্বপক্ষ দেখাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—সৃষ্টাবিত্যাদি। অত্রাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। প্রাপ্ত-সর্ব্বপুরুষার্থস্য হরের্জগৎকর্তৃত্বং ব্রুবন্ সমন্বয়ঃ সন্ তৎকর্ত্তা নিত্যতৃপ্ত্যা ফলাভিসন্ধের্বিরহাৎ প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেঃ ফলবত্ত্বপ্রতীতেরিত্যেবংবিধেন তর্কেণ বিরুধ্যতে। হরেঃ কর্তৃত্বাক্ষেপাদ্ তাদৃশস্য তৎকর্তৃত্বং ন সম্ভবেৎ জীবস্যৈবাদৃষ্টদ্বারকং তৎ সম্ভবতীতি প্রত্যুদাহরণং বা সঙ্গতিঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'সৃষ্টাবিত্যাদি' অবতরণিকা ভাষ্য —এই অধিকরণেও পূর্ব্বের মত আক্ষেপ-সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। সেই আক্ষেপ এই প্রকার—যিনি সর্ব্ববিধ পুরুষকাম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পূর্ণকাম শ্রীহরির যে সমন্বয় জগৎকর্তৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, সেই শ্রীহরি জগৎকর্ত্তা হইতে পারেন না, যেহেতু তিনি নিত্য তৃপ্ত, যেহেতু তাঁহার ফলাভিসন্ধি নাই, যেহেতু বিমৃশ্যকারীব্যক্তির প্রবৃত্তি সফল অবগত হওয়া যায়, এই প্রকার তর্কের সহিত বিরোধ হয়, তর্কটি এই প্রকার—প্রেক্ষাবৎ প্রবৃত্তিঃ ফলবতী তদভাবে অপ্রতীয়মানত্বাৎ। এইরূপে শ্রীহরির জগৎকর্তৃত্বের আক্ষেপ। অথবা পূর্ণকাম শ্রীহরির জগৎকর্তৃত্ব সম্ভবপর নহে, কিন্তু জীবেরই অদৃষ্টদ্বারক জগৎকর্তৃত্ব, এই প্রতিবাদপক্ষে প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতি জ্ঞাতব্য।

নপ্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণম্

সূত্রম্—নপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—'নপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ'—প্রয়োজনহীনতার জন্য, ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ৩২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পূর্ব্বতো নেত্যনুবর্ত্ততে। নিষেধার্থকেন ন-শব্দেন সমাসাৎ নাত্র ন লোপঃ। প্রবৃত্তির্নোপযুজ্যতে। কুতঃ? পূর্ণস্য প্রয়োজনাভাবাৎ। স্বার্থা পরার্থা চ প্রবৃত্তির্লোকে দৃষ্টা। তত্র নাদ্যা সম্ভবতি পূর্ণকামত্বশ্রুতিবিরোধাৎ। নাপ্যন্ত্যা সমর্থো

হি পরানুগ্রহায় প্রবর্ত্ততে ন তু জন্মমরণাদিবিবিধযাতনাসমর্পণায়। ঋতে প্রয়োজনাৎ প্রবৃত্তৌ ত্বনপেক্ষ্যকারিতাপত্তিস্ততঃ সর্ব্বশ্রুতি-ব্যাকোপঃ। তস্মান্নোপযুক্তা প্রবৃত্তিরিতি ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্ব হইতে 'ন' এই পদের অনুবৃত্তি আছে। সূত্রস্থ 'ন' পদটি নিষেধার্থক অব্যয় তাহার সহিত প্রয়োজন শব্দের 'সহসুপা' সমাসে নিষ্পন্ন 'নপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ' এই পদটি, নঞ্ তৎপুরুষ হইলে 'অপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ' হইয়া যাইত। এইজন্য নঞের ন লোপ হইল না। সূত্রটি অখণ্ড দাঁড়াইতেছে 'নপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ প্রবৃত্তির্নোপযুজ্যতে' পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ব্রহ্ম পূর্ণকাম, অতএব প্রয়োজনাভাবে জগৎ-প্রবৃত্তিব্যাপারে তাঁহার প্রবৃত্তি (চেষ্টা) সঙ্গত হইতেছে না, সেই কারণে প্রশ্ন করিতেছেন, কুতঃ? কি কারণে? উত্তর—ব্রহ্ম পূর্ণকাম, তাঁহার প্রয়োজন নাই, এইজন্য। এই লোকে দেখা যায়—প্রবৃত্তি দুই প্রকার হয়, কোন স্থলে নিজ-প্রয়োজনে, আবার কোথায়ও পর-প্রয়োজনে। তাহার মধ্যে স্বার্থে প্রবৃত্তি ব্রহ্ম-পক্ষে সম্ভব নহে, তাহাতে পূর্ণকামত্ব শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়ে। পরার্থা প্রবৃত্তিও বলা যায় না, যেহেতু শক্তিশালী পুরুষ পরের উপর অনুগ্রহের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কদাপি দুঃখময় জন্ম-মরণাদি বিবিধ যাতনা দিবার জন্য নহে। কথাটি এই—জগৎ বিবিধ দুঃখময়, ইহাতে জীবের জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি নানাপ্রকার যাতনাই আছে, তাহার সৃষ্টি পরানুগ্রাহী ঈশ্বর করিবেন কেন? যদি প্রয়োজন ব্যতীতও প্রবৃত্তি স্বীকার কর, তবে ব্রহ্মের অবিমৃশ্যকারিতা অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিতা দোষ হইয়া পড়ে, তাহাতে শ্রুতিবোধিত ব্রহ্মের বিবেচকত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব গুণবোধক শ্রুতির অসঙ্গতি হয়, অতএব ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্তি যুক্তিসহ নহে ॥ ৩২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নপ্রয়োজনেতি। ঋতে প্রয়োজনাদিতি। প্রয়োজনং বিনা সৃষ্টৌ প্রবৃত্তে হরাবুন্মত্ততান্ধতাদিদোষাপত্তিস্ততো বিবেচকত্বসার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণ-বোধক শ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকানুবাদ—'ঋতে প্রয়োজনাদিতি'—যদি প্রয়োজন ব্যতীতও শ্রীহরি জগৎসৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহার উন্মত্ততা ও অজ্ঞতা দোষ আসিয়া

পড়ে, তাহাতে বিবেচকত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদিধর্ম্মবোধিকা শ্রুতির বিরোধ ঘটে—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৩২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রটিতে সূত্রকার পূর্ব্বপক্ষীর উক্তি উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী সূত্রে উত্তর দিবেন। পূর্ব্বপক্ষীর কথা এই যে, ব্রহ্মের নিজ-প্রয়োজনে সৃষ্টিকার্য্যের উপযোগিতা নাই। কারণ তিনি পূর্ণস্বরূপ, ইহা শ্রুতিতেই পাওয়া যায়,—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে" (ঈশ, বৃহদারণ্যক)

স্বার্থ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনে এবং পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজনে লোকে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এ-স্থলে ব্রহ্ম স্বয়ং পূর্ণকাম বলিয়া তাঁহার নিজ প্রয়োজন-অভাব, দ্বিতীয়তঃ সমর্থ ব্যক্তিই পরের উপকারের জন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এ-স্থলে ব্রহ্মে তাহাও সম্ভব নহে, কারণ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ যাতনা দিবার জন্য ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উক্তির সমাধানার্থ পরবর্ত্তী সূত্র বলিবেন ॥ ৩২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং প্রাপ্তে সমাধত্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের পর সমাধান করিতেছেন—

ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টি প্রভৃতি লীলামাত্র

সূত্রম্—লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ—পরমেশ্বর পূর্ণকাম হইলেও তাঁহার বিচিত্রভাবে সৃষ্টি-বিষয়ে প্রবৃত্তি 'লীলাকৈবল্যম্' কেবললীলাই, 'লোকবৎ,' লৌকিক ব্যবহারের মত যেমন সুখোন্মত্ত ব্যক্তির সুখাতিশয়ে ফলাভিসন্ধান ব্যতীতই নৃত্যাদি ক্রীড়া হয়, সেইরূপ ঈশ্বরেরও জানিবে। 'তু'—ইহাতে পূর্ব্বপক্ষের নিরাস হইল ॥ ৩৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। পরিপূর্ণস্যাপি বিচিত্রসৃষ্টৌ প্রবৃত্তির্লীলৈব কেবলা ন তু স্বফলানুসন্ধিপূর্ব্বিকা। অত্র দৃষ্টান্তো লোকেতি। ষষ্ঠ্যন্তাৎ বতিঃ। লোকস্য সুখোন্মত্তস্য যথা সুখোদ্রেকাৎ ফলনিরপেক্ষা নৃত্যাদিলীলা দৃশ্যতে তথেশ্বরস্য। তস্মাৎ স্বরূপানন্দস্বাভাবিক্যেব লীলা। "দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্ত-কামস্য কা স্পৃহা" ইতি মুণ্ডকশ্রুতেঃ। "সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু। কুরুতে কেবলানন্দাদ্ যথা মত্তস্য নর্ত্তনম্। পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ? মুক্তা অপ্যাপ্তকামাঃ স্যুঃ কিমু তস্যাখিলাত্মন" ইতি স্মরণাচ্চ। ন চাত্র দৃষ্টান্তেনাসার্ব্বজ্ঞ্যং প্রসক্তম্। বিনা ফলানুসন্ধিমানন্দোদ্রেকেণ লীলায়ত ইত্যেতাবৎ স্বীকারাৎ। উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসদৃষ্টান্তেঽপি সুষুপ্ত্যাদৌ তদাপত্তেঃ। রাজদৃষ্টান্তস্তু তত্তৎ ক্রীড়াসম্ভূতস্য সুখস্য ফলত্বান্নোপাত্তঃ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দ পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত শঙ্কানিরাসের জন্য। পূর্ণকাম হইলেও পরমেশ্বরের জগৎসৃষ্টি কেবল লীলাই, তথায় স্বফলাকাঙ্ক্ষা-পূর্ব্বক প্রবৃত্তি নহে। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—লোকবৎ—ইহার অর্থ লোকের মত, 'লোকস্যেব' এই ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্তের উত্তর 'তত্র তস্যেব' এই সূত্রে বতি প্রত্যয়, 'তেন তুল্যক্রিয়াচেদ্বতিঃ' এই সূত্রবিহিত তুল্যার্থে বতি অন্বয়াভাবে সঙ্গত নহে। সুখোন্মত্ত লোকের যেমন সুখোদ্রেকবশতঃ ফলাকাঙ্ক্ষা-ব্যতিরেকে নৃত্যাদি ক্রীড়া দেখা যায়, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও ফলাভিসন্ধানরহিত লীলা। এই লীলা স্বরূপানন্দস্বভাবসিদ্ধই, পূর্ণকাম দেবেরই ইহা স্বভাব। মুণ্ডকোপ-নিষদে বলা আছে—'কা স্পৃহেতি' তাঁহার কি স্পৃহা থাকিতে পারে? নারায়ণ সংহিতায় আছে—শ্রীহরি প্রয়োজন অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি প্রভৃতি করেন না, কিন্তু কেবল স্বরূপানন্দবশতঃই করেন, যেমন মত্ত ব্যক্তি নাচে, এই নৃত্যের মধ্যে তাহার প্রয়োজন বোধ নাই, সেইরূপ পূর্ণানন্দময় সেই শ্রীহরির এই সৃষ্টি-কার্য্যে প্রয়োজনবোধ নাই; যখন দেখা যায়—মুক্ত পুরুষগণও পূর্ণকাম হইয়া থাকেন, তখন সেই বিশ্বাত্মা শ্রীহরি যে পূর্ণকাম, এ-বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতেও তাহার পূর্ণকামত্ব অবগত হওয়া যায়। আর একথাও বলিতে পার না যে লৌকিক ব্যাপার দৃষ্টান্ত দ্বারা পরমেশ্বরের অসর্ব্বজ্ঞতার আপত্তি, কেননা ফলাভিসন্ধান ব্যতিরেকেই অতিশয় আনন্দোদয়বশতঃ তিনি লীলা করেন, ইহাই মাত্র ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বীকার করা

হইয়াছে, অন্য জীবধর্ম্ম তাঁহাতে স্বীকৃত হয় নাই। তাহা যদি হইত, তবে কেবলাদ্বৈতবাদীর শ্বাসপ্রশ্বাস দৃষ্টান্ত দ্বারাও সুষুপ্তিপ্রভৃতি-স্থলে সেই প্রয়োজনাভিসন্ধান স্বীকার হইয়া পড়ে। রাজার কন্দুক ক্রীড়া যে লীলা-বিষয়ে দৃষ্টান্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আমাদের কর্ত্তৃক প্রদর্শিত না হইবার হেতু এই যে, কন্দুকাদি ক্রীড়া-জনিত সুখ ফলস্বরূপ ॥ ৩৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—লোকবদিতি। দেবস্যৈবেত্যত্র কো হ্যেবান্যাদিত্যাদি-বাক্যমনুসন্ধেয়ম্। সৃষ্ট্যাদিকমিতি নারায়ণসংহিতায়াম্। ন চেতি। দৃষ্টান্তো মত্তজননিদর্শনম্। উচ্ছ্বাসেতি কেবলাদ্বৈতিনঃ। রাজেতি বিশিষ্টাদ্বৈতিনঃ। রাজদৃষ্টান্তো রাজ্ঞঃ কন্দুকাদ্যারম্ভঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকানুবাদ—দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা—এই মুণ্ডক শ্রুতিতে 'কোহ্যেবান্যাং' ইত্যাদি অবশিষ্ট বাক্য দ্রষ্টব্য। 'সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈ'ব' ইত্যাদি বাক্য নারায়ণসংহিতান্তর্গত। 'ন চাত্র দৃষ্টান্তেন' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত—মদ মত্তের উদাহরণ। 'উচ্ছ্বাস প্রশ্বাস দৃষ্টান্তেঽপি'—ইহা কেবলাদ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত শ্বাস-প্রশ্বাসদৃষ্টান্তেও দোষ এই সুষুপ্তি প্রভৃতিস্থলেও তাহার আপত্তি হইয়া পড়ে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা রাজার কন্দুক ক্রীড়া যে (বল খেলা) দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাও আমরা প্রয়োজন মধ্যে গণ্য করায় উল্লেখ করি নাই ॥ ৩৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বসূত্রের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন, পরমেশ্বর আপ্তকাম ও পূর্ণস্বরূপ হইয়াও যে বিচিত্র জগৎ রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা কেবল তাঁহার লীলামাত্র। স্বতন্ত্র লীলাময় ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টিতে কোন অসম্ভাবনাও নাই এবং অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি কোন দোষেরও আপত্তি উঠিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ভূতৈর্ভূ'তানি ভূতেশঃ সৃজত্যবতি হন্তি চ।
আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোঽপি বালবৎ ॥" (ভাঃ ৬।১৫।৬)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"ননু পূর্ণকামস্যেশ্বরস্য কিং সৃষ্ট্যাদিভিস্তত্রাহ,—অনপেক্ষোঽপি বালবল্লীলয়া করোতীতি।"

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্ম্মে পাওয়া যায়,—"কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নানা অবস্থায় জীবের সহিত নানারূপে লীলা হইবে—এই ইচ্ছায় তিনি জীবকে আদি তটস্থ অবস্থা হইতে পরমোচ্চ 'মহাভাবাদি' ব্যাপিয়া অনন্ত উন্নত পদের উপযোগী করিয়াছেন এবং উপযোগিতার সুবিধা ও দৃঢ়তার জন্য অতি নিম্নে মায়িক জড়ের সহিত অভেদ—'অহঙ্কার' পর্য্যন্ত, পরমানন্দ লাভের অনন্ত বাধাস্বরূপ মায়িক অধোমান সৃষ্টি করিয়াছেন। অধোমানগত জীবসকল স্বরূপার্থহীন, নিজ সুখপর ও কৃষ্ণবিমুখ, এই অবস্থায় যত অধোগমন করিতে থাকে, পরম কারুণিক কৃষ্ণ সপার্ষদে ও স্বধামের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তত উচ্চগতির সুবিধা প্রদান করেন। যে জীব সেই সুবিধা গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চগতি স্বীকার করে, তাহার ক্রমশঃ চিদ্ধাম পর্য্যন্ত গমন ও নিত্য পার্ষদদিগের অবস্থাসাম্য সম্ভব নয়।" ॥ ৩৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পুনরাশঙ্ক্য পরিহরতি। ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ব-বাদোঽসমঞ্জসঃ সমঞ্জসো বেতি বীক্ষায়াং সুখদুঃখভাজো দেবমনুষ্যাদীন্ সৃজতি ব্রহ্মণি বৈষম্যাদ্যাপত্তেরসমঞ্জসঃ। ততশ্চ নির্দ্দোষতাবাদি-শ্রুত্যুপরোধাপত্তিরিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আবার আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার পরিহার করিতেছেন। সংশয় এই—ব্রহ্মকে জগৎকর্ত্তা বলা সঙ্গত না অসঙ্গত? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন উহা অসঙ্গত, কারণ যিনি সুখময় করিয়া দেবতা-দিগকে ও দুঃখভাগী করিয়া মনুষ্যগণকে সৃষ্টি করিতেছেন তাদৃশ ব্রহ্মে পক্ষপাতিতা ও নির্দ্দয়তা হইয়া পড়ে, তাহার ফলে শ্রুত্যুক্ত নির্দ্দোষতাবাদের বিরোধ হয়; এই মতের প্রতিবাদে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পুনরাশঙ্ক্যেতি। অত্রাপি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিদ্বয়ং বোধ্যম্। নিরবদ্যস্য হরের্জগৎকর্ত্তৃত্বং বদন্ সমন্বয়ঃ তর্কেণ যঃ সৃষ্টিকর্ত্তা স সাবদ্য ইত্যেবংবিধেন বিরুদ্ধ ইত্যাক্ষেপস্বরূপম্। নিরবদ্যস্যেশ্বরস্য ন তৎকর্ত্তৃত্বং কিন্তু সাবদ্যস্য প্রধানস্যৈব তদিতি প্রত্যুদাহরণস্বরূপং বাত্র বোধ্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পুনরাশঙ্ক্য ইত্যাদি ভাষ্যাবতরণিকা। এই অধিকরণেও পূর্ব্বাধিকরণের মত দুইটি সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। সেই দুইটি

এইপ্রকার—সর্ব্বপ্রকারে দোষসম্পর্কশূন্য শ্রীহরির জগৎকর্তৃত্ব-প্রতিপাদনকারী সমন্বয় এইরূপ তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধ হইতেছে, যথা—যিনি সুখ-দুঃখময় জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি বৈষম্যাদি দোষগ্রস্ত, ইহা আক্ষেপ স্বরূপ। অথবা নির্দ্দোষ ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব হইতে পারে না কিন্তু দোষগ্রস্ত প্রধানেরই জগৎ কর্তৃত্ব এইরূপ সৎপ্রতিপক্ষোদ্ভাবনরূপ সঙ্গতির আকার জানিবে।

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেনেত্যধিকরণম্

জগৎ-সৃষ্ট্যাদিতে ব্রহ্মের বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা নাই

সূত্রম্—বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্ম জগৎকর্তা স্বীকার করিলে 'বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন' বৈষম্য ও নির্দ্দয়তার আপত্তি হয় না, তাহার কারণ 'সাপেক্ষত্বাৎ' যেহেতু সৃষ্টিকর্ত্তা জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া থাকেন। প্রমাণ দেখাইতেছেন—'তথাহি দর্শনাৎ' সেইরূপ শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাৎপর্য্য জীব যেমন কর্ম্ম করে, ঈশ্বর তাহাকে সেইরূপ ফল দেন,—'এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো......ইত্যাদি' শ্রুতি আছে ॥ ৩৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ব্রহ্মণি কর্ত্তরি বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ দোষো ন। কুতঃ? সাপেক্ষত্বাৎ স্রষ্টুঃ কর্ম্মাপেক্ষিত্বাৎ। প্রমাণমাহ তথাহীতি। এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে ইতি বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ। ক্ষেত্রজ্ঞানাং দেবাদিভাবপ্রাপ্তিমীশ্বরনিমিত্তাং দর্শয়ন্তী মধ্যে কর্ম্ম পরামৃশতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্ম কর্ত্তা হইলে যে পক্ষপাতিতা ও নির্দ্দয়তা দোষের আপত্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা হয় না। কি কারণে? উত্তর—যেহেতু তিনি সাপেক্ষ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীহরি জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া

সেইরূপ সৃষ্টি করেন। এ-বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন—'তথাহি' ইহা দ্বারা। সেইরূপ শ্রুতি আছে,—যথা 'এষ এব......অধো নিনীষতে।' ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতি। এই ভগবান্ তাহাকে সাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে তিনি এই সকল লোক হইতে আরও উচ্চৈস্তর লোকে লইয়া যাইতে চান আবার ইনিই তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, যাহাকে তিনি অধোলোকে (নরকে) লইতে ইচ্ছা করেন। ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্ প্রভৃতি স্বরূপ-প্রাপ্তি ঈশ্বর জন্যই হয়, ইহা ঐ শ্রুতি দেখাইতেছে অর্থাৎ জীবের কর্ম্ম-মাধ্যমে—ইহাই অবধারণ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বৈষম্যেতি। হরিঃ প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষী জগৎকর্ত্তা তন্নিরপেক্ষো বা। আদ্যেঽনীশত্বপ্রসঙ্গঃ। দ্বিতীয়ে তু বৈষম্যাদ্যাপত্তিঃ। নৈর্ঘৃণ্যং নির্দ্দয়ত্বম্। ততশ্চ কর্ত্তরি হরৌ সাবদ্যত্বমিতি। এবং পূর্ব্বপক্ষং নিরস্যন্নাহ ন সাপেক্ষত্বাদিতি। প্রাণিকর্ম্মানপেক্ষায়াং খলু বৈষম্যাদিকং স্যাৎ ন তু তদপেক্ষায়ামিত্যর্থঃ। ন চ তৎকর্ম্মাপেক্ষায়ামনীশত্বম্। ভৃত্যাদিসেবানুসারেণ ফলং প্রযচ্ছতো রাজ্ঞোঽরাজত্বাদর্শনাৎ। ঈশস্তু পর্জ্জন্যবদ্ দ্রষ্টব্যঃ। ন হি তত্তদ্বীজেষু সৎস্বপি মেঘমন্তরাঙ্কুরাদ্যুৎপত্তিরস্তি। এষ এবেতি। এষ ঈশ্বরঃ যং জনমুন্নিনীষতে ঊর্দ্ধলোকং নেতুমিচ্ছতি তং সাধু কর্ম্ম কারয়তি প্রাগ্ভবীয়-কর্ম্মানুসারী সন্নিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকানুবাদ—বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেত্যাদিসূত্র প্রথমতঃ সংশয় এই—শ্রীহরি প্রাণীর কর্ম্ম-সাপেক্ষ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন? অথবা নিরপেক্ষ হইয়া? যদি জীব-কর্ম্মসাপেক্ষতা বল, তবে তিনি ঈশ্বর নহেন, যেহেতু ঈশ্বর স্বাধীন। আর কর্ম্ম নিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা হইলে তাঁহার বৈষম্য ও নির্ঘৃণতার আপত্তি। নৈর্ঘৃণ্য শব্দের অর্থ নির্দ্দয়তা। সেই বৈষম্যাদিদোষ ঘটিলে সেই সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীহরিতে সদোষত্ব হয়, এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়া বলিতেছেন—'ন সাপেক্ষত্বাৎ' যেহেতু তিনি সাপেক্ষ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন এজন্য ঐ দোষ নহে। সৃষ্টি-কার্য্যে জীবের কর্ম্মের অপেক্ষা না থাকিলে বৈষম্যাদিদোষ ঘটিতে পারে কিন্তু কর্ম্মাপেক্ষায় তাহা হয় না,—ইহাই তাৎপর্য্য। এ-কথাও বলিতে পার না, যদি ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন, তবে তো তিনি অনীশ্বর—পরাধীন। ইহাও নহে; কি জন্য? তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি—যেমন রাজা সেবানুসারে ভৃত্যাদিকে ফল দিলেও তাঁহার নৃপতিত্বের অভাব দেখা যায় না সেইরূপ।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে পর্জ্জন্য (বৃষ্টির দেবতা) দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় ; যথা সেই সেই বীজ ভূমিতে উপ্ত হইলেও যেমন মেঘ বৃষ্টি ব্যতীত তাহাদের অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ জীবের কর্ম্মসত্ত্বেও ঈশ্বর ব্যতীত জীবের কর্ম্মফলের উৎপত্তি হয় না, এজন্য ঈশ্বরের স্বাধীনত্ব আছেই। 'এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি' ইত্যাদি এষ এব—এই পরমেশ্বর। যং—যে লোককে, উন্নিনীষতে—ঊর্দ্ধলোকে লইয়া যাইতে চাহেন তাহাকে তাহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে ভাল কর্ম্ম করাইয়া থাকেন—ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পুনরায় এইরূপ সংশয় উত্থাপন করেন যে, ব্রহ্মকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা সঙ্গত কি অসঙ্গত? কারণ সৃষ্টজগতে দেবাদির মধ্যে সুখ-দুঃখ সকলের সমান নহে, দেবতাগণ অত্যন্ত সুখী কিন্তু পশুগণ অত্যন্ত দুঃখী, আবার মানবগণ কেহ সুখী, কেহ দুঃখী ইত্যাদি ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাতে ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে, তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরতা-দোষ আসিয়া পড়ে এবং ঈশ্বরের নির্দ্দোষত্ববাদী শ্রুতির বিরোধ আপত্তি ঘটে। এইরূপ সংশয় বা পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের অভিপ্রায়ে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষ নাই ; কারণ তিনি জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ্যেই অর্থাৎ কর্ম্মানুসারেই ফলদান করিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতিও ভাষ্যকার উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

> "কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
> সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে" ॥ (ভাঃ ১০।২৪।১৩)
> "দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা।
> শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ ॥" (ভাঃ ১০।২৪।১৭)

শ্রীনাগপত্নীরাও বলিয়াছেন,—

> "ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিং-
> স্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়।
> রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টে-
> র্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্ ॥" (ভাঃ ১০।১৬।৩৩)

আরও পাই,—

> "ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়োবাস্ত্যমানিনঃ।
> নোত্তমো নাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপি বা ॥"
> (ভাঃ ১০।৪৬।৩৭)

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ প্রতীপো ন জ্ঞাতি-বন্ধুর্ন পরো ন চ স্বঃ। সমস্য সর্ব্বত্র নিরঞ্জনস্য সুখে ন রাগঃ কুত এব রোষঃ ॥" (ভাঃ ৬।১৭।২২) এবং শ্রীঅক্রূরের বাক্য—"ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।" (ভাঃ ১০।৩৮।২২) শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীগীতার (৯।২৯) শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

এ-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্ম্মে পাওয়া যায়,—"শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বহুবিধ ও বিচিত্র ; ইহাও একপ্রকার বিচিত্র লীলা। স্বেচ্ছাময় পুরুষ যখন সর্ব্বপ্রকার লীলা করিতেছেন, তখন এ-প্রকার লীলাই বা কেন না হইবে? সর্ব্বপ্রকার বিচিত্রতা বজায় রাখিতে হইলে কোন প্রকার লীলা পরিত্যক্ত হইতে পারে না, আবার অন্যপ্রকার লীলা করিলেও লীলার উপকরণদিগের কোন না কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার অবশ্য করিতে হইবে। কৃষ্ণ পুরুষ ও কর্ত্তা ; উপকরণ সকল পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং কর্ত্তারূপ পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং কর্ত্তারূপ পুরুষের কর্ম্মরূপ বিষয়। কর্ত্তার ইচ্ছার অধীন হইতে গেলেই কিছু না কিছু কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক ; সেই কষ্ট যদি চরমে সুখ দেয়, তবে সে কষ্ট কষ্টই নয়। তাহাকে তুমি কষ্ট কেন বল? কৃষ্ণলীলা পোষণের জন্য জীবের ক্লেশই সুখময়। কৃষ্ণলীলার যে সৌখ্যাংশ, তাহা পরিহার করিয়া স্বতন্ত্র বাসনাময় জীব মায়াভিনিবেশ জনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে—ইহাতে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা জীবেরই দোষ, কৃষ্ণের কিছু দোষ নাই" ॥ ৩৪ ॥

সূত্রম্—ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ—'ন', কর্ম্ম সাপেক্ষ হইয়া ঈশ্বর জগৎকর্ত্তা এ-কথা বলিলেও তাঁহার বৈষম্যাদিদোষের পরিহার নাই, কি জন্য? উত্তর—'কর্ম্মাবিভাগাৎ' —যেহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছু না থাকায় কর্ম্মের সত্তাই

নাই। 'ইতিচেন্ন'—এই যদি বল, তাহা ঠিক নহে, কারণ কি? উত্তর —'অনাদিত্বাৎ'—যেহেতু ব্রহ্মের মত কর্ম্ম ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবও অনাদি এইরূপ স্বীকৃত আছে ॥ ৩৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নন্থ কর্ম্মণা বৈষম্যাদিপরিহারো ন স্যাৎ। কুতঃ? কর্ম্মাবিভাগাৎ। সদেব সৌম্যেদমিত্যাদিষু প্রাক্ সৃষ্টের্ব্রহ্মা-বিভক্তস্য কর্ম্মণোঽপ্রতীতেরিতি চেন্ন। কুতঃ? কর্ম্মণঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাঞ্চ ব্রহ্মবদনাদিত্বস্বীকারাৎ। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব- কর্ম্মানুসারেণোত্তরোত্তরকর্ম্মণি প্রবর্ত্তনাৎ ন কিঞ্চিদ্দূষণম্। স্মৃতিশ্চ—"পুণ্যপাপাদিকং বিষ্ণুঃ কারয়েৎ পূর্ব্বকর্ম্মণা। অনাদিত্বাৎ কর্ম্মণশ্চ ন বিরোধঃ কথঞ্চন" ইতি। কর্ম্মণোঽনাদিত্বেনানবস্থা তু ন দোষঃ প্রামাণিকত্বাৎ। ন চ কর্ম্মসাপেক্ষত্বেনেশ্বরস্যাস্বাতন্ত্র্যম্। দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চেত্যাদিনা কর্ম্মাদিসত্তায়াস্তদধীনত্বস্মরণাৎ। ন চ ঘট্টকুড্যাং প্রভাতমিতি বাচ্যম্ অনাদিজীবস্বভাবানুসারেণ হি কর্ম্ম কারয়তি স্বভাবমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থোঽপি কস্যাপি ন করোতীত্যবিষমো ভণ্যতে ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি—কর্ম্মদ্বারা বৈষম্যাদি দোষের পরিহার হইতে পারে না, কেননা, ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্ভাবে কর্ম্মের সত্তা নাই। যেহেতু 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্ভূত কর্ম্মের প্রতীতি হইতেছে না। অতএব তদানীং কর্ম্মসত্তা বলিব না, ইহা যদি বল, তাহাও নহে, কারণ কি? কর্ম্ম ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীব—ইহারা ব্রহ্মের মত অনাদি বলিয়া যেহেতু স্বীকৃত আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে পর পর জন্মের কর্ম্মে ঈশ্বর জীবকে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন সুতরাং কোনও দোষ নাই। স্মৃতি বাক্যও সেইরূপ বলিতেছে—যথা 'পুণ্যপাপা-দিকং...ন বিরোধঃ কথঞ্চন'। শ্রীবিষ্ণু জীবকে পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুসারে পুণ্যপাপাদি করাইয়া থাকেন এবং কর্ম্মও অনাদি, সেজন্য কোনরূপ অসঙ্গতি নাই। কর্ম্মকে অনাদি বলিলে অনবস্থা দোষ ঘটে তাহাও নহে, যেহেতু উহা বীজাঙ্কুর-ন্যায়ে প্রমাণসিদ্ধ। যদি বল, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ হইলে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য রহিল না, ইহাও নহে। কারণ 'দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ' দ্রব্য,

কর্ম্ম ও কাল ঈশ্বরের অধীন ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা কর্ম্মাদির সত্তা ঈশ্বরের অধীন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কথাটি এই—জীবের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর জীবকে কর্ম্ম করাইলেও ঈশ্বর জীব-কর্ম্মের অধীন নহেন, জীব-কর্ম্মও ঈশ্বরের হাতে থাকায় জীব তাঁহার অধীন হইবেই। যদি বল, এইরূপে সঙ্গতি করিলে 'ঘট্টকুড্যান্যায়' আসিয়া পড়িল অর্থাৎ যেমন কোন কোনও বণিক্ পারাণীঘাটের মালিককে পারের কড়ি ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে ঘট্ট-পালকে গোপন করিয়া অন্য পথ আশ্রয় করে, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে ঘুরিয়া ভুলবশতঃ সেই কুটীঘাটেই আসিয়া পড়ে, তখন ঘট্টপাল তাহাদিগকে বাঁধিয়া প্রহার করে, সেইরূপ ব্রহ্মের কর্ম্মপরতন্ত্রতা দোষ পরিহার করিতে যাইয়া কর্ম্ম সত্তার তারতম্য বশতঃ ঈশ্বরের সেই বৈষম্য আসিয়া পড়িল, এইরূপ আপত্তিও করিতে পার না। যেহেতু অনাদি জীবের স্বভাবানুসারে তিনি জীবকে কর্ম্ম করান, তিনি স্বভাব বদলাইতে সমর্থ থাকিলেও কাহারও স্বভাবের পরিবর্ত্তন করেন না, এইরূপে বৈষম্যহীন তাঁহাকে বলা যায় ॥ ৩৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আশঙ্ক্য পরিহরতি ন কর্ম্মেতি। পূর্ব্ব পূর্ব্বেতি। পূর্ব্ব-সৃষ্টিসম্পাদিতস্য ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রপঞ্চস্যাত্যন্তনাশাভাবাৎ তদনুসারেণ এব উত্তরসৃষ্টি-কর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ ন কিঞ্চিদবদ্যম্। স্মৃতিশ্চেতি ভবিষ্যপুরাণবচনং বোধ্যম্। প্রামাণিকত্বাদিতি। বীজাঙ্কুরবদিতি বোধ্যম্। ন চ ঘট্টেতি। যথা ঘট্ট-পণমদাতুকামা বণিজো ঘট্টপালমবিজ্ঞাপ্যোজ্জটবর্ত্মনা গচ্ছন্তি। তে যথা তমিস্রায়াং নিশি ভ্রান্ত্যা প্রভাতে ঘট্টকুড্যাং পতন্তো ঘট্টপালেন বদ্ধাস্তাড্যন্তে তথা কর্ম্মণা ব্রহ্মণি বৈষম্যং পরিহর্ত্তুকামা যূয়ং কর্ম্মসত্তাং পুনর্ব্রহ্মায়ত্তাং মত্বা-নাস্তদ্বৈষম্যাভ্যুপগমে পতিতা গৃহ্যধ্বেঽস্মাভিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকানুবাদ—'পুনরাশঙ্ক্য পরিহরতি' ইত্যাদি ভাষ্যাবতরণিকা 'ন কর্ম্মা-বিভাগাৎ' এই সূত্রে পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ' ইত্যাদি পূর্ব্ব সৃষ্টিতে সম্পাদিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সমুদায়ের একেবারে লোপ না হওয়ায় সেই কৃতকর্ম্মানুসারে আবার পরবর্ত্তী সৃষ্টিতে কর্ম্মে প্রবর্ত্তনাহেতু কোনই দোষ নাই। স্মৃতিশ্চ 'পুণ্যপাপাদিকং' ইত্যাদি শ্লোকটি ভবিষ্যপুরাণোক্ত জ্ঞাতব্য। 'প্রামাণিকত্বাৎ' —বীজাঙ্কুরের মত নৈয়ায়িক মতসিদ্ধ ইহা মানিতেই হইবে। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুরাদি হয়, আবার সেই বৃক্ষ হইতে বীজ উৎপন্ন হয়, ইহা যেমন অনাদি ধারায় প্রবাহিত, সেইরূপ পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে জীবের দেবাদিদেহ

ধারণ, আবার সেই দেহধারীর কর্ম্ম—এই ধারা প্রবহমান। 'ন চ ঘট্টকুট্যা-মিত্যাদি'—যেমন ঘাটের কড়ি ফাঁকি দিতে ইচ্ছুক বণিক্‌গণ ঘট্টপালকে না জানাইয়া উদ্ভট পথে যায়, তাহারা যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার প্রভাতে সেই ঘাটের কুটীতে আসিয়া পড়িলে ঘট্টপাল কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়া তাড়িত হয়, সেইরূপ কর্ম্মের দোহাই দিয়া ব্রহ্মের বৈষম্য-দোষ পরিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া তোমরা প্রলয়কালে কর্ম্ম মানিতেছ আবার ব্রহ্মাধীন সেই কর্ম্মসত্তা স্বীকার করিয়া সেই বৈষম্য স্বীকারেই পড়িয়াছ, আমরা দেখিতেছি ইহাই ঘট্টকুটী-ন্যায়ের তাৎপর্য্য ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, জীব নিজ কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখ ভোগ করে এই কথা বলায় ঈশ্বরের বৈষম্যাদি দোষ পরিহার হয় না; কারণ কর্ম্মের ব্রহ্ম হইতে কোন বিভাগ নাই। অর্থাৎ 'সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন'—এইরূপ শ্রুতি থাকায় এবং ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুর সত্তা না থাকায় ব্রহ্মবিভক্ত কর্ম্মের প্রতীতি লক্ষিত হয় না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, এইরূপ যদি বল, তাহা ঠিক নহে, কারণ ব্রহ্মের ন্যায় ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের ও কর্ম্মের অনাদিত্ব স্বীকৃত আছে। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারেই জীব ফল ভোগ করে, ঈশ্বর সেই কর্ম্মানুসারেই ফলদান করিয়া থাকেন। তাহাতে ঈশ্বরের কোন দোষ হইতে পারে না। আরও কর্ম্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষও হয় না। কারণ বীজাঙ্কুরবৎ ইহার প্রামাণিকতা আছে। তবে যদি বল, কর্ম্মানুসারে ফলদান করিলে ঈশ্বরকে কর্ম্মাধীন বলিতে হয়, এবং তাহাতে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না, তাহাও বলিতে পার না, কারণ দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল সকলই ঈশ্বরের অধীনরূপে শাস্ত্রে নির্ণীত আছে। পক্ষান্তরে এখানে ঘট্টকুটী-ন্যায়েও কোনরূপ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। এ-বিষয়ে টীকা দ্রষ্টব্য।

অগ্রে বীজ পরে অঙ্কুর কিংবা অগ্রে অঙ্কুর পরে বীজ, ইহার সিদ্ধান্ত না হওয়ায় বীজাঙ্কুর-প্রবাহ অনাদি বলিয়া ন্যায়শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"মৈবাস্মান্ সাধ্ব্যসূয়েথা ভ্রাতুর্ব্বৈরূপ্যচিন্তয়া।
সুখদুঃখদো না চান্যোঽস্তি যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্ ॥" (ভাঃ ১০।৫৪।৩৮)

অর্থাৎ শ্রীবলদেব রুক্মিণীর সান্ত্বনার জন্য বলিলেন,—হে সাধ্বি! তুমি ভ্রাতার এতাদৃশ বিরূপভাব চিন্তা করিয়া আমাদের প্রতি দোষারোপ করিও না, যেহেতু ইহলোকে জীব স্বকর্ম্মেরই ফলভোগ করে, অপর কেহ তাহার সুখ-দুঃখ দাতা নহে।

আরও—

"দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥
ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥"
(ভাঃ ১০।১।৩৯-৪০)

"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥" (ভাঃ ২।১০।১২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই—

" 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'—প্রভু উত্তর দিলা।" (অন্ত্য ২।১৬৩)
এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীগীতার "ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি
লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।" শ্লোকও আলোচ্য ॥ ৩৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বৈষম্যাদিকং ব্রহ্মণি পরিহৃতম্। ভক্ত-পক্ষপাতরূপং তদিদানীং তস্মিন্নঙ্গীকরোতি। ভক্তসংরক্ষণং তদ্বাসনা-নিবারণঞ্চ পরস্মিন্ বৈষম্যং ন বেতি বিষয়ে তদ্রক্ষণাদেরপি কর্ম্মসা-পেক্ষত্বাৎ ন স্যাদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যাদি দোষ ব্রহ্মে পরিহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভক্ত-পক্ষপাতরূপ দোষের আপত্তি, তাহাও এক্ষণে পরমেশ্বরে স্বীকার করিতেছেন, ইহাতে সংশয় এই—ভক্ত রক্ষা ও ভক্তের বাসনা (অবিদ্যা) নিবারণ পরমেশ্বরে বৈষম্য কিনা? এ-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ভক্ত-রক্ষণাদি কার্য্যও কর্ম্মসাপেক্ষ, এ-জন্য বৈষম্য হইবে না; ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—জগৎকর্ত্তুর্হরেরবৈষম্যমাপাদ্য যমেবৈষেত্যাদি-শ্রুতিমাশ্রিত্য তস্য ভক্তসম্বন্ধেন বৈষম্যং বক্তুমুপক্রমতে বৈষম্যাদিকমিত্যাদিনা।

আক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। স্বভক্তবৎসলস্য হরের্জগৎকর্তৃত্বং বদন্ সমন্বয়স্তর্কেণ হরিঃ সাবদ্যো বিষমকর্তৃত্বাদিত্যনেন বিরুদ্ধ ইত্যাক্ষিপ্য সমাধানাৎ। তদ্বাসনা তদবিদ্যা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—জগৎসৃষ্টিকর্তা শ্রীহরির কুত্রাপি বৈষম্য (পক্ষপাত) নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া পরে 'যমেবৈষ' ইত্যাদি শ্রুতি-সাহায্যে তাঁহার ভক্তের প্রতি পক্ষপাতরূপ বৈষম্য বলিবার জন্য উপক্রম করিতেছেন—'বৈষম্যাদিকং ব্রহ্মণি পরিহৃতম্' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। এই অধিকরণে আক্ষেপ-সঙ্গতি জানিবে। তাহা বর্ণনা করিতেছেন—নিজভক্তে-বৎসল শ্রীহরির জগৎকর্তৃত্ব-সমর্থক সমন্বয় তর্কদ্বারা আক্ষিপ্ত করা হইতেছে—যথা শ্রীহরি বৈষম্যদোষে দুষ্ট,—যেহেতু বিষম (পক্ষপাতপূর্ণ) কার্য্য করিতেছেন—ইহার দ্বারা। পরে তাহার সমাধানও হইয়াছে—এইজন্য আক্ষেপ-সঙ্গতি। 'তদ্বাসনা নিবারণঞ্চ' ইতি ভাষ্যাবতরণিকা—তদ্বাসনা—ভক্তের অবিদ্যা—

শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণ

সূত্রম্—উপপদ্যতে চাভ্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ—ভক্তবৎসল নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ শ্রীহরির ভক্তে পক্ষপাতরূপ বৈষম্য হয় সত্য, কিন্তু তাহা 'উপপদ্যতে'—যুক্তিযুক্ত। ইহা শ্রীহরির গুণরূপেই প্রশংসিত হইতেছে। 'অভ্যুপপদ্যতে চ' এবং উহা শ্রুতিস্মৃতিতে উপলব্ধও হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ভক্তবৎসলস্যাস্য প্রভোস্তৎপক্ষপাতো বৈষম্যমেব তদুপপদ্যতে সিধ্যতি। তদ্রক্ষণাদেঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতভক্তিসাপেক্ষত্বাৎ। ন চ নির্দ্দোষতাবাদিবাক্যব্যাকোপঃ। তদ্রূপস্য বৈষম্যস্য গুণত্বেন স্তূয়মানত্বাৎ। গুণবৃন্দমগুনমিদমিত্যপি শ্রুতিরাহ। যদ্বিনা সর্ব্বে গুণা জনেভ্যোঽরোচমানাঃ প্রবর্ত্তকা ন স্যুঃ। উপলভ্যতে চৈতৎ শ্রুতিষু স্মৃতিষু চ। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।" "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।" "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" ইত্যাদ্যাঃ স্মৃতয়শ্চ ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রীহরি ভক্তবৎসল এবং নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, তাঁহার ভক্তের উপর পক্ষপাত বৈষম্য বটে তাহা হইলেও উহা সিদ্ধ হইতেছে, যেহেতু ঈশ্বরের স্বরূপশক্তির বৃত্তি (কার্য্য) ভূত শক্তির দ্বারা উহা (ভক্ত রক্ষাকার্য্য) সাধিত হইয়া থাকে। ইহাতে ব্রহ্মের নির্দ্দোষতাবাদের ব্যাঘাত হইবে না, কেননা, ভক্তরক্ষাদি-বৈষম্য (পক্ষপাতিতা) তাঁহার গুণমধ্যে ধৃত হওয়ায় প্রশংসিতই হইয়া থাকে। শ্রুতিতে শ্রীহরির-ভক্তবাৎসল্য-গুণ সকলগুণের ভূষণ—ইহাও বলিয়াছেন। যাহা না থাকিলে ভগবানের সকলগুণই জনসাধারণের অরুচিকর হওয়ায় তাঁহার প্রতি সাম্মুখ্য জন্মাইতে পারে না। ইহা শ্রুতি-সমূহে ও স্মৃতিবাক্য-সমূদয়েও উপলব্ধ হইতেছে। যথা শ্রুতি—'যমেবৈষ বৃণুতে …তনুং স্বাম্"। এই শ্রীহরি যে ব্যক্তিকে আপন জন বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহার দ্বারাই তিনি লভ্য, তাহার কাছেই এই পরমেশ্বর নিজ শ্রীবিগ্রহ বিবৃত করেন ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রীভগবদ্ গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—'প্রিয়ো হি জ্ঞানিন' ইত্যাদি—আমি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানীদিগের অত্যন্ত প্রিয়, আর সেই জ্ঞানীও আমার প্রিয়। আবার—'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু'… আমি সকল প্রাণীর নিকট সমান, আমার কেহ শত্রু নাই, কেহ প্রিয়ও নাই। কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহারা আমার উপর নির্ভর করিয়া থাকে অর্থাৎ মদেকপরায়ণ, আর আমিও তাহাদের কাছে থাকি। 'অপি চেৎ সুদুরাচারঃ…ব্যবসিতো হি সঃ' যদি কোনও ব্যক্তি অত্যন্ত অনাচারী, কদাচারী হইয়াও আমাকে অনন্যনিষ্ঠ হইয়া ভজন করে, অর্জ্জুন! তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিবে। যেহেতু সে ঠিক পথই ধরিয়াছে। আমাকে সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া আশ্রয় করিয়াছে। সেই দুরাচারী আমার ভজনের ফলে অচিরেই ধর্ম্মপথের পথিক হয় এবং সনাতনী

শান্তিও প্রাপ্ত হয়। কুন্তীনন্দন! সকলের কাছে সগর্ব্বে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্ত কখনও ভ্রষ্ট হয় না। ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যও ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের উৎকর্ষ ঘোষণা করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উপপদ্যতে ইতি। তদ্রূপস্য ভক্তপক্ষপাতরূপস্য। ইদং ভক্তপক্ষপাতরূপং বৈষম্যম্। যদ্বিনা ভক্তপক্ষপাতাত্মকং বৈষম্যম্ ঋতে। প্রবর্ত্তকা হরিসাম্মুখ্যহেতবঃ। যমিতি। যং জনম্। এষ হরিস্তদ্ভক্তিপরিতুষ্টো বৃণুতে স্বীয়ত্বেন স্বীকরোতি তেন জনেন লভ্যঃ প্রাপ্যো ভবতি। তস্য জনস্য সম্বন্ধে এষ হরিঃ স্বাং স্বীয়াং তনুং শ্রীবিগ্রহং বিবৃণুতে বিবৃত্য দর্শয়তীত্যর্থঃ। বিশেষস্তু 'পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধ' ইত্যত্র দ্রষ্টব্যঃ। আদি-শব্দাৎ "ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তি-বশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী" ইতি শ্রুতির্গ্রাহ্যা। প্রিয়ো হীতি সার্দ্ধত্রিকং শ্রীগীতাসু। অপি চেদিতি যদ্যপীত্যর্থঃ। সুদুরাচারো বিনিন্দিতাচরণঃ শাস্ত্রীয়কর্ম্মশূন্যো বা। অনন্যভাক্ সন্ মাং ভজতে দেবতান্তরং বিহায় মামেব স্বারাধ্যবুদ্ধ্যা সেবত ইত্যর্থঃ। স ত্বয়া সাধুরেব অর্জ্জুন! মন্তব্যঃ ন তু দুরাচারাংশং বীক্ষ্য তস্যাসাধুত্বঞ্চাশঙ্ক্যমিত্যর্থঃ। মন্নিষ্ঠাপ্রভাবেণ দুরাচারাস্পর্শাদিত্যেবকারাশয়ঃ। হি যস্মাদসৌ সম্যগ্ ব্যবসিতঃ মদেকান্তিত্বরূপপরমনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ। দুরাচারোঽপি তস্য ঝটিত্যেব নশ্যেদিত্যাহ ক্ষিপ্রমিতি। ধর্ম্মাত্মা সদাচারনিষ্ঠচিত্তঃ। শান্তিং দুরাচারনিবৃত্তিম্। অনুল্লাসং বীক্ষ্যাহ কৌন্তেয়েতি। হে মদেকভক্ত কুন্তীতনয়! মে ভক্তো ন প্রণশ্যতি পরমার্থাদ্ভ্রষ্টো ন ভবতি ত্বং প্রতিজানীহি বিবাদিসদসি সাটোপং প্রতিজ্ঞাং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকানুবাদ—ভাষ্যে—'তদ্রূপস্য বৈষম্যস্য'—ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্যের। 'গুণবৃন্দমণ্ডনমিদং'—ইদং—ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য। 'যদ্বিনা সর্ব্বে গুণা' ইত্যাদি—যদ্বিনা যে ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য না থাকিলে, 'প্রবর্ত্তকা ন স্যুঃ ইতি—প্রবর্ত্তকাঃ—হরিসাম্মুখ্যের প্রবৃত্তিজনক হয় না। 'যমেবৈষ বৃণুতে' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—এষঃ—এই শ্রীহরি, যং—যে লোককে, তাহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া 'বৃণুতে'—আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন, তেন—সেই ভক্তজন কর্ত্তৃক, এই হরি, লভ্যঃ—প্রাপ্য হন। তস্য—সেই ভক্তজন-সম্বন্ধে, এষঃ—এই শ্রীহরি, স্বাং তনুং—স্বকীয় শ্রীবিগ্রহ, বিবৃণুতে—প্রকট করিয়া দেখান। এ-সম্বন্ধে বিশেষ

'পরেণ চ-শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাৎত্বনুবন্ধঃ' এই অংশে দ্রষ্টব্য। ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ—আদ্যপদের গ্রাহ্য যথা 'ভক্তিরেবৈনং নয়তি...ভূয়সী'। ভক্তি শ্রীহরিকে পাওয়াইয়া দেয়, ভক্তি শ্রীহরিকে দর্শন করাইয়া দেয়, পরমপুরুষ কেবল ভক্তির অধীন, ভক্তিই প্রচুর সিদ্ধি—এই শ্রুতিগ্রাহ্য। 'প্রিয়োহীত্যাদি' এই তিনটি শ্লোক ও শ্লোকার্দ্ধ শ্রীগীতাতে উক্ত। 'অপি চেদিত্যাদি', অপি চেৎ—অর্থাৎ যদিও। সুদুরাচারঃ—নিন্দনীয় কার্য্যকারী অথবা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মত্যাগী। অনন্যভাক্—একনিষ্ঠ হইয়া, ভজতে মাং——আমাকে ভজন করে অর্থাৎ অন্য দেবতা ছাড়িয়া আমাকেই নিজের আরাধনীয় মনে করিয়া সেবা করে। তাহাকে তুমি অর্জ্জুন! সাধু বলিয়াই মনে করিবে অর্থাৎ তাহার অবৈধ আচরণ দেখিয়া অসাধুত্ব মনে করিবে না। সাধুরেব এই—'এব' শব্দের অর্থ—'ব্যবসিতো হি সঃ'—হি—যেহেতু, অসৌ—ঐ লোক, সম্যক্ ব্যবসিতঃ—আমার ঐকান্তিকত্বরূপ দৃঢ় নিশ্চয়বান্—এই অর্থ। দুরাচারও তাহার অল্পক্ষণেই নিবৃত্ত হয়, এই কথা বলিতেছেন—'ক্ষিপ্রমিত্যাদি' বাক্যদ্বারা—ধর্ম্মাত্মা—সদাচারনিষ্ঠ হইয়া, শান্তিং—দুরাচার-নিবৃত্তি। অর্জ্জুনের যুদ্ধে অনুৎসাহ দেখিয়া বলিতেছেন, হে কৌন্তেয়! অর্থাৎ আমার একনিষ্ঠ ভক্ত কুন্তীনন্দন! 'মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি' আমার ভজনাকারী ব্যক্তি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। ইহা 'ত্বং' প্রতিজানীহি' বিবাদি সভায় আস্ফালন পূর্ব্বক সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া বল—ইহাই অর্থ ॥৩৬॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্মে বৈষম্যাদি দোষ পরিহার পূর্ব্বক এক্ষণে ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য যে শ্রীভগবানে আছে, ইহা অঙ্গীকার করিতেছেন। তবে এই ভক্তসংরক্ষণ ও ভক্তের সংসার-বাসনা (অবিদ্যা) ক্ষয়-করণ প্রভৃতিতে শ্রীভগবানের বৈষম্য প্রকাশ পায় কিনা? এই সংশয়ের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ইহা যুক্তিযুক্তই অর্থাৎ ভক্তবৎসল শ্রীভগবানে ইহা দূষণীয় তো নহেই পরন্তু শ্রীহরির গুণ বলিয়াই প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রাদিতেও পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"ন হি বাং বিষমা দৃষ্টিঃ সুহৃদোর্জগদাত্মনোঃ।
সময়োঃ সর্ব্বভূতেষু ভজন্তং ভজতোরপি ॥" (ভাঃ ১০।৪১।৪৭)

"ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্যাৎ
সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ।
সংসেবতাং সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্য্যয়োঽত্র ॥" (ভাঃ ১০।৭২।৬)

শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥" (ভাঃ ৯।৪।৬৪)

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীগীতার "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" শ্লোক হইতে "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" শ্লোক পর্য্যন্ত (গীঃ ৯।২৯-৩১) আলোচ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"শ্রীচৈতন্য-সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।২৬১)
"ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কারুণ্যে স্বরূপ-পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্যে আত্মা-পর্য্যন্ত বদান্যতা ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৪২) ॥৩৬॥

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণম্

সূত্রম্—সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—'সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ' শ্রীহরি সর্ব্বেশ্বর, অচিন্তনীয় স্বরূপ, তাঁহাতে যত বিরুদ্ধ ধর্ম্মই থাক্, সমস্তই সঙ্গত, এজন্যও বৈষম্য দোষ হইতে পারে না। ৩৭ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অবিচিন্ত্যস্বরূপে সর্ব্বেশ্বরে সর্ব্বেষাং বিরুদ্ধানামবিরুদ্ধানাঞ্চ ধর্ম্মাণামুপপত্তেঃ সিদ্ধেশ্চ ভক্তপক্ষপাতোঽপি গুণঃ সুজ্ঞৈরাস্থেয় এব। যথা জ্ঞানাত্মকো জ্ঞানবান্ শ্যামশ্চৈবমবিষমো ভক্তপ্রেয়ানিত্যাদয়ো মিথো বিরুদ্ধাঃ ক্ষান্ত্যার্জবাদয়োঽবিরুদ্ধাশ্চ পরস্মিন্নেব সন্তি। স্মৃতিশ্চ— ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে। তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন। গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্তত ইতি। তথা চাবিষমোঽপি হরির্ভক্তসুহৃদিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে শ্রীবলদেবকৃতং মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অচিন্তনীয়স্বরূপ সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরিতে বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ সকল ধর্ম্মেরই সমাবেশ উপপন্ন এবং সিদ্ধ সুতরাং শুদ্ধচরিত বিদ্বান্‌গণ ভক্তপক্ষপাতও তাঁহার গুণমধ্যে গ্রহণ করিবেন। যেমন তিনি জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জ্ঞানের আধার এই উক্তি তাঁহাতে সঙ্গত, নির্গুণ হইয়াও শ্যামবর্ণ, এই উক্তি বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও অসঙ্গত নহে, সেইরূপ সর্ব্বপ্রাণীতে পক্ষপাতশূন্য হইলেও ভক্তপ্রিয় ইত্যাদি উক্তি পরস্পরবিরুদ্ধ এবং ক্ষমা, সরলতা, দয়া প্রভৃতি অবিরুদ্ধ গুণগুলিও একমাত্র পরমপুরুষেই সম্ভব। স্মৃতিবাক্যও সেইরূপ বলিতেছে—'ঐশ্বর্য্যযোগাদিত্যাদি'—ভগবান্ সর্ব্বেশ্বরত্বনিবন্ধন বিরুদ্ধার্থক গুণসম্পন্ন কথিত হইতেছেন, তাহা হইলেও সেই পরমপুরুষে কোনও দোষ কোনরূপেই গ্রহণীয় নহে। এই সকল গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত জানিবে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বত্র বৈষম্যশূন্য হইলেও ভক্তের পক্ষপাতী—ইহা সিদ্ধই হইল ॥ ৩৭ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অবিষমে কথং বৈষম্যমিতি চেৎ তত্রাহ সর্ব্বেতি। স্মৃতিশ্চেতি সার্দ্ধকং কৌর্ম্মবচনম্। ঐশ্বর্য্যমবিচিন্ত্যশক্তিঃ। এতে অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ। অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচন ইতি প্রাগুক্তাঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্য-ব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—যদি তিনি সর্ব্বত্র অবিষম—সমান, তবে ভক্তপক্ষপাতিত্বরূপ বৈষম্য কেন ? এই যদি বল, তাহাতে উত্তর করিতেছেন—'সর্ব্বেশ্বরে' ইত্যাদি। স্মৃতিশ্চ ইতি এই সার্দ্ধ শ্লোক কূর্ম্ম-পুরাণোক্ত। ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ অচিন্তনীয়-শক্তি। বিরুদ্ধা অপ্যেতে চ ইত্যাদি বিরুদ্ধ গুণগুলি দেখাইতেছেন—'অস্থূলশ্চানণু……শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ'। তিনি মহৎ পরিমাণও নহেন, অণু পরিমাণও নহেন, আবার জগদ্রূপে চারিদিকে স্থূল ও অণুরূপে বিরাজমান। তিনি সর্ব্বথা বর্ণহীন বলিয়া কথিত তথাপি শ্যামবর্ণ রক্ত-কটাক্ষ। ইত্যাদি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, অবিচিন্ত্য-স্বরূপ সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরিতে সমস্ত বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ আছে। ইহা নিত্যসিদ্ধ গুণরূপে তাঁহাতে অবস্থিত। সুতরাং ভক্তপক্ষপাতিত্বরূপ গুণকেও শুদ্ধ জ্ঞানী পুরুষগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভি-
র্দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥" (ভাঃ ৪।১৭।৩৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমধ্ব বলেন,—

"বিরুদ্ধশক্তয়ো যস্য নিত্যা যুগপদেব চ।
তস্মৈ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে ॥"

(ইতি বারাহে) ॥ ৩৭ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়পাদঃ

মঙ্গলাচরণম্

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং নৌমি যঃ সাংখ্যাদ্যুক্তিকণ্টকান্ ।
ছিত্ত্বা যুক্ত্যসিনা বিশ্বং কৃষ্ণক্রীড়াস্থলং ব্যধাৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—'কৃষ্ণদ্বৈপায়নং' ইত্যাদি। ভাষ্যকার এই দ্বিতীয়পাদ প্রারম্ভে ইষ্টদেবতা প্রণামরূপ মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক অভিধেয় নির্দ্দেশ করিতেছেন—আমি সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে প্রণাম করিতেছি, যিনি এই বেদান্ত সিদ্ধান্তে প্রতিপক্ষ সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রকর্ত্তা কপিল প্রভৃতির উক্তি-জালরূপ কণ্টক সমুদায়কে যুক্তিরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া বিশ্বকে শ্রীকৃষ্ণের সুখসঞ্চারময়লীলা-ক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন।

কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডন—

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্বপক্ষে পরৈরুদ্ভাবিতা দোষা নিরস্তাঃ প্রথমে পাদে। দ্বিতীয়ে তু পরপক্ষা দূষ্যন্তে। ইতরথা বৈদিকং বর্ত্ম বিহায় তেষু জনানাং প্রবৃত্তিঃ স্যাদনর্থং চ তে সমীয়ুঃ। তত্র তাবৎ সাংখ্যানাং মতং নিরস্যতে। সাংখ্যাচার্য্যঃ কপিলস্তত্ত্বানি সংজগ্রাহ—সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্মহান্, মহতোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণ ইতি। সাম্যেনাবস্থিতানি সত্ত্বাদীনি প্রকৃতিঃ। তানি চ সুখদুঃখমোহাত্মকানি ক্রমাদ্বোধ্যানি। তৎকার্য্যে জগতি সুখাদিরূপত্বদর্শনাৎ। তথা হি—তরুণী রত্যা পত্যুঃ সুখদেতি সাত্ত্বিকী ভবতি। মানেন দুঃখদেতি রাজসী। বিরহেণ মোহদেতি তামসী চেত্যেবং সর্ব্বে ভাবা দ্রষ্টব্যাঃ। উভয়মিন্দ্রিয়মিতি। দশ বাহ্যেন্দ্রিয়াণ্যেকমন্তরিন্দ্রিয়ং মন ইত্যেকাদশেত্যর্থঃ। নিত্যা

বিভ্বী চ প্রকৃতিঃ। মূলে মূলাভাবাদমূলং **মূলম্। ন** পরিচ্ছিন্নং সর্ব্বোপাদানম্। সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাদ্ **বিভুত্বমিতি** সূত্রেভ্যঃ। মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রাণি সপ্ত **প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ অহমাদেঃ** প্রকৃতয়ঃ প্রধানাদেস্তু বিকৃতয় ইতি। একাদশেন্দ্রিয়াণি **পঞ্চভূতানি** চেতি ষোড়শ বিকৃতয় এব। পুরুষস্তু নিষ্পরিণামত্বান্ন **কস্যাপি** প্রকৃতির্ন চ বিকৃতিরিতি। এবমেবেশ্বরকৃষ্ণশ্চাহ—**মূলপ্রকৃতিরবিকৃ-তির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি।** সা খলু প্রকৃতির্নিত্যবিকারা **স্বয়মচেতনাপ্য**-নেকচেতনভোগাপবর্গহেতুরত্যন্তাতীন্দ্রিয়াপি **তৎকার্য্যেণানুমীয়তে।** একৈব বিষমগুণা সতী পরিণামশক্ত্যা **মহদাদিবিচিত্ররচনং জগৎ** প্রসূত ইতি জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা সেতি। **পুরুষস্তু নিষ্ক্রিয়ো** নির্গুণো বিভুশ্চিৎ প্রতিকায়ং ভিন্নঃ **সঙ্ঘাতপরার্থত্বাদনুমেয়শ্চ সঃ।** বিকারক্রিয়য়োর্বিরহাৎ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োর্বিরহঃ। এবং **স্থিতে** প্রকৃতিপুরুষয়োস্তত্ত্বে সন্নিধিমাত্রাৎ তয়োর্ম্মিথো **ধর্ম্মবিনিময়ঃ প্রকৃতৌ** চৈতন্যং পুরুষে তু কর্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োরধ্যাসো ভবতি। **ইত্থমবিবেকাদ্** ভোগো বিবেকাৎ তু অপবর্গঃ। **প্রকৃত্যৌদাসীন্যবপুরিত্যেবমা-**দীনর্থান্ সোপপত্তিকৈঃ সূত্রৈর্নিববন্ধ। অস্যাং প্রক্রিয়ায়াং **প্রত্যক্ষা-নুমানাগমান্** প্রমাণানি মেনে। ত্রিবিধং প্রমাণং তৎসিদ্ধৌ **সর্ব্ব-**সিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিরিতি। তত্র প্রত্যক্ষাগমসিদ্ধেষ্বর্থেষু **নাতীব** বিসংবাদঃ। যত্তু পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ **শক্তিতশ্চেত্যাদিসূত্রৈঃ** প্রধানং জগৎকারণমনুমিতং তন্নিরস্যং ভবতি তেনৈব **সর্ব্বতন্মত-**নিরাসাৎ। তত্র প্রধানং জগন্নিমিত্তোপাদানং ভবেৎ **ন বেতি সংশয়ে** প্রধানমেব তথা। জগতঃ সাত্ত্বিকাদিরূপত্বাৎ **প্রধানস্যৈব সত্ত্বাদিরূপস্য** তত্তুপাদানত্বেনানুমানাৎ। ঘটাদিকার্য্যস্যোপাদানং **খলু তৎসজাতীয়ং** মৃদাদ্যেব দৃষ্টম্। ফলতি বৃক্ষশ্চলতি জলমিতিবৎ জড়স্যাপি **তস্য** কর্তৃত্বঞ্চ। তস্মাৎ প্রধানমেব জগদুপাদানং **জগৎকর্তৃ চেত্যেবং প্রাপ্তে—**

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রথমপাদে স্বমতের উপর প্রতিবাদীদের উদ্ভাবিত দোষরাশি নিরাস করা হইয়াছে, এক্ষণে এই দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষগুলি দূষিত করিতেছেন ; সেগুলি দূষিত না করিলে, বৈদিক পথ ছাড়িয়া লোকে সেই সেই পথে প্রবৃত্ত হইবে এবং তাহার ফলে তাহারা অনর্থ-সাগরে নিমগ্ন হইবে। সেই বিরুদ্ধ মত সমুদায়ের মধ্যে অধুনা সাংখ্যমত নিরাস করা হইতেছে। সাংখ্যাচার্য্য কপিল এই সকল তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, প্রথমতঃ—প্রকৃতি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা-স্বরূপ। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহান্ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ, স্থূলভূত আকাশাদি পাঁচটি ও পুরুষ (আত্মা) এই পঁচিশটি তত্ত্ব। তাহাদের মধ্যে সাম্যভাবে (অবিকৃত-ভাবে) অবস্থিত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণই প্রকৃতি নামে অভিহিত। সেই গুণগুলি যথাক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক অর্থাৎ সুখাত্মক সত্ত্বগুণ, দুঃখ-ময় রজোগুণ ও মোহাত্মক তমোগুণ। যেহেতু সেই প্রকৃতির কার্য্যে —জগতে সুখ, দুঃখ ও মোহেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—যেমন একটি তরুণী রমণী পতির সম্বন্ধে রতিদায়িনী, এ-জন্য সত্ত্বগুণময়ী, আবার সেই রমণীই মান করিলে পতির দুঃখদায়িনী হইয়া থাকেন, এ-জন্য রাজসী (রজোগুণময়ী), তিনিই আবার বিচ্ছেদ দ্বারা মোহদায়িনী, অতএব তমোগুণময়ী। এইরূপ দৃষ্টান্তে ত্রিগুণাত্মক অন্যান্য সকল পদার্থ বুঝিয়া লইবে। উভয় ইন্দ্রিয়—দশ বাহেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ —এই পাচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানে-ন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় এক মন, এইরূপে একাদশ ইন্দ্রিয়। প্রকৃতি নিত্যা ও বিভু (বিশ্বব্যাপিনী)। 'মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্' প্রকৃতিই সকলের মূল-উপাদানকারণ, মূলের আর কোন মূল থাকে না, অতএব সেই প্রকৃতি নিষ্কারণ, তাঁহার কেহ কারণ নাই। 'ন পরিচ্ছিন্নং সর্ব্বোপাদানম্'—তিনি বিভু অর্থাৎ দেশতঃ কালতঃ স্বরূপতঃ পরিচ্ছেদ-(সীমা) হীন। যে পরিচ্ছিন্ন হয়, সে সকলের উপাদানকারণ হইতে পারে না। 'সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ' সকল স্থানেই তাঁহার কার্য্য দেখা যাইতেছে, এ-জন্য তিনি বিভু। এই তিনটি সূত্র হইতে ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই সাতটি প্রকৃতি ও বিকৃতি (কারণ ও

কার্য্য) উভয়-স্বরূপ। যেহেতু মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি আবার প্রকৃতির বিকৃতি, এইরূপ অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি, মহতের বিকৃতি। পূর্ব্বোক্ত এগারটি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি তত্ত্ব কেবল বিকৃতি-স্বরূপ। কিন্তু পুরুষ (আত্মা) পরিণামহীন বলিয়া কাহারও প্রকৃতি নহে, অর্থাৎ কাহারও কার্য্য নহে ও অপরিণামী এ-জন্য বিকৃতিও নহে। সাংখ্যতত্ত্ব-কারিকাপ্রণেতা ঈশ্বরকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন—যথা, 'মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ··· বিকৃতিঃ পুরুষঃ।' মূল প্রকৃতি কাহারও বিকার নহে, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ-তন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি (উপাদান) ও বিকৃতি (কার্য্য) উভয় স্বরূপ, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি গণ কেবলমাত্র বিকার। কিন্তু পুরুষ কাহার বিকারও নহে, কাহার প্রকৃতিও নহে। সেই প্রকৃতি নিত্যই বিকারজননী, কিন্তু নিজে অচেতন হইয়াও অনেক চেতনের (জীবের) ভোগ ও মোক্ষ সাধন করিয়া থাকেন। যদিও সেই প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকারে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচর, তাহা হইলেও স্বকীয় কার্য্য দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকেন। সেই প্রকৃতি এক হইয়াও সত্ত্বাদি-গুণসমন্বিত বলিয়া পরিণাম শক্তিদ্বারা মহৎ প্রভৃতি নানা বিচিত্র রচনা-পূর্ণ জগৎকে সৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপে প্রকৃতি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণস্বরূপ। আর পুরুষ নিষ্ক্রিয়, সত্ত্বাদি গুণরহিত, বিভু (বিশ্বব্যাপক), চৈতন্যময় প্রকাশস্বরূপ, জীবের প্রত্যেক শরীরমধ্যে ভিন্ন, তাঁহার সত্তার অনুমান দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টির পরার্থতা বশতঃ অর্থাৎ শয্যাদি ভোগ্য দ্রব্য যেমন অন্য এক জনের প্রয়োজননির্ব্বাহক দেখা যায়, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি সমুদায়াত্মক প্রকৃতিও আর এক জনের ভোগ-সম্পাদক, নিজের নহে, সেই পর (অন্য জন) পুরুষ বলিয়া গ্রাহ্য এ-বিষয়ে অনুমানও আছে, প্রধানং পরার্থং স্বেতরস্য ভোগাপবর্গফলকং সঙ্ঘাতত্বাৎ শয্যাদিবৎ। এই অনুমান দ্বারা প্রকৃতির পরার্থতা সিদ্ধ হইয়া পুরুষ—অসংহত, ইহা সিদ্ধ হইল। সেই পুরুষের—বিকার ও ক্রিয়ার অভাবে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অভাব জ্ঞাতব্য। প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব এইরূপ স্থির হইলে সান্নিধ্য-বশতঃ তাহাদের উভয়ের পরস্পর ধর্ম্ম-বিনিময় হয় অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম্ম সুখদুঃখাদি-ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বের আরোপ পুরুষে হয়, আবার জড় প্রকৃতিতে পুরুষধর্ম্ম চৈতন্যের অবভাস হয়। ইহার নাম অধ্যাস। এই প্রকার

অবিবেকবশতঃ (উভয়ের পৃথক্ ধর্ম্মতা জ্ঞানের অভাবে) আত্মার সুখ-দুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে, আবার বিবেকের দ্বারা (পার্থক্যবোধের পর) মুক্তি হইয়া থাকে। পুরুষ প্রকৃতিতে উদাসীন, নিঃসঙ্গ,—এইরূপ সব পদার্থ যুক্তিপূর্ণ সূত্রসমূহ দ্বারা মহর্ষি কপিল গ্রথিত করিয়াছেন। এই প্রক্রিয়াতে উপযোগী প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই তিনটি প্রমাণ মানিলেই সমস্ত প্রমাজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এ-জন্য এই তিনটির অধিক প্রমাণ মানিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে প্রত্যক্ষ ও আগমসিদ্ধ পদার্থ-বিষয়ে বিশেষ কোন বিসংবাদ নাই। কিন্তু অনুমানপ্রমাণ-সিদ্ধ কোন কোনও বস্তু-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি আছে, যেমন 'পরিমাণাৎ' প্রকৃতি জগৎকারণ যেহেতু পরিচ্ছিন্ন পরিমাণবতী। যদিও কতিপয় গুণ পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ হইয়াও জগৎকারণ নহে, এই ব্যভিচার দোষ ঐ অনুমানে ঘটে, তাহাও নহে, কারণ প্রাদেশিক পরিমাণাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-জাতিমত্ত্বই তাহার অর্থ। তাৎপর্য্য এই—কতিপয় গুণের দৈশিক অভাব থাকিলেও সকল গুণের নাই, অতএব ব্যভিচার নাই। প্রধানের জগৎ-কারণতা বিষয়ে আর একটি হেতু উপন্যস্ত করিলেন যথা 'সমন্বয়াৎ'—উপবাসাদি দ্বারা বুদ্ধ্যাদিতত্ত্ব ক্ষীণ হইলেও আবার অন্নাদি গ্রহণ করিলে সেগুলি পুষ্ট হয়, অতএব বুদ্ধ্যাদিতত্ত্ব কার্য্য, ইহা অনুমিত হইতেছে অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম্ম সুখ, দুঃখ ও মোহ যখন মহদাদি কার্য্যে অন্বিত, তখন অনুমান করা যাইতেছে—প্রকৃতি জগতের কারণ, আবার 'শক্তিতঃ' অর্থাৎ কারণের শক্তিতে কার্য্য জন্মায়, যখন দেখা যাইতেছে প্রকৃতির শক্তি অনুসারে মহদাদি কার্য্যও জন্মিতেছে, তখন যাহার শক্তিতে কার্য্য জন্মিতেছে, তাহাই তাহার কারণ, এই ব্যাপ্তি দ্বারা প্রকৃতি অনুমিত। কিন্তু এই মত নিরাস করিতে হইবে, তাহার দ্বারাই তাহাদের সকল মত নিরস্ত হইবে। এক্ষণে তাহাতে সন্দেহ, প্রধান জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ হইবে কিনা? তাহার মীমাংসার্থ পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—হাঁ, প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। প্রমাণ কি? তাহাতে উঁহারা বলেন—জগৎ যখন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক স্বরূপ, তখন তাহার কারণ প্রধানই হইবে; যাহা সত্ত্বাদি গুণত্রয়-বিশিষ্ট, প্রকৃত স্থলে প্রধানই ঐ গুণত্রয়-বিশিষ্ট, অতএব জগতের উপাদান-কারণ। এই অনুমান হইতে উহা সিদ্ধ হইতেছে। যেমন দেখা যায়—ঘটাদি

কার্য্য) উভয়-স্বরূপ। যেহেতু মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি আবার প্রকৃতির বিকৃতি, এইরূপ অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি, মহতের বিকৃতি। পূর্ব্বোক্ত এগারটি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি তত্ত্ব কেবল বিকৃতি-স্বরূপ। কিন্তু পুরুষ (আত্মা) পরিণামহীন বলিয়া কাহারও প্রকৃতি নহে, অর্থাৎ কাহারও কার্য্য নহে ও অপরিণামী এ-জন্য বিকৃতিও নহে। সাংখ্যতত্ত্ব-কারিকাপ্রণেতা ঈশ্বরকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন—যথা, 'মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ··· বিকৃতিঃ পুরুষঃ।' মূল প্রকৃতি কাহারও বিকার নহে, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ-তন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি (উপাদান) ও বিকৃতি (কার্য্য) উভয় স্বরূপ, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি গণ কেবলমাত্র বিকার। কিন্তু পুরুষ কাহার বিকারও নহে, কাহার প্রকৃতিও নহে। সেই প্রকৃতি নিত্যই বিকারজননী, কিন্তু নিজে অচেতন হইয়াও অনেক চেতনের (জীবের) ভোগ ও মোক্ষ সাধন করিয়া থাকেন। যদিও সেই প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকারে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচর, তাহা হইলেও স্বকীয় কার্য্য দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকেন। সেই প্রকৃতি এক হইয়াও সত্ত্বাদি-গুণসমন্বিত বলিয়া পরিণাম শক্তিদ্বারা মহৎ প্রভৃতি নানা বিচিত্র রচনা-পূর্ণ জগৎকে সৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপে প্রকৃতি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণস্বরূপ। আর পুরুষ নিষ্ক্রিয়, সত্ত্বাদি গুণরহিত, বিভু (বিশ্বব্যাপক), চৈতন্যময় প্রকাশস্বরূপ, জীবের প্রত্যেক শরীরমধ্যে ভিন্ন, তাঁহার সত্তার অনুমান দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টির পরার্থতা বশতঃ অর্থাৎ শয্যাদি ভোগ্য দ্রব্য যেমন অন্য এক জনের প্রয়োজননির্ব্বাহক দেখা যায়, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি সমুদায়াত্মক প্রকৃতিও আর এক জনের ভোগ-সম্পাদক, নিজের নহে, সেই পর (অন্য জন) পুরুষ বলিয়া গ্রাহ্য এ-বিষয়ে অনুমানও আছে, প্রধানং পরার্থং স্বেতরস্য ভোগাপবর্গফলকং সঙ্ঘাতত্বাৎ শয্যাদিবৎ। এই অনুমান দ্বারা প্রকৃতির পরার্থতা সিদ্ধ হইয়া পুরুষ—অসংহত, ইহা সিদ্ধ হইল। সেই পুরুষের—বিকার ও ক্রিয়ার অভাবে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অভাব জ্ঞাতব্য। প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব এইরূপ স্থির হইলে সান্নিধ্য-বশতঃ তাহাদের উভয়ের পরস্পর ধর্ম্ম-বিনিময় হয় অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম্ম সুখদুঃখাদি-ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্বের আরোপ পুরুষে হয়, আবার জড় প্রকৃতিতে পুরুষধর্ম্ম চৈতন্যের অবভাস হয়। ইহার নাম অধ্যাস। এই প্রকার

অবিবেকবশতঃ (উভয়ের পৃথক্ ধর্ম্মতা জ্ঞানের অভাবে) আত্মার সুখ-দুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে, আবার বিবেকের দ্বারা (পার্থক্যবোধের পর) মুক্তি হইয়া থাকে। পুরুষ প্রকৃতিতে উদাসীন, নিঃসঙ্গ,—এইরূপ সব পদার্থ যুক্তিপূর্ণ সূত্রসমূহ দ্বারা মহর্ষি কপিল গ্রথিত করিয়াছেন। এই প্রক্রিয়াতে উপযোগী প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই তিনটি প্রমাণ মানিলেই সমস্ত প্রমাজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এ-জন্য এই তিনটির অধিক প্রমাণ মানিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে প্রত্যক্ষ ও আগমসিদ্ধ পদার্থ-বিষয়ে বিশেষ কোন বিসংবাদ নাই। কিন্তু অনুমানপ্রমাণ-সিদ্ধ কোন কোনও বস্তু-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি আছে, যেমন 'পরিমাণাৎ' প্রকৃতি জগৎকারণ যেহেতু পরিচ্ছিন্ন পরিমাণবতী। যদিও কতিপয় গুণ পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ হইয়াও জগৎকারণ নহে, এই ব্যভিচার দোষ ঐ অনুমানে ঘটে, তাহাও নহে, কারণ প্রাদেশিক পরিমাণাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-জাতিমত্ত্বই তাহার অর্থ। তাৎপর্য্য এই—কতিপয় গুণের দৈশিক অভাব থাকিলেও সকল গুণের নাই, অতএব ব্যভিচার নাই। প্রধানের জগৎ-কারণতা বিষয়ে আর একটি হেতু উপন্যস্ত করিলেন যথা 'সমন্বয়াৎ'—উপবাসাদি দ্বারা বুদ্ধ্যাদিতত্ত্ব ক্ষীণ হইলেও আবার অন্নাদি গ্রহণ করিলে সেগুলি পুষ্ট হয়, অতএব বুদ্ধ্যাদিতত্ত্ব কার্য্য, ইহা অনুমিত হইতেছে অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম্ম সুখ, দুঃখ ও মোহ যখন মহদাদি কার্য্যে অন্বিত, তখন অনুমান করা যাইতেছে—প্রকৃতি জগতের কারণ, আবার 'শক্তিতঃ' অর্থাৎ কারণের শক্তিতে কার্য্য জন্মায়, যখন দেখা যাইতেছে প্রকৃতির শক্তি অনুসারে মহদাদি কার্য্যও জন্মিতেছে, তখন যাহার শক্তিতে কার্য্য জন্মিতেছে, তাহাই তাহার কারণ, এই ব্যাপ্তি দ্বারা প্রকৃতি অনুমিত। কিন্তু এই মত নিরাস করিতে হইবে, তাহার দ্বারাই তাহাদের সকল মত নিরস্ত হইবে। এক্ষণে তাহাতে সন্দেহ, প্রধান জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ হইবে কিনা? তাহার মীমাংসার্থ পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—হাঁ, প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। প্রমাণ কি? তাহাতে উঁহারা বলেন—জগৎ যখন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক স্বরূপ, তখন তাহার কারণ প্রধানই হইবে; যাহা সত্ত্বাদি গুণত্রয়-বিশিষ্ট, প্রকৃত স্থলে প্রধানই ঐ গুণত্রয়-বিশিষ্ট, অতএব জগতের উপাদান-কারণ। এই অনুমান হইতে উহা সিদ্ধ হইতেছে। যেমন দেখা যায়—ঘটাদি

কার্য্যের উপাদান তাহার সজাতীয় মৃত্তিকা। আপত্তি হইতে পারে, যদি তাহাই হয়, তবে প্রকৃতি জড়, কিন্তু তাহার কার্য্য সক্রিয় কেন? তাহার উত্তর—যেমন বৃক্ষ ফলিতেছে, জল চলিতেছে—এইরূপ জড় প্রকৃতিরও কর্তৃত্ব উপপন্ন। অতএব প্রধানই জগতের উপাদান এবং কর্ত্তা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ। এইরূপ বাদ স্থির হইলে সূত্রকার সমাধান করিতেছেন—

মঙ্গলাচরণ-টীকা—ইদানীং পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানসিদ্ধয়ে শাস্ত্রদেশিকস্তুতি-রূপং মঙ্গলমাচরন্ পদার্থং সূচয়তি—কৃষ্ণেতি। কপিলবুদ্ধজৈনা জগদনীশ্বর-মাহুঃ। প্রধানেন জগদ্ভবতীতি কপিলঃ। পরমাণুভিরিতি বুদ্ধো জৈনশ্চ জ্ঞানমেব। শূন্যং জগদিতি বুদ্ধৈকদেশিনঃ, জগৎকর্ত্তা কোঽপি নাস্তীত্যেষাং সর্ব্বেষাং রাদ্ধান্তঃ। যে চ কণাদপতঞ্জলিপ্রভৃতয় ঈশ্বরবাদিন ইব দৃশ্যন্তে তেঽপি বস্তুতোঽনীশ্বরা এব বেদোক্তেশ্বরাস্বীকারাৎ। ইত্থঞ্চ কপিলাদিবাগ্-জালকণ্টকাপূরিতে জগতি তস্য সুকোমলাঙ্ঘ্রেরীশ্বরস্য সঞ্চারং দুঃশক্যং বিলোক্য তদ্বিমুখং তদ্‌বিজ্ঞায়েত্যর্থঃ। কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসঃ সদ্যুক্তিরূপেণ খড়্গেন কপিলাদিবাক্‌কণ্টকান্ চিচ্ছেদ। তদেবং নিষ্কণ্টকে ভক্তিবন্যয়া স্নিগ্ধে তত্র শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ সুখং বিক্রীড়তি সাংখ্যাদিমতানি বিনির্ধূ্য় তদ্ভক্তিং প্রচারয়ামাসেত্যর্থঃ॥ ১॥

মঙ্গলাচরণ-টীকানুবাদ—ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়েতি। এই দ্বিতীয়পাদে বাদি-পক্ষ নিরাসের জন্য ভাষ্যকার সূত্রকর্ত্তা আচার্য্যের অভীষ্ট দেবতার স্তুতিরূপ মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক এই দ্বিতীয় পাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সূচনা করিতেছেন—'কৃষ্ণদ্বৈপায়নং নৌমীত্যাদি' দ্বারা। কপিল-বুদ্ধ-জৈন ইঁহারা জগৎকে অনীশ্বর বলেন, তন্মধ্যে কপিলের মত—প্রকৃতি দ্বারা জগৎ হইয়া থাকে। বুদ্ধমতে পরমাণু দ্বারা, জৈন জগৎকে বিজ্ঞানস্বরূপ, কতিপয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় জগৎশূন্য, সুতরাং জগতের কর্ত্তা কেহই নাই, ইহাই ইঁহাদের সকলের সিদ্ধান্ত। আর যে কণাদ, পতঞ্জলি প্রভৃতি দার্শনিক আছেন, তাঁহারা ঈশ্বরবাদী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ বা ফলতঃ অনীশ্বরবাদী; কেন না তাঁহারা বেদবর্ণিত ঈশ্বর মানেন না। এইরূপে কপিলাদির বাগ্‌জালরূপ কণ্টকাকীর্ণ জগতে সেই সুকোমল পদারবিন্দবিশিষ্ট শ্রীহরির সঞ্চরণ দুঃশক্য দেখিয়া অর্থাৎ লোককে ঈশ্বরের বিমুখ বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সদ্যুক্তিরূপ খড়্গ দ্বারা কপিলাদির বাক্যজালরূপ কণ্টক ছেদন করিয়াছেন। এইরূপে ভক্তিবন্যার

প্রবাহে স্নিগ্ধ নিষ্কণ্টক জগতে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সুখে ক্রীড়া করিবেন। এই মনে করিয়া সাংখ্যাদিমত উন্মূলিত করতঃ কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিয়াছেন—ইহাই মর্ম্মার্থ।

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বোত্তরয়োঃ পাদয়োরর্থসঙ্গতিং দর্শয়তি **স্বপক্ষ** ইত্যাদিনা। এতাবতা গ্রন্থেন মুমুক্ষূণাং সম্যগ্ জ্ঞানায় **বেদান্তানাং** ব্রহ্মণি সমন্বয়ং প্রতিপাদ্য তত্র পরৈরুদ্ভাবিতান্ দোষান্ **নিরস্য স্বপক্ষো** দৃঢ়ীকৃতঃ। ইদানীং তেষাং বেদান্তসিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ-**প্রবৃত্তয়ে পরপক্ষাক্ষেপকঃ** পঞ্চচত্বারিংশৎসূত্রকোঽষ্টাধিকরণকো দ্বিতীয়ঃ **পাদোঽয়মারভ্যত** ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বত্র বেদান্তবাক্যানাং প্রধানাদিপরত্বভ্রমো **নিবর্ত্তিতঃ।** ইহ তু শ্রুতিনিরপেক্ষাণাং প্রধানাদিসাধিকানাং স্মৃতীনাং যুক্ত্যা-**ভাসময়তয়া** প্রত্যাখ্যানমিতি ন পুনরুক্তিঃ। সমন্বয়বিরোধনিরাসকেন স্বপক্ষ-**স্থাপকেন প্রথমপাদেনাস্য** দ্বিতীয়পাদস্যোপজীব্যোপজীবকভাবঃ সঙ্গতিঃ। **স্বপক্ষস্থাপনেন** বিনা পরপক্ষনিরাসাযোগাৎ সর্ব্বৈরধিকরণৈঃ পরপক্ষাক্ষেপাৎ **পাদসঙ্গতিঃ।** পূর্ব্বোত্তরাধিকরণয়োরাক্ষেপলক্ষণাবান্তরসঙ্গতিশ্চ। সর্ব্বধর্ম্মো-**পপত্তেশ্চেত্যত্র** জগদুপাদানত্বেঽপি তদ্দোষাস্পৃষ্টত্বং জগৎকর্তৃত্বেঽপি খেদাদি-**শূন্যত্বমিত্যাদয়ো** গুণা ব্রহ্মণীব প্রধানেঽপ্যুপপদ্যেরন্নিত্যাক্ষেপস্যাত্রানিরাসাৎ। **ফলং স্বাপাদপূর্ত্তেঃ।** পরমতযুক্তিবিরোধাবিরোধাভ্যাং সমন্বয়াসিদ্ধিতৎসিদ্ধী **বিবেচ্যে।** তত্রেতি। তাবদাদাবিহ প্রধানমচেতনং বিশ্বকারণমিতি কপিল-**সিদ্ধান্তো বিষয়ঃ।** সন্দিহ্যমানস্যৈবাধিকরণবিষয়ত্বাৎ। সোঽত্র প্রমাণমূলো **ভ্রমমূলো** বেতি সন্দিহ্যতে। তং প্রমাণমূলং বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি **সাংখ্যাচার্য্য** ইত্যাদিনা। তানি চেতি। তানি সত্ত্বরজস্তমাংসি লাঘবপ্রকাশ-**চলনোপষ্টম্ভন**গৌরবাবরণধর্ম্মাণি চ ক্রমাদ্বোধ্যানীতি চশব্দাৎ। মূলে ইতি। **মূলং প্রধানমমূলমকারণং** ভবতি। ন হি মূলস্য মূলং দৃষ্টমস্তীতি। তেন **প্রধানস্য** নিত্যত্বমুক্তম্। ন পরিচ্ছিন্নমিত্যাদিদ্বয়েন তু বিভুত্বঞ্চ। মূল-**প্রকৃতিরিত্যে**তদ্‌ব্যাখ্যাতপ্রায়মেব। সেতি নিত্যবিকারা প্রতিসর্গেঽপি **সজাতীয়পরিণামস্য** সত্ত্বাৎ তৎকার্য্যেণানুমীয়ত ইতি। যথাহ কপিলঃ—**স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য** বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাং তৈরহঙ্কারস্য তেনান্তঃকরণস্য, ততঃ **প্রকৃতেরিতি।** সজ্জাতেতি। যদাহ সঃ। সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্যেতি। **যথা সংহতং শয্যাদি পরার্থং** দৃষ্টমেবং সংহতং প্রধানং পরার্থং ভবেৎ।

পরন্তু পুরুষ এবাসংহত ইতি সূত্রার্থঃ। প্রকৃত্যৌদাসীন্যবপুরিতি। প্রকৃতৌ যৎ পুরুষস্যৌদাসীন্যং স তস্য মোক্ষঃ ইত্যর্থঃ। ত্রিবিধমিতি। প্রত্যক্ষানুমানশব্দরূপং ত্রিবিধমেব প্রমাণং নাধিকং তত্রৈব সর্ব্বেষামুপমানাদীনামন্তর্ভাবাদিত্যর্থঃ। এতচ্চাকরেষু দৃশ্যম্। যত্ত্বিতি। পরিমাণাদিত্যস্যার্থঃ। মহদাদীনাং পারিমিত্যাৎ তৎকারণম্ পরিমিতং বোধ্যম্। তচ্চ প্রধানমেবেতি। সমন্বয়াদিত্যস্যার্থঃ। সুখদুঃখমোহানাং প্রধানধর্ম্মাণাং তৎকার্য্যেষু মহদাদিম্বন্বিতত্বাৎ প্রধানমেব তৎকারণমিতি। তদেবাহ শক্তিতশ্চেতি। অস্যার্থঃ—কারণশক্ত্যা কার্য্যং প্রবর্ত্ততে। মহদাদয়ঃ প্রকৃত্যনুরূপেণ কার্য্যং জনয়ন্তি। অন্যথা ক্ষীণাঃ সন্তঃ কার্য্যং ন জনয়েয়ুঃ। ততশ্চ যচ্ছক্ত্যা তে প্রবর্ত্তন্তে তৎ তেষাং কারণম্। তচ্চ প্রধানমেবেতি। তত্রেতি। তথা জগন্নিমিত্তোপাদনম্। ফলতীতি। ফলনে বৃক্ষস্য কর্ত্তৃত্বং চলনে তু জলস্যেত্যর্থঃ। তস্মাৎ তদুভয়ত্বং প্রধানস্যৈবেতি প্রাপ্তে রচনেতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর পূর্ব্ব ও উত্তরপাদ (প্রথম-দ্বিতীয়পাদ) এই দুইটির পরস্পর অর্থসঙ্গতি দেখাইতেছেন—স্বপক্ষে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। অর্থাৎ প্রথম পাদের বর্ণিত বিষয় দ্বারা মুক্তিকামী ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মবিষয়ক সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বেদান্তবাক্য সমুদায়ের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রতিপাদন করিয়া সেই সমন্বয়ে বিরুদ্ধবাদীরা যে সমস্ত দোষ উদ্ভাবন করিয়াছে, সেগুলি নিরাস করিয়া স্বমত দৃঢ় করিয়াছেন। এই পাদে সেই বেদান্তবাক্য সমুদায়ের নিঃসন্দেহে প্রবর্ত্তনের জন্য বাদী পক্ষের আক্ষেপক অর্থাৎ নিরাসক পঁয়তাল্লিশটি সূত্রে ও আটটি অধিকরণে নিবদ্ধ এই দ্বিতীয় পাদ আরব্ধ হইতেছে। পূর্ব্বপাদে বেদান্তবাক্যগুলির প্রধানাদিতে তাৎপর্য্যের ভ্রম দূর করা হইয়াছে; এই পাদে শ্রুতিনিরপেক্ষ প্রধানাদি-সাধিকা স্মৃতিগুলির দুষ্ট যুক্তিময়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাহার দ্বারা তাহাদের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে; এ-জন্য পুনরুক্তি দোষ হইল না। প্রথম পাদে ব্রহ্ম-সমন্বয়ের বিরোধনিরাস ও স্বপক্ষ স্থাপন করা হইয়াছে, অতএব তাহার সহিত এই দ্বিতীয় পাদের উপজীব্যোপজীবকভাবরূপ সঙ্গতি। স্বপক্ষ-স্থাপন ব্যতিরেকে পরপক্ষ-নিরাস হয় না, এ-জন্য এই পাদের সকল অধিকরণের দ্বারা পরপক্ষের আক্ষেপ (প্রতিবাদ) করা হইয়াছে। অতএব পাদসঙ্গতিও আছে। পূর্ব্ব এবং উত্তর (পর) অধিকরণদ্বয়ের আক্ষেপস্বরূপ অবান্তর সঙ্গতিও আছে; যেহেতু

'সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ' এই সূত্রে ব্রহ্মের জগদুপাদান-কারণতা সত্ত্বেও দোষলেশের সম্পর্কাভাব এবং জগৎসৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার ক্লেশাভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই সকল গুণ যেমন ব্রহ্মে বর্ত্তমান, সেইরূপ প্রকৃতিতেও সঙ্গত, এই আক্ষেপের তো নিরাস হয় নাই। এই আক্ষেপের ফল কি, তাহা এই পাদ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত কথিত হইবে। অতঃপর বাদিমতে প্রদর্শিত যুক্তির কোন কোন অংশে অসঙ্গতি এবং সঙ্গতি দ্বারা সমন্বয়ের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি,—তাহাই বিচারণীয়। তত্র তাবৎসাংখ্যানামিত্যাদি—তাবৎ—প্রথমে। এক্ষণে প্রকৃতির কারণতাবাদে পঞ্চাঙ্গ প্রদর্শিত হইতেছে। তাহাতে বিষয়—অচেতন প্রকৃতি জগৎকারণ এই কপিলসিদ্ধান্ত। যেহেতু যাহা সন্দেহবিষয়ীভূত হয়, তাহাকেই বিষয় ধরিতে হয়। সেই বিষয়টি এখানে সন্দেহ করা হইতেছে, ইহা কি সপ্রমাণ, না ভ্রমমূলক? বাদীরা উহাকে প্রমাণমূলক বলেন; তাহাই বলিবার জন্য তাহার প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—'সাংখ্যাচার্য্যঃ কপিলস্তত্ত্বানি' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। তানি চ ইত্যাদি—তানি তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তাহাদের ধর্ম্ম যথাক্রমে লঘুতা ও প্রকাশ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম; চাঞ্চল্য ও বিক্ষেপ অর্থাৎ স্বরূপতিরোধানপূর্ব্বক অস্বরূপে আবদ্ধীকরণ—ইহা রজোগুণের কার্য্য; গৌরব ও আবরণ তমোগুণের ধর্ম্ম। এগুলিও জ্ঞাতব্য, ভাষ্যোক্ত 'তানি চ' এই 'চ' শব্দ দ্বারা। 'মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্' এই সূত্রার্থ যথা—মূল—প্রধান বা প্রকৃতি, অমূলং—কারণহীন হইতেছে, হেতু—মূলাভাবাৎ—কারণের অভাবে। যেহেতু যে সকলের মূল, তাহার মূল কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ফলে প্রধানের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইল। 'ন পরিচ্ছিন্নং সর্ব্বোপাদানম্' ইত্যাদি দুইটি সূত্রদ্বারা প্রধানের বিভুত্বও বলা হইল। 'মূল প্রকৃতিরবিকৃতিঃ' ইত্যাদি ঈশ্বরকৃষ্ণের-কারিকা একপ্রকার ব্যাখ্যাতই আছে। 'সা খলু প্রকৃতিরিত্যাদি'—সা—নিত্যবিকারময়ী, যেহেতু প্রতি সৃষ্টিতেই সজাতীয় পরিণাম হইয়া থাকে। তৎকার্য্যেণানুমীয়ত ইতি—তৎ—সেই প্রধান কার্য্যদ্বারা অনুমিত হয়, কপিল যে প্রকার বলিতেছেন—স্থূল পঞ্চমহাভূত হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রের, আবার বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা অহঙ্কারের, অহঙ্কাররূপ কার্য্য দ্বারা অন্তঃকরণের অর্থাৎ মহদাখ্যবুদ্ধিতত্ত্বের, মহত্তত্ত্ব নামক কার্য্য হইতে প্রকৃতির অনুমান হইয়া থাকে। সঙ্ঘাতপরার্থত্বাদিতি, যাহা

সেই কপিল বলিয়াছেন—'সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য' এই সূত্র। ইহার তাৎপর্য্য—যেমন শয্যাদি-সমষ্টি পরপ্রয়োজনে লাগে দেখা যায়, এইরূপ প্রধান ও মহদাদি সমষ্টি অপরের প্রয়োজনে লাগিবে, কিন্তু পুরুষই কেবল সংহত নহে। প্রকৃত্যৌদাসীন্যবপুরিতি—এই সূত্রের অর্থ যথা—প্রকৃতিতে যে পুরুষের ঔদাসীন্য, তাহাই তাহার মুক্তি। ত্রিবিধমিত্যাদি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দস্বরূপ প্রমাণ তিন প্রকারই, অধিক নহে। অর্থাৎ যেহেতু ঐ তিনটি প্রমাণের মধ্যেই উপমান, অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণের অন্তর্ভাব, ইহা আকরগ্রন্থে অনুসন্ধেয়। যত্তু ইত্যাদি—'পরিমাণাৎ' এই সূত্রের অর্থ—মহদাদি কার্য্যের পরিমাণ পরিমিত, অতএব তাহার কারণ পরিমাণ-হীন—বিভু, তাহা প্রকৃতিই। 'সমন্বয়াৎ' এই সূত্রের অর্থ—সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রধানের ধর্ম্ম, তাহারা প্রধানের কার্য্য মহদাদিতে অনুস্যূত, এ-জন্য তাহাদের কারণ প্রধানই। তাহারই পরিচয় দিতেছেন—'শক্তিতশ্চ' এই সূত্রে ইহার অর্থ—কারণের শক্তিদ্বারা কার্য্যের প্রবৃত্তি হয়, মহদাদি প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য জন্মায়, তাহা না হইলে অর্থাৎ শক্তিহীন হইলে কার্য্য জন্মাইবে না, অতএব যাহার শক্তিবশে কার্য্য জন্মিতেছে, সেই তাহাদের কারণ, ফলে উহা প্রধানই। তত্রেতি—সেই প্রকার জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদান-কারণরূপ ফল সিদ্ধ হইতেছে। ফলজননে বৃক্ষের কর্ত্তৃত্ব, চলনে জলের কর্ত্তৃত্ব, অতএব উপাদানকারণত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব এই উভয় প্রধানেরই। এই পূর্ব্বপক্ষীর কথায় 'রচনা' ইত্যাদি সমাধান-সূত্র।

রচনানুপপত্তেরিত্যধিকরণম্

সূত্রম্—রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—'নানুমানং'—জগতের হেতুরূপে যে জড় প্রধানকে অনুমান করা যায়, তাহা সঙ্গত নহে অর্থাৎ প্রধান জগতের উপাদানও নহে, নিমিত্তকারণও নহে, কারণ কি? উত্তর—'রচনানুপপত্তেশ্চ' এই বিচিত্র জগদ্ রচনা চেতন-পদার্থ দ্বারা অনধিষ্ঠিত কোন জড় পদার্থ করিতে পারে না, 'চ' শব্দ দ্বারাও বলা হইতেছে যে, কার্য্যের মধ্যে কারণ প্রকৃতির অন্বয়ও নাই ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অনুমীয়তে জগদ্ধেতুতয়েত্যনুমানং জড়ং প্রধানম্। তন্ন জগদুপাদানং ন চ তন্নিমিত্তম্। কুতঃ? রচনেতি। বিচিত্রজগদ্রচনায়াশ্চেতনানধিষ্ঠিতেন জড়েন তেনাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। ন খলু চেতনানধিষ্ঠিতৈরিষ্টকাদিভিঃ প্রাসাদাদিরচনা সিদ্ধা লোকে। চ-শব্দেনান্বয়ানুপপত্তিঃ সমুচ্চিতা। ন হি বাহ্যা ঘটাদয়ঃ সুখাদিরূপ-তয়ান্বিতাঃ। সুখাদীনামান্তরত্বাৎ ঘটাদীনাং সুখাদিহেতুত্বাৎ তদ্রূপ-ত্বাপ্রতীতেশ্চ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'অনুমানং'—জগতের হেতুরূপে যে জড়প্রকৃতিকে অনুমান করিতেছ, সেই জড়প্রকৃতি জগতের উপাদানকারণও নহে, আবার নিমিত্ত-কারণও নহে। কি হেতু? তাহা বলিতেছি—'রচনানুপপত্তেশ্চ'—অর্থাৎ বিচিত্র জগৎসৃষ্টি কোন চেতন পদার্থ দ্বারা অনধিষ্ঠিত জড় প্রধান দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহার নিদর্শন—চেতন শিল্পীর পরিচালনা ব্যতীত ইষ্টক প্রভৃতি প্রাসাদের উপকরণ দ্বারা প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ সম্পন্ন হয় না। আর একটি হেতু আছে, কারণের অনুবৃত্তি কার্য্যে হয়, ইহা যে বলিয়াছ তাহারও অনুপপত্তি, তাহাও অনুপপন্ন, ইহা সূত্রস্থ 'চ' শব্দ দ্বারা প্রদর্শিত হইল। তাহার উদাহরণ—বাহ্য ঘটাদি বস্তু কখনও সুখাদিস্বরূপেরদ্বারা অন্বিত নহে, কারণ—সুখ-দুঃখ-মোহ—অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। কারণ—ঘট প্রভৃতির সুখাদির কারণ বলিয়া যে সুখাদিরূপত্ব বলিতেছ, তাহাও প্রতীতি সিদ্ধ নহে ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—রচনেতি। বিচিত্রেতি। লোকে বিচিত্রাঃ প্রাসাদাদয়ো বিচিত্রশিল্পবিষয়কেণ জ্ঞানেন রচ্যমানা দৃষ্টা ইত্যর্থঃ। তদ্রূপত্বেতি। সুখাদি-রূপত্বানবগমাদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—ভাষ্য—বিচিত্রজগদ্রচনায়ামিত্যাদি। লৌকিক ব্যাপারে দেখা যায়, বিচিত্র শিল্পবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা বিচিত্র রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি বিরচিত হইতেছে। 'তদ্রূপত্বাপ্রতীতেশ্চ' ইতি অর্থাৎ সুখাদিস্বরূপত্ব যেহেতু অবগত হয় না একারণেও ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান পাদেও সর্ব্ব প্রথমে ভাষ্যকার সূত্রকর্ত্তার স্তুতি-রূপ মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক গ্রন্থের সূচনা করিতেছেন। পূর্ব্ব পাদে বিভিন্ন মতবাদিগণের উদ্ভাবিত দোষ সমূহ নিরাস করতঃ বর্ত্তমান পাদে সেই

সকল পরপক্ষের দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বপক্ষ দৃঢ় করিতেছেন; যাহাতে লোক সমূহ প্রকৃত বৈদিক পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ সকল নিরীশ্বর-বাদিগণের কুমত আশ্রয় পূর্ব্বক অনর্থ-সাগরে নিপতিত না হয়। কপিল, বুদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নাস্তিকগণ স্পষ্টতঃই জগৎকে অনীশ্বর বলিয়াছেন, আর কণাদ, পতঞ্জলি প্রভৃতি আপাত দৃষ্টিতে ঈশ্বরবাদী বলিয়া প্রতীত হইলেও বৈদিকসিদ্ধান্তানুযায়ী ঈশ্বর স্বীকার না করায় উঁহারাও নিরীশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। পরম করুণাময় শ্রীব্যাসদেব জীবকুলকে উদ্ধার করিবার মানসে ঐ সকল কুমত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই সদ্যুক্তি-পূর্ণ বেদান্তশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে বর্ত্তমান পাদে তিনি সাংখ্যাচার্য্য নিরীশ্বর কপিলের মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ভাষ্যকার আচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তদীয় ভাষ্যে ও টীকার অবতরণিকায় সাংখ্যমত উল্লেখ পূর্ব্বক তাহার খণ্ডন দেখাইয়াছেন, বর্ণিত বিষয়গুলি অনুবাদেও প্রকাশ করা হইয়াছে। উহা তথায় দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকার 'পরিমাণাৎ', 'সমন্বয়াৎ' এবং 'শক্তিতঃ' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা প্রধানকেই যে জগতের কারণ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তাহা নিরাস হইলে তদ্দ্বারাই তাহাদের সর্ব্বমত খণ্ডিত হইবে। এক্ষণে প্রধান জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইতে পারে কি না? এইরূপ সংশয়স্থলে তাঁহারা বলেন,—প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। যুক্তিস্বরূপে বলেন—জগতের সাত্ত্বিকাদি রূপ এবং প্রধানেরও সত্ত্বাদিরূপ, সুতরাং জগতের উপাদান প্রধান, ইহা অনুমান করা যায়। যেমন ঘটাদিকার্য্যের উপাদানরূপে তৎসজাতীয় মৃত্তিকাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি বলা যায়—প্রকৃতি জড়, সুতরাং তাহার কর্ত্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব? ইহার উত্তরে বলেন,—যেমন বৃক্ষ ফলিতেছে, জল চলিতেছে, সুতরাং প্রকৃতি জড় হইলেও জগতের কর্ত্তা বা নিমিত্তকারণ হইতে পারে। কপিলের এইরূপ মত স্থিরীকৃত হইলে তাহা লোকের নিকট আপাততঃ যুক্তিপূর্ণ দেখাইলেও উহা যে ভ্রমাত্মক, তাহাই প্রদর্শনের নিমিত্ত সূত্রকার বলিতেছেন—জগতের হেতুরূপে প্রধানকে অনুমান করা অসঙ্গত; কারণ বিচিত্র জগতের রচনার পক্ষে কোন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কেবল জড়ের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায় যে, কোন গৃহাদি নির্ম্মাণ-ব্যাপারে কেবল ইষ্টকাদি দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না, কোন চেতন শিল্পীর কর্ত্তৃত্ব প্রয়োজন হইয়া থাকে, তদ্রূপ চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত প্রধানেরও জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। প্রকৃতিবাদী আর একটি যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, কারণের অনুবৃত্তি কার্য্যে হইয়া থাকে, তাহারও অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। কারণ বাহ্য ঘটাদি সুখ-দুঃখাদির দ্বারা অন্বিত নহে; যেহেতু সুখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, উহা বাহিরের বস্তুতে কখনও থাকে না। অতএব ঘটাদির সুখাদির হেতুত্ব হইতে সুখাদিরূপতার প্রতীতিও সম্ভব নহে।

এমতাবস্থায় ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীভগবানের কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত অর্থাৎ উপাদান কারণতা ও নিমিত্ত-কারণতা ব্যতিরেকে জড়া প্রকৃতি এই বিচিত্র জগৎ-সৃষ্টির একমাত্র কারণ হইতে পারে না। এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অস্রাক্ষীদ্ভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়া।
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতদ্ভূয়ঃ প্রত্যপিধাস্যতি॥" (ভাঃ ৩।৭।৪)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ত্রিগুণময়ী নিজমায়ার দ্বারা অর্থাৎ স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার দ্বারাই পালন করেন ও নিজেতে লীন করিবেন।

আরও পাওয়া যায়,—

"স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥" (ভাঃ ৩।২৬।৪)

এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকও আলোচ্য ঃ—

"দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥" (ভাঃ ৩।২৬।১৯)

"প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ।
পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাদ্দ্বয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্॥" (ভাঃ ১০।৮৫।৬)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥" (গীঃ ৯।১০)

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাই,—

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ···ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ" (৪।৯-১০)। ঐতরেয়োপনিষদেও পাওয়া যায়, "স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা" (১।১।১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি হইয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে, 'নিমিত্ত' 'উপাদান' লইয়া॥
আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ
অদ্বৈতরূপে 'উপাদান' হন নারায়ণ॥
'নিমিত্তাংশে' করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
'উপাদান' অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥
যদ্যপি সাংখ্য মানে 'প্রধান'-কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন॥
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি' প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয় ত' নির্ম্মাণে॥" (চৈঃ চঃ আদি ৬।১৫-১৯)

আরও পাই,—

"জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল—জগৎ কারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলস্তন॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৫।৫৯-৬১) ॥ ১ ॥

জড়ের কর্ত্তৃত্ববাদ খণ্ডন—

সূত্রম্—প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—জড় পদার্থ চেতন পদার্থ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে তবে তাহার চেষ্টা সম্ভব হয়, অতএব জড় প্রধান জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে না॥ ২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জড়স্য চেতনাধিষ্ঠিতত্বে সতীতি শেষঃ যস্মিন্নধিষ্ঠাতরি সতি জড়ং প্রবর্ত্ততে তস্যৈব সা প্রবৃত্তিরিতি নিশ্চিতং রথসূতাদৌ। ইত্থঞ্চ ফলতীত্যাদিকং প্রত্যুক্তম্। তত্রাপি চেতনাধিষ্ঠিতত্বাৎ তচ্চান্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ। এতৎ পরত্র স্ফুটীভাবি। চোঽবধারণে। অহং করোমীতি চেতনস্যৈব প্রবৃত্তিদর্শনাৎ জড়স্য কর্ত্তৃত্বং নেতি বা। ননু প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সন্নিধিমাত্রেণ মিথো ধর্ম্মাধ্যাসাৎ জগদ্রচনোপপত্তিরিতি চেদুচ্যতে—অধ্যাসহেতুঃ সন্নিধিঃ, কিং তয়োঃ সদ্ভাবঃ? কিংবা প্রকৃতিপুরুষগতঃ কশ্চিদ্বিকার ইতি? নাদ্যঃ, মুক্তানামপ্যধ্যাসপ্রসঙ্গাৎ। অন্ত্যোঽপি ন তাবৎ প্রকৃতিগতো বিকারঃ, অধ্যাসকার্য্যতয়াভিমতস্য তস্যাধ্যাসহেতুত্বাযোগাৎ; ন চ পুরুষগতঃ, অস্বীকারাৎ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রে 'জড়স্য চেতনাধিষ্ঠিতত্বে সতি' এই বাক্যাংশটুকু অধ্যাহার করিতে হইবে। অতএব সমুদায়ার্থ হইতেছে, জড় বস্তু চেতন কর্ত্তৃক চালিত হইলেই তাহার চেষ্টা হয়, অতএব যে অধিষ্ঠাতা থাকিলে জড় কার্য্য করে, সে চেষ্টা সেই অধিষ্ঠাতার, ইহাই নিশ্চিত, যেমন রথের গমনাদি চেষ্টা স্বতঃ নহে কিন্তু সারথির অধিষ্ঠানে ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে 'বৃক্ষঃ ফলতি, জলং চলতি' ইত্যাদি স্থলে জড়ের কর্ত্তৃত্ববাদ খণ্ডিত হইল। এই প্রধানের কর্ত্তৃত্ব বিষয়েও তাহার চেতনাধিষ্ঠিতত্ব আছে, (অতএব প্রধান জগৎকর্ত্তা নহে) তাহাও অন্তর্যামী ব্রাহ্মণবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। এ-সব কথা পরে পরিষ্কার হইবে। সূত্রস্থ 'চ' শব্দের অর্থ অবধারণ, অর্থাৎ প্রবৃত্তিবশতঃই প্রধান জগৎকর্ত্তা নহে। অথবা এই সূত্রের অন্য ব্যাখ্যাও করা যায়। যথা—আমি করিতেছি ইহা বলিলে যেহেতু কোন চেতন পদার্থের প্রবৃত্তি দেখা যায়, অতএব জড়ের কর্ত্তৃত্ব নহে। যদি বল, প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর যে সন্নিধিমাত্র দ্বারা পরস্পর ধর্ম্মের অধ্যাস হয় এবং সেই অধ্যাসবশে জগৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহাতে অনুপপত্তি কি? ইহার উত্তরে বলিতেছি—তুমি যে সন্নিধিকে অধ্যাসের (অতদ্বস্তুতে তদ্বস্তু আরোপের) কারণ বলিতেছ, সেই সন্নিধি কাহাকে বলে? প্রকৃতি ও পুরুষের

সত্তা? অথবা প্রকৃতি ও পুরুষনিষ্ঠ কোনও বিকার (অবস্থান্তর)? ইঁহাদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ সত্তাকে অধ্যাসের হেতু বলিতে পার না; যেহেতু তাহা হইলে মুক্ত পুরুষদিগেরও সেই অধ্যাস হইয়া পড়ে, আবার শেষ পক্ষ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষনিষ্ঠ বিকারকেও সন্নিধি বলা যায় না; কারণ—প্রকৃতিগত বিকারকে অধ্যাসের কারণ বলিলে যাহা (দেহাদি প্রকৃতি বিকার) অধ্যাসের কার্য্যরূপে স্বীকৃত, তাহা সেই অধ্যাসের কারণ কিরূপে হইবে? আবার পুরুষগত বিকারও বলা যায় না, যেহেতু পুরুষ নির্ব্বিকার বলিয়াই শ্রুত আছে, বিকার তাঁহার স্বীকৃতই নহে॥ ২॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রবৃত্তেরিতি। ইত্থঞ্চেতি জড়স্য কর্ত্তৃত্বং ক্ষতমিত্যর্থঃ। ব্যাখ্যান্তরমাহ অহমিত্যাদিনা। আশঙ্কতে নন্বিতি। তস্যেতি প্রকৃতিগত-বিকারস্যেত্যর্থঃ॥ ২॥

টীকানুবাদ—ইত্থঞ্চেত্যাদি—এইরূপে জড় প্রধানের জগৎ কর্ত্তৃত্ব-বাদ খণ্ডিত হইল। 'প্রবৃত্তেশ্চ' এই সূত্রের অন্য ব্যাখ্যা বলিতেছেন—'অহং করোমীত্যাদি' বাক্যদ্বারা। নন্ু ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন—অধ্যাসকার্য্যতয়াভিমতস্য তস্যেতি—তস্য—অর্থাৎ প্রকৃতিগত বিকারের অধ্যাসে কারণত্ব থাকিতে পারে না॥ ২॥

সিদ্ধান্তকণা—ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে ইহাই নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে, চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃতি জড় বলিয়া তাহাতে কোন প্রকার চেষ্টার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা নাই। চেতনকে আশ্রয় করিলেই জড়ের প্রবৃত্তি দেখা যায়। সুতরাং যাহা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া জড় কার্য্য করিতে পারে, সে কার্য্য বা চেষ্টা অধিষ্ঠাতারই। যেমন রথচালক রথে অধিষ্ঠান করিলেই রথের গমনাদি চেষ্টা সিদ্ধ হয়। ইহার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত 'জলের চলন,' 'বৃক্ষের ফলন' ইত্যাদির দ্বারা স্থাপিত জড়ের কর্ত্তৃত্ব-বাদ নিরস্ত হইল। এ-স্থলেও সেইরূপ জড়প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে চেতনের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে। অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণেও প্রমাণ আছে। ব্যাখ্যান্তরেও বলা যায়, আমি করিতেছি ইত্যাদি বাক্যে চেতনেরই প্রবৃত্তি দেখা যায়। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সন্নিধিবশতঃ পরস্পরের ধর্ম্মাধ্যাসহেতু

জগৎ রচনা হইয়া থাকে। এইরূপ অধ্যাসবাদ স্বীকার করিলে প্রথমতঃ মুক্তপুরুষেরও অধ্যাস-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতিবিকার স্বীকার করিলেও এই দোষ হয় যে, যাহাকে অধ্যাসের কার্য্যরূপে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় কারণরূপে স্বীকার করা যায় না। পুরুষগত বিকার তো আদৌ সম্ভব নহে, কারণ পুরুষ নির্ব্বিকার—ইহা শ্রুতিতে স্বীকৃত। সুতরাং এই অধ্যাসবাদও অসঙ্গত।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"এতান্যসংহত্য যদা মহদাদীনি সপ্ত বৈ।
কালকর্ম্মগুণোপেতো জগদাদিরুপাবিশৎ॥" (ভাঃ ৩।২৬।৫০)

অর্থাৎ এই সকল মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সপ্ততত্ত্ব যখন পরস্পর অমিলিত অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তখন তাহাদের দ্বারা সৃষ্টি কার্য্যোপপত্তি অসম্ভব ঘটিলে জগতের আদিপুরুষ শ্রীভগবান্ কাল, কর্ম্ম ও গুণযুক্ত হইয়া উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তারপর সেই ভগবৎপ্রবেশহেতু ঐ সকল তত্ত্ব ক্ষুভিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"মায়া, যৈছে দুই অংশ—'নিমিত্ত', উপাদান।
'মায়া'—নিমিত্ত-হেতু, উপাদান—প্রধান॥
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি হইয়া।
বিশ্বসৃষ্টি করে 'নিমিত্ত' উপাদান লইয়া॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৬।১৪-১৫)॥ ২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্ু পয়ো যথা দধিভাবেন স্বতঃ পরিণমতে—যথা চাম্বু বারিদমুক্তমেকরসমপি তালচূতাদিষু মধুরাম্লাদিবিচিত্র-রসরূপেণ তথা প্রধানমপি পুরুষকর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ তনুভুবনাদিরূপেণেতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে—যেমন দুগ্ধ নিজেই দধিরূপে পরিণত হয়, কিংবা যেমন মেঘমুক্ত জল একই রসসম্পন্ন হইয়াও

আম, তাল প্রভৃতিতে পতিত হইয়া মধুর, অম্ল প্রভৃতি বিচিত্র রসে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষের বিচিত্র কর্ম্মানুসারে জীবশরীর ও ভুবনরূপে পরিণত হয়, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। স্পষ্টম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—স্পষ্ট।

সূত্রম্—পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—'চেৎ'—যদি বল 'পয়োঽম্বুবৎ'—দুধ ও জলের পরিণাম সদৃশ প্রকৃতির বিচিত্র পরিণাম, তাহাতে উত্তর—'তত্রাপি' তথায়ও চেতনের অধিষ্ঠানে ঐ দুগ্ধ ও মেঘোদকের বিচিত্র কার্য্যকারিতা, স্বতঃ নহে ॥ ৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তয়োঃ পয়োঽম্বুনোরপি চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিঃ, ন তু স্বতঃ রথাদিদৃষ্টান্তেন তথানুমানাৎ। তয়োস্তদধিষ্ঠিতত্বং চান্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই দুগ্ধ ও মেঘোদকও চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই বিচিত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, স্বভাব হইতে নহে। রথ প্রভৃতি দৃষ্টান্তে চেতনা-ধিষ্ঠিতত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। শুধু ইহাই নহে, অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণাত্মক শ্রুতি হইতেও ঐ দুগ্ধ ও মেঘোদকের চেতনাধিষ্ঠিতত্ব সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পয় ইতি। পয়ো দুগ্ধম্ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ—পয়ঃ অর্থাৎ দুগ্ধ ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, দুগ্ধ যেমন স্বভাবতঃ দধিরূপে পরিণত হয়, মেঘমুক্ত জল যেমন একরস হইয়াও তাল, আম্র, প্রভৃতি বৃক্ষে পতিত হইয়া মধুর ও অম্লাদি বিচিত্র রসে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রধানও পুরুষের কর্ম্ম-বৈচিত্র্য হইতে বিভিন্ন শরীর ও গৃহাদিরূপে পরিণত হয়; তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—সেখানেও চেতনের অধিষ্ঠানহেতুই ঐ দুগ্ধ ও মেঘনিঃসৃত জলের কার্য্যপ্রবৃত্তি, স্বতঃ অর্থাৎ স্বভাব হইতে নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
> পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥
> ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
> বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ ॥"
>
> (ভাঃ ৩।৫।২৬-২৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

> "মায়ার যে দুই বৃত্তি—'মায়া' আর প্রধান।
> 'মায়া' নিমিত্তহেতু বিশ্বের, 'প্রকৃতি' উপাদান ॥
> সেই পুরুষ মায়াপানে করে অবধান।
> প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান ॥
> স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
> জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য)
> "তবে মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
> যাহা হইতে দেবতেন্দ্রিয়ভূতের প্রচার ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য) ॥ ৩ ॥

সূত্রম্—ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—কেবল প্রধানের অর্থাৎ চেতন কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রকৃতির 'ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ চ অনপেক্ষত্বাৎ' স্বভিন্ন অন্য কারণের সৃষ্টির পূর্ব্বে অনবস্থিতিহেতু নিরপেক্ষ হওয়াতেও ঐ কথা বলিতে পার না ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অপ্যর্থে চকারঃ। সৃষ্টেঃ প্রাক্ প্রধান-ব্যতিরেকেণ হেত্বন্তরানবস্থিতেরনপেক্ষত্বান্ন কেবলস্য প্রধানস্য স্বপরিণামকর্ত্তৃত্বম্। প্রধানব্যতিরিক্তস্তৎপ্রবর্ত্তকস্তন্নিবর্ত্তকো বা হেতু-রাদিসর্গাৎ পূর্ব্বং নাবতিষ্ঠতে ইতি যৎ স্বীকৃতং, তস্যাপি পুন-রুপেক্ষণাৎ। চৈতন্যসন্নিধের্হেত্বন্তরস্যাঙ্গীকারাদিতি যাবৎ। তথা চ কেবলজড়কর্ত্তৃত্ববাদভঙ্গঃ। কিঞ্চ ব্যতিরিক্তহেত্বভাবাৎ সন্নিধিসত্ত্বাচ্চ

প্রলয়েঽপি কার্যোদয়প্রসঙ্গঃ। ন চ তদাদৃষ্টোদ্বোধাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ তদুদ্বোধস্যাপি তদৈবাপাদ্যমানত্বাৎ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'চ' শব্দের অর্থ 'অপি' অর্থাৎ সমুচ্চয়; এই কারণেও কেবল প্রকৃতিকে কারণ বলিতে পার না। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রধান ভিন্ন অন্য কোনও সৃষ্টির কারণ থাকে না—ইহা উপেক্ষিত হওয়ায় কেবল প্রধানের (চেতনানধিষ্ঠিত প্রকৃতির) নিজ পরিণাম-কর্ত্তৃত্ব নাই। কথাটি এই—তোমরা যে মানিয়াছ প্রধান ভিন্ন অন্য কেহ তাহার কার্য্য-প্রবৃত্তির কারণ বা নিবৃত্তির কারণ প্রথম সৃষ্টির পূর্ব্বে থাকে না, তাহাও তো তোমাদের কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে, যেহেতু চৈতন্য-সম্পর্করূপ অন্য হেতু থাকে—ইহা স্বীকার করিয়াছ; তাহা যদি হইল, তবে চেতনানধিষ্ঠিত কেবল জড় প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ববাদ ভঙ্গ হইল। আর একটি দোষ—প্রকৃতি-ভিন্ন অন্য হেতুর অভাবে অথচ তখন চৈতন্যসম্পর্ক থাকায় প্রলয়কালেও সৃষ্টিকার্য্যের আরম্ভ হয় না কেন? তাহাও হউক। যদি বল, তখন জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধ নাই, এইজন্য সৃষ্টি হয় না। তাহাতে বলিব, কেন অদৃষ্টের উদ্বোধও হউক, ইহাও আপত্তির বিষয় ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—জড়কর্ত্তৃত্বং মত্বা তৎ পুনস্ত্যজ্যত ইত্যাহ ব্যতিরেকেতি। উপেক্ষণাৎ পরিত্যাগাৎ ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—জড়কর্ত্তৃত্ববাদ মনে করিয়া তাহার আবার নিরাস করা হইতেছে, ইহাই ব্যতিরেকেত্যাদি সূত্র দ্বারা বলিতেছেন। তস্যাপি পুনরুপেক্ষণাৎ—যেহেতু সে মতেরও আবার উপেক্ষা অর্থাৎ পরিত্যাগ করা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকারের জড়কর্ত্তৃত্ববাদ প্রথমে স্বীকার করিয়া পুনরায় তাহা খণ্ডন করিতেছেন। কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রধান ব্যতীত সৃষ্টির অন্য কোন কারণ-সত্তার অপেক্ষা না করায় কেবল প্রধানের নিজ পরিণামকর্ত্তৃত্ব নাই। যেহেতু আদি সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রধান ব্যতীত সেই প্রধানের প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক কোন কারণের বিদ্যমানতা নাই স্বীকার করিয়াও তোমরা পুনরায় চৈতন্যসম্পর্করূপ অন্য হেতু স্বীকার করিয়াছ, সে-কারণ জড়কর্ত্তৃত্ববাদ তো ভঙ্গ হয়ই, অধিকন্তু সৃষ্টির অন্য হেতুরও অভাব, অথচ চৈতন্য-

সম্পর্কের নিয়ত বিদ্যমানতা স্বীকার করায় প্রলয়কালেও সৃষ্টির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। যদি সাংখ্যবাদী বলেন যে, জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধ না হওয়ায় সৃষ্টিকার্য্য হয় না, তদুত্তরে বলা যায়, তখনও জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধন আপদ্যমান অর্থাৎ হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-
মব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহুঃ।
সোঽয়ং ত্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ
কালো গভীর-রয় উত্তমপূরুষস্ত্বম্ ॥" (ভাঃ ১১।৬।১৫)

অর্থাৎ হে প্রভো! শ্রুতিগণ আপনাকে প্রকৃতি, পুরুষ ও মহত্তত্ত্বেরও নিয়ামক কাল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব আপনিই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণস্বরূপ। হে দেব! আপনিই জগতের সংহার-কার্য্যে প্রবৃত্ত ত্রিনাভিযুক্ত সংবৎসরাত্মক মহাবেগশালী কালস্বরূপ; সুতরাং আপনি পুরুষোত্তম।

আরও পাই,—

"কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে ॥
কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥" (ভাঃ ২।৫।২১-২২)

অর্থাৎ সেই মায়াধীশ ভগবান্ বহুবিধ হইতে ইচ্ছা করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত আপনাতে অনুস্যূতভাবে স্থিত জীবের অদৃষ্ট, কাল ও স্বভাবকে সৃষ্টির জন্য গ্রহণ করিলেন। সেই ভগবৎকর্ত্তৃক কাল অধিষ্ঠিত হইলে সেই কাল হইতে গুণের ক্ষোভ হইল। ঈশ্বরাশ্রিত স্বভাব হইতে পরিণাম অর্থাৎ রূপান্তর হইল, জীবের অদৃষ্টে অধিষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইল ॥ ৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু লতাতৃণপল্লবাদি বিনৈব হেত্বন্তরং স্বভাবাদেব ক্ষীরাকারেণ পরিণমতে তথা প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণেতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি—যদি বল গবাদিপশুভক্ষিত লতা, তৃণ, পল্লব—ইহারা যেমন অন্য হেতু ব্যতিরেকে স্বভাব হইতেই দুগ্ধাদিরূপে পরিণত হইতেছে, সেইরূপ প্রকৃতিও মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রাদিরূপে পরিণত হইবে, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নম্বিতি। তৃণাদিকং ধেন্বা ভক্ষিতং বোধ্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নহু লতাতৃণপল্লবাদীতি—লতা, তৃণ, পল্লবাদি ধেনুকর্তৃক ভক্ষিত হইলে দুগ্ধরূপে পরিণত হয়।

সূত্রম্—অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—দুগ্ধাদি দৃষ্টান্তও সমীচীন নহে, যেহেতু 'অন্যত্রাভাবাৎ চ' বলীবর্দ্দাদি পশু তৃণ পল্লবাদি ভক্ষণ করিলে দুগ্ধাকারে পরিণত হয় না, অতএব তৃণাদি দৃষ্টান্ত অব্যভিচারী নহে ॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অবধৃতৌ চ-শব্দঃ। নৈতচ্চতুরস্রম্। কুতঃ ? অন্যত্রাভাবাৎ। বলীবর্দ্দাদিভক্ষিতে তৃণাদিকে ক্ষীরাকারপরিণামাভাবাদিত্যর্থঃ। যদি স্বভাবাদেব তৃণাদি ক্ষীরাত্মনা পরিণমতে তর্হি চত্বরাদিপতিতেঽপি তথা স্যান্ন চৈবমস্ত্যতো ন স্বভাবমাত্রং হেতুঃ কিন্তু ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধাৎ সর্ব্বেশসঙ্কল্প এব তথেতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রস্থ 'চ' শব্দ অবধারণার্থে। ইহা চতুরস্র অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইল না, এ-মত মন্দই হইতেছে। যেহেতু লতা-তৃণপল্লবাদি ভক্ষিত হইলেই যদি দুগ্ধাকারে পরিণত হয়, তবে বলীবর্দ্দ প্রভৃতি পুংজাতীয় পশু কর্তৃক ভক্ষিত হইলে দুগ্ধে পরিণত হয় না কেন? যখন তাহা হয় না, তখন বুঝাইতেছে যে, ইহার কারণ ঈশ্বরসঙ্কল্প। যদি বল, স্বভাব হইতে তৃণাদি দুগ্ধে পরিণত হয়, তাহা হইলে চত্বরাদিতে পতিত তৃণাদি হইতেও দুগ্ধ হউক, কিন্তু তাহাতো হয় না। অতএব কেবল স্বভাব কারণ নহে, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্ক অর্থাৎ স্ত্রীজাতি কর্তৃক ভক্ষিত অন্নাদির সম্পর্ক হইলে পরমেশ্বরের সঙ্কল্পই ঐ পরিণামের কারণ বলিতে হইবে ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্যত্রেতি। নৈতৎ চতুরস্রমকৃৎস্নং মন্দমিত্যর্থঃ। তথা ক্ষীরাকারপরিণামঃ। কিন্ত্বিতি। ব্যক্তিবিশেষে ধেন্বাদিরূপে তৃণাদীনাং

ভক্ষ্যভক্ষকভাবং সম্বন্ধং বিধায় তানি ক্ষীরতয়া পরিণমন্তামিতি য ঈশসঙ্কল্পঃ স তত্র হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ—অন্যত্রাভাবাচ্চেতি নৈতৎ চতুরস্রম্—অর্থাৎ ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইল না, অসম্পূর্ণই হইল, অর্থাৎ মন্দ কথাই হইল। তথাস্যান্ন চৈবমস্তীতি—তথা—ক্ষীরাকারে পরিণাম। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধাদিতি—ব্যক্তিবিশেষে অর্থাৎ ধেনু প্রভৃতি স্ত্রীজাতিতে ঐ তৃণাদির সম্বন্ধ অর্থাৎ ভক্ষ্যভক্ষকসম্বন্ধ বিধান করিয়া ঈশ্বর 'ঐ তৃণাদি দুগ্ধাদিরূপে পরিণত হউক', এইরূপ যে সঙ্কল্প করেন, সেই সঙ্কল্পই ঐ পরিণামের হেতু ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সাংখ্যবাদী যদি বলেন যে, গবাদি কর্তৃক ভক্ষিত তৃণপল্লবাদি স্বভাবতঃ যেমন দুগ্ধাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রধানও স্বভাবতঃ মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, এইরূপ দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে, কারণ ইহার অন্যত্র অভাব আছে অর্থাৎ বৃষের তৃণভক্ষণে সেই তৃণ দুগ্ধাকারে পরিণত হয় না। আবার তৃণাদি স্বভাবতঃই দুগ্ধাকারে পরিণত হয়, এ-কথাও বলা চলে না, কারণ তাহা যদি হইত, তাহা হইলে প্রাঙ্গণে পতিত তৃণাদিও দুগ্ধাকারে পরিণত হইত। কাজেই কেবলমাত্র স্বভাবই ইহার হেতু বলা যায় না। কারণ গাভী তৃণাদি ভক্ষণ করিলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় উহাই দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই প্রকৃতি সৃষ্টি-কার্য্যে সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষঃ সুপ্তশক্তি-
> স্তয়া রজঃসত্ত্বতমো বিভিদ্যতে।
> মহানহং খং মরুদগ্নিবার্দ্ধরাঃ
> সুরর্ষয়ো ভূতগণা ইদং যতঃ ॥" (ভাঃ ৪।২৪।৬৩)

ব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

> "ঈশাভিসৃষ্টং হ্যবরুন্ধ্মহেঽঙ্গ
> দুঃখং সুখং বা গুণকর্ম্মসঙ্গাৎ।
> আস্থায় তৎ তদ্যদযুঙ্‌ক্ত নাথ-
> শ্চক্ষুষ্মতান্ধা ইব নীয়মানাঃ ॥" (ভাঃ ৫।১।১৫) ॥৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রধানস্য জাড্যাৎ স্বতঃপ্রবৃত্তির্ন সমস্তী-ত্যাপাদিতম্। অথ ত্বন্মুখোল্লাসায় তাঞ্চেদভ্যুপগচ্ছামস্তথাপি ন কিঞ্চিত্তবাভীষ্টং সিধ্যেদিত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রধানের জড়তানিবন্ধন নিজ হইতে জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়ে প্রবৃত্তি সম্ভব নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর হে সাংখ্যবাদিন্! যদি তোমার সন্তোষের জন্য আমরা সেই স্বতঃপ্রবৃত্তি স্বীকারও করি, তাহা হইলেও তোমার কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; এই কথা বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—প্রধানস্যেতি। তাং স্বতঃ প্রবৃত্তিম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রধানস্যেতি তাঞ্চেদভ্যুপগচ্ছামঃ—তাম্—প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্তি।

সূত্রম্—অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—'অভ্যুপগমেঽপি' সাংখ্যের অভ্যুপগত বিষয়গুলিতে প্রকৃতির প্রবৃত্তি স্বাভাবিক মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে অর্থাৎ কপিল মনে করেন, পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি, কিরূপ? 'পুরুষ আমাকে ভোগ করিয়া পরে আমার দোষ বুঝিয়া আমাতে ঔদাসীন্যরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।' এইরূপ পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি। কিন্তু এইমতও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ—'অর্থাভাবাৎ' ইহা স্বীকার করিলেও কোন ফল নাই ॥ ৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চতুর্ষু নেত্যনুবর্ত্ততে। "পুরুষো মাং ভুক্ত্বা মদ্দোষাননুভূয় মদৌদাসীন্যলক্ষণং মোক্ষং প্রাপ্স্যতি" ইতি তদ্ভোগা-পবর্গার্থাং প্রধানপ্রবৃত্তিং মন্যতে। প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থা স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবদিতি। অকর্ত্তাপি পুরুষো ভোক্তেতি চ মন্যতে। "অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদবৎ" ইতি। সৈষা প্রবৃত্তির্ন যুক্তা মন্তম্। কুতঃ? তস্যাঃ স্বীকারে ফলাভাবাৎ। পুরুষস্য প্রকৃতিদর্শনরূপো ভোগস্তদৌদাসীন্যরূপো মোক্ষশ্চ প্রবৃত্তেঃ ফলম্। তত্র ভোগস্তাবন্ন সম্ভবতি। প্রবৃত্তেঃ প্রাক্ চৈতন্যমাত্রস্য

নির্ব্বিকারস্যাকর্ত্তুঃ পুরুষস্য তদ্দর্শনরূপবিকারাযোগাৎ। ন চাপবর্গঃ। প্রাগপি প্রবৃত্তেস্তস্য সিদ্ধত্বেন তদ্বৈয়র্থ্যাৎ সন্নিধিমাত্রস্য ভোগহেতুত্বে তু মুক্তানামপি তদাপত্তিঃ, তস্য নিত্যত্বাৎ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—চারিটি সূত্রে 'ন' এই পদটির অনুবৃত্তি আছে। কপিল প্রকৃতির এইরূপ অভিপ্রায় মনে করেন যে, পুরুষ আমাকে ভোগ করিয়া পরে আমার দোষ অনুভব করিবে এবং আমার উপর বৈরাগ্যরূপ ঔদাসীন্যাত্মক মুক্তি প্রাপ্ত হইবে; এইরূপ প্রকৃতির ভোগ ও মুক্তিনামক প্রকৃতির কার্য্য হয়। এ-বিষয়ে সাংখ্যসূত্র যথা 'প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থা... স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবদিতি।' প্রকৃতির কার্য্য পুরুষের জন্য, কারণ উষ্ট্রের কুঙ্কুমবহন যেমন অপরের জন্য, সেইরূপ প্রকৃতির স্বগত ভোগ নাই। কপিল আরও বলেন—পুরুষ কর্ত্তা না হইলেও ভোগকর্ত্তা। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত-সূত্র যথা,—'অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদবৎ' যেহেতু পুরুষের প্রকৃতি দর্শনরূপ 'ভোগোঽন্নাদবৎ'—ইহার অর্থ পাচক যেমন অন্নপাক করিয়াও ভোক্তা নহে, কিন্তু অপাচক রাজার ভোক্তৃত্ব, সেইরূপ কর্ত্তা প্রধানের ভোক্তৃত্ব নহে কিন্তু অকর্ত্তা পুরুষের হয়। প্রকৃতির এই প্রবৃত্তিও মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু তাহা স্বীকারেও কোন ফল নাই; পুরুষের প্রকৃতিদর্শনরূপ ভোগ ও প্রকৃতিতে ঔদাসীন্যরূপ মুক্তিই প্রকৃতির প্রবৃত্তির ফল। তাহার মধ্যে ভোগ পুরুষের হইতেই পারে না; কেননা প্রকৃতির প্রবৃত্তির পূর্ব্বে চৈতন্যমাত্ররূপে অবস্থিত, নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয় পুরুষের প্রকৃতি-দর্শনরূপ বিকার হয়ই না। আবার মুক্তিফলও মানা যায় না, প্রবৃত্তির পূর্ব্বেও সেই মুক্তি সিদ্ধ, অতএব প্রকৃতিদর্শন ব্যর্থ। কেবল পুরুষের সন্নিধিমাত্র যদি ভোগের কারণ বলা হয়, তবে মুক্ত-পুরুষদিগেরও প্রকৃতি-পুরুষ-সান্নিধ্য থাকায় ভোগ হউক, যেহেতু প্রকৃতি-পুরুষসংযোগ নিত্য ॥ ৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অভ্যুপগমেঽপীতি। পুরুষ ইতি। পুরুষো মামিত্যাদিকং প্রধানানুসন্ধিবাক্যং মন্যতে কপিলঃ। প্রধানেতি কপিলসূত্রমিত্যর্থঃ। উষ্ট্রো যথা পরার্থং কুঙ্কুমং বহতি ন তু স্বার্থং তথা প্রধানমপি পুরুষভোগাদ্যর্থং জগৎ সৃজতি তস্য ভোক্তৃত্বাভাবাদিতি। নম্বকর্ত্তা চেৎ পুরুষস্তর্হি তস্য ভোক্তৃত্বং কথমিতি চেৎ তত্রাহ অকর্ত্তুরপীতি কপিলসূত্রমিদম্। অস্যার্থঃ—পাচকস্য সূদস্য ন ভোক্তৃত্বং কিন্ত্বপাচকস্যাপি রাজ্ঞস্তৎ। এবং কর্ত্তুঃ প্রধানস্য

ন ভোক্তৃত্বং কিন্তু অকর্তৃত্বেঽপি পুরুষস্য তদিতি। প্রাগপীতি। প্রবৃত্তেঃ পূর্ব্বমপবর্গস্য সিদ্ধত্বেন তস্যা বৈয়র্থ্যাপত্তেরিত্যর্থঃ। তদাপত্তির্ভোগপ্রসঙ্গঃ। তস্য সন্নিধিমাত্রস্য ॥ ৬ ॥

টীকানুবাদ—'অভ্যুপগমেঽপীতি' সূত্র—পুরুষো মাং ভুক্ত্বা ইতি—'পুরুষো মাং' ইত্যাদি বাক্য প্রধানের অনুসন্ধানবোধক, মন্যতে মহর্ষিঃ—মহর্ষি কপিল মনে করেন। 'প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থা···বহনবদিতি'—এইটি কপিলের সাংখ্যসূত্র, ইহার অর্থ—উট যেমন পরের জন্য কুঙ্কুম বহন করে, নিজের ভোগের জন্য নহে, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য জগৎ সৃষ্টি করে, নিজের জন্য নহে, যেহেতু প্রকৃতির ভোক্তৃত্ব নাই। প্রশ্ন—যদি পুরুষ কর্ত্তা না হয়, তবে তাহার ভোক্তৃত্ব কিরূপে? ইহার উত্তরে কপিল বলিতেছেন—'অকর্ত্তাপি পুরুষো' ইত্যাদি—পুরুষ কর্ত্তা না হইলেও ভোক্তা—ইহাও কপিলের মত। সেইরূপ সূত্রও আছে, যথা 'অকর্তৃত্বেঽপি ফলোপভোগোঽন্নাদবৎ' ইহার অর্থ এইরূপ—পাককারী সূপকার অন্নাদি পাক করিলেও তাহার ভোক্তৃত্ব নাই, কিন্তু পাক না করিয়াও যেমন রাজার ভোক্তৃত্ব হয়, এইরূপ প্রধান কর্ত্তা, কিন্তু ভোক্তা নহে, অথচ অকর্ত্তা হইয়াও পুরুষের ভোক্তৃত্ব। প্রকৃতেঃ প্রাক্-চৈতন্যমাত্রস্য ইতি—প্রকৃতির প্রবৃত্তির পূর্ব্বেও মুক্তি সিদ্ধ থাকায় প্রকৃতির প্রবৃত্তি ব্যর্থ, এজন্য প্রকৃতিপ্রবৃত্তির ফল মুক্তি বলা যায় না, ইহাই তাৎপর্য্য। মুক্তানামপি তদাপত্তিঃ ইতি—তদাপত্তিঃ—ভোগাপত্তি। তস্য নিত্যত্বাদিতি তস্য—প্রকৃতি-পুরুষের সান্নিধ্য নিত্য, এজন্য ঐ আপত্তি ॥ ৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—প্রকৃতি জড় বলিয়া তাহার স্বতঃপ্রবৃত্তি সম্ভব হয় না, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তথাপি সাংখ্যবাদিগণের মনস্তুষ্টির জন্য যদি ঐ মত স্বীকার করাও যায়, তথাপি তাহাদের কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, প্রকৃতিবাদী সাংখ্যের মত স্বীকারেও কোন অর্থ সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার' বলেন, সাংখ্যকার কপিলের মতে প্রকৃতি—পুরুষের ভোগ ও মোক্ষদায়িকা। প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভোগ প্রদান করে, আবার ভোগের দোষ অনুভব হইলেই উহাতে ঔদাসীন্য বশতঃ পুরুষের মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। আরও বলেন, প্রকৃতির এই স্বতঃপ্রবৃত্তিবশতঃ জগৎসৃষ্টি পরার্থে; যেমন উষ্ট্র পরের জন্য কুঙ্কুম বহন করিয়া থাকে। পুরুষ এ-স্থলে অকর্ত্তা হইয়াও

ভোক্তা হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত—যেমন পাচক রন্ধনের কর্ত্তা হইলেও রাজা সেই বিষয়ে অকর্ত্তা হইয়াও ভোক্তা। জগৎ সৃষ্টি-বিষয়ে প্রধান কর্ত্তা হইলেও তাহার ভোক্তৃত্ব নাই, কিন্তু পুরুষেরই ভোক্তৃত্ব। সাংখ্যের এইরূপ মত স্বীকারে কোন ফল নাই। কারণ সাংখ্যের পুরুষ চৈতন্যমাত্র, নির্ব্বিকার। তাহার পক্ষে প্রকৃতি-দর্শনরূপ বিকার সম্ভব নহে। সুতরাং সেই পুরুষের ভোগ কি প্রকারে সম্ভব? অর্থাৎ নির্ব্বিকার চৈতন্যমাত্র পুরুষের বিকারাভাববশতঃ তাহার পক্ষে প্রকৃতিদর্শন বা ভোগ ঘটিতে পারে না। পুনরায় নির্ব্বিকার চৈতন্যমাত্র পুরুষের নির্ব্বিকারতা স্বাভাবিক বলিয়া তাহার মোক্ষও স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং প্রকৃতির প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই ঐ পুরুষের অপবর্গ সিদ্ধ বলিয়া দ্বিতীয় ফলের কল্পনাও ব্যর্থ। যদি বলা হয় যে, প্রকৃতির সন্নিধিমাত্রই পুরুষের ভোগের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মুক্তপুরুষেরও ভোগের আপত্তি হয়; যেহেতু সাংখ্যের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্য নিত্যই থাকে, ইহা স্বীকৃত।

প্রকৃতি জড়, তাহার সৃষ্টি-কার্য্যে কিংবা ভোগ বা অপবর্গ প্রদানে স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব নাই; শ্রীভগবান্‌ই জীবের সংসার ও মোক্ষ বিধান করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বীর্য্যাণি তস্যাখিলদেহভাজামন্তর্ব্বহিঃ পূরুষকালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতঞ্চ মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্॥"

(ভাঃ ১০।১।৭)

"অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসংভৃতয়া চিরম্॥
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্।
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ॥

(ভাঃ ৩।২৭।২১-২৩) ॥ ৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু যথা গতিশক্তিরহিতস্য দৃক্‌শক্তি-সহিতস্য পঙ্গুপুরুষস্য সন্নিধানাদ্‌গতিশক্তিমান্ দৃক্‌শক্তিরহিতোঽ-

প্যন্ধঃ প্রবর্ত্ততে যথা চায়স্কান্তাশ্মনঃ সন্নিধানাজ্জড়মপ্যয়শ্চলতি এবং চিন্মাত্রস্য পুংসঃ সন্নিধানাদচেতনাপি প্রকৃতিস্তচ্ছায়য়া চেতনেব তদর্থে সর্গে প্রবর্ত্তেতেতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন—যেমন গতিশক্তিরহিত; কিন্তু দৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন পঙ্গু ব্যক্তির সাহায্যে গতিশক্তিমান্ অথচ দৃকৃশক্তিহীন অন্ধ গত্যাদি কার্য্য করে, কিংবা যেমন অয়স্কান্ত মণির (চুম্বক পাথরের) সন্নিধানে জড় লৌহও গতিশীল হয়, সেইরূপ কেবল চিৎস্বরূপ পুরুষের সান্নিধ্যে অচেতন (জড়) হইয়াও প্রকৃতি পুরুষের ছায়াপাতে চেতনের মত হইয়া পুরুষের ভোগমুক্তি-সম্পাদনার্থ জগৎসৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নম্বিতি। অয়স্কান্তাশ্মা চুম্বকাখ্যঃ পাষাণঃ। তচ্ছায়য়া পুরুষচ্ছায়য়া। তদর্থে পুরুষনিমিত্তকে তদ্ভোগাদিনিমিত্তকে ইত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নমু ইত্যাদি অবতরণিকা-ভাষ্য—অয়স্কান্ত অশ্মা চুম্বক নামক প্রস্তর। প্রকৃতিস্তচ্ছায়য়া—পুরুষের ছায়াপাত দ্বারা। তদর্থে সর্গে ইতি—তদর্থে—পুরুষের নিমিত্ত অর্থাৎ পুরুষের ভোগাদির জন্য।

সূত্রম্—পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—'পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ'—'চেৎ' যদি বল, পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির চেষ্টা প্রস্তরের মত হইবে; এখানে 'অশ্ম' কথাটি অয়স্কান্ত প্রস্তরাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত অর্থাৎ যেমন লৌহ জড় হইয়াও অয়স্কান্ত মণির সন্নিধিতে চলিতে থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যে চেষ্টাবতী হইবে, এই কথা বলিতে পার না ॥ ৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তথাপি তেনাপি প্রকারেণ জড়স্য স্বতঃ প্রবৃত্তির্ন সিধ্যতি। পঙ্গোর্গতিবৈকল্যেঽপি বর্ত্মদর্শনতদুপদেশাদয়োঽন্ধস্য দৃকৃশক্তিবিরহেঽপি তদুপদেশগ্রহাদয়ো বিশেষাঃ সন্তি। অয়স্কান্ত-মণেশ্চায়ঃসামীপ্যাদয়ঃ। পুরুষস্য তু নিত্যনিষ্ক্রিয়স্য নির্ধর্ম্মকস্য ন কোঽপি বিকারঃ। সন্নিধিমাত্রেণ তস্মিন্ স্বীকৃতে তস্য নিত্যত্বান্নিত্যং সর্গো মোক্ষাভাবশ্চ প্রসজ্যেত। কিঞ্চ পঙ্গ্বন্ধাবুভৌ চেতনৌ অয়স্কা-ন্তায়সী চ দ্বে জড়ে ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্যং বিস্ফুটম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তথাপি ইতি—তাহা হইলেও জড়ের স্বতঃ চেতননিরপেক্ষ-ভাবে প্রবৃত্তি হয় না, পঙ্গ্বন্ধ-ন্যায়ে দৃষ্টান্ত-বৈষম্য রহিয়াছে; কেননা পঙ্গুর গতিশক্তির অভাব থাকিলেও পথ দেখাইবার এবং পথ চলিবার উপদেশাদি আছে এবং অন্ধের দর্শনশক্তির অভাবেও পঙ্গুর উপদেশ-গ্রহণাদি বিশেষ ধর্ম্মগুলি আছে, এইরূপ অয়স্কান্ত মণিরও লৌহ-সামীপ্যাদি হয়, কিন্তু পুরুষ নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয় ও সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মহীন, তাহার পক্ষে কোনও প্রকার বিকার থাকিতে পারে না। যদি প্রকৃতির সন্নিধিমাত্রে পুরুষের বিকার স্বীকারও কর, তবে অসঙ্গতি এই,—যেহেতু সেই প্রকৃতি-সান্নিধ্য পুরুষের নিত্য, অতএব সৃষ্টি নিত্য হউক এবং মুক্তি না হউক। আর এক কথা, এই যে পুরুষাশ্ম-দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে, ইহাও বিষম দৃষ্টান্ত; কারণ পঙ্গু-অন্ধ দৃষ্টান্তে পঙ্গু ও অন্ধ উভয়ই চেতন পদার্থ, প্রকৃতি-পুরুষস্থলে একটি চেতন, অপরটি জড়; আর অয়স্কান্ত ও লৌহ দৃষ্টান্তে দুইই অচেতন, এই দৃষ্টান্তের বৈষম্য বা অসামঞ্জস্য সুস্পষ্টই রহিয়াছে ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পুরুষেতি। পুরুষবদশ্মবচ্চ প্রধানস্য প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ তেনাপি প্রকারেণ পঙ্গ্বাদিদৃষ্টান্তবিধানেনাপীত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তয়োর্বৈষম্যং দর্শয়ি-তুমাহ পঙ্গোরিত্যাদিনা। অয়স্কান্তমণেরিতি। অয়ঃসামীপ্যমপি মণের্বিশেষো ভবতি তস্য তদ্বত্ত্বধর্ম্মপ্রত্যয়াৎ। কোঽপি প্রকৃতিদর্শনাত্মকোঽপি। তস্মিন্ বিকারে। তস্য সন্নিধিমাত্রস্য। উভাবিত্যত্র দ্বে ইত্যত্র চাপিশব্দো যোজ্যঃ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—পুরুষাশ্মবৎ—পুরুষের মত ও প্রস্তরের মত প্রকৃতির প্রবৃত্তি। তেনাপি প্রকারেণ ইত্যাদি—পঙ্গু অন্ধ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারাও। দুইটি দৃষ্টান্তের সহিত প্রকৃতস্থলের বৈষম্য দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—'পঙ্গোরিত্যাদি' গ্রন্থ দ্বারা। অয়স্কান্ত মণেরিত্যাদি লৌহসামীপ্যটিও চুম্বক মণির বিশেষ ধর্ম্ম হইতেছে, যেহেতু, সেই মণি লৌহসান্নিধ্য-ধর্ম্মবান্ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ন কোঽপি বিকার ইতি কোঽপি—প্রকৃতিদর্শন-স্বরূপ কোনও বিকার। তস্মিন্ স্বীকৃতে ইতি—তস্মিন্—অর্থাৎ সেই বিকার

স্বীকার করিলেও। তস্য নিত্যত্বাৎ—তস্য—সন্নিধিমাত্র নিত্য এইজন্য। পঙ্গ্বন্ধাবুভৌ—ইহার সহিত এবং দ্বে জড়ে এখানে 'দ্বে' পদের সহিত 'অপি' শব্দ যোজনীয় অর্থাৎ পঙ্গু অন্ধ উভয়ই এবং দ্বে—দুইই ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকার যদি পঙ্গু-অন্ধ-ন্যায় এবং অয়স্কান্ত-লৌহ-ন্যায়-অবলম্বন পূর্ব্বক বলিতে চাহেন যে, গতিশক্তিরহিত কিন্তু দৃষ্টিশক্তি-যুক্ত পঙ্গু-পুরুষের সন্নিধানে অর্থাৎ সাহায্যে চলনশক্তিযুক্ত, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি-রহিত অন্ধব্যক্তিও চলন-কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় এবং চুম্বক-পাথরের সান্নিধ্যে জড় লৌহও যেরূপ চলনশক্তি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চিন্মাত্র পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি অচেতন হইয়াও পুরুষের ছায়াপাতের দ্বারা চেতনের মত হইয়া পুরুষের ভোগনিমিত্ত জগৎসৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি ইহাতে যে জড়ের স্বতঃপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না; তাহাই বুঝাইবার জন্য সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্র বলিতেছেন। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকারও বলেন যে, সাংখ্য-বাদিগণের এই যুক্তি অসঙ্গত। কারণ পঙ্গু চলিতে না পারিলেও পথ দেখিতে পান এবং তৎসম্বন্ধীয় উপদেশাদি দিতে পারেন, আর অন্ধ পথ দেখিতে না পাইলেও তাহার পঙ্গুর উপদেশ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আছে। সুতরাং জড় বিলক্ষণ এই বিশেষ ধর্ম্মগুলি এ-স্থলে দেখা যায়। উহাদের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তেও দেখা যায়, লৌহের সামীপ্যও অয়স্কান্তমণির বিশেষ ধর্ম্ম, কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ নিত্য, নিষ্ক্রিয়, ধর্ম্মহীন; সুতরাং তাহার কোন বিকার সম্ভব নহে, বিশেষতঃ সে যখন কিছু করিতেই পারে না, তখন প্রকৃতির পরিচালনা তাহাতে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অর্থাৎ সম্ভব নহে। তবে যদি এ-কথা বলা হয় যে, পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি জড় হইয়াও কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বলা হইতেছে, তাহাও ঠিক নহে, কারণ সাংখ্যের মতে পুরুষ ও প্রকৃতির এই সান্নিধ্য নিত্য, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সৃষ্টিপ্রসঙ্গ নিত্য হইয়া পড়ে, কখনও প্রলয় হইত না এবং কাহারও মুক্তি কখনও হইতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত দৃষ্টান্ত দুইটির মধ্যেও বিশেষ বৈষম্য রহিয়াছে। পঙ্গু ও অন্ধ দুইটিই চেতন, আর অয়স্কান্ত ও লৌহ—দুইটিই জড়; আর যাহাদের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রকৃতি জড়রূপা, আর পুরুষ চিন্মাত্র, এমতাবস্থায় এরূপ দৃষ্টান্তেও সঙ্গতি নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ে অয়স্কান্ত মণির দ্বারা বুঝাইতে গিয়া শ্রীমনু বলিয়াছেন,—

> "নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীন্নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ।
> ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং যত্র ভ্রমতি লৌহবৎ ॥" (ভাঃ ৪।১১।১৭)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

> "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
> হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥" (গীঃ ৯।১০) ॥ ৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যত্তু গুণানামুৎকর্ষাপকর্ষবশেনাঙ্গাঙ্গিভা-বাদ্বিশ্বসৃষ্টিরিতি মন্যতে তন্নিরস্যতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যত্ত্বিত্যাদি। মহর্ষি কপিল যে আর একটি মত পোষণ করেন, যথা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ-বশে একটি গুণ—প্রধান হয় ও অপর গুণ অপ্রধান বা (অপকৃষ্ট) অঙ্গ হয়, এজন্য বিজাতীয় সৃষ্টি হয়, ইহাও সূত্রকার নিরাস করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—যত্ত্বিতি। কপিলঃ মন্যতে।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—যত্তু ইত্যাদি—ইতি মন্যতে—কপিল মনে করেন।

সূত্রম্—অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—গুণত্রয়ের মধ্যে একটির প্রাধান্য, অপরটির অপ্রাধান্য উক্তিও সঙ্গত হয় না ॥ ৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সত্ত্বাদীনাং সাম্যেনাবস্থিতিঃ প্রধানাবস্থা। তস্যাং চ নিরপেক্ষস্বরূপাণাং তেষাং কস্যচিদেকস্যাঙ্গিত্বং নোপপদ্যতে ইতরয়োস্তৎসমত্বেন গুণীভাবাসম্ভবাৎ। তথা চ গুণানামঙ্গাঙ্গিভাবা-সিদ্ধিঃ। ন চেশ্বরঃ কালো বা তৎকৃৎ অস্বীকারাৎ। যথাহ কপিলঃ—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ" ইতি। "দিক্‌কালাবাকাশাদিভ্যঃ" ইতি চ। ন চ পুরুষস্তৎকৃৎ তস্য তত্রৌদা-

সীন্যাৎ। তথা চ গুণবৈষম্যহেতুকঃ সর্গো নেতি। কিঞ্চৈবং হেত্বভাবাৎ প্রতিসর্গেঽপি তে বৈষম্যং ভজেরন্ আদিসর্গে তু ন ভজেরন্নিতি ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সত্ত্ব প্রভৃতি তিনটি গুণের যে সাম্যাবস্থা, তাহাই প্রকৃতির স্বরূপ, সেই প্রকৃতিতে নিরপেক্ষরূপে অবস্থিত গুণত্রয়ের মধ্যে একটির প্রাধান্য, অপরটির অপ্রাধান্য যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু একটি গুণ অঙ্গী হইবে, অপর দুইটি যে অঙ্গ হইবে—ইহার প্রমাণ কি? দুইটিই গুণ হিসাবে সমান, অতএব অপরের গুণীভাব (অপ্রধানত্ব) অসম্ভব। সুতরাং গুণগুলির মুখ্যগৌণভাব অসিদ্ধ। যদি বল, গুণগুলির বৈষম্যের কারণ ঈশ্বর অথবা কাল অর্থাৎ ঈশ্বর অথবা কাল গুণবৈষম্য করে, ইহাও নহে; যেহেতু তোমরা (সাংখ্যবাদী) ঈশ্বর স্বীকারই কর না। যথা কপিলকৃত সাংখ্য-সূত্র—'ঈশ্বরাসিদ্ধের্মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ" প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ, তাহাতে যুক্তি—মুক্ত ও বদ্ধ, ইহাদের অন্যতরের অভাবহেতু ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না। কথাটি এই—ঈশ্বর মুক্ত অথবা বদ্ধ? যদি মুক্ত হন, তবে সৃষ্টি-প্রবৃত্তি হইতে পারে না; যদি বদ্ধ হন, তবে সামর্থ্যাভাবে তাহার দ্বারা সৃষ্টি অসম্ভব। অতএব ঈশ্বর-স্বীকার ব্যর্থ। আর দিক্ বা কালকেও প্রবর্ত্তক বলিতে পার না, যেহেতু আকাশ ব্যতিরিক্ত দিক্কালের সত্তাই নাই, সেই সেই দেশাবচ্ছিন্ন আকাশই দিক্শব্দবাচ্য এবং সেই সেই সময়াবচ্ছিন্ন আকাশই কালশব্দবাচ্য। আর পুরুষও গুণের তারতম্য করে না, কারণ সেই গুণবৈষম্যে তাহার ঔদাসীন্য, যদি প্রযত্ন স্বীকার করা হয়, তবে নিঃসঙ্গত্ব-শ্রুতির বিরোধ হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই—গুণবৈষম্য কৃত জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে না। আরও একটি দোষ—যদি গুণবৈষম্যের কোন কারণ না থাকে, তবে প্রতি সৃষ্টিতেও গুণগুলি বৈষম্য প্রাপ্ত হউক, এবং প্রাথমিক সৃষ্টিতে হেতুর অভাবে বৈষম্য প্রাপ্ত না হউক, অতএব গুণ-বৈষম্যাত্মিকা প্রকৃতিকে সৃষ্টির কারণ বলা যায় না ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অঙ্গিত্বেতি। একস্য সত্ত্বাদ্যন্যতমস্য। তৎকৃদঙ্গাঙ্গিভাব-হেতুঃ। ঈশ্বরাসিদ্ধেরিতি। প্রমাণাভাবাদিতি ভাবঃ। তথা হি ন তত্র প্রত্যক্ষমানং ঘটাদেরিব তস্যানুপলম্ভাৎ। যত্তু ক্ষিত্যাদি সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বা-

দিত্যনুমানমাহুস্তচ্চ ন। স কিং সদেহো দেহশূন্যো বেত্যুভয়থাপি জগৎ-কর্ত্তৃত্বাসম্ভবাৎ। "যশ্চ" স সর্ব্ববিৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তেত্যাদিআগমোঽস্তি স খলু যুক্তাত্মনো লব্ধসিদ্ধের্যোগিনো বা প্রশংসেতি নাস্তীশ্বরঃ। যুক্ত্যন্তরমাহ মুক্ত-বদ্ধয়োরিতি। মুক্তশ্চেদীশ্বরঃ তর্হি সর্গপ্রবৃত্ত্যসম্ভবঃ। বদ্ধশ্চেদসামর্থ্যমিতি ব্যর্থস্তৎস্বীকার ইত্যর্থঃ। দিক্কালাবিতি। তত্তদুপাধিভেদাদাকাশমেব দিক্-কালশব্দবোধ্যমিতি তত্র তয়োরন্তর্ভাবঃ। সপ্তম্যর্থে পঞ্চমীয়ম্। কিঞ্চেতি। তে গুণাঃ ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—অঙ্গিত্বানুপপত্তেরিতি সূত্রের ভাষ্যে কস্যচিদেকস্য ইতি—একস্য—সত্ত্ব প্রভৃতি তিনটি গুণের মধ্যে যে কোনও একটির। কালো বা তৎকৃদিতি—তৎকৃৎ—অঙ্গাঙ্গিত্বভাবকারী। ঈশ্বরাসিদ্ধেরিতি অর্থাৎ প্রমাণ নাই—এইজন্য ঈশ্বর নাই। কোনও প্রমাণ নাই তাহা দেখাইতেছেন—সর্ব্বপ্রমাণবর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঈশ্বরে থাকিতে পারে না, যেহেতু ঘটপটাদির মত ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় না। তবে যে কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যথা 'ক্ষিত্যাদি সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ' ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতির একটি কর্ত্তা আছে, যেহেতু উহা কার্য্য, কার্য্যমাত্রই কর্ত্তৃসাপেক্ষ; যখন আমরা ঐ সকল বস্তুর কর্ত্তা নহি, তখন ঈশ্বর তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা; এই অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইবে, তাহাও নহে, যেহেতু ঐ অনুমান বিকল্পাসহ—অর্থাৎ ঈশ্বর দেহধারী অথবা দেহহীন? এই উভয় প্রকারেই জগৎকর্ত্তা হইতে পারেন না। যদি বল, আগম প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইবে, যথা—'স সর্ব্ববিৎ, স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা' তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা—এই শব্দ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝাইতেছে, তাহাও এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা এই আগম কোনও যুক্তাত্মা পুরুষের প্রশংসাবাদ অথবা সিদ্ধিলাভকারী কোনও যোগীর ইহা স্তুতিপর। অতএব প্রমাণাভাবে ঈশ্বর নাই। ঈশ্বরের নাস্তিত্ব বিষয়ে অন্য যুক্তিও দেখাইতেছেন—'মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরস্যেতি'। ইহার তাৎপর্য্য এই, ঈশ্বর যদি মুক্ত হন, তবে সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না; যদি বদ্ধ হন, তবে তাঁহার জগৎসৃষ্টির সামর্থ্য নাই। অতএব তাঁহাকে স্বীকার করাই ব্যর্থ। দিক্কালৌ ইত্যাদি—দেশবিশেষোপাধিক আকাশই দিক্-শব্দের দ্বারা বোধ্য এবং কালবিশেষোপাধিক আকাশই কাল, অন্য দিক্কাল বলিয়া কিছু নাই, দিক্কালের আকাশের মধ্যেই অন্তর্ভাব।

'দিক্‌কালাবাকাশাদিভ্যঃ' এই সূত্রস্থ আকাশাদি শব্দে **পঞ্চমী বিভক্তি সপ্তমী** অর্থে, অর্থাৎ আকাশাদিতে দিক্‌কাল অন্তর্ভূত। **'কিঞ্চ তে বৈষম্যং ভজেরন্'** তে—গুণগুলি ॥ ৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সাংখ্যকার কপিলের মতে যে গুণ **সমূহের উৎকর্ষ ও** অপকর্ষ-বশে অঙ্গাঙ্গিভাব-হেতু জগৎসৃষ্টির কথা বলা **হয়, তাহাও** সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে নিরসন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, **সত্ত্বাদি গুণের** সাম্যাবস্থার নাম প্রধান বা প্রকৃতি, সুতরাং কোন **গুণ-বিশেষের অঙ্গিত্ব** অর্থাৎ প্রাধান্য স্বীকার যুক্তিযুক্ত হয় না।

ভাষ্যকার বলেন—নিরপেক্ষস্বরূপ গুণ সমূহের **অঙ্গাঙ্গিভাব-বিচার** যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার **নামই প্রকৃতি বা প্রধান।** সাংখ্যের পুরুষের সান্নিধ্য মাত্রে যে প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্য করে, **এই বিচার** পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়াছে। এক্ষণে ঈশ্বর বা কালকে যদি **অঙ্গাঙ্গিভাবের** কর্ত্তা স্বীকার করিয়া প্রকৃতির বৈষম্যের হেতু বলিয়া স্থির **করিতে প্রয়াস** পান, তাহাও হইতে পারে না, কারণ সাংখ্যকার **কপিলের মতে ঈশ্বর** বা কালাদির স্বীকার নাই, ইহা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধান্তস্বরূপে ইহা বলা যায় যে, কপিলোক্ত **এইরূপ গুণবৈষম্য-হেতু** জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে না। আর এবংবিধ হেতুর **অভাবে যতপ্রকার** সৃষ্টি হইবে, প্রতি সৃষ্টিতে সেই সকল গুণের বৈষম্য **হউক। আবার** আদি সৃষ্টিতেও গুণের বৈষম্য না থাকুক যেহেতু **আদি সৃষ্টিতে গুণগণের** বৈষম্যের হেতু পাওয়া যায় না।

সুতরাং সাংখ্যের মতে গুণত্রয়ের মধ্যে কোন **অঙ্গীর কথা স্বীকৃত হয়** নাই। অর্থাৎ গুণত্রয়ের মধ্যে একটি অঙ্গী, অপর **দুইটি অঙ্গ, ইহারও স্বীকার** নাই। সুতরাং তাহাদের মতেই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা **থাকিয়া যায়। গুণ-**বৈষম্য হেতু জগৎ সৃষ্টি উপপন্ন হয় না। অতএব সাংখ্যের **মতে জগৎসৃষ্টির** উপপত্তির অভাব। শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভগবদীক্ষণ-প্রভাবে **প্রকৃতি ক্ষুভিত** হইয়া সৃষ্টিশক্তি লাভ করে, ইহাই বেদাদি শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন **সমন্বিতম্॥**

স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥" (ভাঃ ৩।২৬।৩-৪)

অর্থাৎ অনাদি (নিত্য) পরমাত্মাই পুরুষ; তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক্—অসঙ্গ বলিয়া প্রাকৃত গুণরহিত, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্য কারণার্ণব-ধামপতি—স্বপ্রকাশ বস্তু; এই বিশ্ব তাঁহারই ঈক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপিণী অব্যক্তা, গুণময়ী প্রকৃতি লীলার্থ তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাকে বহিরঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ দূর হইতে ঈক্ষণের দ্বারা সৃষ্টি করেন ॥ ৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু কার্য্যানুরোধেন গুণা **বিচিত্রস্বভাবা** ভবন্তীত্যনুমেয়ম্। তেন নোক্তদোষাবকাশ ইতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে—কার্য্যের অনুরোধে অর্থাৎ কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হইবে অর্থাৎ গুণগুলি বিচিত্র স্বভাব ইহা অনুমিত হইবে; তাহা হইলে আর পূর্ব্বোক্ত দোষের অবকাশ হইবে না —এই যদি বল, তবে সূত্রকার বলিতেছেন—'অন্যথানুমিতৌ চ' ইত্যাদি—

সূত্রম্—অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—'অন্যথানুমিতৌ'—অন্যপ্রকারে অনুমান করিলেও অর্থাৎ 'গুণা **বিচিত্রস্বভাবাঃ** বিচিত্রকার্য্যকারিত্বাৎ' এইরূপ অনুমান দ্বারা সত্ত্বাদিগুণের বিচিত্র স্বভাবের অনুমিতি হইলেও দোষ হইতে উদ্ধার নাই, যেহেতু 'জ্ঞশক্তি-বিরহাৎ' চেতনের শক্তি অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্বশক্তি গুণের নাই, অতএব **জ্ঞানশূন্য জড়** গুণ হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বিচিত্রশক্তিকতয়া গুণানামনুমানেঽপি ন দোষান্নিস্তারঃ। কুতঃ? জ্ঞেতি। জ্ঞাতৃত্ববিরহাদিত্যর্থঃ। ইদমহমেবঞ্চ সৃজামীতি বিমর্শাভাবাদিতি যাবৎ। জ্ঞানশূন্যাজ্জড়ান্ন সৃষ্টিরিষ্টকাদে-রিব ঋতে চেতনাধিষ্ঠানাদিতি ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বিচিত্র শক্তিবিশিষ্টরূপে সত্ত্বাদিগুণের অনুমান করিলেও **দোষ হইতে উদ্ধার নাই।** কি কারণে? 'জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ'—**জ্ঞ অর্থাৎ**

জ্ঞাতার শক্তি জ্ঞাতৃত্ব, তাহাদের যেহেতু নাই। কথাটি এই—আমি ইহা এইরূপ ভাবে সৃষ্টি করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই কর্ত্তা সৃষ্টি করেন, সেই চিন্তা বা সঙ্কল্প গুণগুলির নাই—ইহাই উহার মর্ম্মার্থ। জ্ঞানশূন্য জড় হইতে জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে না, যেমন শিল্পীর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কেবল ইষ্টকাদি হইতে প্রাসাদ নির্ম্মাণ হয় না ॥ ৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্যথেতি। নন্বিতি। ন বয়ং নিরপেক্ষস্বভাবান্ কূটস্থান্ গুণাননুমিনুমঃ কিন্ত্বন্যথা বিধান্তরেণৈব যথা কার্য্যোৎপত্তিঃ স্যাৎ। কার্য্যানু-মেয়া হি প্রকৃতিঃ। ইত্থঞ্চ বৈষম্যসম্ভবাৎ কার্য্যোৎপাদঃ সম্ভবতীতি চেন্ন জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ সাম্যাবস্থাপ্রচ্যুতৌ যোগ্যত্বমপি ন সম্ভবেৎ তস্যাং নিমিত্তা-ভাবাৎ। ন চ জ্ঞানং বিচিত্রসত্ত্বাৎ। স্বতশ্চেৎ বৈষম্যমিষ্টং তর্হি সর্ব্বদা সৃষ্টিপ্রসঙ্গ ইতি যৎকিঞ্চিদেতৎ ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ—অন্যথেত্যাদি সূত্রের অবতরণিকায় নন্থ ইত্যাদি—সাংখ্য-বাদীরা বলিতেছেন—আমরা পরস্পর নিরপেক্ষ-স্বভাব, নির্ব্বিকার গুণের অনুমান করিতেছি না, কিন্তু প্রকারান্তরেই যাহাতে বিচিত্র কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাদৃশ ধর্ম্মবিশিষ্ট গুণের অনুমান করিতেছি। যেহেতু প্রকৃতি কার্য্য দ্বারাই অনুমেয়, এইরূপে বিষম স্বভাববশতঃ বিচিত্র সৃষ্টিও সম্ভব হইতেছে; এই যদি বল, তাহা নহে; 'জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ'—তাহাদের জ্ঞানশক্তি নাই, তদ্ভিন্ন সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতিতে তাহাদের যোগ্যতাও নাই, তাহার কারণ জ্ঞানশক্তির অভাব। আবার তাহাদের জ্ঞান আছে, ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু গুণগুলি বিচিত্র সত্ত্বসম্পন্ন। যদি গুণসকলের বৈষম্য স্বাভাবিক মান, তাহা হইলে সর্ব্বদা সৃষ্টি হইয়া পড়ে, অতএব ইহা অসার কল্পনা ॥ ৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকার যদি বলেন যে, কার্য্যানুরোধে অর্থাৎ কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হয়, অতএব গুণসমূহ বিচিত্র স্বভাব হইবেই, ইহা অনুমানলব্ধ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষের অবকাশ থাকে না। সাংখ্যবাদীর এই মত খণ্ডনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অন্যপ্রকারে অনুমান করিলেও 'জ্ঞ'-শক্তি অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব-শক্তি গুণের না থাকায়, জ্ঞানশূন্য অর্থাৎ ইহা আমি সৃজন করিতেছি—এইরূপ জ্ঞানের অভাব বশতঃ জ্ঞানশূন্য জড়ের দ্বারা কখনও জড়সৃষ্টি হইতে

পারে না। দৃষ্টান্তস্থলে যেমন বলা যায়, কোন চেতন শিল্পীর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কেবল ইষ্টকাদি হইতে গৃহাদি নির্ম্মাণ হইতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীত কেবল জড়া প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না। সাধারণ ব্যাপারেও দেখা যায়, পিতা ব্যতিরেকে কেবল মাতা হইতে সন্তানের উৎপত্তি হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥
ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ ॥" (৩।৫।২৬-২৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সেই পুরুষ মায়াপানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৭২) ॥ ৯ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—উপসংহরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সাংখ্যবাদ-খণ্ডন উপসংহার করিতেছেন।

সূত্রম্—বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—পূর্ব্বাপর বিরোধহেতু কপিলমত অসামঞ্জস্যে পূর্ণ। অতএব মুক্তিপথের পথিকদের উহা অনাশ্রয়ণীয় ॥ ১০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পূর্ব্বোত্তরবিরোধাচ্চেদং কপিল-দর্শনমস-মঞ্জসং নিঃশ্রেয়স-কামৈর্হেয়মিত্যর্থঃ। তথাহি প্রকৃতেঃ পারার্থ্যাদ্-দৃশ্যত্বাচ্চ তস্যা ভোক্তা দ্রষ্টাধিষ্ঠাতা চ পুরুষ ইতি "শরীরাদিব্য-তিরিক্তঃ পুমান্" "সংহতপরার্থত্বাৎ" ইত্যাদিভিরভ্যুপগম্য তস্য পুন-র্নির্ব্বিকারনির্ধর্ম্মকচৈতন্যত্বকর্তৃত্বভোক্তৃত্বশূন্যত্বং কৈবল্যরূপত্বঞ্চাভি-

হিতম্। "জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ" "নির্গুণত্বান্ন চিদ্‌ধর্ম্মা" ইত্যাদিভিঃ। গুণাবিবেকবিবেকৌ পুংসো বন্ধমোক্ষৌ স্বীকৃত্য তৌ পুনর্গুণানামেব ন তু পুংস ইত্যুক্তম্। "নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে" "প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ" ইত্যেবমাদয়োঽনেকে বিপ্রতিষেধাস্তৎস্মৃতাবেব মৃগ্যাঃ॥ ১০॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বোক্তর মতগুলির পরস্পর বিরোধহেতু কপিলের সাংখ্য-দর্শন অসংলগ্ন, অতএব যাহারা মুক্তিকামী, তাহাদের পক্ষে হেয়। সে বিরোধগুলি দেখাইতেছেন—তথাহীত্যাদি দ্বারা। প্রথমে বলিলেন, পুরুষের ভোগের জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি শয্যাদির মত, যেহেতু সংহতিবিশিষ্ট বস্তুর পর-প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য উপযোগিতা। আবার প্রকৃতি দৃশ্য, এ-জন্য তাহার ভোক্তা, দ্রষ্টা ও অধিষ্ঠাতা (পরিচালক) চেতন পুরুষ। অতএব শরীর-ইন্দ্রিয়াদিভিন্ন পুরুষ, এ-কথা 'সংহতপরার্থত্বাদিত্যাদি' সূত্রদ্বারা স্বীকার করিয়া আবার সেই পুরুষকে নির্ব্বিকার, নির্ধর্ম্মক, চেতনত্ব, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বশূন্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, কেবল-স্বরূপ বলিলেন। অতএব পূর্ব্বাপর উক্তির বিরোধ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। আরও দেখ—'জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ' এই সূত্রে জড়ের প্রকাশ-স্বরূপতা হইতে পারে না, অতএব সূর্য্যাদির মত আত্মাই চৈতন্যহেতু প্রকাশ-স্বরূপ। কথাটি এই—বৈশেষিকদের মতে আত্মা প্রথমে অপ্রকাশস্বরূপ জড় থাকে, পরে তাহার মনঃসংযোগ হইতে জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয়; সাংখ্য-বাদীরা ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ বলিতেছেন—'জড়প্রকাশাযোগাৎ' ইত্যাদি। ইহার মর্ম্মার্থ—যে জড়, সে চিরদিনই জড়, তাহা আর প্রকাশস্বভাব হইতে পারে না। তাহাতেও বৈশেষিকেরা প্রশ্ন করেন—বেশ, পুরুষ প্রকাশ-স্বরূপই না হয় হইল, কিন্তু সূর্য্যাদির মত ধর্ম্মধর্ম্মিভাব তাহার আছে কিনা? তাহার উত্তরে সাংখ্যবাদী বলেন—'নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্ম্মা'। পুরুষ স্বভাবতঃই নির্গুণ সুতরাং তাঁহার জ্ঞানরূপ ধর্ম্ম ও সত্ত্বাদি গুণ নাই, আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ, নির্গুণ। ইত্যাদি সূত্রদ্বারা তাঁহারা পুরুষের নির্গুণত্ব, নির্ধর্ম্মকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর একটি বিরোধ দেখা যাইতেছে, যথা—পুরুষের প্রকৃতির সহিত অবিবেক (ভেদ জ্ঞানাভাব) হইতে বন্ধ (সংসার), বিবেক হইতে মুক্তি, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, পরে

আবার বলিতেছেন—সেই বন্ধ ও মোক্ষ সত্ত্বাদিগুণেরই, পুরুষের নহে। যথা সাংখ্য-সূত্র—'নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে' পুরুষের বাস্তব বন্ধ ও মোক্ষ নাই, প্রকৃতিরই সংসারে বন্ধন ও তাহার মুক্তি, অবিবেক-ব্যতিরেকে ইহা হয় না, অতএব বাস্তব নহে। প্রকৃতি পক্ষেই উহা বাস্তব; যেহেতু প্রকৃতি দুঃখকারণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-গুণ-সম্পর্কযুক্ত, পশুর মত অর্থাৎ যেমন পশুর রজ্জু-সম্পর্কে বন্ধন, আবার রজ্জু-সংযোগাভাবে মুক্তি, সেইরূপ। এই প্রকার অনেক বিরুদ্ধ উক্তি সাংখ্য-দর্শনে অনুসন্ধান যোগ্য॥ ১০॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিপ্রতিষেধাদিতি। তথাহীতি। প্রকৃতেঃ পারার্থ্যং পুরুষ-ভোগার্থত্বং শয্যাদিবৎ তস্যাঃ সংহতত্বাৎ। শরীরাদীত্যস্যার্থঃ। শরীরাদিকং সংহতং পুমানসংহতশ্চিদেকরসোঽহতস্ততোঽন্যঃ স ইতি। সংহতেত্যেতদ্ ব্যাখ্যাতপ্রায়ম্। আদিশব্দাত্ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাচ্চ ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চেতি চত্বারি সূত্রাণি গৃহ্নাতি। তেন ভোক্তৃত্বাদিসিদ্ধিঃ। জড় ইতি। জড়চেতনৌ হি দ্বৌ পদার্থৌ তয়োর্জড়ো ন প্রকাশত ইতি সিদ্ধম্। তস্মাদাত্মৈব চৈতন্যত্বাৎ প্রকাশপদার্থ ইতি নির্ব্বিবাদমিত্যর্থঃ। নম্ন জড়োঽপ্যাত্মা জ্ঞানগুণকস্তেন জগৎ প্রকাশতাং ন তু চৈতন্যমাত্রঃ স ইতি চেৎ তত্রাহ নির্গুণত্বাদিতি। ধর্ম্মযোগে পরিণামিত্বং তেনানির্ম্মোক্ষশ্চ নির্গুণশ্রুতিব্যাকোপশ্চ স্যাদতো নির্গুণচৈতন্যমাত্মেত্যর্থঃ। আদিনা অবিবেকাদ্ বা তৎসিদ্ধেরিতি নোভয়ং তত্ত্বাখ্যানে ইতি চ সূত্রং গ্রাহ্যম্। প্রকৃতি-পুরুষবিবেকাগ্রহাৎ কর্ত্তুঃ ফলভোগাভিমানসিদ্ধেরিতি পূর্ব্বস্যার্থঃ। বিবেকাৎ তত্ত্বজ্ঞানে সতি নোভয়ং কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চ পুংসো নাস্তীতি পরস্যার্থঃ। ততশ্চাকর্ত্তৃত্বাদি সিদ্ধম্। গুণাবিবেকেতি। প্রকৃত্যবিবেকবিবেকাবিত্যর্থঃ। নৈকান্তত ইত্যস্যার্থঃ। প্রকৃতিপুরুষাবিবেকাদেব পুংসো বন্ধমোক্ষাভিমান-মাত্রং বস্তুতস্তু প্রকৃতেরেব তাবিতি। উক্তমর্থং স্ফুটয়তি প্রকৃতেরিতি। আঞ্জস্যাৎ তত্ত্বতঃ সসঙ্গত্বাদ্‌গুণযোগাৎ প্রকৃতেস্তৌ বোধ্যৌ। যথা পশোর্গুণ-যোগাদ্বন্ধো দৃষ্টস্তদযোগাৎ ত্বিতর ইত্যর্থঃ। অবিবেকিনং প্রতি প্রবৃত্তির্বন্ধঃ বিবেকিনং প্রত্যপ্রবৃত্তিস্তু মোক্ষ ইতি নিষ্কর্ষঃ। উক্তঞ্চ তস্মান্ন বধ্যতে জ্ঞানং মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ পুরুষঃ সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিরিতি। অদ্ধা সাক্ষাৎ। তথাচ কপিলমতস্য ভ্রমমূলত্বাৎ তদীয়যুক্তিভিঃ শ্রুতিসমন্বয়ো ন শক্যো বিরোদ্ধুমিতি রাদ্ধান্তঃ॥ ১০॥

টীকানুবাদ—বিপ্রতিষেধাদিত্যাদি সূত্রের 'তথাহি প্রকৃতেঃ' ইত্যাদি ভাষ্য—প্রকৃতির পরার্থতা—পর-প্রয়োজন-নিষ্পাদকতা অর্থাৎ পুরুষের ভোগ-সম্পাদন, যেমন শয্যাদি করে; যেহেতু প্রকৃতি সংহত অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি-সঙ্ঘবদ্ধ। 'শরীরাদি-ব্যতিরিক্তঃ পুমান্ সংহতপরার্থত্বাৎ',—এই অনুমানের তাৎপর্য্য এই—শরীরাদি সঙ্ঘবদ্ধ, পুরুষ অসংহত ইন্দ্রিয়-শরীরাদি যুক্ত নহে, শুদ্ধ জ্ঞানানন্দময়, অতএব শরীরাদি হইতে পুরুষ অন্য। 'সংহতপরার্থত্বাৎ' ইহার ব্যাখ্যা প্রায় কথিতই হইয়াছে। 'ইত্যাদিভিরভ্যুপগময়েতি'—ইত্যাদি পদ আরও চারিটি সাংখ্যসূত্র গ্রহণ করিতেছে। '**ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ**', প্রকৃতি হইতে তিন গুণের ক্রমিক বিকাশ হয়, পুরুষের তাহা নহে, 'অধিষ্ঠানাচ্চ'—পুরুষ আরোপের অধিষ্ঠান, 'ভোক্তৃভাবাৎ' পুরুষের ভোক্তৃত্ব বশতঃ ও 'কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ'—পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি। এই চারিটি সূত্র হইতে পুরুষের ভোক্তৃত্ব, দ্রষ্টৃত্ব, অধিষ্ঠানত্ব, কর্ত্তৃত্ব-শূন্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। '**জড়প্রকাশাযোগাৎ**' ইত্যাদি সূত্রের তাৎপর্য্য—জগতে দুইটি পদার্থ আছে, একটি জড়, অন্যটি চেতন, তাহাদের মধ্যে জড় প্রকাশস্বরূপ হয় না। ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব আত্মাই চৈতন্য-স্বরূপ বলিয়া প্রকাশ পদার্থ। এ-বিষয়ে কোন বিরুদ্ধ মত নাই। যদি বল, আত্মা জড়ই, তবে জ্ঞান-গুণবিশিষ্ট হইলে তাহা হইতে জগৎ প্রকাশ হউক, কিন্তু শুদ্ধ চেতনস্বরূপ আত্মা নহে। সে-বিষয়ে বলিতেছেন—'নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্ম্মা' গুণরূপধর্ম্ম যোগ হইলেই পরিণামী হইবে, তাহাতে মুক্তির বাধা হইবে এবং আত্মার নির্গুণত্ব শ্রুতির ব্যাঘাত হইবে। অতএব নির্গুণ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, ইহাই তাৎপর্য্য। ধর্ম্মেত্যাদিভিঃ ইতি এই আদিপদগ্রাহ্য '**অবিবেকাদ্বা-তৎসিদ্ধেঃ**', 'নোভয়ং তত্ত্বাখ্যানে' এই দুইটি সূত্র। তন্মধ্যে প্রথম সূত্রের অর্থ—প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞানের অভাবে আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও তজ্জন্য ফলভোগা-ভিমান হয়। দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ—বিবেক হইতে তত্ত্বজ্ঞান হইবার পর আর ঐ দুইটিই অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব পুরুষের থাকে না। অতএব পুরুষ অকর্ত্তা, অভোক্তা, নির্গুণ ইত্যাদি সিদ্ধ হইল। 'গুণাবিবেকবিবেকৌ' ইত্যাদি প্রকৃতির সহিত পুরুষের অবিবেক ও বিবেক, এই অর্থ। 'নৈকান্ততো বন্ধ-মোক্ষৌ' ইত্যাদি সূত্রের অর্থ—প্রকৃতি পুরুষের অবিবেক হইতেই পুরুষের 'আমি বদ্ধ, আমি মুক্ত' এইরূপ অভিমান মাত্র হয়, বাস্তব নহে। বাস্তবিক

পক্ষে প্রকৃতিরই বন্ধ ও মুক্তি। এই কথাটিই বিশদ করিয়া বলিতেছেন—'প্রকৃতেরাঞ্জস্যাদিত্যাদি'—আঞ্জস্যাৎ—বাস্তব পক্ষে, প্রকৃতির সসঙ্গত্ব অর্থাৎ সত্ত্বাদি-গুণ-যোগহেতু, তাহারই বন্ধন ও মুক্তি জানিবে, যেমন পশুর রজ্জুযোগে বন্ধন ও রজ্জু-সংযোগের অভাবে মুক্তি, সেইরূপ। সিদ্ধান্ত এই—অবিবেকী পুরুষের প্রতি প্রকৃতির চেষ্টাই বন্ধন এবং বিবেকী পুরুষের প্রতি তাহার প্রবৃত্তির অভাবের নাম মুক্তি। তত্ত্বকৌমুদীতে কথিত আছে যে—'যস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা' ইত্যাদি—যেহেতু প্রকৃতিরই বন্ধন ও মুক্তি, এইজন্য কোনও পুরুষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বদ্ধ হয় না, মুক্তও হয় না, সংসারীও হয় না। কিন্তু সংসারী হয়, বদ্ধ হয় ও মুক্ত হয়, নানা জীবাশ্রিত প্রকৃতিই। অদ্ধা শব্দের অর্থ সাক্ষাদ্ভাবে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—কপিলমত ভ্রম-মূলক, এজন্য তাহার কথিত যুক্তিগুলির দ্বারা বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মে সমন্বয় বিরুদ্ধ করা যাইবে না,—ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার প্রকৃতিবাদী সাংখ্যমতপ্রবর্ত্তক নিরীশ্বর কপিলের মত খণ্ডনের উপসংহারে বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, এই মতে পূর্ব্বোত্তর অংশে বিরোধ থাকায় কপিলের সাংখ্যদর্শন সামঞ্জস্যহীন। যাঁহারা নিঃশ্রেয়স-প্রার্থী অর্থাৎ মুক্তি-কামী, তাঁহাদের পক্ষে হেয় অর্থাৎ এইমত আশ্রয় করা উচিত নহে। এই মতে পরস্পর বিরোধী উক্তিগুলি মূল ভাষ্য, টীকা এবং তদনুবাদে দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য শ্রীশঙ্করও এই সাংখ্যমতে অনেক বিরোধী উক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কোথায়ও ইন্দ্রিয় সাতটি, কোথায়ও এগারটি, কোথাও মহত্তত্ত্ব হইতে তন্মাত্র সমূহের উৎপত্তি, কোথাও অহঙ্কার হইতে উৎপত্তি, কোথায়ও অন্তঃকরণ একটি, কোথাও তিনটি কথিত হইয়াছে।

আচার্য্য শ্রীরামানুজও বলিয়াছেন,—এই সাংখ্যদর্শনে কোথাও পুরুষকে নির্ব্বিকার, কোথাও ভোক্তা, কোথাও পুরুষকে নির্গুণ, আবার কোথাও প্রকৃতির গুণ পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী বাক্য উক্ত হইয়াছে।

মূল সিদ্ধান্ত এই যে, এই মত ভ্রমপূর্ণ ও অযৌক্তিক। এই মতের যুক্তির দ্বারা বেদান্তবাক্যের সমন্বয়-বিরোধ সাধিত হইবে না,—ইহাই সিদ্ধান্ত।

বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভগবদবতার দেবহূতিনন্দন শ্রীকপিলদেব-প্রণীত সেশ্বর সাংখ্যদর্শন আলোচনা করিলে প্রকৃত পক্ষে শ্রুতিবাক্যের প্রকৃত সমন্বয় পাওয়া যাইবে।

শ্রীভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন,—

"অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি তত্ত্বানাং লক্ষণং পৃথক্।
যদ্বিদিত্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ॥
জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় পুরুষস্যাত্মদর্শনম্।
যদাহুর্বর্ণয়ে তৎ তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্॥" (ভাঃ ৩।২৬।১-২)

মৈত্রেয় মুনি বিদুরকে কপিলদেব-বর্ণিত সেশ্বর সাংখ্যমত বর্ণনপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

"য ইদমনুশৃণোতি যোঽভিধত্তে
কপিলমুনের্মতমাত্মযোগগুহ্যম্।
ভগবতি কৃতধীঃ সুপর্ণকেতা-
বুপলভতে ভগবৎপদারবিন্দম্॥" (ভাঃ ৩।৩৩।৩৭)

অর্থাৎ হে বিদুর! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে মুনিবর কপিলের অভিমত—এই গুহ্য আত্মযোগতত্ত্ব শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহার বুদ্ধি গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্ন হয় এবং তিনি অন্তে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মসেবা লাভ করিয়া থাকেন।

পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে দুইজন কপিলের উল্লেখ আছে, যথা—

"কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ॥
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্।
সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ।
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্॥"

অর্থাৎ কপিল দুইজন, একজন ভগবদবতার, অন্যজন নিরীশ্বরবাদী, ইহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত জন—ভগবদাবেশাবতার কার্দ্দমি কপিল—বাসুদেবাংশ। তিনি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ ও 'আসুরি' নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এবং স্বীয় মাতা দেবহূতিকে সর্ব্ববেদার্থসম্বলিত সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। আর দ্বিতীয় জন নিরীশ্বর কপিল

অগ্নিবংশজ; ইনিই নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন এবং বৌদ্ধ-মতাবলম্বী 'আসুরি' নামক জনৈক অন্য ব্রাহ্মণকে সর্ব্ববেদবিরুদ্ধ কুতর্ক-পরিপূর্ণ নিরীশ্বর সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। কার্দ্দমি কপিল সত্যযুগে আবির্ভূত হন, আর অগ্নিবংশজ নাস্তিক্যবাদপ্রচারক কপিল ত্রেতাযুগে জন্মগ্রহণ করেন। দেবহূতিনন্দন কপিল সেশ্বর সাংখ্যদর্শনের আদিকর্ত্তা, তাঁহার প্রণীত সাংখ্যমত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। নিরীশ্বর কপিলের প্রচারিত মত ষড়্দর্শনের অন্যতম সাংখ্যদর্শন-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেই মতে—'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' (সাংখ্যদর্শন—১।৯২) অর্থাৎ কোন প্রকারেই 'ঈশ্বর' সিদ্ধ হন না। ঈশ্বর মানিতে গেলে তাঁহাকে 'মুক্ত' বা 'বদ্ধ' বলিতে হয়; তদিতর আর কি বলিতে পারা যায়? মুক্ত ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রবৃত্তি নাই, বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করে যে, তাহা হইলে ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতি সমূহের কি গতি হইবে? তদুত্তরে নিরীশ্বর সাংখ্যকার কপিল বলেন,—ঈশ্বরবিষয়ক শাস্ত্রবাক্য সমূহ মুক্তাত্মাদিগের প্রশংসাসূচক অথবা অণিমাদি-সিদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদির উপাসনাপর। এতদ্ব্যতীত নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ভাগবতীয় কপিল মতের বহু বিরোধী মত লিপিবদ্ধ আছে। এমন কি, নিজ মতেরও পরস্পর বিরোধী বাক্য সাংখ্যদর্শনে পাওয়া যায়। যাহা বর্ত্তমান সূত্রের ভাষ্যে ও টীকায় ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে এখানে পুনরুল্লেখ করিলাম না। নিরীশ্বর কপিল জড়া প্রকৃতিকেই জগৎকারণ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন এবং তদনুকূলে যাবতীয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সে সমুদয় ভগবদবতার শ্রীমদ্বেদব্যাস তাঁহার রচিত ব্রহ্মসূত্রে বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন এবং ভাষ্যকার বিদ্যাভূষণ প্রভু নিজ ভাষ্যে ও টীকায় তাহা বিশদরূপে যুক্তিমূলে ব্যাখ্যা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। সারগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রই অনুসন্ধান করিলে নিরীশ্বর সাংখ্যমতের অসারত্ব বুঝিতে পারিবেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই স্বীয় ভাষ্যের মধ্যে এইমত খণ্ডন করিয়াছেন। এমন কি, আচার্য্য শঙ্করও স্বীয় ভাষ্যে এই সকল মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই ভ্রমপূর্ণ, অযৌক্তিক, অশাস্ত্রীয়, অসার মত পরিবর্জ্জন করা উচিত॥ ১০॥

ন্যায়-বৈশেষিক-স্থাপিত আরম্ভবাদ-খণ্ডন—

অবতরণিকাভাষ্যম্।—অথারম্ভবাদো নিরস্যতে। **তার্কিকা** মন্যন্তে পার্থিবাদয়শ্চতুর্ব্বিধাঃ পরমাণবো নিরবয়বা রূপাদিমন্তঃ পারিমাণ্ডল্যপরিমাণাঃ প্রলয়কালেঽনারব্ধকার্য্যাস্তিষ্ঠন্তি, **সর্গকালে** তু জীবাদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সন্তঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সাবয়বং স্থূলতরং জগৎ-কার্য্যমারভন্তে। তত্র দ্বয়োঃ পরমাণ্বোরদৃষ্টসাপেক্ষা ক্রিয়া, তয়া সংযোগে সতি দ্ব্যণুকং হ্রস্বমুৎপদ্যতে। তত্র সমবায্যসমবায়িনিমিত্ত-কারণানি ক্রমাৎ পরমাণুযুগ্মতৎসংযোগজীবাদৃষ্টানীত্যেবমগ্রেঽপি। ততস্ত্রয়াণাং দ্ব্যণুকানাং ক্রিয়য়া সংযোগে সতি ত্র্যণুকং মহদুৎপদ্যতে। ন চ দ্বাভ্যামণুভ্যাং ত্র্যণুকারম্ভঃ কারণভূম্না কার্য্যমহত্ত্বোৎ-পাদনাৎ। এবং চতুর্ভিস্ত্র্যণুকৈশ্চতুরণুকং চতুরণুকৈরপরং স্থূলতরং তৈশ্চ স্থূলতমমিত্যেবং ক্রমেণ মহতী পৃথিবী মহত্য আপো মহত্তেজো মহান্ বায়ুশ্চোৎপদ্যতে। কার্য্যগতরূপাদিকন্তু স্বাশ্রয়-সমবায়িকারণগতাদ্রূপাদেঃ। কারণগুণা হি কার্য্যগুণানারভন্তে। ইত্থমুৎপন্নান্ পৃথিব্যাদীনীশ্বরে সংজিহীর্ষৌ সতি পরমাণুষু ক্রিয়য়া বিভাগাৎ সংযোগনাশেন দ্ব্যণুকেষু নষ্টেষ্বাশ্রয়নাশাৎ ত্র্যণুকাদি-নাশ ইতি ক্রমেণ পৃথিব্যাদের্নাশঃ। যথা পটস্য তন্তুনাশে। তদ্-গতস্য রূপাদেস্তু স্বাশ্রয়নাশেনৈবেতি জগদ্বিলয়প্রকারঃ। কিঞ্চ পরমাণুরত্র পরিমণ্ডলসংজ্ঞস্তৎসমবেতং পরিমাণং তু পারিমাণ্ডল্যমভি-ধীয়তে। দ্ব্যণুকমণুসংজ্ঞং তৎসমবেতং পরিমাণং ত্বণুত্বং হ্রস্বত্বঞ্চ। ত্র্যণুকাদিপরিমাণন্তু মহত্ত্বঞ্চেতি প্রক্রিয়া। তত্র সংশয়ঃ—পরমাণুভির্জগদারম্ভঃ সমঞ্জসো ন বেতি। তত্রাদৃষ্টবদাত্মসংযোগ-হেতুকং পরমাণুগতাদ্যক্রিয়াজন্যতদ্যুগ্মসংযোগারব্ধদ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সৃষ্টেঃ সম্ভবাৎ **সমঞ্জস** ইতি প্রাপ্তে পরিহ্রিয়তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর ন্যায়-বৈশেষিকের **আরম্ভবাদ** খণ্ডিত হইতেছে—তার্কিকদের মতে চারিপ্রকার পরমাণু আছে, যথা

পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, ইহারা প্রত্যেকই নিরবয়ব এবং রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শগুণযুক্ত। প্রতি পরমাণুই পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণযুক্ত। (অণু পরিমাণকেই পারিমাণ্ডল্য পরিমাণ বলা হয়)। প্রলয়কালে ঐ পরমাণুগুলি কোনও কার্য্যদ্রব্য উৎপাদন না করিয়া বর্ত্তমান থাকে। আবার সৃষ্টির সময়ে জীবের অদৃষ্টবশতঃ ঐ সকল পরমাণু দ্ব্যণুকাদি সৃষ্টিক্রমে অবয়বযুক্ত, স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম জগৎ উৎপাদন করে। সে বিষয়ে এইরূপ সৃষ্টিক্রম আছে—যথা জীবের অদৃষ্টবশতঃ দুইটি পরমাণুতে ক্রিয়া হইতে থাকে, সেই ক্রিয়া দ্বারা দুইটি পরমাণুর সংযোগ হয়, তাহা হইতে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়, উহা হ্রস্ব অর্থাৎ অতীব ক্ষুদ্র পরিমাণ-সম্পন্ন। এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় তিনটি কারণ আছে, যথা—সমবায়ি কারণ, অসমবায়ি কারণ ও নিমিত্ত কারণ। তন্মধ্যে দ্ব্যণুকোৎপত্তিতে সমবায়ি কারণ দুইটি পরমাণু, সেই পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ অসমবায়ি কারণ এবং জীবের অদৃষ্ট নিমিত্ত কারণ হয়—এইরূপ ত্র্যণুকাদি উৎপত্তিতেও জ্ঞাতব্য। তাহার পর তিনটি দ্ব্যণুকে জীবের অদৃষ্টবশতঃ ক্রিয়া জন্মে, তাহা দ্বারা পরস্পর সংযোগ হইলে মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট একটি ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু জন্মে। নৈয়ায়িকদের মতে দুইটি ক্ষুদ্র দ্ব্যণুক হইতে মহৎ দীর্ঘ পরিমাণ ত্র্যণুক উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তিনটি দ্ব্যণুকের সংখ্যাই তাহার মহৎ দীর্ঘ পরিমাণের কারণ। যুক্তি এই—অণু পরিমাণ কোনও পরিমাণের কারণ হইতে পারে না, কেননা পরিমাণ কারণ হইলে সে তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর পরিমাণের জনক হইবে, অণু হইতে উৎকৃষ্টতর পরিমাণ অণুতর, তাহা অপ্রসিদ্ধ, এজন্য সংখ্যাই দীর্ঘ পরিমাণের কারণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—'কারণ-ভূম্না কার্য্য-মহত্ত্বোৎপাদনাৎ'—কারণের বহুত্ব সংখ্যা কার্য্যগত মহত্ত্ব জন্মাইয়া থাকে। এইরূপে চারিটি ত্রসরেণু দ্বারা চতুরণুক পদার্থ গঠিত হয়, চতু-রণুকগুলি দ্বারা অপর আর একটি স্থূলতর পদার্থ জন্মে, সেই স্থূলতর পদার্থগুলি দ্বারা স্থূলতম পদার্থের উৎপত্তি হয়, এইরূপ ক্রমে মহতী পৃথিবী, মহাপরিমাণ জল, তাদৃশ অগ্নি ও বায়ু উৎপন্ন হয়। কার্য্য—পৃথিব্যাদিতে যে রূপাদি থাকে, তাহা তাহাদের সমবায়ি কারণগত রূপাদি হইতে। যেহেতু, কারণের গুণ কার্য্যের গুণ সৃষ্টি করে। তাহার পর যখন ঈশ্বর সেইরূপে উৎপন্ন পৃথিব্যাদি পদার্থ ধ্বংস করিতে ইচ্ছা

করেন, তখন আবার প্রত্যেক পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে থাকে, সেই ক্রিয়া দ্বারা দ্ব্যণুকাদির বিভাগ হয় এবং পরস্পর সংযোগ শিথিল হইয়া যায়। সুতরাং দ্ব্যণুকাদি পদার্থ ভাঙ্গিয়া গেলে অধিকরণের বা সমবায়ি কারণের নাশে সমবেত কার্য্যনাশের নিয়মহেতু ত্র্যণুকাদির নাশ হয়, এইরূপ ক্রমে পৃথিব্যাদির নাশ হইয়া থাকে। যেমন তন্তুনাশ হইলে বস্ত্রনাশ হয়, সেই কার্য্যদ্রব্যগত অর্থাৎ পটগত রূপাদিরও আশ্রয় (সমবায়িকারণ) নাশাধীন (নাশ হইয়া থাকে)। ইহাই জগৎ প্রলয়ের ব্যাপার। পরমাণু-পদার্থকে পরিমণ্ডল বলা হয়, সেজন্য তাহাতে সমবেত পরিমাণ পারিমাণ্ডল্য-সংজ্ঞায় অভিহিত। দ্ব্যণুকের নাম অণু, তাহাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান পরিমাণ অণুত্ব, হ্রস্বত্ব নামে কথিত। ত্র্যণুকাদির পরিমাণ—ত্র্যণুকত্ব ও মহত্ত্ব। ইহাই নৈয়ায়িকদিগের সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রক্রিয়া। তাহাতে সংশয় হইতেছে—পরমাণু-সমষ্টি দ্বারা জগতের উৎপত্তি সঙ্গত কিনা? তাহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষী নৈয়ায়িক বলেন, হ্ঁা, উহা সমঞ্জসই বটে, যেহেতু উহা অদৃষ্ট—পাপ বা পুণ্য অথবা ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিশিষ্ট জীবের সহিত সংযোগবশতঃ পরমাণু দুইটিতে প্রাথমিক ক্রিয়া হইতে ঐ উভয়ের সংযোগ হয় এবং তজ্জন্য দ্ব্যণুকোৎপত্তি হয় এবং দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহতী পৃথিবী প্রভৃতির সৃষ্টি সম্ভব হইতেছে। সূত্রকার এই তার্কিক সিদ্ধান্তের পরিহার করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথারম্ভেতি। এতদারভ্য সপ্তস্বধিকরণেষু প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতিঃ। প্রকৃতেশ্চেতনেনানধিষ্ঠানাৎ বিশ্বকারণত্বং মাস্তু পরমাণূনাং তু তেনাধিষ্ঠানাৎ তৎকারণত্বমস্ত্বিতি পরমাণুভির্দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ বিশ্বসৃষ্টিরিতি তার্কিকরাদ্ধান্তোঽত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি তত্র সন্দেহঃ। তস্য প্রমাণমূলতাং বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি তার্কিকা মন্যন্ত ইত্যাদিনা। অদৃষ্টেতি। জীবাদৃষ্টেন পরমাণুষু ক্রিয়োৎপত্তিরিত্যর্থঃ। ন চ দ্বাভ্যামিতি। তার্কিকা বদন্তি হ্রস্বাদণোশ্চ দ্ব্যণুকাৎ মহৎ দীর্ঘঞ্চ ত্র্যণুকমুৎপদ্যতে। দ্ব্যণুকগতে হ্রস্বত্বাণুত্বে তু ত্র্যণুকে মহত্ত্বাদ্যোর্নারম্ভকে কিন্তু তদ্গতা ত্রিত্বসংখ্যৈব তয়োরারম্ভিকা। অন্যথা ততোঽপ্যতিসৌক্ষ্ম্যে প্রথিমানুপপত্তিঃ। এবং পরিমণ্ডলাভ্যাং পরমাণুভ্যামণুদ্ব্যণুকমারভ্যতে। তদ্গতা দ্বিত্বসংখ্যা তত্রাণুত্বাদ্যোরারম্ভিকা ন তু পারিমাণ্ডল্যং তয়োরারম্ভকম্।

তেনারম্ভে ততোঽপি সৌক্ষ্ম্যাপত্তেরিতি। কার্য্যরূপং কারণরূপাদিতি চাহুঃ। কার্য্যং পটস্তদ্গতং যদ্রূপং তৎ খলু স্বাশ্রয়স্য পটস্য যৎ সমবায়িকারণং তন্তবস্তদ্গতাদ্রূপাদুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। কারণগুণা হীতিব্যাখ্যাতার্থঃ। ইত্থমিতি। সংজিহীর্ষৌ সংহর্ত্তুকামে, আশ্রয়নাশাৎ দ্ব্যণুকবিনাশাৎ। যথা পটস্যেতি। নাশ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তদ্গতস্যেতি। পটগতস্য রূপস্য পটনাশেনৈব নাশ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। অত্র তর্কসময়ে। তত্রাদৃষ্টেতি। অদৃষ্টবদাত্মনা জীবেন সহ পরমাণূনাং সংযোগস্তদ্ধেতুকা যা পরমাণুগতাদ্যক্রিয়া তজ্জন্যো যঃ পরমাণুযুগ্মসংযোগস্তদারব্ধানি যানি দ্ব্যণুকানি তদাদিক্রমেণেত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এই আরম্ভবাদসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সাতটি অধিকরণে প্রত্যুদাহরণ (প্রতিবাদাখ্য)-সঙ্গতি জানিবে। প্রকৃতি যেন চেতন পদার্থের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জগৎকারণ হইতে পারে না; না হউক, কিন্তু পরমাণুগুলির চেতনাধিষ্ঠান থাকায় তাহারা জগতের কারণ হউক, 'পরমাণু সমুদায় দ্বারা দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তিক্রমে বিশ্বসৃষ্টি হয়'—এই তার্কিকদের সিদ্ধান্ত এই অধিকরণের বিষয়, তাহাতে সংশয়—ইহা সপ্রমাণ অথবা ভ্রমমূলক? পূর্ব্বপক্ষী উহা সপ্রমাণ, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—তার্কিকা মন্যন্তে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। দ্বয়োঃ পরমাণ্বোরদৃষ্টসাপেক্ষা ক্রিয়া ইতি—অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টবশতঃ পরমাণুদ্বয়ে ক্রিয়া জন্মে। ন চ দ্বাভ্যামণুভ্যামিত্যাদি—নৈয়ায়িকগণ বলেন—হ্রস্ব এবং অণুপরিমাণ দ্ব্যণুক হইতে মহৎ ও দীর্ঘপরিমাণ ত্র্যণুকের উৎপত্তি হয়। এখানে তাঁহাদের বক্তব্য—দ্ব্যণুকের যে পরিমাণ হ্রস্বত্ব ও অণুত্ব, ইহা ত্র্যণুকের মহত্ত্ব-দীর্ঘত্ব পরিমাণের জনক নহে, কিন্তু ত্র্যণুকগত ত্রিত্বসংখ্যাই সেই মহত্ত্ব ও দীর্ঘত্বের জনক। তাহা স্বীকার না করিলে তাহা হইতে অতিসূক্ষ্ম দ্ব্যণুকে পৃথুত্ব পরিমাণের উপপত্তি হয় না। এইরূপ পরিমণ্ডল-পরিমাণ দুইটি পরমাণুর সংযোগে যে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়, তথায়ও দ্ব্যণুকগত দ্বিত্বসংখ্যা তাহার দীর্ঘত্ব ও মহত্ত্ব-পরিমাণের কারণ, তদ্ভিন্ন পরমাণু-পরিমাণ সেই দ্ব্যণুক পরিমাণের কারণ নহে, যদি সেই পরিমাণ্ডল্য-পরিমাণ দ্বারা দ্ব্যণুক-পরিমাণের উৎপত্তি বলা হইত, তবে পরমাণুর অণুতরত্বাপত্তি হইত। নৈয়ায়িকগণ আরও বলেন, কার্য্যের রূপ কারণের রূপ হইতে জন্মে। উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতেছেন,—তন্তুর কার্য্য পট, তাহার রূপ, পটের সমবায়ি

কারণ তন্তুর রূপ হইতে উৎপন্ন হয়। কারণ-গুণা হি ইত্যাদি ন্যায়ের অর্থ একপ্রকার ব্যাখ্যাতই হইয়াছে। ইত্থমিতি—সঞ্জিহীর্ষৌ—অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্ব ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক হইলে। আশ্রয়নাশাৎ ত্র্যণুকাদি নাশ ইতি—আশ্রয়ের নাশ হইতে অর্থাৎ দ্ব্যণুকের নাশ হইতে। যথা পটস্য তন্তুনাশে 'নাশঃ' এই পদের সহিত যোজনা। তদ্‌গতস্য ইতি—পটস্থিত রূপাদির পটনাশের দ্বারাই নাশ হয়। কিঞ্চেতি পরমাণুরত্র, অত্র—এই তার্কিক সিদ্ধান্তে। তত্রাদৃষ্ট-বদাত্মসংযোগ ইতি—অদৃষ্টবিশিষ্ট যে আত্মা, তাহার সহিত পরমাণুদের সংযোগ (সম্বন্ধ) হইতে পরমাণুদ্বয়ে যে প্রাথমিকী ক্রিয়া হয়, তাহা হইতে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ জন্মে ; সেই সংযুক্ত পরমাণুদ্বয়ে সমবায় সম্বন্ধে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়, সেইক্রমে ত্র্যণুক, চতুরণুক প্রভৃতি জন্মিয়া বিশ্ব সৃষ্টি করে।

মহদ্দীর্ঘবদধিকরণম্

সূত্রম্—মহদ্‌দীর্ঘবদ্‌বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—মহৎ ও দীর্ঘ পরিমাণ বিশিষ্ট ত্র্যণুকের উৎপত্তি হয়, হ্রস্বপরিমাণ দ্ব্যণুকদ্বারা ও পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণ-বিশিষ্ট পরমাণু দ্বারা—এই মতের মত তাঁহাদের সমস্ত মতই অসমঞ্জস—যুক্তিবিরুদ্ধ ॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইহ বেতি চার্থে। পূর্ব্বতোঽসমঞ্জসমিত্যনু-বর্ত্ততে। হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুকপরমাণুভ্যাং মহদ্দীর্ঘত্র্যণুক-বত্তন্মতং সর্ব্বমসমঞ্জসম্। পরিমণ্ডলেভ্যো দ্ব্যণুকানি তেভ্যস্ত্র্যণুকানি তেভ্যশ্চতুরণুকাদিক্রমেণ পৃথিব্যাদীনামুৎপত্তিরিতিবদন্যাপি তৎ-প্রক্রিয়া বিরুদ্ধেত্যর্থঃ। তথাহি নিরবয়বৈঃ পরমাণুভিঃ সাবয়বানি দ্ব্যণুকান্যারভ্যন্ত ইতি ন যুক্তম্। সাবয়বৈঃ ষড়্‌ভিঃ পার্শ্বৈঃ সংযুজ্যমানানাং তন্তূনামবয়বিপটারম্ভকত্বদর্শনাৎ। তস্মাৎ সপ্রদেশাঃ পরমাণবোঽঙ্গীকার্য্যাঃ। ইতরথা সহস্রপরমাণূনাং সংযোগেঽপি পারিমাণ্ডল্যানধিকপরিমাণতয়া প্রথিমানুপপত্তেরণুত্বহ্রস্বত্বমহত্ত্বাস্থ-সিদ্ধিঃ। ন চ কারণভূমা কার্য্যমহত্ত্বোৎপাদকঃ, মনঃকল্পনমাত্রত্বাৎ।

তথাঙ্গীকৃতেঽপি প্রদেশভেদে তেঽপি সাংশাঃ স্বৈরংশৈস্তেঽপি পুনঃ স্বৈরিত্যনবস্থা অংশানন্ত্যসাম্যেন মেরুসর্ষপয়োস্তৌল্যপ্রসঙ্গশ্চ। তস্মান্মহদ্দীর্ঘত্র্যণুকং হ্রস্বদ্ব্যণুকোৎপন্নং হ্রস্বদ্ব্যণুকঞ্চ পরিমণ্ডলোৎ-পন্নমিতি রিক্তং বচঃ। ন চৈতৎ সূত্রং স্বদোষনিরাসকতয়া ব্যাখ্যেয়ম্ অস্য পাদস্য পরপক্ষাক্ষেপকত্বাৎ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'বা' শব্দ সমুচ্চয়ার্থে, তাহার তাৎপর্য্য মহৎ দীর্ঘ পরিমাণও অসমঞ্জস। পূর্ব্ব হইতে 'অসমঞ্জসম্' ইহার অনুবৃত্তি চলিতেছে। দ্ব্যণুকের হ্রস্ব পরিমাণ ও পরমাণুর পারিমাণ্ডল্য হইতে অর্থাৎ দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহদ্‌দীর্ঘ ত্র্যণুকের উৎপত্তির মত সর্ব্বমতই অসমঞ্জস। কথাটি এই—যেমন পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক এবং তাহা হইতে ত্র্যণুক, তাহা হইতে চতুরণুক হইয়া ক্রমে পৃথিবী প্রভৃতির উৎপত্তি, এই প্রক্রিয়া যেমন অসঙ্গত, সেইরূপ অন্য তৎসম্মত প্রক্রিয়াও বিরুদ্ধ। সে কিরূপ ? তাহা বলা হইতেছে—অবয়বশূন্য পরমাণুগুলি হইতে সাবয়ব দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, এই প্রক্রিয়া যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু সাবয়ব ছয়টি (তন্তু) পার্শ্বের সহিত সংযুক্ত তন্তুগুলিরই অবয়বী-পটের উৎপাদকতা দেখা যায়। অতএব দ্ব্যণুকোৎপত্তিতেও পরমাণুদের সাবয়বতা স্বীকার্য্য। তাহা না হইলে অর্থাৎ পরমাণুর অবয়ব-যুক্তত্ব স্বীকার না করিলে সহস্রসংখ্যক পরমাণুর সংযোগেও অণু পরিমাণের অনধিক পরিমাণ-বিশিষ্ট হওয়ায় অর্থাৎ সকল পরমাণুই পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণ-বিশিষ্ট হওয়ায় তাহাদের দ্বারা (পৃথুতা) স্থূল পরিমাণের উৎপত্তি হইতে পারে না, সুতরাং দ্ব্যণুক পরিমাণ, হ্রস্ব পরিমাণ ও মহৎ দীর্ঘ পরিমাণোৎ-পত্তি অসঙ্গত। কারণের বহুত্ব-সংখ্যা কার্য্যের মহৎ পরিমাণের উৎপাদক হয়, এরূপ বলা চলে না, কারণ ইহা মনের কল্পনা মাত্র। সে যুক্তি স্বীকার করিলেও অংশবাদ হিসাবে কোনও প্রদেশে সেই সাংশ পরমাণুগুলি স্বকীয় অন্য অংশ দ্বারা, তাহারা আবার অন্য অংশদ্বারা সংযুক্ত হইবে, এইরূপ অনবস্থা হয়, তদ্‌-ভিন্ন আরও একটি প্রবল দোষ দেখা যায় যে অনন্তাংশবিশিষ্ট পরমাণুকে মেরুর কারণ বলিলে সর্ষপেও সেই অনন্তাংশ থাকায় উভয়ের তুল্যতার আপত্তি হয়। অতএব মহৎ দীর্ঘত্র্যণুক হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন এবং হ্রস্ব দ্ব্যণুক পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে উৎপন্ন, ইহা সারহীন কথা। কেবলাদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা

করিয়াছেন—এই সূত্রটি বেদান্তের উপর সম্ভাবিত দোষের নিরাসার্থ প্রযুক্ত ; কিন্তু তাহা নহে, এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদটি পরবাদীর মতের প্রতিবাদ-তাৎপর্য্যার্থক ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—মহদ্দীর্ঘবদ্বেতি। ইহ বাশব্দশ্চার্থেঽনুক্তং হ্রস্বদ্ব্যণুকবদিত্যেতৎ সমুচ্চিনোতি। ততশ্চ পরিমণ্ডলেভ্যো দ্ব্যণুকানীত্যাদিব্যাখ্যানং সঙ্গতিমৎ। সপ্রদেশাঃ সাবয়বাঃ। ইতরথেতি। পারিমাণ্ডল্যং পরমাণুপরিমাণং তদধিকপরিমাণাভাবেনেত্যর্থঃ। ন চেতি। ন খলু বহুত্বসংখ্যঃ কশ্চিদ্‌যোগীন্দ্রো যৎপ্রভাবাৎ কার্য্যে মহত্বমুৎপদ্যেত। তস্মাৎ মনঃকল্পনমাত্রমেতদ্ বাচালানাম্। কিঞ্চ কারণকার্য্যয়োর্জনকত্বজন্যত্বনিয়মোঽপি তৈর্ভগ্ন এব। পারিমাণ্ডল্যস্যাণুত্বায়ানারম্ভকত্বস্বীকারাৎ অণুত্বাদ্যোর্মহত্বাদ্যারম্ভকত্বাস্বীকারাচ্চ। তথেতি। তেঽপি প্রদেশাঃ। অংশানন্ত্যেতি। মেরোর্যথানন্তাবয়বত্বং তথা সর্ষপস্যাপীত্যাপদ্যেত। ন চৈতৎ সম্ভবতীত্যর্থঃ। ন চৈতদিতি। বেদান্তসিদ্ধান্তসম্ভাবিতদোষনিরাসকতয়া সূত্রমেতৎ কেবলাদ্বৈতিভির্ব্যাখ্যাতম্। তন্ন যুক্তম্। তত্র হেতুরস্যেতি ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—'মহদ্দীর্ঘবদ্বা' ইত্যাদি সূত্রে যে 'বা' শব্দটি আছে, উহা সমুচ্চয়ার্থে অর্থাৎ 'হ্রস্বদ্ব্যণুকবদ্' ইহাকেও বুঝাইতেছে। তাহাতে প্রতিপন্ন হইল—এই পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণ যুক্ত পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক হয় ইত্যাদি যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সঙ্গতি যুক্ত হইল। তস্মাৎ সপ্রদেশাঃ পরমাণব ইত্যাদি—সপ্রদেশাঃ—সাবয়ব। 'ইতরথা সহস্রপরমাণূনাং' ইতি ইহার তাৎপর্য্য পারিমাণ্ডল্য অর্থাৎ পরমাণু-পরিমাণ, তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর পরিমাণ অর্থাৎ অণুতর পরিমাণের অভাববশতঃ পৃথুত্ব বা বিশালত্ব হইতে পারে না। ন চ কারণ ভূমেত্যাদি—এমন কোনও বহুত্ব সংখ্যাযুক্ত যোগিবর নাই, যাঁহার প্রভাবে কার্য্যে মহত্ব উৎপন্ন হইবে, অতএব ইহা বাক্‌পটুদিগের মনের কল্পনা মাত্র। আর একটি দোষ হইতেছে—এক পরমাণু হইতে যদি বহুত্বের উৎপত্তি হয়, তবে কার্য্যকারণের জন্য-জনকভাব-নিয়মও তাঁহারা ভাঙ্গিলেন। কিরূপে তাহা দেখাইতেছি—যেহেতু পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণকে দ্ব্যণুকপরিমাণের অনুৎপাদক স্বীকার করা হইতেছে এবং যেহেতু দ্ব্যণুকের অণুত্ব ও হ্রস্বত্বপরিমাণ মহত্ব ও দীর্ঘত্ব পরিমাণের অনুৎপাদক স্বীকৃত হইয়াছে, সেজন্য বৃহৎ পরিমাণের প্রতি

ক্ষুদ্র পরিমাণ কারণ—এই কার্য্যকারণের জন্য-জনকভাব ব্যাহত হইতেছে। তথাঙ্গীকৃতে ইত্যাদি—তেঽপি সেই প্রদেশগুলিও। অংশানন্ত্যসাম্যেন ইতি—অনন্তাবয়বত্ব হিসাবে মেরুর মত সর্ষপও হইয়া পড়ে, এই তুল্যত্ব কিন্তু সম্ভব নহে। ন চৈতৎসূত্রমিত্যাদি। কেবলাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় এই সূত্রটি বেদান্ত-সিদ্ধান্তে সম্ভাবিত দোষের খণ্ডনপর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহার কারণ অস্য পাদস্য ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে ন্যায় ও বৈশেষিক মতের দ্বারা সিদ্ধান্তিত 'আরম্ভবাদ' খণ্ডন করা হইতেছে। তার্কিকগণের মতানুসারে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়—এই চারিপ্রকার পরমাণু স্বীকৃত হইয়া থাকে। উহাদের প্রত্যেকেই আবার নিরবয়ব, রূপরসাদিগুণযুক্ত, পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণ এবং প্রলয়কালে অনারব্ধকার্য্যস্বরূপে বর্ত্তমান থাকে। আবার সৃষ্টিকালে জীবাদৃষ্টবশতঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমে অবয়ববিশিষ্ট স্থূলতর জগৎ সৃষ্টি করে। জীবের অদৃষ্টানুসারেই দুইটি পরমাণুতে ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ার দ্বারা পরস্পরের সংযোগে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়, উহা অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ। এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্তকারণ-রূপ তিনটি কারণ আছে। এইরূপে তিনটি দ্ব্যণুকের ক্রিয়াদ্বারা পরস্পরের সংযোগে মহৎ ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু সঞ্জাত হয়।

নৈয়ায়িকদিগের মতে আবার দুইটি ক্ষুদ্র দ্ব্যণুক হইতে মহৎ ত্র্যণুক উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তিনটি দ্ব্যণুকের ত্রিত্ব সংখ্যাই মহৎ দীর্ঘ পরিমাণের কারণ। যেহেতু কারণের বহুত্ব কার্য্যের মহত্ব উৎপাদন করে—ইত্যাদি বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈশেষিক, নৈয়ায়িক তার্কিকেরা স্ব স্ব মত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে। উহা ভাষ্যের ও টীকার অবতরণিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

এ-স্থলে সংশয় এই যে, পরমাণু-সমষ্টির দ্বারা জগতের আরম্ভ অর্থাৎ উৎপত্তি সমঞ্জস কি না? অবশ্য নৈয়ায়িকগণ তাঁহাদের যুক্তির সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিবেন যে, যেহেতু উহা অদৃষ্ট-বিশিষ্ট জীবের সংযোগবশতঃ পরমাণুগত যে আদ্য ক্রিয়াজনিত পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ, তাহা হইতেই দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় তাঁহাদের অর্থাৎ নৈয়ায়িকদিগের মত সঙ্গতই। এই প্রকার মত নিরসনের জন্য সূত্রকার

বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, হ্রস্ব দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুকের উৎপত্তি যেরূপ অসমঞ্জস, সেইরূপ তার্কিকদিগের সমুদয় মতই অসমঞ্জস ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া অশ্রদ্ধেয়। এতৎ-সম্বন্ধে ভাষ্যকার তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় যে সকল বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই যে, হ্রস্ব পরিমাণ দ্ব্যণুক এবং পরিমণ্ডল পরিমাণ পরমাণু হইতে দীর্ঘ ও মহৎ পরিমাণ চতুরণু প্রভৃতির উৎপত্তি যুক্তিহীন এবং বৈশেষিকদিগের অপর মতও অযৌক্তিক।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৈত্রেয় ঋষির বাক্যে পাই,—

"চরমঃ সদ্বিশেষাণামনেকোঽসংযুতঃ সদা।
পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ॥
সত এব পদার্থস্য স্বরূপাবস্থিতস্য যৎ।
কৈবল্যং পরমমহানবিশেষো নিরন্তরঃ॥" (ভাঃ ৩।১১।১-২)

আরও বলিয়াছেন,—

"অণুর্দ্বৌ পরমাণূ স্যাৎ ত্রসরেণুস্ত্রয়ঃ স্মৃতঃ।
জালার্করশ্ম্যবগতঃ খমেবানুপতন্নগাৎ॥" (ভাঃ ৩।১১।৫)

আরও পাই,—

"এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্ত-
মসন্নিধানাৎ পরমাণবো যে।
অবিদ্যয়া মনসা কল্পিতাস্তে
যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ॥
এবং কৃশং স্থূলমণুর্বৃহদ্‌য-
দসচ্চ সজ্জীবমজীবমন্যৎ।
দ্রব্যস্বভাবাশয়কালকর্ম্ম-
নাম্নাজয়াবেহি কৃতং দ্বিতীয়ম্॥" (ভাঃ ৫।১২।৯-১০) ॥১১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—কিমন্যদসমঞ্জসং তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আর কি অসামঞ্জস্য আছে, তাহাতে বলিতেছেন—

সূত্রম্—উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—'উভয়থাপি'—কর্ম্মজন্য যে পরমাণুতে ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়া পরমাণুগত অদৃষ্ট জন্য? অথবা জীবের আত্মগত অদৃষ্টজন্য? এই দুই পক্ষেই 'ন কর্ম্ম' কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট পরমাণুর ক্রিয়ার কারণ হইতে পারে না, যেহেতু জীবের পাপপুণ্য জন্য অদৃষ্ট পরমাণুতে থাকা সম্ভব নহে, আবার জীবগত অদৃষ্ট জন্য পরমাণুতে ক্রিয়ার উৎপত্তিও হইতে পারে না, 'অতঃ'—এইজন্য 'তদভাবঃ'—জগৎসৃষ্টির অভাব হইবে ॥ ১২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পরমাণুক্রিয়াজন্যতৎসংযোগপূর্ব্বকদ্ব্যণুকাদিক্রমেণ তার্কিকৈর্জগদুৎপত্তিরিষ্যতে। তত্র পরমাণুক্রিয়া কিং পরমাণুগতাদৃষ্টজন্যা কিংবাত্মগতাদৃষ্টজন্যেতি। নাদ্যঃ আত্মপুণ্যাপুণ্যজন্যাদৃষ্টস্য পরমাণুগতত্বাসম্ভবাৎ। নাপ্যন্ত্যঃ আত্মগতেন তেন পরমাণুগতক্রিয়োৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ন চ সংযুক্তসমবায়সম্বন্ধাৎ সংভবিষ্যতি নিরবয়বানাং পরমাণূনাং নিরবয়বেনাত্মনা সংযোগানুপপত্তেঃ। তদেবমুভয়থাপি নাদ্যক্রিয়াজনকমদৃষ্টম্। জাড্যাচ্চ, ন হ্যচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতঃ প্রবর্ত্ততে প্রবর্ত্তয়তি বেতি পরীক্ষিতং প্রাক্। ন চাত্মা বা তৎপ্রবর্ত্তকঃ। তদানুৎপন্নচৈতন্যস্য তস্যাপি তত্ত্বাৎ। ন চাদৃষ্টানুসারীশ্বরেচ্ছা তৎক্রিয়াহেতুঃ তস্যা নিত্যত্বেন নিত্যং তৎপ্রসঙ্গাৎ। ন চাদৃষ্টোদ্বোধাভাবাৎ প্রতিসর্গে তদভাবঃ তস্যাপি সামগ্রীসত্ত্বেঽনাবশ্যকত্বাৎ। ততশ্চ নিয়তস্য কস্যচিৎ ক্রিয়াহেতোরভাবান্ন সা। পরমাণুষু তদভাবান্ন তৎসংযোগঃ। তদভাবাচ্চ ন দ্ব্যণুকাদিকমিত্যতস্তদভাবঃ সর্গাভাবঃ স্যাৎ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—দুইটি পরমাণুগত ক্রিয়া জন্য উভয়ের সংযোগ জন্মিয়া দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি নৈয়ায়িকগণ মনে করেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই—পরমাণু-ক্রিয়া কোন অদৃষ্ট জন্য? তাহা কি পরমাণুগত অদৃষ্ট জন্য? অথবা জীবের আত্মগত অদৃষ্ট জন্য? এই প্রশ্নে প্রথম পক্ষ অর্থাৎ পরমাণুগত অদৃষ্ট-জন্য, এ-কথা বলা চলে না; পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম-জন্য অদৃষ্ট

জীবেরই সম্ভব, উহা জীবের আত্মগত থাকিবে, পরমাণুতে থাকিতে পারে না। আর শেষপক্ষ অর্থাৎ আত্মগত অদৃষ্ট হইতে পরমাণুর ক্রিয়ার উৎপত্তি, ইহাও সমীচীন হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে কার্য্যকারণের অসামানাধিকরণ্য ঘটে। যদি বল, সংযুক্তসমবায় সম্বন্ধে জীবের অদৃষ্ট পরমাণুতে থাকিবে অর্থাৎ জীবের সহিত সংযুক্ত পরমাণু, তাহাতে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান অদৃষ্ট, সেই পরমাণুতেই ক্রিয়া, এইরূপে কার্য্য-কারণের সামানাধিকরণ্য হইতে পারে; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে, কেননা অবয়বহীন কোনও দুইটি বস্তুর সংযোগ হয় না, পরমাণু নিরবয়ব, আত্মাও নিরবয়ব, তবে আত্মার সহিত পরমাণুর সংযোগ কিরূপে হইবে? অতএব এই উভয় প্রকারে অদৃষ্ট পরমাণুতে প্রাথমিক ক্রিয়ার জনক হইতে পারে না। আর একটি কারণ এই, পরমাণু জড় পদার্থ, তাহার চেতন সম্পর্ক ব্যতীত দ্ব্যণুকাদি সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হইবে কিরূপে? যেহেতু, অচেতন পদার্থ চেতনাধিষ্ঠিত না হইলে স্বাধীনভাবে প্রবৃত্তিমান্ হয় না এবং অপরের প্রবৃত্তির প্রযোজকও হয় না, ইহা পূর্ব্বে বিচারিত হইয়াছে। যদি বল, আত্মাই পরমাণুর প্রবৃত্তির কারণ, তাহাও বলা যায় না, যেহেতু সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় তোমরাই জ্ঞানের অভাবে আত্মার চৈতন্যাভাব বলিয়াছ। তথাপি যদি বল—জীবের অদৃষ্টানুসারিণী ঈশ্বরেচ্ছা পরমাণু ক্রিয়ার উৎপাদিকা হইবে, তাহাও সম্ভব নহে। কেননা ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য, অতএব নিত্যই সৃষ্টি হইয়া পড়ে। এই আপত্তির সমাধানার্থ যদি বল—সর্ব্বদা জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধক বস্তু না থাকায় প্রতিসর্গে, অর্থাৎ প্রলয়ে সেই অদৃষ্টোদ্বোধকের অভাব, কেননা উৎপত্তির সামগ্রী (কারণ কূট) থাকিলে আর অদৃষ্টের উদ্বোধকের আবশ্যকতা থাকে না। অতএব সিদ্ধান্ত এই—যখন ক্রিয়ার নিয়মসিদ্ধ (অব্যভিচারী) নির্দ্দিষ্ট কোন কারণ নাই, তখন পরমাণু-ক্রিয়া হইতে পারে না, আর পরমাণুদ্বয়ের ক্রিয়ার অভাবে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগও অসিদ্ধ, সংযোগের অভাবে দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তিও অসম্ভব, অতএব 'তদভাবঃ' অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টির অভাব হইয়া পড়ে ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উভয়থেত্যেতৎ কেচিদ্ব্যাচক্ষতে। সৃষ্টেঃ প্রাক্ নিশ্চলৌ পরমাণূ ক্রিয়য়া সংযুজ্য দ্ব্যণুকমুৎপাদয়ত ইতি মন্যন্তে। তত্র ক্রিয়ানিমিত্তং কিঞ্চিদ্বাচ্যং ন বা। আদ্যে জীবপ্রযত্নাভিঘাতাদি তন্নিমিত্তং বাচ্যম্।

তন্ন সম্ভবেৎ তস্য সৃষ্ট্যুত্তরকালিকত্বাৎ। দ্বিতীয়ে ক্রিয়ানুৎপত্তিরিত্যুভয়থাপি ন পরমাণুকর্ম্ম। অতস্তদভাবো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সৃষ্ট্যভাব ইতি। পরমাণু-ক্রিয়েত্যাদি মূলগ্রন্থঃ স্ফুটার্থঃ। ন চ সংযুক্তেতি। পরমাণুভিঃ সংযুক্তে আত্মনি সমবেতমদৃষ্টং তান্ বিচালয়েৎ। তেন তেভ্যো দ্ব্যণুকাদ্যুৎপত্তেরন্নিতি ন চ বাচ্যম্। তত্র হেতুর্নিরবয়বানামিতি। অব্যাপ্যবৃত্তিঃ খলু সংযোগো ন স পরমাণুভিঃ সার্দ্ধমাত্মনঃ শক্যো বক্তুমবচ্ছেদকদ্বয়াভাবাদিতিভাবঃ। বৃক্ষঃ কপিসংযোগীত্যত্রাগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগো ন তু মূলাবচ্ছেদ ইত্যবচ্ছেদকদ্বয়সব্যপেক্ষঃ স দৃষ্টঃ। যত্তু পরমাণুনামাত্মনঃ সংযোগাদিত্যাদিরবচ্ছেদকঃ কল্প্যতে তন্ন চারু তস্যাসম্বন্ধস্য তত্ত্বেঽতিপ্রসঙ্গাৎ। সম্বন্ধস্য তত্ত্বে তু তত্রাপি তদন্তরকল্পনেঽনবস্থৈবেতি যৎ কিঞ্চিদেতৎ। তদেতি প্রলয়ে। তস্য জীবাত্মনঃ। তত্ত্বাৎ জড়ত্বাৎ। দেহপ্রতিষ্ঠিতেন মনসা সহাত্মনঃ সংযোগে তত্র জ্ঞানাদিগুণ উৎপদ্যেত। তদা দেহাভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তের্জড় আত্মেত্যর্থঃ। তস্যাদৃষ্টোদ্বোধস্য। কস্যচিদিতি। অদৃষ্টস্য জীবাত্মন ঈশ্বরেচ্ছায়া বেত্যর্থঃ। এবং প্রতিসর্গোঽপি ন স্যাৎ পরমাণুনাং বিভাগায় ক্রিয়োৎপত্তেরসম্ভবাৎ। ন তত্রেশেচ্ছা হেতুঃ তস্য নিত্যত্বেনোক্তদোষাপত্তেঃ। ন চ জীবাদৃষ্টং ভোগার্থত্বেন খ্যাতস্য তস্য প্রলয়ার্থত্বকল্পনাযোগাৎ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—'উভয়থাপি' ইত্যাদি সূত্রটি কোন কোনও ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করেন, যথা—সৃষ্টির পূর্ব্বে নিষ্ক্রিয় বা জড় দুইটি পরমাণু-ক্রিয়া দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক উৎপাদন করে, ইহাই নৈয়ায়িকগণ মনে করেন। তাহাতে প্রশ্ন এই যে—ঐ ক্রিয়ার নিমিত্ত কিছু অবশ্য বক্তব্য কিনা? যদি বক্তব্য হয়, তবে তাহা কি? জীবের প্রযত্ন অথবা অভিঘাত প্রভৃতি সেই ক্রিয়ার কারণ বলিতে হয়, কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে; যেহেতু উহা সৃষ্টির পরে হইতে পারে, আর দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ ক্রিয়ার কোনও নিমিত্ত নাই, এ-কথা বলিলে ক্রিয়ার উৎপত্তিই হইবে না; এই উভয় প্রকারেই পরমাণু-ক্রিয়া হইতে পারে না। 'অতস্তদভাবঃ' অতএব দ্ব্যণুকাদি-সৃষ্টিক্রমে জগৎ সৃষ্টির অভাব এই ব্যাখ্যা করেন। পরমাণু-ক্রিয়া-জন্য ইত্যাদি ভাষ্য-গ্রন্থের অর্থ সুস্পষ্ট, এজন্য পুনর্ব্যাখ্যাত হইল না। 'ন চ সংযুক্তসমবায়েন' ইত্যাদি পরমাণুর সহিত সংযুক্ত আত্মায় সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান অদৃষ্ট সেই পরমাণুগুলির ক্রিয়া সম্পাদন করিবে, সেইজন্য ক্রিয়ান্বিত সেই পরমাণুগুলি

হইতে দ্ব্যণুকগুলি জন্মিবে, এই যদি বল, তাহা বলিতে পার না, তাহার কারণ এই—নিরবয়বানামিত্যাদি—অবয়বশূন্য পরমাণুগুলির অবয়বশূন্য আত্মার সহিত সংযোগ হইতে পারে না। তাহাতে যুক্তি এই—সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাৎ নিজের অধিকরণেই তাহার অন্যাংশে অভাব থাকে, তাহা (সেই সংযোগ) পরমাণুগুলির সহিত আত্মার হয় এ-কথা বলিতে পারা যায় না, কারণ দুইটি অবচ্ছেদক (অংশ) নাই, ইহাই উহার তাৎপর্য্য। উদাহরণ স্বরূপ দেখান হইতেছে—'বৃক্ষঃ কপিসংযোগী'—বৃক্ষটি একটি বানরযুক্ত, এ-কথা বলিলে বৃক্ষের সর্ব্বাংশে কপির সংযোগ বুঝায় না, কিন্তু অগ্রদেশে তাহার সংযোগ বৃক্ষের মূল-দেশে তাহার অভাব, এইরূপ দুইটি অংশকে অপেক্ষা করিয়া থাকে দেখা যায়। তবে যে পরমাণুগুলির আত্মার সহিত সংযোগ হইতে ক্রিয়োৎপত্তি হয়, এ-কথা নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন, তাহাতে অবচ্ছেদক কল্পিত হইয়াছে। তাহা ভাল হয় নাই, কেননা সেই সংযোগ সম্বন্ধ যদি অযথার্থ হয়, তবে যে কোন সময় যে কোন দেশের সহিত সংযোগ হইতে পারে। যদি সম্বন্ধ (সংযোগ) সত্য হয়, তবে তথায় সম্বন্ধান্তর আছে ধরিয়া অনবস্থা হইয়া পড়ে, অতএব ইহা অতি অসার কথা। তদানুৎপন্ন-চৈতন্যস্য ইত্যাদি তদা—অর্থাৎ প্রলয়-সময়ে। তস্যাপি তত্ত্বাৎ ইতি—তস্য—জীবাত্মার, তত্ত্বাৎ—জড়ত্ববশতঃ। কথাটি এই—দেহ-মধ্যে অবস্থিত মনের সহিত যখন আত্মার সংযোগ হয়, তখন সেই আত্মায় জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, কৃতি প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রলয়কালে দেহ না থাকায় জ্ঞানের অনুদয় হইল, কাজেই আত্মা জড়ই রহিল। 'তস্যাপি সামগ্রী সত্ত্বে' ইতি—তস্য অর্থাৎ অদৃষ্টের উদ্বোধকের অপেক্ষা অনাবশ্যক। 'কস্যচিৎ ক্রিয়াহেতোরিতি'—পরমাণুক্রিয়ার হেতু যে কোন একটির অর্থাৎ অদৃষ্ট, জীবাত্মা বা ঈশ্বরেচ্ছার অভাব হেতু। এইরূপে প্রলয়েরও অনুপপত্তি, যেহেতু পরমাণুগুলির বিভাগের অনুকূল ক্রিয়ার উৎপত্তি অসম্ভব। তথায় ঈশ্বরেচ্ছাকে কারণ বলিতে পার না, যেহেতু ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য, সেজন্য নিত্য-প্রলয়ের আপত্তি রূপ পূর্ব্ব বর্ণিত দোষ ঘটে। জীবের অদৃষ্টকেও প্রলয়ানুকূল বিভাগজনক ক্রিয়ার কারণ বলিতে পার না, তাহাতে আপত্তি এই, যদি তাহা বল, তবে জীবের ভোগের অনুকূলরূপে খ্যাত সেই অদৃষ্টের প্রলয়কারণতা কল্পনা করা অযৌক্তিক ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—তার্কিকগণের মতে আর কি অসামঞ্জস্য আছে—তাহা বর্ণনাভিপ্রায়ে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন—তার্কিকগণ যে বলেন, পরমাণুর ক্রিয়াজন্য তৎ সংযোগপূর্ব্বক দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের উৎপত্তি হয়, সেই পরমাণুক্রিয়া কি পরমাণুগত অদৃষ্টজন্যা ? অথবা আত্মগত অদৃষ্টজন্যা ? এই দুই পক্ষেই কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট পরমাণুর ক্রিয়ার কারণ হইতে পারে না, যেহেতু জীবের পাপপুণ্যজনিত অদৃষ্ট পরমাণুতে থাকিতে পারে না, আবার জীবগত অদৃষ্টের নিমিত্ত পরমাণুতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হওয়াও সম্ভব নহে, এইজন্য জগৎ সৃষ্টির অভাব।

এ-সম্বন্ধে ভাষ্যকার তাঁহার সারগর্ভ ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"তব বিভবঃ খলু ভগবন্ জগদুদয়স্থিতিলয়াদীনি।
বিশ্বসৃজস্তেঽংশাংশাস্তত্র মৃষা স্পর্দ্ধন্তি পৃথগভিমত্যা ॥" (ভাঃ ৬।১৬।৩৫)

অর্থাৎ হে ভগবন্! জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও প্রবেশ-নিয়মাদি যাহা কিছু, তাহা বস্তুতঃ আপনারই লীলা, সেই বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি দেবগণ—আপনারই অংশাংশ। সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে যাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করেন, তাহা বৃথা।

আরও পাই,—

"পরমাণু-পরম-মহতোস্ত্বমাদ্যন্তান্তরবর্ত্তী ত্রয়বিধুরঃ।
আদাবন্তে সত্ত্বানাং যদ্ ধ্রুবং তদেবান্তরালেঽপি ॥"
(ভাঃ ৬।১৬।৩৬) ॥ ১২ ॥

সূত্রম্—সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—'সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ' নৈয়ায়িকগণের সমবায় নামক একটি সম্বন্ধ স্বীকারহেতু তাঁহাদের মত অসংলগ্ন। কি যুক্তিতে? উত্তর—'সাম্যাৎ'—সমবায় সম্বন্ধও অন্য সমবায় সম্বন্ধে সম্বন্ধী হওয়ায় সাম্য দেখা যায়, এজন্য। তাহাতে ক্ষতি কি? উত্তর—'অনবস্থিতেঃ'—অনবস্থা দোষবশতঃ ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সমবায়স্বীকারাচ্চাসমঞ্জসং তন্মতম্। কুতঃ? সাম্যাদিতি। পরমাণূনাং দ্ব্যণুকৈঃ সহ সমবায়-সম্বন্ধস্তার্কিকৈ-রঙ্গীকৃতঃ। স খলু ন সম্ভবতি। তস্যাপি সম্বন্ধিত্বসাম্যাৎ তত্রাপি সমবায়াপেক্ষায়ামনবস্থাপত্তেঃ। তথাহি গুণক্রিয়াজাতিবিশিষ্টবুদ্ধিং জনয়ন্ সমবায়স্তৈঃ সম্বন্ধ এব জনয়েদন্যথাতিপ্রসঙ্গাৎ। তথাচ,—সমবায়ান্তরাঙ্গীকারেঽনবস্থা। স্বরূপমেব তত্র সম্বন্ধ ইতি চেত্তর্হ্যন্য-ত্রাপি স এবাস্তু কিং তেন। ন চ যুক্তঃ সোঽভ্যুপগন্তুম্। তস্য স্বরূপ-মাত্রতয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বধর্ম্মপ্রাপ্তেঃ কিঞ্চ সমবায়বাদিনাং বায়ৌ গন্ধঃ পৃথিব্যাং শব্দ আত্মনি রূপং তেজসি বুদ্ধিরিত্যাপদ্যেত সমবায়স্যৈ-কত্বেন তত্তৎসমবায়স্য তত্র সত্ত্বাৎ। ন চ তন্নিরূপিতঃ স নাস্তীতি বোধ্যং তত্তন্নিরূপিতত্বস্যাপি স্বরূপমাত্রত্বেন তস্যাপি তত্ত্বাৎ। অতিরিক্তস্য চ নিয়তপদার্থবাদেঽসম্ভবাৎ। তস্মাদ্বিরুদ্ধস্তর্কসময়ঃ ॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ—পরমাণু প্রভৃতি অবয়বে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি অবয়বী দ্রব্য সমবায় সম্বন্ধে থাকে, এই হেতু নৈয়ায়িকগণের সমবায় স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু ঐ মত সঙ্গত হইতেছে না, তাহার কারণ কি? উত্তর—সাম্যাৎ—সমানভাবে সমবায় স্বীকার হইয়া পড়ে; কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন—তার্কিকগণ স্বীকার করিয়াছেন—অবয়বী দ্ব্যণুকগুলির সহিত অবয়ব-পরমাণুগুলির সমবায়-সম্বন্ধ। সেই সমবায়-সম্বন্ধই সম্ভবপর নহে, কেননা, সেই সমবায়ও আর একটি সমবায়-সম্বন্ধে বর্ত্তমান বলিতে হয়, তাহা স্বীকার করিলে তাহার সত্তাও অন্য সমবায়-সাপেক্ষ হয়, এইরূপে অনবস্থা-দোষ ঘটে। কথাটি এই—দ্রব্যে গুণ, ক্রিয়া ও জাতি বৈশিষ্ট্যবুদ্ধির-জনক হয় সমবায় সম্বন্ধ, সেই সমবায়-সম্বন্ধ দ্রব্যাদির সহিত অচ্ছেদ্যরূপে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু সেই সম্বন্ধ আবার কোন সম্বন্ধে তথায় বর্ত্তমান, এই অপেক্ষায় সমবায়কেই বলিতে হয়, আবার ঐ সমবায় কোন সম্বন্ধে বর্ত্তমান, এই অপেক্ষায় আবার সমবায়কে বলিলে অনবস্থা-দোষই ঘটে। সমবায়-সম্বন্ধ-বৈশিষ্ট্যে সমবায়কে সম্বন্ধরূপে স্বীকার না করিলে অতিপ্রসঙ্গ-দোষ হয়। আবার এইরূপে অন্য সমবায়-সম্বন্ধ ঘটকরূপে স্বীকৃত হইলে অনবস্থা-দোষই হয়। যদি বল, সমবায়-সম্বন্ধ

ঘটক-সম্বন্ধকে স্বরূপ সম্বন্ধই বলিব, ইহাও বলিতে পার না। সংযোগাদিস্থলেও সেই স্বরূপ-সম্বন্ধ বল না কেন? সমবায় বলিয়া একটি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ইষ্টাপত্তিও করিতে পার না অর্থাৎ স্বরূপ সম্বন্ধকেও সমবায়ের সম্বন্ধ মানিতে পার না, যেহেতু তাহাতে দোষ এই হয় যে, সেই স্বরূপসম্বন্ধ বিশেষ্য ও বিশেষণ-স্বরূপ, অতএব সকল পদার্থেই সকল ধর্ম্মের প্রাপ্তি হইয়া পড়ে; কিরূপে? তাহা দেখাইতেছি—তোমাদের মতসিদ্ধ সমবায় এক, অতএব পৃথিবীর যে গন্ধ-সমবায় তাহার ও বায়ুর স্পর্শ-সমবায়ের একত্ব নিবন্ধন বায়ুতে গন্ধবত্ত্ব প্রতীতি হউক। এইরূপ পৃথিবীতে শব্দ, আত্মায় রূপ, তেজে জ্ঞানবত্তা হইতে পারে। যেহেতু সমবায় এক, অতএব সেই সেই দ্রব্যাদিতে গুণাদির সমবায় বর্ত্তমান। যদি বল, পৃথিবী-নিরূপিত গন্ধ-সমবায়, বায়ু-নিরূপিত স্পর্শ সমবায়, ইত্যাদি বিশেষ সমবায় সমবায়-সামান্য হইতে ভিন্ন। অতএব পৃথিবীর গন্ধ বায়ুতে, বায়ুর স্পর্শ আকাশে থাকিতে পারে না, এ-কথা বলিলেও দোষোদ্ধার হইবে না, যেহেতু তত্তদ্ নিরূপিতত্বটিও তত্তৎস্বরূপমাত্র, অতএব সেই সমবায় গন্ধাদি নিরূপিত-সমবায় হইতে ভিন্ন নহে, সমবায়েরই স্বরূপ, তাহা হইলে গন্ধাদি-নিরূপিত সমবায়ও বায়ু প্রভৃতিতে আছে। কাজেই সর্ব্বত্র সকল ধর্ম্মসত্তার আপত্তি। যদি বল, গন্ধাদি-নিরূপিত সমবায় শুদ্ধ সমবায় হইতে অতিরিক্ত একটি পদার্থ, তাহাও নহে; কারণ তাহা বলিলে নিয়ত সপ্ত পদার্থবাদী বৈশেষিকগণের পক্ষে অতিরিক্ত নিরূপিত সমবায় বলিলে সিদ্ধান্তবিরোধ হয়, অতএব উহা অসম্ভব। এই সব কারণে তার্কিক-সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইতেছে ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সমবায়েতি। পরমাণুপ্রভৃতিষ্ববয়বেষু দ্ব্যণুকাদিরবয়বী সমবায়েন তিষ্ঠতি। দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণী। দ্রব্যগুণকর্ম্মসু দ্রব্যত্বাদিকা জাতিশ্চ তেনৈব তিষ্ঠতীতি তার্কিকা মন্যন্তে। নিত্যসম্বন্ধো হি সমবায়ঃ। অথাবয়ববিশিষ্ট-গুণবিশিষ্টাদিষু তিষ্ঠন্ সমবায়ঃ কেন সম্বন্ধেন তিষ্ঠেদিতি পৃচ্ছায়াং সংযোগেন তিষ্ঠেদিতি ন শক্যং বক্তুং দ্রব্যয়োরেব সংযোগাঙ্গীকারাৎ। সমবায়েন তিষ্ঠেদিতি চেৎ তর্হি সোঽপি সমবায়েনেত্যেবমনবস্থা স্যাদিত্যর্থঃ। এতদ্বিশ-দয়তি তথাহীতি। তৈর্গুণাদিবিশিষ্টৈঃ সম্বন্ধ এব সন্ সমবায়স্তাং গুণাদি-বিশিষ্টবুদ্ধিং জনয়েৎ। অন্যথা তৈরসম্বদ্ধস্য তদ্বুদ্ধিজনকত্বস্বীকারে সতীত্যর্থঃ। স্বরূপমেবেতি। সমবায়স্য যৎ স্বরূপং স এব তস্য সম্বন্ধো ন তু সম্বন্ধান্তরং

তেন নানবস্থেতি চেৎ উচ্যতে। তর্হ্যন্যত্র সংযোগাদাবপি স এব স্বরূপ-সম্বন্ধ এবাস্তু কিং তেন সমবায়েন, সংযোগাদেগু র্ণপরিভাষায়াঃ কল্পিতত্বাৎ ন তয়া সমুদ্ধার ইতি ভাবঃ। বেদান্তিনস্তু তত্র তত্র বিশেষণতৈব সম্বন্ধো বোধ্যঃ। ন চেতি। স স্বরূপসম্বন্ধঃ। সর্ব্বত্র সর্ব্বধর্ম্মপ্রাপ্তিং প্রপঞ্চয়তি সমবায়বাদিনা-মিত্যাদিনা। সমবায়স্যৈকত্বেনেতি। গন্ধাদিসমবায়স্য বায্বাদিষ্বপি সত্ত্বাদিত্যর্থঃ। ন চ তদিতি। গন্ধনিরূপিতঃ সমবায়ো ন বায়ৌ শব্দনিরূপিতস্তু ন পৃথিব্যামিতি নাতিপ্রসঙ্গ ইতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুস্তত্তদিতি। সমবায়স্য যৎ গন্ধাদিনিরূপিতত্বং তৎ কিল সমবায়স্বরূপান্নাতিরিক্তমতস্তস্যাপি গন্ধাদিনিরূপিতসমবায়স্যাপি তত্ত্বাৎ বায্বাদৌ স্থিতত্বাৎ। তেন চ সর্ব্বত্র সর্ব্বধর্ম্মপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। অত্রৈব কেচিদ্ব্যাচক্ষতে—সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ তর্ক-সিদ্ধান্তো বিরুদ্ধঃ। নন্থ তদভ্যুপগমে কো দোষস্তত্রাহ সাম্যাদনবস্থিতেরিতি। দ্ব্যণুকং পরমাণুভ্যামত্যন্তং ভিন্নং সৎ সমবায়মপেক্ষতে এবং সমবায়োঽপি সমবায়িভ্যামত্যন্তং ভিন্নঃ সন্নন্যেন সমবায়েন তাভ্যাং সম্বধ্যেত। ভিন্নত্বসাম্যাদসম্বন্ধস্য চ সম্বন্ধত্বাদর্শনাৎ। তথা চ তস্যাপি তৎসাম্যাৎ সমবায়ান্তরমিত্যনবস্থাপত্তিঃ। স্বরূপস্য সম্বন্ধত্বে তু সমবায়বিলোপপ্রসঙ্গ ইতি ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—'সমবায়াভ্যুপগমাচ্চেতি' তার্কিকগণ বলেন—পরমাণু প্রভৃতি অবয়বগুলিতে দ্ব্যণুকাদি অবয়বী সমবায়-সম্বন্ধে থাকে, এইরূপ গুণ-কর্ম্ম দ্রব্যে, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্ম্মত্ব ও সত্তাজাতি সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। সমবায় নিত্যসম্বন্ধ, ইহা আগন্তুক নহে। এক্ষণে তাঁহাদের প্রতি প্রশ্ন হইতেছে—ঐ অবয়বাত্মক পরমাণুতে এবং গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যে বর্ত্তমান যে সমবায়, তাহা কোন্ সম্বন্ধে আছে? যদি বল, সংযোগ সম্বন্ধে বর্ত্তমান, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু দুইটি দ্রব্যেরই সংযোগ হয়, দ্রব্যগুণের সংযোগ হয় না—ইহা তোমরা স্বীকার কর। তাহাতে যদি বল, ঐ সমবায়-সম্বন্ধে সমবায় বর্ত্তমান হইবে, তাহা হইলে সমবায়-সম্বন্ধ-ঘটক সমবায় কোন্ সম্বন্ধে থাকিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি সমবায়কে পুনরায় স্বীকার কর, তবে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়িল। এই কথাই ভাষ্যকার বিশদ করিয়া বলিতেছেন—'তথাহি গুণক্রিয়াজাতি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। সেই গুণাদিবিশিষ্ট পদার্থগুলির পরস্পর সম্বন্ধ সমবায় বিশেষ্য ও বিশেষণে থাকিয়া উহাদের বিশিষ্ট বুদ্ধি

জন্মাইয়া দিবে। 'অন্যথাতিপ্রসঙ্গাৎ'—ইতি অন্যথা অর্থাৎ সেই গুণাদির সহিত সম্বন্ধহীন বিশেষ্য হইলে বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্য প্রতীতি সর্ব্বত্র হইয়া যায়। 'স্বরূপমেবেতি'—যদি বল, স্বরূপ-সম্বন্ধে ঐ সমবায় থাকিবে অর্থাৎ সমবায়ের যে স্বরূপ, তাহাই সমবায়ের সম্বন্ধ, তদ্ভিন্ন অন্য কোন সম্বন্ধ নহে, অতএব অনবস্থা-দোষ হইতেছে না; ইহাতে বলিতেছি—তাহা হইলে 'অন্যত্রাপি স এবাস্তু কিন্তেন' অন্যত্র-সংযোগাদিস্থলেও স এবাস্তু—সেই স্বরূপ-সম্বন্ধই হউক, কিন্তেন—সমবায় স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ভাবার্থ এই—সংযোগাদিকে তোমরা যে গুণ-মধ্যে পরিগণিত করিয়াছ, উহাতো কল্পিত, অতএব কল্পিত পরিভাষা-বলে ঐ দোষোদ্ধার হইতেছে না। বৈদান্তিক-গণ ঐ সব দ্রব্যগুণবিশিষ্টাদি বুদ্ধিতে স্বরূপ-সম্বন্ধই স্বীকার করেন, সমবায় নহে, ইহা জ্ঞাতব্য। 'ন চ যুক্তঃ সোঽভ্যুপগন্তুম্' ইতি—সঃ—অর্থাৎ স্বরূপ-সম্বন্ধও সমবায়-সম্বন্ধের ঘটক বলিতে পার না। তাহাতে সর্ব্বত্র সর্ব্বধর্ম্মপ্রাপ্তিদোষ ঘটে, তাহাই বিশদ করিয়া দেখাইতেছেন—কিঞ্চ সমবায়বাদিনামিত্যাদি বাক্যদ্বারা। সমবায়স্যৈকত্বেনেতি—সমবায় এক হওয়ায় গন্ধাদি-সমবায় বায়ু প্রভৃতিতেও আছে, এই হেতু। 'ন চ তন্নিরূপিত ইতি' যদি বল, গন্ধনিরূপিত সমবায় বায়ুতে নাই, শব্দনিরূপিত সমবায় পৃথিবীতে নাই, অতএব উক্ত আপত্তি নাই, এ-কথাও বলিতে পার না, তাহার হেতু "তত্তন্নিরূপিত" ইত্যাদি গ্রন্থ—ইত্যাদি—গন্ধাদি নিরূপিত যে সমবায়, ইহা সমবায়স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, অতএব সেই গন্ধাদি-নিরূপিত সমবায়েরও বায়ু প্রভৃতিতে সত্তা আছে, সুতরাং যে কোন বায়ু প্রভৃতিতে পৃথিবী প্রভৃতির ধর্ম্মের আপত্তি, ইহাই বক্তব্য। এই স্থলে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন—'সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ তর্কসিদ্ধান্তো বিরুদ্ধঃ' নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ সমবায় স্বীকার করায় বৈদান্তিকগণের মতের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। যদি বল—তাহা স্বীকার করিলে দোষ কি? তাহাতে উত্তর করিতেছেন—'সাম্যাদনবস্থিতেঃ' সমস্ত সমবায়ের ঐক্য-নিবন্ধন-দোষ ও অনবস্থা-দোষ হয়। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন—দ্ব্যণুক দুই পরমাণু হইতে একান্ত ভিন্ন হইয়াও স্বতন্ত্র সমবায় নামক একটি সম্বন্ধ দ্বারা উভয়ে সম্বন্ধযুক্ত হইতেছে। এই ভিন্নত্বের তুল্যতা বশতঃ এবং অসম্বন্ধের সম্বন্ধত্ব থাকে না, এইজন্য। তাহাতে ক্ষতি এই, সেই সমবায়েরও দ্রব্যগুণাদির সাম্য-বশতঃ তাহার ঘটক-সম্বন্ধ অন্য একটি সমবায়, এইভাবে অনবস্থাপত্তি।

স্বরূপকে তাহার সম্বন্ধ বলিলে সমবায়-স্বীকার নিষ্প্রয়োজন, অতএব সমবায়ের বিলোপ হয় ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—নৈয়ায়িকদিগের মতের আরও একটি অযৌক্তিকতা সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে দেখাইতেছেন। উহাদের মতে সমবায় নামক যে একটি সম্বন্ধ স্বীকৃত আছে, তাহাতে এই সমবায়-সম্বন্ধ অন্য সমবায়-সম্বন্ধে সম্বন্ধী হয়, সেই জন্য অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়।

ভাষ্যকার তাঁহার ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন বলিয়া এই জটিল বিষয়ের আর পুনরুক্তি করিলাম না। ভাষ্য ও টীকার অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যদা ক্ষিতাবেব চরাচরস্য
বিদাম নিষ্ঠাং প্রভবঞ্চ নিত্যম্।
তন্নামতোঽন্যদ্ব্যবহারমূলং
নিরূপ্যতাং সৎ ক্রিয়য়ানুমেয়ম্ ॥" (ভাঃ ৫।১২।৮)

কার্য্যের মূল কারণ অবগত হইলে তৎকার্য্যেরও উপলব্ধি আপনা হইতেই হয়, তাহাতে নানাপ্রকার অযৌক্তিক কথার অবতারণা করিতে হয় না। যেমন মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলে তজ্জাত দ্রব্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবানের বিষয় অবগত হইতে পারিলে আর কোন বিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকে না। তখন আর বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় অসার যুক্তি কল্পনা করিতে হয় না ॥ ১৩ ॥

সূত্রম্—নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—সমবায়কে যখন নিত্য বলা হইতেছে, তখন সেই সমবায়-সম্বন্ধী জগৎও নিত্য হইয়া পড়ে, অতএব নৈয়ায়িকমত অসংলগ্ন ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সমবায়স্য নিত্যত্বস্বীকারাত্তৎসম্বন্ধিনোঽপি জগতো নিত্যত্বপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসং তন্মতম্ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার হেতু সেই সমবায় সম্বন্ধে

সম্বন্ধী জগতেরও নিত্যত্ব হইয়া পড়ে, কিন্তু জগৎ অনিত্য,—তাহাদের মত এই অসঙ্গতি দোষদুষ্ট ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নিত্যমিতি। সম্বন্ধনিত্যত্বং খলু সম্বন্ধিনিত্যত্বমন্তরা ন সম্ভবতীতি ভাবঃ। অত্র ব্যাচক্ষতে। পরমাণবশ্চেৎ প্রবৃত্তিস্বভাবাস্তদা নিত্যং সর্গপ্রসঙ্গঃ নিবৃত্তিস্বভাবাশ্চেন্নিত্যং প্রলয়প্রসঙ্গ ইত্যুভয়নিত্যতাপত্তেরসমঞ্জসস্তর্কসময় ইতি ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—অভিপ্রায় এই—সম্বন্ধীর সত্তা সম্বন্ধের সত্তাধীন হইয়া থাকে; নতুবা সম্ভব নহে অর্থাৎ সম্বন্ধী নিত্য না হইলে সম্বন্ধ নিত্য হয় না। এ-বিষয়ে ব্যাখ্যাকর্ত্তারা বলেন, যদি পরমাণুগুলির কার্য্যোৎপাদকতা স্বভাব হয়, তবে সর্ব্বদা সৃষ্টি হয় না কেন? যদি কার্য্যের নিবৃত্তি স্বভাব হয়, তবে নিত্য প্রলয় হউক; এইরূপে উভয় পক্ষেই নিত্যতাপত্তি হইয়া পড়ে, অতএব তর্ক সঙ্গতিহীন ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সমবায়-স্বীকারকারী তার্কিকদিগের মত খণ্ডন করিতে গিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উহারা যখন সমবায়কে নিত্য স্বীকার করেন, তখন উহাদের মতে তৎসম্বন্ধী জগতেরও নিত্যতা-স্বীকার-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে, সেই কারণেও নৈয়ায়িকের মত অসমঞ্জস বলিতে হইবে, কারণ জগৎ অনিত্য।

সম্বন্ধ-নিত্যত্ব কখনও সম্বন্ধি-নিত্যত্ব ব্যতীত হইতে পারে না। পরমাণুসমূহ যদি প্রবৃত্তিস্বভাবযুক্ত হয়, তাহা হইলে সৃষ্টিকার্য্য নিত্যই হইয়া পড়ে, আর নিবৃত্তি-স্বভাবযুক্ত বলিলেও নিত্যপ্রলয়-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে; সুতরাং উভয়স্থলেই নিত্যতার আপত্তিবশতঃ তার্কিকের এই মত অসমঞ্জস।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥" (ভাঃ ১০।১৪।২২)

অর্থাৎ এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশূন্য, জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনন্ত, আপনার

আশ্রিত অচিন্ত্যশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি ইহা সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

সূত্রম্—রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—নৈয়ায়িক মতের অসমঞ্জসতার আর একটি কারণ—'রূপাদিমত্ত্বাচ্চ'—পার্থিব, জলীয়, তৈজস, বায়বীয় পরমাণুতে রূপরসগন্ধস্পর্শবত্তা-স্বীকারহেতু, 'বিপর্য্যয়ঃ'—পরমাণুর নিত্যত্ব-নিরবয়বত্ববাদের ভঙ্গ হয়। প্রমাণ? 'দর্শনাৎ'—যেহেতু রূপাদিমান্ ঘটাদিতে সেইপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পার্থিবাপ্যতৈজসবায়বীয়ানাং পরমাণূনাং রূপরসগন্ধস্পর্শবত্ত্বাঙ্গীকারাত্তেষু নিত্যত্বনিরবয়বত্ববিপর্য্যয়োঽনিত্যত্ব-সাবয়বত্বপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ রূপাদিমতি ঘটাদৌ তথা দর্শনাদিতি স্বীকার-পরিত্যাগাদসমঞ্জসং তন্মতম্ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পার্থিব—ভূমি সম্বন্ধীয়, আপ্য—জলীয়, তৈজস—অগ্নি-সম্বন্ধীয় ও বায়বীয়—পরমাণুগুলির রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবত্তা স্বীকৃতিহেতু সেইসকল পরমাণুতে স্বীকৃত নিত্যত্ব ও অংশহীনত্বের বিপর্য্যয়—বৈপরীত্য অর্থাৎ অনিত্যত্ব, সাবয়বত্ব হইয়া পড়িবে, প্রমাণ? যেমন রূপাদি বিশিষ্ট ঘটাদিতে অনিত্যত্ব ও সাবয়বত্ব দেখা যায়, অতএব উহা (পরমাণুর নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্ব স্বীকার) পরিত্যাগ হেতু নৈয়ায়িক মত অসঙ্গত ॥ ১৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—রূপাদিমত্ত্বাদিতি। পার্থিবাদয়ঃ পরমাণবো রূপাদিমন্তো নিত্যাশ্চেতি তার্কিকসিদ্ধান্তঃ। স ন যুক্তঃ। তেঽনিত্যাঃ স্থূলাশ্চ রূপাদিমত্ত্বাদ্‌ঘটাদিবদিতি বিপরীতানুমানসত্ত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ—নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদের সিদ্ধান্ত এই যে—পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুগুলি রূপ-রসাদি-বিশিষ্ট ও উহারা নিত্য। সেই মত যুক্তিযুক্ত হইতেছে না, কেননা ঐ বাদের প্রতিকূল অনুমান রহিয়াছে—যথা 'পার্থিবাদিপরমাণবঃ অনিত্যাঃ স্থূলাশ্চ (অবয়বিনঃ)

রূপাদিমত্ত্বাৎ ঘটাদিবৎ'। পার্থিবাদি পরমাণুগুলি অনিত্য ও অবয়ববিশিষ্ট, ইহা—সাধ্য, হেতু—রূপাদিমত্তা, দৃষ্টান্ত—ঘটাদি ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—আর একটি কারণেও যে নৈয়ায়িক মতে সামঞ্জস্য নাই, তাহাই এক্ষণে সূত্রকার দেখাইতেছেন। পার্থিব, জলীয়, তৈজস এবং বায়বীয় পরমাণুতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ-বিশিষ্টতা-স্বীকার হেতু, পূর্ব্ব স্বীকৃত পরমাণুসমূহের নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্বের বিপর্য্যয় হইয়া অনিত্যত্ব ও সাবয়বত্ব আসিয়া পড়ে, কারণ রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদিতে ঐরূপ দেখা যায়। স্বীকার করিয়া আবার সেই স্বীকার-পরিত্যাগহেতু এই মত অযৌক্তিক।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"আদ্যন্তাবস্য যন্মধ্যমিদমন্যদহং বহিঃ।
যতোঽব্যয়স্য নৈতানি তৎ সত্যং ব্রহ্মচিদ্‌বান্ ॥"
(ভাঃ ৮।১২।৫) ॥ ১৫ ॥

সূত্রম্—উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—যদি পরমাণুগুলির রূপাদি স্বীকার না করা যায়, তবে তাহাদের কার্য্য স্থূল ঘটপটাদিরও রূপাভাব হইয়া পড়ে, আবার যদি রূপাদি স্বীকার করা যায়, তবে পরমাণুগত রূপাদির অনিত্যত্ব-স্থূলত্বাদি দোষ হয় ॥ ১৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পরমাণূনাং রূপাদ্যনঙ্গীকারে স্থূলপৃথিব্যাদে-রপি তদভাবপ্রাপ্তিঃ। তৎপরিজিহীর্ষয়া রূপাদ্যঙ্গীকারে তু প্রাগুক্তদোষ ইত্যুভয়থা ক্ষোদাক্ষমত্বাদসমঞ্জসং তন্মতম্ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পরমাণুতে রূপাদি স্বীকার না করিলে তাহাদের কার্য্য স্থূল ঘটপটাদিতে রূপাভাব হইয়া পড়ে। আবার সেই দোষ পরিহারের জন্য যদি রূপাদি স্বীকার করা যায়, তবে পরমাণুর অনিত্যত্ব ও স্থূলত্বাদি দোষাপত্তি, এইভাবে উভয় অর্থাৎ রূপবত্তা ও অরূপবত্তা বিচারাসহ হওয়ায় উহা অসঙ্গত ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উভয়থেতি। তদভাবপ্রাপ্তিঃ রূপাদ্যভাবপ্রসঙ্গঃ। তৎপরিজিহীর্ষয়েতি স্থূলপৃথিব্যাদিষু রূপাদ্যভাবপ্রসঙ্গো মাভূদিতি তদ্দোষপরিহারেচ্ছয়া পুনঃ পরমাণুষু রূপাদ্যঙ্গীকারে সতি তেষ্বনিত্যত্বস্থূলত্বরূপপূর্ব্বোক্তদোষাপত্তিরিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

টীকানুবাদ—উভয়থাপি ইত্যাদি সূত্রে 'তদভাবপ্রাপ্তিঃ'—রূপরসস্পর্শাদির অভাব হউক। তৎপরিজিহীর্ষয়েতি—যদি ঐ আপত্তি নিরাসের জন্য অর্থাৎ স্থূল পৃথিবী প্রভৃতিতে রূপাদ্যভাবের আপত্তি পরিহারেচ্ছায় পরমাণুতে রূপাদি স্বীকার কর, তবে পরমাণুগুলিতে স্থূলত্ব, অনিত্যত্ব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দোষ আসিয়া পড়ে॥ ১৬॥

সিদ্ধান্তকণা—পরমাণুবাদী তার্কিকগণের মতের আর একটি অযৌক্তিকতা-প্রদর্শনমূলে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পরমাণুগণের রূপাদি অঙ্গীকার না করিলে স্থূল পৃথিব্যাদিরও রূপাদির অভাবপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, দ্বিতীয়তঃ পরমাণুতে রূপাদির অঙ্গীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত দোষ আসিয়া পড়ে। এমতাবস্থায় উভয়দিকেই বিচারের অযোগ্যত্ব-হেতু সেই মতের সামঞ্জস্যের অভাব।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ॥
এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেষ্বাত্মাত্মনা ততঃ।
উভয়ং মধ্যাথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে॥"

(ভাঃ ১০।৮২।৪৫-৪৬)॥ ১৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ সর্ব্বথানুপাদেয়ত্বমুপদিশন্ন্ পসংহরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর নৈয়ায়িকমত সর্ব্বপ্রকারেই অগ্রাহ্য, ইহা উল্লেখ করতঃ ঐ মতের উপসংহার করিতেছেন—

সূত্রম্—অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা॥ ১৭॥

সূত্রার্থ—'অপরিগ্রহাচ্চ'—বিশেষতঃ সকল বাদীই এই বেদবিরুদ্ধ পরমাণুবাদকে অস্বীকার করায়, 'চ' এবং পূর্ব্বোক্ত অসঙ্গতি হেতু,—'অত্যন্তমনপেক্ষা'—শ্রেয়োঽর্থীদিগের ইহাতে একেবারেই অনপেক্ষা অর্থাৎ অনাস্থা॥ ১৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—কপিলাদিমতানাং কেনচিদংশেন শিষ্টৈর্মন্বাদিভিঃ পরিগ্রহাৎ কথঞ্চিদপেক্ষা স্যাৎ। অস্য তু পরমাণুকারণবাদস্য বেদবিরুদ্ধস্য তৈঃ কেনাপ্যংশেনাপরিগ্রহাদসঙ্গতেশ্চ নাত্র শ্রেয়োঽর্থিনামপেক্ষা স্যাদিতি॥ ১৭॥

ভাষ্যানুবাদ—কপিলাদি মতগুলির মধ্যে কোন কোনও অংশ—বচন শ্রদ্ধেয় মনু প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন, এজন্য কিছু অংশে আস্থা আছে; কিন্তু নৈয়ায়িক সম্মত এই পরমাণু কারণবাদ বেদবিরুদ্ধ, ইহা সেই মনু প্রভৃতি শিষ্টগণ কোন অংশতঃও গ্রহণ করেন নাই এবং অসঙ্গতিবশতঃ এইমতে শ্রেয়োঽর্থী ব্যক্তিদিগের (মুক্তিকামীদের) আস্থা থাকিতে পারে না॥ ১৭॥

সূক্ষ্মা টীকা—অপরিগ্রহাদিতি। কেনচিদংশেনেতি। সৎকার্য্যতাদ্যংশেনেতি বোধ্যম্। অসঙ্গতেশ্চেতি। ইয়ঞ্চ পূর্ব্বব্যাখ্যানেষু বিস্ফুটৈব দ্রষ্টব্যা। শ্রেয়োঽর্থিনাং—পরমার্থলিপ্সূনাম্। তর্কশাস্ত্রনিষ্ঠা চ দুর্যোনিপ্রদেত্যুক্তম্ মোক্ষধর্ম্মে—"আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্। তস্যৈব ফলনির্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং বনে মম" ইতি॥ ১৭॥

টীকানুবাদ—'অপরিগ্রহাৎ'—এই সূত্রে, কেনচিদংশেন ইত্যাদি ভাষ্য—কোন কোনও অংশ দ্বারা—যেমন সৎকার্য্যবাদ প্রভৃতি দ্বারা ঐক্য আছে, জানিবে। অসঙ্গতেশ্চ ইতি—এই অসঙ্গতি পূর্ব্ববর্ণিত ব্যাখ্যায় পরিস্ফুটই আছে, দেখিবে। শ্রেয়োঽর্থিনাম্—পরমার্থলাভেচ্ছুদিগের। তর্কশাস্ত্রে নিষ্ঠা নিন্দিত জাতিতে জন্মের কারণ হয়, ইহা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মে কথিত আছে, যথা—'আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাম্…বনে মম'। কোন শৃগাল বলিতেছে,—আমি পূর্ব্বজন্মে নিষ্ফল তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত হইয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাহারই বিপাকে (পরিণাম ফলে) বনে বাস ও শৃগাল-জন্ম-প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ১৭॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে পরমাণুবাদীর মত সর্ব্বপ্রকারেই অনুপাদেয়, ইহা জ্ঞাপনমুখে উপসংহার করিতেছেন।

কপিলাদির মতের কোন কোন অংশ শিষ্ট মনু প্রভৃতি স্বীকার করায় আমাদেরও কিছু অংশে আস্থা আছে, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ পরমাণুবাদী বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণের মতের কোন অংশই শিষ্টগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় নাই, পরমার্থলিপ্সু কেহই এরূপ বেদবিরুদ্ধ মত আদৌ গ্রহণ করিবেন না। ভাষ্যকার তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন যে, তর্কশাস্ত্রনিষ্ঠা দুর্যোনিপ্রাপক। এ-বিষয়ে শ্রীমহাভারতের প্রমাণও দিয়াছেন। টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীসার্ব্বভৌমবাক্যে পাই,—

"তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হঞা ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল॥
জগৎ নিস্তারিলে তুমি,—সেহ অল্প কার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি,—এ শক্তি আশ্চর্য্য॥
তর্কশাস্ত্রে—জড় আমি, যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি, প্রতাপ প্রচণ্ড॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।২১২-২১৪)

"সার্ব্বভৌম কহে,—আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ-সম্পৎ—সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে,—ঐছে কোন্ হয়॥
তার্কিক-শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি'।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ' 'হরি'॥
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ-সঙ্গে।
কাঁহা এই সঙ্গসুধা-সমুদ্র-তরঙ্গে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১২।১৮১-১৮৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও পাই,—

"যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হৈতে॥

'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ'।
'সাংখ্য' কহে,—"জগতের প্রকৃতি কারণ॥"
'ন্যায়' কহে,—'পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়'।
'মায়াবাদী' নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে 'হেতু' কয়॥
'পাতঞ্জল' কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান'।
'বেদমতে' কহে তাঁরে স্বয়ংভগবান্॥
ছয়ের ছয়মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত'-বর্ণন॥
'বেদান্ত'-মতে ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ।
'নির্গুণ' ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' 'সগুণ'॥
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥
"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

(মহাভারত-বনপর্ব্ব)

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব' সার॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৪৮-৫৭)

আমাদের পরাৎপর গুরুদেব শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'কল্যাণ-কল্পতরু'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"মন, তুমি পড়িলে কি ছার?
নবদ্বীপে পাঠ করি,' ন্যায়রত্ন নাম ধরি',
ভেকের কচ্‌কচি কৈলে সার॥ ১॥
দ্রব্যাদি পদার্থজ্ঞান, ছলাদি নিগ্রহ-স্থান,
সমবায় করিলে বিচার।
তর্কের চরম ফল, ভয়ঙ্কর হলাহল;
নাহি বিচারিলে দুর্নিবার॥ ২॥

হৃদয় কঠিন হ'ল, ভক্তি-বীজ না বাড়িল,
কিসে হবে ভবসিন্ধু পার ?
অনুমিলে যে ঈশ্বর, সে কুলাল চক্রধর,
সাধন কেমনে হবে তাঁর ? ॥ ৩ ॥
সহজ সমাধি ত্যজি' অনুমিতি মান ভজি,
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার।
সে হৃদয়ে কৃষ্ণধন, নাহি পান সুখাসন,
অহো, ধিক্, সেই তর্ক ছার ॥ ৪ ॥
অন্যায় ন্যায়ের মত, দূর কর অবিরত,
ভজ কৃষ্ণচন্দ্র সারাৎসার" ॥ ৫ ॥

এতৎ-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-কৃত সিদ্ধান্তরত্নের টীকাও আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতির স্তবে পাই,—

"জনিমসতঃ সতো মৃতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং
বিপণমৃতং স্মরন্ত্যপদিশন্তি ত আরুপিতৈঃ।
ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা
ত্বয়ি ন ততঃ পরত্র স ভবেদববোধরসে ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।২৫)

অর্থাৎ হে দেব, বৈশেষিক প্রভৃতি মতাবলম্বিগণ জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, পাতঞ্জলাদি মতাবলম্বিগণ অসৎ হইতে ব্রহ্মত্বের উৎপত্তি কীর্ত্তন করেন, নৈয়ায়িকগণ একবিংশতি প্রকার দুঃখ-নাশকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন, সাংখ্যকারগণ আত্মবস্তুতে ভেদ বর্ণন করেন এবং মীমাংসকগণ কর্ম্মফল-ব্যবহার অর্থাৎ কর্ম্মফলজাত স্বর্গাদির সত্যত্ব ও পরমপুরুষার্থত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, পরন্তু তাহাদের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ সমূহ ভ্রমজনিতই হইয়া থাকে, বস্তুত তত্ত্বদৃষ্টিজাত নহে। পুরুষ ত্রিগুণময় বলিয়া তন্মধ্যে যে ভেদ বর্ত্তমান, তাহা অজ্ঞানেরই বিলাস মাত্র বলিয়া তাদৃশ অজ্ঞানের অতীত অসঙ্গ চিদ্ঘনস্বরূপ আপনার মধ্যে তাদৃশ অজ্ঞানজনিত ভেদ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না।

দেবর্ষি নারদের বাক্যেও পাই,—

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ক্ষয়াঃ" (ভাঃ ১।৫।১০) ॥ ১৭ ॥

বৌদ্ধমতের খণ্ডন

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইদানীং বুদ্ধমতং নিরাক্রিয়তে। তত্র বুদ্ধমুনের্বৈভাষিকসৌত্রান্তিকযোগাচারমাধ্যমিকাখ্যাশ্চত্বারঃ শিষ্যাঃ। তেষু বাহ্যঃ সর্বোঽপ্যর্থঃ প্রত্যক্ষ ইতি বৈভাষিকঃ। বুদ্ধিবৈচিত্র্যাদর্থোঽনুমেয় ইতি সৌত্রান্তিকঃ। অর্থশূন্যং বিজ্ঞানমেব পরমার্থসৎ বাহ্যোঽর্থস্তু স্বাপ্নতুল্য ইতি যোগাচারঃ। সর্ব্বং শূন্যমিতি মাধ্যমিকঃ। ইত্যেবং তে মতানি দধ্রুঃ। ভাবপদার্থঃ সর্ব্বত্র ক্ষণিকঃ। তত্রাদ্যৌ ভূতভৌতিকশ্চিত্তচৈত্যশ্চেতি সমুদায়দ্বয়ং মন্যেতে। তথাহি রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারাখ্যাঃ পঞ্চ স্কন্ধা ভবন্তি। তেষু খরস্নেহোষ্ণচলনস্বভাবাঃ পার্থিবাদয়শ্চতুর্বিধাঃ পরমাণবঃ পৃথিব্যাদিভূতচতুষ্টয়রূপেণ সংহন্যন্তে। তচ্চতুষ্টয়ঞ্চ দেহেন্দ্রিয়বিষয়রূপেণেতি স এষ ভূতভৌতিকাত্মা রূপস্কন্ধো বাহ্যসমুদায়ঃ। অহংপ্রত্যয়সমারূঢ়ো জ্ঞানসন্তানো বিজ্ঞানস্কন্ধঃ। স এষ কর্ত্তা ভোক্তা চাত্মা। সুখবেদনা দুঃখবেদনা চ বেদনাস্কন্ধঃ। দেবদত্তাদি নামধেয়ং সংজ্ঞাস্কন্ধঃ। রাগদ্বেষমোহাদিশ্চৈতসিকো ধর্ম্মঃ সংস্কারস্কন্ধঃ। ত এতে চত্বারঃ স্কন্ধাশ্চিত্তচৈত্তিকাঃ কথ্যন্তে। সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বেন চান্তঃ সংহন্যন্তে। তদয়মান্তরঃ সমুদায়শ্চতুস্কন্ধীরূপঃ। ইদমেব সমুদায়দ্বয়মশেষং জগৎ। এতদন্যদাকাশাদিকমবস্তুভূতমিতি। অত্র সংশয়ঃ। এষা সমুদায়দ্বয়কল্পনা যুক্তা ন বেতি। এতেনৈব জগদ্ব্যবহারোপপত্তের্যুক্তেতি প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে-

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে বুদ্ধমতের খণ্ডন করিতেছেন—সেই বুদ্ধমতে পাওয়া যায়—বুদ্ধ মুনির বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক নামে চারিটি শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বৈভাষিক বলেন—বাহ্য ঘটপটাদি সমস্ত পদার্থই প্রত্যক্ষ-প্রমাণগম্য। সৌত্রান্তিক বাহ্যার্থের অস্তিত্ব মানেন, কিন্তু ঘটাদি-আকারে জ্ঞান জন্মিলে পরে সেই ঘটাকার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দ্বারা অপ্রত্যক্ষ ঘটাদি অনুমিত হয়, ইহা বলেন। বাহ্য বা আভ্যন্তর কোনও পদার্থ সৎ নহে, একমাত্র বিজ্ঞানই যথার্থ সৎ, বাহ্য পদার্থ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মত মিথ্যাভূত—ইহা যোগাচার বৌদ্ধের মত। মাধ্যমিকের মতে বাহ্য আভ্যন্তর সমস্তই শূন্য। এইরূপে তাঁহারা মতভেদ পোষণ করেন। ইঁহাদের সকলের মতে জগতে যাহা কিছু ভাব-পদার্থ অর্থাৎ সৎ বলিয়া প্রতীয়মান, সে সমস্তই সকল অবস্থায় ক্ষণিক। তাঁহাদের মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকমতে 'ভূতভৌতিক ও চিত্তচৈত্য' দুইটি সমুদায় স্বীকৃত হয়। কি ভাবে, তাহা বর্ণিত হইতেছে—রূপস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ এই পাঁচটি স্কন্ধ (স্তর) আছে। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চারি প্রকার পরমাণু আছে। ইহাদের মধ্যে পার্থিব পরমাণুর খর স্বভাব, জলপরমাণুর স্নেহ, তেজের উষ্ণতা, বায়ুর চলন-(গতি) গুণ। সেই সকল পরমাণুপুঞ্জ মিলিত হইয়া পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারিটি ভূতরূপে উৎপন্ন হয়। সেই চারিটি ভূত দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াকারে পরিণত হয়, ইহাকেই ভূতভৌতিকাত্মা রূপস্কন্ধ বলে, ইহা বাহ্য বস্তু। অহংজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যে জ্ঞান-ধারা হইতে থাকে, তাহার নাম বিজ্ঞানস্কন্ধ। তাহাকেই ভোক্তা ও কর্ত্তা আত্মা বলা হয়। সুখানুভূতি ও দুঃখানুভূতির নাম বেদনাস্কন্ধ। দেবদত্ত, চৈত্র প্রভৃতি ব্যক্তির নাম সংজ্ঞাস্কন্ধ। রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি চিত্তধর্ম্মের নাম সংস্কারস্কন্ধ। সেই বিজ্ঞানাদি চারিটি স্কন্ধকে চিত্তচৈত্তিক বলা হয়, এই অন্তরের সমুদায় চতুঃস্কন্ধাত্মক। এই দুইটি সমুদায় লইয়াই সমস্তজগৎ অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত আকাশ, দিক্, কাল প্রভৃতি যাহা কিছু পদার্থ, ইহা অবস্তুভূত। এইমতে সংশয় হইতেছে, এই সমুদায়দ্বয়কল্পনা যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—হাঁ, ইহা দ্বারাই যখন জাগতিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে, তখন ইহা যুক্তই বটে। উত্তর পক্ষী তাহার প্রতিবিধান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ইদানীমিতি। তার্কিকমতনিরাসানন্তরমিত্যর্থঃ। তার্কিকো হ্যর্দ্ধবৈনাশিকঃ দেহাত্মনোঃ ক্রমাদ্‌বিনাশস্থৈর্য্যাভ্যুপগমাৎ। বৈভাষিকাদিস্তু পূর্ণবৈনাশিকঃ দেহাদেঃ সর্ব্বস্য ক্ষণবিনাশিত্বাভ্যুপগমাৎ। তদনয়োঃ পৌর্ব্বোত্তর্য্যেণ নিরাসো যুক্তঃ। মা ভূদসঙ্গতেন শিষ্টানঙ্গীকৃতেন তর্কসিদ্ধান্তেন বেদান্তসমন্বয়বিরোধঃ। বৈভাষিকসিদ্ধান্তেন তস্মিন্ স স্যাৎ তস্য সর্ব্বজ্ঞেন ভগবতা বুদ্ধেনোপদেশাৎ। তদুপদিষ্টস্য ভূতদয়াখ্যস্য ধর্ম্মস্য শিষ্টৈঃ স্বীকারাচ্চেতি প্রত্যুদাহরণাদাক্ষেপঃ। তত্র বুদ্ধমুনেরিতি। বুদ্ধেন স্বাগমে চাতুর্বিধ্যেনার্থা বর্ণিতাঃ, তে চার্থাশ্চতুর্ভির্বৈভাষিকাদ্যৈঃ শিষ্যৈঃ স্ববাসনানুসারেণ গৃহীতা ইত্যর্থঃ। তেষ্বিতি। বৈভাষিকসৌত্রান্তিকয়োঃ সিদ্ধান্তে জ্ঞানং তদ্ভিন্নাঃ পদার্থাশ্চ সর্ব্বে ক্ষণিকাঃ সত্যাশ্চ ভবন্তি। ইয়াংস্তু বিশেষঃ। বৈভাষিকো ঘটাদিঃ প্রত্যক্ষ ইতি মন্যতে। সৌত্রান্তিকস্তু জ্ঞানে ঘটাদ্যাকারে জাতে তেনাকারেণ প্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষো ঘটাদিরনুমীয়ত ইতি বদতি। তদনয়োঃ সিদ্ধান্তং বাহ্যার্থাস্তিত্বাবিশেষাদেকীকৃত্য প্রত্যাখ্যাতুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি তত্রাদ্যাবিত্যাদিনা। তথাহীতি। পার্থিবাদয়শ্চতুর্বিধাঃ পরমাণবো যুগপৎ পুঞ্জীভূতাঃ সন্তঃ পৃথিব্যাদীনি চত্বারি ভূতানি ভবন্তি। তানি চত্বারি পুনর্দেহেন্দ্রিয়বিষয়রূপাণি ভৌতিকান্যুচ্যন্তে। তানীমানি ভূতভৌতিকানি পরমাণুপুঞ্জব্যতিরিক্তানি ন সন্তীতি পরমাণুহেতুকোঽয়ং বাহ্যসমুদায়ো রূপস্কন্ধ ইত্যর্থঃ। বিজ্ঞানাদিস্কন্ধচতুষ্কহেতুকস্ত্বান্তরসমুদায় আধ্যাত্মিকঃ। তং প্রতিপাদয়ত্যহমিত্যাদিনা। জ্ঞান-সন্তান আলয়-বিজ্ঞানপ্রবাহঃ। সুখাদি-প্রত্যয়ো বেদনাস্কন্ধঃ। মনুষ্যো গৌরশ্ব ইত্যাদিবিশিষ্ট-বস্তুবিষয়কঃ সবিকল্প-প্রত্যয়ঃ সংজ্ঞাস্কন্ধঃ। রাগেতি। আদিশব্দেন ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গ্রাহ্যৌ। এষু চতুর্ষু বিজ্ঞানস্কন্ধশ্চিত্তমিত্যাত্মেতি চ কথ্যতে। ইতরে চৈত্যা ভণ্যন্তে। তদেবং দ্বিবিধসমুদায়রূপং নিখিলং জগদিতি। অত্রেতি। সোঽয়ং বৈভাষিকাদি-সিদ্ধান্তো বিষয়ঃ। স চ প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি সংশয়ে সর্ব্বজ্ঞোপদিষ্টত্বাৎ প্রমাণমূল ইতি প্রাপ্তে নিরাচষ্টে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ইদানীমিত্যাদি—ইদানীম্—এখন অর্থাৎ তার্কিক মতের নিরাসের পর। তার্কিক সম্প্রদায় একপ্রকার অর্দ্ধবৈনাশিক বৌদ্ধ। যেহেতু, তাঁহারা দেহের বিনাশ ও আত্মার স্থায়িত্ব বা নিত্যত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বৈভাষিকাদি-বৌদ্ধ পূর্ণ বৈনাশিক,

তাহার কারণ—তাঁহারা দেহ, আত্মা সকলেরই প্রতিক্ষণে নাশ স্বীকার করেন। অতএব নৈয়ায়িকাদি তার্কিক মতের ও বৈভাষিকাদি-বৌদ্ধ মতের পূর্ব্বপশ্চাদ্‌ভাবে নিরাস যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। আপত্তি হইতেছে,—অযৌক্তিক ও শিষ্টগণ কর্ত্তৃক অস্বীকৃত তর্কসিদ্ধান্ত দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়ের বিরোধ না হয়, না হউক, কিন্তু বৈভাষিক-বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের দ্বারা সেই বেদান্ত-সমন্বয়ে বিরোধ হইতে পারে। কারণ সেই বৈভাষিক সিদ্ধান্ত সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বুদ্ধ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ ইহার প্রামাণ্য মানিতেই হইবে। শুধু ইহাই নহে, ভগবান্ বুদ্ধ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট জীব-দয়া নামক ধর্ম্মকে শিষ্ট-গণও মানিয়া লইয়াছেন। এই প্রত্যুদাহরণ বা প্রতিবাদ হেতু আক্ষেপ-সঙ্গতি। 'তত্র বুদ্ধমুনেরিত্যাদি' ভগবান্ বুদ্ধ নিজ দর্শনে (বৌদ্ধদর্শনে) চারিপ্রকারে পদার্থ-বিভাগ বর্ণন করিয়াছেন। সেই পদার্থগুলি বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক নামক শিষ্যগণ নিজ নিজ বুদ্ধি-বাসনানু-সারে গ্রহণ করিয়াছেন। 'তেষু বাহ্যঃ সর্ব্বোঽপ্যর্থ' ইত্যাদি। মর্ম্মার্থ এই—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও জ্ঞানভিন্ন পদার্থগুলি সমস্তই ক্ষণিক (উৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণে নাশের প্রতিযোগী) এবং সত্য স্বরূপ, মিথ্যাভূত শূন্য নহে। তবে ঐ উভয় মতের অবান্তর বিশেষত্ব এই—বৈভাষিক সম্প্রদায় মনে করেন ঘটাদি বাহ্য পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু সৌত্রান্তিক বলেন,—ঘটাকার জ্ঞান হইবার পর তদাকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ঘটাদি প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু অনুমিত হয়। অতএব এই উভয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ববাদ তুল্যভাবে থাকায় সেই সিদ্ধান্তকে একভাবে ধরিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য তাহার প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—'তত্রাস্তৌ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। তথাহি রূপবিজ্ঞানেত্যাদি। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চারিপ্রকার পরমাণু এককালে একসঙ্গে পুঞ্জীভূত হইয়া যথাক্রমে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারি ভূতে পরিণত হয়। সেই চারিটি ভূত আবার দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-ভেদে পরিণত হইয়া ভৌতিকসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। সেই এই ভূত-পদার্থ ও ভৌতিক পদার্থগুলি পরমাণুপুঞ্জ হইতে বিভিন্ন নহে, অতএব পরমাণু-জন্য এই ঘট-পটাদি বাহ্য সমুদায় রূপস্কন্ধ নামে অভিহিত। —ইহাই তাৎপর্য্য। বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার নামক চারিটি স্কন্ধজনিত যে আন্তর সমুদায়, ইহা

আধ্যাত্মিক। তাহাই—'অহংপ্রত্যয়সমারূঢ়' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন। জ্ঞানসন্তান বা জ্ঞানধারা আলয়বিজ্ঞান-প্রবাহ। সুখদুঃখাদি-জ্ঞান বেদনাস্কন্ধ। মনুষ্য, গো, অশ্ব ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থবিষয়ক যে সবিকল্পক (প্রকারতা-বিশেষ্যতাশালী) জ্ঞান, তাহার নাম সংজ্ঞাস্কন্ধ। রাগ, দ্বেষ, মোহ ও আদি-পদগ্রাহ্য ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এই সকল চিত্তের ধর্ম্ম সংস্কারস্কন্ধ নামে অভিহিত। এই চারিটি স্কন্ধের মধ্যে বিজ্ঞানস্কন্ধকে চিত্তও বলা হয়, আত্মাও বলা হয়। অপর স্কন্ধগুলি চৈত্য নামে অভিহিত। অতএব এইরূপে উক্ত বাহ্য ও আভ্যন্তর দ্বিবিধ সমুদায়ই সমগ্র জগৎস্বরূপ। অত্র সংশয় ইতি—এই প্রকরণের বিষয় হইতেছে এই বৈভাষিকাদি সিদ্ধান্ত। তাহাতে সংশয় এই যে, সেই সিদ্ধান্ত প্রমাণমূলক অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ, অথবা ভ্রমমূলক অর্থাৎ ভ্রমাধীন। এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, যখন সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধকর্ত্তৃক উপদিষ্ট, তখন উহা প্রমাণমূলক। সূত্রকার এই কথার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—

সমুদায় ইত্যধিকরণম্

সূত্রম্—সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—'উভয়হেতুকে'—পরমাণুহেতুক অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জঘটিত বাহ্য সমুদায় ও বিজ্ঞানাদি-স্কন্ধচতুষ্টয়হেতুক আভ্যন্তর সমুদায় এই দুইটি 'সমুদায়েঽপি'—সমুদায় স্বীকার করিলেও, 'তদপ্রাপ্তিঃ'—জগৎস্বরূপ সমুদায়ের অসিদ্ধি হইতেছে ॥ ১৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যোঽয়মুভয়সংঘাতহেতুক উভয়বিধঃ সমু-দায়ো নিরূপিতস্তস্মিন্ স্বীকৃতেঽপি তদপ্রাপ্তির্জগদাত্মকসমুদায়া-সিদ্ধিঃ। সমুদায়িনামচেতনত্বাদন্যস্য চ সংহন্তুঃ স্থিরচেতনস্যাভাবাৎ। তস্য চ ভাবক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। স্বতঃ প্রবৃত্ত্যুরীকৃতৌ তৎসাতত্য-প্রসঙ্গঃ। তস্মাদযুক্তা তৎকল্পনা ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই যে পূর্ব্বোক্ত উভয় সংঘাত-জন্য অর্থাৎ পরমাণু পুঞ্জ হইতে বাহ্য সমুদায় আর বিজ্ঞানাদি চারিটি স্কন্ধ হইতে সমুৎপন্ন আভ্যন্তর

হর্ষ-শোকাদি সমুদায়, এই উভয়বিধ সমুদায় নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিলেও তাহার অসিদ্ধি অর্থাৎ জগৎস্বরূপ সমুদায়ের অনুৎপত্তি হইবে। কারণ—সমুদায়ী পরমাণুপুঞ্জ ও বিজ্ঞানাদি-স্কন্ধসমুদায়ী অচেতন, আর সমুদায়-যোজক যে চেতন পদার্থ, তাহাও ক্ষণিক, তোমাদের মতে স্থায়ী সংঘাতকর্ত্তা চেতনের অভাব, যেহেতু সেই সংঘাতকর্ত্তা চেতন ভাবপদার্থ বলিয়া ক্ষণিক, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, অতএব সমুদায়ের অসিদ্ধি। যদি স্বভাব হইতে সমুদায়ের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহাতেও দোষ এই—সর্ব্বদা জগৎসমুদায়ের উৎপত্তি হইয়া পড়ে। অতএব সমুদায় কল্পনা অযৌক্তিক—ব্যর্থ ॥ ১৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সমুদায় ইতি। উভয়হেতুকঃ পরমাণুহেতুকো বাহ্য-সমুদায়শ্চতুস্কন্ধীহেতুক আন্তরসমুদায় ইত্যর্থঃ। সূত্রশেষং দর্শয়তি সমুদায়িনা-মিতি। স চেতি স্থিরচেতনাভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ—'সমুদায়ে উভয়হেতুকেঽপি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা—উভয়-হেতুক অর্থাৎ পরমাণুজনিত বাহ্য-সমুদায়, বিজ্ঞানাদিচতুঃস্কন্ধজনিত আন্তর-সমুদায়। অতঃপর 'সমুদায়িনামচেতনত্বাৎ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সূত্রের অভিপ্রায় দেখাইতেছেন। 'স চ ভাবক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাদিতি স চ স্থির' (অবিনাশী অক্ষণিক) চেতন পদার্থের অভাব ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—তার্কিকগণের মত খণ্ডনের পর সূত্রকার এক্ষণে বৌদ্ধমত নিরসন করিতেছেন।

বুদ্ধ মুনি স্বকীয় দর্শনে অর্থাৎ বৌদ্ধ দর্শনে চারি প্রকারে পদার্থ বিভাগ করিয়াছেন, সেই বিষয়গুলি বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক নামক চারিজন শিষ্য নিজ নিজ বুদ্ধি ও বাসনানুসারে গ্রহণ করিয়াছেন। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও তদ্ভিন্ন সমস্ত পদার্থগুলি ক্ষণিক ও সত্যস্বরূপ। তবে ঐ উভয় মতের পার্থক্য এই যে, বৈভাষিকগণ ঘটাদি পদার্থকে প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে করেন, আর সৌত্রান্তিকেরা মনে করেন যে, ঘটাদির জ্ঞান জন্মিবার পর সেই আকার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ ঘটাদি অনুমিত হয়। যোগাচার-মতে অর্থশূন্য যে বিজ্ঞান, তাহাই পরমার্থ সৎ, বাহ্য-অর্থ স্বপ্নতুল্য; সকলই শূন্য,—

ইহা মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মত। এ-বিষয়ে বিস্তারিত বিচার ভাষ্যকার স্বীয় ভাষ্যে ও টীকায় বিবৃত করিয়াছেন।

তার্কিকগণ অর্দ্ধ বৈনাশিক, কারণ, দেহের বিনাশ ও আত্মার স্থৈর্য্য স্বীকার করে, কিন্তু বৈভাষিকাদি পূর্ণ বৈনাশিক; কারণ, ইহারা দেহ-আত্মাদি সকলের ক্ষণবিনাশিত্ব স্বীকার করে। সুতরাং এই উভয় মতই পূর্ব্বাপর-ভাবে নিরস্ত হওয়া উচিত। আপত্তি হইতেছে যে, তার্কিকগণের মত অযৌক্তিক ও শিষ্টগণ কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত হয় নাই; সুতরাং উহা দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়ের বিরোধ না হয়, না হউক, কিন্তু বৈভাষিক বৌদ্ধ মতের দ্বারা সেই বেদান্ত-সমন্বয়ে বিরোধ হইতে পারে; কারণ ঐ বৈভাষিক মত তো সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং বুদ্ধদেব প্রচারিত ভূতদয়া-ধর্ম্ম তো শিষ্টগণ স্বীকার করিয়াছেন, এই প্রত্যুদাহরণহেতু আক্ষেপ।

বৈভাষিকাদির সিদ্ধান্ত-বিষয়ে সংশয় এই যে, উহা প্রমাণমূলক বা ভ্রমমূলক? এইরূপ সংশয়ের উত্তরে বাদিগণ বলিতে পারেন যে, উহা যখন সর্ব্বজ্ঞের দ্বারা উপদিষ্ট, তখন উহাকে প্রমাণমূলক বলিব। অথবা সমুদায়দ্বয় কল্পনার দ্বারা যখন জাগতিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে, তখন উহাকে যুক্তিযুক্তই বলিব, এইরূপ স্থলে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে তাহার প্রতিবিধান করিতেছেন যে, উভয়হেতুক অর্থাৎ পরমাণুহেতুক বাহ্য সমুদায় এবং বিজ্ঞানাদি-স্কন্ধ-চতুষ্টয়হেতুক আভ্যন্তর সমুদায়—এই দুইটি স্বীকার করিলেও জগদাত্মক সমুদায়ের সিদ্ধি হয় না। কারণ, সমুদায়ী বস্তুর অচেতনত্বহেতু, আর সমুদায়-যোজক চেতনের ক্ষণিকত্ব এবং স্থায়ী সংঘাত-কর্ত্তার অভাবহেতু ঐ সকল অসিদ্ধ; আর যদি স্বতঃপ্রবৃত্তি হইতে উৎপত্তি স্বীকার করাও যায়, তাহাতেও নিরন্তর জগৎসমুদায়ের উৎপত্তিরূপ দোষ আসিয়া পড়ে, সুতরাং এইরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দৃষ্টং শ্রুতং ভূত-ভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্ম্মহদল্পকঞ্চ।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ ॥' (ভাঃ ১০।৪৬।৪৩)

অর্থাৎ ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, স্থিতিশীল, গতিশীল, বৃহৎ, ক্ষুদ্র, দৃষ্ট, শ্রুত প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত তত্ত্বতঃ নির্ব্বচনের অযোগ্য, তিনি সকলের মূলস্বরূপ এবং 'সর্ব্ব' শব্দ-বাচ্য।

আরও পাই,—

"অস্রাক্ষীদ্ভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়া।
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতদ্ ভূয়ঃ প্রত্যপিধাস্যতি॥" (ভাঃ ৩।৭।৪) ॥ ১৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্থ সৌগতসময়েঽবিদ্যাদয়ো মিথো হেতুফলভাবমাপন্নাঃ স্বীক্রিয়ন্তে অপ্রত্যাখ্যেয়াশ্চ তে সর্ব্বেষাম্। তেষু চ মিথস্তথাভাবেন ঘটীযন্ত্রবৎ সন্ততমাবর্ত্তমানেষ্বর্থাক্ষিপ্তঃ সজ্ঘাতস্তমন্তরেণৈষামসিদ্ধেঃ। তে চাবিদ্যা, সংস্কারো, বিজ্ঞানং, নাম, রূপং, ষড়ায়তনং, স্পর্শো, বেদনা, তৃষ্ণোপাদানং, ভবো, জাতির্জরা, মরণং, শোকঃ, পরিবেদনা, দুঃখং, দুর্ম্মনস্তা চেতি। তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষী আশঙ্কা করিতেছেন—হে প্রতিবাদি বৈদান্তিক! তোমরা যে আমাদের মতে দোষ প্রদর্শন করিলে, উহা হইবে কেন? যেহেতু বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে অবিদ্যা প্রভৃতি বক্ষ্যমাণ পদার্থগুলি পরস্পর কার্য্য-কারণভাব প্রাপ্ত হয়—ইহা স্বীকৃত আছে এবং সেগুলি সকলেরই অপ্রত্যাখ্যেয়। তাহারা পরস্পর কার্য্য-কারণভাবে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় প্রবর্ত্তমান অর্থাৎ যেমন যন্ত্র সাহায্যে ঘট কূপমধ্যে নামে, আবার তাহারই সাহায্যে উপরে উঠে, এইরূপ অবিদ্যাদিবশে কার্য্যের—উৎপত্তি, নাশ, এইরূপ প্রবাহ সর্ব্বদাই প্রবহমান, অতএব ফলবলে কল্পিত-সজ্ঘাত বলিতে হয়। কিরূপ? তাহা বলিতেছি—সজ্ঘাত ব্যতিরেকে অবিদ্যাদির অসিদ্ধি, অতএব এই অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা সজ্ঘাত নিষ্পন্ন হইতেছে। সেই সজ্ঘাত-বাচ্য-পদার্থের পরিগণনা করিতেছেন 'তে চ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। সেই অবিদ্যাদি যথা—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ছয়টি আয়তনযুক্ত ইন্দ্রিয়বৃন্দ, তাহার আয়তন অর্থাৎ আশ্রয় ছয়টি যথা—পৃথিব্যাদিভূত চতুষ্টয়, শরীর ও বিজ্ঞান-ধাতু, তাহা হইতে নাম, রূপ ইন্দ্রিয়াদির স্পর্শ অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ, বেদনা—সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি, তৃষ্ণা, উপাদান, জাতি, জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য—ইহারাই সজ্ঘাতবাচ্য পদার্থ—তাহাতে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পুনরাশঙ্কতে নন্বিতি। তমন্তরেণেতি। সজ্ঘাতং বিনাবিদ্যাদীনামসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। আধারং বিনাধেয়স্থিতিন সম্ভবেদিতি ভাবঃ। তে চাবিদ্যেতি। বিজ্ঞানস্কন্ধস্যাত্মনঃ ক্ষণিকত্বাদবিদ্যা ক্ব তিষ্ঠেৎ ক্ব বা রাগদ্বেষাদিরূপো জায়েতেতি চ বোধ্যম্। ক্ষণিকেষ্বপি স্থিরত্বাদিভ্রান্তিরবিদ্যা তয়া সংস্কারাখ্যো রাগদ্বেষাদির্জন্যতে। তেন সংস্কারেণ গর্ভস্থাদ্যং বিজ্ঞানং জন্যতে। তেন বিজ্ঞানেন পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়ং শরীরস্য সমুদায়স্য হেতুভূতং নাম জন্যতে। নামাশ্রয়ত্বাৎ তচ্চতুষ্টয়ং নামেত্যুক্তম্। তেন নাম্না সিতাসিতাদিরূপং শরীরং জন্যতে। রূপাশ্রয়ত্বাৎ শরীরং রূপমিত্যুক্তম্। গর্ভভূতস্য শরীরস্য কলনবুদ্বুদাদ্যবস্থা নামরূপশব্দার্থঃ। তেন রূপেণ ষড়ায়তনমিন্দ্রিয়বৃন্দং জন্যতে। পৃথিব্যাদি চতুষ্টয়ং শরীরং বিজ্ঞানধাতুশ্চেতি ষট্ যস্যায়তনানি তদিত্যর্থঃ। তেন ষড়ায়তনেন নামরূপেন্দ্রিয়াণাং মিথঃ সম্বন্ধঃ স্পর্শো জন্যতে। তস্মাৎ সুখাদিবেদনাদয়স্ততঃ পুনরবিদ্যাদয়ো যথোক্তরীত্যা ভবন্তীত্যনাদিরিয়মন্যোন্যমূলাবিদ্যাদিকা চক্রপরিবৃত্তির্ভৌতিকসজ্ঘাতাদৃতে ন সম্ভবতীতি তৎসজ্ঘাতোঽর্থাক্ষিপ্ত ইত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আবার আশঙ্কা করিতেছেন—'নন্থ' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। 'তমন্তরেণৈষামসিদ্ধেঃ' ইতি। তম্—সজ্ঘাত, অন্তরেণ—ব্যতীত, অবিদ্যাদির সিদ্ধি হয় না, এইজন্য অর্থাক্ষিপ্ত সজ্ঘাত। অভিপ্রায় এই—আধার ব্যতীত আধেয় থাকিতে পারে না, এইজন্য। 'তে চাবিদ্যা-সংস্কার ইত্যাদি'—আত্মাই বিজ্ঞানস্কন্ধ, তাহা ক্ষণিক, অতএব অবিদ্যা কোথায় থাকিবে? এবং কোথায় বা রাগদ্বেষাদিরূপ সংস্কারস্কন্ধ থাকিবে? ইহাও জ্ঞাতব্য। বৌদ্ধমতে সমস্ত ক্ষণিক হইলেও ভাবপদার্থে স্থিরত্বাদি ভ্রম অবিদ্যা। সেই ভ্রান্তিরূপিণী অবিদ্যা দ্বারা সংস্কার স্কন্ধ সংজ্ঞক রাগ, দ্বেষাদি উৎপাদিত হয়। আবার সেই সংস্কার দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের প্রথম বিজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সেই বিজ্ঞান দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি মহাভূত জন্মে, যাহা শরীরের ও সমুদায়ের হেতুভূত নাম উৎপন্ন হয়। নামকে আশ্রয় করিয়া পৃথিব্যাদি চতুষ্টয়কে নাম বলা হইয়াছে, সেই নামসংজ্ঞক পৃথিব্যাদি-চতুষ্টয় দ্বারা শ্বেতকৃষ্ণাদিরূপ শরীর উৎপাদিত হয়। রূপের আশ্রয়

বলিয়া শরীরকে, রূপ বলা হইয়াছে। মাতৃগর্ভস্থিত জীব-শরীরের কলন (শুক্রশোণিতের মিশ্রণ) পরে বুদ্বুদ (গেঁজলা) প্রভৃতি অবস্থা নামরূপ শব্দের অর্থ। সেই রূপ দ্বারা ষড়ায়তন ইন্দ্রিয়বৃন্দ উৎপাদিত হয়। পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি মহাভূত, শরীর ও বিজ্ঞান-ধাতু এই ছয়টি যাহার অধিষ্ঠানক্ষেত্র, এই বিগ্রহবশে ইন্দ্রিয়সমূহকে ষড়ায়তন বলা হয়। সেই ষড়ায়তন দ্বারা নাম, রূপ, ইন্দ্রিয় বর্গের পরস্পর সম্বন্ধরূপ স্পর্শ জনিত হয়। সেই স্পর্শ হইতে সুখদুঃখাদি অনুভূতি প্রভৃতি জন্মে, তাহা হইতে পুনরায় অবিদ্যা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে হইয়া থাকে, অতএব অনাদি এই পরস্পরমূলক অবিদ্যাদি চক্রের মত যে ঘুরিতেছে, ইহা ভূত-সঙ্ঘাত ও ভৌতিক-সঙ্ঘাত ব্যতীত হইতে পারে না, এই অনুপপত্তি প্রমাণলভ্য, এইজন্য সেই সঙ্ঘাত অর্থাক্ষিপ্ত—ইহাই তাৎপর্য্য।

সূত্রম্—ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—'ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ ইতি চেৎ ন' অবিদ্যা প্রভৃতি—পরস্পর হেতু-হেতুমদ্‌ভাবাপন্ন এইজন্য সঙ্ঘাত যুক্তিযুক্ত এই যাহা বলিয়াছ, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ কি ? উত্তর—'উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ'—অবিদ্যাদির মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট পদার্থ পরপর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের উৎপত্তিমাত্রের প্রতিকারণ হইতে পারে, কিন্তু দেহাদিসঙ্ঘাতের প্রতি স্থির চেতন কোন পদার্থকে তোমরা কারণ বলিয়া স্বীকার কর নাই। আর এক কথা—সঙ্ঘাতমাত্রই অপরের ভোগসম্পাদক হয়, সেই ভোগও ক্ষণস্থায়ী আত্মায় সম্ভব নহে, আবার সেই ভোগের কারণীভূত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম ক্ষণিক আত্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সম্পাদিত হয় নাই ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রত্যয়শব্দো হেতুবাচী। অবিদ্যাদীনাং পরস্পরহেতুত্বাদুপপন্নঃ সঙ্ঘাত ইতি যদুক্তং তন্ন। কুতঃ ? উৎপত্তীতি। তেষাং পূর্ব্বপূর্ব্বমুত্তরোত্তরস্যোৎপত্তিমাত্রং প্রতি নিমিত্তং স্যান্ন তু সঙ্ঘাতং প্রতি কিঞ্চিৎ তদস্তীতি। কিঞ্চ ভোগার্থং সঙ্ঘাতঃ। ন চ ক্ষণিকেষ্বাত্মসু ভোগঃ সম্ভবতি। তদ্ধেতোর্ধর্ম্মাধর্ম্মাদেস্তৈঃ পূর্ব্ব-

মসম্পাদনাৎ। ন চ তৎসন্তানেন স সম্পাদিতঃ। তস্য স্থায়িত্বে সর্ব্বক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞাব্যাকোপাৎ। ক্ষণিকত্বে প্রাগুক্তদোষানতিবৃত্তেঃ। তস্মাদসঙ্গতঃ সৌগতসময়ঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রান্তর্গত প্রত্যয় শব্দের অর্থ হেতু, অবিদ্যা প্রভৃতি পরস্পর হেতু হওয়ায় তাহা হইতে সঙ্ঘাতের উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত হইবে, এই যে কথা তোমরা বলিয়াছ, তাহা অসঙ্গত, কি হেতু ? উত্তর—'উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ'—অবিদ্যাদির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটি পরপর কার্য্যের উৎপত্তিমাত্রের প্রতি নিমিত্ত হইতে পারে, তদ্‌ভিন্ন সঙ্ঘাতের প্রতি কোন নিমিত্ত নহে। আর এক কথা, সঙ্ঘাতমাত্রই অপরের ভোগের নিমিত্ত হয়, ক্ষণিক আত্মাসমূহে সেই ভোগ সম্ভব নহে। যেহেতু ভোগের কারণ জীবকৃত পূর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি ভোগকারী আত্মাসমূহ পূর্ব্বে অনুষ্ঠান করে নাই, যাহারা করিয়াছে, তাহারা এক্ষণে নাই ; যেহেতু ক্ষণিক। যদি বল, আত্মধারা স্বীকার করিব, তাহার দ্বারা ভোগ হইবে, ইহাও বলিতে পার না, কেন না, আত্মসন্তান নিত্য ? না অনিত্য ? যদি নিত্য হয়, তবে তোমাদের মতসিদ্ধ সর্ব্বভাববস্তুর ক্ষণিকত্ববাদ ভঙ্গ হইল, যদি অনিত্য বল, তবে সেই ভোগের অনুপপত্তি দোষ রহিয়াই গেল। অতএব বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ইতরেতরেতি। প্রত্যয়শব্দো হেতুবাচীতি। প্রত্যয়োঽধীনশপথজ্ঞানবিশ্বাসহেতুষ্বিতি নানার্থবর্গঃ। তন্নিরুক্তিস্তু কার্য্যং প্রত্যেতি, জনকত্বেন গচ্ছতীতি। কিঞ্চিদিতি। কিঞ্চিৎ নিমিত্তং স্থিরচেতনরূপং ত্বয়াঙ্গীকৃতং নাস্তীত্যর্থঃ। তদ্ধেতোর্ভোগজনকস্য। তৈরাত্মভিঃ। ন চ তদিতি। আত্মসন্তানেন ধর্ম্মাধর্ম্মাদির্ন কৃত ইত্যর্থঃ। তস্যেতি। তস্যাত্মসন্তানস্য নিত্যত্বেঽভিমতে সর্ব্বো ভাবঃ ক্ষণিক ইতি তব প্রতিজ্ঞা ভজ্যেতেত্যর্থঃ। সৌগতসময়ো বৌদ্ধসিদ্ধান্তঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধ ইত্যমরঃ। সন্তানঃ কারণং মৃদাদি সন্তানী কার্য্যং ঘটাদিরিতি বোধ্যম্ ॥ ১৯ ॥

টীকানুবাদ—'ইতরেতরেতি' সূত্রের অন্তর্গত প্রত্যয় শব্দ হেত্বর্থবাচক অর্থাৎ পরস্পরহেতুক। প্রত্যয় শব্দের অর্থ হেতু ইহা অমরকোষে নানার্থবর্গেধৃত আছে যথা 'প্রত্যয়োঽধীনশপথজ্ঞানবিশ্বাসহেতুষু' প্রত্যয় শব্দটি অধীন,

শপথ, জ্ঞান, বিশ্বাস ও হেতু অর্থে বর্ত্তমান। তাহার ব্যুৎপত্তিও এইপ্রকার —যে কার্য্যের প্রতি জনকত্বরূপে যায় অর্থাৎ কার্য্যজনকত্বরূপে যাহাকে প্রাপ্ত হয়, এই অর্থে প্রতিপূর্ব্বক ইণ্ ধাতুর উত্তর অচ্। 'কিঞ্চিৎতদস্তীতি', কিঞ্চিৎ অর্থাৎ স্থায়ী, অক্ষণিক অথচ 'চেতন স্বরূপ' কোন একটি নিমিত্ত তোমাদের অঙ্গীকৃত নাই, ইহাই অর্থ। 'তদ্ধেতোর্ধর্ম্মাধর্ম্মাদে-রিতি' তদ্ধেতোঃ—ভোগজনক, 'তৈঃ পূর্ব্বমসম্পাদনাৎ' ইতি তৈঃ—সেই আত্মাগুলি কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সম্পাদিত হয় নাই। 'ন চ তদিতি' আত্মসন্তান দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কৃত হয় নাই—এই অর্থ। 'তস্য স্থায়িত্বে ইতি' আত্মসন্তানকে নিত্য বলিলে সমস্ত ভাবপদার্থ ক্ষণিক—এই মতবাদ তোমাদের ভগ্ন হয়। সৌগত সময় অর্থাৎ বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত। অমরকোষে 'সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধঃ' ইহা বলা আছে। সন্তান শব্দের অর্থ কারণ মৃত্তিকা প্রভৃতি সন্তানী শব্দের অর্থ, কার্য্য—ঘটাদি ইহা জানিবে ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধবাদে বৈদান্তিকগণ দোষ প্রদর্শন করিলে তাহাদের (বৌদ্ধগণের) পক্ষ সমর্থনকারীরা বলিতেছেন যে, বৌদ্ধসিদ্ধান্তে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটি পরস্পর কার্য্য-কারণভাব প্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার আছে এবং তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। সেগুলি পরস্পর কার্য্যকারণভাবে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় আবর্ত্তমান্। সংঘাত অর্থ দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়াছে, সংঘাত-ব্যতিরেকে অবিদ্যাদির অসিদ্ধি হয়। সেই সংঘাত-বাচ্য পদার্থ হইতেছে, যথা—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, জাতি, জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুর্মনস্ত। ইহারা পরস্পর হেতু হইতে উৎপন্ন হয়। এই পরস্পরমূলিকা অবিদ্যাদির চক্রবৎ পরিবর্ত্তন ভূত-ভৌতিক সংঘাত ব্যতীত সম্ভব নহে। সুতরাং ইহা অর্থাক্ষিপ্ত হইল।

সূত্রকার এই মত নিরসনার্থ বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন,—অবিদ্যাদির পরস্পর হেতুত্ববশতঃ সংঘাত উৎপন্ন হয়, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ অবিদ্যাদির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাব, উত্তর উত্তর ভাবের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে, কিন্তু দেহাদি-সংঘাতের নিমিত্ত স্থির চেতন কাহাকেও কারণ স্বীকার করা হয় নাই। আর বৌদ্ধমতেই স্বীকৃত, যে ভোগের জন্য সংঘাত, কিন্তু ক্ষণিক আত্মায় ভোগের সম্ভাবনা কোথায়? কারণ ভোগজনক ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্ষণিক আত্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সম্পাদিতও হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ আত্মার স্থায়িত্ব স্বীকার করিলেও সর্ব্বক্ষণিকত্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। সুতরাং এই মত সমীচীন নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দ্রব্যক্রিয়াহেত্বয়নেশকর্ত্তৃভি-
র্মায়াগুণৈর্বস্তুনিরীক্ষিতাত্মনে।
অন্বীক্ষয়াঙ্গাতিশয়াত্মবুদ্ধিভি-
র্নিরস্তমায়াকৃতয়ে নমো নমঃ॥" (ভাঃ ৫।১৮।৩৭)

অর্থাৎ শব্দাদি-বিষয়, ইন্দ্রিয়-ব্যাপার, বাগাদি ইন্দ্রিয়-দেবতা, দেহ, কাল ও অহঙ্কার—এই সমস্ত মায়ার কার্য্য। এই মায়িক কার্য্য-দর্শনে কার্য্যের কারণরূপে যে বস্তু লক্ষিত হইতেছেন, আপনিই সেই পরমাত্মা। আপনার সেই স্বরূপ—মায়া গন্ধশূন্য। তত্ত্ব-বিচার ও যম-নিয়মাদির দ্বারা যাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চয়বতী হইয়াছে, তাঁহারাই আপনার সেই রূপ প্রত্যক্ষ করেন; আপনাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইদানীমবিদ্যাদীনাং মিথো হেতুত্বং দূষয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে অবিদ্যা প্রভৃতির পরস্পর-হেতুবাদে দোষারোপ করিতেছেন—

সূত্রম্—উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—'উত্তরোৎপাদে চ'—পরক্ষণে কার্য্য জন্মিতে থাকিলে, 'পূর্ব্ব-নিরোধাৎ'—সেই কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণে কারণ বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব সৌগত-মতে অবিদ্যাদির পরস্পর কার্য্য-কারণভাব হইতে পারে না। কথাটি এই —কার্য্যোৎপত্তিক্ষণের পূর্ব্বক্ষণে কারণসত্তা আবশ্যক, কিন্তু তাহা ঘটিতেছে না, যেহেতু বৌদ্ধমতে প্রত্যেক ভাবপদার্থের প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে নাশ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে কারণ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহার পরক্ষণে কার্য্য জন্মিতে পারে না ॥ ২০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নেত্যানুবর্ত্ততে। ক্ষণভঙ্গবাদিনো মন্যন্তে উত্তরস্মিন্ ক্ষণে উৎপদ্যমানে পূর্ব্বঃ ক্ষণো নিরুধ্যেত ইতি। উত্তর-ক্ষণবর্ত্তিনি কার্য্যে জায়মানে সতি পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তি কারণং বিনশ্যতীতি তদর্থঃ। ন চৈবমুরীকুর্ব্বতাবিদ্যাদীনাং মিথো হেতুহেতুমদ্ভাবঃ শক্যো বিধাতুং নিরুদ্ধস্য পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিনো নিরুপাখ্যত্বেনোত্তরক্ষণবর্ত্তিহেতুতানুপপত্তেঃ। কারণং হি কার্য্যানুস্যূতং দৃষ্টম্॥ ২০॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্ব হইতে 'ন' এই পদটির অনুবৃত্তি আছে। ক্ষণভঙ্গ-বাদী বৌদ্ধগণ মনে করেন—পরক্ষণ উৎপন্ন হইতে থাকিলে পূর্ব্বক্ষণ নষ্ট হইয়া যায়। তাহার তাৎপর্য্য এই—উত্তরক্ষণে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইতে থাকিলে কারণ তাহার পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এইরূপ স্বীকার করিলে অবিদ্যা প্রভৃতির পরস্পর কার্য্যকারণভাব-ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না, কেননা বিনষ্ট পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী কারণত্বরূপে অভিমতবস্তু অসৎকল্প হওয়ায় উত্তরক্ষণে জায়মান কার্য্যের প্রতি তাহার কারণতা সঙ্গত হয় না। যেহেতু কারণ কার্য্যের ঠিক পূর্ব্বক্ষণে লগ্ন থাকে, ইহা দেখা গিয়াছে॥ ২০॥

সূক্ষ্মা টীকা—উত্তরেতি। উরীকুর্ব্বতা স্বীকুর্ব্বতা সৌগতেন॥ ২০॥

টীকানুবাদ—উত্তরেতি সূত্রের ভাষ্যে—'উরীকুর্ব্বতাবিদ্যাদীনামিতি' উরী-কুর্ব্বতা—স্বীকারকারী সৌগত কর্ত্তৃক॥ ২০॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার এক্ষণে অবিদ্যাদির পরস্পর হেতুবাদে দোষ দিতেছেন। ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধদিগের মতে পরবর্ত্তী ক্ষণ (কার্য্য) উৎপন্ন হইতে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণ (কারণ) বিনষ্ট হইয়া যায়, অথচ বলা হয় যে, পূর্ব্বক্ষণই পরক্ষণের কারণ; যদি পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী কারণ নষ্ট হইয় যায়, তাহা হইলে পরক্ষণবর্ত্তী কার্য্যের হেতুত্ব অসঙ্গত হইয়া পড়ে। যেহেতু কারণ কার্য্যের অনুগত, ইহাই দেখা গিয়া থাকে, সুতরাং অবিদ্যাদির পরস্পর কার্য্য-কারণভাবব্যবস্থা সমীচীন নহে বলিয়া এমতও খণ্ডিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ॥

এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্ষজ।
আত্মনানুপ্রবিশ্যাত্মন্ প্রাণো জীবো বিভর্ষ্যজ॥
প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ॥
পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাদ্দ্বয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্॥" (ভাঃ ১০।৮৫।৪-৬)

অর্থাৎ ঘটপট প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ যে দেশে, যে কালে, যে প্রকারে, যাহা দ্বারা, যাহা হইতে, যাহার সম্বন্ধে, যাহার উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি এবং পুরুষের অধীশ্বর আপনিই সাক্ষাৎ তৎ সমস্তের স্বরূপ অর্থাৎ তাহারা আপনারই কার্য্য। হে অধোক্ষজ, হে পরমাত্মন্, হে অজ, আপনিই প্রাণ (ক্রিয়াশক্তি) এবং জীব (জ্ঞানশক্তি) রূপে স্বকীয় মায়া-রচিত এই বিচিত্র বিশ্বমধ্যে অন্তর্য্যামিসূত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক ইহার পোষণ করিতেছেন। বাণের মধ্যে ভেদশক্তি দেখা যায়, তাহা যেরূপ বাণ-নিক্ষেপকারী পুরুষেরই শক্তি, সেইরূপ বিশ্বকারণ প্রাণাদি পদার্থও পরাধীন বলিয়া তদন্তর্গত শক্তিও পরমকারণ পরমেশ্বরেরই হইয়া থাকে। চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে পরস্পর বৈসাদৃশ্যবশতঃ অচেতন পদার্থ চেতনের ন্যায় স্বতন্ত্র না হইয়া উহার অধীনই হইয়া থাকে। বায়ুর শক্তির দ্বারা যেমন তৃণাদির গমন-ক্রিয়া এবং পুরুষের শক্তির দ্বারা যেমন বাণের বেগ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারাই প্রাণাদি পদার্থের কেবলমাত্র চেষ্টা দেখা যায়, পরন্তু ইহাদের কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই॥ ২০॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অসতঃ সদুৎপত্তিং তে মন্যন্তে। নানুপমর্দ্য প্রাদুর্ভাবাদিতি। তাং দূষয়তি।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বৌদ্ধগণ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি মনে করেন, যেহেতু বীজকে ধ্বংস না করিয়া অঙ্কুরের উদয় দেখা যায় না, অতএব কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণে বিনষ্ট-কারণ অর্থাৎ অসৎ কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হইবে, এইমতে অর্থাৎ সেই অসৎ হইতে সদুৎপত্তিতে দোষারোপ করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অসদুৎপত্তিবাদং দূষয়তি অসত ইত্যাদিনা। তে বৈভাষিকাঃ সৌত্রান্তিকাশ্চ তত্র তদ্বাক্যং প্রমাণয়ন্তি নানুপমর্দ্যেতি। বীজমনুপমর্দ্য নাঙ্কুরঃ প্রাদুর্ভবেদতোঽসতস্তদুৎপত্তিঃ সিদ্ধা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর অসৎ হইতে সতের উৎপত্তিবাদ দূষিত করিতেছেন—'অসতঃ সদুৎপত্তিমিত্যাদি' বাক্যদ্বারা। 'তে মন্যন্তে' তে অর্থাৎ বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়। অসৎ হইতে সদুৎপত্তিবাদে তাঁহাদের বাক্যকে প্রমাণরূপে দেখাইতেছেন—'নানুপমর্দ্দ্য প্রাদুর্ভাবাৎ' ইহার অর্থ—বীজকে ধ্বংস না করিয়া অঙ্কুর জন্মায় না। অতএব অসৎ হইতে সৎকার্য্যের উৎপত্তি সিদ্ধ।

সূত্রম্—অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—'অসতি'—উপাদান কারণ পূর্ব্বে না থাকিলে যদি কার্য্যোৎপত্তি হয় বল, তবে 'প্রতিজ্ঞোপরোধঃ' পঞ্চ স্কন্ধ হইতে সমুদায়ের উৎপত্তি হয়—তাহাদের এই প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই দোষ নিরাকরণের জন্য যদি বল, 'অন্যথোপাদানাৎ' ইত্যাদি অসৎ উপাদান হইতে কার্য্যের উৎপত্তি, তবে কার্য্য-কারণের 'যৌগপদ্য' হইয়া যায় অর্থাৎ সহাবস্থান হইয়া পড়ে—এককালে কার্য্য-কারণ উভয়ের অবস্থান হইয়া পড়ে ॥ ২১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অসত্যুপাদানে চেৎ কার্য্যং তদা স্কন্ধহেতুকা সমুদায়োৎপত্তিরিতি প্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বং চোৎপদ্যেত উৎপন্নঞ্চাসৎ। অন্যথোপাদানাচ্চেৎ কার্য্যং তর্হি যৌগপদ্যং কার্য্যকারণয়োঃ সহাবস্থিতিঃ স্যাৎ কার্য্যানুস্যূতস্যোপাদানত্বাৎ। তথাচ ভাবক্ষণিকত্বমতভঙ্গঃ। তস্মান্নাসতঃ সদুৎপত্তিঃ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—উপাদান পূর্ব্বে না থাকিলে যদি কার্য্য হয়, তাহা হইলে পঞ্চস্কন্ধ হইতে সমুদায়ের উৎপত্তিবাদরূপ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ তো অসৎ তাহা হইতে উৎপত্তি উক্তি অসত্য এবং সকল কালে, সকল স্থানে, সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে, পঞ্চস্কন্ধ হইতে সমুদায়ের উৎপত্তি উক্তি কেন? আর সেই অসৎ হইতে উৎপন্ন কার্য্যও অসৎ হয়, সমুদায়ের সদ্রূপে প্রতীতি হয় কেন? যদি অসৎ উপাদান হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তবে যৌগপদ্য অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের সহাবস্থান—এককালে অবস্থিতি হইয়া পড়ে, যেহেতু কার্য্যে উপাদান অনুস্যূত হইতেছে। ইহার ফলে

ভাবপদার্থ-মাত্রের ক্ষণিকত্ববাদের ভঙ্গ হইল। অতএব অসৎ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি বলা যায় না ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অসতীতি। বীজস্যোপমর্দ্দিতত্বাত্তদুপাদানস্য তস্যাসদ্রূপত্বম্। সর্ব্বদেতি। সর্ব্বস্মিন্ কালে দেশে চাসতঃ সৌলভ্যাৎ সর্ব্বং কার্য্যং তত্র তত্র জায়েতেত্যর্থঃ। উৎপন্নমিতি। জাতকার্য্যমসন্নিরুপাখ্যং স্যাৎ। তদ্ধেতোরসত্ত্বাদিত্যর্থঃ। সহাবস্থিতিরেকস্মিন্ কালেঽবস্থানম্ ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ—'অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধ ইত্যাদি' সূত্রের ভাষ্যের তাৎপর্য্য—বীজ উপমর্দ্দিত হওয়ায় সেই উপাদান কারণ অসৎ-স্বরূপ। সর্ব্বদেত্যাদি—সকল কালে ও সকল স্থানে অসৎ পদার্থ থাকিবেই অতএব সকল কার্য্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্র হউক, ইহাই তাৎপর্য্য। 'উৎপন্নঞ্চাসৎ' ইতি এবং অসৎ হইতে উৎপন্ন কার্য্যও অসৎ হইবে অর্থাৎ শূন্য হইবে। যেহেতু কারণানুরূপ কার্য্য হয়, যেহেতু কারণ অসৎ অতএব তাহার কার্য্যও অসৎ হইবে—ইহাই তাৎপর্য্য। 'সহাবস্থিতিঃ'—এককালে উভয়ের অবস্থান ॥ ২১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণ যে মনে করেন অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, অর্থাৎ পরক্ষণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ব্বক্ষণ 'অসৎ' অর্থাৎ থাকে না, সেই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি; এই মতও সূত্রকার খণ্ডন করিতেছেন যে, উপাদান কারণ পূর্ব্বে না থাকিলে, যদি কার্য্যোৎপত্তির কথা বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বক্ষণ পরক্ষণের হেতু—এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না। এই দোষ নিরাকরণার্থ যদি বলা হয় যে, অসৎ উপাদান হইতে কার্য্যের উৎপত্তি, তাহা হইলে যুগপৎ কার্য্য-কারণের সহাবস্থান হইয়া পড়ে, যেহেতু কার্য্যে উপাদান অনুস্যূত থাকে। তাহাতে তাহাদের ভাবক্ষণিকত্ব-মত ভঙ্গ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
> ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥
> ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
> ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
> ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃ সত্ত্বতমোময়ী।
> ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥" (ভাঃ ১০।১০।২৯-৩১)

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার প্রভাব অচিন্ত্য, আপনি পরম পুরুষ এবং জগতের মূল নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক জগৎ আপনারই (প্রাকৃত) রূপ বলিয়া থাকেন, হে ভগবন্! সর্ব্বপ্রাণীর দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা বা ঈশ্বর একমাত্র আপনি। আপনিই বিষ্ণু, অব্যয় এবং ঈশ্বর-স্বরূপ। আপনিই কাল (নিমিত্তকারণ) এবং ত্রিগুণাত্মিকা সূক্ষ্মা প্রকৃতি (উপাদান কারণ) আপনিই মহত্তত্ত্ব (কার্য্য-স্বরূপ), আপনি অন্তর্য্যামী সুতরাং সর্ব্বভূতের চিত্তজ্ঞাতা এবং পুরুষ ॥ ২১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—দীপস্যেব ঘটাদের্নিরন্বয়ং বিনাশং মন্যন্তে। তং দূষয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বৌদ্ধসম্প্রদায়-মতে দীপ যেমন নিবিয়া গেলে তাহা নিরবশেষেই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ঘটাদি নিরবশেষে বিনষ্ট হয়—এইমত দূষিত করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—দীপস্যেতি। নিরন্বয়ং নিরবশেষম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'দীপস্যেব ঘটাদেরিত্যাদি' নিরন্বয়ং—অবশেষহীন অর্থাৎ নিঃশেষ।

সূত্রম্—প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ—'প্রতিসংখ্যানিরোধ'—ভাবপদার্থগুলির বুদ্ধিপূর্ব্বক যে ধ্বংস, তাহার নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং তাহার বিপরীত ধ্বংসকে 'অপ্রতি-সংখ্যানিরোধ' বলে, ইহাদের 'অপ্রাপ্তি' অর্থাৎ এই দুইটি নিরোধ অসম্ভব হইবে। কিহেতু? উত্তর—'অবিচ্ছেদাৎ' সদ্ বস্তুর নিরবশেষ ধ্বংস হয় না। সৎ দ্রব্যের অবস্থান্তর প্রাপ্তিই উৎপত্তি ও বিনাশ ॥ ২২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ভাবানাং ধীপূর্ব্বকো ধ্বংসঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ। তদ্বিলক্ষণস্ত্বপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ। আবরণাভাবমাত্রমাকাশম্। এতত্রয়ং নিরুপাখ্যং শূন্যমিতিযাবৎ। তদন্যৎ সর্ব্বং ক্ষণিকম্। যদুক্তম্। "বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াদন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকং চ" ইতি। তত্রাকাশং

পরত্র নিরাকরিষ্যতি। নিরোধৌ তাবন্নিরাকরোতি প্রতিসংখ্যেতি। এতয়োর্নিরোধয়োরপ্রাপ্তিরসম্ভবঃ স্যাৎ। কুতঃ? অবিচ্ছেদাৎ। সতো নিরন্বয়বিনাশাভাবাৎ। অবস্থান্তরাপত্তিরেব সতো দ্রব্যস্যোৎপত্তি-র্বিনাশশ্চ। অবস্থাশ্রয়ো দ্রব্যং ত্বেকং স্থায়ীতি। ন চ দীপনাশস্য নিরন্বয়ত্ববীক্ষণাদন্যত্রাপি তথাস্ত্বিতি বাচ্যম্ অবস্থান্তরাপত্তেরেবান্যত্র নাশত্বে নিশ্চিতে দীপেঽপি তস্যা এব তত্ত্বেন নিশ্চেয়ত্বাৎ। অনুপলম্ভ-স্ত্বতিসৌক্ষ্ম্যাদেব। সদ্বস্তুনো নিরন্বয়শ্চেদ্বিনাশস্তর্হি ক্ষণানন্তরং বিশ্বং নিরুপাখ্যং পশ্যেস্ত্বঞ্চ ন ভবের্ন চৈবমস্তি। তস্মাদনুপপন্নঃ সঃ ॥ ২২॥

ভাষ্যানুবাদ—ঘটপটাদি ভাবপদার্থের প্রতিসংখ্যা বুদ্ধিতে বিনাশ অর্থাৎ ঘট আমার প্রতিকূল অতএব অসৎ-কল্প তাহাকে অসৎ করিব, এই প্রকার বুদ্ধিতে যে বিনাশ সাধিত হয়, তাহার নাম প্রতিসংখ্যা-নিরোধ। ইহার বিপরীত অর্থাৎ ঐরূপ বুদ্ধিতে যে বিনাশ হয় না, তাহা অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ, আবরণের অভাবমাত্রই আকাশ পদার্থ—এই তিনটিই নিরুপাখ্য—নামহীন অর্থাৎ শূন্য। ইহা ছাড়া সমস্তই ক্ষণিক, যেহেতু উক্ত হইয়াছে উক্ত নিরোধদ্বয় ও আকাশ এই তিনটি হইতে ভিন্ন পদার্থ অর্থাৎ পরমাণু, পৃথিবী প্রভৃতি ধীগম্য, সংস্কৃত ও ক্ষণিক। তন্মধ্যে আকাশের খণ্ডন পরে করিবেন। প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এই দুইটি এক্ষণে সূত্রকার নিরাকরণ করিতেছেন—'প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যেত্যাদি' সূত্র দ্বারা। এই যে দুইটি নিরোধ বলা হইয়াছে, ইহাদের অসম্ভব হইবে; কি কারণে? অবিচ্ছেদাৎ—যেহেতু সদ্‌বস্তুর নিঃশেষে বিনাশ নাই। তবে কি? অন্য অবস্থা প্রাপ্তিই সদ্ দ্রব্যের উৎপত্তি, এবং বিনাশও অবস্থান্তর প্রাপ্তি। অবস্থা বিশেষকে আশ্রয় করিয়া একই দ্রব্য স্থিতিশীল। যদি বল, যখন দেখা যাইতেছে দীপ নিবিলে তাহা নিঃশেষেই লুপ্ত হয়, এই দৃষ্টান্তে অন্যস্থলেও নিরবশেষ বিনাশ হউক, ইহা বলিতে পার না। কারণ—যদি অন্যস্থলে অবস্থান্তর প্রাপ্তিই বিনাশ নিশ্চিত হয়, তবে দীপনাশস্থলেও সেই অবস্থান্তর প্রাপ্তিকেই নাশরূপে নিশ্চয় করা যাইতে পারে। তবে যে দীপের উপলব্ধি হয় না, তাহা অতি সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তিনিবন্ধনই। আর যদি সদ্বস্তুর একান্ত বিনাশ অর্থাৎ নিরবশেষ ধ্বংস বল, তবে কিছুক্ষণের পর এই বিশ্বকে নিঃশেষ দেখিবে এবং

হে বাদী ! তুমিও থাকিবে না, কিন্তু এইরূপ তো হইতেছে না। অতএব বস্তুর নিরবশেষ ধ্বংসবাদ যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ২২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রতিসংখ্যেতি। প্রতিকূলাসন্তং ঘটমসন্তং করোমীত্যেবং-লক্ষণা সংখ্যাবুদ্ধিঃ প্রতিসংখ্যা তয়া নিরোধো নাশঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ তদ্বিলক্ষণস্ত্বন্য ইত্যর্থঃ। নিরুপাখ্যং তুচ্ছমবস্তুভূতমিতি যাবৎ। বুদ্ধীতি। ত্রয়াৎ নিরোধদ্বয়াকাশরূপাৎ অন্যৎ পরমাণুপৃথিব্যাদি। বুদ্ধিবোধ্যং ধীগম্য-মিত্যর্থঃ। অবস্থান্তরেতি। সতো মৃৎপিণ্ডস্য কম্বুগ্রীবাদ্যবস্থাযোগো ঘটস্যোৎ-পত্তিস্তদ্বিরোধিকপালাদ্যবস্থাযোগস্তু তস্য বিনাশঃ, মৃৎপিণ্ডস্ত্বেকঃ স্থায়ীত্যর্থঃ। ন চেতি। অন্যত্র ঘটাদিবিনাশে। অন্যত্র ঘটাদৌ। তস্যা ইতি। অবস্থা-ন্তরাপত্তেরেব নাশত্বেন নিশ্চেতুং শক্যত্বাদিত্যর্থঃ। নন্বু মৃদ্দ্রব্যস্যেব দীপস্য কুতো নোপলম্ভস্তত্রাহাতিসৌক্ষ্ম্যাদিতি। দীপপ্রকাশোঽপি ভূততৃতীয়ে তেজসি বিলীনস্তিষ্ঠেদেবেতি ভাবঃ। নিরুপাখ্যমভাবগ্রস্তম্। ত্বঞ্চেতি। নিরন্বয়-বিনাশবাদী ক্ষণিকস্ত্বঞ্চ ক্ষণোত্তরমভাবগ্রস্তঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। তথাচ মোক্ষো-পায়ে প্রবৃত্তিস্তেঽতীবমূঢ়তামাপাদয়েদিতি ভাবঃ। স নিরন্বয়বিনাশঃ ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ—'প্রতিসংখ্যেতি' সূত্রে—প্রতিসংখ্যানিরোধ শব্দের অর্থ—যে ঘট প্রতিকূল—অনভিপ্রেত অতএব অসৎকল্প তাহাকে অসৎ করিব—এইরূপ সংখ্যা অর্থাৎ বুদ্ধিকে প্রতিসংখ্যা বলে, সেই বুদ্ধিতে যে নাশ হয়, তাহার নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং যাহা ঐরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বক না হয়, তাদৃশ বিনাশকে অপ্রতি-সংখ্যানিরোধ বলা হয়। নিরুপাখ্য শব্দের অর্থ তুচ্ছ—অর্থাৎ যাহা বস্তুভূত নহে। বুদ্ধিবোধ্যমিত্যাদি বাক্যের অর্থ—ত্রয়াৎ—তিনটি হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নিরোধদ্বয় ও আকাশ হইতে অন্য অর্থাৎ পরমাণু পৃথিবী প্রভৃতি। বুদ্ধিবোধ্যম্ —অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা প্রাপ্য। অবস্থান্তরোৎপত্তিরিতি—ঘটের উৎপত্তি বলিতে সৎস্বরূপ মৃৎপিণ্ডের কম্বুগ্রীবাদিরূপ অবস্থায় পরিণতি, আর তাহার বিনাশ পদবাচ্য—ঐ কম্বুগ্রীবাদি অবস্থা-বিরোধী কপালাদি অবস্থাপ্রাপ্তি, কিন্তু একই মৃৎপিণ্ড স্থির আছে—ইহাই তাৎপর্য্য। 'ন চ দীপনাশস্যেত্যাদি অন্যত্রাপি' —অন্যস্থলেও অর্থাৎ ঘটাদি বিনাশেও সেইরূপ নিরন্বয় বিনাশ হউক। 'অবস্থা-ন্তরাপত্তেরেবেত্যাদি অন্যত্র'—ঘটাদি স্থলে। 'তস্যা এব তত্ত্বেন নিশ্চেয়ত্বাৎ'— অর্থাৎ সেই অবস্থান্তর প্রাপ্তিকেই নাশরূপে নিশ্চয় করিতে পারা যায়। প্রশ্ন— ঘটনাশ হইলেও যেমন মৃৎ দ্রব্যের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ দীপেরও প্রত্যক্ষ

হয় না কেন ? তাহাতে উত্তর করিতেছেন—'অতিসৌক্ষ্ম্যাৎ'—অত্যন্ত সূক্ষ্মতা-নিবন্ধন। কথাটি এই—দীপের প্রকাশও তৃতীয় ভূত অগ্নিতে বিলীন হইয়া অবস্থান করে—ইহাই অভিপ্রায়। নিরুপাখ্যম্—অভাবগ্রস্ত, শূন্য। 'ত্বঞ্চ ন ভবেঃ'—নিরন্বয় বিনাশ-মতবাদী বৌদ্ধ তুমিও থাকিবে না। কেননা, তুমিও ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণান্তরে অভাবগ্রস্ত হইবে। তাহাতে মোক্ষ লাভের উপায়ে তোমার প্রবৃত্তি তোমার মূর্খতাই প্রতিপন্ন করিবে, ইহাই অভিপ্রায়। 'অনুপপন্নঃ সঃ ইতি'—সঃ—সেই নিরন্বয় বিনাশ অযৌক্তিক ॥ ২২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে যদি বলা হয় যে, দীপ নিবিয়া গেলে যেমন তাহা একেবারেই বিনাশ হয়, সেইরূপ দীপের ন্যায় ঘটাদিরও নিরবশেষেই বিনাশ হয়। সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে সেই মতেরও খণ্ডন করিতেছেন। বৌদ্ধদর্শনে পাওয়া যায়, পদার্থের বুদ্ধিপূর্ব্বক ধ্বংসের নাম 'প্রতিসংখ্যানিরোধ', অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক কোন বস্তুকে ধ্বংস করা, যেমন লগুড় আঘাতে ঘট ভগ্ন করা। ইহার বিপরীত 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধ' এবং আবরণের অভাবমাত্রই আকাশ। এই তিনটি নিরুপাখ্য অর্থাৎ শূন্য বা অবস্তুভূত। ইহা ব্যতীত অন্য সকলই ক্ষণিক, সূত্রকার আকাশের নিরাকরণ পরে করিবেন স্থির করিয়া এক্ষণে নিরোধদ্বয়ের নিরাকরণের নিমিত্ত বলিতেছেন যে, উক্ত নিরোধদ্বয়ের কল্পনা ভ্রমপূর্ণ, কারণ সদ্‌বস্তুর নিঃশেষে বিনাশ নাই ; কেবল অবস্থান্তর-প্রাপ্তি উহাদের উৎপত্তি ও বিনাশের দৃষ্টান্ত।

শ্রীগীতায়ও পাওয়া যায়,—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"। যদি বল, দীপ নিবিয়া গেলে তো নিঃশেষেই লুপ্ত হয়, সেইরূপ অন্যস্থলেও হইবে, না, তাহা বলা যায় না ; কারণ দীপনাশস্থলেও সেইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তিই হইয়া থাকে, তবে অতিশয় সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্তিবশতঃ দীপের তাৎকালিক উপলব্ধি হয় না কিন্তু তখনও অগ্নিতেই বিলীন থাকে, সদ্বস্তুর যদি একেবারেই বিনাশ বলা হয়, তাহা হইলে জগৎ নিঃশেষ হইবে, বাদীও নিঃশেষ হইবে। তখন বৌদ্ধগণ যে মোক্ষের অভিপ্রায় করেন, তাহাও মূঢ়তায় পরিণত হইবে। সুতরাং সেই নিরন্বয় বিনাশ যুক্তিযুক্ত নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবে পাই,—

"সদিব মনস্ত্রিবৃৎ ত্বয়ি বিভাত্যসদা মনুজাৎ
সদভিমৃশন্ত্যশেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ।
ন হি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া
স্বকৃতমনুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াবসিতম্ ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।২৬)

অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক এই প্রপঞ্চ সমূহ মনঃকল্পিত এবং অসৎ স্বরূপ হইয়াও আপনাতে অধিষ্ঠিত থাকায় মনুষ্য পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবগণের সৎএর ন্যায় প্রতীতি হইতেছে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভোক্তৃ-ভোগ্য-স্বরূপ এই নিখিল বিশ্বকে পরমাত্মরূপ সদ্‌বস্তুর কার্য্য বলিয়া সদ্রূপে দর্শন করেন, পরন্তু পরমাত্ম-সম্বন্ধ-ব্যতিরেকে ইহাদের পৃথক সত্তা জ্ঞান করেন না। কনকাভিলাষী ব্যক্তিগণ কুণ্ডলাদি বস্তুকে পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু উহাও কনকেরই কার্য্য বলিয়া কনকরূপে তাহারও গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব আপনার রচিত এই বিশ্ব এবং তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট পুরুষ বা জীবাত্মাও আপনার স্বরূপজ্ঞানেই নিশ্চিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ তদভিমতাং মুক্তিং দূষয়তি।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর বৌদ্ধসম্মত মুক্তিবাদে দোষারোপ করিতেছেন—

সূত্রম্—উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ—বৌদ্ধগন বলেন সংসারের কারণ অবিদ্যাপ্রভৃতির বিনাশই মোক্ষ, এই যে অভিমত, তাহাতে প্রশ্ন এই,—সেই মুক্তি কি সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইতে উদ্ভূত? অথবা তত্ত্বজ্ঞানকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই উৎপন্ন হয়? উভয়পক্ষেই দোষ আছে অতএব বৌদ্ধ-সম্মত মুক্তিও সিদ্ধ হইতেছে না ॥ ২৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ত্রিষু মণ্ডূকপ্লুত্যা নেত্যনুবর্ত্ততে। যোঽয়ং সংসারহেতোরবিদ্যাদের্নিরোধো বৌদ্ধৈর্মোক্ষোঽভিমতঃ। স কিং সাক্ষাত্তত্ত্বজ্ঞানাৎ স্যাৎ স্বয়মেব বা। নাদ্যঃ, নির্হেতুকবিনাশস্বীকার-

বৈয়র্থ্যাৎ, নেতরঃ সাধনোপদেশনৈরর্থক্যাদিত্যুভয়থাপি বিচারাসহত্বাত্তদভিমতো মোক্ষোঽপি ন সিধ্যতি ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—১৯ সূত্র হইতে মণ্ডূকপ্লুতিন্যায়ে অর্থাৎ ভেকের লম্ফনের মত এই সূত্র হইতে পরপর তিনটি সূত্রে—'ন' পদটির অনুবৃত্তি হইতেছে অতএব 'উভয়থা চ দোষাৎ ন' এইরূপ সূত্র। এই যে সংসারের প্রতি কারণ অবিদ্যা প্রভৃতির নিরোধ অর্থাৎ বিনাশকে বৌদ্ধগণ মুক্তি বলিয়া মনে করেন, সেই মুক্তি কি সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইতে? অথবা তত্ত্বজ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে স্বয়ংই জন্মিবে? তন্মধ্যে প্রথমকল্প হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ স্বীকার ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে, যেহেতু তাহাতে মুক্তি সাধনের উপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই উভয় প্রকারেই তাঁহাদের মত বিচারাসহ, এ-জন্য তাঁহাদের অভিমত মুক্তির অনুপপত্তি ॥ ২৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উভয়থেতি। নির্হেতুকেতি। অপ্রতিসংখ্যানিরোধাঙ্গীকারনৈরর্থক্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

টীকানুবাদ—'উভয়থা চেতি' সূত্রে, নির্হেতুক বিনাশেতি—ভাষ্য, ইহার অর্থ—অপ্রতিসংখ্যানিরোধের অঙ্গীকার ব্যর্থ ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বৌদ্ধসম্মত মুক্তিবাদ খণ্ডন করিতেছেন। বৌদ্ধগণের মতে যে সংসারের হেতু অবিদ্যার বিনাশকে মোক্ষ বলা হয়, তাহা উভয় প্রকারেই সঙ্গত নহে; কারণ ঐ অবিদ্যা-বিনাশরূপ মুক্তি কি সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইতে হইবে? যদি তাহাই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নির্হেতুক-বিনাশ অর্থাৎ যে নাশ বুদ্ধি দ্বারা হয় না, তাহা নিরর্থক হইয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ যদি বলা হয় যে, উহা স্বয়ংই উদিত হয়, তাহা হইলে ঐ বৌদ্ধমতে যে সকল সাধনের উপদেশ আছে, তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে, সুতরাং উভয় পক্ষেই তাহাদের মত বিচারের যোগ্য নহে, কাজেই তাহাদের অভিমত মুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না।

আচার্য্য শ্রীশঙ্করও স্বীয়ভাষ্যে এই মত নিরাস করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও অবগত হওয়া যায় যে জগৎ উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণেই ধ্বংস হয়, আবার উৎপন্ন হয়, আবার ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা

হইলে ধ্বংসের পর শূন্য হইতেই উৎপন্ন হয়, বলিতে হয়, কিন্তু তাহা হইলে শূন্য হইতে উৎপন্ন বস্তুও শূন্য হইবে। জগৎ শূন্যময় নহে বলিয়া উহাদের মত অযৌক্তিক।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সঙ্গং ত্যজেত মিথুনব্রতিনাং মুমুক্ষুঃ
সর্ব্বাত্মনা ন বিসৃজেদ্বহিরিন্দ্রিয়াণি।
একশ্চরন্ রহসি চিত্তমনন্ত ঈশে
যুঞ্জীত তদ্ব্রতিষু সাধুষু চেৎ প্রসঙ্গঃ॥" (ভাঃ ৯।৬।৫১)

অর্থাৎ মুক্তিকামি-ব্যক্তি দাম্পত্যধর্ম্মরত ব্যক্তিদিগের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন, ইন্দ্রিয়সকলকে কোন প্রকারে বাহ্য বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন না, নির্জ্জনে একাকী অবস্থান পূর্ব্বক অনন্ত শ্রীহরিতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট রাখিবেন। আর যদি সঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ সাধুগণের সঙ্গ করিবেন।

শূন্যবাদ-নিরসনকল্পে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা॥
যথেদানীং তথা চাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্॥" (ভাঃ ৩।১০।১২-১৩)

অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদি-শক্তির সহিত এই বিশ্ব ব্রহ্মে অব্যক্তরূপে একীভূত ছিল, তাহাই পুনরায় অব্যক্ত-স্বরূপ ঈশ্বর-প্রভাবরূপী কালের দ্বারা পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছে॥ ২৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাকাশস্য নিরুপাখ্যত্বং নিরস্যতে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর আকাশের অভাব বা শূন্যত্ববাদ নিরস্ত হইতেছে—

সূত্রম্—আকাশে চাবিশেষাৎ॥ ২৪॥

সূত্রার্থ—'আকাশে চ'—আকাশ-বিষয়ে যে নিরুপাখ্যতা—তোমাদের অভিমত, তাহাও সম্ভব হইতেছে না। কি কারণে? উত্তর—'অবিশেষাৎ' যেহেতু পৃথিবী প্রভৃতির মত অবিশেষে তাহার প্রতীতি হইতেছে॥ ২৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—আকাশে যা নিরুপাখ্যতাভিমতা সা ন সম্ভবতি। কুতঃ? অবিশেষাৎ। ইহ শ্যেন উৎপততীতি প্রতীত্যা তত্রাপি পৃথিব্যাদিবদ্ভাবরূপত্বাৎ গন্ধাদিগুণানাং পৃথিব্যাদিবস্ত্বাশ্রয়ত্ব-বীক্ষণাচ্ছব্দগুণস্যাপ্যকাশো বস্তুভূত এবাশ্রয় ইত্যনুমানাচ্চ। বায়ু-রাকাশসংশ্রয় ইতি ত্বদুক্ত্যসঙ্গতেশ্চ। অপি চ আবরণাভাবমাত্রমা-কাশমিতি ন শক্যং বক্তুং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি। ন তাবৎ প্রাগভাবাদিত্রয়মাকাশঃ। পৃথিব্যাদেরাবরণস্য সত্ত্বেন তদপ্রতীতি-প্রসঙ্গাৎ বিশ্বং নিরাকাশং স্যাৎ। আকাশস্য সত্ত্বেন পৃথিব্যাদ্য-প্রতীতিপ্রসঙ্গাচ্চ। নাপ্যন্যোন্যাভাবঃ তস্য তত্তদাবরণগতত্বেন তন্মধ্যা-কাশাপ্রতীতিপ্রসঙ্গাদিতি যৎকিঞ্চিদেতৎ। যত্রাবরণাভাবস্তদাকাশ-মিতি চেত্তর্হি বস্তুভূতমেব তৎ আবরণাভাবেন বিশেষিতত্বাৎ। তস্মাৎ পৃথিব্যাদিবদ্ভাবভূতমেবাকাশং ন তু নিরুপাখ্যম্॥ ২৪॥

ভাষ্যানুবাদ—আকাশে যে শূন্যতাবাদ তোমাদের অভিমত, তাহা সম্ভব নহে, কারণ কি? অবিশেষাৎ। যেহেতু পৃথিবী প্রভৃতির মত নির্ব্বিশেষে আকাশের প্রতীতি হইতেছে। যথা—এই আকাশে শ্যেনপক্ষী উড়িতেছে, এইরূপ প্রতীতিবশতঃ সেই আকাশেও পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ুর মত ভাব-স্বরূপতা আছে, তদ্ভিন্ন দেখা যায় যেমন গন্ধাদি গুণ পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুকে আশ্রয় করিয়া আছে। সেইরূপ শব্দগুণেরও আশ্রয় বস্তুভূতই আকাশ, এই অনুমান প্রমাণেও আকাশ সিদ্ধ হইতেছে, অনুমান প্রণালী এই প্রকার—'শব্দো দ্রব্য-সমবেতঃ গুণত্বাৎ, গন্ধাদিবৎ শব্দো ন স্পর্শবদ্ ব্যবিশেষগুণঃ অগ্নিসংযোগাসম-বায়িকারণকত্বাভাবে সতি অকারণগুণপূর্ব্বক প্রত্যক্ষত্বাৎ সুখবৎ'। 'নাত্ম-কালদিঙ্‌মনসাংগুণঃ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাৎ' এইরূপে শব্দাশ্রয় আকাশের সিদ্ধি জানিবে। তদ্‌ভিন্ন 'বায়ুরাকাশসংশ্রয়ঃ' বায়ু আকাশকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তোমাদের এই উক্তিও অসঙ্গত হয়। আর এক কথা—'আবরণা-ভাবমাত্র আকাশ' এ-কথা বলিতে পার না, যেহেতু তাহা বিচারাসহ। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছি—অভাব তিনপ্রকার আছে, প্রাগভাব, প্রধ্বংসা-ভাব ও অত্যন্তাভাব—আকাশ এই তিনপ্রকার অভাবস্বরূপ হইতে পারে

না, যেহেতু পৃথিবী প্রভৃতি তিন ভূতের আবরণ থাকিতে আবরণাভাবের অপ্রতীতি হওয়ায় বিশ্ব আকাশশূন্য হইয়া পড়ে। আবার পৃথিবী প্রভৃতিতে আকাশের সত্তা থাকায় পৃথিবী প্রভৃতির প্রতীতির অভাব ঘটে। অন্যোন্যাভাবও আকাশ বলা যায় না; কেননা আবরণভেদ পৃথিবী প্রভৃতি আবরণের অন্তর্গত হওয়ায় তাহাদের মধ্যপতিত-আকাশের প্রতীতিব্যাঘাত হয় অতএব আকাশকে যে আবরণাভাব স্বরূপ বলা হইয়াছে, ইহা অতীব তুচ্ছ কথা। যেখানে আবরণাভাব তাহাই আকাশ, একথা যদি বল, তবে আকাশকে শূন্য বলা চলিল না, উহা বস্তুস্বরূপই হইল, কারণ আকাশের লক্ষণ করা হইল যে আবরণাভাব বিশিষ্ট তাহা, ইহা আবরণাভাব দ্বারা বিশেষিত একটি বস্তু, তাহা শূন্য হইতে পারে না। অতএব সিদ্ধান্ত এই—পৃথিবী প্রভৃতির মত আকাশও একটি ভাবপদার্থ, অভাব নহে ॥ ২৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আকাশে ইতি। তত্রাপি আকাশেঽপীত্যর্থঃ। ন তাবদিতি। প্রাগভাবঃ প্রধ্বস্তাভাবোঽত্যন্তাভাবশ্চ নাকাশ ইত্যর্থঃ। তদপ্রতীতিস্তস্যাঃ প্রসঙ্গাৎ প্রাপ্তেঃ। নাপীতি। অন্যোন্যাভাবোঽপি নাকাশ ইত্যর্থঃ। তস্যান্যোন্যাভাবস্য পৃথিব্যাদ্যাবরণবর্ত্তিত্বেন পৃথিব্যাদিমধ্যগতাকাশাপ্রতীতেরিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকানুবাদ—'আকাশে চ' ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে 'তত্রাপি পৃথিব্যাদিবদিত্যাদি'—তত্রাপি অর্থাৎ আকাশেও। 'ন তাবৎ প্রাগভাবাদিত্রয়মিত্যাদি' অভাব আপাততঃ দুই প্রকার—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। তন্মধ্যে সংসর্গাভাব আবার তিনপ্রকার যথা প্রাগভাব, যাহা বস্তু জন্মিবার পূর্ব্বে থাকে, প্রধ্বংসাভাব, যাহা বস্তু নষ্ট হইবার পর জন্মে, অত্যন্তাভাব যাহা সকলকালে সকলস্থানে থাকে। এই তিনটি অভাবস্বরূপ আকাশ বলা চলে না। কারণ পৃথিবী প্রভৃতিরা আবরণ থাকিতে আবরণের অভাব প্রতীতি না হউক, সেই আবরণাভাবের অপ্রতীতি হইয়া যায়। 'নাপ্যন্যোন্যাভাবঃ' ইতি—অর্থাৎ সংসর্গাভাব যেমন আকাশ হইল না, অন্যোন্যাভাবও আকাশ হইতে পারে না, যেহেতু তস্য—সেই অন্যোন্যাভাবের তত্তদাবরণগতত্বেন—সেই পৃথিবী প্রভৃতি আবরণে থাকে, কিরূপে? দেখাইতেছি—এক আবরণের ভেদ অপর আবরণে থাকায় পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে যে আকাশ আছে,

তাহাতে আর আকাশের ভেদ নাই সুতরাং তাহার প্রতীতির অভাব হইয়া পড়ে ॥ ২৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে সূত্রকার বৌদ্ধগণের মতে আকাশ যে নিরূপাখ্য অর্থাৎ অবস্তুভূত, তাহাই খণ্ডন করিতেছেন। পৃথিব্যাদি যে কারণবশতঃ ভাবরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, আকাশেও তাহা অবিশেষরূপে থাকায় আকাশকে অভাবরূপ বলা যায় না। এ-বিষয় ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

একটি বিশেষ কথা এই যে,—বুদ্ধদেব স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, 'বায়ু আকাশকে আশ্রয় করিয়া থাকে' সুতরাং বৌদ্ধমতে আকাশকে অবস্তুভূত বা অভাবমাত্র বলা আদৌ সঙ্গত নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "তামসাচ্চ বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্যচোদিতাৎ।
> শব্দমাত্রমভূৎ তস্মান্নভঃ শ্রোত্রং তু শব্দগম্ ॥
> অর্থাশ্রয়ত্বং শব্দস্য দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বমেব চ।
> তন্মাত্রত্বঞ্চ নভসো লক্ষণং কবয়ো বিদুঃ ॥
> ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং বহিরন্তরমেব চ।
> প্রাণেন্দ্রিয়াত্মধিষ্ণ্যত্বং নভসো বৃত্তিলক্ষণম্ ॥"
>
> (ভাঃ ৩।২৬।৩২-৩৪) ॥ ২৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ ভাবস্য ক্ষণিকত্বং দূষয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর বৌদ্ধসম্মত ভাবপদার্থের ক্ষণিকত্ববাদ দূষিত করিতেছেন—

সূত্রম্—অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—যখন পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মৃতি হয়, তখন পদার্থ ক্ষণিক হইলে ঐ স্মৃতি হইতে পারে না। পূর্ব্বানুভূত বস্তুবিষয়ক যে স্মৃতি অর্থাৎ ইহা সেই বস্তু—এইরূপ যে প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, ক্ষণিক পদার্থবাদে তাহা অনুপপন্ন ॥ ২৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পূর্ব্বানুভূতবস্তুবিষয়া ধীরনুস্মৃতিঃ। প্রত্যভিজ্ঞেতি যাবৎ। সমস্তং বস্তু তদেবেদমিতি পূর্ব্বানুভূতমনুসন্ধীয়তেঽতঃ ক্ষণিকত্বং ভাবস্য ন। ন চ সেয়ং গঙ্গা তদিদং দীপার্চ্চিরিতিবৎ সাদৃশ্যনিবন্ধনা ন তু বস্ত্বৈক্যনিবন্ধনা সেতি বাচ্যং, সাদৃশ্যগ্রহীতুরেকস্য স্থায়িনোঽভাবেন তদযোগাৎ। কিঞ্চ বাহ্যে বস্তুনি কদাচিৎ সংশয়ঃ স্যাত্তদেবেদং তৎসদৃশং বেতি আত্মনি তূপলব্ধরি ন কদাচিৎ অন্যানুভূতেঽন্যস্মৃত্যসম্ভবাৎ। ন চ সন্তানৈক্যং নিয়ামকং স্থায়িসন্তানস্বীকারে স এব স্থির আত্মেতি মতান্তরাপত্তেঃ। অস্বীকারেঽন্যস্মৃত্যসিদ্ধেঃ। অপি চ কিং নাম ক্ষণিকত্বম্। কিং ক্ষণসম্বন্ধঃ কিংবা ক্ষণেনৈবোৎপত্তিবিনাশৌ। ন তাবদাদ্যঃ স্থায়িনঃ ক্ষণসম্বন্ধসত্ত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ প্রত্যক্ষবাধাৎ। এতেন দৃষ্টিসৃষ্টিরপি নিরাকৃতা। অত্রাপ্যর্থাৎ ক্ষণিকত্বস্বীকারাৎ। তস্মান্ন ক্ষণিকো ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বে যে সমস্ত বস্তুকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে অনুভব করা হইয়াছে, পরে সেগুলি দেখিয়া স্মৃতি হয় অর্থাৎ ইহা সেই বস্তু বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা হয়, কিন্তু ভাববস্তু ক্ষণিক হইলে সেই পূর্ব্বানুভূত বস্তুর যে অনুসন্ধান হয়, তাহার অনুপপত্তি অতএব ভাবপদার্থের ক্ষণিকত্ব বলা যায় না। যদি বল, 'এই সেই গঙ্গা' এই সেই 'দীপশিখা' ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা যেমন সাদৃশ্য ধরিয়া হয় কিন্তু একবস্তু বোধে নহে, সেইরূপ বস্তু ক্ষণিক হইলেও পূর্ব্বানুভূত বস্তুর সাদৃশ্য দেখিয়া ঐ অনুস্মৃতি হইবে, এ-কথাও বলিতে পার না, যেহেতু পূর্ব্বে অনুভবকারী ও বর্ত্তমানে সাদৃশ্যগ্রহণকারী এক স্থায়ীব্যক্তি নহে, সুতরাং সেই স্থির ব্যক্তির অভাববশতঃ সেই সাদৃশ্যানুসন্ধানও সম্ভবপর নহে। বাহ্যবস্তু গঙ্গাপ্রবাহ বা দীপশিখা প্রভৃতিতে কখন কখনও সংশয় জন্মে, যথা—ইহা কি সেইবস্তু? অথবা তাদৃশ? কিন্তু আন্তরবস্তু-উপলব্ধিকারী আত্মাতে কখনও সে সন্দেহ হয় না, যেহেতু অন্যব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুভূত বস্তুতে দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুস্মৃতি অসম্ভব। যদি বল, আমরা সন্তানবাদী, সুতরাং এক সন্তান বা জ্ঞানধারা ধরিয়া ঐ নিয়ম

নির্ব্বাহ হইবে অর্থাৎ এক জ্ঞানধারা একজাতীয় অনুভূতি ও অনুস্মৃতির নিয়ামক হইবে, এই কথাও সঙ্গত নহে, যেহেতু ঐ সন্তান স্থায়ী? কি অস্থায়ী? যদি স্থায়ী সন্তান স্বীকার কর, তবে তাহাই স্থির (অক্ষণিক) আত্মা হইল, সুতরাং তাহাতে তোমাদের মতবিরুদ্ধ অন্যমত আসিয়া পড়িল। আর যদি সন্তান স্থায়ী স্বীকার না কর, অন্য কর্ত্তৃক অনুভূত বস্তুর অপরব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুস্মৃতির অনুপপত্তি হইয়া পড়িবে। আর এক কথা—ক্ষণিকত্ব বস্তুটি কি? উহা কি ক্ষণের সহিত সম্বন্ধ? অথবা একক্ষণেই উৎপত্তি ও বিনাশ? তাহার মধ্যে ক্ষণ-সম্বন্ধকে ক্ষণিকত্ব বলিতে পার না; কারণ যে পূর্ব্বাপর স্থির পদার্থ, তাহারই ক্ষণ-বিশেষের সহিত সম্বন্ধ হয়। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ একক্ষণে উৎপত্তি-বিনাশও বলিতে পার না; যেহেতু তাহাতে প্রত্যক্ষের বাধা পড়ে অর্থাৎ যখন দ্বিতীয়ক্ষণে সেই ঘটাদিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন উহা বিনষ্ট হইয়াছে কিরূপে বলিব? যদি বল, ধারাবাহিক জ্ঞানের সৃষ্টি হয় বলিব, তাহাও এই ক্ষণ-ভঙ্গবাদ নিরাস দ্বারা নিরাকৃত হইল। কিরূপে? তাহা বলিতেছি—এই দৃষ্টিসৃষ্টিতেও ফলতঃ ক্ষণিকত্ব স্বীকৃত হইতেছে। অতএব ভাবপদার্থ ক্ষণিক নহে ॥ ২৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অনুস্মৃতেরিতি। তদযোগাৎ সাদৃশ্যানুসন্ধানাসম্ভবাৎ। বাহ্যে বস্তুনি গঙ্গাপ্রবাহদীপার্চ্চিরাদৌ ॥ ২৫ ॥

টীকানুবাদ—'অনুস্মৃতেশ্চ' এই সূত্রে ভাষ্যান্তর্গত 'একস্য স্থায়িনোঽভাবেন তদযোগাৎ' ইতি তদযোগাৎ অর্থাৎ সাদৃশ্যানুসন্ধান অসম্ভব—এই হেতু। 'কিঞ্চ বাহ্যে বস্তুনি ইতি'—গঙ্গাপ্রবাহ-দীপশিখা প্রভৃতি বাহ্য পদার্থে ॥ ২৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৌদ্ধগণ যে বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদ স্থাপন করিয়াছেন, বর্ত্তমানে সূত্রকার সেই ক্ষণিকত্ববাদ নিরসন করিতেছেন। পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মৃতি লোকের হয় সুতরাং ক্ষণিকত্ববাদ অযৌক্তিক, কারণ ভাবপদার্থ ক্ষণিক হইলে পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মৃতির অনুসন্ধান সম্ভব নহে। ভাষ্যকার বৌদ্ধমতের এতৎ-সম্বন্ধীয় যুক্তিগুলি একে একে নিরাস করিয়াছেন। উহা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যথাহনুমীয়তে চিত্তমুভয়ৈরিন্দ্রিয়েহিতৈঃ।
এবং প্রাগ্দেহজং কর্ম্ম লক্ষ্যতে চিত্তবৃত্তিভিঃ॥
নানুভূতং ক্ব চানেন দেহেনাদৃষ্টমশ্রুতম্।
কদাচিদুপলভ্যেত যদ্রূপং যাদৃগাত্মনি॥
তেনাস্য তাদৃশং রাজন্ লিঙ্গিনো দেহসম্ভবম্।
শ্রদ্ধৎস্বাননুভূতোহর্থো ন মনঃ স্প্রষ্টুমর্হতি॥"

(ভাঃ ৪।২৯।৬৩-৬৫)॥ ২৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্বকীয়ং পীতাদ্যাকারং জ্ঞানে সমর্প্য বিনষ্টোহপ্যর্থো জ্ঞানগতেন পীতাদ্যাকারেণানুমীয়তে। অতোহর্থ-বৈচিত্র্যকৃতমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি সৌত্রান্তিকমতং দূষয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সৌত্রান্তিক মতে ঘট-পটাদি পদার্থ নিজ-গত পীতাদি আকার জ্ঞানে সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ ঘটপটাদি দৃষ্ট হইলে দর্শনে ঘটাদির আকার সমর্পিত হয়, তাহার পর সেই ঘটাদি পদার্থ বিনষ্ট হইয়াও জ্ঞানে ভাসমান সেই পীতাদি আকার দ্বারা সেই ঘটাদি অনুমিত হইয়া থাকে অর্থাৎ 'ইদং পীতঘটজ্ঞানং পীতাকারবত্ত্বাৎ' ইত্যাদি আকার-ভেদ দ্বারা বিবিধ জ্ঞান অনুমিত হইয়া থাকে, অতএব বিচিত্র পদার্থের জন্যই বিচিত্রজ্ঞান রচিত হয়,—এই সৌত্রান্তিক মতকে দূষিত করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথ সৌত্রান্তিকমাত্রস্বীকৃতমংশং দূষয়তি স্বকীয়মিত্যাদিনা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর বৌদ্ধসম্প্রদায়-বিশেষ সৌত্রান্তিকমাত্র স্বীকৃত অংশ দূষিত করিতেছেন—স্বকীয়মিত্যাদি বাক্য দ্বারা।

সূত্রম্—নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—'অসতঃ'—বিনষ্ট পীতাদি পদার্থের পীতাদি আকার জ্ঞানে 'ন' সমর্পিত হইতে পারে না, কি কারণে? উত্তর—'অদৃষ্টত্বাৎ' যেহেতু ধর্ম্মী বিনষ্ট হইলে ধর্ম্মের অন্যত্র স্থিতি কুত্রাপি দেখা যায় না ॥ ২৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অসতো বিনষ্টস্য পীতাদ্যর্থস্য পীতাদিরাকারো জ্ঞানে ন সম্ভবতি। কুতঃ? অদৃষ্টত্বাৎ। ধর্ম্মিণি বিনষ্টে ধর্ম্মস্যান্যত্র সম্বন্ধাদর্শনাৎ। ন চানুমেয়ো ঘটাদির্ন তু প্রত্যক্ষ ইতি শক্যং ভণিতুম্। প্রত্যক্ষেণ জানামীতি প্রতীত্যৈব তন্নিরাসাদিতি সৌত্রা-ন্তিকাসাধারণো দোষঃ। তস্মাৎ প্রত্যক্ষো ঘটাদির্ন তু জ্ঞানগতেন তদাকারেণানুমীয়ত ইতি ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অসৎ অর্থাৎ বিনষ্ট পীতাদি—ঘটপটাদি বস্তুর পীত প্রভৃতি আকার জ্ঞানে সমর্পিত হইয়া ভাসমান হইতে পারে না, কি কারণে? 'অদৃষ্টত্বাৎ' এইরূপ দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ পীতাদি আকারবিশিষ্ট ঘট-পটাদি বিনষ্ট হইলে তাহার ধর্ম্ম পীতাদি-আকারের অন্যত্র স্থিতি দেখা যায় না। তদ্‌ভিন্ন ঐ জ্ঞানে ভাসমান আকার দ্বারা বিনষ্ট ঘটাদি অনুমিত হয় অর্থাৎ 'জ্ঞানং ঘটাদিবিষয়কং পীতাদ্যাকারবত্ত্বাৎ' এই অনুমান দ্বারা বিনষ্ট ঘটকে অনুমান করা হয়, কিন্তু উহা প্রত্যক্ষ নহে, এ-কথাও বলিতে পার না; কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ঘটকে আমি জানিতেছি—এই অনুব্যবসায় দ্বারাই ঐ মত খণ্ডিত হইয়াছে, এইটি সৌত্রান্তিকদের পক্ষে অসাধারণ দোষ। অতএব **সিদ্ধান্ত** এই—বিনষ্ট ঘটাদি প্রত্যক্ষই হয়, জ্ঞানগত ঘটাদির আকার দ্বারা ঘটাদি অনুমিত হয় না ॥ ২৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নাসত ইতি। ধর্ম্মিণীতি। পীতাদিকোহর্থো ধর্ম্মী তস্মিন্ বিনষ্টেহপি সতি। ধর্ম্মস্য পীতাদ্যাকারস্য ততোহন্যত্র জ্ঞানে সম্বন্ধো ন দৃষ্টো নানুভূতো যস্মাদিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষেণেতি। চাক্ষুষাদিনা প্রত্যক্ষেণ ঘটমহং জানামীতি প্রত্যয়েনৈবানুমাননিরাসাদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ—'নাসতঃ' ইত্যাদি সূত্রের 'ধর্ম্মিণি বিনষ্টে' ইত্যাদি ভাষ্য—পীতাদি বর্ণবিশিষ্ট ঘটাদি পদার্থ ধর্ম্মী—তাহা বিনষ্ট হইলেও। ধর্ম্মস্য—পীতাদি আকারের, অন্যত্র—সেই ঘটাদি ভিন্ন অন্যস্থানে অর্থাৎ জ্ঞানে, সম্বন্ধঃ—পীতাদি আকারের স্থিতি, 'ন দৃষ্টঃ'—যেহেতু অনুভূত হয় না—এই অর্থ। 'প্রত্যক্ষেণ জানামি' ইতি—চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা 'ঘটমহং জানামি' ঘটকে আমি জানিতেছি—এইরূপ প্রতীতিবশতঃ উহার অনুমান নিরস্তই হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সৌত্রান্তিকগণের মতে ঘটপটাদির পীতাদি-জ্ঞান লাভের পর তাহাদের আকার বিনষ্ট হইলেও সেই জ্ঞানের দ্বারাই ঘটাদি অনুমিত হইয়া থাকে, সুতরাং অর্থ-বৈচিত্র্যকৃতই জ্ঞানের বৈচিত্র্য ; ইহা নিরসনকল্পে সূত্রকার বলিতেছেন,—যে পীতাদি বস্তু অসৎ অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের পীতাদি-আকার জ্ঞানে থাকিতে পারে না ; কারণ পীতাদি বস্তুধর্ম্মী, সেই ধর্ম্মী নষ্ট হইলে তাহার ধর্ম্ম—পীতাদি আকারের অন্যত্র সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার ঘটাদি অনুমানের বিষয় তাহাও বলা যায় না। কারণ প্রত্যক্ষভাবে ঘটাদি জানা যাইতেছে সুতরাং এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রতীতির দ্বারাই অনুমান স্বতঃই নিরাস হয়।

অর্থ ব্যতীত ব্যবহার-সিদ্ধি স্বপ্নবৎ। যদি ব্যবহার-সিদ্ধি জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব হয়, তাহা হইলে, বাহ্য পদার্থ স্বীকারের আর কোন আবশ্যকতাই থাকে না। জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নাই বলিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্ম্মিণোহর্থান্
ভুঙ্‌ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়াৎত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ ॥" (ভাঃ ১১।১৩।৩২) ॥২৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথোভয়সাধারণদোষমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক উভয় পক্ষেই সমান দোষ দেখাইতেছেন—

সূত্রম্—উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—'এবং'—ভাবপদার্থমাত্রই ক্ষণিক হওয়ায় অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার করিলে যাহারা উদাসীন অর্থাৎ উপায়শূন্য ব্যক্তিদিগেরও কার্য্য-সিদ্ধি হইয়া পড়ে, কেননা, ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবপদার্থমাত্রই যখন পরক্ষণে থাকে না, তখন উপায়-সাধন নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং উপায়-সাধন না করিলেও তাহাদের কার্য্য-সিদ্ধি স্বীকার করিতে হয় ॥ ২৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—এবং ভাবক্ষণিকতয়াসদুৎপত্তৌ স্বীকৃতায়ামুদাসীনানামুপায়শূন্যানামপ্যুপেয়সিদ্ধিঃ স্যাৎ। ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবমাত্রস্য পরক্ষণস্থিত্যভাবাদিষ্টানিষ্টাপ্তিপরিহারয়োর্লোকদৃষ্টয়োরহেতুকত্বমতোঽনুপায়বতামপি তৎপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ। উপেয়লিপ্সুঃ কশ্চিদপি কুত্রাপ্যুপায়ে ন প্রবর্ত্তেত, স্বর্গায় মোক্ষায় বা ন কোঽপি প্রযতেত। ন চৈবমস্তি সর্ব্বস্যাপ্যুপেয়ার্থিনঃ সোপায়তা তয়ৈবোপেয়লাভশ্চ প্রতীয়তে। তস্মাদ্বিশ্বপ্রতারার্থমেতয়োঃ প্রবৃত্তিঃ। যৌ কিল ভাবভূতস্কন্ধহেতুকাং সমুদায়োৎপত্তিং স্বীকৃত্যাপি পুনরভাবাদ্ভাবোৎপত্তিমূচতুঃ ক্ষণিকানামপ্যাত্মনাং স্বর্গাপবর্গসাধনান্যুপদিদিশতুরিতি তুচ্ছস্তৎসিদ্ধান্তঃ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে ভাবপদার্থের ক্ষণিকতাহেতু অসৎ হইতে সৎ পদার্থের উৎপত্তি স্বীকৃত হইলে এবং তাহার ফলে উপায়ানুষ্ঠান-রহিত ব্যক্তিদিগেরও কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে, কেননা, ক্ষণভঙ্গ বৌদ্ধমতে ভাবপদার্থমাত্রই যখন পরক্ষণে থাকে না, তখন লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্ট ইষ্টের প্রাপ্তির উপায় ও অনিষ্টের পরিহারের উপায় সন্ধান নিরর্থক হইতেছে ; সুতরাং ইষ্ট-প্রাপ্তির উপায় ও অনিষ্ট-পরিহারের উপায় ব্যবস্থা না করিলেও তাহাদের পক্ষেও ইষ্ট-প্রাপ্তি, অনিষ্ট-পরিহার হইবে অর্থাৎ উপায়লভ্য পদার্থ পাইতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তিই কোন উপায়ের চেষ্টা করিবে না, সুতরাং স্বর্গের জন্য বা মুক্তিলাভের জন্য কেহ কোনও প্রযত্ন করিবে না, কিন্তু তাহা হয় না ; উপেয়ার্থী সকলেই উপায় অবলম্বন করে এবং সোপায়তা-জন্য উপেয় বস্তুও লাভ করে, ইহা প্রতীত হয়, অতএব বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকদিগের প্রবৃত্তি বিশ্বকে প্রতারিত করিবার জন্যই প্রতিপন্ন হইতেছে। যে দুই সম্প্রদায় ভাবভূতস্কন্ধ হইতে জগদ্রূপ সমুদায়ের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াও আবার অভাব হইতে অর্থাৎ শূন্য হইতে সৎ পদার্থের উৎপত্তি বলিয়াছেন এবং আত্মসমূহ ক্ষণবিনাশী হইলেও তাহাদের স্বর্গ ও মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় উপদেশ করিয়াছেন। অতএব তাহাদের সিদ্ধান্ত অতি তুচ্ছ ॥ ২৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উদাসীনানামিতি। বৈভাষিকাঃ সৌত্রান্তিকাশ্চোত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাদিতি স্বীকুর্ব্বন্তঃ কার্য্যোৎপত্তিপ্রারম্ভে সতি হেতোর্ভাবস্য

ক্ষণিকত্বাদ্বিনাশং মন্যন্তে। ভাবস্য ক্ষণাদূর্দ্ধং বিনাশিত্বেন কার্য্যারম্ভে তদুপাদেয়ো হেতুরভাবগ্রস্ত ইত্যকারণিকৈব তন্মতে সা ভবেৎ। ততশ্চ কার্য্যমুৎপিপাদয়িষবস্তে হেতোর্বিনাশাদ্ধেতুরূপোপায়াভাবাদুপায়শূন্যা উদাসীনাঃ কথ্যন্তে। ব্যবহারোপায়হীনা বিরক্তা যথোদাসীনা ব্যপদিষ্টা ইত্থঞ্চোদাসীনানামুপায়শূন্যানামিতি সাধু ব্যাখ্যাতম্। তদয়মর্থঃ—ধান্যাদিফলোপায়েষু কর্ষণাদিষ্বপ্রবর্ত্তমানানাং স্ববেশ্মনি তূষ্ণীং স্থিতানাং পুংসামভীষ্টধান্যাদিফলপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ। সন্ন্যাসিনামপি পুত্রাদিকং ভবেদিত্যন্যে। ক্ষণভঙ্গবাদে হীষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োর্লৌকিকদৃষ্টয়োরুক্তরীত্যা নির্হেতুকত্বাৎ তাবিচ্ছতাং হেতুরূপোপায়শূন্যানামপি তদ্রূপোপেয়সিদ্ধিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। যদ্যেষ সিদ্ধান্তঃ পারমার্থিকস্তর্হি তদ্গ্রাহিকাণামৈহিকফলসাধনেষু প্রবৃত্তির্ন স্যাদিত্যাহ উপেয়লিপ্সুঃ কশ্চিদিতি। উপেয়ং ফলং তল্লিপ্সুঃ তদর্থীত্যর্থঃ। পারলৌকিকফলসাধনেষ্বপি ন তেষাং প্রবৃত্তিঃ সুতরামিত্যাহ স্বর্গায়েতি। নন্বস্ত্বপ্রবৃত্তিরিতি চেৎ তত্রাহ ন চৈবমস্তীতি। সোপায়তা দৃশ্যত ইতি শেষঃ। তয়ৈব সোপায়তয়ৈব। এতয়োর্বৈভাষিকাদ্যোঃ। তথাচ ভ্রান্তিমূলেন এতয়োঃ সিদ্ধান্তেন বিরোধঃ সমন্বয়েনেতি সিদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ—'উদাসীনানামপি' ইত্যাদি সূত্রে—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়গণ মনে করেন—পরে কিছু কার্য্যের উৎপত্তিতে পূর্ব্ব বস্তুর বিনাশ হইতে উহা হয়, ইহা স্বীকার করিয়া কার্য্যোৎপত্তির আরম্ভ হইলে ভাবভূত হেতুর ক্ষণিকত্ব-নিবন্ধন বিনাশ হয়। ভাবপদার্থ ক্ষণকালের পর বিনাশশীল, এজন্য কার্য্য উৎপাদন করিতে হইলে উপাদেয় তাহার হেতু অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ শূন্য, সুতরাং তাহাদের মতে কার্য্যোৎপত্তি নিষ্কারণকই হইতেছে। সেজন্য কার্য্য উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহারা হেতুর বিনাশহেতু হেতুরূপ কার্য্যসিদ্ধির উপায়ের অভাবে উপায়শূন্য, অতএব উদাসীন কথিত হয়। যাহারা ব্যবহারের উপায়হীন, অথবা উপায়-সংগ্রহে বিরক্ত ব্যক্তি, তাহারা যেমন উদাসীন বলিয়া সংজ্ঞিত হয়, এইরূপ উপায়-শূন্য উদাসীনগণের, এইরূপ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা সমীচীনই আছে। অতএব সংক্ষিপ্ত প্রতিপাদ্য অর্থ দাঁড়াইতেছে যে—ধান্যাদি শস্যোৎপাদনের উপায় ক্ষেত্র-কর্ষণাদি কার্য্যে অপ্রবৃত্ত, গৃহে নিস্তব্ধভাবে অবস্থিত লোকদিগেরও অভীষ্ট ধান্যাদি শস্য প্রাপ্তি হউক এবং সন্ন্যাসী অর্থাৎ দারহীনদিগেরও

পুত্রাদিলাভ হউক, এইরূপ আপত্তি অপর ব্যাখ্যাতৃগণ করেন। ক্ষণভঙ্গবাদ স্বীকার করিলে লৌকিক ব্যবহারে দৃশ্যমান ইষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি ও অনিষ্টের পরিহার উক্ত রীতিতে হেতুশূন্য হওয়ায় যাহারা সেই ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহার করিতে চায়, তাহারা হেতুরূপ উপায় শূন্য হইলেও তাহাদের ঐ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহাররূপ কার্য্যোৎপত্তি হউক, ইহাই সমুদায়ার্থ। আর যদি তোমাদের এই সিদ্ধান্ত মুক্তি বা স্বর্গরূপ পরমার্থের উপযোগী বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে সেই পরমার্থলিপ্সু ব্যক্তিদিগের ঐহিক ফল সাধনেও প্রবৃত্তি না হউক, এই কথাই 'উপেয়লিপ্সুঃ কশ্চিৎ' ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। উপেয়লিপ্সু-শব্দের অর্থ—উপেয়—ফল তাহাকে লিপ্সু—তাহার প্রার্থী। পারলৌকিক ফল স্বর্গাদির সাধক যজ্ঞাদিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি একেবারেই হইবে না, ইহাই 'স্বর্গায়' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিতেছেন। যদি বল, অপ্রবৃত্তি হয়, হউক, তাহাতে ক্ষতি কি ? তাহাতে উত্তর করিতেছেন—'ন চৈবমস্তি' এইরূপ কিন্তু হয় না। 'উপেয়ার্থিনঃ সোপায়তা'—ফলার্থীর উপায়বত্ত্ব, (অর্থাৎ চেষ্টা) 'দৃশ্যতে'—দেখা যায়, ইহা অধ্যাহার্য্য। 'তয়ৈবোপেয়লাভশ্চ' তয়া—সেই উপায়বত্তাজন্যই। 'বিশ্বপ্রতারার্থম্ এতয়োঃ'—বিশ্বপ্রতারণার্থই বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের এই মতবাদ। ফল কথা—ভ্রান্তিমূলক ইহাদের সিদ্ধান্তদ্বারা উপনিষদ্বাক্যের ব্রহ্মে সমন্বয়-বিষয়ে কোন বিরোধ নাই ॥ ২৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে সূত্রকার বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক উভয় পক্ষেরই সাধারণ দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, ক্ষণিকত্ব-বাদ স্বীকৃত হওয়ায় এবং অসৎ হইতে যদি সতের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উদাসীন অর্থাৎ উপায়-রহিত ব্যক্তিরও কার্য্য-সিদ্ধি হইয়া পড়ে। এইরূপ হইলে যে কোন লোক যত্ন ব্যতিরেকেও ইচ্ছানুরূপ দ্রব্য লাভ করিতে পারিত, ভূমি-কর্ষণাদি ক্লেশ স্বীকার না করিয়াও কৃষক ধান্যাদি ফল পাইতে পারিত, উহাদের মতে শূন্য হইতেই সকলের সকল ফল লাভ হইতে পারিত, সুতরাং সাধন-ব্যতিরেকেই যখন সিদ্ধি সম্ভব তখন আর কাহারও সাধনের যত্নের প্রয়োজন হইবে না, বিনা সাধনেই স্বর্গ ও মোক্ষ হইয়া পড়িবে ; কিন্তু দেখা যায়,—উক্ত বাদীরা ভাবভূতস্কন্ধ হইতে সমুদায় উৎপত্তি স্বীকার করিয়া আবার অভাব হইতে উৎপত্তিবাদ বলিতেছে,

আত্মার ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিয়া আবার ক্ষণিক আত্মার স্বর্গ ও অপবর্গ-সাধনের উপদেশ দিতেছে। সুতরাং উহাদের সিদ্ধান্ত অতিশয় তুচ্ছ, কেবল বিশ্বপ্রতারণার জন্যই প্রবৃত্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নৈতদেবং যথাত্থ ত্বং যদহং বচ্মি তৎ তথা।
এবং বিবদতাং হেতুং শক্তয়ো মে দুরত্যয়া॥" (ভাঃ ১১।২২।৫)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানাবাদ।
ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"এবমিন্দ্রে হরত্যশ্বং বৈণ্যযজ্ঞজিঘাংসয়া।
তদ্‌গৃহীতবিসৃষ্টেষু পাষণ্ডেষু মতির্নৃণাম্॥
ধর্ম্ম ইত্যুপধর্ম্মেষু নগ্নরক্তপটাদিষু।
প্রায়েণ সজ্জতে ভ্রান্ত্যা পেশলেষু চ বাগ্মিষু॥" (ভাঃ ৪।১৯।২৪-২৫)

অর্থাৎ বেণ-নন্দন পৃথুর যজ্ঞ বিনাশ করিবার বাসনায় ইন্দ্র এইরূপ বারংবার যে পাষণ্ডরূপ গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সেই রূপে ক্রমে মনুষ্যদিগের মতি আসক্ত হইল। দিগম্বর—জৈনগণ, রক্ত-বস্ত্রধারী—বৌদ্ধগণ এবং কাপালিকাদি ব্যক্তিগণ সকলেই পাষণ্ড—উপধর্ম্মাশ্রিত; ইহাদিগের আপাতরমণীয় হেতুবাদে প্রায়ই ধর্ম্ম-ভ্রমে মনুষ্যদিগের মতি পাষণ্ড-ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তদেবং বৈভাষিকে সৌত্রান্তিকে চ নিরস্তে বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচারঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে। বাহ্যে বস্তুন্যভিনিবিশমানান্ কাংশ্চিচ্ছিষ্যাননুরুধ্য বাহ্যার্থপ্রক্রিয়েয়ং সুগতেন রচিতা। তস্যাং ন তস্যাশয়ঃ, বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রতাৎপর্য্যাৎ। তথাহি বিজ্ঞেয়ো ঘটাদ্যর্থো বিজ্ঞানান্নাতিরিচ্যতে। তস্যৈবার্থাকারত্বাৎ। ন চার্থান্ বিনা ব্যবহারাসিদ্ধিঃ তান্ বিনাপি স্বপ্নবৎ সিদ্ধেঃ। বাহ্যার্থাস্তিত্ববাদিনাপি জ্ঞানেঽর্থাকারত্বং ধর্ম্মোঽবশ্যং মন্তব্যঃ।

কথমন্যথা ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি ব্যবহারোপপত্তিঃ? তথাচ তেনৈব তৎসিদ্ধৌ কিমর্থৈঃ? ননু কথমান্তরং জ্ঞানং ঘটপর্ব্বতাদ্যাকারকম্। মৈবম্। জ্ঞানং কিল প্রকাশমানম্। নিরাকারস্য তস্য প্রকাশাসম্ভবাৎ সাকারমেব তৎ। ননু কথমসতি বাহ্যেঽর্থে ধীবৈচিত্র্যম্। বাসনাবৈচিত্র্যাদ্ভবেৎ। বাসনাহেতুকস্য তদ্বৈ-চিত্র্যস্যান্বয়ব্যতিরেকাভ্যামবধারণাৎ। জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ সহোপলম্ভ-নিয়মাদপি ন জ্ঞেয়ং জ্ঞানাদ্ভিন্নম্। কিন্তু জ্ঞানাত্মকমেবেতি।

ইহ সংশয়ঃ। সর্ব্বং জ্ঞানাত্মকমিতি যুজ্যতে ন বেতি। স্বপ্নবদ্বি-নাপ্যর্থান্ জ্ঞানেনৈব ব্যবহারসিদ্ধেঃ পৃথক্ তদঙ্গীকারে ফলানতি-রেকাচ্চ যুজ্যত ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতএব বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মত এইরূপে নিরস্ত হইবার পর বিজ্ঞানমাত্র-পদার্থবাদী যোগাচার বৌদ্ধ—আক্ষেপ করিতেছেন—বাহ্য বস্তুতে অভিনিবেশযুক্ত কোন কোনও শিষ্যের অনুরোধে অর্থাৎ উপদেশার্থ বাহ্য বস্তুর প্রক্রিয়া সুগত—বুদ্ধ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই প্রক্রিয়াতে তাঁহার সম্মতি নাই যেহেতু সমস্ত বস্তুর বিজ্ঞানরূপতাই তাঁহার তাৎপর্য্য। সেই প্রক্রিয়া এইপ্রকার—জ্ঞানবিষয়ীভূত ঘটপটাদি পদার্থ বিজ্ঞান হইতে বিভিন্ন নহে। যেহেতু জ্ঞানই বাহ্য পদার্থাকারে পরিণত হয়। যদি বল, বাহ্য পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিলে লৌকিক ব্যবহারের অনিষ্পত্তি হইবে, তাহাও নহে। স্বপ্নে যেমন বাহ্য পদার্থের সত্যতা না থাকিলেও স্বাপ্ন-ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ হইবে। যিনি (সাংখ্য-যোগদর্শন মতাবলম্বী) বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তিনিও বুদ্ধির অর্থাকারতা ধর্ম্ম অবশ্য মানিবেন। তাহা না হইলে 'ঘট-জ্ঞান' 'পট-জ্ঞান' এইরূপ বিবিধ জ্ঞান ব্যবহার হইবে কেন? তাহা যদি হইল, তবে আর বাহ্য পদার্থ স্বীকার করিয়া ফল কি? আপত্তি হইতে পারে—জ্ঞান অন্তরের ধর্ম্ম, তাহা বাহ্য ঘটপর্ব্বত প্রভৃতি আকারে আকারিত হইবে কিরূপে? এই আপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু জ্ঞান প্রকাশাত্মক চৈতন্যময় বস্তু, কিন্তু আকারশূন্য (বিষয়শূন্য) হইলে তাহার প্রকাশ অসম্ভব, এজন্য সাকারত্বই বলিতে হইবে। যদি বল, বিভিন্ন বাহ্য বস্তু না থাকিলে তত্তদাকারে বিচিত্র জ্ঞান হয়

কিরূপে ? তাহাও নহে, বিভিন্ন বাসনা হইতে বিভিন্নাকার জ্ঞানের উদয় হয় বলিব। বাসনারূপ হেতু হইতে বিচিত্র জ্ঞানের উদয় অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ অর্থাৎ ঘট-জ্ঞানের বাসনা থাকিলে ঘটাকার জ্ঞান হয়, এইরূপ অন্বয় ও ঐ বাসনা না থাকিলে তদাকার জ্ঞান হয় না, এইরূপ ব্যতিরেকবলে জ্ঞানের বৈচিত্র্য নিশ্চয় হয়। আরও একটি কারণ এই—যখন জ্ঞান ও জ্ঞেয় এক সঙ্গেই নিয়মিতভাবে উপলব্ধ হয়, তখন জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় ভিন্ন নহে, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপই জ্ঞেয়, অতএব বাহ্য বস্তুর সত্তা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

এই মতের উপর সংশয় হইতেছে—সমস্ত পদার্থ ই জ্ঞানস্বরূপ, ইহা যুক্তিযুক্ত কি না ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন, স্বাপ্ন জ্ঞানের মত পদার্থব্যতিরেকেই কেবল জ্ঞান দ্বারাই সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হওয়ায় আবার অতিরিক্ত জ্ঞেয় পদার্থ স্বীকারে প্রয়োজন নাই। অতএব সমস্তই জ্ঞানাত্মক, ইহা যুক্তিযুক্ত। এই মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথ যোগাচারং নিরাকর্ত্তুমারভতে তদেবমিত্যাদিনা। মা ভূদসঙ্গতেন বৈভাষিকাদিসিদ্ধান্তেন বিরোধঃ সমন্বয়ে বিজ্ঞানবাদেন তু স্বপ্নদৃষ্টান্তপুষ্টেন শক্যঃ স তস্মিন্ কর্ত্তুমিতি প্রত্যুদাহরণাদাক্ষেপঃ। বিজ্ঞানাতিরিক্তস্য বাহ্যবস্তুনোঽভাব ইতি সিদ্ধান্তোঽত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি সন্দেহে প্রমাণমূল ইতি বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি তথাহীত্যাদিনা। তস্যৈবেতি। বিজ্ঞানস্যৈব ঘটাদ্যাকারত্বাদিত্যর্থঃ। স্বপ্নবদিতি সপ্তম্যন্তাদিবার্থে বতিঃ। কথমন্যথেতি। ঘটাকারকং জ্ঞানং ঘটজ্ঞানম্। যথা ঘটকর্ত্তুঃ কুলালস্য জ্ঞানেনৈব ব্যবহারে সিদ্ধে বাহ্যার্থাঙ্গীকারো ব্যর্থঃ। নন্থ কথমিতি সূক্ষ্মে মনসি পর্ব্বতাকারকস্য জ্ঞানস্যাসমাবেশাপত্তেরিতি ভাবঃ। জ্ঞানং কিলেতি। জ্ঞানস্য নিরাকারত্বে কালাদেরিব তস্য প্রকাশো ন স্যাদতঃ সূর্য্যাদেরিব সাকারস্যৈব তস্য প্রকাশান্যথানুপপত্তিস্তত্ত্বে মানম্। ন চ তত্ত্বস্যাসমাবেশঃ তত্তদাকারস্য জ্ঞানাত্মকতয়া লৌকিকাকারবৈলক্ষণ্যেন সমাবেশসিদ্ধেঃ। তস্যেতি জ্ঞানস্য। তদ্বৈচিত্র্যস্যেতি ধীবৈচিত্র্যস্য। জ্ঞানং বিনা জ্ঞেয়ং ন ভাসতে অতস্তয়োরভেদ ইত্যর্থঃ। ইহ সংশয় ইত্যাদি,—তদঙ্গীকারে অর্থস্বীকারে। তথাচ স্বপ্রকাশাৎ সাকারাৎ ক্ষণিকাৎ জ্ঞানাদেব ব্যবহারে সিদ্ধে স্থিরাৎ জ্ঞানাৎ সশক্তিকাৎ ব্রহ্মণো জগৎসর্গং বদন্ সমন্বয়ো নাস্থেয়ঃ সুধিয়েতি প্রাপ্তে নিরস্যতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অনন্তর যোগাচার মত নিরাস করিবার জন্য উপক্রম করিতেছেন—'তদেবমিত্যাদি বাক্যদ্বারা' পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—বেশ, অসঙ্গত বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সিদ্ধান্ত দ্বারা বেদান্তবাক্যের ব্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ না হউক, স্বপ্নদৃষ্টান্তে পরিপুষ্ট অর্থাৎ সমর্থিত বিজ্ঞানবাদ দ্বারা তো সেই সমন্বয়ে বিরোধ করা যাইতে পারে, এই প্রত্যুদাহরণ হইতে (প্রতিবাদ বা আপত্তিরূপ) আক্ষেপ সঙ্গতি এই সন্দর্ভে বোদ্ধব্য। বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত বাহ্য ঘটপটাদি পদার্থের অভাব—এই যোগাচার সিদ্ধান্ত এই অধিকরণের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ এই—সেই সিদ্ধান্ত প্রমাণসিদ্ধ অথবা ভ্রান্তিমূলক ? এই সন্দেহের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন—হাঁ, ইহা প্রমাণমূলক। ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সেই প্রক্রিয়া বা যুক্তি দেখাইতেছেন—'তথাহি' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। 'তস্যৈবার্থাকারত্বাদিতি'—তস্য—বিজ্ঞানেরই, অর্থাকারত্বাৎ—অর্থাৎ ঘটাদি বাহ্যাকারতাহেতু। 'স্বপ্নবদিতি' স্বপ্নে ইব এই সপ্তম্যন্ত 'স্বপ্নে' পদের উত্তর ইবার্থে তদ্ধিত বতি প্রত্যয়, ইহার অর্থ যেমন স্বপ্নে। 'কথমন্যথেতি' তাহা না হইলে কেন ঘটাকারক জ্ঞান ঘটজ্ঞান এইরূপ প্রতীতি হইবে। যেমন ঘটনির্ম্মাণকর্ত্তা কুম্ভকারের জ্ঞানদ্বারাই ব্যবহার সিদ্ধ হয়। সুতরাং বাহ্যবস্তু স্বীকার না করিলেও চলে। 'নন্থ কথমান্তরং জ্ঞানমিত্যাদি' জ্ঞান অন্তরের কার্য্য, সেই অন্তর (মন) অতিক্ষুদ্র, তাহাতে পর্ব্বতাকার জ্ঞানের সমাবেশের অভাব হইয়া পড়ে, এই তাৎপর্য্য। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'জ্ঞানং কিলেত্যাদি' জ্ঞান নিরাকার হইলে কালদিক্ প্রভৃতির মত তাহার প্রকাশ হইতে পারে না, অতএব সূর্য্যাদির মত সাকারেরই তাহা প্রকাশ হইবে, সাকারত্ব স্বীকার না করিলে জ্ঞানের প্রকাশই হইতে পারে না, এই অন্যথানুপপত্তিই জ্ঞানের সাকারত্বে প্রমাণ। যদি জ্ঞানমাত্র স্বীকৃতই হয়, তবে পর্ব্বতাকার হয় কিরূপে ? এই আশঙ্কায় যদি বল, জ্ঞানে পর্ব্বতাদ্যাকারত্বের সমাবেশ বা বিষয়তা নাই, তাহাও বলিতে পার না ; যেহেতু পর্ব্বতাদি আকার জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় লৌকিক আকার হইতে বিলক্ষণভাবেই সমাবেশ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহারে মানসিক জ্ঞানে পর্ব্বতাদি আকার বাধিত হয় বটে, কিন্তু যখনই জ্ঞানের বিষয় পর্ব্বতাদি হইল তখনই জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া উহা বিলক্ষণ বিষয় হইল ; অতএব ঐ আপত্তি সঙ্গত নহে। 'নিরাকারস্য তস্যেতি' তস্য—

জ্ঞানের। 'তদ্বৈচিত্র্যস্যান্বয়ব্যতিরেকাভ্যামিত্যাদি'—তদ্‌বৈচিত্র্যস্য বিচিত্র-জ্ঞানের। 'ন জ্ঞেয়ং জ্ঞানাদ্ভিন্নমিতি'—জ্ঞানব্যতিরেকে জ্ঞেয়বস্তুর কোন প্রকাশ হয় না, অতএব জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয় অভিন্ন, ইহা তাৎপর্য্য। 'ইহ সংশয় ইত্যাদি' পৃথক্‌তদঙ্গীকারে অর্থাৎ জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করিলে। অভিপ্রায় এই—স্বপ্রকাশ সাকার এবং ক্ষণিক জ্ঞান হইতেই লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হইলে আর চিরস্থায়ী জ্ঞানস্বরূপ শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে জগৎ-সৃষ্টিবাদী সমন্বয়কে সুধী ব্যক্তি শ্রদ্ধা করিবেন না, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর মত সিদ্ধ হইলে তাহার নিরাস করিতেছেন—

নাভাব উপলব্ধ্যধিকরণম্

সূত্রম্—নাভাব উপলব্ধেঃ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ—'ন অভাবঃ'—বাহ্য পদার্থের অভাব বলিতে পার না, কি জন্য? 'উপলব্ধেঃ' যেহেতু 'ঘটস্য জ্ঞানম্' ঘটের জ্ঞান এ-কথায় ঘট ও জ্ঞান দুইটি পদার্থের উপলব্ধি হয় ॥ ২৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বাহ্যার্থস্যাভাবো ন শক্যো বক্তুম্। কুতঃ? উপলব্ধেঃ। ঘটস্য জ্ঞানমিত্যাদৌ জ্ঞানান্যস্যার্থস্যোপলম্ভাৎ। ন চোপলব্ধমপলপন্ গ্রাহ্যবাক্ প্রেক্ষাবতাম্। ন চ নাহমর্থং নোপলভে অপি তু জ্ঞানান্যং নোপলভে ইতি বাচ্যম্। উপলব্ধিবলেনৈব তদন্যতায়া গলে নিপাতনাৎ। ঘটমহং জানামীত্যাদৌ জ্ঞা-ধাত্বর্থং সকর্ম্মকং সকর্ত্তৃকঞ্চ সর্ব্বো লোকঃ প্রত্যেতি প্রত্যায়য়তি চান্যান্। তেন জ্ঞানমাত্রং সাধয়ন্ সকলোপহাসহেতুরিতি ভিন্নোঽর্থো জ্ঞানাৎ। ননু জ্ঞানান্যশ্চেদ্‌ঘটাদিস্তস্য প্রকাশঃ কথং, জ্ঞানে চেৎ, তর্হ্যেকস্মিন্ সর্ব্বস্য প্রকাশঃ স্যাৎ অন্যত্বাবিশেষাদিতি চেন্ন। তদ্ভিন্নেঽপি তস্মিন্ যত্র বিষয়তাখ্যঃ সম্বন্ধস্তস্যৈব নান্যস্যেতি ব্যবস্থানাৎ। পীত-রক্তাদিবিষয়কসমূহালম্বনস্য বিরুদ্ধনানাপীতাদ্যাকারাসম্ভবাচ্চ। যত্তু সহোপলম্ভনিয়মাদর্থো জ্ঞানাত্মেতি তদসৎ সাহিত্যস্যার্থভেদহেতুকত্বাৎ। ততশ্চ তয়োস্তন্নিয়মো হেতুফলভাবনিমিত্তো মন্তব্যঃ। কিঞ্চ বাহ্যমর্থং নিরস্যতা সৌগতেন তস্য পৃথক্‌সত্ত্বং স্বীকৃতম্। "যত্ত-দন্তর্জ্ঞেয়ং রূপং তদ্বহির্বদবভাসত" ইতি তদুক্তেঃ। অন্যথা বৎকরণা-সম্ভবঃ। ন হি বন্ধ্যাপুত্রো বন্ধ্যাপুত্রবদিতি কশ্চিদাচক্ষীত ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বাহ্য পদার্থের অভাব বলিতে পার না। কি কারণে? উত্তর—উপলব্ধেঃ—যেহেতু তাহার উপলব্ধি হইতেছে। কি প্রকারে? দেখাইতেছি—যেহেতু 'ঘটস্য জ্ঞানম্' ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থ বোধিত হইতেছে। কথাটি এই—'ভেদে ষষ্ঠী' দুইটি পদার্থের ভেদ থাকিলে ষষ্ঠী হয়, অতএব ঘটস্য জ্ঞানম্ এই বাক্যে ঘট ও জ্ঞান দুইটি পদার্থ প্রতিভাত হইতেছে, তাহা না হইলে 'ঘটোজ্ঞানম্' এইরূপ সামানাধিকরণ্য প্রতীতি হইত। আর একথাও সত্য যে, উপলব্ধ বস্তুকে অপলাপকারী ব্যক্তি কখনও সমীক্ষ্য-কারী ব্যক্তিগণের কাছে গ্রহণীয় বাক্য বা শ্রদ্ধেয় বাক্য হয় না। যদি বল, আমি (বিজ্ঞানবাদী) বাহ্য পদার্থ অপলাপ (অস্বীকার) করিতেছি না অর্থাৎ আমি বাহ্য অর্থ উপলব্ধি করিতেছি না, তাহা নহে, কিন্তু জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি না। এ-কথাও বলা চলে না; যখন বাহ্য পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে, তখন জ্ঞানভিন্ন অন্যপদার্থের গলে নিপাতন হইল অর্থাৎ অন্যত্ব ঘাড়ে পড়িল। ইহাই বিবৃত করিতেছেন—'ঘটমহং জানামি' আমি ঘটকে জানিতেছি—এই বাক্যের অন্তর্গত 'জানামি' পদের প্রকৃতি জ্ঞা-ধাতুর অর্থ সকর্ম্মক ও সকর্ত্তৃক, ইহা সকললোক বুঝিয়া থাকে অর্থাৎ একজন কোন বস্তুজ্ঞান করে এবং অপর সকলকে উহা বুঝাইয়া থাকে। তাহার ফলে যিনি কেবলমাত্র জ্ঞান সাধন করিতেছেন অর্থাৎ জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ মানিতেছেন না—তিনি লোকের উপহাসাস্পদই হইবেন। অতএব জ্ঞান-ভিন্ন পদার্থ আছে, ইহা সিদ্ধ হইল। আপত্তি এই—যদি জ্ঞান-ভিন্ন ঘটাদি বাহ্য পদার্থ হয়, তবে তাহার প্রকাশ হয় কিরূপে? যদি বল, জ্ঞানেই প্রকাশ হইবে, তাহা হইলে এক ঘটজ্ঞানে সমস্ত বস্তুর প্রকাশ হউক, কারণ জ্ঞানান্যত্ব সকল পদার্থই নির্ব্বিশেষ-ভাবে আছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তির খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—'ইতি চেন্নৈবম্' ইহা যদি বল, তাহা এরূপ নহে; জ্ঞানভিন্ন হইলেও জ্ঞেয় পদার্থের

মধ্যে যাহাতে বিষয়তা-নামক সম্বন্ধ থাকে, তাহারই জ্ঞানে প্রতিভাস হয়, অন্য সকলের নহে। এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় ঐ আপত্তি হইতে পারে না; তদ্‌ভিন্ন পীত-রক্তাদিকে বিষয় করিয়া যে সমূহালম্বন জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের পরস্পর বিরুদ্ধ নীল-পীতাদি নানাকারতারও অসম্ভব হয় যেহেতু তোমার মতে জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয় অসৎ। আর যে তোমরা একটি যুক্তি দেখাইয়াছ যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয় যেহেতু সহভাবেই উপলব্ধ হয় অতএব জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ নহে—ইহা মন্দ কথা; কারণ সাহিত্যপদার্থ পদার্থদ্বয়ের ভেদরূপ হেতুমূলক, যেখানে পদার্থ ভেদ নাই তথায় সাহিত্য হয় না, তবে কিরূপে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সাহিত্যে বোধ হইবে? তাহা হইলে জ্ঞান-জ্ঞেয়ের সহোপ-লব্ধির নিয়ম কার্য্যকারণভাবনিমিত্তক জানিবে। আর একটি বিজ্ঞানবাদীর পক্ষে দোষ এই যে, বাহ্য পদার্থ-নিরাসকারী বৌদ্ধ সেই বাহ্য পদার্থেরই জ্ঞান হইতে পৃথকসত্তা স্বীকার করিয়াছেন, যথা—'যদন্তর্জ্ঞেয়ং রূপং তদ্বহির্বদব-ভাসতে' অন্তরের মধ্যে জ্ঞেয়বস্তু যে জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তাহা বাহ্যবস্তুর মত তদাকারেই। যেহেতু এইরূপ তাঁহার উক্তি আছে, যদি ইহা না মান, তবে 'বহির্বৎ' এই 'বৎ' প্রত্যয় সঙ্গত হয় না, কেননা বাহ্যবস্তু অসৎ হইলে তাহার দৃষ্টান্ত অসঙ্গতই হয়, যেমন কেহ যদি বলে বন্ধ্যাপুত্র বন্ধ্যাপুত্রের মত সেইরূপ ॥২৮॥

সূক্ষ্মা টীকা—নাভাব ইতি। সর্ব্বপ্রত্যক্ষসিদ্ধস্য ভাবস্যাভাবং বদতা জ্ঞানমাত্রস্যাভাবং কথয়ন্ ন শক্যো নিবারয়িতুমিতি চ বোধ্যম্। ন চেতি। উপলব্ধমর্থম্। তদন্যতায়া ইতি। অর্থস্যায়া জ্ঞানান্যতায়া ইত্যর্থঃ। তেন জ্ঞা-ধাত্বর্থেন। তর্হ্যেকস্মিন্নিতি ঘটজ্ঞানে। এবং ঘটাদের্নিখিলস্য ভানং স্যাদিত্যর্থঃ। তদ্ভিন্নেঽপীতি। জ্ঞানভিন্নেঽপি ঘটাদাবর্থে যত্র বিষয়তাখ্যো জ্ঞানস্য সম্বন্ধস্তস্যৈবার্থস্য প্রকাশো জ্ঞানে ভবেৎ ন তু নিখিলস্যেতি ব্যবস্থি-তেরিত্যর্থঃ। বাধকান্তরমাহ পীতরক্তাদীতি। ষষ্ঠ্যন্তং জ্ঞানস্য বিশেষণম্। সাহিত্যস্যেতি। ন চ সহভাবমাত্রমৈক্যে তন্ত্রং বাগর্থয়োরৈক্যাপত্তেঃ। ততশ্চেতি। জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ সহোপলম্ভনিয়মঃ কার্য্যকারণভাবহেতুক ইত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। তস্য বাহ্যার্থস্য। যদ্যপ্যয়মতীব ধূর্ত্তস্তথাপি তস্য হৃদ্গতার্থাবেদকং যত্তদিতি বাক্যং প্রমাদাদেব নির্গতমিতি বদন্তি ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ—'নাভাব' ইত্যাদি সূত্রে। সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বাহ্য ভাবপদার্থের অভাববাদী যোগাচার কর্ত্তৃক যেমন বাহ্য পদার্থের অভাব

প্রতিপন্ন করা সম্ভব নহে, সেইরূপ জ্ঞানমাত্রের অভাবের আপত্তিবাদীকে নিরাকরণ করাও অসম্ভব, ইহাও জানিবে। 'ন চ নাহমর্থং নোপলভে' আমি—(বিজ্ঞানবাদী) অর্থ অর্থাৎ উপলব্ধ বিষয়কে যে উপলব্ধি করি না, তাহা নহে। 'তদন্যতায়া গলে নিপাতনাৎ' ইতি বাহ্য পদার্থগত জ্ঞানান্যতা (জ্ঞান হইতে পার্থক্য) ঘাড়ে আসিয়া যেহেতু পড়িতেছে, এই জন্য। 'তেন জ্ঞানমাত্রং সাধয়ন্ ইতি'—তেন—জ্ঞা-ধাত্বর্থদ্বারা। 'তর্হি একস্মিন্ সর্ব্বপ্রকাশঃ স্যাৎ' একস্মিন্—এক ঘট-জ্ঞানেই সব বস্তুর প্রকাশ হউক অর্থাৎ এই হইলে ঘটাদি নিখিল পদার্থের জ্ঞানে ভান (প্রকাশ) হইয়া পড়ে। 'তদ্‌ভিন্নেঽপি তস্মিন্ ইতি' তদ্‌ভিন্নে—জ্ঞানভিন্ন হইলেও যে ঘটাদিপদার্থে জ্ঞানের বিষয়তা-নামক সম্বন্ধ থাকিবে, সেই পদার্থেরই জ্ঞানে প্রকাশ হইবে, তদ্‌ভিন্ন নিখিল পদার্থের নহে—এইরূপ ব্যবস্থাহেতু, ইহাই অর্থ। এক ঘট-জ্ঞানে সকল বস্তুর প্রকাশ হইবার আর একটি প্রতিবন্ধক দেখাইতেছেন—পীতরক্তাদি গ্রন্থদ্বারা। 'সমূহালম্বনস্য' এই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পদটি 'জ্ঞানস্য' এই অধ্যাহার্য্যপদের বিশেষণ। 'সাহিত্যস্যেতি'—কেবল সহভাবই (সহউক্তিই) যে ঐক্যের প্রযোজক, তাহা নহে, তাহা হইলে শব্দ ও অর্থের ঐক্য হইয়া যায়। 'ততশ্চ তয়োস্তন্নিয়ম ইতি'—জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইহাদের যে একসঙ্গে উপলব্ধি হয়, ইহার নিয়ম কার্য্যকারণ-ভাব নিমিত্তক। 'কিঞ্চ বাহ্যমর্থং নিরস্যতা সৌগতেন তস্য' তস্য—বাহ্য পদার্থের। যদিও এই যোগাচার অতীব ধূর্ত্ত, তাহা হইলেও তাহার হৃদয়স্থিত ভাবের প্রকাশ করিয়া দিতেছে—'যদন্তর্জ্ঞেয়ম্' ইত্যাদি বাক্য, তাহা অসাবধানতাবশতঃই বাহির হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৌদ্ধমতাবলম্বী বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণের মত নিরস্ত হইলে বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচার মতাবলম্বিগণ প্রতিবাদপূর্ব্বক বলিতেছেন যে, বিজ্ঞেয় ঘটপটাদিবস্তু বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, কারণ বিজ্ঞানই বাহ্য পদার্থাকারে পরিলক্ষিত হয়। যদি প্রশ্ন হয় যে, বাহ্য পদার্থ ব্যতিরেকে তাহার ব্যবহার কি প্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলা হয় যে, বাহ্যবস্তু ব্যতীতও স্বপ্নবৎ ব্যবহার সিদ্ধি হইবে। যেমন বাহ্য বস্তুর সত্যতা না থাকিলেও স্বপ্নে তাহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইত্যাদি কথা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে সংশয় এই যে, সকলই জ্ঞানাত্মক, ইহা যুক্তিযুক্ত কি না? অবশ্য পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত যে, স্বপ্নের ন্যায় পদার্থ সত্তা বিনাই যখন ব্যবহার সিদ্ধি দেখা যায়, তখন জ্ঞান ব্যতীত পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। সুতরাং তাহাদের মতে সমস্তই জ্ঞানাত্মক।

এই মত খণ্ডনার্থ সূত্রকার বলিতেছেন যে, বাহ্য পদার্থের অভাব বলা যাইতে পারে না, যেহেতু উপলব্ধি হইতেছে; 'ঘটের জ্ঞান'—এই কথা বলায় ঘট ও জ্ঞান দুইই উপলব্ধ হয়। উপলব্ধ বিষয় অপলাপ কারীর বাক্য পণ্ডিতেরা গ্রহণ করেন না। এতদ্-বিষয়ে ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তারিত বর্ণন আছে, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য শঙ্করও এই সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানবাদ-নিরাকরণে চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥" (ভাঃ ১১।১৩।২৪)

অর্থাৎ মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল বিষয় গ্রহণ করা হয়, তৎসমুদয়ই আমার স্বরূপ, আমা হইতে ভিন্ন নহে। ইহা তত্ত্ববিচারের দ্বারা অবগত হইবে।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—

"তত্র পঞ্চাত্মকত্বং প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধমেবেতি পরমকারণাভেদেনোপপাদয়তি।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

"তদহমেব ন তু অন্যৎ মচ্ছক্তিকার্য্যত্বাদিতি" ॥ ২৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ বাহ্যার্থান্ বিনাপি বাসনাহেতুকেন জ্ঞানবৈচিত্র্যেণ স্বপ্নে যথা ব্যবহার এবং সর্ব্বং জাগরেঽপি স্যাদিতি দৃষ্টান্তেন সাধিতং দূষয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর বাহ্যবস্তু না থাকিলেও বাসনা- (সংস্কার) জনিত বিচিত্রজ্ঞান দ্বারা জাগরাবস্থায় ব্যবহার সিদ্ধ হইবে, যেমন স্বপ্নে হয়, এই দৃষ্টান্তদ্বারা সাধিত বিষয়কে দূষিত করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্থ জাগ্রৎপ্রত্যয়াঃ সর্ব্বে নিরালম্বনাঃ প্রত্যয়ত্বাৎ, স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বদিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তে বাধিতবিষয়ত্বমুপাধিরিত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রশ্ন—পূর্ব্বপক্ষী (বিজ্ঞানবাদী)-রা বাহ্য পদার্থের অসত্তা-বিষয়ে অনুমান দেখাইয়া থাকেন, যথা—'জাগ্রৎপ্রত্যয়াঃ সর্ব্বে নিরালম্বনাঃ প্রত্যয়ত্বাৎ স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বৎ' জাগ্রদ্দশায় যে সকল জ্ঞান হয়, তাহারা বাহ্য-বিষয়শূন্য; হেতু যেহেতু—উহারা প্রত্যয়, দৃষ্টান্ত—স্বপ্নাদিজ্ঞানের মত। এই অনুমানের ব্যভিচার দেখাইতেছেন—দৃষ্টান্তে বাধিত বিষয়ত্বরূপ উপাধি দ্বারা—

সূত্রম্—বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ—'বৈধর্ম্ম্যাচ্চ'—বৈধর্ম্ম্যবশতঃই—অর্থাৎ জাগরণ দশা ও স্বপ্নদশার পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মবশতঃই 'স্বপ্নাদিবৎ ন' স্বপ্নদৃষ্টান্তে জাগরণের ব্যবহার সিদ্ধি হইতে পারে না ॥ ২৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চ-শব্দোঽবধারণে। স্বপ্নে মনোরথে চ যথা ঘটাদ্যর্থাকারকজ্ঞানমাত্রসিদ্ধো ব্যবহারস্তথা জাগরেঽপি ভবেদিত্যেতন্ন সম্ভবতি। কুতঃ? বৈধর্ম্ম্যাৎ। স্বপ্নজাগরপ্রাপ্তয়োর্ব্বস্তুনোরসাধর্ম্ম্যাদেব স্বপ্নে খল্বনুভূতং স্মর্য্যতে জাগরে তু প্রত্যক্ষেণানুভূয়তে। স্বপ্নোপলব্ধং ক্ষণদ্বয়মাত্রেণান্যদন্যদ্ভবতি বাধিতঞ্চ বোধে। জাগরোপলব্ধং তু বর্ষশতানন্তরমপি তদ্ধর্ম্মকমবাধিতঞ্চেতি। কিঞ্চ স্বপ্নেঽনুভূতং স্মর্য্যত ইতি প্রত্যুক্তিমাত্রং বোধ্যম্। স্বমতন্তু স্বমাত্রানুভাব্যং তাবন্মাত্রসময়ং বস্তু স্বপ্নে পরেশঃ সৃজতীতি সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হীত্যাদিনা বক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'চ' শব্দ অবধারণার্থে। স্বপ্নাবস্থায় ও মনোরথ-কল্পনায় যেমন বাহ্যবস্তু না থাকিলেও ঘটাদি পদার্থাকার জ্ঞানদ্বারাই ব্যবহার সিদ্ধ হয়, সেইরূপ জাগ্রদ্দশায়ও হইবে। এই মত সম্ভবপর নহে; কি হেতু? 'বৈধর্ম্ম্যাৎ'—উভয়ের বৈষম্যহেতু; অর্থাৎ স্বপ্নে ও জাগরণে-উপলব্ধ বস্তুদ্বয়ের পরস্পর সাধর্ম্ম্য নাই। কিরূপে? বলিতেছেন—স্বপ্নে আমরা

যে বস্তু স্মরণ করি, তাহা পূর্ব্বে অনুভূত থাকে অতএব অনুভূত পদার্থের স্বপ্নে স্মরণ হয়; আবার জাগরণ কালে বস্তুকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অনুভব করি। তদ্‌ভিন্ন স্বপ্নদৃষ্টবস্তু দুইক্ষণ মাত্রেই একবস্তু অন্য হইয়া যায় অর্থাৎ বদলাইয়া যায়। জ্ঞানে তাহার বাধও প্রতিপন্ন হয়। যেমন নিজের ছিন্ন মস্তক নিজে দেখা ইত্যাদি, কিন্তু জাগ্রদ্দশায় অনুভূত পদার্থ শতবর্ষ পরেও সেই ধর্ম্ম লইয়াই এবং অবাধিতভাবেই থাকে, এই উভয়ের বৈষম্য। আর এক কথা—আমরা যে তোমাদের উপর দোষ দেখাইলাম—'স্বপ্নে পূর্ব্ব-অনুভূতের স্মরণ হয়' ইহা প্রতিবাদমাত্র, কিন্তু তাহা সূত্রকারের নিজমত নহে, তাঁহার মতে সেই জীবের মাত্র অনুভূতির যোগ্য এবং ততটুকুকালের জন্য সুখদুঃখাদিময় বস্তু স্বপ্নে পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন—এইকথা 'সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি' ইত্যাদি সূত্রে সূত্রকার বলিবেন ॥ ২৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বৈধর্ম্ম্যাচ্চেতি। স্বপ্নজাগরপ্রত্যয়য়োর্বাধিতবিষয়ত্বাবাধিতবিষয়ত্বাভ্যাং বৈধর্ম্ম্যাৎ ন তেন দৃষ্টান্তেন জাগরপ্রত্যয়স্য নিরালম্বনত্বং সাধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

টীকানুবাদ—এই কথাই 'বৈধর্ম্ম্যাচ্চ'—ইহার দ্বারা বলিতেছেন অর্থাৎ স্বপ্নকালীন প্রত্যয় ও জাগ্রদ্দশায় প্রত্যয়—এই উভয়ের যথাক্রমে বাধিতবিষয়ত্ব ও অবাধিত-বিষয়ত্বহেতু বৈধর্ম্ম্য, সেইজন্য স্বপ্ন দৃষ্টান্তদ্বারা জাগরণের নির্ব্বিষয়ত্ব সাধনীয় নহে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ২৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বাহ্য পদার্থ ব্যতিরেকেই স্বপ্নে যেরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হয়, সেইরূপ বাসনাজনিত জ্ঞান-বৈচিত্র্যের দ্বারা জাগ্রদবস্থায়ও ব্যবহার সিদ্ধ হয়—এইমত সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন যে, স্বপ্নাবস্থা ও জাগরাবস্থা উভয়ই বৈধর্ম্ম্যবশতঃ এক হইতে পারে না অর্থাৎ স্বপ্নের দৃষ্টান্ত জাগরে সম্ভব নহে; কারণ স্বপ্নে পূর্ব্বানুভূত বস্তু স্মরণ হয়; আর জাগ্রদবস্থায় বস্তু প্রত্যক্ষরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে আরও বৈধর্ম্ম্য এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ক্ষণদ্বয়মাত্রেই বিভিন্নরূপ ধারণ করে এবং স্বপ্নভঙ্গে তাহা জ্ঞানেও বাধিত হইয়া থাকে। আর জাগ্রদবস্থায় উপলব্ধবস্তু শতবর্ষ পরেও সেই ধর্ম্ম লইয়াই অবাধিতভাবে প্রতীত হয়। আরও এক কথা এই যে, স্বপ্নে অনুভূত বস্তু স্মরণ হয়, ইহা আমাদের প্রত্যুক্তিমাত্র। কেবল স্বপ্নদ্রষ্টাই অনুভব করেন, কিন্তু জাগরণকালের বস্তু সকলেরই অনুভবের যোগ্য হয় অর্থাৎ সকলেই অনুভব করিতে পারেন। এ-বিষয়ে সূত্রকার পরে আরও বিস্তারিতভাবে বলিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যথা শয়ানঃ পুরুষো মনসৈবাত্মমায়য়া।
সৃষ্ট্বা লোকং পরং স্বাপ্নমনুবিশ্যাবভাসতে॥" (ভাঃ ১০।৮৬।৪৫)

অর্থাৎ নিদ্রিত পুরুষ যেরূপ মনে মনে আপনার মায়ার দ্বারা কেবলমাত্র স্বপ্নকল্পিত লোকের সৃষ্টি পূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তত্তদ্দর্শনাদি অনুভব করে, সেরূপ আপনিও সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিমার্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আরও পাই,—

"অসত্ত্বাদাত্মনোঽন্যেষাং ভাবানাং তৎকৃতা ভিদা।
গতয়ো হেতবশ্চাস্য মৃষা স্বপ্নদৃশো যথা॥" (ভাঃ ১১।১৩।৩১)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"শৃঙ্গস্য সত্যত্বেঽপি শশস্য শৃঙ্গসম্বন্ধাভাবাৎ শশশৃঙ্গং মিথ্যৈবেত্যর্থঃ। স্বপ্নদৃশঃ স্বপ্নদ্রষ্টুর্জীবস্য স্বাপ্নিকবস্তূনাং মিথ্যাত্বং পুনশ্চ স্বপ্নজন্যে স্বপ্নে পরমান্নভোজনস্য তৎসাধনস্য দুগ্ধতণ্ডুলাদ্যাহরণস্য চ মিথ্যাত্বং যথা।"

শ্রীল জীবপাদের সর্ব্বসংবাদিনী-গ্রন্থে পরমাত্ম-সন্দর্ভে উল্লিখিত এই সূত্রের তাৎপর্য্যে পাওয়া যায়, স্বপ্ন হইতে জাগর জ্ঞান পৃথক্। কারণ জাগর-জ্ঞান স্বপ্নজ্ঞানের বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট। স্বপ্নে যাহা দৃষ্ট হয়, জাগরণে তাহা উপলব্ধ হয় না। কিন্তু জাগরণকালে যে সকল বস্তুর জ্ঞান হয়, স্বপ্ন-দৃষ্টান্তের ন্যায় তাহাদের অন্যথাভাব হয় না॥ ২৯ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যত্তূক্তং বিনাপ্যর্থান্ বাসনাবৈচিত্র্যাজ-জ্ঞানবৈচিত্র্যমুপপদ্যত ইতি তন্নিরাসায়াহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আর যে বিজ্ঞানবাদী বলিয়াছেন, বাহ্য পদার্থ না থাকিলেও বিভিন্ন সংস্কারবশতঃ বিভিন্নাকারজ্ঞান উপপন্ন হয়, সেই মত খণ্ডনের জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—'ভাবঃ ন' অর্থাৎ বাসনার সদ্ভাব সম্ভব নহে। কি হেতু? উত্তর—'অনুপলব্ধেঃ' তোমার মতে বাহ্যপদার্থের উপলব্ধির অভাববশতঃ বাসনা হইতেই পারে না। ৩০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বাসনানাং ভাবো ন সম্ভবতি। কুতঃ? অনুপলব্ধেঃ। ত্বন্মতে বাহ্যার্থাপ্রাপ্তেঃ। অর্থমূলা কিল বাসনা অর্থান্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধা। তব ত্বর্থানঙ্গীকারাৎ সা ন সম্ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সংস্কারের সত্তা সম্ভব নহে, কারণ কি? অনুপলব্ধিবশতঃ অর্থাৎ বাহ্যপদার্থের যেহেতু তোমার মতে সত্তা নাই, সেইহেতু বাসনা হইবে কোথা হইতে? পদার্থের সহিত অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারাই বাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই পদার্থমূলক বাসনা তোমার মতে হইতেই পারে না, যেহেতু বাহ্য পদার্থ তোমরা মান না ॥ ৩০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ন ভাবেতি। স্পষ্টম্ ॥ ৩০ ॥

টীকানুবাদ—ন ভাব ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যার্থ সুস্পষ্ট ॥ ৩০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বিজ্ঞানবাদীদিগের মতে বাহ্য পদার্থ ব্যতিরেকেও বাসনা-বৈচিত্র্যবশতঃ জ্ঞানের বৈচিত্র্য উপপন্ন হইয়া থাকে। ইহা খণ্ডনার্থ সূত্রকার বলেন যে, বাসনার সত্তাও সম্ভব নহে; কারণ যেখানে বাহ্য পদার্থের উপলব্ধি নাই, সেখানে বাসনারও সত্তা থাকিতে পারে না। অর্থমূলাই বাসনা অর্থাৎ যেখানে বস্তু আছে—সেখানেই বাসনা (সংস্কার)। আর যেখানে বস্তুই নাই, সেখানে বাসনাও নাই।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

বাহ্যবস্তু না থাকিলে জ্ঞানও থাকিতে পারে না, কারণ যেখানে বাসনার আশ্রয়রূপ কোনও বস্তু থাকে না, সেখানে জ্ঞানেরও উপলব্ধি থাকিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥" (ভাঃ ১১।২২।৫৬)

অর্থাৎ যেমন বিষয়-ধ্যানকারী ব্যক্তির স্বপ্নাবস্থায় সর্প-দংশনাদি নানাবিধ মিথ্যা-বিষয়ের অনুভব হইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মার সংসার-সম্বন্ধ মিথ্যা হইলেও বিষয়-ধ্যানহেতু সুখদুঃখের নিবৃত্তি হয় না ॥ ৩০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—কিঞ্চ বাসনা নাম সংস্কারবিশেষঃ। স চ স্থিরমাশ্রয়ং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'কিঞ্চেতি' আর এক কথা, বাসনা-শব্দের অর্থ সংস্কারবিশেষ। তাহা কিন্তু কোন স্থায়ী আশ্রয় ব্যতীত সম্ভব নহে, এই কথা সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—বাসনাশ্রয় পদার্থ ক্ষণস্থায়ী হওয়ার জন্যও সংস্কারবাদে দোষোদ্ধার হইতেছে না ॥ ৩১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নেত্যনুবর্ত্ততে। বাসনাশ্রয়ঃ স্থিরঃ পদার্থো নৈব তেঽস্তি। কুতঃ? ক্ষণিকত্বাৎ। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্যালয়বিজ্ঞানস্য চ সর্ব্বস্য ক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। ন হি ত্রিকালস্থিরসম্বন্ধিনি চেতনেঽসতি দেশকালনিমিত্তসাপেক্ষবাসনাধ্যানস্মরণাদিব্যবহারঃ সম্ভবেৎ। তথা চাশ্রয়াভাবান্ন সা তদভাবাচ্চ ন তদ্বৈচিত্র্যমিতি তুচ্ছো বিজ্ঞানমাত্রবাদঃ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্ব সূত্র হইতে 'ন' এই পদটি অনুবৃত্ত হইতেছে। বাসনা যে আত্মায় থাকিবে, সেই বাসনাশ্রয় আত্মাও ক্ষণিক, স্থায়ী পদার্থ তোমার মতে নাই-ই। কি জন্য? 'ক্ষণিকত্বাৎ'—যেহেতু সেই বাসনাশ্রয়ও ক্ষণিক। প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান সমস্তকেই তোমরা ক্ষণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কালে স্থির সম্বন্ধযুক্ত চেতন পদার্থ না থাকিলে দেশ-কাল ও নিমিত্ত-সাপেক্ষ বাসনা, ধ্যান, স্মরণাদি ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে না; অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে—অধিকরণের অভাবে বাসনা সম্ভব নহে এবং বাসনার অভাবে জ্ঞানবৈচিত্র্যও অসম্ভব। অতএব বিজ্ঞানমাত্রবাদ অসার ॥ ৩১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ক্ষণিকত্বাদিতি। প্রবৃত্তীতি। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং ব্যষ্টিঃ আলয়বিজ্ঞানং সমষ্টিরিতি জ্ঞেয়ম্। সা বাসনা। তদ্বৈচিত্র্যং জ্ঞানবৈচিত্র্যম্। তথা চ ভ্রমমূলেন বিজ্ঞানমাত্রবাদেন সমন্বয়ে বিরোধঃ কর্ত্তুং ন শক্য ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩১ ॥

টীকানুবাদ—'ক্ষণিকত্বাৎ' এই সূত্রে 'প্রবৃত্তিবিজ্ঞানেতি' ভাষ্য—প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান ব্যষ্টিভূত, আলয়বিজ্ঞান—সমষ্টিস্বরূপ। 'আশ্রয়াভাবান্ন সা ইতি'—সা—সেই বাসনা, 'ন তদ্বৈচিত্র্যম্'—জ্ঞানের বৈচিত্র্যও হয় না। অতএব দাঁড়াইতেছে যে, ভ্রমমূলক কেবল বিজ্ঞানমাত্র দ্বারা ব্রহ্ম-বিষয়ে বেদান্তের যে সমন্বয় করা হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ করিতে পারা যায় না, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৩১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় বলা হইতেছে, বাসনা—সংস্কারবিশেষ, তাহা স্থায়ী আশ্রয় ব্যতিরেকে সম্যক্ থাকিতে পারে না। বৌদ্ধমতে ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকৃত হওয়ায় বাসনার আশ্রয় কোন স্থির পদার্থ নাই, সুতরাং সকল পদার্থই ক্ষণিক বলিলে ত্রিকালে স্থির বাসনাশ্রয় চেতন পদার্থ না থাকায় দেশ, কাল ও নিমিত্তসাপেক্ষ বাসনা, ধ্যান ও স্মরণাদি ব্যবহার সম্ভব হয় না, সুতরাং আশ্রয়ের অভাবে বাসনা সিদ্ধ হয় না এবং বাসনার অভাবে জ্ঞান-বৈচিত্র্যও অসম্ভব হয়। অতএব বিজ্ঞানমাত্রবাদ তুচ্ছ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে।
> স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে ॥" (ভাঃ ২।১০।৭)
> "একমেকতরাভাবে যদা নোপলভামহে।
> ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥"
> (ভাঃ ২।১০।৯) ॥ ৩১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং যোগাচারেঽপি নিরস্তে সর্ব্বশূন্যত্ব-বাদী মাধ্যমিকঃ প্রতিপদ্যতে। বুদ্ধেন বাহ্যার্থান্ বিজ্ঞানঞ্চাঙ্গীকৃত্য বিনেয়বুদ্ধ্যারোহায় সোপানবত্তত্র ক্ষণিকত্বাদি কল্পিতম্। ন তু তে তচ্চ বর্ত্তন্তে। শূন্যমেব তত্ত্বং তদাপত্তিরেব মোক্ষ ইত্যেব তন্মতরহস্যম্। যুক্তঞ্চৈতৎ। শূন্যস্যাহেতুসাধ্যত্বেন স্বতঃসিদ্ধেঃ।

সতো হেত্বপেক্ষিণোঽপ্যুৎপত্ত্যনিরূপণাচ্চ। তথাহি। ন তাবদ্ভা-বাদুৎপত্তিঃ সতঃ। অনষ্টাদ্বীজাদিতোঽঙ্কুরাদ্যুৎপত্ত্যদর্শনাৎ। নাপ্য-ভাবাৎ। নষ্টাদ্বীজাদিতো জাতস্যাঙ্কুরাদের্নিরুপাখ্যতাপাতাৎ। ন চ স্বতঃ। আত্মাশ্রয়তাপত্তেরানর্থক্যাচ্চ। ন তু পরতঃ। পরত্বা-বিশেষেণ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। এবমুৎপত্ত্যভাবাদ্বিনাশা-ভাবঃ। তস্মাদুৎপত্তিবিনাশসদসদাদিকং বিভ্রমমাত্রমতঃ শূন্যমেব তত্ত্বমিতি। ইহ সংশয়ঃ। শূন্যমেব তত্ত্বমিতি যুক্তং ন বেতি। শূন্যস্য স্বতঃসিদ্ধেরিতরেষাং পদার্থানাং ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতত্বেনাসত্ত্বাচ্চ যুক্তমিতি প্রাপ্তে নিরস্যতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে যোগাচার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও নিরস্ত হইলে সর্ব্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিক সম্প্রদায় প্রতিপন্ন করিতেছেন—বুদ্ধ মুনি আপাততঃ বাহ্য পদার্থ-সত্তা ও বিজ্ঞান স্বীকার করিয়া শিষ্যদিগের বুদ্ধির বিকাশের জন্য সোপানের মত তাহাতে ক্ষণিকত্ব প্রভৃতিবাদ কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু সেই শিষ্যগণ সে পথে প্রবৃত্ত হইল না। পরে শূন্যই বস্তুতত্ত্ব, এই সেই শূন্যতায় পরিণতির নাম মুক্তি। ইহাই তাঁহার মতের রহস্য (গভীর তাৎপর্য্য) এবং ইহা যুক্তিযুক্তও। যেহেতু কোন হেতুদ্বারা কোন পদার্থ সাধ্য না হইলে শূন্যবাদই স্বতঃসিদ্ধ হয়। তদ্ভিন্ন সৎপদার্থ কোন না কোনও হেতুকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হইলেও উহার উৎপত্তি প্রতিপন্ন করা যায় না, যেহেতু বীজনাশ না হইলে অঙ্কুর হয় না, ঐরূপ ঘট-পটাদিও মৃৎপিণ্ডাদি কারণকে উপমর্দ্দিত না করিয়া জন্মিতে পারে না, আবার নষ্ট বীজ প্রভৃতি হইতেও জাত অঙ্কুরাদির নিরুপাখ্যতা অর্থাৎ শূন্যতা আসিয়া পড়ে। আপনা হইতেও অঙ্কুরাদির উৎপত্তি বলা যায় না; কারণ, তাহাতে আত্মাশ্রয়ত্ব দোষ হয় এবং আনর্থক্যও হইয়া পড়ে অর্থাৎ যে স্বতঃসিদ্ধ, তাহার উৎপত্তি ব্যর্থ। যেমন স্বতঃ উৎপত্তি হইতে পারে না, সেই প্রকার স্বভিন্ন পদার্থ হইতেও উৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ স্বভিন্ন পদার্থ সমস্তই। অতএব সব বস্তু হইতে যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং উৎপত্তির অভাবে বিনাশও নাই। তবে যে ঘটাদির উৎপত্তি, বিনাশ, সত্তা, অসত্তা প্রতীতি হইতেছে, তাহার উপপত্তি কি? সমাধান—ঐগুলি

ভ্রম মাত্র, অতএব জগতে সমস্তই শূন্য—ইহাই তত্ত্ব। এই মতে সংশয় হইতেছে শূন্যই তত্ত্ব—এই বাদ যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্ব্বপক্ষী মাধ্যমিক বলেন—হাঁ, ইহা যুক্তিযুক্ত; যেহেতু শূন্য স্বতঃসিদ্ধ, আর সকল পদার্থ-প্রতীতি ভ্রান্তির কার্য্য, অতএব অসৎ; সূত্রকার এই সিদ্ধান্তের নিরাস করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্থ মা ভূদসঙ্গতেন তেন বিজ্ঞানবাদেন সমন্বয়ে বিরোধঃ শূন্যবাদেন তস্মিন্ সোঽস্তু তস্য বক্ষ্যমাণরীত্যা উপপন্নত্বাদিতি প্রাগ্‌বদাক্ষেপঃ। শূন্যবাদোঽত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি সন্দেহে তস্য প্রমাণমূলতাং বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি শূন্যমেব তত্ত্বমিত্যাদিনা। শূন্যস্যেতি। ন হি শূন্যং কেনচিৎ কারণেন সিদ্ধমস্তি। অতস্তার্কিকৈর্নিত্যত্বং তস্য মতম্। যে চ ক্ষিত্যঙ্কুরাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে তেঽপি ভ্রান্তিরূপা এব। বস্তুতঃ শূন্যাৎ নেতরে ক্ষোদাক্ষমত্বাদিত্যাহ সতো হেত্বপেক্ষিণোঽপীত্যাদিনা। শিষ্টং স্পষ্টার্থম্। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ—শূন্যমেব সংবৃত্ত্যবচ্ছিন্নং বিচিত্রজগদ্রূপেণ বিবর্ত্ততে। পারমার্থিকসত্ত্বাভাবেঽপি সাংবৃত্ত্যসত্ত্বেন জগতি সদ্বুদ্ধিরর্থক্রিয়াকারিতাহানোপাদানাদয়শ্চ স্যুঃ। শূন্যমেবাবাঙ্‌মনসাঽগোচরং পরং তত্ত্বম্। তচ্চ নির্লেপং নির্ব্বিশেষমস্তীতি ভাবনাপরিপাকাৎ শূন্যভাবাপত্তির্মোক্ষ ইতি শূন্যবাদেন সর্ব্বব্যবহারসিদ্ধৌ ভাবভূতাৎ বিজ্ঞানানন্দাৎ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণকাৎ চিদচিচ্ছক্ত্যুপেতাৎ ব্রহ্মণো জগৎসর্গং বদন্ সমন্বয়ো নাস্থেয়ঃ সূক্ষ্মধিয়েত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাচষ্টে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আক্ষেপ এই,—অসঙ্গত সেই বিজ্ঞানবাদ দ্বারা বেদান্তবাক্যের ব্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ না হউক, কিন্তু শূন্যবাদ দ্বারা সেই সমন্বয়ে বিরোধ হউক; যেহেতু সেই শূন্যবাদ পরে বর্ণিতরীতি-অনুসারে যুক্তিযুক্ত হইতেছে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের (যোগাচার মতের মত) মত এখানে আক্ষেপ সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। এই অধিকরণে শূন্যবাদ বিষয়, তাহাতে সংশয় এই প্রকার—ঐ শূন্যবাদ প্রমাণসিদ্ধ? অথবা ভ্রম-মূলক? পূর্ব্বপক্ষী সেই সংশয়ে শূন্যবাদের প্রমাণমূলকতা বলিবার জন্য তাহাদের প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—'শূন্যমেব তত্ত্বমিত্যাদি' বাক্যদ্বারা। 'শূন্যস্যাহেতুসাধ্যত্বেনেত্যাদি'—শূন্যতত্ত্ব কোনও কারণদ্বারা সিদ্ধ হয় না, এইজন্য তার্কিকেরা সেই শূন্যকে নিত্য বলিয়া মনে করেন। যুক্তি এই—যে সকল ক্ষিতি, অঙ্কুর প্রভৃতি পদার্থ প্রতীত হইতেছে, সে সমুদায়ও ভ্রমাত্মক;

বাস্তবিকপক্ষে শূন্য হইতে কোন পদার্থ হওয়া বিচারাসহ। এই কথাই বলিতেছেন—'সতো হেত্বপেক্ষিণ' ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। অবশিষ্ট ভাষ্যগ্রন্থ সুস্পষ্ট। এই মতের সার সিদ্ধান্ত এই—জগতে সবই শূন্য, কিন্তু সংবৃত্ত্যবচ্ছেদে সেই শূন্যই নানাকার জগৎরূপে বিবর্ত্তিত (অধ্যস্ত) হয়। যদিও ঐ শূন্যের পারমার্থিক সত্তা নাই, তাহা হইলেও সংবৃত্তির (অধিষ্ঠানের) সত্যতাহেতু জাগতিক বস্তুর সদ্রূপে প্রতীতি, অর্থক্রিয়াকারিত্ব (ব্যবহার-নিষ্পাদকত্ব) হান ও উপাদানাদি ব্যবস্থা সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাক্ ও মনের অগোচর শূন্যই তত্ত্ব। তাহাই নির্লেপ ও নিরংশ সত্তাবান্, এই ভাবনার পরিপাক বশতঃ শূন্য ভাবপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি হয়, এই শূন্যবাদ দ্বারা সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হইলে ভাবভূত অর্থাৎ সৎস্বরূপ, জ্ঞান ও আনন্দময়-সর্ব্বজ্ঞতা-সর্বৈশ্বর্য্যাদি গুণ-সম্পন্ন, চিৎশক্তি ও জড়প্রকৃতিশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টিবাদী সমন্বয় সূক্ষ্ম ধীসম্পন্ন ব্যক্তির শ্রদ্ধেয় নহে, সূত্রকার এই মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—

সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণম্

সূত্রম্—সর্ব্বথাঽনুপপত্তেশ্চ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—'সর্ব্বথা'—শূন্যকে সৎস্বরূপ, অসৎস্বরূপ, অথবা সদসৎস্বরূপ যাহা কিছু বলিবে কোন প্রকারেই তোমাদের অভিমত সিদ্ধ হইবে না; হেতু কি? 'অনুপপত্তেশ্চ'—যেহেতু তাহাতে যুক্তির অভাব ॥ ৩২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নেত্যনুবর্ত্তনীয়ম্। শূন্যমিতি বদন্ ভাবমভাবং ভাবাভাবং বা প্রতিপাদয়েৎ। সর্ব্বথা নাভিমতসিদ্ধিঃ। কুতঃ? অনুপপত্তেরযুক্তত্বাৎ। তথাহি। আদ্যেঽনিষ্টাপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে প্রতিপাদয়িতুর্ভাবস্য তৎসাধনস্য চ সত্ত্বাৎ সর্ব্বশূন্যতাহানিঃ। তৃতীয়ে তু বিরোধোঽনিষ্টতা চেতি। কিঞ্চ যেন প্রমাণেন শূন্যং সাধ্যং তস্য শূন্যত্বে শূন্যবাদহানিঃ তস্য সত্যত্বে সর্ব্বসত্যতাপ্রসঙ্গশ্চেতি দুষ্টঃ শূন্যবাদঃ। এবং মিথো বিরুদ্ধত্রিমতীনিরূপণাজ্জগৎপ্রতারকতা

বুদ্ধস্যাবসীয়তে। লোকায়তিকাদিমতানি ত্বতিতুচ্ছত্বাদ্ভগবতা সূত্রকারেণ প্রত্যাখ্যাতুং নোট্টঙ্কিতানীতি বেদিতব্যম্। এতেন বৌদ্ধনিরাসেন তৎসদৃশো মায়ী চ নিরস্তঃ। ক্ষণিকত্বমনুসৃত্য দৃষ্টিসৃষ্টিবর্ণনাৎ শূন্যবাদমাশ্রিত্য বিবর্ত্তনিরূপণাচ্চ তস্য তৎসাদৃশ্যম্॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রে পূর্ব্বসূত্র হইতে 'ন' এই পদটির অনুবৃত্তি করিতে হইবে। যিনি তত্ত্ব শূন্য বলিতেছেন, তিনি প্রথমে প্রতিপাদন করিবেন ঐ শূন্য পদার্থটি কি ভাবপদার্থ? অথবা অভাব পদার্থ? কিংবা ভাবাভাব অর্থাৎ ভাবও বটে অভাবও বটে উভয়াত্মক, যাহাই বলিবেন কোনরূপে তাঁহার অভিমত সিদ্ধ হইবে না, কি কারণে? দেখাইতেছি—'অনুপপত্তেঃ'—উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তির অভাবে, কি প্রকার? উত্তর—প্রথমপক্ষে শূন্যতত্ত্বকে ভাবস্বরূপ অর্থাৎ সৎস্বরূপ বলিলে শূন্যের ভাবরূপত্বের অভাবহেতু তোমার অনিষ্টতত্ত্বই হইয়া পড়ে। শূন্যতত্ত্ব যদি অভাব স্বরূপ হয় তবে সেই শূন্যতত্ত্ব-প্রতিপাদনকারী তুমি ভাব পদার্থ এবং শূন্যতত্ত্বের প্রমাণকারী হেতুগুলিও ভাব পদার্থ এই সকল বর্ত্তমান থাকিতে কিরূপে সর্ব্বশূন্যতা হইল? এই তো সর্ব্বশূন্যতার হানি। ভাবাভাব পক্ষ লইলেও উপায় নাই যেহেতু তাহাতে ভাবাভাবের পরস্পর বিরোধ এবং অনিষ্টাপত্তি অর্থাৎ তোমার মতসিদ্ধ শূন্যতত্ত্ব রহিল না, যেহেতু ভাবপদার্থ তাহাতে বর্ত্তমান। আর একটি দোষ এই—যে প্রমাণ দ্বারা শূন্যতত্ত্ব তুমি সাধন করিবে সেই প্রমাণ শূন্যস্বরূপ হইলে শূন্যতত্ত্ববাদ সিদ্ধ না হওয়ায় ঐ শূন্যবাদের অসিদ্ধি, যেহেতু শূন্য দ্বারা শূন্য সিদ্ধ হয় না। আর যদি ঐ প্রমাণ সৎস্বরূপ হয়, তবে সর্ব্ব সত্যতা হইয়া পড়িল। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছি—যাহার উপর প্রপঞ্চভ্রম করিতেছ, তাহাকে সত্য বলিতেই হইবে, কারণ অধিষ্ঠান না থাকিলে বাধ হয় না, এইরূপে যাহার উপরই প্রপঞ্চভ্রম বাধনীয় হইবে, তাহাই সত্য বলিতে হইবে, অতএব সর্ব্বসত্যতা প্রসঙ্গ, সুতরাং শূন্যতত্ত্ববাদ দোষগ্রস্ত। এইরূপে পরস্পর বিরুদ্ধ উক্ত তিন মত নিরূপণ করায় বুদ্ধের জগৎ-প্রতারকতাই পর্য্যবসিত হইতেছে। চার্ব্বাকাদি নাস্তিক বাদগুলি অতি তুচ্ছ অর্থাৎ অত্যন্ত অসার বলিয়া ভগবান্ সূত্রকার বেদব্যাস প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য উল্লেখ করেন নাই, ইহা জ্ঞাতব্য। এই বৌদ্ধমত

নিরাস দ্বারাই সেই বৌদ্ধ সদৃশ (দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদী) মায়াবাদীরও নিরাস হইল। কেন না মায়াবাদীর মতে বস্তুর ক্ষণিকত্ব অনুসরণ করিয়াই দৃষ্টিসৃষ্টি বর্ণন করা হইয়াছে, আর শূন্যবাদ অবলম্বন করিয়াই বিবর্ত্তবাদ নিরূপণ করা হইয়াছে, অতএব মায়াবাদ বৌদ্ধমততুল্যই; এজন্য উহাদের ঐ সকল মায়াবাদ ও বিবর্ত্তবাদ পৃথক্‌ভাবে নিরাস করা হইল না॥ ৩২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সর্ব্বথেতি। আদ্যে শূন্যং ভাবং প্রতিপাদয়েদিতি পক্ষে শূন্যস্য ভাবরূপত্বাস্বীকারাদনিষ্টাপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে শূন্যমভাবং প্রতিপাদয়েদিতি পক্ষে। তৃতীয়ে শূন্যং ভাবাভাবরূপং প্রতিপাদয়েদিতি পক্ষে। কিঞ্চ প্রপঞ্চভ্রমস্য বাধ্যত্বে কিঞ্চিৎ সত্যমধিষ্ঠানং বাচ্যম্। নিরধিষ্ঠানবাধাযোগাৎ। তচ্চ তব নাভিমতমিতি। তথা চ ভ্রমমূলেন শূন্যবাদেন বেদান্তসমন্বয়ো ন শক্যো বিরোদ্ধুমিতি। এবমিতি। নন্বু বুদ্ধস্যেশ্বরাবতারত্বাদহিংসাদিধর্ম্মোপদেশেনাপ্তত্বপ্রতীতেশ্চ তন্মতং ভ্রমমূলমিতি তদুক্তং ন শক্যং বক্তুমিতি চেদুচ্যতে। ন হি বুদ্ধো ভ্রমাদেবং ভাষতে কিন্তু পরবঞ্চনার্থমেব। হরিবহির্ম্মুখাঃ স্বতঃ প্রবলাস্তে চেৎ বেদোক্তযজ্ঞাদ্যনুতিষ্ঠেয়ুস্তদাতিবলিষ্ঠাঃ সন্তো দৈত্যাবদ্বৈদিকান্ হরিভক্তান্ বাধেরন্নিতি তদ্বঞ্চনার্থা তস্য বেদাবজ্ঞাদিপ্রচুরা প্রবৃত্তিঃ। দয়াপ্রকাশস্তু স্বোক্তেঽন্যপ্রবেশার্থঃ। ন চানাপ্তত্বদোষঃ স্বভক্তপরিত্রাণপর্য্যবসানকস্য তদ্বঞ্চনস্য গুণত্বাদিতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্। লোকায়তিকেতি। মোক্ষধর্ম্মে জনকং প্রতি পঞ্চশিখেন লোকায়তিকমতমনূদ্য নিরাকৃতম্। তত্র তদনুবাদঃ—রেতোধাতুর্বটকণিকাঘৃতপাকাধিবাসনম্। জাতিস্মৃতিরয়স্কান্তঃ সূর্য্যকান্তোঽম্বুভক্ষণমিতি। অস্যার্থঃ। অনুমানস্য প্রামাণ্যে তত এব দেহাদনন্যাত্মসিদ্ধিরিত্যাহ রেত ইতি। যথা বটকণায়াং বটপত্রপুষ্পফলাদিকমন্তর্হিতমেবং রেতোধাতৌ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তশরীরাকারাদিকমন্তর্হিতং সদাবির্ভবেৎ। যথা তৃণোদকাদেকস্মাদেব ধেন্বোপযুক্তাৎ ক্ষীরঘৃতে পৃথক্‌স্বভাবে স্যাতাম্ যথা বা বহুদ্রব্যপাকাদ্দিত্রিরাত্রমধিবাসিতাৎ মদশক্তিরেবং পৃথিব্যাদিভূতচতুষ্টয়াৎ তত্রান্তর্ভূতং চৈতন্যমুপজায়তে। যথা কাষ্ঠদ্বয়সংযোগাৎ তৎপ্রকাশকস্যাগ্নের্জাতির্জন্ম তথা ভূতসঙ্ঘাতাৎ তৎপ্রকাশকস্য চৈতন্যস্য যথা জড়য়োরপ্যাত্মমনসোর্যোগাদজড়ং স্মৃত্যাদিরূপং জ্ঞানং ন্যায়নয়ে তথৈতদ্‌দ্রষ্টব্যম্। যথায়স্কান্তো লোহং চালয়তি তথা ভূতসঙ্ঘাতাদুৎপন্নং জ্ঞানং তম্। যথা সূর্য্যকান্তঃ সূর্য্যরশ্মিযোগাদেবাগ্নিং জনয়তি তথা পার্থিবাংশো জাতি-

ভেদাদেব কার্য্যবৈচিত্রীম্। যথা বহ্নেরম্বুশোষকত্বমেবং ভূতসঙ্ঘাতস্যৈব ভোক্তৃত্বমিতি। অথ তন্নিরাকরণম্—"প্রেতীভূতেঽত্যয়শ্চৈব দেবতাদ্যুপযাচনম্। মৃতে কর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চয়" ইতি। অস্যার্থঃ। দেহে প্রেতীভূতে সতি অত্যয়শ্চৈতন্যাভাবো দেহাদন্যোঽস্ত্যাত্মা ইত্যত্র প্রমাণম্। দেহশ্চেদাত্মা তর্হি দেহে মৃতেঽপি তত্র চৈতন্যমুপলভ্যেত। ন চৈবমস্তি অতো ন দেহধর্ম্মশ্চৈতন্যমিত্যর্থঃ। প্রত্যভূতাত্যয় ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তত্র প্রত্যভূতং নাশ ইত্যর্থঃ। যস্মিন্ সতি দেহো ন নশ্যতি যস্মিন্নসতি নশ্যতি স দেহাদন্য আত্মেত্যর্থঃ। শীতজ্বরাদিবিনিবৃত্তয়ে মন্ত্রপ্রতিপাদ্যা দেবতা লোকায়তিকৈরুপযাচ্যতে সা চেৎ ভূতময়ী স্যাৎ তদা ঘটাদিবৎ দৃশ্যেত। ন চ লোকান্তরসঞ্চারক্ষমঃ সূক্ষ্মদেহোঽস্ত্যস্বীকারাৎ। আদিশব্দাৎ ভূতাবেশো গ্রাহ্যঃ। যস্মিন্ দেহে ভূতাবেশস্তদ্দেহপীড়য়া মুখ্যো দেহপতির্ন পীড্যতে অপি তু তত্রাবিষ্টো ভূত এব পীড্যতে তদানীং তস্যৈব দেহাভিমানত্বাৎ। তস্মিন্ নির্গতে তু মুখ্যো দেহপতিঃ পীড্যতে অতো ন দেহ আত্মা। মৃতে কর্ম্মনিবৃত্তিঃ কৃতনাশশ্চশব্দাদকৃতাভ্যাগমশ্চেতি। যে হি রেতোধাত্বাদয়ো দৃষ্টান্তাস্তে জড়াৎ জড়োৎপত্তাবেব ন তু জড়াৎ চৈতন্যোৎপত্তাবতো বিষমাস্তে। মূর্ত্ত্যাদেজ্জ্ঞানস্যোৎপত্তৌ ভূম্যাদিচতুষ্টয়াদাকাশস্যোৎপত্তিঃ স্যাৎ। যচ্চ জড়াভ্যামাত্মমনোভ্যাং চৈতন্যমুৎপদ্যতে ইতি তার্কিকমতেনাপ্যুক্তং তত্র তন্মতে বিভুনাত্মনা মনসো নিত্যং যোগাৎ নিত্যং জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ। ন চৈবমস্তি। অতো যৎকিঞ্চিদেতৎ। আদিশব্দাদিন্দ্রিয়াত্মবাদিপ্রভৃতয়ঃ। অতিতুচ্ছত্বাৎ দুর্ব্বলত্বাৎ পরীক্ষায়াং সিকতাকূপবদ্বিদীর্য্যমাণত্বাদিতি যাবৎ। এতেনেতি। ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধঃ। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী মায়ী। তদ্বাদয়োঃ সাম্যাৎ তয়োঃ সাম্যম্। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে পদার্থা বস্তুতঃ ক্ষণিকাঃ। যদৈব দৃষ্টিস্তদৈব সৃষ্টিঃ। দৃষ্ট্যভাব স্রষ্ট্যভাব ইতি নিরূপ্যতে। শূন্যবাদী বৌদ্ধঃ। বিবর্ত্তবাদী মায়ী। তদ্বাদয়োঃ সাম্যাৎ তয়োঃ সাম্যম্। তচ্চ সংবৃত্তিমায়য়োর্ব্যাবহারিকসাংবৃত্তসত্ত্বয়োশ্চাভেদাদবগন্তব্যম্। এতচ্চ ভাষ্যপীঠকে বিস্পষ্টং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩২ ॥

টীকানুবাদ—'সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ', যেহেতু সর্ব্বপ্রকারে অযৌক্তিক, কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন—'আদ্যেঽনিষ্টাপত্তিরিতি' আদ্যে অর্থাৎ শূন্য ভাবস্বরূপ প্রতিপাদন করিবে, এই প্রথমপক্ষে দোষ—শূন্যকে ভাব স্বীকার না করায় তোমাদের অনভিপ্রেত বস্তুর আপত্তি। দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ শূন্য অভাব

প্রতিপাদন করিবে, এই মতে প্রতিপাদকের ও প্রতিপাদন সাধনের সত্তাহেতু সর্ব্বশূন্যতাবাদের ভঙ্গ হইল। তৃতীয় পক্ষে অর্থাৎ শূন্য ভাবাভাব প্রতিপাদন করিবে, এই মতে ভাবাভাবের পরস্পর বিরোধ এবং অনভিপ্রেততা দোষ। সূত্রস্থ চ-কার দ্বারা আর একটি দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—কিঞ্চেতি, আর এক কথা, প্রপঞ্চ ভ্রমকে শূন্যবাদে বাধ্য বলিলে যাহাতে সেই প্রপঞ্চের ভ্রম সেই অধিষ্ঠানকে সৎস্বরূপ বলিতেই হয়, যেহেতু নিরধিষ্ঠান ভ্রম হয় না। কিন্তু সৎস্বরূপ সেই অধিষ্ঠান সর্ব্ব শূন্যবাদী তোমার অনভিপ্রেত। তাহার ফলে ভ্রমমূলক শূন্যবাদ দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়কে বিরুদ্ধ করিতে পার না। এবং 'মিথো বিরুদ্ধত্রিমতী নিরূপণাদিত্যাদি'। আক্ষেপ এই—বুদ্ধ ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ এবং তিনি অহিংসাদি ধর্ম্মের উপদেশ করায় আপ্তপুরুষরূপে প্রতীত, তবে তাঁহার মত ভ্রমমূলক, একথা তো বলিতে পার না, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছি, ভগবান্ বুদ্ধ ভ্রমবশতঃ এইরূপ বলিতেছেন না, কিন্তু পরকে বঞ্চনা করিবার জন্যই বলিতেছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই—শ্রীহরিভক্তি-বিমুখ স্বতঃই প্রবল, সেই ব্যক্তিরা যদি আবার বেদোক্ত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া শক্তি অর্জ্জন করে, তাহা হইলে অতি প্রবল হইয়া অর্থাৎ অতি বলিষ্ঠ হইয়া দৈত্যদের মত বৈদিক হরিভক্তদিগকে উৎপীড়িত করিতে পারে, এই বুদ্ধিতে তাহাদিগকে বঞ্চনার জন্য তাঁহার বেদাবজ্ঞাদিপ্রধান চেষ্টা, কিন্তু অহিংসাদি দ্বারা দয়া প্রকাশ নিজ উক্তিতে অন্যে যাহাতে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য। ইহাতে তিনি অশ্রদ্ধেয়বচনত্ব দোষে দুষ্ট নহেন, যেহেতু ঐ প্রবল হরিভক্তিবিমুখদিগকে বঞ্চনার ফলে নিজ ভক্তের পরিত্রাণ পর্য্যবসিত হইয়াছে অতএব কিছুই নিন্দনীয় নহে। 'লোকায়তিকেতি' মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মাধ্যায়ে জনক রাজার প্রতি পঞ্চশিখাচার্য্য লোকায়তিক মত (নাস্তিক মত) তুলিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথমে নাস্তিকবাদ যাহা মহাভারতে অনূদিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ—'রেতোধাতুর্বটকণিকাঘৃতপাকাধিবাসনম্। জাতিস্মৃতিরয়স্কান্তঃ সূর্য্যকান্তোঽম্বুভক্ষণম্'—ইহার অর্থ—অনুমান প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে তাহার বলেই দেহ হইতে অভিন্ন আত্মার সিদ্ধি হয়, এই কথা বলিতেছেন—'রেতঃ' এই পদ দ্বারা, অনুমান এইরূপ 'পৌরুষ রেতোঽন্তর্হিতং শরীরমাত্মা শরীরত্বাৎ বটকণিকান্তর্হিতবৃক্ষবৎ'। ইহাই বিশ্লেষণ করিতেছেন—যেমন একটি

বট বীজকণার মধ্যে তাহার পত্র-পুষ্প-ফলাত্মক বৃক্ষ অন্তর্হিত হইয়া আছে এইরূপ শুক্র-ধাতুর মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শরীরাদি আকারে অন্তর্হিত হইয়া আছে, তাহাই চৈতন্যরূপে (আত্মরূপে) প্রকাশ পায়, কিংবা যেমন ধেনু কর্ত্তৃক ভুক্ত এক তৃণ জলাদি হইতে দুগ্ধ, ঘৃতের উৎপত্তি হয় এবং উহারা পৃথক্ পৃথক্ স্বভাব সম্পন্ন হয়। অথবা যেমন বহুবিধ দ্রব্য পাক করিয়া দুই তিন রাত্রি দ্রব্যবিশেষের সংযোগে পচাইয়া রাখিলে তাহা হইতে মদ্যের উৎপত্তি হয়, এইরূপ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এই চারিটি ভূত হইতে তাহাদের মধ্যে স্থিত চৈতন্য প্রকাশ লাভ করে। যেমন দুইটি অরণি কাষ্ঠের ঘর্ষণ হইতে তাহার প্রকাশক অগ্নির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ পঞ্চভূত সমষ্টি হইতে তাহার প্রকাশক চৈতন্যের উদয় হয়। নৈয়ায়িক মতে আত্মা ও মন জড় হইলেও তাহাদের সংযোগ হইতে স্মৃতি প্রভৃতি অজড় জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই প্রকার জড় শুক্র-শোণিতের মিলন হইতে চৈতন্যময় শরীর জন্মে—ইহা বোদ্ধব্য। যেমন সূর্য্যকান্তমণি সূর্য্যকিরণ সম্পর্ক লাভ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে, সেইরূপ শরীর মধ্যে স্থিত পার্থিব ভাগ জাতি ভেদে (পরিণাম অনুসারে) বিচিত্র কার্য্য জন্মাইয়া থাকে, ইহাই শরীরাত্মবাদীর যুক্তি ও উক্তি। ইহাতে দৃষ্টান্ত এই—যেমন অগ্নির জল-শোষকত্ব ধর্ম্ম, এইরূপ ভূত সমষ্টিরই ভোক্তৃত্ব। অতঃপর সেই মতের নিরাকরণ হইতেছে। "প্রেতীভূতেঽত্যয়শ্চৈব দেবতাদ্যুপযাচনম্। মৃতে কর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চয়ঃ" মহাভারতীয় এই বচনের অর্থ যথা—দেহ প্রাণবিযুক্ত হইলে চৈতন্যের অভাব হয় অতএব দেহ হইতে আত্মা বিভিন্ন হইতেছে, এ-বিষয়ে ইহাই প্রমাণ। ইহার তাৎপর্য্য এই—যদি দেহ আত্মা হইত, তবে দেহ প্রাণ বিযুক্ত হইলেও তাহাতে চৈতন্যের উপলব্ধি হইত কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম নহে। কোন কোনও গ্রন্থে 'প্রেতীভূতেঽত্যয়শ্চৈব' স্থলে 'প্রেত্যভূতাত্যয়শ্চৈব' এইরূপ পাঠ আছে। তাহাতে 'প্রেত্যভূতাত্যয়ঃ' ইহার অর্থ নাশ। তাহার তাৎপর্য্য—যাহা শরীর মধ্যে থাকিলে দেহের বিনাশ হয় না। যাহা না থাকিলে দেহ বিনষ্ট হয়, সেই পদার্থই আত্মা, উহা দেহ হইতে ভিন্ন। শীত-জরাদি ক্লেশ নিবৃত্তির জন্য নাস্তিকগণ যে মন্ত্র-প্রতিপাদ্য দেবতাকে প্রার্থনা করে, সেই দেবতা যদি ভূতসঙ্ঘাত-স্বরূপ

হয়, তবে ঘটাদির মত জড়ই দৃষ্ট হইত। আর এক কথা, অন্য লোকে (পরলোকে) সঞ্চরণসমর্থ সূক্ষ্মদেহ নাই যেহেতু তোমাদের মতে উহা অস্বীকৃত। 'দেবতাদ্যুপযাচনম্' ইহার অন্তর্গত আদি পদ হইতে আর একটি দেহান্য আত্মবাদে প্রমাণ দেখাইতেছেন। সেই আদি পদগ্রাহ্য ভূতাবেশ। যে দেহে ভূতাবেশ হয়, সেই দেহপীড়াদ্বারা দেহপতি মুখ্য আত্মা পীড়িত হন না কিন্তু তাহাতে আবিষ্ট ভূতই পীড়িত হয়, অতএব দেহ আত্মা নহে। আর একটি প্রমাণ 'মৃতে কর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ'। যদি দেহ আত্মা হইত তবে মৃত্যুর পর সেই দেহ-কৃত কর্ম্মেরও নিবৃত্তি হইত, কিন্তু তাহা হয় না, তাহা হইলে বিভিন্ন জন্ম, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম-ভোগ জীবের করিতে হইত না। এবং 'কর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ' এই 'চ' শব্দ দ্বারা অকৃতাভ্যাগমকে বুঝাইতেছে অর্থাৎ যাহা করা হয় নাই তাদৃশ কর্ম্মের ফলের উৎপত্তি স্বীকার হইয়া পড়ে। আর যে রেতোধাতু প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, সেগুলিও বিষম দৃষ্টান্ত, যেহেতু জড় হইতে জড়েরই উৎপত্তি-বিষয়ে ঐ সকল দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয়, নতুবা জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি-বিষয়ে সঙ্গত নহে। আর শরীরাদি হইতে যদি জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার কর, তবে ভূমি প্রভৃতি চারিটি ভূত হইতে আকাশের উৎপত্তি হউক। আর যে জড় মন ও আত্মা হইতে চৈতন্যের (স্মৃতিরূপ জ্ঞানচৈতন্যের) উৎপত্তি হয়, ইহা তার্কিক মতে উক্ত, তাহাতে আপত্তি এই—তাঁহাদের মতে বিভু আত্মার সহিত মনের নিত্য যোগ থাকায় তাহা হইতে সর্ব্বদা জ্ঞানের উৎপত্তি হউক। কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব ঐ মতও অসার। 'লোকায়তিকাদি মতানি' এই ভাষ্যোক্ত আদি পদের দ্বারা গ্রহণীয় মতবাদী দেখাইতেছেন—ইন্দ্রিয়াত্মবাদী প্রভৃতি। এ-গুলি নিরাস না করিবার হেতু অতিতুচ্ছত্ব, দুর্ব্বলত্ব অর্থাৎ সিকতা কূপাদির মত পরীক্ষায় বিদীর্য্যমাণত্ব। 'এতেন বৌদ্ধনিরাসেন' ইতি—বৌদ্ধ অর্থে ক্ষণিকত্ববাদী। 'দৃষ্টিসৃষ্টি' বাদী মায়ী; তাহাদের উভয়বাদের সাম্যহেতু ঐ উভয়বাদী সমান। কারণ দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদেও পদার্থগুলি বস্তুতঃ ক্ষণিক, কেননা, সেই বিষয়ে যখনই দৃষ্টি তখনই সৃষ্টি, দৃষ্টির অভাবে সৃষ্টির অভাব ইহাই তন্মতে নিরূপিত হয়। শূন্যবাদী বৌদ্ধ, ও বিবর্ত্তবাদী মায়ী; ইহাদের মত দুইটি ফলতঃ সমান, সুতরাং ঐ মতবাদী দুই জনই সমান। কেননা সংবৃত্তি ও মায়াবাদে ব্যাবহারিক

সাংবৃত্ত সত্তার অভেদ অর্থাৎ ঐক্যহেতু উভয়ের সাম্য জানিতে হইবে। এই সব কথা ভাষ্যপীঠকে সুস্পষ্ট আছে, তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ৩২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যোগাচার মত নিরস্ত হইলে সর্ব্বশূন্যবাদীর মত উত্থাপিত হইতেছে। এই মতের রহস্য এই যে, শূন্যই তত্ত্ব এবং সেই শূন্যতার জ্ঞানই মোক্ষ। এ-স্থলে সংশয় এই যে, শূন্যবাদীর এই তত্ত্ব যুক্তিযুক্ত কিনা? সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে উহাই খণ্ডন করিয়া বলিলেন যে,— সর্ব্বপ্রকারেই ঐ মত অযৌক্তিক।

এখানেও প্রশ্ন হইতেছে যে শূন্যবাদীর ঐ শূন্য পদার্থ কি ভাবপদার্থ? অথবা অভাব পদার্থ? কিংবা ভাবাভাব-উভয়াত্মক পদার্থ? ভাষ্যকার এই তিনটিরই অযৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন, ইহা তাঁহার ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধদেব যুক্তিহীন এবং পরস্পর বিরোধী তিনটি মত প্রচার করিয়া জগতের জনগণকে প্রতারণাই করিয়াছেন। চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণের মতবাদগুলি সূত্রকার অত্যন্ত অসারবোধে প্রত্যাখ্যানকরতঃ তাহার নিরাসের জন্য উল্লেখও করেন নাই। এই বৌদ্ধমতের নিরাকরণের দ্বারা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমায়াবাদীর মতও নিরাস করিলেন। মায়াবাদীও বৌদ্ধমতের অনুসরণ পূর্ব্বক শূন্যবাদের আশ্রয়ে বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং মায়াবাদী বৌদ্ধতুল্য বলিয়া উহাদের আর পৃথগ্‌ভাবে নিরাসের প্রয়োজন হয় নাই।

কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, ভগবদবতার বুদ্ধদেব জগদ্বঞ্চনা করিলেন কেন? তদুত্তরে পাই, হরিবিমুখ জনগণ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে অতিশয় প্রবল হইয়া দৈত্যগণের ন্যায় সাধুগণকে পীড়ন করিবে, এই জন্যই বেদকে অস্বীকার করিবার একটা ছলনা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৮)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"বৌদ্ধ শাক্যসিংহ বেদবিধি না মানায় তাঁহাকে বৈদিক আর্য্যগণ 'নাস্তিক' বলিয়া নিন্দা করেন; কিন্তু মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়া

যে নাস্তিক্যবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয়; কেন না, স্পষ্ট শত্রু অপেক্ষা মিত্ররূপে সমাগত প্রচ্ছন্ন শত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর।"

মায়াবাদীর সম্বন্ধেও শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥
'পরিণাম-বাদ' ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার ॥
ব্যাস-ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৯-১৭২)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।
যো জাগর্ত্তি শয়ানেঽস্মিন্ নায়ং তং বেদ বেদ সঃ।" (ভাঃ ৮।১।৯)

অর্থাৎ যে চিদাত্মা দ্বারা বিশ্ব চৈতন্যযুক্ত হয়, কিন্তু বিশ্ব যাঁহাকে চেতন করিতে সমর্থ নহে, বিশ্ব নিদ্রিত হইলে যিনি সাক্ষিস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন; জীব তাঁহাকে জানে না, কিন্তু তিনি সমস্তই জানেন।

আরও পাই,—

"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥"
(ভাঃ ৬।৪।৩১) ॥ ৩২ ॥

জৈনমত-নিরসন

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ জৈনা দূষ্যন্তে। তে মন্যন্তে। পদার্থো দ্বিবিধঃ। জীবোঽজীবশ্চেতি। তত্র জীবশ্চেতনঃ কায়-পরিমাণঃ সাবয়বঃ। অজীবঃ পঞ্চবিধঃ ধর্ম্মাধর্ম্মপুদ্গলকালাকাশ-

ভেদাৎ। গতিহেতুর্ধর্ম্মঃ। স্থিতিহেতুরধর্ম্মশ্চ ব্যাপকঃ। বর্ণগন্ধর-সস্পর্শবান্ পুদ্গলঃ। স চ দ্বিবিধঃ পরমাণুস্তৎসঙ্ঘাতশ্চ বায়্বগ্নি-জলপৃথিবীতনুভুবনাদিকঃ। পৃথিব্যাদিহেতবঃ পরমাণবো ন চতুর্ব্বিধাঃ কিন্ত্বেকস্বভাবাঃ। স্বভাবপরিণামাত্তু পৃথিব্যাদিরূপো বিশেষঃ। কাল-স্ত্বতীতাদিব্যবহারহেতুরণুশ্চ। আকাশস্ত্বেকোঽনন্তপ্রদেশশ্চেতি। তদেবং ষড়মী পদার্থা দ্রব্যরূপাস্তদাত্মকমিদং জগৎ। তেষু চাণু-ভিন্নানি পঞ্চ দ্রব্যাণ্যস্তিকায়া ইত্যাখ্যায়ন্তে। জীবাস্তিকায়ো ধর্ম্মাস্তিকায়োঽধর্ম্মাস্তিকায়ঃ পুদ্গলাস্তিকায়ঃ আকাশাস্তিকায় ইতি। অস্তিকায়শব্দোঽনেকদেশবর্ত্তিদ্রব্যবাচী। জীবস্য মোক্ষোপযোগি-তয়া বোধ্যান্ সপ্ত পদার্থান্ বর্ণয়ন্তি। জীবাজীবাস্রবসম্বরনির্জর-বন্ধমোক্ষা ইতি। তেষু জীবঃ প্রাগুক্তো জ্ঞানাদিগুণকঃ। অজীব-স্তদ্ভোগ্যজাতম্। আস্রবত্যনেন জীবো বিষয়েষ্বিত্যাস্রব ইন্দ্রিয়-সঙ্ঘাতঃ। সংবৃণোতি বিবেকাদিকমিতি সম্বরোঽবিবেকাদিঃ। নিঃশেষেণ জীর্য্যত্যনেন কামক্রোধাদিরিতি নির্জরঃ কেশোল্লুঞ্চনতপ্ত-শিলারোহণাদিঃ। কর্ম্মাষ্টকেনাপাদিতো জন্মমরণপ্রবাহো বন্ধঃ। তদ-ষ্টকং চৈবম্। চত্বারি ঘাতিককর্ম্মাণি পাপবিশেষরূপাণি যৈর্জ্ঞানদর্শন-বীর্য্যসুখানি স্বাভাবিকান্যপি জীবস্য প্রতিহন্যন্তে। চত্বারি ত্বঘাতিক-কর্ম্মাণি পুণ্যবিশেষরূপাণি যৈর্দেহসংস্থানতদভিমানতৎকৃতসুখদুঃখাপে-ক্ষোপেক্ষাসিদ্ধিঃ। স্বশাস্ত্রোক্তসাধনৈস্তদষ্টকাদ্বিমুক্তস্যাবির্ভূতস্বাভাবি-কাত্মরূপস্য জীবস্য সদোর্দ্ধগতিরলোকাকাশস্থিতির্ব্বা মুক্তিঃ। সম্যগ্-জ্ঞানদর্শনচারিত্র্যাখ্যং রত্নত্রয়ং তৎসাধনম্। তানেতান্ পদার্থান্ সপ্ত-ভঙ্গিনা ন্যায়েনাবস্থাপয়ন্তি। স যথা—স্যাদস্তি ১, স্যান্নাস্তি ২, স্যাদ-বক্তব্যঃ ৩, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ ৪, স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ ৫, স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ ৬, স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চেতি ৭। স্যাদিতি কথ-ঞ্চিদিত্যর্থেঽব্যয়ম্। সপ্তানাং নিয়মানাং ভঙ্গা বিদ্যন্তে যস্মিন্ প্রতি-পাদ্যতয়েতি সপ্তভঙ্গী। সত্ত্বম্ ১, অসত্ত্বং ২, সদসত্ত্বং ৩, সদসদ্বিলক্ষণত্বং

৪, সত্ত্বে সতি তদ্‌বিলক্ষণত্বম্ ৫, অসত্ত্বে সতি তদ্বিলক্ষণত্বং ৬, সদসত্ত্বে সতি তদ্বিলক্ষণত্বম্ ৭, ইতিবাদিভেদেন পদার্থবিষয়াঃ সপ্ত নিয়মা ভবন্তি। তদ্ভঙ্গার্থময়ং ন্যায়ঃ। স চ সর্ব্বত্রাবশ্যকঃ সর্ব্বস্য পদার্থস্য সত্ত্বাসত্ত্বনিত্যত্বানিত্যত্বভিন্নত্বাভিন্নত্বাদিভির্ধর্ম্মৈরনৈকান্তিকত্বাৎ। তথাহি যদ্যেকান্ততো বস্তুস্ত্যেব তর্হি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মনাস্ত্যেবেতি ন তদীপ্সাজিহাসাভ্যাং কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কুত্রচিৎ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তেত নিবর্ত্তেত বা। প্রাপ্তস্যাপ্রাপ্তত্বাৎ হেয়স্যহানাসম্ভবাচ্চ। অনেকান্ত-পক্ষে তু কথঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিৎ কস্যচিৎ কেনচিদ্রূপেণ সত্ত্বে হানোপাদানসম্ভবাৎ প্রবৃত্তির্নিবৃত্তিশ্চোপপদ্যেত। দ্রব্যপর্য্যায়াত্মকং কিল সর্ব্বং বস্তু। তত্র দ্রব্যাত্মনা সত্ত্বাদিকমুপপদ্যেত। পর্য্যায়াত্মনা ত্বসত্ত্বাদিকম্। পর্য্যায়াস্ত দ্রব্যাবস্থাবিশেষাঃ। তেষাং ভাবাভাবা-ত্মকতয়া সত্ত্বাসত্ত্বাদেরুৎপত্তিরিতি। ইহ সন্দিহ্যতে। আর্হতোক্তা জীবাদয়ঃ পদার্থাস্তথা যুজ্যন্তে ন বেতি। সপ্তভঙ্গিনো ন্যায়স্য সাধকস্য সত্ত্বাৎ যুজ্যন্তে ইতি প্রাপ্তে পরিহরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর জৈন মতাবলম্বিগণের দোষ দেখান হইতেছে—তাহাদের মতে পদার্থ দুইপ্রকার জীব ও অজীব। আবার তাহাদের মধ্যে জীব চেতন, শরীরপরিমাণবিশিষ্ট ও অবয়ব সম্পন্ন। অজীব পাঁচ প্রকার যথা—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, কাল ও আকাশ। তন্মধ্যে সদ্‌গতির কারণ ধর্ম্ম, স্থিতির (সংসারের) হেতু অধর্ম্ম, উহা ব্যাপক, বর্ণ (রূপ), গন্ধ, রস ও স্পর্শ-বিশিষ্ট পদার্থের নাম পুদ্গল। সেই পুদ্‌গল দুই প্রকার, যথা—পরমাণু ও পরমাণুপুঞ্জ। বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, শরীর, ভুবনাদি সমস্তই পুঞ্জাত্মক পুদ্‌গল। পরমাণুরা পৃথিবী প্রভৃতির উপাদানকারণ, কিন্তু পার্থিবাদিভেদে চারি প্রকার নহে। তাহাদের স্বভাব একই। তবে পৃথিবী প্রভৃতিরূপে বিশেষ হয়, তাহা স্বভাবের পরিণামবশতঃ। অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, দিন, রাত্রি প্রভৃতি ব্যবহারের হেতু কাল, তাহা অণুপরিমাণ। আকাশ একমাত্র, কিন্তু অনন্ত প্রদেশব্যাপী। এইরূপে ঐ ছয়টী পদার্থ দ্রব্য স্বরূপ, ইহাদের লইয়াই এই জগৎ। তাহাদের মধ্যে অণুভিন্ন পঞ্চবিধ দ্রব্যকে অস্তি-

কায় নামে অভিহিত করা হয়। যথা জীবাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায়। অস্তিকায় শব্দের অর্থ—অনেকদেশ (স্থান) ব্যাপিয়া বর্ত্তমান দ্রব্য। অতঃপর জীবের মোক্ষোপযোগিরূপে যে সাতটী পদার্থ জ্ঞাতব্য, তাহা বর্ণনা করিতেছেন। যথা জীব, অজীব, আস্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ ও মোক্ষ। তন্মধ্যে জীবের স্বরূপ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জ্ঞানাদি ইহার গুণ। সেই জীবের ভোগ্য-বস্তু সমুদায় অজীব পদার্থ, শব্দাদি বিষয়ে জীব আসক্ত হয় যাহাদের দ্বারা এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ইন্দ্রিয় সমুদায় আস্রবপদবাচ্য। বিবেকাদিকে যে সংবৃত অর্থাৎ রুদ্ধ করে এই ব্যুৎপত্তি বলে অবিবেকাদির নাম সম্বর। যাহা দ্বারা নিঃশেষরূপে কামক্রোধাদি রিপু জীর্ণ হয়, তাহাকে নির্জ্জর বলে যথা কেশোৎপাটন, তপ্তশিলারোহণ প্রভৃতি। যে আটটি কর্ম্মদ্বারা জন্মমরণ-ধারা সম্পাদিত হয়, তাহার নাম বন্ধ। সেই আটটি কর্ম্ম যথা, চারিটি ঘাতিক কর্ম্ম, যাহারা পাপবিশেষ স্বরূপ, যাহাদের দ্বারা জ্ঞান, দর্শন, বীর্য্য, সুখ ইহারা জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও বাধিত হয়; আর চারিটি অঘাতিক-কর্ম্ম, ইহারা পুণ্যবিশেষস্বরূপ, যাহাদের দ্বারা দেহসংস্থান (গঠন), তাহাতে অভিমান, তজ্জনিত সুখদুঃখ, অপেক্ষা ও উপেক্ষা নিষ্পন্ন হয়। জৈনশাস্ত্র বিহিত সাধনানুষ্ঠান দ্বারা উক্ত কর্ম্মাষ্টক হইতে বিমুক্তি লাভ হইয়া স্বাভাবিক আত্মস্বরূপ প্রকাশ পাইলে জীবের সর্ব্বদা ঊর্দ্ধগতি লাভ হয় অথবা অলোক আকাশে স্থিতি হয়, ইহাকে মুক্তি বলা হয়। সম্যক্‌জ্ঞান, সম্যক্‌দর্শন ও সচ্চারিত্র্য নামক রত্নতিনটি ঐ মুক্তিলাভের সাধন। এই সমস্ত পদার্থগুলিকে সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের দ্বারা জৈনগণ স্থাপন করেন। সপ্তভঙ্গী ন্যায় যথা—'স্যাৎঅস্তি' কোনপ্রকারে আছে—এই বিবক্ষা হয় তবে প্রথমভঙ্গ (১), 'স্যান্নাস্তি' কোনরূপে অসত্ত্ববিবক্ষা থাকে, তবে ইহা দ্বিতীয় ভঙ্গ (২), 'স্যাদবক্তব্যঃ' কোনরূপে ভাষায় প্রকাশ্য নহে, ইহা অবক্তব্য নামক তৃতীয়ভঙ্গ (৩), 'স্যাদস্তি চ নাস্তিচ' একসঙ্গে সত্তা ও অসত্তা উভয়ের বিবক্ষায় চতুর্থভঙ্গ (৪), 'স্যাদস্তিচাবক্তব্যশ্চ' কোনরূপে আছে কিন্তু বাক্যের অগোচর, ইহা পঞ্চম ভঙ্গ (৫), 'স্যান্নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ' কোনরূপে নাই এবং বাক্যের অবিষয়, ইহা ষষ্ঠভঙ্গ (৬), 'স্যাদস্তি চ নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ' কোন প্রকারে আছে, অথচ কোনরূপেই নাই, কিন্তু কোনরূপে বক্তব্য নহে, ইহা সপ্তমভঙ্গ (৭)।

এই কয়টি বাক্যান্তর্গত 'স্যাৎ' শব্দের অর্থ কোন প্রকার, ইহা একটি ঐ অর্থে অব্যয়। সপ্তভঙ্গী শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ঐ সাতটি ভঙ্গ অর্থাৎ নিয়মের ভঙ্গ—যাহাতে প্রতিপাদ্যরূপে আছে এই অর্থে সপ্তভঙ্গ শব্দের উত্তর ইনি প্রত্যয়। বিভিন্নবাদী অনুসারে বস্তুর সত্ত্ব (১) বস্তুর অসত্ত্ব (২) তাহার সত্ত্ব ও অসত্ত্ব উভয় (৩), সৎও নহে অসৎও নহে, তাহার বিপরীত ভাব (৪), সত্ত্ব থাকিয়া তাহার বৈপরীত্য (৫) অসত্ত্ব থাকিয়া তাহার বৈপরীত্য (৬), সত্ত্ব, অসত্ত্ব উভয় থাকিতে তাহার বৈপরীত্য (৭) পদার্থ-বিষয়ক এই সাত প্রকার নিয়ম হয়, তাহার ভঙ্গের জন্য এই ন্যায়। এই ন্যায় সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেহেতু সকল পদার্থেরই সত্ত্ব, অসত্ত্ব, নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব, ভিন্নত্ব, অভিন্নত্ব প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বারা ব্যভিচার থাকিবেই। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছি—যদি বাস্তবিক বস্তুর সত্তাই হয় তবে সকল সময়, সকল স্থানে, সর্ব্বপ্রকারে তাহা থাকিবেই। তাহার পাইবার ইচ্ছা বশতঃ কোনরূপে, কোন সময়ে, কোন স্থানে কেহ প্রবৃত্তিমান্ হইবে না অর্থাৎ চেষ্টা করিবে না, আর কোন বস্তুর পরিহারের ইচ্ছায় কোনরূপেই কোনসময়েই, কোনও স্থানেই, কেহই নিবৃত্তির চেষ্টা করিবে না, যেহেতু যাহা প্রাপ্ত, তাহা আর চেষ্টা দ্বারা প্রাপ্ত হয় না এবং যাহা স্বতঃই হেয়, তাহার আর প্রয়াস করিয়া হানি করিতে হয় না, হেয়ের হানি অসম্ভব। আর যদি একান্তভাবে বস্তু অসৎ হয়, তবে কোন রকমে কোন সময়ে কোনও স্থানে কোন বস্তুর সত্তা থাকিলে তবে তাহার পরিহার ও উপাদান (গ্রহণ) সম্ভব হয় এজন্য পুরুষের প্রবৃত্তি (চেষ্টা) ও নিবৃত্তি যুক্তিযুক্ত হয়। জৈন মতে সমস্ত বস্তুই দ্রব্য বা তাহার পর্য্যায় অর্থাৎ অবস্থাবিশেষ স্বরূপ। তন্মধ্যে বস্তুর দ্রব্যস্বরূপে সত্তা প্রভৃতি যুক্তিযুক্ত, কিন্তু অবস্থাস্বরূপে অসত্তা প্রভৃতি হইবেই। পর্য্যায় শব্দের অর্থ—দ্রব্যের অবস্থাবিশেষ, যেমন সুবর্ণদ্রব্য, কটককুণ্ডলাদি তাহার পর্য্যায়। কুণ্ডলাবস্থায় দ্রব্যরূপে সুবর্ণ সত্তাবান্ কিন্তু কটকাবস্থায় উহা অসৎ; এইরূপ অন্যত্র জানিবে। কাজেই সকল দ্রব্যেরই ভাব ও অভাবরূপতাহেতু সত্ত্ব ও অসত্ত্বের যৌক্তিকতা। অতঃপর এই জৈনমতে সন্দেহ হইতেছে—আর্হত মত সিদ্ধ (জৈন মতসিদ্ধ) জীব, অজীব প্রভৃতি পদার্থ—যথোক্তভাবে যুক্তিসিদ্ধ কিনা? পূর্ব্বপক্ষী তাহাতে বলেন সপ্তভঙ্গী ন্যায় যখন উহার সাধকরূপে বর্ত্তমান তখন উহা

যুক্তিসঙ্গতই বলিতে হইবে। সূত্রকার এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেতি। বৌদ্ধমতনিরাসানন্তরং বৌদ্ধো মুক্তকচ্ছঃ জৈনস্তু বিবস্ত্র ইতি তয়োঃ পৌর্ব্বোত্তর্য্যেণ দূষণং যুক্তমিতি ধীসন্নিধিলক্ষ্যয়া সঙ্গত্যা প্রবৃত্তিঃ। মা ভূৎ প্রতারকেণ বৌদ্ধসিদ্ধান্তেন সমন্বয়ে বিরোধো জৈনসিদ্ধান্তেন তু স তস্মিন্নস্তু। তস্য ঋষভভগবদনুযায়িনার্হতোপদিষ্টত্বাৎ। অহিংসাদের্ভাদ্রপদীয়োগ্রব্রতস্য চ যোগেন প্রামাণিকত্বপ্রতীতেশ্চেতি প্রাগ্বদাক্ষেপঃ। জৈনসিদ্ধান্তোঽত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি বীক্ষায়াং প্রমাণমূলত্বং তস্য বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি তে মন্যন্তে ইত্যাদিনা। পদার্থো দ্বিবিধ ইত্যাদিকং জগদিত্যন্তং বিস্ফুটার্থম্। তেষু চেতি। অণুভিন্নানি পরমাণুপুদ্গলকালেতরাণি জীবধর্ম্মাধর্ম্মসঙ্ঘাতপুদ্গলাকাশানীত্যর্থঃ। বোধ্যানিতি। তদ্‌বোধে হি হেয়োপাদেয়তা সিধ্যতীতি ভাবঃ। তেষ্বিতি। প্রাগুক্তশ্চেতনঃ সাবয়বঃ কায়পরিমিতশ্চেত্যেবং পূর্ব্বং কথিতঃ। স্বশাস্ত্রোক্তেতি জৈনগ্রন্থ ইত্যর্থঃ। সম্যগিতি। সম্যক্ জ্ঞানং সম্যক্ দর্শনং সম্যক্ চারিত্র্যম্। রাগদ্বেষশূন্যতয়া পদার্থানামবলোকনং সম্যক্ দর্শনম্। আত্মানাত্মবিবেকেন পদার্থানামবগমঃ সম্যক্ জ্ঞানং। ফলনৈরপেক্ষ্যেণ কর্ম্মণামঘাতিনামনুষ্ঠানং সম্যক্ চারিত্র্যমিতি রত্নত্রয়ং মুক্তিসাধনঞ্চেতি রত্নবদুপাদেয়মিত্যর্থঃ। সপ্তভঙ্গিনা ন্যায়েনেতি। ন্যায়ো যুক্তিঃ। কেচিদেনং ন্যায়মেবং ব্যাচক্ষতে। বস্তুনঃ সত্ত্ববিবক্ষায়াং প্রথমো ভঙ্গঃ কথঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ। অসত্ত্ববিবক্ষায়াং দ্বিতীয়ঃ। ক্রমাদুভয়বিবক্ষায়াং তৃতীয়ঃ। যুগপদুভয়বিবক্ষায়াং সত্ত্বাসত্ত্বয়োর্যুগপদ্বক্তুমশক্যত্বাৎ চতুর্থঃ। আদ্যচতুর্থয়োঃ ক্রমেণ বাঞ্ছায়াং পঞ্চমঃ। দ্বিতীয়চতুর্থয়োর্বিবক্ষায়াং ষষ্ঠঃ। আদ্যদ্বিতীয়চতুর্থানাং বাঞ্ছায়াং সপ্তম ইতি। এবমেকত্বাদিবিরুদ্ধাদ্বয়মাদায়ৈষ ন্যায়ো যোজ্য ইতি। ন্যায়নিরস্যানি বাদিনাং সপ্ত মতানি দর্শয়তি সত্ত্বমিত্যাদিনা। যদীতি। একান্ততো নির্ণীতস্বরূপতয়েত্যর্থঃ। ন তু দীপে সতি তৎপ্রাপ্তীচ্ছাতত্ত্যাগেচ্ছাভ্যামিত্যর্থঃ। অনেকান্তপক্ষে অনির্ণীতস্বরূপত্বপক্ষে। স্ফুটার্থমন্যৎ। তথাচ বস্তুমাত্রং সত্ত্বাদিধর্ম্মকমত একরসে ব্রহ্মণি সমন্বয়ো ন বা ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাখ্যাতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'অথ ইত্যাদি' অথ—বৌদ্ধমত

খণ্ডনের পর। বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও জৈনের প্রভেদ সামান্যই, বৌদ্ধগণ মুক্তকচ্ছ (কাছা খোলা) জৈনগণ দিগম্বর (বস্ত্রহীন নগ্ন), অতএব তাহাদের মতের পূর্ব্বাপরীভাবে খণ্ডন যুক্তিযুক্তই, এইহেতু উভয় মতের বুদ্ধিসান্নিধ্যরূপ সঙ্গতি দ্বারা প্রবৃত্তি হইয়াছে। জৈনরা আপত্তি করেন বেশ—প্রতারক বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের সহিত ব্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ না হউক, কিন্তু জৈন সিদ্ধান্তের সহিত সেই সমন্বয়ে বিরোধ হইবে ; কেননা, জৈন মত ভগবান্ ঋষভদেবের প্রদর্শিত মার্গানুসারী অর্হৎ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, অতএব উহার আপ্তবচনত্বরূপে প্রামাণ্য। অহিংসা প্রভৃতি তদীয় ধর্ম্ম ও ভাদ্রমাসে করণীয় উগ্র তপ্তমুদ্রা গ্রহণাদিব্রত তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় থাকায় তাঁহাদের মতের প্রামাণিকত্ব (অর্থাৎ বৈদিকত্ববশতঃ প্রামাণ্য) সিদ্ধই। এইরূপ পূর্ব্বাধিকরণের মত প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। এই অধিকরণেও পাঁচটি অঙ্গ আছে। তন্মধ্যে জৈন সিদ্ধান্ত—বিষয়, পরে তাহা প্রমাণসিদ্ধ ? অথবা ভ্রান্তিমূলক ? —এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষরূপে তাহার প্রমাণমূলকত্ব প্রতিপাদনের জন্য সেই মতের প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—'তে মন্যন্তে' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। পদার্থ দুই প্রকার ইত্যাদি হইতে 'তদাত্মকমিদং জগৎ' এই পর্য্যন্ত ভাষ্যগ্রন্থ সুস্পষ্ট অতএব ইহার অর্থ অনুল্লেখ্য। 'তেষু চ অণুভিন্নানি' ইত্যাদি অণুভিন্নানি অর্থাৎ পরমাণু-পুদ্গল ও কাল ভিন্ন জীব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়-শরীরসঙ্ঘাতাত্মক পুদ্গল ও আকাশ প্রভৃতি। 'মোক্ষোপযোগিতয়া বোধ্যান্ সপ্তপদার্থান্ ইতি' ইহাদের বোধের ফল জগতে কোন্‌টি হেয় (পরিত্যাজ্য), আর কোন্‌টি উপাদেয় (গ্রহণীয়) তাহার নিশ্চয় হয়,—ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। 'তেষু ইতি জীবঃ প্রাগুক্তঃ'—পূর্ব্বে বর্ণিত অর্থাৎ জীব চেতন, অবয়বী, শরীরপরিমাণ। 'স্বশাস্ত্রোক্তসাধনৈরিতি' স্বশাস্ত্রে—জৈন গ্রন্থে বর্ণিত সাধনগুলিদ্বারা। যথা—'সম্যগ্ জ্ঞানেত্যাদি'—সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ চারিত্র্য—তন্মধ্যে রাগ, দ্বেষ ছাড়িয়া সমস্ত পদার্থকে তত্ত্ব বুদ্ধিতে দর্শন করার নাম সম্যক্ দর্শন। কোন্‌টি আত্মা, কোন্‌টি অনাত্মা, কি তাহাদের প্রভেদবোধে পদার্থের অবগতি সম্যকজ্ঞান-শব্দবাচ্য। ফল কামনা না করিয়া অর্থাৎ নিষ্কামভাবে অঘাতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান—ইহাই সম্যক্ চারিত্র্য-শব্দে বোধ্য। এই তিনটি উৎকৃষ্ট বস্তু (রত্নত্রয়) এবং ইহারা মুক্তির সাধন অতএব ইহা রত্নের মত সংগ্রাহ্য,—ইহাই তাৎপর্য্য। 'সপ্তভঙ্গিন্যায়েন'

ইত্যাদি—ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি। কোন কোনও ব্যাখ্যা কর্ত্তা এই ন্যায়কে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, যথা—বস্তুর সত্ত্ব-বিবক্ষায় প্রথমভঙ্গ 'স্যাদস্তি' অর্থাৎ কোন প্রকারে আছে, বস্তুর অসত্ত্ব-বিবক্ষায় 'স্যান্নাস্তি' অর্থাৎ কোনরূপেই নাই, ইহা দ্বিতীয় ভঙ্গ। ক্রমানুসারে উভয়-বিবক্ষায় অর্থাৎ প্রথমে বস্তুর কথঞ্চিৎ সত্ত্ব, পরে কথঞ্চিৎ অসত্ত্ব এইরূপ বিবক্ষায় তৃতীয় ভঙ্গ ইহাই 'স্যাদবক্তব্যঃ'—এই ন্যায়।—'স্যাদস্তি চ নাস্তি চ' কোনরূপে আছে আবার কোন প্রকারেই নাই, এই এককালে বস্তুর সত্ত্বাসত্ত্ব বিবক্ষা করা অশক্যহেতু চতুর্থ ভঙ্গ। 'স্যাদস্তি' 'স্যাদস্তি চ নাস্তি চ' এই উভয়ের যথাক্রমে বিবক্ষা থাকিলে পঞ্চম ভঙ্গ। 'স্যান্নাস্তি' 'স্যাদস্তি চ নাস্তি চ' এই দুইটি ভঙ্গের বিবক্ষা থাকিলে ষষ্ঠ ভঙ্গ। 'স্যাদস্তি' 'স্যান্নাস্তি' 'স্যাদস্তি চ নাস্তি চ' এই যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ভঙ্গের বিবক্ষা থাকিলে সপ্তম ভঙ্গ। এই প্রকারে একত্বাদি বিরুদ্ধ অদ্বয়বাদ লইয়াই উক্ত সপ্তভঙ্গ-ন্যায় যোজনীয়। উক্ত সপ্তভঙ্গি-ন্যায় দ্বারা নিরসনীয় বাদীদিগের মত 'সত্ত্বম্ অসত্ত্বম্ সদসত্ত্বমিত্যাদি' গ্রন্থদ্বারা দেখাইতেছেন। 'তথাহি যদ্যেকান্ততো' ইত্যাদি—একান্ততঃ অর্থাৎ নির্ণীতস্বরূপ হওয়ায়। 'ন তদীপ্সা-জিহাসাভ্যাম্' ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য—দীপ থাকিলে তাহার প্রাপ্তির ইচ্ছা ও তাহার পরিত্যাগের ইচ্ছা দ্বারা। অনেকান্ত পক্ষে অর্থাৎ অনিশ্চিতস্বরূপ পক্ষে। এতদ্‌ভিন্ন অন্যান্য বাক্যের অর্থ সুবোধ্য। পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত এই—বস্তুমাত্রেরই সত্তা, অসত্তা, সদসত্তা প্রভৃতি ধর্ম্ম আছে, আর ব্রহ্ম একস্বভাব, তাঁহাতে সমন্বয় হইবে কিনা? এই আশঙ্কার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—

নৈকস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্

সূত্রম্—নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ—'ন'—না, তাহা হইতে পারে না অর্থাৎ জৈনোক্ত পদার্থগুলি সপ্তভঙ্গী ন্যায়ে স্বরূপলাভ করিতে পারে না, কারণ কি? 'একস্মিন্নসম্ভবাৎ', একস্মিন্ কোন একটি ধর্ম্মীতে (বস্তুতে) এক সঙ্গে এককালে সত্ত্ব, অসত্ত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নৈতে পদার্থাস্তেন ন্যায়েনাত্মানমুপলব্ধুং ক্ষমাঃ। কুতঃ? একস্মিন্নিতি। একস্মিন্ ধর্ম্মিণি যুগপৎ সত্ত্বাদিবিরুদ্ধ-ধর্ম্মসমাবেশাযোগাদেবেত্যর্থঃ। ন হ্যেকং বস্ত্বেকদা শৈত্যৌষ্ণ্যভাগ্-বীক্ষ্যতে ক্বাপি। কিঞ্চ অনেকান্তপক্ষে স্বর্গনরকমোক্ষাণাং মিথঃ সঙ্কীর্ণত্বাৎ স্বর্গায় নরকহানায় মোক্ষায় চ সাধনবিধির্ব্যর্থঃ স্যাৎ। এবং ঘটাদীনামপি তথাত্বাদুদকার্থী বহ্নিনা প্রবর্ত্তেত গৃহার্থী তু বায়ুনা। ন চ তত্র ভেদস্যাপি সত্ত্বাদুদকাদ্যর্থিনো বহ্ন্যাদিতো নিবৃত্তিরুপপদ্যেতেতি বাচ্যম্ অভেদস্যাপি সত্ত্বেন প্রবৃত্তেরপ্যাবশ্য-কত্বাৎ। অপি চ নির্দ্ধার্য্যাঃ পদার্থা নির্দ্ধারসাধনানি ভঙ্গা নির্দ্ধারকো জীবো নির্দ্ধারশ্চ তৎফলং, সর্ব্বমেতৎ স্যাদস্তীত্যাদিবিকল্পোপন্যাসেন সত্ত্বাসত্ত্বাদিধর্ম্মকতয়াঽনিশ্চিতবপুর্ভবেদিতি লূতাতন্তুবৎ ক্রুট্য-মানোঽসৌ ন্যায়ঃ। কিমস্য পরীক্ষয়া? ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জৈনরা যে সকল পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি সপ্তভঙ্গী-ন্যায়বলে স্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ নহে। কারণ কি? উত্তর—'একস্মিন্নিত্যাদি'—কোন একটি ঘটপটাদিধর্ম্মীতে (পদার্থে) এককালে সত্ত্ব, অসত্ত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, এই জন্যই। কথাটি এই—কোন একটি বস্তু যখন শীতল থাকে, তখন তাহা উষ্ণ হইতে কুত্রাপি দেখা যায় না। অতএব এককালে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দুইটির সমাবেশ হইতে পারে না। আর একটি দোষ সৎ কি অসৎ—ভাব কি অভাব এইরূপ স্বরূপের অনিশ্চয়তা থাকিলে স্বর্গ, নরক ও মুক্তির পরস্পর মিশ্রণহেতু স্বর্গের জন্য, কি নরকের নিবৃত্তির জন্য অথবা মুক্তির পথরূপে কোন সাধনেরই বিধান সার্থক নহে, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এইরূপ একত্র সত্ত্বাদির সমাবেশে ঘটাদিও সদসৎস্বরূপ হইয়া পড়িবে, তাহাতে ক্ষতি এই—লোকে জল আনিবার প্রয়োজনে অগ্নি আনিবে, গৃহের প্রয়োজনে বায়ুতে চেষ্টা করিবে, যেহেতু সর্ব্বত্রই অনিশ্চয়। যদি বল, তাহা হইবে কেন? ঘট ও বহ্নির ভেদ যখন আছে, তখন জলার্থী ব্যক্তির বহ্নি প্রভৃতি হইতে নিবৃত্তি হইবেই, ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু ভেদের মত অভেদও তো আছে, অতএব

ঘট ও বহ্নির অভেদবশতঃ বহ্নিতে প্রবৃত্তির আপত্তি সঙ্গতই হইবে। আরও একটি কথা নির্ধারণীয় পদার্থ সমুদায়, নির্ধারণ করিবার উপায়গুলি, সপ্তভঙ্গ, নির্ধারণকারী জীব এবং নির্ধারণরূপ ফল অর্থাৎ প্রমেয়, প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমিতি, যুক্তি এগুলি সমস্ত 'স্যাৎঅস্তি' কোনরূপে আছে, আবার 'স্যান্নাস্তি' কোনরূপে নাই ইত্যাদি বিরুদ্ধ দুই দুই পক্ষের উপন্যাস দ্বারা প্রদর্শিত সত্তা ও অসত্তা ধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়ায় অনিশ্চিতস্বরূপই হইতেছে সুতরাং ঊর্ণনাভের সূত্রের মত অতি ছিত্বর অর্থাৎ অতীব ভঙ্গশীল ঐ ন্যায়, তবে আর তাহার পরীক্ষায় প্রয়োজন কি ? ॥ ৩৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নৈকস্মিন্নিতি। একস্মিন্ পরমার্থরূপবস্তুনি সত্ত্বাসত্ত্বাদি-মিথোবিরুদ্ধধর্ম্মযোগাদনেকরূপং তদিত্যর্থঃ। যদস্তি তদস্ত্যেব ন তু নাস্তি। যন্নাস্তি তন্নাস্ত্যেব ন ত্বস্তি। যন্নিত্যং তন্নিত্যমিতি সর্ব্বাভ্যুপগতমনুভূতঞ্চেদম্। তন্মতেঽপি প্রপঞ্চস্য বস্তুভূতত্বাৎ নানেকরূপত্বম্। একস্মিন্নিতি দেবদত্তাদৌ ঘটাদৌ বৈকবস্তুনীত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। সঙ্কীর্ণত্বাৎ মিশ্রিতত্বাৎ। তথাত্বান্মিথো মিশ্রিতত্বাৎ। বহ্নিনেতি। বহ্নৌ ঘটোঽপি কথঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ। বায়ুনেতি। বায়াবপি কাষ্ঠেষ্টকাদি কথঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ। ন চ তত্রেতি। বহ্নৌ কথঞ্চিদ্-ঘটভেদোঽস্তি বায়ৌ চ কাষ্ঠাদিভেদ ইত্যর্থঃ। অভেদস্যাপীতি। বহ্নৌ ঘটাভেদঃ কথঞ্চিদস্তি বায়ৌ চ কাষ্ঠাদ্যভেদ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকানুবাদ—'নৈকস্মিন্নিত্যাদি' সূত্রের টীকা—একস্মিন্—পরমার্থতঃ একস্বরূপ বস্তুতে সত্ত্ব, অসত্ত্ব প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মযোগে উহা অনেকরূপ হয়, এই অর্থ। কথাটি এই—যাহা আছে অর্থাৎ সৎস্বরূপ তাহা সৎস্বরূপই থাকিবে, তাহা নাই হইতে পারে না। আবার যাহা নাই অর্থাৎ অসৎ-স্বরূপ, তাহা নাই-ই অসৎস্বরূপই, তাহা আছে ইহা আর হয় না। যাহা নিত্য তাহা চিরদিনই নিত্য, ইহা সকলেরই স্বীকৃত এবং অনুভূত। তাহাদের (জৈনদের) মতেও জগৎ প্রপঞ্চ বস্তুভূত, তাহা অনেকরূপ হইতে পারে না। 'একস্মিন্ ধর্ম্মিণি' ইত্যাদি দেবদত্তাদি একই ব্যক্তিতে অথবা ঘট প্রভৃতি একই পদার্থে বিরুদ্ধ নানা ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, ইহাই অর্থ। 'কিঞ্চ অনেকান্ত-পক্ষে' ইত্যাদি 'মিথঃ সঙ্কীর্ণত্বাৎ' স্বর্গ, নরক, মুক্তির পরস্পর মিশ্রণহেতু। 'ঘটাদীনামপি তথাত্বাৎ'—ঘটাদি পদার্থেরও পরস্পর মিশ্রণহেতু। 'বহ্নিনা প্রবর্ত্তেতেতি' তাহার অর্থ—বহ্নিতেও ঘট কোন প্রকারে অর্থাৎ অভেদবাদে

আছে। 'গৃহার্থী তু বায়ুনা' ইতি—তাহার তাৎপর্য্য—বায়ুর মধ্যে গৃহোপকরণ ইট, কাঠ প্রভৃতিও কোনওরূপে আছে। 'ন চ তত্র ভেদস্যাপি সত্ত্বাৎ' ইতি—অর্থাৎ কোনওরূপে অগ্নিতে ঘটভেদ আছে, বায়ুতেও কাষ্ঠ প্রভৃতির ভেদ আছে। 'অভেদস্যাপি সত্ত্বেন' ইতি—অর্থাৎ বহ্নিতে ঘটের অভেদ এক প্রকারে আছে, বায়ুতেও কাষ্ঠ ইষ্টক প্রভৃতির অভেদ কোনও প্রকারে আছে ॥ ৩৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে জৈনমতাবলম্বিগণের মতের দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে। জৈনমতে পদার্থ দুই প্রকার। জীব ও অজীব এই দুয়ের মধ্যে জীব সচেতন, দেহপরিমাণ এবং অবয়ব-সহিত। অজীব পাঁচ প্রকার যথাঃ—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, কাল ও আকাশ। উহাদের মতে জীবের মুক্তিমার্গোপযোগী সপ্ত পদার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ঐ সাত প্রকার পদার্থ যথা—জীব, অজীব, আস্রব, নির্জর, সম্বর, বন্ধ ও মুক্তি। জৈনগণ সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের দ্বারা সমস্ত পদার্থ স্থাপন করেন। সেই সপ্তভঙ্গী ন্যায় যথা—(১) যদি থাকে, তবে আছে ; (২) যদি না থাকে তবে নাই ; (৩) যদি কোন মতে থাকে, তাহা হইলে তাহা অবক্তব্য ; (৪) যদি কোন প্রকারে থাকে, তাহা হইলে আছে কিংবা নাই, (একসঙ্গে সত্তা ও অসত্তা) (৫) যদি কোন মতে থাকে, তাহা হইলে আছে, কিন্তু তাহা আবার বাক্যের অগোচর ; (৬) যদি কোন মতে না থাকে, তবে উহা নাই এবং বাক্যের অবিষয় ; (৭) কোনরূপে আছে, তবে আছে, যদি কোন মতে নাই, তবে নাই, কিন্তু কোনরূপে বক্তব্য নহে। এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণন ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে, এই জৈনমতসিদ্ধ জীবাদি পদার্থ যুক্তিসিদ্ধ কি না ? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, তাহা হইতে পারে না। কোন একটি বস্তুতে এককালীন একসঙ্গে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে না। যেমন এক বস্তুতে এক সময়ে শীত ও উষ্ণ উভয় থাকিতে পারে না। আবার অনিশ্চিত সত্ত্ব বা অসত্ত্ব পক্ষেও স্বর্গ, নরক ও মুক্তির পরস্পর সংমিশ্রণহেতু স্বর্গের উদ্দেশ্যে, কিংবা নরকের নিবৃত্তিরূপে অথবা মুক্তির নিমিত্ত কোন সাধনের বিধানই সার্থক হয় না, সবই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আর উহাদের মতে সপ্তভঙ্গী ন্যায়াবলম্বনে উভয় পক্ষের উপন্যাসের দ্বারা পদার্থ সমূহ সত্তা ও অসত্তা-ধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়ায় উহা অনিশ্চিতই

হইতেছে। অতএব উর্ণনাভের সূত্রের ন্যায় ঐ সপ্তভঙ্গী-ন্যায় আপনা হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, উহার পরীক্ষারই আবশ্যকতা দেখা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যদ্যন্নিরুক্তং বচসা নিরূপিতং
ধিয়াক্ষভির্ব্বা মনসোত যস্য।
মাভূৎ স্বরূপং গুণরূপং হি তত্তৎ
স বৈ গুণাপায়বিসর্গলক্ষণঃ॥
যস্মিন্ যতো যেন চ যস্য যস্মৈ
যদ্ যো যথা কুরুতে কার্য্যতে চ।
পরাবরেষাং পরমং প্রাক্ প্রসিদ্ধং
তদ্ব্রহ্ম তদ্ধেতুরনন্যদেকম্॥" (ভাঃ ৬।৪।২৯-৩০)॥ ৩৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাত্মনো দেহপরিমাণত্বং প্রত্যাচষ্টে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর জৈনসম্মত আত্মার দেহসম পরিমাণত্ব খণ্ডন করিতেছেন—

সূত্রম্—এবং চাত্মাকার্ৎস্ন্যম্॥ ৩৪॥

সূত্রার্থ—'এবং'—এই প্রকার অর্থাৎ যেমন একধর্ম্মীতে সত্ত্ব, অসত্ত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশে দোষ হইতেছে, সেইরূপ 'আত্মাকার্ৎস্ন্যম্' আত্মারও পর্য্যাপ্তি অর্থাৎ পূর্ণতার অভাব হইয়া পড়ে॥ ৩৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যথৈকস্মিন্ সত্ত্বাসত্ত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মযোগো দোষ এবমাত্মনোঽকার্ৎস্ন্যঞ্চ সঃ। তথাহি। দেহপরিমাণো। জীব ইতি মতম্। তস্য বালদেহপরিমিতস্য যুবাদিদেহে পর্য্যাপ্তির্ন স্যাৎ। মনুষ্যদেহ-পরিমিতস্য তস্যাদৃষ্টবিশেষলব্ধে করিশরীরে চ তথা সর্ব্বাঙ্গীণসুখদুঃ-খানুপলম্ভশ্চ পুনর্মশকদেহেঽসমাবেশশ্চেতি॥ ৩৪॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব —বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সম্বন্ধ দোষ, এই প্রকার দেহপরিমাণ আত্মা বলিলে

তাহার অসম্পূর্ণতারূপ দোষ হয়। কিরূপে? দেখাইতেছি—জৈনমতে দেহপরিমাণ বিশিষ্ট জীব, সেই জীবাত্মা বালকের দেহে থাকিয়া বালকদেহ-পরিমিত হইবে, যখন সেই জীবাত্মা যুবার দেহে উপনীত হইল, তখন তাহার সেই যুবকের দেহে পূর্ত্তি হইল না, যেহেতু ক্ষুদ্র পরিমাণের তদধিক বৃহৎ পরিমাণ বস্তুর মধ্যে ব্যাপ্তি হয় না অর্থাৎ কতকগুলি দেহাবয়ব আত্মশূন্য হইয়া পড়ে। এইরূপ মনুষ্যদেহ পরিমিত জীবাত্মা অদৃষ্টবিশেষবশতঃ হস্তি-শরীর প্রাপ্ত হইলে তাহাতেও সেই জীবাত্মার ব্যাপ্তি হইল না। তাহাতে ক্ষতি এই—সর্ব্বাঙ্গাবচ্ছেদে সুখদুঃখের উপলব্ধির অভাব ঘটিয়া পড়ে; যেহেতু আত্মাই সুখদুঃখ উপলব্ধি করে, শরীরের যে অংশে আত্মা নাই সেই অংশে সুখদুঃখাদি জন্মিলেও তাহার ভোগ না হউক, এই আপত্তি হয়। আবার মশকদেহ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যদেহপরিমাণ জীবাত্মার তথায় অবস্থিতির স্থান হইল না, এই আপত্তিও হয়॥ ৩৪॥

সূক্ষ্মা টীকা—যথেতি। পর্য্যাপ্তিরিতি। পূর্ণতা ন স্যাৎ কেচিৎ দেহাবয়বা নিরাত্মকাঃ স্যুরিতিভাবঃ। অসমাবেশশ্চেতি। কেচিদাত্মাবয়বা উর্দ্ধরিতাঃ স্যুঃ। তেন দেহপরিমিতত্বক্ষতিরিত্যাশয়ঃ॥ ৩৪॥

টীকানুবাদ—যথেত্যাদি ভাষ্য—পর্য্যাপ্তিঃ অর্থাৎ পূর্ণতা—সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্তি হইবে না। কথাটি এই—দেহের সকল অংশে আত্মা স্থিতিলাভ না করায় সেই সেই অংশগুলি আত্মশূন্য হইয়া পড়িবে। 'মশকাদিদেহে অসমাবেশশ্চ' ইতি—মশকদেহে মনুষ্যদেহপরিমাণ আত্মার অবয়বগুলি অবকাশহীন হইয়া পড়িবে। তাহাতে আত্মার দেহপরিমিতত্বের হানি ঘটিল—এই অভিপ্রায়॥ ৩৪॥

সিদ্ধান্তকণা—জৈনমতে যে আত্মার দেহপরিমাণত্ব বলা হইয়াছে, তাহাও খণ্ডন করা হইতেছে। সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, একই ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুতে যেমন সত্ত্ব ও অসত্ত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ দোষাবহ, সেইরূপ আত্মার অপর্য্যাপ্তিও দোষযুক্ত। জীবাত্মাকে শরীর-পরিমিত বলিলে বালকদেহ-পরিমিত জীবের যুবাদি-শরীরে পর্য্যাপ্তি ঘটে না। মানব পরিমিত জীব হস্তিদেহ প্রাপ্ত হইলে তাহার তথায় সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ-দুঃখের উপলব্ধি হয় না, আবার মশকাদির দেহে সমাবেশের অভাব ঘটে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।
সর্ব্বত্র শশ্বদনপায়্যুপলব্ধিমাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥" (ভাঃ ১১।৩।৩৮)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই—"আত্মা শুদ্ধজীবো ন জজান ন জাত ইত্যাদ্যো বিকারো নিষিদ্ধঃ, ন মরিষ্যতীত্যন্ত্যঃষষ্ঠঃ। জন্মাভাবাদেব তদনন্তরাস্তিতালক্ষণোঽপি বিকারো দ্বিতীয়ঃ। নৈধতে ন বর্দ্ধত ইতি তৃতীয়ঃ। বৃদ্ধ্যভাবাদেব পরিণামোঽপি চতুর্থঃ। ন ক্ষীয়ত ইত্যপক্ষয় ইতি পঞ্চমঃ। হি যস্মাদ্ব্যভিচারিণামাগমাপায়িনাং বালযুবাদিদেহানাং দেবমনুষ্যাদিদেহানাং বা সবনবিৎ তত্তৎকালদ্রষ্টা, ন হ্যবস্থাবতাং দ্রষ্টা তদবস্থো ভবতীতি ভাবঃ ॥" ॥৩৪॥

সূত্রম্—ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ—জীবের অনন্ত অবয়ব, সুতরাং বালক বা যুবাদি যে দেহই প্রাপ্ত হউক অথবা হস্তী-অশ্বাদি যে দেহই গ্রহণ করুক 'পর্য্যায়' অর্থাৎ ক্রমানুসারে অবয়বের অপগম, অপচয় ও উপচয়বশতঃ সেই সেই দেহপরিমাণ-অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই যদি বল, তাহা সঙ্গত হইবে না, যেহেতু, 'বিকারাদিভ্যঃ' তাহা হইলে জীবের বিকার হইল এবং অনিত্যতাও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল, তদ্‌ভিন্ন কৃত কর্ম্মের হানি ও অকৃত কর্ম্মের আগম দোষও জন্মে, সুতরাং ঐ উক্তি অসার ॥ ৩৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নন্বনন্তাবয়বস্য জীবস্য বালযুবাদিদেহান্ করিতুরগাদিদেহান্ বা ভজতঃ ক্রমাদবয়বাপগমোপগমাভ্যাং বৈপরীত্যেন চ তত্তদ্দেহপরিমিতত্বমবিরুদ্ধমিতি চেন্ন। কুতঃ ? বিকারাদিভ্যঃ। তথা সতি জীবে বিকারানিত্যতাপ্রসঙ্গাৎ। কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমাভ্যাঞ্চেতি যৎকিঞ্চিদেতৎ। যত্তু মুক্তিকালিকেন দেহাঘটিতেন নিত্যেন পরিমাণেন বিশিষ্টে জীবে ন বিকারাদিরিতি বদন্তি তচ্চ মন্দম্। তস্য জন্যত্বাজন্যত্বসত্ত্বাসত্ত্বাদিবিকল্পৈঃ স্থৈর্য্যাসম্ভবাৎ ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বেশ, উক্ত আপত্তির সমাধান এইরূপে হইতে পারে, যেহেতু জীব অনন্ত অবয়বসম্পন্ন, সেই জীব যদি বালক-যুবাদি শরীর গ্রহণও করে অথবা হস্তী-অশ্বাদিদেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও যুবাদি শরীর-গ্রহণস্থলে পূর্ব্বশরীরের অবয়ব নাশ এবং যৌবন শরীরে অবয়বের উপচয় দ্বারা, করিতুরগাদি শরীর-গ্রহণস্থলে অবয়বের বৃদ্ধি ও পূর্ব্বদেহের অবয়ব নাশ দ্বারা সেই সেই ধৃতদেহ-পরিমাণ অক্ষুণ্ণই আছে, এই যদি বল, তাহা নহে। কি জন্য ? তাহা বলিতেছি—'বিকারাদিভ্যঃ' অর্থাৎ ঐরূপ অবয়বের অপগম, উপচয় প্রভৃতি স্বীকার করিলে জীবাত্মার সবিকারত্ব হইয়া পড়ে এবং অনিত্যতা স্বীকার করিতে হয়। তদ্‌ভিন্ন পূর্ব্বশরীরে কৃতকর্ম্মের নাশ ও পরশরীরে অকৃত কর্ম্মের আপত্তিও হয়। সুতরাং ঐ সমাধান অসার। আর যে কেহ কেহ বলেন—মুক্তিকালে জীবের পরিমাণ দেহাঘটিত সুতরাং নিত্য (উপচয়-অপগমরহিত), তদ্বিশিষ্ট জীবে বিকারাদি হয় না, এই মতও হেয় ; যেহেতু মুক্তিকালিক পরিমাণকে জন্য স্বীকার করিলে তাহার স্থিরত্ব বলিতে পারা যাইবে না, আবার অজন্যত্ব বলা যায় না, কারণ তৎপরিমাণ-বিশিষ্ট দেহ আসিল কোথা হইতে ? এইরূপ ঐ পরিমাণ সৎ কি অসৎ, এই উভয়প্রকার-মধ্যে কোনটিই সঙ্গত হয় না ; অতএব স্থির-পরিমাণ অসঙ্গত ॥ ৩৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আশক্য সমাধত্তে ন চেতি। বৈপরীত্যেন চেতি। অবয়বোপগমাপগমাভ্যাঞ্চেত্যর্থঃ। কৃতেত্যাদি পঞ্চম্যন্তম্। যেন পুংসা কর্ম্ম কৃতং তস্য বিনাশে তৎকর্ম্মণস্তত্র হানিঃ তৎ কর্ম্ম যত্র ফলমর্পয়েৎ তস্যাকৃতং কর্ম্মাভ্যাগতমিত্যর্থঃ। তস্যেতি। তস্য মুক্তিকালিকপরিমাণস্য কথঞ্চিজ্জন্যত্বাঙ্গীকারে স্থৈর্য্যং সম্ভাবয়িতুং ন শক্যং ভবতেত্যর্থঃ। কিঞ্চ মুক্তিকালিকং পরিমাণং পরমাণুরূপং বিভুরূপং বেতি ন শক্যং নির্ণেতুং তৎপ্রমাপকদেহাভাবাৎ। ততশ্চ তস্যাপ্যনবস্থিতিরিতি ॥ ৩৫ ॥

টীকানুবাদ—সূত্রকার আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাকরণ করিতেছেন—'ন চ পর্য্যায়াদিত্যাদি' সূত্র দ্বারা। ভাষ্যস্থ 'বৈপরীত্যেন চ' ইতি অর্থাৎ অবয়বের উপগম ও পূর্ব্বাবয়বের অপগম এই দুইটি দ্বারা। 'কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমাভ্যাঞ্চ' এই পদটি পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত। ইহার তাৎপর্য্য—যে পুরুষ কর্ম্ম করিয়াছে সেই পুরুষের বিনাশ হইলে সেই পুরুষকৃত কর্ম্মের তাহাতে

বিনাশ হইল। সেই কর্ম্ম যে পুরুষে ফল জন্মাইবে তাহার সেই অকৃতকর্ম্ম তথায় আসিল। 'তস্য জন্যত্বাজন্যত্বেত্যাদি' তস্য—অর্থাৎ মুক্তিকালীন দেহ পরিমাণের কোনরূপে জন্যত্ব কি অজন্যত্ব স্বীকার করিলে জীবের স্থিরত্ব কল্পনা করিতে আপনি পারিবেন না। আর এক কথা—মুক্তিকালে জীবের পরিমাণ পরমাণুস্বরূপ অথবা বিভুস্বরূপ ইহাও নির্ণয় করিতে পারা যাইবে না, কারণ পরিমাণসম্পন্ন দেহ তখন নাই। অতএব ইহাও অব্যবস্থা ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রেও সূত্রকার বলিতেছেন যে, জীবের অনন্ত অবয়ব স্বীকার পূর্ব্বক বালক ও যুবাদি শরীর কিংবা হস্তী-অশ্বাদির শরীর, যাহাই গ্রহণ করুক, পর্য্যায়ক্রমে অবয়বের অপগম, উপগম অর্থাৎ অপচয় ও উপচয়রূপ বৈপরীত্য দ্বারা সেই সেই দেহপরিমিতত্বের সামঞ্জস্য জ্ঞান করা অর্থাৎ আত্মা পর্য্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয়, ইহা বলা সঙ্গত হয় না বা ইহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিরোধের পরিহারও হয় না। কারণ তাহা হইলে আত্মার বিকারশীলতা ও অনিত্যতা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তদ্ব্যতীত পূর্ব্বশরীরে কৃতকর্ম্মের নাশ ও পরশরীরে অকৃত কর্ম্মের আগম এই আপত্তিও আসে। সুতরাং এই মত অসার।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্ববিৎ পরঃ।
ধত্তেহসাবাত্মনো লিঙ্গং মায়য়া বিসৃজন্ গুণান্ ॥" (ভাঃ ৭।২।২২)

অর্থাৎ আত্মার মৃত্যু নাই, উহা নিত্য। অপক্ষয়শূন্য, নির্ম্মল, সর্ব্বগত, সর্ব্বজ্ঞ এবং দেহাদি হইতে ভিন্ন, আত্মা স্বীয় অবিদ্যা-দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরে সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করে।

আরও পাই,—

"জন্মাদয়স্তু দেহস্য বিক্রিয়া নাত্মনঃ কচিৎ।
কলানামিব নৈবেন্দোর্মৃতির্হ্যস্য কুহূরিব ॥"
(ভাঃ ১০।৫৪।৪৭) ॥ ৩৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ জৈনাভিমতাং মুক্তিং দূষয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর জৈনাভিমত মুক্তিতে দোষারোপ করিতেছেন—

সূত্রম্—অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষাৎ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ—জীবের অন্তকালীন অবস্থিতি ও জৈনোক্ত মোক্ষাবস্থা অভিন্ন, উভয়ের কোনও প্রভেদ নাই অর্থাৎ সংসারী অবস্থা হইতে কোনও বিশেষত্ব নাই অতএব ঐ জৈনসিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ নহে; কিরূপে অবিশেষ? 'উভয়নিত্যত্বাৎ' যেহেতু উভয়ই নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা উর্দ্ধগতি ও লোকশূন্য আকাশে নিরাশ্রয়ভাবে স্থিতিকে তোমরা মুক্তি বলিয়াছ এবং ঐ দুইটিকে মুক্তি স্বরূপহেতু নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছ ॥ ৩৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ন চেত্যনুবর্ত্ততে। অন্ত্যাবস্থিতের্মোক্ষাবস্থায়াশ্চাবিশেষাৎ। সংসারাবস্থাতো বিশেষাভাবান্ন যুক্তো জৈন-সিদ্ধান্তঃ। অবিশেষঃ কুতঃ? উভয়েতি। সদোর্দ্ধগতিরলোকাকাশ-স্থিতিশ্চ মুক্তিরুক্তা তয়োরুভয়োর্মুক্তিত্বেন নিত্যত্বাঙ্গীকারাৎ। ন হি সদোর্দ্ধং গচ্ছন্নিরাশ্রয়তয়া বা তিষ্ঠন্ কশ্চিৎ সুখী ভবতি। ন চ সদেহস্য তথাত্বং দুঃখায় ন তু নির্দেহস্যেতি বাচ্যম্। তদাবয়বস্য চ দেহবন্তারবত্ত্বাৎ। ন চ সা সা চ নিত্যেতি শক্যং বক্তুং ক্রিয়াত্বেন বিনাশধ্রৌব্যাৎ। তস্মাত্তুচ্ছমেতজ্জৈনমতং হাসপাটবমবগাহয়তি লোকানিতি। এতেন বিশ্বং সদসদ্ভিন্নম্ ঔপনিষদমপি ব্রহ্ম সর্ব্ব-শব্দাবাচ্যমিত্যাদিবিরুদ্ধং জল্পন্ জৈনসখো মায়ী চ দূষিতঃ ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রে 'ন চ' এইটির অনুবৃত্তি জানিবে। 'অন্ত্যাবস্থিতি' মৃত্যুকালীন অবস্থানও (জৈনোক্ত) মোক্ষাবস্থার কোনও প্রভেদ নাই অর্থাৎ সাংসারিক অবস্থা হইতে ভেদ না থাকায় জৈনদের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। কিসে অবিশেষ হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্বদা উর্দ্ধগতি ও লোকশূন্য আকাশে স্থিতি এই উভয়কে তোমরা মুক্তি বলিয়াছ, উহা মুক্তিস্বরূপ হওয়ায় সেই উভয়েরই নিত্যত্ব স্বীকৃত হওয়ায় উহা সঙ্গত হইতেছে না, যেহেতু উর্দ্ধে গমনকারী অথবা নিরাশ্রয়ভাবে স্থিতিকারী কেহই সুখী হয় না। যদি বল, দেহ লইয়া উর্দ্ধে গমন ও নিরালম্বন আকাশে স্থিতি দুঃখের কারণ হইতে পারে,

দেহহীনের তাহা দুঃখের কারণ হইবে কেন ? এ-কথাও বলিতে পার না, যেহেতু তৎকালে দেহ না থাকিলেও দেহাবয়বগুলি কথঞ্চিৎ থাকে, তাহা হইলে দেহের মত দেহাবয়বগুলি ভারভূত, সুতরাং তাহা লইয়া উর্দ্ধগতি ও শূন্যে-স্থিতি দুঃখের কারণ হইবেই। আর এক কথা—সেই উর্দ্ধগতি ও লোকশূন্য আকাশে স্থিতি—এ-গুলি নিত্য বলিতেও পার না, কারণ এই দুইটি ক্রিয়া-স্বরূপ, তাহা হইলে অবশ্য বিনাশশীল, অতএব জৈনসিদ্ধান্ত ভ্রমমূলক অতি-তুচ্ছ, কেবল লোকের হাস্যেরই কারণ। এতদ্দ্বারা বিশ্ব সৎও নহে অসৎও নহে, উভয়-ভিন্ন এবং উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মও সর্ব্ব শব্দের বাচ্য নহে ইত্যাদি বিরুদ্ধবাদী জৈনসখা (জৈনসদৃশ) মায়াবাদীর সিদ্ধান্তও খণ্ডিত হইল ।॥৩৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্ত্যাবস্থিতেরিতি। তথাত্বমিতি সদোর্দ্ধগমনং নিরা-শ্রয়ত্বেনাবস্থানঞ্চেত্যর্থঃ। তদা মুক্তাবপি দেহবদিত্যনেনাত্মাবয়বেষু কথঞ্চিৎ স্থৌল্যং গুরুত্বঞ্চাস্তি। দেহাবয়বাশ্চ কথঞ্চিৎ সন্তীত্যুক্তম্। ন চ সেতি। সা সদোর্দ্ধগতিঃ। সা ত্বলোকাকাশস্থিতিরিত্যর্থঃ। তথাচ ভ্রমমূলেন জৈন-সিদ্ধান্তেন ন শক্যঃ সমন্বয়ো নিরোদ্ধুমিতি। যত্তু ঋষভানুযায়িত্বাদি তস্যো-পাদেয়ত্বে কারণমুক্তং তত্র পূর্ব্ববদেব সমাধানম্। তচ্চ পীঠকাদবগন্তব্যম্ ॥৩৬॥

টীকানুবাদ—'অন্ত্যাবস্থিতেঃ' ইত্যাদি সূত্রে 'তথাত্বমিত্যাদি' ভাষ্য—ন চ সদেহস্য তথাত্বম্—দেহধারীর তথাস্বরূপ অর্থাৎ সদা উর্দ্ধগমন ও নিরাশ্রয়-ভাবে অবস্থান। তদা অর্থাৎ মুক্তিতেও, 'দেহবদ্‌ভারবত্ত্বাৎ' ইতি দেহবৎ এ-কথায় আত্মার অবয়বগুলিতে কিছু স্থূলতা ও ভারবত্তা আছে। যেহেতু তোমরাই বলিয়াছ—'দেহাবয়বগুলি কথঞ্চিৎ থাকে'। 'ন চ সা সা চেতি'—প্রথম 'সা' অর্থাৎ সদা উর্দ্ধগতি, দ্বিতীয় 'সা' অর্থাৎ লোকশূন্য আকাশে স্থিতি। অতএব সিদ্ধান্ত—এই ভ্রমমূলক জৈন সিদ্ধান্ত দ্বারা সমন্বয়ের বিরোধ করিতে পারা যায় না। তবে যে ঋষভদেবের মতানুসারিত্ব নিবন্ধন জৈন সম্প্রদায়ের উপাদেয়ত্ব বলা হইয়াছে, উহারও সমাধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত। সে সমাধান ভাষ্যপীঠক হইতে জ্ঞাতব্য ॥ ৩৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অনন্তর সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে জৈনগণের অভিমত মুক্তিতে দোষারোপ পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, উহাদিগের মুক্তিপ্রাপ্তি ও মৃত্যুকালীন সংসারাবস্থা একই প্রকার। উভয়াবস্থা নিত্য বলিয়া তন্মধ্যে কোন ইতর-বিশেষ দেখা যায় না। আর উহাদের মতে সর্ব্বদা উর্দ্ধগতি এবং অলোক-নামক

আকাশে নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থিতিতে কাহারও সুখী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ঐরূপ উর্দ্ধগতিকে নিত্যও বলা যায় না, কারণ কর্ম্মের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জৈনমত তুচ্ছ ও হাস্যাস্পদ। এতদ্দ্বারা জৈনসখা মায়া-বাদীও নিরস্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"জন্মাদ্যাঃ ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনঃ।
ফলানামিব বৃক্ষস্য কালেনেশ্বরমূর্ত্তিনা ॥
আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ ॥"
(ভাঃ ৭।৭।১৮-২০) ॥ ৩৬ ॥

পাশুপত, শৈব, গাণপত্য ও সৌরাদি মত খণ্ডন

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইদানীং পাশুপতাদিমতানি প্রত্যাখ্যাতি। তত্র পাশুপতা মন্যন্তে—কারণকার্য্যযোগবিধিদুঃখান্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ পশুপাশবিমোক্ষণায়েশ্বরেণ পশুপতিনোপদিষ্টাঃ। তত্র পশুপতিঃ নিমিত্তকারণং মহদাদি কার্য্যং ওঁঙ্কারপূর্ব্বকো ধ্যানাদির্যোগঃ ত্রিসবন-স্নানাদির্বিধিঃ দুঃখান্তো মোক্ষ ইতি। এবং গণপতির্দিনপতিশ্চেশ্বরো নিমিত্তকারণং তস্মাত্তস্মাচ্চ প্রকৃতিকালদ্বারা বিশ্বসৃষ্টিঃ তদুপাসনয়া তদন্তিকমুপাগতস্য জীবস্য দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তির্মোক্ষ ইতি গাণেশাঃ সৌরাশ্চাহুঃ। তত্র সংশয়ঃ। পাশুপতাদিসিদ্ধান্তো যুক্তো ন বেতি। ঘটাদিকর্ত্তৄণাং কুলালাদীনাং নিমিত্তত্বস্যৈব দর্শনাত্তদুক্তসাধনৈর্মোক্ষ-স্যাপি সম্ভবাদ্ যুক্ত ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে পাশুপত প্রভৃতি মত খণ্ডন করিতে-ছেন। তন্মধ্যে পাশুপত-মতাবলম্বিগণ মনে করেন—কারণ, কার্য্য, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত এই পাঁচ প্রকার পদার্থ আছে। ঈশ্বর পশুপতি পশুপদবাচ্য-

জীবগণের সংসারপাশ হইতে বিমুক্তির জন্য ঐগুলির উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে পশুপতি নিমিত্তকারণ, মহৎ প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতিতত্ত্ব কার্য্য, ওঙ্কার পূর্ব্বক ধ্যানাদির নাম যোগ। ত্রিসবনস্নানাদি বিধিপদবাচ্য, দুঃখান্ত মুক্তি-সংজ্ঞক। পশুপতির মত দিনপতি সূর্য্য, গণপতিও ঈশ্বর, ইঁহারাও নিমিত্ত কারণ। সেই পশুপতি, সূর্য্য ও গণেশ হইতে প্রকৃতি ও কালের সাহায্যে বিশ্বের সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের উপাসনা দ্বারা জীব সেই পশুপতি প্রভৃতি ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হয়, তাহাতে দুঃখের একান্ত নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইয়া থাকে; —ইহা গণপতির উপাসক ও সূর্য্যের উপাসকগণ বলিয়া থাকেন। ইহাই বিষয়, তাহাতে সংশয়—পাশুপত প্রভৃতি সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—হাঁ, ইহা যুক্তিযুক্ত, যেহেতু ঘটাদিকার্য্যে কুম্ভকারাদি নিমিত্তকারণ দেখা যায়, অতএব উহাঁরাও সেইরূপ নিমিত্তকারণ এবং তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট উপায় দ্বারা মুক্তিও সম্ভব। ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ইদানীমিতি। পাশুপতাঃ শৈবাঃ। আদিনা গাণেশাঃ সৌরাশ্চ বোধ্যাঃ। জৈননিরাসানন্তরং শৈবনিরাসস্তস্মাদপি তস্যাপকর্ষবোধার্থঃ। অঙ্গীকৃত্যাপি বেদং তদর্থানন্যথয়তীতি বেদার্থকদর্থনাৎ তস্যাধমত্বম্। মাস্তু নির্ম্মূলেন জৈন-সিদ্ধান্তেন বিরোধঃ সমন্বয়ে শৈবসিদ্ধান্তেন তু স তস্মিন্নস্তু। তস্যেশ্বরেণ শিবেনোপদেশাদিতি প্রাগ্‌বদাক্ষেপঃ। শৈব-সিদ্ধান্তোঽত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি বীক্ষায়াং প্রমাণমূলতাং তস্য বক্তুং তৎপ্রক্রিয়ামাহ তত্র পাশুপতা ইত্যাদিনা। পশুপতিঃ শিবঃ কপালী নিমিত্তং মহামায়া তু উপাদানমিতি জ্ঞেয়ম্। সা দেবতাঽস্যেতি পাশুপতাঃ। এবং গাণেশাঃ সৌরাশ্চেত্যত্র বোধ্যম্। সাঽস্য দেবতেতি সূত্রাদণ্। পশুপাশেতি। পশবো জীবাস্তেষাং পাশঃ সংসারবন্ধস্তস্মাৎ বিমোক্ষণায়েত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ইদানীমিত্যাদি—পাশুপত অর্থাৎ শৈব, আদি পদগ্রাহ্য গাণপত্য, সৌর-সম্প্রদায় জানিবে। জৈন-মত নিরাসের পর যে শৈবমত নিরাসের প্রস্তাব হইল, ইহার দ্বারা সূচিত হইল যে, জৈনমত হইতে শৈবমত দুর্ব্বল, অতএব তাহার অপকৃষ্টতা জ্ঞাতব্য। অপকর্ষের হেতু—যদিও শৈবগণ বেদ মানেন, তাহা হইলেও বেদার্থকে অন্যভাবে কল্পনা করায় বেদের কদর্থই করিয়াছেন; ইহাই অধমত্ব। আপত্তি হইতেছে, বেশ—অমূলক

জৈন সিদ্ধান্তের সহিত বৈদান্তিক সমন্বয়ে বিরোধ স্বীকৃত না হউক, কিন্তু বেদ-মূলক শৈব-সিদ্ধান্তের সহিত ঐ সমন্বয়ে বিরোধ হইতে পারে, যেহেতু শৈব-সিদ্ধান্ত ঈশ্বর শিব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট; অতএব নিঃসন্দেহ আপ্তত্ববশতঃ সর্ব্বথা প্রমাণ। এইরূপ আক্ষেপসঙ্গতি পূর্ব্ববৎ এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য। ইহার বিষয়—শৈব-সিদ্ধান্ত, তাহাতে সংশয়—ইহা প্রমাণমূলক অথবা ভ্রান্তিমূলক? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী তাহার প্রমাণমূলকতা প্রতিপাদনের জন্য শৈব-সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—'তত্র পাশুপতা' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। কপালধারী শিব পশুপতিশব্দবাচ্য তিনি জগৎসৃষ্টির নিমিত্তকারণ, মহামায়া উপাদান কারণ, ইহা উঁহাদের মত। 'সাঽস্য দেবতা' এই সূত্রে পশুপতি শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় দ্বারা পাশুপত-শব্দ সিদ্ধ। এইরূপ গাণেশ, সৌর-শব্দেও জ্ঞাতব্য। পশুপতি যাঁহাদের অভীষ্ট দেবতা তাঁহারা পাশুপত, গণেশ যাঁহাদের উপাস্য দেবতা তাঁহারা গাণেশ, সূর্য্য যাঁহাদের দেবতা তাঁহারা সৌর, সর্ব্বত্র 'সাঽস্য দেবতা' সূত্রে অণ্ প্রত্যয়। 'পশুপাশবিমোক্ষণায়েতি'—পশু শব্দের অর্থ জীবাত্মা, তাহাদের পাশ অর্থাৎ সংসারবন্ধন, তাহা হইতে বিমুক্তির জন্য।

পত্যুরসামঞ্জস্যাধিকরণম্

সূত্রম্—পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ—'পত্যুঃ'—পশুপতি, গণপতি বা দিনপতির সিদ্ধান্ত, ন উপযুজ্যতে সঙ্গত হইবে না, যেহেতু 'অসামঞ্জস্যাৎ'—সামঞ্জস্য থাকে না অর্থাৎ বেদের সহিত বিরোধ হয় ॥ ৩৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নেত্যনুবর্ত্ততে। পত্যুঃ সিদ্ধান্তো নোপযুজ্যতে। কুতঃ? অসামঞ্জস্যাৎ বেদবিরোধাৎ। বেদঃ খল্বেকস্যৈব নারায়ণস্য বিশ্বৈকহেতুতাং তদন্যস্য ব্রহ্মরুদ্রাদেস্তৎকার্য্যতামভিধত্তে তদর্পিত-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-জ্ঞানভক্তিহেতুকং মোক্ষঞ্চ। তথা হ্যথর্ব্বসু পঠ্যতে—তদাহুঃ—"একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নাগ্নী-ষোমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী সূর্য্যো ন চন্দ্রমাঃ নক্ষত্রাণি ন স একাকী ন

রমতে তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য যজ্ঞস্তোমমুচ্যতে তস্মিন্ পুরুষাশ্চতুর্দ্দশ জায়ন্তে। একা কন্যা দশেন্দ্রিয়াণি মন একাদশং তেজো দ্বাদশমহঙ্কা-রস্ত্রয়োদশঃ প্রাণশ্চতুর্দ্দশ আত্মা পঞ্চদশঃ বুদ্ধির্ভূতানি পঞ্চ তন্মাত্রাণি পঞ্চ মহাভূতানীত্যাদি। তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য ললাটাত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষো জায়তে বিভ্রচ্ছ্রিয়ং যজ্ঞঃ সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপো বৈরাগ্যমিত্যাদি। তত্র ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখোঽজায়তেত্যাদি চ।" তেষ্বেবান্যত্র। "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েত্যারভ্য নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ্রুদ্রো জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে নারায়ণাদেকা-দশ রুদ্রা জায়ন্তে নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা জায়ন্তে" ইত্যাদি। ঋক্ষু চ—"অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্। অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ। অহং জনায় সমদং কৃণোমি অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ" ইত্যাদি। অথ যজুঃষু "তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদি। "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত", "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি চ। স্মৃতয়োঽপি বেদানুসারিণ্যো-ঽসকৃদেতদর্থমাহুঃ। যে তু পশুপত্যাদয়ঃ শব্দাঃ স্ববাচ্যানাং সর্ব্বেশতাং সর্ব্বকারণতাং চ প্রকাশয়ন্তঃ ক্বচিদুপলভ্যন্তে তে কিল নারায়ণাত্মকতাদৃশস্ববাচ্যবাচিন এব স্যুরুক্তশ্রুত্যবিরোধাৎ। সমন্বয়লক্ষণনির্ণয়াচ্চেতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'ন' এই পদটি পূর্ব্ব হইতে অনুবৃত্ত আছে, ইহার যোগে সমুদায়ার্থ—পতিদের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। কি কারণে? 'অসামঞ্জস্যাৎ'—যেহেতু সামঞ্জস্যের অভাব হয় অর্থাৎ বেদের সহিত বিরোধ ঘটে। কারণ বেদ একমাত্র নারায়ণেরই বিশ্বের কারণতা, তদ্ভিন্ন ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতির নারায়ণের কার্য্যতা অভিধান করিতেছেন, এবং সেই নারায়ণের দ্বারা উপদিষ্ট বা ব্যবস্থাপিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি হইতে মুক্তির কথা বলিয়াছেন। সেইরূপ কথা অথর্ব্বোপনিষদ্গুলিতে পঠিত হয়। যথা

—'তদাহুরেকো হ বৈ নারায়ণ ইতি···চতুর্ম্মুখোঽজায়তেত্যাদি চ', ইহা মহোপনিষদ্ বাক্য। তাহা বলিয়া থাকেন—এক নারায়ণই আদিতে ছিলেন, তখন ব্রহ্মা নহে, রুদ্র নহে, জল নহে, অগ্নীষোম নহে, এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ছিল না, নক্ষত্রমণ্ডল, সূর্য্য, চন্দ্র কেহই ছিল না। সেই ভগবান্ নারায়ণ একাকী থাকিয়া রতি পাইলেন না, সেজন্য তিনি ধ্যানে মগ্ন হইলেন, তদবস্থায় যাহাকে যজ্ঞস্তোম বলা হয়, সেই স্তোমের মধ্যে চতুর্দ্দশ পুরুষ (চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাধিপতি) জন্মাইল, সেই স্তোম শরীরে এক কন্যা (প্রকৃতি), পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়,—এই দশ বহিরিন্দ্রিয়, একাদশ সংখ্যোপনীত অন্তরিন্দ্রিয় মন, দ্বাদশ—মহত্তত্ত্ব, ত্রয়োদশ—অহঙ্কার, দশপ্রাণ—চতুর্দ্দশ, জীবাত্মা—পঞ্চদশ, বুদ্ধি, রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ এই পাঁচ তন্মাত্র, ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পাঁচ মহাভূত উৎপন্ন হইল। সেই ধ্যানস্থ নারায়ণের ললাট হইতে ত্রিলোচন শূলধারী পুরুষ জন্মাইলেন, তিনি শ্রী, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, বৈরাগ্যাবলম্বী। সেই স্তোমে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন ইত্যাদি। আবার সেই অথর্ব্ব বেদের অন্য একস্থলে বর্ণিত হইতেছে—'অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণঃ—অকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়' অনন্তর (রতি-অভাববোধের পর) সেই আদি পুরুষ নারায়ণ ইচ্ছা করিলেন—এইরূপ উপক্রমের পর 'নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে···আদিত্যা জায়ন্তে' ইতি শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মিলেন তাঁহা হইতে রুদ্র উৎপন্ন হইলেন, তাঁহা হইতে প্রজাপতি, ইন্দ্র, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য সৃষ্ট হইলেন ইত্যাদি। ঋগ্বেদেও কথিত হইয়াছে 'অহমেব স্বয়মিদং...দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ইত্যাদি' ইহার অর্থ—আমি পরমেশ্বর স্বয়ংই এই শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছি, যে বেদশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া দেবগণ ও মনুষ্যগণও প্রবৃত্ত আছে। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে রুদ্র করি, ব্রহ্মা করি, তাহাকে মন্ত্রদ্রষ্টা করি, জ্ঞানী করিয়া থাকি। আমিই বেদদ্বেষীর ধ্বংসের জন্য শরযোজনোপযোগী ধনুঃ রুদ্রে দিয়াছি। আমি লোককে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত করিয়া থাকি, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের মধ্যে আমি প্রবিষ্ট হইয়াছি। ইত্যাদি ঋগ্বেদোক্ত বাক্যে নারায়ণের রুদ্রাদিদেব-জনকত্ব অবগত হওয়া যায়। আবার যজুর্বেদের মধ্যে তাঁহার মোক্ষ-কারণতা ব্যক্ত হইয়াছে যথা—'তমেতং বেদানুবচনেন ইত্যাদি' সেই পরমেশ্বরকে বেদব্যাখ্যা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, প্রজ্ঞা দ্বারা, উপবাস দ্বারা উপাসনা

করিয়া মুক্তিলাভ হইবে, ইত্যাদি। আরও আছে—তাঁহাকে জানিয়া ধ্যান করিবে, আত্মাই দর্শনীয়, মননীয় ও ধ্যাতব্য ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞান-ভক্তির মুক্তিকারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্মৃতিবাক্যগুলিও বেদার্থের অনুসরণ করিয়া বহুবার ঐ কথাই বলিতেছে। তবে যে কোন কোন বেদে ও স্মৃতিতে পশুপতি প্রভৃতি শব্দ শ্রুত হয় এবং ইহারা সর্ব্বেশ্বরত্ব ও সর্ব্বকারণত্ব অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাদের উপপত্তি এইরূপ—ঐসকল পশুপতি প্রভৃতি শব্দ স্বাভিধেয় অর্থে (শিবাদি) নারায়ণপর বুঝাইবে, অন্যথা উক্ত বেদের সহিত বিরোধ হয়। তদ্‌ভিন্ন বেদান্ত বাক্যের পরমেশ্বরে সমন্বয়রূপ সিদ্ধান্তও রক্ষণীয় অতএব মহেশ্বরাদি শব্দ নারায়ণ-বাচক বোদ্ধব্য ॥ ৩৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পত্যুরিতি। পশুপতের্গণপতের্দিনপতেশ্চেত্যর্থঃ। তৎ-কার্য্যতাং নারায়ণোৎপন্নতাং মোক্ষঞ্চেতি চাদভিধত্তে ইত্যন্বয়ঃ। তদাহুরিতি মহোপনিষদ্‌বাক্যমেতৎ। তস্মিন্ পুরুষা ইতি। তেজো মহত্তত্ত্বম্। আত্মা জীবঃ। স্ফুটমন্যৎ। অত্রৈকস্মাৎ নারায়ণাদেব ব্রহ্মাদীনামুৎপত্তিরভিহিতা। অথ পুরুষ ইতি নারায়ণোপনিষদ্‌বাক্যমেতৎ। অর্থঃ প্রাগ্‌বৎ। অহমিত্যা-শ্বলায়নশাখীয়বাক্যমেতৎ। অহং পরমেশ্বরঃ। অত্রাপি যমিচ্ছামি তং রুদ্রং ব্রহ্মাণং বা করোমীতি তৎকার্য্যত্বং রুদ্রাদীনামুক্তম্। ইত্থং নারায়ণস্য তদিতরসর্ব্বকারণতায়াং শ্রুতির্দর্শিতা। অথ তমেতমিত্যাদিনা তদর্পিতকর্ম্মা-দীনাং মোক্ষকারণতাভিধীয়তে। তমেতমিত্যাদিনা কর্ম্মণাং মোক্ষহেতুতা বিজ্ঞায়েত্যাদিনা জ্ঞানভক্ত্যোরিতি বিবেচনীয়ম্। স্মৃতয়োঽপীতি। তাশ্চ শ্রীমন্মহাভারতবৈষ্ণবাদয়ঃ পীঠকে বেদান্তস্যমন্তকে চ দ্রষ্টব্যাঃ। ইহ বিস্তর-ভয়ান্নোপাত্তাঃ। ননু পশুপত্যাদয়ঃ শব্দাশ্চেদ্বেদেষু ক্বচিৎ স্যুস্তর্হি তেষাং কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহ যে ত্বিতি। তে কিলেতি। সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্ব-হেতুর্যো নারায়ণঃ স এবাস্মদ্বাচ্যঃ ইতি তে শব্দা বদন্তীতি ন কাপ্যসঙ্গতি-রিত্যর্থঃ। তত্র হেতুরুক্তঃ শ্রুতীত্যাদি। উক্তশ্রুতয়শ্চ তদাহুরিত্যাদয়ো বোধ্যাঃ। যে খলু মহেশ্বরাদিশব্দাঃ শিতিকণ্ঠাদীন্ প্রকৃত্য ক্বচিৎ পঠ্যন্তে তেঽপি তেষাং পারমৈশ্বর্য্যং নাবেদয়েয়ুঃ। মহেন্দ্রাদিশব্দবৎ তেষামনধি-কার্থত্বাৎ। ইন্দ্রশব্দ এবেদি পরমৈশ্বর্য্য ইতি ধাত্বর্থানুসারাৎ পারমৈশ্বর্য্যবাচকঃ স পুনর্মহচ্ছব্দেন বিশেষিতঃ কমতিশয়মাবেদয়ৎ। তস্মান্মহাবৃক্ষশব্দ-বন্নিরর্থিকেয়ং সংজ্ঞা। তেষামাপেক্ষিকমেবোৎকর্ষং বদিষ্যন্তীতি তত্ত্ববিদঃ।

নারায়ণশব্দস্তু শ্রীপতেরেব সংজ্ঞা পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগ ইতি সূত্রেণ তস্যাং ণত্ববিধানাৎ ॥ ৩৭ ॥

টীকানুবাদ—পত্যুরিত্যাদি সূত্রের অর্থ—পত্যুঃ—পশুপতি, গণপতি ও দিনপতির। তৎকার্য্যতাম্—অর্থাৎ নারায়ণ হইতে উৎপত্তি এবং মোক্ষ, মোক্ষঞ্চ এই পদে 'চ' শব্দের 'অভিধত্তে' এই ক্রিয়ার সহিত অন্বয়। তদাহুরিত্যাদি বাক্য মহোপনিষদে ধৃত। 'তস্মিন্ পুরুষা' ইত্যাদিবাক্য—তেজঃ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, আত্মা—জীব, অন্যাংশ সুস্পষ্ট। এই শ্রুতিতে এক নারায়ণ হইতেই ব্রহ্মাদির উৎপত্তি-কথা বর্ণিত হইয়াছে। 'অথ পুরুষোঽকাময়ত' ইত্যাদি বাক্য নারায়ণোপনিষদের। ইহার অর্থ পূর্ব্বেরই মত। 'অহমেব স্বয়মিদম্' ইত্যাদি বাক্য আশ্বলায়নশাখান্তর্গত। ঐ শ্রুত্যন্তর্গত 'অহম্' পদের অর্থ পরমেশ্বর। তাহাতে বলা হইয়াছে, 'যাহাকে ইচ্ছা করি তাঁহাকে রুদ্রও করি' 'ব্রহ্মাও করি' ইহার দ্বারা সেই পরমেশ্বর হইতেই রুদ্রাদির উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এইরূপে নারায়ণেই তাঁহা ছাড়া সকল বস্তুর কারণতায়, শ্রুতি-প্রমাণ দেখান হইল। অনন্তর 'তমেতং' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সেই পরমেশ্বরে সমর্পিত কর্ম্মাদি যে মুক্তির কারণ তাহা কথিত হইতেছে। 'তমেতম্' ইত্যাদি দ্বারা কর্ম্মকে মুক্তির কারণ বলা হইল, 'বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির মোক্ষকারণতা বলা হইল—ইহা জ্ঞাতব্য। 'স্মৃতয়োঽপীত্যাদি' মনুসংহিতা, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ-স্মৃতিবাক্য, পীঠকে ও বেদান্তস্যমন্তকনামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, বিস্তৃতিভয়ে এখানে উদাহৃত হইল না। প্রশ্ন—পশুপতি প্রভৃতি শব্দ যদি বেদে কোন কোনও অংশে থাকে, তবে তাহাদের উপপত্তি কি? এই যদি বল, তাহাতে উত্তর করিতেছেন—'যে তু' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। তে কিলেত্যাদি—সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকারণ শ্রীনারায়ণ; তিনিই আমাদের (পশুপতি প্রভৃতি শব্দের) অভিধেয় অর্থ—ইহাই সেই শব্দগুলি বলিতেছে, সুতরাং কোন অসঙ্গতি নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। সে-বিষয়ে শ্রুতির অবিরোধরূপ হেতু কথিত হইয়াছে। শ্রুত্যবিরোধ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। উক্ত শ্রুতি-অর্থে—'তদাহু'রিত্যাদি শ্রুতি জ্ঞাতব্য। সিদ্ধান্ত এই—শিতিকণ্ঠাদিকে অধিকার করিয়া সেই প্রকরণে যে মহেশ্বরাদি শব্দ উল্লিখিত হইতেছে, সে শব্দগুলিও শিতিকণ্ঠাদির পরমেশ্বরত্ব-বুঝাইবে না, যেমন মহেন্দ্র প্রভৃতি শব্দ ইন্দ্রাদিকেই বুঝাইবে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট

কোন দেবতাকে বুঝায় না, কারণ ইন্দ্রশব্দটি 'ইদি পরমৈশ্বর্য্যে' ইদি ধাতুর অর্থ পরমেশ্বর, তাহার উত্তর 'র' প্রত্যয় নিষ্পন্ন, সুতরাং তাহার অর্থ পরমেশ্বর, আবার মহৎশব্দ দ্বারা বিশেষিত হইয়া তাহা হইতে কোন্ অধিককে বুঝাইবে অতএব মহাবৃক্ষাদি শব্দের মত এই সংজ্ঞার কোন অর্থ নাই। শব্দতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিবেন—মহেশ্বরাদি শব্দ অন্য দেবতাপেক্ষা শিবপ্রভৃতির উৎকর্ষবাচক। কিন্তু 'নারায়ণ' শব্দটি শ্রীপতিরই সংজ্ঞা, সেই সংজ্ঞা বুঝাইতেছে বলিয়া 'পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ' সমাস নিবদ্ধ পদের পূর্ব্বপদে ণত্বের কারণ (র, ষ, ঋবর্ণ) থাকিলে পরপদস্থ 'ন' কারের ণত্ব হয়—এই সূত্রানুসারে ণত্ব হইতে পারিল॥ ৩৭॥

সিদ্ধান্তকণা—জৈনমত নিরাসের পর এক্ষণে পাশুপত আদি মতের নিরাস করিতেছেন। আদি শব্দে এখানে শৈব, গাণপত্য ও সৌর সকল সম্প্রদায়কেই বুঝাইতেছে। এতদ্দ্বারা ইহা বুঝাইতেছে যে, জৈনমতাপেক্ষা এই সকল মতের অপকর্ষই প্রদর্শন করিবে। প্রথমতঃ পাশুপত মতাবলম্বী-দিগের মতে পাঁচটি পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, যথা—কারণ, কার্য্য, যোগ, বিধি এবং দুঃখান্ত। পশুপদবাচ্য জীবগণের পাশ অর্থাৎ বন্ধন মোচনের জন্যই পশুপতি কর্ত্তৃক এই মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই জন্যই এই মত পাশুপত নামে বিখ্যাত। এই মতে পশুপতিই সংসারের নিমিত্ত-কারণ, মহদাদি পদার্থ তাঁহার কার্য্য, ওঁকার পূর্ব্বক ধ্যানাদির নামই যোগ ও ত্রৈকালিক স্নানাদিই বিধি এবং দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি। শৈবগণের মতে শিব, গাণপত্যগণের মতে গণেশ এবং সৌরগণের মতে সূর্য্যই প্রকৃতি ও কালের সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেন। উঁহারাই জগৎকর্ত্তা এবং উঁহাদের উপাসনার দ্বারাই জগদীশ্বরের সামীপ্য ও দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ লাভ হয়।

এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, এই সকল মতের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, ঘটাদি-কার্য্যে কুম্ভকারাদির নিমিত্ততা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ইঁহারাও নিমিত্তকারণ হইবেন এবং ইঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট উপায়-মতে মুক্তিই সম্ভব হইবে। এই পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিরাসের নিমিত্ত সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পশুপতি প্রভৃতির সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে; কারণ উহা সামঞ্জস্যহীন অর্থাৎ ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত বেদ-বিরুদ্ধ। যেহেতু বেদে একমাত্র নারায়ণেরই জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং অন্যান্য দেবগণের কার্য্য

বিষ্ণুর অধীনতায় নিষ্পন্ন। বিষ্ণু কর্ত্তৃক আদিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিই মুক্তির উপায়রূপে নির্ণীত হইয়াছে। এ-বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তব বিভবঃ খলু ভগবন্ জগদুদয়স্থিতিলয়াদীনি।
বিশ্বসৃজস্তেঽংশাংশাস্তত্র মৃষা স্পর্দ্ধন্তি পৃথগভিমত্যা॥"
(ভাঃ ৬।১৬।৩৫)

অর্থাৎ হে ভগবন্! জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও প্রবেশ-নিয়মাদি যাহা কিছু, তাহা বস্তুতঃ আপনারই লীলা। সেই বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি দেবগণ—আপনারই অংশাংশ অর্থাৎ আপনার অংশ যে পুরুষাবতার, তাঁহার অংশ। সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে যাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর বলিয়া যে অভিমান করেন, তাহা বৃথা।

আরও পাই,—

"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥" (ভাঃ ২।৬।৩২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"এবং মনঃ কর্ম্মবশং প্রযুঙ্‌ক্তে
অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ॥" (ভাঃ ৫।৫।৬) ॥ ৩৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ বেদবিরোধিনাং তেষামনুমানেনৈব নিমিত্তমাত্রেশ্বরকল্পনা। তথা সতি লোকদৃষ্ট্যনুসারেণ সম্বন্ধাদি বাচ্যম্। তচ্চ বিকল্পাসহমিত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বেদবিরোধী সেই সকল বাদীদিগের কেবল নিমিত্তকারণরূপে ঈশ্বর-কল্পনা একমাত্র অনুমান-প্রমাণ দ্বারাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ-প্রমাণ তাহাতে নাই, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি এই, ঐরূপ হইলে লৌকিক ন্যায়ানুসারে তাহাতে (ঐ অনুমানে) ব্যাপ্তি প্রভৃতি সম্বন্ধ বলিতে হইবে, অথচ সেই সম্বন্ধাদি বিচারাসহ—এই কথাই অতঃপর সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ইত্থঞ্চ বেদার্থং ত্যজন্তস্তে বেদবিরোধিনো বস্তুতোঽনুমানপরা এব ভবেয়ুঃ। ততশ্চ প্রত্যক্ষোপজীবকেনানুমানেনৈব নিমিত্তমীশ্বরং কল্পয়ন্তু। তথা চ সতি লোকদৃষ্টরীত্যা তস্যেশ্বরস্য জগতি কার্য্যে কর্ত্তৃত্বং সংবন্নস্তিত্যুপক্ষিপতি অথেত্যাদিনা। ওমিতি চেৎ তত্রাহ তচ্চেতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এইরূপে বেদার্থত্যাগী ঐ বাদিগণ ফলতঃ বেদবিরোধী, অতএব অনুমান প্রমাণমাত্র সহায় হইবেনই, তাহার পর প্রত্যক্ষমূলক অনুমান দ্বারাই নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর-কল্পনাই করিবেন, তাহা হইলে লৌকিক নিয়মানুসারে সেই ঈশ্বরের জগৎকার্য্যে কর্তৃত্ব সম্বন্ধ বলিতেই হইবে, এই উপক্রম করিতেছেন অথেত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। ইহাতে যদি বল হঁা, সম্বন্ধ প্রভৃতি অবশ্য বাচ্য, তাহার উত্তরে 'তচ্চ' ইত্যাদি বলিয়া প্রতিবাদ করিতেছেন।

সূত্রম্—সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ—কেবল পশুপতি প্রভৃতি পতির যে অসামঞ্জস্য, তাহা নহে; অনুমানে পতির জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধও যুক্তিযুক্ত হয় না, তাহার কারণ তাহাদের দেহহীনত্বই ॥ ৩৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পত্যুর্জগৎকর্ত্তৃত্বসম্বন্ধো নোপপদ্যতে অদেহত্বাদেব। সদেহস্যৈব কুলালাদের্মৃদাদিসম্বন্ধদর্শনাৎ সম্বন্ধোঽনুপপন্নঃ ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পতির (পশুপতি, গণপতি, দিনপতির) জগৎকর্ত্তৃত্ব-সম্বন্ধ অনুপপন্ন হইতেছে, যেহেতু তাঁহাদের শরীর নাই। দেখা যায়—ঘটাদিকর্ত্তা কুম্ভকারাদি দেহধারী বলিয়া মৃত্তিকাদির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ, হস্তপদাদি না থাকিলে মৃত্তিকাদি লইতে পারিত না, সেইরূপ শিবাদির হস্তপদাদি না থাকায় জগৎ-কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হইতেছে না ॥ ৩৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্পষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকানুবাদ—সুস্পষ্ট ॥ ৩৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত বেদবিরোধী বাদিগণকর্ত্তৃক অনুমানমাত্রের দ্বারাই সংসারের নিমিত্তকারণতায় ঐরূপ ঈশ্বরের কল্পনা করা হইয়াছে। তাহাদের উক্ত কল্পনাকে স্বীকার করিলে লৌকিক দৃষ্টান্ত-অনুসারে সম্বন্ধাদি বলিতে হইবে। কিন্তু সেই সম্বন্ধাদিও বিচারসঙ্গত নহে। তাহাই সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উহাদের কল্পিত জগদীশ্বরের বিশ্বকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ উহাদের কল্পিত ঈশ্বরের শরীর নাই। উহাদের দৃষ্টান্তমতেই দেখা যায়, কুম্ভকারাদির শরীর আছে বলিয়া তাহাদের দ্বারা মৃত্তিকাদির সহিত সম্বন্ধ ঘটে এবং ঘটাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥
ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ ॥"

(ভাঃ ৩।৫।২৬-২৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার ॥
কৃষ্ণ—কর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায় ॥
দূর হইতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৫।৬৩-৬৫) ॥ ৩৮ ॥

সূত্রম্—অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ—অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়ের অনুপপত্তিবশতঃও ঈশ্বরের (পতির) জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব নহে ; অর্থাৎ দেহধারী ব্যক্তি কোনও একস্থানে অধিষ্ঠান করিয়া সৃষ্টিকার্য্য করে, কিন্তু ঐ ঈশ্বরের দেহাদি না থাকায় কুত্রাপি অধিষ্ঠান নাই, কিরূপে তিনি সৃষ্টি করিবেন ? ॥ ৩৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইয়মপ্যদেহত্বাদেব। সদেহো হি কুলালাদি-র্ধরাদ্যধিষ্ঠানঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্ দৃশ্যতে ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই অধিষ্ঠানের অনুপপত্তিও ঈশ্বরের (শিতিকণ্ঠাদি পতির) দেহহীনতা নিবন্ধনই। যেহেতু দেখা যায় ঘটাদি-নির্ম্মাণকারী কুম্ভকারাদি দেহযুক্ত এবং ধরা প্রভৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া কার্য্য করে, অতএব কুত্রাপি অধিষ্ঠানে দেহধারণ আবশ্যক, শিবের যখন তাহা নাই, তখন জগৎকর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অধিষ্ঠানেতি। ইয়মিতি সূত্রস্থস্ত্রীলিঙ্গপদার্থো নির্দ্দিষ্টঃ ॥৩৯॥

টীকানুবাদ—অধিষ্ঠানেত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে 'ইয়মপি' এই স্ত্রীলিঙ্গ পদের অর্থ সূত্রোক্ত অধিষ্ঠানানুপপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বিগণের কল্পিত জগদীশ্বরের দেহাদির অভাববশতঃ এবং কোন অধিষ্ঠান নাই বলিয়া বিশ্বস্রষ্টৃত্বের উপপত্তি হয় না। ইহাই বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার ঘোষণা করিলেন। উহাদের পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তানুসারেও নিরাকারের জগৎস্রষ্টৃত্ব সম্ভব নহে। কুম্ভকারের শরীর থাকায় এবং পৃথিবীরূপ অধিষ্ঠান থাকায় ঘটাদি নির্ম্মাণকার্য্য হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥"

(ভাঃ ৩।২৬।১৯) ॥ ৩৯ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নম্বদেহস্যৈব জীবস্য দেহেন্দ্রিয়াদি যথা-ধিষ্ঠানমেবং পত্যুরপি তাদৃশস্য প্রধানং তৎ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আক্ষেপ—জীবের কোনও নিজস্ব দেহ নাই কিন্তু তাহা হইলেও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে আশ্রয় করিয়া যেমন থাকে, সেইরূপ ঈশ্বর পশুপতি প্রভৃতিও প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া থাকিবেন, এই যদি বল, তাহাতে অসঙ্গতি দেখাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নম্বিতি। তাদৃশস্যাদেহস্য। তৎ করণম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—যদি দেহহীন জীব হয়, তবে তাদৃশ জীবের। 'প্রধানং তৎ স্যাদিতি' তৎ—ইন্দ্রিয়।

সূত্রম্—করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ—'করণবচ্চেন্ন'—ইন্দ্রিয়ের মত প্রধানকে অধিষ্ঠান করিয়া ঈশ্বর (পতি) জগৎসৃষ্টি করেন, এ-কথাও বলিতে পার না, কারণ ? 'ভোগা-দিভ্যঃ' তাহা হইলে সুখ-দুঃখভোগ, জন্ম-মরণ প্রভৃতি সম্বন্ধহেতু অনীশ্বরত্ব অর্থাৎ জীবতুল্যতা হইয়া পড়ে ॥ ৪০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রলয়ে প্রধানমস্তি। তচ্চ করণমিব ক্রিয়ো-পকারকমধিষ্ঠায় পতির্জগৎ কুর্য্যাদিতি ন শক্যং বক্তুম্। কুতঃ ? ভোগাদিভ্যঃ। করণস্থানীয়প্রধানোপাদানহানাদিনা জন্মমরণপ্রাপ্ত্যা সুখদুঃখভোগাদনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রলয়কালে প্রকৃতি থাকে, তাহা ইন্দ্রিয়ের মত ক্রিয়া-নিষ্পাদক, উহাকে অধিষ্ঠান করিয়া পতি (পশুপতি প্রভৃতি) জগৎ সৃষ্টি করিবেন, এ-কথাও বলিতে পার না, কারণ তাহাতে তাঁহার ভোগ, জন্ম, মরণ-প্রাপ্তি হেতু ঈশ্বরত্বের হানি ঘটে। কিরূপে ? তাহা বলিতেছি—প্রধান—ইন্দ্রিয়স্থানীয়, তাহাকে গ্রহণ করিলে জন্ম এবং ত্যাগ করিলে মৃত্যু প্রাপ্তি হয়, অতএব ঈশ্বরের সুখ-দুঃখভোগ হেতু অনীশ্বরত্ব হইয়া পড়িবে ॥ ৪০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—করণবদিতি। করণস্থানীয়েতি। অয়মর্থঃ। বস্তুতো দেহেন্দ্রিয়ৈঃ শূন্যোঽপি জীবো যথা তানি গৃহীত্বা তৈঃ কর্ম্ম করোতি মৃত্যু-কালে তানি ত্যজতীতি জাতো মৃতশ্চ সুখী দুঃখী চ ভবতীতি সোঽভি-ধীয়তে তথা দেহেন্দ্রিয়রহিতোঽপি পতিঃ প্রধানমুপাদায় তেন সর্গং করোতি

প্রলয়ে তৎ ত্যজতীতি চেদভিধেয়ং তর্হি সোঽপি জীব ইব জাতো মৃতশ্চ সুখী দুঃখী চ ভবেদিতি শক্যতেঽভিধাতুম্। প্রধানগ্রহণং তস্য জন্ম সুখিত্বঞ্চ তত্ত্যাগস্তু তস্য মরণং দুঃখিত্বঞ্চেতি বোধ্যম্। তথাচ পতিরীশ্বর ইতি মতক্ষতিরিতি ॥ ৪০ ॥

টীকানুবাদ—নন্নু ইত্যাদি অবতরণিকাভাষ্যের 'তাদৃশস্য' অর্থাৎ দেহ-হীন জীবের 'তৎ স্যাৎ' ইতি তৎ অর্থাৎ করণ হইবে। করণবদিত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে 'করণস্থানীয় প্রধানোপাদানহানাদিনা' ইত্যাদি—ইহার অর্থ এই—বাস্তবপক্ষে দেহ ও ইন্দ্রিয়শূন্য জীব, তাহা হইলেও যেমন সেই সকল গ্রহণ করিয়া তাহাদের সাহায্যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে এবং মৃত্যুর সময় সেইগুলি ত্যাগ করে, এই প্রকারে জীব জাত ও মৃত, সুখী ও দুঃখী বলিয়া অভিহিত হয়, সেই প্রকার পতি দেহেন্দ্রিয়াদিরহিত হইয়াও প্রধানকে গ্রহণ করিয়া তাহার সাহায্যে জগৎসৃষ্টি করেন, প্রলয় সময় উপস্থিত হইলে সেই প্রধানকে ত্যাগ করেন, এই যদি তোমার (পতি কর্ত্তৃত্ববাদীর) বক্তব্য হয়, তাহা হইলে তিনিও (পতিও) জীবের মত জাত ও মৃত, সুখী ও দুঃখী হইবেন, ইহা বলিতে পারি। কারণ কি? প্রকৃতির গ্রহণ তাঁহার জন্ম ও সুখভোগ। প্রকৃতির ত্যাগ তাঁহার মরণ-স্থানীয় ও দুঃখপ্রাপ্তি জ্ঞাতব্য। তাহাতে ক্ষতি এই—পতি ঈশ্বর, এই মতের হানি হইল ॥ ৪০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পাশুপতমতবাদীরা যদি বলেন যে, দেহরহিত জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয় যেরূপ অধিষ্ঠান হয়, সেইরূপ তাঁহাদের কথিত জগৎ-পতিরও প্রধানই অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, জীবেন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রধানকে অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের ঈশ্বরও জগৎসৃষ্টি করেন, ইহা বলা সঙ্গত হয় না; কারণ তাহা হইলে ঈশ্বরেরও জীবের ন্যায় সুখ-দুঃখ ভোগ ও জন্ম-মরণ স্বীকার করিতে হয়, তাহা অসঙ্গত।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্ দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥"

(ভাঃ ৩।২৮।৪০-৪১) ॥ ৪০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নম্বদৃষ্টানুরোধেন পত্যুঃ কিঞ্চিদ্দেহাদিকং কল্প্যম্। দৃশ্যতে হ্যগ্রপুণ্যো রাজা সদেহঃ সাধিষ্ঠানশ্চ রাষ্ট্রস্যেশ্বরঃ ন তু তদ্বিপরীত ইতি চেৎ তত্র দূষণং দর্শয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যদি বল, অদৃষ্টানুসারে পতির কোনরূপ দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কল্পনা করিব, দেখা যায়, কোন রাজা অত্যুগ্র তপস্যার পুণ্যে দেহবান্ থাকিয়া এবং কিছু অধিষ্ঠান করিয়া রাষ্ট্রের ঈশ্বর হন, কিন্তু তদ্‌বিপরীত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বলা যায় না, এই কথাতেও দোষ দেখাইতেছেন—

সূত্রম্—অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ—ইহা বলিলে তাঁহার জীবের মত বিনাশ স্বীকার করিতে হয় এবং অসর্ব্বজ্ঞতা হইয়া পড়ে ॥ ৪১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—এবং সতি দেহাদিসম্বন্ধঘটিতমন্তবত্ত্বং তস্য জীববৎ স্যাৎ অসার্ব্বজ্ঞ্যঞ্চ। ন হি কর্ম্মাধীনস্য সার্ব্বজ্ঞ্যং যুজ্যতে। তথা চাবিনাশী সর্ব্বজ্ঞশ্চেত্যভ্যুপগমক্ষতিঃ। ন চৈবং ব্রহ্মবাদে কোঽপি দোষঃ তস্য শ্রুতিমূলত্বাৎ। দর্শিতং চেদং শ্রুতেস্তু শব্দমূল-ত্বাদিত্যত্র। পতীনাং স্বাতন্ত্র্যমিহ নিরস্তম্। তদীয়ত্বেন সংকারস্ত্ব-ঙ্গীক্রিয়তে। এবঞ্চ পাশুপতাদিত্রিমতীপরিহারার্থমেষা পঞ্চসূত্রী পরিহারহেতুসামান্যাৎ। অতঃ পত্যুরিত্যবিশেষোল্লেখঃ। তার্কিকা-দিসম্মতেশ্বরকারণতানিরাসার্থং সেত্যন্যে ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যদি অদৃষ্টানুরোধে দেহাদিসম্বন্ধ পতির হয়, তবে তাঁহার দেহাদি সম্বন্ধঘটিত বিনাশিত্ব জীবের মত হইয়া পড়িবে এবং সর্ব্বজ্ঞতার হানি ঘটিবে, যেহেতু কর্ম্মাধীন কোন ব্যক্তিরই সর্ব্বজ্ঞতা যুক্তিসঙ্গত হয় না। তাহার ফলে তোমাদের সম্মত পতি অবিনাশী ও সর্ব্বজ্ঞ এই অভ্যুপগমের

হানি ঘটিল। কিন্তু ব্রহ্ম-কর্ত্তৃত্ববাদে কোনও দোষাবকাশ নাই; যেহেতু উহা শ্রুতিমূলক। 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' এই সূত্রে উহা দেখান হইয়াছে। এই প্রবন্ধে পতিগণের স্বাধীনতামাত্র খণ্ডিত হইয়াছে কিন্তু তদীয়স্বরূপে তাঁহাদের পূজনীয়তা স্বীকৃতই আছে। এইরূপে পাশুপতাদি তিন মতের নিরাসের জন্য এই পাঁচটী সূত্র, পাশুপাত মতের মত সৌর-গাণপত মতও সমান হেতুবলে পরিহরণীয় হইতেছে। এইজন্যই সূত্রকার 'পত্যুঃ' বলিয়া নির্ব্বিশেষভাবে 'পতি' সামান্যের উল্লেখ করিয়াছেন। অপর সকলে বলেন—তার্কিকাদি সম্মত ঈশ্বরের জগৎকারণতাবাদ নিরাসের জন্য ঐ পঞ্চসূত্রী ॥ ৪১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্তবত্ত্বমিত্যাদি স্ফুটার্থম্। ননু দেবতানাদরো দোষ ইতি চেৎ তত্রাহ পতীনামিতি। ন হি দেবতা বয়মবজানীমঃ। কিন্ত্বজ্ঞৈঃ সমর্থিতং তাসাং পারমৈশ্বর্য্যং নিরস্যামঃ, ভাগবতীয়াস্তাঃ সৎকুর্ম্মশ্চেতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্। তার্কিকাদীতি। আদিনা পতঞ্জলির্গ্রাহ্যঃ। তৎপক্ষে দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিঃ। সত্ত্বাসত্ত্বয়োরেকত্র বিরোধাদসম্ভবো বিহিতঃ প্রাক্। তদ্বদুপাদানত্বকর্ত্তৃত্বয়োরেকত্র বিরোধাদসম্ভবো ভবতীতি নিমিত্তকারণেশ্বর-বাদেন সমন্বয়ে বিরোধঃ স্যাদিতি। সমাধানন্তু শ্রুতিশরণত্বাদাচার্য্যস্য ভবিষ্যতীতি ॥ ৪১ ॥

টীকানুবাদ—অন্তবত্ত্বমিত্যাদি সূত্রের অর্থ স্পষ্ট। যদি বল, ইহাতে দেবতা-দিগের উপর অনাদর, ইহা দোষ, তাহাতে বলিতেছেন,—'পতীনাং স্বাতন্ত্র্যমিহ নিরস্তম্ ইতি'—তাৎপর্য্য এই—আমরা দেবতাদিগকে অবজ্ঞা করিতেছি না, তবে কি? অজ্ঞগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত সেই সব দেবতাদের পরমেশ্বরত্ব নিরাস করিতেছি, এই মাত্র। তাঁহারা সকলেই ভগবদ্-সম্বন্ধীয় এইজন্য তাঁহাদের সম্মান করি। অতএব কিছুই দূষণীয় নহে। 'তার্কিকাদীতি'—আদি পদদ্বারা পতঞ্জলি (যোগদর্শনকার) গ্রহণীয়, সে-পক্ষে এই প্রকরণে দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি। এক ধর্ম্মীতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দুইটি ধর্ম্ম বিরোধবশতঃ থাকিতে পারে না, এ-কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সেইরূপ উপাদানকারণত্ব ও কর্ত্তৃত্বের বিরোধবশতঃ এক ধর্ম্মীতে তাহাদের স্থিতি অসম্ভব, এই প্রকারে নিমিত্তকারণ ঈশ্বর এই বাদের সহিত সমন্বয়ে বিরোধ হইতে পারে, ইহার সমাধান আচার্য্য শ্রুতিকে আশ্রয় করিয়াই করিবেন ॥ ৪১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পাশুপতমতাবলম্বিগণ যদি বলেন যে, অদৃষ্টানুরোধে

তাহাদের কথিত জগদীশ্বরের কিঞ্চিৎ দেহেন্দ্রিয়াদি কল্পনা করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়, অতিশয় উগ্রপুণ্যবান্ কোন নৃপতি শরীর ধারণপূর্ব্বক কিছু অধিষ্ঠানকরতঃ রাজ্যের অধিপতি হইয়া থাকেন। সূত্রকার এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের যুক্তিকে নিরসন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, এইরূপ বলিলে জীবের ন্যায় সেই পতিরও অন্তবত্ত্ব অর্থাৎ বিনাশিত্ব এবং অসর্ব্বজ্ঞত্ব আসিয়া পড়ে। সর্ব্বশক্তিমান্ কখনই এইরূপ হইতে পারেন না, কারণ শাস্ত্রে তাঁহাকে অবিনশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতিমূলক সিদ্ধান্তানুযায়ী ব্রহ্ম-কর্ত্তৃত্ববাদই নির্দ্দোষ এবং যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
> সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
> নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
> পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥" (ভাঃ ১০।১৪।২৩)

অর্থাৎ আপনিই একমাত্র সত্য, কেননা আপনি পরমাত্মা এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে ভিন্ন। আপনি জগতের জন্মাদির মূলকারণ, পুরাণ পুরুষ ও সনাতন। আপনি পূর্ণ নিত্যানন্দময়, কূটস্থ, অমৃতস্বরূপ এবং উপাধিমুক্ত, নিরঞ্জন অর্থাৎ মায়িকগুণশূন্য, বিশুদ্ধ ও অনন্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্বয় ॥ ৪১ ॥

শাক্তেয় মতের খণ্ডন

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ শক্তিবাদং দূষয়তি। সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পাদিগুণবতী শক্তিরেব বিশ্বহেতুরিতি শাক্তা মন্যন্তে। তৎ সম্ভবেন্ন বেতি বিচিকিৎসায়াং তাদৃশ্যা তয়া বিশ্বসৃষ্ট্যুপপত্তেঃ সম্ভবা-দিতি প্রাপ্তে প্রত্যাচষ্টে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর শক্তিবাদের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন।

শাক্তগণ মনে করেন যে, শক্তি সর্ব্বজ্ঞা, সত্যসঙ্কল্পতাদিগুণবিশিষ্টা সুতরাং শক্তিই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্রী। তাহাতে সন্দেহ এই,—ইহা সম্ভব কিনা? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—হাঁ তাহাই সম্ভব, কেননা যদি শক্তি সর্ব্বজ্ঞা ও সত্যসঙ্কল্পা হন, তবে তাঁহা হইতে বিশ্বসৃষ্টি হইতেই পারে; সূত্রকার এই মতের খণ্ডন করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বু মাস্তু শৈবাদিরাদ্ধান্তেন সমন্বয়ে বিরোধস্তস্য বেদবিরুদ্ধত্বাৎ শাক্তসিদ্ধান্তেন তু স তত্রাস্তু উপপত্তেঃ। সর্ব্বোঽপি কর্ত্তা শক্তিং বিনা কর্ত্তুং ন প্রভবতি। যদ্ধেতুকং যত্র যৎকর্ত্তৃত্বং তৎ তস্যৈব হেতোঃ শক্যং বক্তুম্। যথা তপ্তায়সো দগ্ধৃত্বং তদগ্নিহেতুকমতোঽগ্নেরেব তদিত্যন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধম্। হেতুশ্চ শক্তিরতঃ শক্তিরেব জগদ্ধেতুরিতি প্রাগ্‌বদাক্ষেপঃ। শাক্তসিদ্ধান্তোঽত্র বিষয়ঃ। স মানমূলো ভ্রমমূলো বেতি সংশয়ে তস্য মানমূলতাং বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং নিরূপয়তি সার্ব্বজ্ঞ্যেত্যাদিনা। তয়েতি শক্ত্যা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—বেশ, শৈবাদি-সিদ্ধান্তের দ্বারা ব্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ না হয়, না হউক, যেহেতু উহারা বেদবিরুদ্ধ; কিন্তু শাক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা ব্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ হউক, যেহেতু শক্তির কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে যুক্তি আছে। তাহা এই—সকল কর্ত্তাই শক্তি ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, যাহাকে হেতু করিয়া যে কার্য্যে যাহার কর্ত্তৃত্ব, সেই কার্য্যে সেই হেতুরই কর্ত্তৃত্ব বলা যাইতে পারে, যেমন তপ্ত লৌহের দাহকর্ত্তৃত্ব, তাহা অগ্নির জন্যই, অতএব ঐ দাহ-কার্য্যে অগ্নিরই কর্ত্তৃত্ব, এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা (অগ্নিসত্ত্বে দাহ এইরূপ অন্বয়, অগ্নির অভাবে দাহাভাব এই ব্যতিরেক দ্বারা) সিদ্ধ হয়। সেই প্রকার এখানে ঐ হেতু শক্তি, অতএব তাহাই জগতের সৃষ্টি-কারণ, এইরূপ পূর্ব্বের মত আক্ষেপ বা প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি এই প্রকরণে জ্ঞাতব্য। এই অধিকরণের বিষয় শাক্ত সিদ্ধান্ত। তাহাতে সংশয়—উহা ভ্রমমূলক অথবা প্রমাণ সিদ্ধ? সেই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী তাহার প্রমাণমূলকতা বলিবার প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—'সার্ব্বজ্ঞ্য সত্যসঙ্কল্পাদীত্যাদি'বাক্য দ্বারা। 'তাদৃশ্যা তয়া বিশ্বসৃষ্ট্যুপপত্তেঃ'—তয়া—সেই শক্তিদ্বারা—

উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণম্

সূত্রম্—উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ—চেতন কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত হইয়া শক্তির জগৎকর্ত্তৃত্ব অসম্ভব, অতএব শক্তির জগৎ-কারণতা বলা যায় না ॥ ৪২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নেত্যাকর্ষণীয়ম্। ইহাপি বেদবিরোধাদনু-মানেনৈব শক্তিকারণতা কল্পনীয়া। তেন লোকদৃষ্ট্যৈব যুক্তির্ব্বক্তব্যা। ততশ্চ শক্তির্বিশ্বজনয়িত্রীতি নোপপদ্যতে। কুতঃ? কেবলায়াস্ত-স্যাস্তদুৎপত্ত্যযোগাৎ। ন হি পুরুষাননুগৃহীতাভ্যঃ স্ত্রীভ্যঃ পুত্রাদয়ঃ সম্ভবন্তো বীক্ষ্যন্তে লোকে। সার্ব্বজ্ঞ্যাদিকং ত্বপ্রেক্ষ্যাভিহিতং লোকেঽদর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্ব হইতে 'ন' এইপদ আকর্ষণ করিতে হইবে। এ-পক্ষেও (শক্তিবাদ পক্ষেও) প্রত্যক্ষ শ্রুতি নাই, বরং পরমেশ্বরের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব জ্ঞাপক প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত বিরোধ থাকায় অনুমান প্রমাণ দ্বারা শক্তির কর্ত্তৃত্ব কল্পনা করিতে হয়। তাহাতে লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে যুক্তিও বলিতে হইবে, সেই যুক্তিতে শক্তি বিশ্বজননী—ইহা যুক্তিযুক্ত হয় না। কি কারণে? তাহা দেখাইতেছি—চেতনের সম্বন্ধ না থাকিলে কেবল শক্তি হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত—দেখ যদি স্ত্রী জাতি পুরুষ-সংযোগ লাভ না করে, তবে তাহাদিগ হইতে পুত্রাদি জন্মগ্রহণ করিতে দেখা যায় না। সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম যে শক্তির আছে বলা হয়, উহা অপ্রেক্ষ্যাভিহিত অর্থাৎ বিচার না করিয়াই বলা হইয়াছে, লোক ব্যবহারে তাহা দেখা যায় না অর্থাৎ বেদবিরোধী শক্তিগত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি দ্বারা শক্তিকে জগৎকর্ত্রী অনুমান করিতে হইবে, কিন্তু চেতনানধিষ্ঠিত শক্তি লোকে দেখা যায় না। অতএব এই উক্তি শক্তিবাদের পক্ষপাতিতাবশতঃই হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দূষয়ত্যুৎপত্ত্যাদিনা। কেবলায়াঃ পুরুষসংসর্গরহিতায়াঃ। এতদেব বিশদয়তি ন হীত্যাদিনা। অপ্রেক্ষ্য অবিচার্য্য। লোকেঽদর্শনাদিতি

বেদবিরোধিভিস্তৈর্লোকদৃষ্ট্যৈব শক্তির্মন্তব্যা। ন হি তাদৃশী লোকে দৃশ্যতে। ততো রভসাভিধানমেতৎ ॥ ৪২ ॥

টীকানুবাদ—সেই পূর্ব্বপক্ষীর মত 'উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ' এই সূত্রদ্বারা সূত্রকার খণ্ডন করিতেছেন—'কেবলায়া ইতি' পুরুষসম্বন্ধ-রহিতা স্ত্রীর পুত্রাদি উৎপত্তি হয় না। ইহাই বিশদভাবে বিবৃত করিতেছেন—ন হীত্যাদি বাক্যদ্বারা। অপ্রেক্ষ্য—অর্থাৎ বিচার না করিয়া। লোকেঽদর্শনাদিতি—বেদবিরোধী সেই সার্ব্বজ্ঞ্যাদিদ্বারা লৌকিক দর্শনানুসারেই শক্তির অনুমান করিতে হইবে। কিন্তু লোকব্যবহারে শক্তি—সর্ব্বজ্ঞ দেখা যায় না, অতএব ঐ উক্তি অবিমৃশ্যবাদিতা ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না ॥ ৪২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে শাক্তেয় মতবাদ খণ্ডন আরম্ভ হইতেছে। শাক্তগণ মনে করেন যে, শক্তিই সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পাদি গুণযুক্তা এবং তিনি বিশ্ব-জননী। অর্থাৎ তাঁহা হইতেই জগতের সৃষ্ট্যাদি হইয়া থাকে। কিন্তু এ-স্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, ইহা সম্ভব কিনা? পূর্ব্বপক্ষী—শাক্ত-মতাবলম্বী বলেন, শক্তি যখন এইরূপ গুণযুক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধা, তখন তাহা হইতে জগতের উৎপত্তি সম্ভব অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত। এই পূর্ব্বপক্ষের নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, কেবল শক্তির দ্বারা জগতের উৎপত্তি অসম্ভব। উহা বেদবিরুদ্ধ এবং অনুমানের দ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে। লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায়, পুরুষের সংসর্গ ব্যতীত কেবল স্ত্রীগণ হইতে পুত্রাদির উৎপত্তি কেহ কখনও দেখে নাই। আরও এক কথা, শক্তি যে সর্ব্বজ্ঞতা, সত্যসংকল্পাদি গুণযুক্তা, তাহাও অবিচারেই বলা হইয়া থাকে; কারণ জগতে উহা দেখা যায় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
'দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ' এই—তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥
তাঁহা যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিহোঁ, কারণের কারণ ॥"—ইত্যাদি

(চৈঃ চঃ আদি ৫।৪১-৪২)

এতৎপ্রসঙ্গে পরমারাধ্যতম আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে পাওয়া যায়,—"ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় পাদে "উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে"

শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্য-মধ্যে চতুর্ব্যূহের বিষয়ে যে ভ্রমপূর্ণ-বিচার উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার মীমাংসাস্বরূপে গ্রন্থকার ৪১-৪৭ সংখ্যায় উক্ত মতবাদ নিরাস করিয়া দেখাইয়াছেন। অদ্বয়-জ্ঞান বিষ্ণুবস্তুকে দৃশ্যজগতের অন্যতম বস্তুজ্ঞানে শ্রীপাদের যে ভ্রান্তি, তাহা পঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণ স্বয়ং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু বদ্ধ ও আসুর-প্রকৃতি জীবের মোহনের জন্য তাঁহাকে যে বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণেচ্ছা) অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তৎফলেই অদ্বৈতপন্থী অপ্পয়দীক্ষিতাদি ভ্রান্তির চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছেন। বদ্ধ জীবগণের যোগ্যতায় চতুর্ব্যূহ-জ্ঞান সম্ভবপর নহে। তাহাদের নির্বুদ্ধিতা-বর্দ্ধনের জন্য আচার্য্যের এই প্রকার দুরুক্তি। চতুর্ব্যূহ শুদ্ধসত্ত্বময়, চিচ্ছক্তিবিলাসী ও ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন। তাঁহাদিগকে দরিদ্র ও নিঃশক্তিক বলা ও বোধ-করা—মূঢ় জীবের ধর্ম্ম। তাদৃশ জীব মায়ামোহিত হইবারই যোগ্য। বৈকুণ্ঠ ও মায়িকদেশকে বুঝিতে না পারিলে এই প্রকার ভ্রান্তিরই সম্ভাবনা। শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের ৪২-৪৫ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে এই 'চতুর্ব্যূহ-বাদ' নিরাস করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য হইতে 'চতুর্ব্যূহ'-সম্বন্ধে তাঁহার বিকৃত ধারণামূলক বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে।

"উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" (৪২) (শঙ্করভাষ্য)— * * * 'তত্র ভাগবতা মন্যন্তে ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জনো জ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থতত্ত্বম্। * * * * তস্মাদসঙ্গতৈষাং কল্পনা।'

ভাষ্যার্থ এই—'ভাগবতগণ মনে করেন যে, ভগবান্ বাসুদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই পরমার্থতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং আপনাকে চতুর্দ্ধা বিভাগ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই চারিপ্রকার ব্যূহ এই, ১ম বাসুদেব-ব্যূহ, ২য় সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ, ৩য় প্রদ্যুম্ন-ব্যূহ, ৪র্থ অনিরুদ্ধ-ব্যূহ, এই চারিপ্রকার ব্যূহই তাঁহার শরীর। বাসুদেবের অপর নাম 'পরমাত্মা', সঙ্কর্ষণের অন্য নাম 'জীব', প্রদ্যুম্নের নামান্তর 'মন' এবং অনিরুদ্ধের আর একটি নাম 'অহঙ্কার'। এই ব্যূহচতুষ্টয়-মধ্যে বাসুদেব-ব্যূহই পরা প্রকৃতি অর্থাৎ মূল-কারণ। সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বাসুদেব-ব্যূহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, পরা প্রকৃতির কার্য্য। জীব দীর্ঘকাল ভগবৎ-মন্দিরে গমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগসাধনে রত থাকিয়া নিষ্পাপ হয়,

এবং পুণ্যশরীরী হইয়া পরা প্রকৃতি ভগবান্‌কে লাভ করে। মহাত্মা ভাগবতগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির পর এবং পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বাত্মা, তাহা শ্রুতি বিরুদ্ধ নহে এবং তিনি আপনা আপনি অনেক প্রকার ব্যূহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা স্বীকার করি। অতএব ভাগবত মতের ঐ অংশ এই সূত্রের নিরাকরণীয় নহে। ভাগবতগণ যে বলেন, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, এতদংশের নিষেধার্থই আচার্য্য এই সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন।

অনিত্যত্বাদি দোষগ্রস্ত বলিয়া বাসুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি একান্ত অসম্ভব। জীব যদি উৎপত্তিমান্ হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি-দোষ অপরিহার্য্য হইবে। জীব নশ্বর-স্বভাব হইলে তাহার ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতেই পারে না। কারণ-বিনাশে কার্য্য-বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আচার্য্য বেদব্যাস জীবের উৎপত্তি ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের "নাত্মশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" এই সূত্রদ্বারা নিষেধ করিয়াছেন এবং উৎপত্তি নিষেধদ্বারা নিত্যতা প্রমাণিত করিবেন। অতএব এই কল্পনা অসঙ্গত।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥
কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥" (ভাঃ ৩।৫।২৫-২৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সেই ত' মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান 'প্রধান', 'প্রকৃতি'॥
জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লোহ যৈছে করয়ে জারণ॥

অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎ-কারণ।
প্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলস্তন॥" (চৈঃ চঃ আদি ৫৮-৬১)

শ্রীগীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥" (৯।১০)॥ ৪২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাস্তি শক্তেরনুগ্রহকর্ত্তা পুরুষস্তেনানুগৃহীতা তু সা তদ্ধেতুরিতি মতম্। তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—উক্ত-বিষয়ে শক্তিবাদী সমাধান করেন, আচ্ছা, শক্তির অনুগ্রাহক অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা চেতন পুরুষ (রুদ্র) আছেন, তাহা কর্ত্তৃক অনুগৃহীতা হইয়া শক্তি জগৎ-সৃষ্টির হেতু হইবেন, এই আমাদের মত, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথাস্তীতি। পুরুষঃ কপালী রুদ্রঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'অথাস্তীত্যাদি' অবতরণিকাভাষ্যস্থ 'পুরুষঃ' অর্থাৎ নরকপালধারী রুদ্র।

সূত্রম্—ন চ কর্ত্তুঃকরণম্॥ ৪৩॥

সূত্রার্থ—যদি শক্তির পরিচালক একজন চেতন পুরুষই স্বীকার কর, তবে তাঁহারও তো 'ন চ করণম্' অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি নাই, তবে কিরূপে তিনি শক্তির পরিচালনা করিবেন?॥ ৪৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যদি শক্ত্যনুগ্রাহকঃ পুরুষোঽপ্যঙ্গীকার্য্যস্তর্হি তস্যাপি বিশ্বোৎপত্ত্যুপযোগিদেহেন্দ্রিয়াদি করণং নাস্তীতি নানুগ্রহোপপত্তিঃ। সতি চ তস্মিন্ প্রাগুক্তদোষানতিবৃত্তিঃ॥ ৪৩॥

ভাষ্যানুবাদ—যদি শক্তির অধিষ্ঠাতা পুরুষ অর্থাৎ নরকপালধারী রুদ্র স্বীকার কর, তবে তাঁহারও বিশ্ব সৃষ্টি করিবার উপযোগী দেহ-ইন্দ্রিয়াদি থাকা চাই, কিন্তু তাহা তো নাই, তবে তিনি কিরূপে শক্তির পরিচালনা করিবেন? অতএব অনুগ্রাহকতার উপপত্তি হইতে পারে না। আর যদি দেহেন্দ্রিয়াদি তাঁহার আছে বল, তবে পূর্ব্বোক্ত দোষ হইতে নিষ্কৃতি হইবে না॥ ৪৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—ন চেতি। সতি চেতি। তস্মিন্ করণেঽঙ্গীকৃতে করণবচ্চে-দিতি সূত্রোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকানুবাদ—'ন চ কর্ত্তুঃকরণম্' এই সূত্রের ভাষ্যস্থ 'সতি চ তস্মিন্' ইত্যাদি তস্মিন্ অর্থাৎ করণ—দেহেন্দ্রিয়াদি স্বীকার করিলে 'করণবচ্চেদ্' ইত্যাদি সূত্র-প্রদর্শিত দোষ হইতে অব্যাহতি হইবে না। অর্থাৎ তথায় বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের দেহেন্দ্রিয়াদি স্বীকার করিলে জন্ম-মরণাদি হয় এবং তাহাতে অনিত্যত্ব ও জীবের মত সুখদুঃখাদির ভোগবশতঃ অনীশ্বরত্ব হয় ॥ ৪৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—শাক্তেয় মতবাদী যদি বলেন যে, শক্তির অনুগ্রহকর্ত্তা পুরুষ (রুদ্র) না হয় স্বীকার করা হইল, তাহা হইলে তো সেই পুরুষ কর্ত্তৃক অনুগৃহীতা শক্তিই জগৎসৃষ্ট্যাদির হেতু হইবে। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শক্তির পরিচালক চেতন পুরুষ স্বীকার করিলেও তাঁহার দেহ, ইন্দ্রিয়াদি নাই অতএব তিনি কিরূপে শক্তির পরিচালনা করিবেন? আর যদি দেহেন্দ্রিয়াদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষ অর্থাৎ জগদীশ্বরের দেহেন্দ্রিয়াদি স্বীকারে জন্মমৃত্যু-প্রসঙ্গ আসে এবং জীবের ন্যায় অনিত্যত্ব ও সুখদুঃখভাগিত্ব হওয়ায় ঈশ্বরত্বের ব্যাঘাত ঘটে, এই দোষের তো নিরাকরণ হইবে না।

এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও উদ্ধারপূর্ব্বক পরমারাধ্যতম আমাদের শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ ভাষ্যার্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধার করিতেছি—"ভাষ্যার্থ এই—'এতাদৃশী কল্পনা যে অসঙ্গত, তাহার কারণ আছে। লোকমধ্যে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে দাত্রাদি করণের উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না; অথচ ভাগবতগণ বর্ণনা করেন, সঙ্কর্ষণ-নামক কর্ত্তা-জীব হইতে প্রদ্যুম্ন-নামক করণ-মন জন্মিয়াছে, আবার সেই কর্ত্তৃজাত প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ-অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ভাগবতেরা এই কথা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে না পারিলে কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে? এই তত্ত্বের অববোধক শ্রুতিবাক্যও শুনা যায় না।

এই সকল সূত্রের শাঙ্করভাষ্যের খণ্ডন শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্য' হইতে পরে উদ্ধৃত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥"

(ভাঃ ৩।২৬।১৯) ॥ ৪৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্নু নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিগুণকোঽসাবিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যদি বল, সেই শক্তি-পরিচালক পুরুষের জ্ঞান, ইচ্ছাদি গুণ নিত্য; তাহাতে উত্তর করিতেছেন—

সূত্রম্—বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ—যদি সেই কপালী পুরুষ রুদ্রের সৃষ্টিকার্য্যের উপযোগী নিত্যজ্ঞান, নিত্যসঙ্কল্পাদি গুণ আছে বল, তবে 'তদপ্রতিষেধঃ' তাঁহার নিষেধ করি না, যেহেতু তাহা ব্রহ্মবাদেরই অন্তর্ভূত। ইহাতে আমাদের কোন বিবাদ নাই ॥ ৪৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তস্য পুরুষস্য নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিকরণমস্তীতি চেত্তর্হি তদপ্রতিষেধো ব্রহ্মবাদান্তর্ভাবঃ। তত্র তাদৃশাৎ পুরুষাদ্বিশ্ব-সৃষ্ট্যঙ্গীকারাৎ ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ অর্থাৎ কপালী রুদ্রের যদি জগৎ-সৃষ্টি করিবার উপযোগী নিত্যজ্ঞান, নিত্যসঙ্কল্প, নিত্য ঐশ্বর্য্য স্বীকার কর, তবে আমরা তাহার নিষেধ করি না, যেহেতু উহা ব্রহ্মবাদের অন্তর্ভূত হইল। কারণ ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্ববাদে ঐরূপ নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিমান্ পুরুষ (পরমেশ্বর) হইতে জগৎ-সৃষ্টি আমরা অঙ্গীকার করি ॥ ৪৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নন্বিতি। নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিঃ স পুরুষস্ত্রিগুণশক্ত্যা জগৎ নির্ম্মাতীতি চেদ্ব্রূয়াস্তর্হি নামমাত্রেণৈব বিবাদঃ ভাষান্তরেণ ব্রহ্মবাদমেব প্রস্তৌষীতি সমুদায়ার্থঃ। তত্র তাদৃশাৎ পুরুষাদিতি বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তমিত্যত্র নিরূপিতং তদ্বীক্ষণীয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

টীকানুবাদ—নন্নু ইত্যাদি অবতরণিকাস্থ আশঙ্কা—নিত্যজ্ঞান ও ইচ্ছাদি-মান্ সেই পুরুষ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ-শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন,

এইরূপ যদি বল, তাহা হইলে আমাদের সহিত তোমাদের নামমাত্রে বিবাদ অর্থাৎ তোমরা সৃষ্টিকর্ত্তা শক্তিপরিচালক রুদ্র বলিতেছ, আমরা পরমেশ্বর শ্রীহরি বলিতেছি, অতএব তোমরা ভাষান্তর দ্বারা ব্রহ্মবাদকেই সমর্থন করিতেছ; ইহাই সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। ভাষ্যান্তর্গত 'তত্র তাদৃশাৎ পুরুষাৎ' ইতি—'বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্, এই সূত্রে তাহা বিবৃত করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ৪৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি শক্তিবাদী বলেন যে, শক্তির পরিচালক পুরুষের নিত্য জ্ঞান ও নিত্য ইচ্ছাদি গুণ আছে; তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যদি সেই পুরুষের নিত্য জ্ঞানেচ্ছাদি গুণ আছে, স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আর কোন প্রতিষেধ অর্থাৎ নিষেধ নাই, কারণ এই মত তো ব্রহ্মবাদের অন্তর্গতই হইল। যেহেতু ব্রহ্মবাদে তাদৃশ পুরুষ হইতেই জগতের সৃষ্ট্যাদি অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতি-স্তবেও পাওয়া যায়,—

"জয় জয় জহ্যজামজিতদোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।১৪)

এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে যাহা আছে, সেই ভাষ্যার্থ আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার রচিত 'অনুভাষ্যে' যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

"ভাষ্যার্থ এই—'ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে, উক্ত সঙ্কর্ষণাদি জীবভাবান্বিত নহেন, তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি ও ঐশ্বর্য্যশক্তিযুক্ত, বল, বীর্য্য ও তেজঃসম্পন্ন সকলেই বাসুদেব, সকলেই নির্দ্দোষ, নিরধিষ্ঠান, নিরবদ্য। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে উৎপত্ত্যসম্ভব-দোষ নাই। এই অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে যে, এই প্রকার অভিপ্রায় থাকিলে উৎপত্ত্যসম্ভবদোষ নিবারিত হয় না, অন্যপ্রকারে এই দোষ থাকিয়া যায়। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—ইঁহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন; অথচ সকলেই সমধর্ম্মা ও ঈশ্বর। এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। অনেক ঈশ্বর স্বীকার

করা নিষ্প্রয়োজন; কেননা, এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই অভিলাষ পূর্ণ হয়। আরও ভগবান্ বাসুদেব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ত্ব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্তহানি-দোষও প্রসক্ত হইতেছে। এই চতুর্ব্ব্যূহ ভগবানেরই এবং তাঁহারা সকলেই সমধর্ম্মী, এইরূপ হইলেও উৎপত্ত্য-সম্ভব-দোষ পরিহার করা যায় না; কেননা, কোনরূপ আতিশয্য (ন্যূনতাধিক্য) না থাকিলে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে না। কার্য্য-কারণ-মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়। অতিশয় না থাকিলে কোন্‌টি কার্য্য, কোন্‌টি কারণ, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। আরও দেখ, পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তীরা বাসুদেবাদির জ্ঞানাদি-তারতম্যকৃত ভেদ বলিয়া মানেন না, প্রত্যুত ব্যূহচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাসুদেববৎ মান্য করেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি ভগবানের ব্যূহ কি চতুঃসংখ্যায় পর্য্যাপ্ত? অবশ্যই তাহা নহে। ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ ভগবদ্ ব্যূহ—ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, উভয়ত্র প্রমাণিত হইয়াছে।"

এই বিচারেরও খণ্ডন পরে প্রদর্শিত হইবে। ॥ ৪৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—শক্তিমাত্রকারণতাবাদস্তু নিঃশ্রেয়সকামৈ-রনাদরণীয় এবেত্যুপসংহরতি—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—শক্তিমাত্রকারণতাবাদ অর্থাৎ কেবল শক্তিকেই যাঁহারা জগৎকর্ত্রী বলেন, তাঁহাদের মত মুক্তিপথের পথিকদিগের আদরণীয় নহেই, ইহা উপসংহার করিতেছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—শক্তিমাত্রেতি। ন হি শক্তিঃ কেবলা কিন্তীশ্বরোপসৃষ্টা সেতি দেবাত্মশক্তিমিত্যাদিশ্রুতিরাহ। মার্কণ্ডেয়োঽপি তাম-সকৃন্নারায়ণীমবোচৎ।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-ভাষ্যস্য সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'শক্তিমাত্রকারণতাবাদস্ত' ইত্যাদি অবতরণিকাভাষ্য—শ্রুতি বলিতেছেন—শক্তি কেবলা থাকিতে পারেন না, কিন্তু ঈশ্বরসম্পৃক্ত হইয়াই আছেন 'দেবাত্মশক্তিম্ ইত্যাদি। মার্কণ্ডেয় মুনিও স্বরচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণে সপ্তশতীতে সেই নারায়ণী শক্তি বহুবার বলিয়াছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত-অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূত্রম্—বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ৪৫ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তির সহিত বিরোধ (অসামঞ্জস্য) হওয়ার জন্যও শক্তিবাদ গ্রহণীয় নহে ॥ ৪৫ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিযুক্তিবিরোধাত্তুচ্ছঃ শক্তিবাদঃ। "শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চৈব যুক্তয়শ্চেশ্বরং পরম্। বদন্তি তদ্বিরুদ্ধং যো বদেত্ত-স্মান্ন চাধম" ইতি হি স্মৃতিঃ। চশব্দেনোৎপত্ত্যসম্ভবাদিতি হেতুঃ সমুচ্চিতঃ। তদেবং সাংখ্যাদিবর্ত্মনাং দোষকণ্টকবৈশিষ্ট্যাৎ তদ্রহিতং বেদান্তবর্ত্মৈব শ্রেয়োহর্থিভিরাস্থেয়মিতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শক্তিবাদ অতিতুচ্ছ, যেহেতু তাহাতে সকল শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তির বিরোধ ঘটে।

স্মৃতিবাক্য আছে—'শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চৈব…ন চাধমঃ'—শ্রুতিবাক্যনিচয়, স্মৃতি-বাক্যগুলি ও যুক্তিসমুদয় যে পরমেশ্বরকে জগৎকারণ বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধ বলে, তাহা হইতে অধম আর কেহ নাই। এই স্মৃতি অন্যবাদের নিষেধক। 'স্মৃতয়শ্চৈব' এই 'চ' শব্দদ্বারা 'উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ' এই হেতুও গ্রহণীয়। অতএব এইরূপে সাংখ্যাদি প্রস্থানে বহুদোষ-কণ্টক থাকায় এই নিষ্কণ্টক বেদান্তমার্গই শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিদিগের শ্রদ্ধেয় ও অবলম্বনীয় ॥ ৪৫ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিপ্রতিষেধাদিতি। "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকা-ময়ত" "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্" ইত্যাদি শ্রুতিঃ "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" ইত্যাদি স্মৃতিশ্চ স্বরূপমেব বিশ্বকারণমাহ। অত্র মনুঃ—"যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতা" ইতি। যুক্তিশ্চ—শক্তিবাদঃ সত্যঃ সশক্তি-ত্বাৎ জ্বালাদিবদিতি তথৈব প্রত্যায়য়তি। সর্ব্বেতি। তদেতন্নিখিলবিরোধাৎ প্রহেয়স্তন্মাত্রবাদ ইত্যর্থঃ। শ্রুতয় ইতি পাদ্মে। তদেবমিতি। তথাচ ভ্রমমূলেন শাক্তসিদ্ধান্তেন সমন্বয়ো ন শক্যো বিরোদ্ধুমিতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—'বিপ্রতিষেধাদিত্যাদি' সূত্র, ভাষ্যস্থ শ্রুতি যথা—'অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত' প্রলয়ের পর সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই আদি পুরুষ শ্রীনারায়ণ ইচ্ছা করিলেন ইত্যাদি। পুরুষসূক্তে আছে—'পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্' সেই পুরুষই সমস্ত অতীত, ভবিষ্যৎ যাহা কিছু বস্তু তাহার উপাদানস্বরূপ ; ইত্যাদি শ্রুতি পরমেশ্বরের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব ঘোষণা করিতেছেন। শ্রীভগবদ্‌গীতায়ও উক্ত আছে—'অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে' আমি সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি-কারণ, আমা হইতে সমস্ত বস্তুর স্থিতি। ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যও ভগবৎ-স্বরূপকেই বিশ্বকারণ বলিতেছেন। এ-বিষয়ে মনু বলিতেছেন—যে সকল স্মৃতি বেদ বহির্ভূত অর্থাৎ বেদ-বিরুদ্ধ

এবং যাহা কিছু কুদর্শন (সাংখ্যাদি দর্শন), সে সকল স্মৃতি মৃত্যুর পর কোন ফলদায়ক নহে, যেহেতু সেগুলি তমোগুণের কারণ। শক্তিবাদ পক্ষে যুক্তিও এই—'শক্তিবাদঃ সত্যঃ সশক্তিত্বাৎ জালাদিবৎ' শক্তিবাদ অভ্রান্ত, যেহেতু প্রত্যেক কারণই শক্তিবিশিষ্ট হইয়া কার্য্য সম্পাদন করে, দৃষ্টান্ত যেমন অগ্নির শিখা, তাহা দাহশক্তিবিশিষ্ট হইয়া দাহের কারণ হয়। এই যুক্তি লোকের সেইরূপ প্রতীতিও জন্মাইয়া থাকে। সর্ব্ব শ্রুত্যাদি ভাষ্য মর্ম্মার্থ —অতএব এই শ্রুতি-স্মৃতি-যুক্তি-বিরোধ হেতু কেবল-শক্তির কারণতাবাদ হেয়। 'শ্রুতয়ঃস্মৃতয়শ্চৈব' ইত্যাদি বাক্যটি পদ্মপুরাণোক্ত। তদেবং সাংখ্যাদিবৎর্নামিত্যাদি—ভ্রমমূলক শাক্তসিদ্ধান্ত দ্বারা বেদান্তবাক্যের ব্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ ঘটাইতে পার না ॥ ৪৫ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে শক্তিকারণতাবাদ যে শ্রেয়স্কামী অর্থাৎ মোক্ষকামী ব্যক্তিমাত্রেরই অনাদরণীয়, তাহা উল্লেখ পূর্ব্বক সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে উপসংহারমুখে বলিতেছেন যে, সকল শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া এই শক্তিবাদ অতিশয় তুচ্ছ। শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি পরমেশ্বরকেই জগৎ-কারণ বলেন, তাহার বিরুদ্ধবাদী অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই। 'চ' শব্দদ্বারা ভাষ্যকার বুঝাইতেছেন যে, শক্তির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে জগতের উৎপত্তির অসম্ভাবনাই সমুচিত হয়। এইজন্য শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিমাত্রই দোষ-রূপ কণ্টকবিশিষ্ট সাংখ্যাদি মত পরিহার পূর্ব্বক বেদান্তমার্গ ই অবলম্বন করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদবতার শ্রীকপিলদেবও স্বীয় জননীকে বলিয়াছেন—

"নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ।
আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে ॥" (ভাঃ ৩।২৫।৪১)

অর্থাৎ জননি! আমিই ভগবান্, আমিই প্রকৃতি ও পুরুষাবতারাদির নিয়ন্তা; আমিই সর্ব্বভূতের আত্মা। জীববৃন্দের নিদারুণ সংসার-ভয় আমা ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা নিবৃত্ত হয় না।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের এই মতবাদের উত্তরে শ্রীরূপ প্রভু লঘুভাগবতামৃতে (চতুর্ব্যূহ-বর্ণনপ্রসঙ্গে ৮০-৮৩ শ্লোকে)—যাহা লিখিয়াছেন—তাহার মর্ম্মানুবাদ আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বোক্ত 'অনুভাষ্যে' যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"পরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের 'মহাবস্থ'-নামক বিখ্যাত ব্যূহচতুষ্টয়ের মধ্যে এই বাসুদেব আদিব্যূহ এবং চিত্তে উপাস্য; যেহেতু ইনি চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত (ভাঃ ৪।৩।২৩)। শ্রীসঙ্কর্ষণ ইহার স্বাংশ অর্থাৎ বিলাস; সঙ্কর্ষণকে দ্বিতীয় ব্যূহ এবং সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ বলিয়া 'জীব'ও বলিয়া থাকে। অসংখ্য শারদীয় পূর্ণ শশধরের শুভ কিরণ অপেক্ষাও তাঁহার অঙ্গকান্তি সুমধুর। তিনি অহঙ্কারতত্ত্বের উপাস্য; তিনি অনন্তদেবে স্বীয় আধারশক্তি নিধান করিয়াছেন এবং তিনি স্মরারাতি রুদ্র এবং অধর্ম্ম, অহি, অন্তক ও অসুরদিগের অন্তর্য্যামিরূপে জগতের সংহারকার্য্য সম্পাদন করেন। সেই সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্ত্তি তৃতীয়-ব্যূহ প্রদ্যুম্ন। বুদ্ধিমান্‌গণ বুদ্ধিতত্ত্বে এই প্রদ্যুম্নের উপাসনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবী ইলাবৃতবর্ষে তাঁহার গুণগান করিতে করিতে পরিচর্য্যা করিতেছেন। কোন স্থানে তপ্তজাম্বূনদের (সুবর্ণের) ন্যায়, কোন স্থানে বা নবীন নীল-জলধরের ন্যায় তাহার অঙ্গকান্তি। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং স্বীয় স্রষ্টৃত্ব-শক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন। তিনি বিধাতা—সমস্ত প্রজাপতি, বিষয়ানুরক্ত দেবমানবাদি প্রাণিগণ এবং কন্দর্পের অন্তর্য্যামি-রূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। চতুর্থ-ব্যূহ অনিরুদ্ধ ইহার বিলাসমূর্ত্তি। মনীষিগণ মনস্তত্ত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীল-নীরদের সদৃশ। তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎপর। তিনি ধর্ম্ম, মনু, দেবতা এবং নরপতিগণের অন্তর্য্যামিরূপে জগতের পালন করেন। মোক্ষ-ধর্ম্মে প্রদ্যুম্নকে মনের অধিদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া (অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন যে বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ যে মনের অধিদেবতা, ইহা) সর্ব্ববিধ পঞ্চরাত্রের সম্মত।"

শ্রীভগবানের বিলাস ও অচিন্ত্যশক্তি-সম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃতে (৪৪-৪৬ সংখ্যায়) শ্রীশ্রীল রূপপাদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যাহা দিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত হইতেছে।

"এই স্থানে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে মহাবরাহ-পুরাণে ইহাই শুনিতে পাওয়া যায়—'সেই পরমাত্মা হরির সর্ব্ববিধ দেহই নিত্য এবং সর্ব্ববিধ দেহই জগতে পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে; ঐ সকল দেহ হানোপাদানশূন্য, সুতরাং কখনই প্রকৃতির কার্য্য নহে। সকল দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, চিদেকরসস্বরূপ, সর্ব্ববিধ চিন্ময়গুণযুক্ত এবং সর্ব্ব-দোষবিবর্জ্জিত।' আবার নারদপঞ্চরাত্রেও বলিয়াছেন—'বৈদূর্য্যমণি যেমন স্থানভেদে নীলপীতাদি ছবি ধারণ করে, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুত উপাসনা-ভেদে স্ব-স্বরূপকে বিবিধাকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন।' অতএব কি নিমিত্ত সেই সকল অবতারের তারতম্য ব্যাখ্যা করিতেছেন? উক্ত আশঙ্কার উত্তরে ইহাই বলিতে পারা যায় যে, অচিন্ত্য অনন্তশক্তির প্রভাবে, একাধারে (সেই একই পুরুষোত্তমে) একত্ব ও পৃথক্ত্ব, অংশ ও অংশিত্ব, ইহার কিছুই অসম্ভব ও অযুক্ত নহে। তন্মধ্যে একত্ব-সত্ত্বেও পৃথক্ প্রকাশ, যথা শ্রীদশমে (নারদের উক্তি) 'বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, একই শ্রীকৃষ্ণ একই সময় পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ষোড়শ সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।' পৃথক্ত্বেও একরূপত্বাপত্তি, যথা পদ্মপুরাণে—'সেই নির্গুণ, নির্দ্দোষ, আদিকর্ত্তা, পুরুষোত্তম দেব হরি বহুরূপ হইয়া পুনর্ব্বার একরূপে শয়ন করেন। একেরই অংশাংশিত্ব ও বিরুদ্ধশক্তিত্ব, যথা শ্রীদশমে—'তুমি বহুমূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তি, অতএব ভক্তগণ তোমাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া তোমার পূজা করিয়া থাকেন।' আর কূর্ম্মপুরাণে বলিয়াছেন—'যিনি সর্ব্বতোভাবে অস্থূল হইয়াও স্থূল, অনণু হইয়াও অণু, অবর্ণ হইয়াও শ্যামবর্ণ ও রক্তান্তলোচন।' এই সকল গুণ পরস্পরবিরুদ্ধ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ভগবানে নিত্যই অবস্থিত। তথাপি পরমেশ্বরে অনিত্যত্ব প্রভৃতি কোনরূপ দোষ আহরণ কর্ত্তব্য নহে; অথচ ঐ সকল গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাহাতে সর্ব্বতোভাবে সমাহার হইতে পারে।' ইতি। শ্রীষষ্ঠ স্কন্ধীয় গদ্যেও পরস্পর বিরুদ্ধ অচিন্ত্যশক্তির কথা কথিত হইয়াছে, যথা—'হে ভগবন্, তোমার অপ্রাকৃত লীলা-বিহার বা ক্রীড়া দুর্ব্বোধ্যের ন্যায় প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাধারণ কার্য্য-কারণ-ভাব

তোমাতে দেখা যায় না; যেহেতু তুমি আশ্রয়শূন্য, শরীর-চেষ্টারহিত ও স্বয়ং নির্গুণ হইয়া এবং আমাদিগের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া স্ব-স্বরূপ দ্বারাই এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কর, অথচ তাহাতে তোমার কোনরূপ বিকার নাই। হে প্রভো! তুমি কি দেবদত্ত-নামধারী প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় এই সংসারে দেবাসুররূপ গুণবিসর্গ মধ্যে পতিত হইয়া পরাধীনতাবশতঃ স্বীয় দেবতা-কৃত সুখদুঃখাদি ফল নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া থাক, অথবা অপ্রচ্যুত চিচ্ছক্তিমান্ থাকিয়াই আত্মারাম এবং উপশমশীলরূপে ঐ সমস্ত ব্যাপারে উদাসীন অর্থাৎ সাক্ষিরূপেই অবস্থান কর, ইহা আমরা জানি না। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ, যাঁহার গুণরাশি গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, যিনি সকলেরই শাসনকর্ত্তা, যাঁহার মাহাত্ম্য কাহারই বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না এবং বস্তুস্বরূপাবোধক বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস এবং কুতর্কজালে আচ্ছাদিত শাস্ত্রদ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, সেই বাদিগণের বিবাদ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ, সেই অচিন্ত্য-শক্তিশালী তোমাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় গুণই অবিরোধী। সমস্ত প্রাকৃত জ্ঞানাতীত কেবল শুদ্ধ জ্ঞানময় তোমাতে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ অথবা চিদ্গুণময় ও নির্গুণ, এই দুইটি যে তোমার দুইটি ভিন্ন স্বরূপ, তাহা নহে; ভাবনা-ভেদে তোমার একই স্বরূপের দুইপ্রকার প্রতীতি মাত্র। তবে যাহাদের বুদ্ধির বিষয় সর্পাদি, তাহাদিগের নিকট যেমন এক রজ্জুখণ্ডই সর্পাদি ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের বুদ্ধি সম এবং বিষম অর্থাৎ অনিশ্চিত, তুমি তাহাদিগের অভিপ্রায়ের অনুসরণ বা তাহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রকাশিত করিয়া থাক।' ইতি। এইস্থানে কারিকা—শরীরের চেষ্টা ভূম্যাদি আশ্রয় এবং দণ্ডচক্রাদি সহায়-ব্যতীত, বিকারশূন্য তোমার কর্ম্ম অতিশয় দুর্গম। গুণ-বিসর্গ-শব্দদ্বারা দেবাসুরের যুদ্ধাদি উক্ত হইয়াছে। তাহাতে পতিত—আসক্ত, ইহাকেই পারতন্ত্র্য অর্থাৎ পরাধীনতা বলে; যেহেতু আশ্রিত দেবগণের নিকট তোমার পারতন্ত্র্য-কৃপাজনিত (অর্থাৎ তাহাতে তোমার স্বতন্ত্রতার হানি হয় না) তুমি সেইজন্য স্বকৃত—আত্মীয়কৃত অর্থাৎ স্বীয় দেবগণকর্ত্তৃক অর্জ্জিত, সুখদুঃখাদি-রূপ শুভাশুভ ফলকে কি আপনার বলিয়া মনে কর, অথবা আত্মারামতা

প্রযুক্ত তাহাতে একেবারে ঔদাসীন্য অবলম্বন কর,—ইহা আমরা জানি না। কিন্তু (বিরুদ্ধ-গুণশালী) তোমাতে এতদুভয়ই অসম্ভব নহে। 'ভগবতি' ইত্যাদি বিশেষণদ্বয় এবং 'ঈশ্বরে' ইত্যাদি পঞ্চ বিশেষণ তাহাতে হেতু; তন্মধ্যে 'ভগবৎ'—শব্দদ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা, 'অপরিগণিত' ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা সদ্‌গুণশালিতা এবং 'কেবল' পদদ্বারা ব্রহ্মত্বের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। ব্রহ্মত্বহেতু সর্ব্বত্র ঔদাসীন্যের সম্ভাবনা হইলেও, 'ভগবতি' ইত্যাদি গুণদ্বয়দ্বারা ভক্তপক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা আছে। যদি বল, একই স্বরূপের যুগপৎ দ্বিরূপতা কিরূপে সম্ভাবিত হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন,—'অর্ব্বাচীন' ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহারা বস্তুস্বরূপ অবগত হইতে পারে না, তুমি সেই বাদিগণের বিবাদের অনবসর অর্থাৎ অগোচর। অতএব অচিন্ত্য আত্মশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া, বিরুদ্ধ হইলেও তোমাতে কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? তোমার স্বরূপ অভক্ত বিবাদিগণের অচিন্ত্য, শক্তিও সেইরূপই অচিন্ত্য। নানাপ্রকার বিরুদ্ধ-কার্য্যসমূহের আশ্রয় হইতে দেখিয়াই অনুমান করা যায় যে, তোমার সেই শক্তি অচিন্ত্য। ব্রহ্ম-সূত্রকার বলিয়াছেন—'অচিন্ত্য সেব্য বিষয় একমাত্র শ্রুতি অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণের গোচর হইয়া থাকে।' আর স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন—'অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের উদ্ভাবনা করিতে নাই।' প্রাকৃত মণি-মহৌষধাদিতেও এই অচিন্ত্য প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাদৃশ অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য দুরবগাহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অজ্ঞান এবং ইন্দ্রজালবিদ্যা যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব অজ্ঞান ও ইন্দ্রজালাদি দ্বারা পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য্য প্রতিপন্ন হয় না; যেহেতু 'উপরত' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা ঈশ্বরে ঐ উভয়ের অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বরে অজ্ঞান ও ইন্দ্রজাল স্বীকার করিলে 'ভগবতি' ইত্যাদি ষড়্‌বিধ বিশেষণ প্রয়োগের তাৎপর্য্য নিষ্ফল হইয়া উঠে। অতএব অচিন্ত্যশক্তি-নিরূপক শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা বিশ্বপালকত্ব এবং তাহাতে ঔদাসীন্য এই দুই গুণ বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহাদিগের চিত্ত অজ্ঞানবশতঃ সর্পাদিভাবে ভাবিত, তাহাদিগের বুদ্ধিতে রজ্জুখণ্ড যেমন সর্পাদিরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের মতি নানাভাবে ভাবিত, সুতরাং যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান শূন্য, তুমিও তাহাদিগের

মতানুসারে সেই সেই ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাক। যদি বল, কেবল-জ্ঞানকে ব্রহ্ম এবং নানাধর্ম্মাশ্রয় বস্তুকে 'ভগবান্' বলায় তাঁহাতে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে; এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য বলিয়াছেন,—'স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ'। এতদ্দ্বারা কখনই তাঁহার স্বরূপের দ্বৈতত্ব বলা হয় নাই, কেবল একই স্বরূপের ধর্ম্মদ্বয় নির্ণয় করা হইয়াছে। অতএব তাঁহার শক্তিবিলাসের যে বিরোধ-প্রতীতি হয়, তাহাকেই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বলে; ইহা তাঁহার ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে। তৃতীয় স্কন্ধেও এতাদৃশ বিরোধ কথিত হইয়াছে—'প্রাকৃত-চেষ্টাহীনতা কর্ম্ম, অজের জন্ম, কাল-স্বরূপ হইয়াও শত্রুভয়ে দুর্গাশ্রয় ও মথুরা হইতে পলায়ন এবং আত্মা-রামের ষোড়শসহস্র রমণীর সহিত বিলাস, এই সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়।' সেই সকল কর্ম্মাদি বাস্তব না হইলে কখনই তত্ত্ব-জ্ঞানীর বুদ্ধি ভ্রান্ত হইত না। অতএব ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই লীলার হেতু। তাঁহার যেমন যেমন ইচ্ছা প্রকটিত হয়, অচিন্ত্যশক্তিও সেই সেই রূপেই লীলার আবিষ্কার করিয়া থাকেন।"

আচার্য্য শ্রীরামানুজও তাঁহার শ্রীভাষ্যে শাঙ্কর যুক্তিসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন। আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তদীয় অনুভাষ্যে তাহার মর্ম্মানুবাদও প্রদান করিয়াছেন, পরে উহা দ্রষ্টব্য। এক্ষণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বোক্ত শঙ্কর-ভাষ্যের খণ্ডন মুখে স্বীয় অনুভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

"পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র সম্পূর্ণ বেদানুমোদিত উপাসনাকাণ্ডময় বেদ-বিস্তার-গ্রন্থ। ইহা রাজস বা তামস তন্ত্র নহে, পরন্তু 'সাত্বত-সংহিতা'-নামে সুরিগণের নিকট পরিচিত। ইহার বক্তা স্বয়ং শ্রীনারায়ণ, ইহা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বে ৩৪৯ অঃ ৬৮ শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীনারদাদি ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টয়-রহিত দিব্যসুরিগণ ইহার প্রবর্ত্তক। শ্রীভাগবত গ্রন্থও 'সাত্বত-সংহিতা'-নামে পরিচিত। এই পাঞ্চরাত্রিক মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুদ্ধ কথাকে পাঞ্চরাত্রিক মতরূপে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন-প্রয়াস—ন্যায় ও সত্যের নিরতিশয় অপলাপমাত্র, তাহা সংক্ষেপে খণ্ডনমুখে প্রদর্শিত হইতেছে—

(১) ৪২ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর সঙ্কর্ষণকে 'জীব' বলিয়াছেন, বাস্তবিক ভাগবতগণ সঙ্কর্ষণকে কখনও 'জীব' বলেন নাই, তিনি স্বয়ং অধোক্ষজ, অচ্যুত, বিষ্ণু-বস্তু, জীবের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, পূর্ণ, অংশী, বিভু-চৈতন্য, যাবতীয় প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্গের কারণ—অণুচৈতন্য, অংশ জীব নহেন। জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু নাই—ইহা ভাগবতগণ এবং যে কোন শ্রৌতপন্থী শাস্ত্রদ্রষ্টা ও শাস্ত্রশ্রোতা স্বীকার করিবেন।

(২) ৪৩ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যের উত্তরে মূল-সঙ্কর্ষণ হইতে অন্যান্য সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের প্রাকট্যের বিষয় 'ব্রহ্মসংহিতা'য় উক্ত—'দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা। যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' অর্থাৎ 'দীপরশ্মি যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ পূর্ব্ব দীপের ন্যায় সমান-ধর্ম্মা, তদ্রূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ বিষ্ণু হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।'

(৩) ৪৪ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে 'ইঁহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন'—শ্রীপাদের এই পূর্ব্বপক্ষকে পাঞ্চরাত্রিকগণ কখনই নিজমত বলিয়া স্বীকার করেন না। শ্রীপাদ শঙ্করের নিজেরই ৪২ সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত স্বীকৃত-মত ("স আত্মাত্মানমনেকধা ব্যূহাবস্থিত ইতি, তন্ন নিরাক্রিয়তে" অর্থাৎ তিনি যে আপনা আপনিই অনেক প্রকার ব্যূহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা শ্রুতি সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি") তাঁহার এই সূত্রের পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির বিরোধী অর্থাৎ তাঁহার ৪৪ সূত্রের ভাষ্য ও ৪২ সূত্রের ভাষ্যের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী—যাহা তিনি পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহাই এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষরূপে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভাগবতগণ নারায়ণের চতুর্ব্যূহ স্বীকার করায় 'বহ্বীশ্বরবাদ' স্বীকার করেন নাই—তাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বলিয়াই জানেন—কখনই বেদবিরোধী বহ্বীশ্বরবাদী নহেন। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের অচিন্ত্য-শক্তিমত্তায় দৃঢ়বিশ্বাসী। লঘুভাগবতামৃতের মর্ম্মানু-বাদ দ্রষ্টব্য। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই তত্ত্বচতুষ্টয়-মধ্যে কারণ-কার্য্য ভাব নাই—"নান্যৎ যৎ সদসৎপরং" "দেহদেহিবিভেদোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ" (কূর্ম্ম পুঃ); তাঁহারা সকলেই মায়াধীশ তত্ত্ব, শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, তুরীয়; তাঁহাদের প্রকাশে মায়ার কোন বিক্রম বা বিকার অথবা ° াম বা খণ্ডত্ব থাকিতে পারে না। তাঁহারা একই অদ্বয়জ্ঞান, অধোক্ষজ ও পূর্ণবস্তু; শ্রুতি প্রমাণ—"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"—(বৃঃ আঃ ৫।১)। আব্রহ্মস্তম্ব বা ভগবান্ বিষ্ণুর স্থূল বহিরঙ্গকে শক্তিত্রয়াধীশ শ্রীচতুর্ব্ব্যূহের সহিত এক বা সমজ্ঞান চিদচিৎসমন্বয়বাদীর বৃথা প্রয়াস ও নিতান্ত ভগবদ্বিরোধমূলক নাস্তিক্যবাদ মাত্র। আব্রহ্মস্তম্ব বা বিশ্বরূপ বিষ্ণুর বহিরঙ্গ বৈভব—একপাদ-বিভূতি, মায়া বা প্রকৃতি সম্বন্ধী, সুতরাং প্রাকৃত, উহার সহিত চিদচিদের ঈশ্বর চতুর্ব্যূহের সাম্যজ্ঞান বা প্রয়াস—মায়া-বাদীর ধর্ম্ম।

(৪) ৪৫ সংখ্যক ভাষ্যের উত্তরে লঘুভাগবতামৃতে ভগবদ্গুণের অপ্রাকৃতত্ব-বর্ণনপ্রসঙ্গে (৯৭-৯৯ সংখ্যা) উদ্ধৃত বাক্যের মর্ম্মানুবাদ, যথা—যদি বল, গুণমাত্রই প্রকৃতির কার্য্য, অতএব মরীচিকা সদৃশ, তাহার গণনা করা যায় না, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি এ-কথা বলিতে পারিতেছ না। ভগবানের গুণ কখনই প্রাকৃত হইতে পারে না; তাঁহার সমস্ত গুণই তাঁহার স্বরূপভূত, সুতরাং সেই সকল গুণ নিশ্চয়ই সুখস্বরূপ। যথা ব্রহ্মতর্কে—"ভগবান্ হরি স্ব-স্বরূপভূত গুণে গুণবান্, অতএব বিষ্ণু এবং মুক্ত জীবের গুণ কদাপি স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'যে পরমেশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণের সংসর্গ নাই, সেই পরমশুদ্ধ আদিপুরুষ শ্রীহরি প্রসন্ন হউন।' যথা সেই বিষ্ণুপুরাণেই—হেয় অর্থাৎ প্রাকৃত গুণ ব্যতীত সমগ্রজ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং 'তেজঃ,—ইহারা ভগবৎ-শব্দের অভিধেয়।' পদ্মপুরাণেও—'পরমেশ্বর যে শাস্ত্রে 'নির্গুণ' বলিয়া কীর্ত্তিত আছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুণের অভাবই বলা হইয়াছে।' প্রথম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়েও—"হে ধর্ম্ম, যে সকল গুণ কীর্ত্তন করিলাম, সেই গুণপরম্পরা এবং অন্য মহাগুণরাশি যে শ্রীকৃষ্ণে নিত্যরূপে বিরাজমান, মহত্ত্বাভিলাষী ব্যক্তিগণ যে সকল গুণ প্রার্থনা করেন, সেই সকল গুণাবলী কখনই শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিযুক্ত হয় না।' ইতি। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য-

অপ্রাকৃত-গুণশালী, অপরিমিতশক্তিবিশিষ্ট এবং পূর্ণানন্দ-ঘন-বিগ্রহ। ভাগবত—৩।২৬।২১, ২৫, ২৭, ২৮ দ্রষ্টব্য।"

শ্রীরামানুজপাদ তৎকৃত শ্রীভাষ্যে যে শাঙ্কর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ পূর্ব্বোক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৪১-৪৮ পয়ারের শ্রীশ্রীপ্রভুপাদকৃত অনুভাষ্য হইতে উদ্ধৃত হইতেছে।

"ভগবদুক্ত পরমমঙ্গলসাধন পঞ্চরাত্রশাস্ত্রেরও কোন কোন অংশকে কপিলাদি-শাস্ত্রের ন্যায় শ্রুতিবিরুদ্ধ-জ্ঞানে অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া শ্রীশঙ্কর নিরাস করিয়াছেন। পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে কথিত আছে যে—পরমকারণ ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে 'সঙ্কর্ষণ' নামক জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ষণ হইতে 'প্রদ্যুম্ন' নামক মনের উৎপত্তি এবং মন হইতে 'অনিরুদ্ধ' নামক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এ-স্থলে জীবের উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না; কেননা, উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। 'চিন্ময় জীবাত্মা কখনও জন্মে না, বা মরে না' (কঠ ২।১৮), এইবাক্যে সকল শ্রুতিই জীবের অনাদিত্ব বা উৎপত্তি-রাহিত্য বলিয়াছেন; অতএব জীব, মন ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃ-দেবের আবির্ভাবই উদ্দিষ্ট হইয়াছে (বেদান্ত ২।২।৪২ সূঃ)।

সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন-নামক মনের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এ-স্থলেও কর্ত্তা-জীব হইতে করণ-মনের উৎপত্তি সম্ভব হয় না; কারণ 'পরমাত্মা হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি হয়' ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। অতএব যদি জীব হইতে মনের উৎপত্তি কথিত হয়, তবে 'পরমাত্মা হইতেই উহাদের উৎপত্তি' এতাদৃশ শ্রুতিবচনের সহিত উহার বিরোধ ঘটে, অতএব এই বাক্য শ্রুতি-বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া ইহার প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে (বেদান্ত ২।২।৪৩ সূঃ)।

সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইঁহাদের পরব্রহ্মভাব বিদ্যমান থাকায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না অর্থাৎ এই সঙ্কর্ষণাদি-ব্যূহ সাধারণ জীবের ন্যায় মায়াবশযোগ্যরূপে অভিপ্রেত নহেন—ইঁহারা সকলেই ঈশ্বর—সকলেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, অতএব পঞ্চরাত্রের মত অপ্রামাণ্য নহে। যাহারা পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-প্রক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই 'জীবোৎপত্তিরূপা বিরুদ্ধকথা অভিহিত হইয়াছে', এইরূপ অশাস্ত্রীয় কথা

বলা সম্ভব। ভাগবত প্রক্রিয়া এইরূপ—যিনি স্বাশ্রিতভক্তবৎসল, বাসুদেব-নামক পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্বাশ্রিত ও সমশ্রেণীয়তার জন্য চারিপ্রকারে অবস্থান করেন; যথা পৌষ্কর-সংহিতায় এইরূপ কথিত আছে—যেস্থলে (শাস্ত্রে) ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ক্রমাগত সংজ্ঞাসমূহ দ্বারা অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে চাতুরাত্ম্য (চতুর্ব্যূহ) উপাসিত হন, সেই শাস্ত্রই 'আগম'। ঐ চাতুরাত্ম্যের উপাসনা যে বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মেরই উপাসনা, উহা সাত্বত-সংহিতায়ও কথিত হইয়াছে; বাসুদেব নামক পরমব্রহ্ম, সম্পূর্ণ ষাড়্গুণ্য-বপুঃ, সূক্ষ্ম, ব্যূহ ও বিভব, এই সকল ভেদভিন্ন এবং অধিকারানুসারে ভক্তগণ দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চিত হইয়া সম্যগ্‌রূপে লব্ধ হন। বিভব অর্থাৎ নৃসিংহ, রঘুনাথ বা মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারের অর্চ্চন হইতে সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহ-প্রাপ্তি এবং ব্যূহার্চ্চন হইতে বাসুদেব-নামক পরমব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। যেহেতু পৌষ্কর-সংহিতায় কথিত হইয়াছে—'এই শাস্ত্র হইতে জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা বাসুদেব-নামক অব্যয় পরমব্রহ্ম পাওয়া যায়, অতএব সঙ্কর্ষণাদিরও পরব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল, কেননা, তাঁহারাও স্বেচ্ছাক্রমে বিগ্রহ-বিশিষ্ট'। 'তিনি প্রাকৃতের ন্যায় জন্মগ্রহণ না করিয়া বহুরূপে অবতীর্ণ বা প্রকটিত হন' ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। আশ্রিতবাৎসল্যনিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন বলিয়া তদভিধায়ক এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ নহে। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—যথাক্রমে জীব, মন ও অহঙ্কার, এই সত্ত্বসমূহের অধিষ্ঠাতৃদেব, এইজন্য ইঁহাদিগকে যে জীবাদি-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ নাই। যেমন 'আকাশ' ও 'প্রাণাদি'-শব্দে ব্রহ্মের অভিধান হইয়া থাকে, তদ্রূপ (বেদান্ত ২।২।৪৪ সূঃ);

এই শাস্ত্রে জীবোৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু পরমসংহিতায় কথিত আছে—'অচেতন, পরার্থসাধক, সর্ব্বদা বিকারযোগ্য ত্রিগুণই কর্ম্মীদিগের ক্ষেত্র—ইহাই প্রকৃতির রূপ। ইহার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ ব্যাপ্তিরূপে, উহা যে অনাদি, ইহাও সত্য।' এইরূপ সকল সংহিতায়ই 'জীব' নিত্য, এইজন্য পঞ্চরাত্র-মতে তাহার উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী,—জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বিনাশও স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু জীব যখন নিত্য, তখন নিত্যত্ব-হেতু তাহার উৎপত্তি আপনা হইতেই প্রতিষিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে পরমসংহি-

তায় উক্ত হইয়াছে—'প্রকৃতির রূপ সতত বিকারযুক্ত' অতএব উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি এই 'সতত বিকারে'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে। অতএব সঙ্কর্ষণাদি জীবরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া শঙ্করাচার্য্য যে দোষ দিয়াছেন, তাহা নিরাকৃত হইল (বেদান্ত ২।২।৪৫ সূঃ) ; (ভাঃ ৩।১।৩৪), শ্রীধর-টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই চতুর্ব্যূহবাদ-খণ্ডনের বিস্তৃত নিরাস জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীভাষ্যের শ্রীমৎ সুদর্শনাচার্য্যকৃত 'শ্রুতপ্রকাশিকা' টীকা আলোচ্য।" ॥ ৪৫ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয়পাদঃ

মঙ্গলাচরণম্

ব্যোমাদিবিষয়াং গোভির্বিমতিং বিজঘান যঃ ।
স তাং মদ্বিষয়াং ভাস্বান্ কৃষ্ণঃ প্রণিহনিষ্যতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ—জগদুৎপত্তি-বিষয়ে আকাশাদিগত কারণতায় যে বিরুদ্ধমত আছে, সেই অন্ধকারকে যিনি নানাবচন-রূপ কিরণদ্বারা নিরাকরণ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন সূর্য্যই আমারও ভগবদ্‌বিষয়ক বৈমুখ্যমতি হরণ করিবেন।

মঙ্গলাচরণ-টীকা—দ্বিপঞ্চাশৎসূত্রকমূনবিংশত্যধিকরণকং তৃতীয়ং পাদং ব্যাচক্ষাণঃ শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিব্যঞ্জকং তৎপ্রভাববর্ণনং মঙ্গলমাচরতি ব্যোমাদীতি। যঃ কৃষ্ণো গোবিন্দো ভাস্বান্ সূর্য্যঃ ব্যোমাদিবিষয়ামাকাশাদিগতাং বিমতিং সংহত্য-কার্য্যকারিতাভাবরূপাং বিরুদ্ধবুদ্ধিমিত্যর্থঃ গোভিঃ প্রভাবরশ্মিভি-র্বিজঘান নিরাস্থৎ। স্বতেজসা সংহতৈরাকাশাদিভিরণ্ডং রচয়াঞ্চকারেত্যর্থঃ। পক্ষে যঃ কৃষ্ণো বাদরায়ণো ব্যোমাদিবিষয়ামাকাশাদিষু জাতাং নিত্যত্বাদিরূপাং তার্কিকাদীনাং বিমতিং বেদবিরুদ্ধাং বুদ্ধিং গোভির্বাগ্‌ভির্ব্রহ্মসূত্রৈরিতি যাবৎ বিজঘান পরিজহার, তেষাং সর্ব্বেষাং ব্রহ্মকার্য্যত্বরূপাং সম্মতিং নির্ণিনায়ে-ত্যর্থঃ। কীদৃশঃ? ভাস্বান্ সার্ব্বজ্ঞ্যেন তপসা চ ভ্রাজমানঃ স চ স চ মদ্বিষয়াং বিমতিং মদ্‌গতাং তদ্বৈমুখ্যরূপাং তাং প্রণিহনিষ্যতি স্বসাম্মুখ্যভাজং মাং করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

মঙ্গলাচরণ টীকানুবাদ—দ্বিপঞ্চাশৎ (৫২) সূত্র লইয়া ও উনবিংশতি

(উনিশ) অধিকরণে গঠিত তৃতীয়পাদ-ব্যাখ্যাকারী ভাষ্যকার শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিসূচক ভগবানের মহিমাবর্ণনাত্মক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—ব্যোমাদি-বিষয়ামিত্যাদি বাক্যদ্বারা। ইহার অর্থ—যে শ্রীগোবিন্দ—সূর্য্য আকাশাদি-বিষয়ক বিপ্রতিপত্তি—বিরুদ্ধমতিকে অর্থাৎ মিলিত হইয়া কার্য্যকারিতার অভাবরূপা বিরুদ্ধবুদ্ধিকে, গোভিঃ অর্থাৎ স্বপ্রভাবরূপ রশ্মিদ্বারা নিরাকৃত করিয়াছেন ; কিরূপে ? ভগবান্ নিজ প্রভাব দ্বারা আকাশাদিকে মিলিত করিয়া তাহাদের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন,—এই তাৎপর্য্য। পক্ষান্তরে অর্থ—যে শ্রীকৃষ্ণ-বেদব্যাস ব্যোমাদিবিষয়ক অর্থাৎ আকাশাদিতে জাত নিত্যত্বাদিরূপ তার্কিকগণের বেদবিরুদ্ধ বুদ্ধিকে, গোভিঃ অর্থাৎ বাক্যে—ব্রহ্মসূত্রবাক্যগুলি দ্বারা পরিহার করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই আকাশাদি সমস্ত ভূতের ব্রহ্মকার্য্যত্বরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন, তিনি কীদৃশ ? ভাস্বান্ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা ও তপস্যা দ্বারা দ্যোতমান, সেই শ্রীহরি ও সেই বাদরায়ণ আমাতে বর্ত্তমান তাঁহাদের প্রতি বিমুখতারূপ বিমতিকে নিশ্চয় বিনাশ করিবেন অর্থাৎ আমাকে তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত করিবেন ॥১॥

পরমেশ্বর হইতেই সকল তত্ত্বের উৎপত্তি

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রধানাদিবাদানাং যুক্ত্যাভাসময়তা দ্বিতীয়ে পাদে প্রদর্শিতা। তৃতীয়ে তু সর্ব্বেশ্বরাৎ তত্ত্বানামুৎপত্তিস্তেনৈব তেষাং বিলয়ো, জীবানাং ত্বনুৎপত্তির্জ্ঞানবপুষাং তেষাং জ্ঞানাশ্রয়ত্বং, পরমাণুতা, জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্তিঃ, কর্তৃত্বং, ব্রহ্মাংশতা, মৎস্যাদ্য-বতারাণাং সাক্ষাদীশ্বরত্বমদৃষ্টাদিহেতুকা জীববৈচিত্রী চেত্যয়মর্থনিচয়ো বিরোধিবাক্যপরিহারেণোপপাদ্যতে। ইহ প্রধানমহদহঙ্কারতন্মাত্রেন্দ্রিয়বিয়দাদিরূপেণ সৃষ্টিক্রমঃ সুবালাদিশ্রুতিসিদ্ধো মুখ্যঃ। তৈত্তিরীয়াদিক্রমেণ বিয়দাদিতস্তদ্বিচারস্তু বিসংবাদবিনাশায়েতি স্পষ্টমুপরিষ্টাদ্ভবিষ্যতি। ছান্দোগ্যে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যুপক্রম্য "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি "তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি "তদপোঽসৃজত তা আপ

ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহি" ইতি "তা অন্নমসৃজন্ত" ইতি পঠ্যতে। অত্র তেজোঽবন্নানি প্রজাতানীত্যুক্তম্। ইহ ভবতি বিমর্শঃ—বিয়ৎ প্রজায়তে ন বেতি সংশয়ে শ্রুত্যভাবান্ন প্রজায়ত ইতি শঙ্কতে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয়পাদে প্রধানাদির কারণতা-বাদে প্রদর্শিত যুক্তির দুষ্টতা দেখান হইয়াছে। তৃতীয় পাদের সংক্ষিপ্ত প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে—পরমেশ্বর হইতে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি, তাঁহা কর্ত্তৃকই সেই তত্ত্বের লয়, জীবের উৎপত্তির অভাব, জ্ঞানাত্মক সেই জীবনিচয়ের জ্ঞানাশ্রয়ত্ব। পরমাণুপরিমাণত্ব, জ্ঞান দ্বারা নিখিল বস্তুর ব্যাপ্তিরূপ বিভুতা, কর্ত্তৃত্ব, জীবের ব্রহ্মাংশতা, মৎস্যাদি অবতারের সাক্ষাৎ ঈশ্বরত্ব, শুভাশুভ অদৃষ্ট বশতঃই জীবের বিচিত্রতা, এই অর্থনিচয়—ইহার বিরুদ্ধ-বাক্যখণ্ডনের দ্বারা যুক্তিযুক্ত করা হইতেছে। সুবালাদিশ্রুতি-প্রতিপাদিত জগৎ সৃষ্টিক্রম এই প্রকার—প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চ-ভূত—এইরূপে যথাক্রমে সৃষ্টিই মুখ্য (প্রধান)। তৈত্তিরীয়োপনিষদে বর্ণিত সৃষ্টিক্রম অন্যবিধ যথা আকাশাদি হইতে ক্রমে বিশ্বসৃষ্টি তাহার বিচার করা হইবে বিরোধপরিহারের জন্য। এ সমস্ত পরে বিশদীকৃত হইবে। ছান্দোগ্যোপনিষদে পঠিত হয় "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" হে সৌম্য শ্বেতকেতো! প্রলয়কালে একমাত্র সৎ ব্রহ্মই ছিলেন এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া 'তদৈক্ষত···অন্নমসৃজন্ত" ইতি সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই সৎব্রহ্ম (পরমেশ্বর) ঈক্ষণ (সঙ্কল্প) করিলেন আমি বহু হইব, আমি প্রজা সৃজন করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া সদ্ ব্রহ্ম তেজ (অগ্নি) সৃষ্টি করিলেন, পরে ঐ তেজ (তেজোঽভিমানী চৈতন্য) ঈক্ষণ করিলেন আমি বহু হইব, আমি জন্মিব, সেই ব্রহ্ম তেজ হইয়া জল সৃষ্টি করিলেন, সেই জল ঈক্ষণ করিলেন, আমি বহুরূপে ব্যক্ত হইব, আমি জন্মলাভ করিব, ইহার পর সেই জল অন্ন সৃষ্টি (পৃথিবী সৃষ্টি) করিলেন। এই শ্রুতিতে তেজ, জল ও অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে বলা হইল। এ-বিষয়ে সমীক্ষা হইতেছে,—আকাশের উৎপত্তি আছে কিনা ? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, না, আকাশের উৎপত্তি নাই, যেহেতু তাহার জ্ঞাপক কোন শ্রুতি নাই। এই শঙ্কাই সূত্রকার দেখাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অত্রেশ্বরান্নিখিলতত্ত্বসৃষ্টির্বর্ণ্যেতি ব্যজ্যতে। উপলক্ষণমেতৎ জীবস্বরূপনিরূপণাদেঃ। ধীপ্রবেশায় সঙ্ক্ষিপ্য পাদার্থং দর্শয়তি তৃতীয়ে ত্বিত্যাদিনা। তেনৈব সর্ব্বেশ্বরেণৈব। তেষামিতি জীবানাম্। নন্থ বিয়দারভ্য তত্ত্বোৎপত্তিচিন্তনাৎ নিখিলানাং তত্ত্বানাং সর্ব্বেশ্বরাদুৎপত্তিরিত্যেতৎ কথং শ্রদ্ধীয়তে তত্রাহ—ইহ প্রধানেত্যাদি। বিসংবাদেতি। বিরোধপরিহারায়েত্যর্থঃ। পূর্ব্বপাদে পরপক্ষাণাং শ্রুতিবিরোধাদপ্রামাণ্যমুক্তম্। তর্হি শ্রুতীনাং মিথো বিরোধপ্রতীতেব্র্ব্রহ্মকারণতাবাদস্যাপি তৎ স্যাদিতি শঙ্কানিরাসায় তৃতীয়াদিপাদদ্বয়ং প্রারভ্যতে। দ্বয়োরপি পাদয়োর্মিথঃ শ্রুতিবিরোধনিরাসেন সমন্বয়দার্ঢ্যকরণাৎ শ্রুত্যধ্যায়সঙ্গতিঃ। ইহ পূর্ব্বপক্ষিণা শ্রুত্যোর্বিরোধং পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা সমন্বয়শৈথিল্যং তৎফলমুৎক্ষিপ্যতে। সিদ্ধান্তিনা তু তয়োরবিরোধং সমর্থ্য তৎফলং সমন্বয়দার্ঢ্যং স্থাপয়িষ্যতে। তত্রাদৌ সর্গবাক্যবিরোধাদাকাশমাশ্রিত্য বিমর্শঃ। আকাশস্যোৎপত্তিরস্তি নাস্তি বা। যদ্যস্তি ন হি শ্রুত্যোর্বিরোধ ইতি বক্তুং তেজ-উৎপত্তিবাচিকাং শ্রুতিং দর্শয়তি সদেবেত্যাদিনা। সৌম্য হে শোভন শ্বেতকেতো ইদং জগৎ অগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাক্ সদেব ব্রহ্মৈবাসীৎ সৌক্ষ্ম্যাৎ তত্র বিলীনমাসীদিত্যর্থঃ। তদৈক্ষত তচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্ম সঙ্কল্পমকরোৎ। তমাহ বহু স্যামিতি। স্ফুটার্থমন্যৎ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এই অধ্যায়ে বর্ণনীয় বিষয়—ঈশ্বর হইতে প্রধানাদি নিখিল তত্ত্বের সৃষ্টি, ইহা সূচিত হইতেছে—শুধু তত্ত্বসৃষ্টির কথা নহে, জীবস্বরূপের নিরূপণ প্রভৃতিও ইহাতে বক্তব্য। বুদ্ধির সুখপ্রবেশের জন্য ভাষ্যকার প্রথমে সংক্ষেপে এই পাদের প্রতিপাদ্য বিষয় দেখাইতেছেন—'তৃতীয়ে তু' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। 'তেনৈব তেষাং বিলয় ইতি'—তেনৈব—সেই সর্ব্বেশ্বর দ্বারা, তেষাং—জীবসমূহের। যদি বল, আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত তত্ত্বের উৎপত্তিক্রম নিরূপিত আছে, তবে সর্ব্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? সে-বিষয়ে বলিতেছেন—'ইহ প্রধানমহদহঙ্কারেত্যাদি'—সুবালাদি শ্রুতিতে প্রকৃতি, মহত্তত্ত্বাদিক্রমে সৃষ্টি প্রসিদ্ধ আছে। আবার তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি কথিত, অতএব তাহার বিচার-বিসংবাদ বিনাশের জন্য অর্থাৎ বিরোধ পরিহারের জন্য। পূর্ব্বপাদে অর্থাৎ দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষগুলির শ্রুতিবিরোধবশতঃ অপ্রামাণ্য বলা হইয়াছে, তাহা হইলে শ্রুতি বাক্যগুলির

পরস্পর বিরোধ প্রতীতি হওয়ায় ব্রহ্মের সৃষ্টির কারণতাবাদেরও অপ্রামাণ্য হইতে পারে, এই শঙ্কা খণ্ডনের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের আরম্ভ হইতেছে। সেই দুইটি পাদের পরস্পর শ্রুতিবিরোধ নিরাস দ্বারা সমন্বয়ের দৃঢ়তা স্থাপন-হেতু শ্রুতি ও অধ্যায়ের সঙ্গতি হইতেছে। এই অধিকরণে পূর্ব্বপক্ষী শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া সমন্বয়ের শৈথিল্যরূপ ফল উত্থাপিত করিতেছে, আর সিদ্ধান্তী শ্রুতিদ্বয়ের অবিরোধ যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিয়া তাহার ফল-সমন্বয়ের দৃঢ়তা স্থাপন করিবেন। ইহাতে প্রথমেই সৃষ্টি-বাক্যের বিরোধহেতু আকাশ লইয়া বিচার, যথা—আকাশের উৎপত্তি আছে? কি নাই? যদি উৎপত্তি থাকে, তবে শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ নাই, ইহা বলিবার জন্য অগ্নির উৎপত্তিবাচক শ্রুতি দেখাইতেছেন—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি দ্বারা। ইহার অর্থ—হে সৌম্য—শোভন মূর্ত্তি শ্বেতকেতু! এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সদেব—ব্রহ্মরূপেই ছিল, অর্থাৎ সূক্ষ্মতাবশতঃ সেই ব্রহ্মেই বিলীন (মিলিয়া) ছিল। 'তদৈক্ষত ইতি' তৎ অর্থাৎ তৎ শব্দের বাচ্য ব্রহ্ম, ঐক্ষত—সঙ্কল্প করিলেন, কি সঙ্কল্প করিলেন? 'বহু স্যাং' আমি বহুরূপে ব্যক্ত হইব। অপর ভাষ্যাংশ সুস্পষ্ট।

বিয়দধিকরণম্

সূত্রম্—ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—আকাশ নিত্য, উৎপন্ন হয় না, কি হেতু? 'অশ্রুতেঃ'—ছান্দোগ্য-উপনিষদে উৎপত্তি প্রকরণে আকাশের উৎপত্তি যেহেতু শ্রুত হইতেছে না ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নিত্যং বিয়ন্ন প্রজায়তে। কুতঃ? অশ্রুতেঃ। ছান্দোগ্যগত-ভূতোৎপত্তিপ্রকরণে তস্যাশ্রবণাৎ। তত্র তদৈক্ষতেত্যাদিনা ত্রয়াণামেব তেজোঽবন্নানামুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন তু বিয়তোঽতস্তন্নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আকাশ নিত্যপদার্থ, তাহার উৎপত্তি নাই। কারণ কি?

যেহেতু ছান্দোগ্যোপনিষদে ভূতের উৎপত্তি বর্ণনপ্রকরণে আকাশের কথা শ্রুত হইতেছে না। সেই ছান্দোগ্যে—'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়' ইত্যাদি দ্বারা অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই তিনটির উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে, কিন্তু আকাশের নহে, অতএব আকাশ নিত্য, তাহা উৎপন্ন হয় না, এই তাৎপর্য্য ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অত্র শঙ্কতে ন বিয়দিতি। তস্য বিয়তঃ। তত্র ছান্দোগ্যে ॥১॥

টীকানুবাদ—'ন বিয়ৎ' এই সূত্র দ্বারা সূত্রকার শঙ্কা করিতেছেন। 'প্রকরণে তস্যাশ্রবণাৎ' ইতি তস্য—আকাশের, উৎপত্তি শ্রুত না হওয়ায় 'তত্র তদৈক্ষতেত্যাদি' তত্র—অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বে দ্বিতীয় পাদে প্রধানাদিকারণতা-বাদের যুক্তির দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয়পাদে সর্ব্বেশ্বর হইতেই সমুদয় তত্ত্বের উদ্ভবাদির বর্ণনক্রমে ছান্দোগ্য-বর্ণিত জগৎসৃষ্টির বিষয় বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, প্রলয়কালে একমাত্র সদ্‌বস্তু ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইব, তাহার পর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন, জল সৃষ্টি করিলেন, অন্ন সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে তেজ, জল, অন্ন সৃষ্টির কথা বলিলেন কিন্তু আকাশের উল্লেখ না থাকায়, এই সংশয় হয় যে, আকাশের উৎপত্তি আছে? কি না? এইরূপ আশঙ্কায় সূত্রকার প্রথম সূত্রে পূর্ব্বপক্ষরূপে বলিতেছেন যে, আকাশের উৎপত্তির কথা যখন শ্রুতিতে উল্লেখ নাই, তখন আকাশের উৎপত্তি নাই, উহা নিত্য। এই সূত্রটি কিন্তু পূর্ব্বপক্ষরূপে উদাহৃত হইয়াছে জানিতে হইবে এবং ইহার উত্তর পরবর্ত্তী সূত্রে পাওয়া যাইবে ॥ ১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং প্রাপ্তৌ নিরস্যতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'এবং প্রাপ্তৌ ইতি'—এই পূর্ব্বপক্ষীর শঙ্কায় তাহার নিরাস করিতেছেন।

সূত্রম্—অস্তি তু ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—হাঁ, আকাশের উৎপত্তি অন্য শ্রুতিতে আছে ॥ ২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাপনোদনার্থঃ, অস্ত্যুৎপত্তির্বিয়তঃ। ছান্দোগ্যে তস্যাশ্রবণেঽপি "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যো মহতী পৃথিবী" ইতি তৈত্তিরীয়কে শ্রবণাৎ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত শঙ্কানিরাসার্থ। আকাশের উৎপত্তি আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও তৈত্তিরীয় উপনিষদে শ্রুত হইতেছে যথা—'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ… অদ্ভ্যো মহতী পৃথিবী" ইতি সেই এই পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু জন্মিল, বায়ু হইতে জল, জল হইতে এই বিশাল পৃথিবী প্রকাশ পাইল ॥ ২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অস্তীতি। তস্য বিয়তঃ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—অস্তীতি সূত্র—ছান্দোগ্যে তস্যাশ্রবণেঽপি ইতি তস্য—সেই আকাশের ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার পূর্ব্বে উল্লিখিত পূর্ব্বপক্ষরূপ সূত্রটির উত্তরে বলিতেছেন যে, আকাশের উৎপত্তি আছে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ ছান্দোগ্যে আকাশের উল্লেখ না থাকিলেও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে কথিত আছে যে,—"এই ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল, জল হইতে এই পৃথিবী সমুৎপন্ন হইয়াছে।" যেমন পাই,—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" ইত্যাদি (তৈত্তিরীয় দ্বিতীয় বল্লী প্রথম অনুবাক—৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তামসাচ্চ বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্যচোদিতাৎ।
শব্দমাত্রমভূৎ তস্মান্নভঃ শ্রোত্রং তু শব্দগম্ ॥" (ভাঃ ৩।২৬।৩২)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের বীর্য্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তামস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হইল এবং সেই শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়রূপে শব্দ গ্রহণ করিল ॥ ২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পুনঃ শঙ্কতে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষী আবার শঙ্কা করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পুনরিতি। পূর্ব্বোক্তেনাসন্তোষাদিতি জ্ঞেয়ম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পুনরিত্যাদি অবতরণিকাভাষ্য—পূর্ব্বে প্রদর্শিত 'অস্তি তু' এইবাক্যে অসন্তোষবশতঃ পুনরায় পূর্ব্বপক্ষীর এই শঙ্কা জানিবে।

সূত্রম্—গৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—আকাশের যে উৎপত্তির কথা শ্রুতিগুলিদ্বারা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা গৌণীলক্ষণা মূলক বলিব; যেহেতু নিরাকার বিভু আকাশের উৎপত্তি সম্ভব নহে এবং তাহার বিপক্ষে বৃহদারণ্যকের বাক্যও আছে, যথা—'বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চৈতদমৃতম্' বায়ু ও আকাশ ইহারা নিত্য ॥ ৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ন খলু বিয়দুৎপত্তিঃ সম্ভাবয়িতুমপি শক্যা জীবৎসু শ্রীমৎকণভক্ষাক্ষচরণচরণোপজীবিষু। যা তূৎপত্তিঃ শ্রুতি-ভিরুদাহৃতা সা কিল "কুর্ব্বাকাশং জাতমাকাশম্"ইত্যাদিলোকোক্তি-বদ্‌গৌণী ভবিষ্যতি। কুতঃ? অসম্ভবাৎ। ন হি নিরাকারস্য বিভো-র্বিয়তঃ সম্ভবেদুৎপত্তিঃ কারণসামগ্রীবিরহাৎ শব্দাচ্চ। "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্" ইতি বৃহদারণ্যকবাক্যাচ্চ তস্যোৎপত্তির্নাস্তীতি মন্তব্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষী আকাশের উৎপত্তি-শ্রুতির বিপক্ষে বলিতেছেন—আকাশের উৎপত্তি শ্রীমান্ বৈশেষিক-দর্শনকার মহর্ষি কণাদ ও ন্যায়দর্শন-প্রণেতা মহর্ষি অক্ষপাদ গৌতম ইঁহারা বাঁচিয়া থাকিতে তোমরা কল্পনাও করিতে পার না অর্থাৎ তাঁহারা আকাশের উৎপত্তি স্বীকারই করেন না। তবে যে শ্রুতিগুলিদ্বারা আকাশের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা 'আকাশ কর' 'আকাশ জন্মিয়াছে' ইত্যাদি লৌকিক বাক্যের মত গৌণীলক্ষণাবলে অর্থাৎ লাক্ষণিক প্রয়োগ। কি হেতু? যেহেতু আকৃতিশূন্য নিরবয়ব বিশ্বব্যাপক

আকাশের কারণ সামগ্রীর অভাবে উৎপত্তি হইতেই পারে না এবং বাধকশ্রুতিও আছে যথা—'বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চৈতদমৃতম্' ইতি বায়ু ও আকাশ এই দুইটি অমৃত অর্থাৎ শাশ্বত, এই বৃহদারণ্যকের বাক্য হইতেও অবগত হওয়া যায় যে, আকাশের উৎপত্তি নাই; ইহা মনে করিতে হইবে ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—গৌণীতি। কুর্ব্বাকাশমিতি। আকাশং কুর্ব্বিত্যুক্তে জন-গহনতাদূরীকরণেনাকাশে জায়মানে সতি জাতমাকাশমিত্যুৎপদ্যতে বুদ্ধিঃ। নৈতাবতাকাশস্যোৎপত্তিঃ শক্যতে বক্তুম্। কিন্তু গৌণী তত্রোৎপত্তিরিত্যর্থঃ ॥৩॥

টীকানুবাদ—'গৌণীতি' 'কুর্ব্বাকাশং জাতমাকাশম্' ইতি 'আকাশ কর' বলিলে লোকের ভিড় দূর করিয়া অবকাশ জন্মিলে তখন জ্ঞান হয় বটে 'আকাশ হইয়াছে'। কেবল ঐ কথাতে আকাশের উৎপত্তি বলিতে পার না। তবে যে তথায় উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে, তাহা লাক্ষণিক উৎপত্তি—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, নিরাকার আকাশের উৎপত্তি সম্ভব নহে; এবং যে সকল শ্রুতি আকাশের উৎপত্তির কথা বলিয়াছে, উহাও গৌণ বলিয়াই ধরা যায়। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে (২।৩।২) পাওয়া যায়,—"অথামূর্ত্তং বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চৈতদমৃতমেতৎ" অর্থাৎ অমূর্ত্ত বায়ু ও আকাশ অমৃত অর্থাৎ নিত্য। আরও বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণও আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করেন না। এই সূত্রটিও পূর্ব্ব-পক্ষরূপে স্থাপিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যদি কশ্চিদত্রয়াদেক এব সম্ভূতশব্দোঽগ্নি-প্রভৃতাবনুবর্ত্তমানো মুখ্য আকাশে পুনর্গৌণঃ কথমিতি, তং প্রত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যদি কোনও প্রতিবাদী বলেন যে, তৈত্তিরীয়-উপনিষদে উক্ত শ্রুতিতে যে 'সম্ভূত' শব্দটি আছে, উহা অগ্নি, জল, পৃথিবীতে মুখ্যভাবে অন্বিত হইল আর আকাশ, বায়ুতে গৌণার্থবাচক হইবে, এ-কিরূপ কথা? তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—যদীতি। কশ্চিৎ প্রতিবাদী বৈদিকঃ। মুখ্য ইতি মুখ্যতয়োৎপত্তিবাচীত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অবতরণিকাভাষ্যস্থ 'কশ্চিৎ' পদের অর্থ কোনও প্রতিবাদী বৈদিক। মুখ্য ইতি অভিধাশক্তি বলে মুখ্যরূপে উৎপত্তিবাচক সম্ভূত শব্দ, এই অর্থ।

সূত্রম্—স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—একটি শব্দ দুইস্থলে দুইভাবে (মুখ্য ও গৌণভাবে) অন্বিত হইতে কোন বাধা নাই, যেমন ব্রহ্মন্ শব্দ একই বাক্যে ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধন তপস্যায় গৌণার্থবাচক, আবার বিজ্ঞেয় ব্রহ্মে মুখ্যার্থ প্রতিপাদক হইতেছে ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যথা ভৃগুবল্ল্যাং "তপসা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্ম" ইত্যেকস্মিন্নেব বাক্যে একস্যৈব ব্রহ্মশব্দস্য ব্রহ্ম-বিজ্ঞানসাধনে তপসি গৌণত্বং বিজ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি তু মুখ্যত্বমেবং সম্ভূতশব্দস্যাপি স্যাৎ। তস্মাচ্ছান্দোগ্যাশ্রবণাদিতঃ ক্বাচিৎকী বিয়দুৎ-পত্তিশ্রুতির্বাধ্যতে ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন ভৃগুবল্লীতে 'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্ম' তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, এই অংশে ব্রহ্মন্ শব্দ জ্ঞেয় পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে; অতএব মুখ্যার্থবাচক আবার 'তপো ব্রহ্ম' তপস্যাই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধন এই অংশে ব্রহ্মন্ শব্দ গৌণার্থবাচক, এইরূপ 'সম্ভূত' শব্দেও 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োস্তেজঃ, তেজস আপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, ইত্যাদি শ্রুতির অন্তর্গত 'সম্ভূত' শব্দটি 'বায়োস্তেজঃ' ইত্যাদি অংশে মুখ্যার্থ প্রকাশক, 'আকাশঃ সম্ভূতঃ' 'আকাশাদ্বায়ুঃ' এই অংশে গৌণ অর্থ বোধক হইবে। অতএব ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিতে যখন আকাশের উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে না তখন তৈত্তিরীয়ক প্রভৃতি শ্রুতিতে শ্রুত উৎপত্তি বাধিতই হইবে ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্যাদিতি। মুখ্যত্বমিতি। মুখ্যতয়া প্রয়োগো ভবেদিত্যর্থঃ। ক্বাচিৎকী তৈত্তিরীয়কাদিদৃষ্টা ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—'স্যাচ্চৈকস্য' ইত্যাদি সূত্রভাষ্যস্থ 'মুখ্যত্বমিতি' মুখ্যভাবেই প্রয়োগ হইবে—এই অর্থ। ক্বাচিৎকী অর্থাৎ কোন কোনও তৈত্তিরীয়ক প্রভৃতি শ্রুতিতে প্রাপ্ত ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি কেহ বলেন যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী; (তৈঃ ২।১।৩) সে-স্থলে যদি 'সম্ভূত' শব্দটি অগ্নি, জল, পৃথিবীতে মুখ্যভাবে অন্বিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আকাশে কি প্রকারে গৌণভাবে অনুবৃত্ত হইবে? তাহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষরূপে বর্ত্তমান সূত্র উত্থাপিত হইয়াছে যে, একই শব্দ দুই স্থলে দুই ভাবে অন্বিত হইতে পারে। যেমন 'ব্রহ্মন্' শব্দ দুইস্থলে দুই ভাবে ব্যবহার পাওয়া যায়; ভৃগুবল্লীতে আছে যে, তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, আবার তপস্যাই ব্রহ্ম। এই দুই স্থলে এক ব্রহ্মন্ শব্দ থাকিলেও 'বিজ্ঞেয় ব্রহ্মে' মুখ্যভাবে এবং 'তপস্যাই ব্রহ্ম' এ-স্থলে গৌণভাবে ব্রহ্মন্‌শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। এইরূপ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উল্লিখিত 'সম্ভূত' শব্দও মুখ্য ও গৌণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, জানিতে হইবে; কারণ ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিতে যখন আকাশের উৎপত্তি শ্রবণ করা যায় না। এই সূত্রটিও পূর্ব্বপক্ষ সূচক ॥ ৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং প্রাপ্তৌ পুনঃ পরিহরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'এবমিতি'—এইরূপে আকাশের অনুৎপত্তি-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইলে, তাহার পুনরায় পরিহার করিতেছেন—

সূত্রম্—প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—'যাহাকে জানিলে অজ্ঞাত বস্তুও জ্ঞাত হয়, যাহাকে শুনিলে অশ্রুত পদার্থও শ্রুত হয়' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহার রক্ষা হইতে পারে, কি হইলে? 'অব্যতিরেকাৎ'—যদি সমস্ত প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত হয়, নতুবা 'প্রতিজ্ঞাহানিঃ' সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়, ব্রহ্মকে জগতের উপাদান স্বীকার করিলেই তবে সেই ব্রহ্ম হইতে

অব্যতিরেক হয়, অন্য আকাশাদিকে উপাদান বলিলে ব্যতিরেক হইবে। শুধু ইহাই নহে 'শব্দেভ্যঃ' ব্রহ্মের উপাদানকারণতা-সম্বন্ধে শ্রুতিও আছে যথা—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' 'ঐতদাত্ম্যমিদংসর্ব্বম্' সমস্তই ব্রহ্মাব্যতিরিক্ত ছিল ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশাদির উৎপত্তি ছিল না, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুত্যা কৃতা যা প্রতিজ্ঞা তস্যা অহানিঃ কৃৎস্নস্যার্থস্য ব্রহ্মাব্যতিরেকাৎ সম্পদ্যতে। ব্যতিরেকে তু সতি সা বিহীয়েতৈব। তদব্যতিরেকস্তু তদুপাদানকত্বনিবন্ধনঃ। তস্মাদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজানত্যা তয়া বিয়দুৎপত্তিরঙ্গীকৃতা। তথা শব্দেভ্যশ্চ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিভ্যস্তদগতেভ্যঃ প্রাক্ সর্গাদেকত্বং পরত্র তাদাত্ম্যঞ্চ নিরূপয়দ্ভ্যঃ সা স্বীকার্য্যা ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ছান্দোগ্যধৃত শ্রুতি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—'যাঁহাকে শুনিলে আর অশ্রুত কিছু থাকে না, তিনিই ব্রহ্ম' ইত্যাদি তাহার রক্ষা হয়—যদি সমস্ত জাগতিক পদার্থের ব্রহ্মের সহিত অভেদ অর্থাৎ ব্রহ্ম উপাদান হয়, আর ব্যতিরেক থাকিলে অর্থাৎ ব্রহ্মকে উপাদানকারণ না বলিলে সেই প্রতিজ্ঞার হানি হইবেই। ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব-প্রপঞ্চের অব্যতিরেক (অভিন্নতা) ব্রহ্ম তাহার উপাদানকারণ বলিয়া। অতএব এক বিজ্ঞান দ্বারা সকল বস্তুর বিজ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞাকারিণী শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, আকাশের উৎপত্তি আছে। তদ্ভিন্ন শ্রুতিবাক্যগুলি হইতেও আকাশের উৎপত্তি অবধারিত হইতেছে যথা—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সদ্ ব্রহ্মই ছিলেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সেই ব্রহ্ম একমাত্র অর্থাৎ সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদরহিত, 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্' এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য নিরূপণ করিতেছেন যে, সেই ছান্দোগ্যশ্রুতিবোধিত তেজ, জল, অন্নও সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এবং সৃষ্টিকালে ইহারা কারণ

ব্রহ্মের সহিত অব্যতিরিক্ত—ইহা হইতে আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রতিজ্ঞাহানিরিতি। সা প্রতিজ্ঞা। তদব্যতিরেকো ব্রহ্মাভেদঃ। তদুপাদানকত্বনিবন্ধনঃ ব্রহ্মোপাদানকত্বহেতুকঃ। তয়া ছান্দোগ্যশ্রুত্যা। তথেতি। তদ্গতেভ্যঃ ছান্দোগ্যস্থেভ্যঃ। পরত্র সর্গকালে। তাদাত্ম্যং কারণব্রহ্মাভেদম্। সা বিয়দুৎপত্তিঃ ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ—প্রতিজ্ঞাহানিরিত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে 'সা বিহীয়েতৈব ইতি' সা অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, 'তদব্যতিরেকস্তু তদুপাদানকত্বনিবন্ধন ইতি'—তদব্যতিরেকঃ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভেদ। 'তদুপাদানকত্বনিবন্ধনঃ' ব্রহ্মের উপাদানকারণতাজনিত অর্থাৎ ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলিলে তবে কার্য্যভূত জগতের তাঁহার সহিত অভেদ হইবে, নতুবা নহে। তয়া—সেই ছান্দোগ্যশ্রুতি দ্বারা আকাশের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। 'তথা শব্দেভ্যশ্চ ইতি' 'তদ্গতেভ্যঃ' ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত, 'পরত্র তাদাত্ম্যঞ্চ ইতি'—পরত্র—সৃষ্টিকালে, তাদাত্ম্যং—উপাদানকারণীভূত ব্রহ্মের সহিত অভেদকে, 'সা স্বীকার্য্যা'—সা—সেই আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত খণ্ডনাভিপ্রায়ে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রের অবতারণাপূর্ব্বক বলিতেছেন যে, শ্রুতির প্রতিজ্ঞার হানি তখন হয় না, যদি সমস্ত প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম সমস্ত জগতের উপাদান কারণ হন এবং শ্রুতিপ্রমাণ হইতেও ব্রহ্মের উপাদানকারণতা সিদ্ধ।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৬।১।৩) পাওয়া যায়,—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।" বৃহদারণ্যকেও পাই,—"আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিজ্ঞাতম্" মুণ্ডকেও পাই (১।১।৩) "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" এই সকল শ্রুতির প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, যদি ব্রহ্মই সকলের একমাত্র হেতু হন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শ্রুতি হইতেও ব্রহ্মের মূলকারণত্ব এবং তাহা হইতেই আকাশাদির উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাঽগুণো বিভুঃ॥" (ভাঃ ১।২।২৯)

আরও পাই,—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ॥"
(ভাঃ ১০।১০।২৯)

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার প্রভাব অচিন্ত্য, আপনি পরমপুরুষ এবং জগতের মূল নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। ব্রহ্মবিদ্‌গণ ("সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" প্রভৃতি বাক্যাবলম্বনে) এই স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক জগৎ আপনারই (প্রাকৃত) রূপ বলিয়া থাকেন।

আরও পাওয়া যায়,—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥" (ভাঃ ২।৯।৩২)

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম ; স্থূল, সূক্ষ্ম ও এতদুভয়ের কারণভূত প্রধান বা প্রকৃতি পর্য্যন্ত আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে অন্য কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়েও একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব॥ ৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু বাচকাভাবাৎ কথমত্র সা বক্তুং শক্যা তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আক্ষেপ এই—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তিবাচক শব্দের উল্লেখ না থাকায় কিরূপে সে কথা বলিতে পারা যাইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। অত্র ছান্দোগ্যে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অত্র—এই ছান্দোগ্যোপনিষদে—

সূত্রম্—যাবদ্‌বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ॥ ৬॥

সূত্রার্থ—'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্' এই শ্রুতিতে যত বিকার আছে, সকলেরই

উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত এই 'লোকবৎ'—লৌকিক ব্যবহারের মত অর্থাৎ যেমন এইগুলি চৈত্রের পুত্র বলিয়া তন্মধ্যে কতিপয়ের নির্দ্দেশ দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট অবশিষ্টগুলিও চৈত্রপুত্ররূপে বোধিত হয়, সেইরূপ মহদাদি বিকারগণের মধ্যে আকাশের উল্লেখ করিয়া 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্' সমস্ত বিকারকে ব্রহ্মো-পাদানক বলায় আকাশেরও ব্রহ্মজন্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে॥ ৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাপ্রহাণায়। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যত্র যাবদ্বিকারং বিভাগো নিরূপিতঃ। প্রধানমহদাদয়ো যাবন্তো বিকারাঃ সুবালাদিশ্রুত্যন্তরোক্তাস্তেষাং সর্ব্বেষামেব বিভাগস্তয়াপি বোধিত ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তমাহ লোকেতি। লোকে যথৈতে সর্ব্বে চৈত্রাত্মজা ইত্যুক্ত্বা তেষু কেষাঞ্চিদেব চৈত্রাদুৎপত্তৌ কীর্ত্তিতায়াং তস্মাদেব সর্ব্বেষামুৎপত্তির্ব্বিদিতা স্যাত্তথেহাপ্যৈতদা-ত্ম্যমিদং সর্ব্বমিত্যনেন সর্ব্বাণি প্রধানমহদাদীনি তত্ত্বানি সদুৎপন্না-ন্যুক্ত্বা তেষু তেজোঽবন্নানাং সত উৎপত্তৌ কীর্ত্তিতায়াং সর্ব্বেষাং তেষাং তস্মাদুৎপত্তির্ব্বিদিতা ভবতীতি। তথাচ বাচকাভাবেঽপ্যার্থিকী বিয়দুৎপত্তিরত্র গম্যেতি। বিভাগ উৎপত্তিঃ। যত্তু গৌণ্যসম্ভবা-চ্ছব্দাচ্চেত্যুক্তং তন্ন অচিন্ত্যশক্তেরুৎপাদকসামগ্র্যাঃ শ্রবণাৎ। অমৃত-ত্বস্থাপেক্ষিকমেবোৎপত্তিবিনাশশ্রবণাৎ। এবমনুমানাচ্চ তস্যোৎপ-ত্তিবিনাশৌ নিশ্চিনুমঃ। বিয়দুৎপদ্যতে ভূতত্বাদ্‌বিনশ্যতি চানিত্য-গুণাশ্রয়ত্বাদগ্নিবদিত্যুভয়ত্রান্বয়দৃষ্টান্তঃ। যন্নৈবং তন্নৈবং যথাত্মেত্যুভয়ত্র ব্যতিরেকদৃষ্টান্তশ্চ। এতেন স্যাচ্চৈকস্যেত্যপি নিরস্তম্। তস্মান্নব্যো ন ব্যোমজন্মাভ্যুপগমঃ॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত আক্ষেপ বা শঙ্কার নিরাস করিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্' এই শ্রুতিতে প্রকৃতি-মহদাদি সকল বিকারপদার্থ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। প্রধান, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ইহারা বিকার বলিয়া সুবালাদি অন্যান্য শ্রুতিতে বর্ণিত আছে, সেই সমুদায়েরই

উৎপত্তি সেই ছান্দোগ্যশ্রুতি দ্বারাও বোধিত হইয়াছে—ইহাই অর্থ। 'লোকবৎ' এই উক্তিদ্বারা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—লৌকিক ব্যবহারে যেমন 'ইহারা সকলে চৈত্রের পুত্র' এই বলিয়া তাহাদের মধ্যে কতিপয় পুত্রেরই চৈত্র হইতে জন্ম বর্ণন করিলে তাহা হইতেই অন্য সকলের উৎপত্তি অবগত হওয়া যায়, সেই প্রকার এ-স্থলেও 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্' এইগুলি সমস্তই ব্রহ্ম-স্বরূপ' এই কথা দ্বারা প্রধান-মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ব সদ্ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ইহা বলিয়া সেই তত্ত্বগুলির মধ্যে অগ্নি, জল, পৃথিবীতত্ত্বের সদ্ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি যদি বর্ণিত হয়, তাহা হইলেও সমস্ত বিকারতত্ত্বের সেই সদ্ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি বিদিত হইয়া থাকে। তাহার ফলে ছান্দোগ্যে আকাশের উৎপত্তিবাচক শব্দ না থাকিলেও অর্থাধীন আকাশের উৎপত্তি বোধ হইতে পারে। সূত্রস্থ 'বিভাগঃ' শব্দের অর্থ উৎপত্তি। তবে যে তৃতীয় সূত্র 'গৌণ্য-সম্ভবাৎ শব্দাচ্চ' ইহাতে বলা হইয়াছে আকাশের উৎপত্তি সম্ভাবনা করা যায় না, অতএব কোথায়ও আকাশের উৎপত্তি শ্রুত হইলেও উহা গৌণী উৎপত্তি, মুখ্য নহে, এবং 'বায়ু, আকাশ অমৃত শাশ্বত' বৃহদারণ্যকের এই উক্তি হইতেও আকাশের উৎপত্তি বলা যায় না' এই যুক্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু ভগবানের অচিন্তনীয় শক্তিই আকাশের উৎপাদক সামগ্রীরূপে শ্রুত আছে, তবে উৎপত্তি অসম্ভব হইবে কেন? আর তাহার অমৃতত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব উক্তি তাহাও আপেক্ষিক অর্থাৎ অন্যান্য ভূত হইতে অধিককাল স্থায়ী আকাশ এই অর্থে। নতুবা তাহার উৎপত্তি-বিনাশ শ্রুত হইবে কেন? এই প্রকার অনুমান প্রমাণ হইতেও তাহার উৎপত্তি-বিনাশ আমরা অবধারণ করিয়া থাকি। যথা—'বিয়ৎ উৎপদ্যতে ভূতত্বাৎ' যেহেতু আকাশ একটি ভূত অতএব উৎপত্তিশালী, আবার 'আকাশং বিনাশবৎ অনিত্যগুণাশ্রয়ত্বাৎ' যেহেতু আকাশ অনিত্য শব্দগুণের আধার, অতএব বিনাশী; দৃষ্টান্ত 'অগ্নিবৎ'—অগ্নির মত, যেমন অগ্নি পঞ্চভূতের অন্তর্গত একটি ভূত, অতএব উহা উৎপত্তিমান্ ও অনিত্যগুণ উষ্ণস্পর্শবিশিষ্ট বলিয়া বিনাশশীল—এইপ্রকার। এই দৃষ্টান্তটি আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ানুমানেই প্রযোজ্য। ইহা অন্বয়ী দৃষ্টান্ত অর্থাৎ হেতুসত্ত্বে সাধ্যসত্তার অনুমাপক দৃষ্টান্ত, আবার ব্যতিরেকী অনুমানেও দৃষ্টান্ত আছে 'আত্মা'। ব্যতিরেকী অনুমান যথা 'যন্নৈবং তন্নৈবং' যে সাধ্যবান্ নহে, সে হেতুমান্ নহে; যেমন আত্মা উৎপত্তিমান্ নহে,

অতএব ভূতও নহে। ইহা দ্বারা অর্থাৎ এই অনুমান দ্বারা 'স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ' এই পাদের চতুর্থ সূত্রদ্বারা পূর্ব্বপক্ষী যে আকাশের অনুৎপত্তি বিষয়ে যুক্তি (গৌণ প্রয়োগ) দেখাইয়াছিলেন, তাহাও খণ্ডিত হইল। অতএব আকাশের উৎপত্তিস্বীকার নূতন নহে অর্থাৎ স্বকপোল-কল্পিত নহে ॥ ৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—যাবদিতি। যাবদ্বিকারমিত্যব্যয়ীভাবঃ সমাসঃ। যাবদব-ধারণ ইতি সূত্রাৎ। যাবচ্ছ্লোকং হরিপ্রণামা ইতিবৎ। যাবন্তো বিকারা-স্তাবতাং বিভাগশ্ছান্দোগ্যশ্রুত্যা বিজ্ঞাপিত ইত্যর্থঃ। তত্র তাবৎপদং বৃত্তাব-ন্তর্ভূতং দধ্যোদনমিত্যত্র উপসিক্তপদবৎ। তস্মাদেব চৈত্রাদেব। ইহাপি ছান্দোগ্যবাক্যেঽপি। তস্মাৎ সচ্ছব্দবাচ্যাৎ ব্রহ্মণঃ। অথ ছান্দোগ্যবাক্যে আপেক্ষিকমমৃতা দিবৌকস ইতিবৎ। তস্মাদিতি। ব্যোমজন্মাভ্যুপগমো নব্যো নবীনো ন কিন্তু পূর্ব্বসিদ্ধ এব ॥ ৬ ॥

টীকানুবাদ——'যাবদ্বিকারং বিভাগঃ' ইত্যাদি সূত্রের অন্তর্গত 'যাব-দ্বিকারম্' পদটি অব্যয়ীভাব সমাসনিষ্পন্ন, তাহার সূত্র 'যাবদবধারণে' অবধারণদ্যোতিত হইলে যাবৎ এই অব্যয়ের সুবন্তপদের সহিত অব্যয়ীভাব সমাস হয়। ইহার বিগ্রহ বাক্য যথা যাবন্তো বিকারাস্তাবন্তো বিভাগাঃ' যেমন 'যাবচ্ছ্লোকং হরিস্তবাঃ' বলিলে যাবন্তঃ শ্লোকাঃ তাবন্তো হরিস্তবাঃ, যতগুলি শ্লোক আছে সবগুলিতেই হরিস্তব, ইহার মত যতগুলি প্রধানমহদাদি-বিকার আছে, প্রত্যেকটিরই উৎপত্তি, ছান্দোগ্য শ্রুতিদ্বারা তাহাই বোধিত হইল,—এই তাৎপর্য্য। যদি বল, সূত্রে তো তাবৎপদ নাই, কেবল 'বিভাগঃ' আছে, তাহা বটে; কিন্তু উহা লুপ্ত হইয়াছে, 'দধ্যোদন' শব্দের মত অর্থাৎ দধি দ্বারা উপসিক্ত (মাখান) ওদন (ভাত), এই অর্থে সমাসে যেমন উপসিক্ত পদটি লুপ্ত হইয়াছে। 'তস্মাদেব সর্ব্বেষামুৎপত্তিরিতি' তস্মাৎ—চৈত্র হইতেই। তথা ইহাপীতি—ইহাপি ছান্দোগ্যোপনিষদ্বাক্যেও। 'তেষাং তস্মাদুৎপত্তি-র্বিদিতেতি' তস্মাৎ অর্থাৎ সৎশব্দের বাচ্য ব্রহ্ম হইতে। 'আপেক্ষিকমিতি' যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদ্বাক্যে—'অমৃতা দিবৌকসঃ' এই উক্তির অন্তর্গত অমৃত শব্দে দেবতাদিগের অমৃতত্ব আপেক্ষিক বুঝাইতেছে সেইরূপ শব্দ হইতে আকাশ অন্যাপেক্ষা অধিক অমৃত—ইহা বুঝাইবে। তস্মান্নব্যোনব্যোমজন্মাভ্যুপগ অর্থাৎ নবীন নহে কিন্তু পূর্ব্বসিদ্ধ ॥ ৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, শ্রুতিতে আকাশের

উৎপত্তিবাচক শব্দের অভাবে এখানে আকাশের উদ্ভব বলা যায় কি প্রকারে? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে যাবতীয় বিকারের বিভাগ অর্থাৎ উৎপত্তি নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায় যে, ইহারা সকলেই অমুকের পুত্র বলার পর, তন্মধ্যে কতিপয়ের উদ্ভব বলিলেই সকলের উদ্ভব জানা যায়। সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে সকলই উৎপন্ন হইয়াছে বলার পর, প্রধান-মহত্তত্ত্বাদি ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বলিলে, ব্রহ্ম হইতে ব্যোমাদিরও উদ্ভব অবগত হওয়া যায়।

এ-বিষয়ে ভাষ্যকার তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা তথায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনঃ খমাদি-
> র্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি।
> সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্ব্বে
> যে হেতবস্তে জগতোঽঙ্গভূতাঃ॥" (ভাঃ ১০।৪০।২)

অর্থাৎ হে দেব! ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ, মন, দশ ইন্দ্রিয়, যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ এবং সমস্ত দেবগণ যাঁহারা এই জগতের কারণ স্বরূপ, সেই সমস্ত পদার্থ ই তোমার শ্রীঅঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বায়ৌ পূর্ব্বোক্তমর্থমতিদিশতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'বায়ৌ ইতি'—বায়ুতে পূর্ব্ব বর্ণিত সিদ্ধান্তের অতিদেশ (নির্দ্দেশের সদৃশ নির্দ্দেশ) করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—বায়াবিতি। অতিদেশত্বান্নাত্র পৃথক্ সঙ্গত্যপেক্ষা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'বায়ৌ ইত্যাদি' অবতরণিকা ভাষ্য —এই প্রকরণে আকাশের অতিদেশ (সাদৃশ্য কথন) থাকায় আর স্বতন্ত্র সঙ্গতির প্রয়োজন হইল না।

মাতরিশ্বব্যাখ্যানাধিকরণম্

সূত্রম্—এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ॥ ৭॥

সূত্রার্থ—'এতেন' ইহার দ্বারা অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি ব্যাখ্যা দ্বারা, 'মাতরিশ্বা'—বায়ুও, 'ব্যাখ্যাতঃ'—কার্য্যরূপে ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ আকাশাশ্রিত বায়ুও উৎপত্তিশালী বলা হইল॥ ৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—এতেন বিয়জ্জন্মব্যাখ্যানেন মাতরিশ্বা তদাশ্রিতো বায়ুরপি কার্য্যতয়োক্ত ইত্যর্থঃ। ইহাপ্যেবমঙ্গানি বোধ্যানি। বায়ুর্নোৎপদ্যতে ছান্দোগ্যেঽনুক্তেঃ। অস্ত্যুৎপত্তিঃ "আকাশাদ্বায়ুঃ" ইত্যুক্তেস্তৈত্তিরীয়কে গৌণ্যুৎপত্তিরমৃতত্বশ্রুতেঃ প্রতিজ্ঞানুপরোধাৎ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি সর্ব্বেষাং ব্রহ্মকার্য্যত্বোক্তেশ্চ ছান্দোগ্যেঽপি বায়োরুৎপত্তির্ব্বোধ্যেতি সিদ্ধান্তঃ। অমৃতত্বং ত্বাপেক্ষিকমিত্যুক্তম্। যোগবিভাগস্তেজঃ-সূত্রে মাতরিশ্বপরামর্শার্থঃ॥ ৭॥

ভাষ্যানুবাদ—ইহার দ্বারা অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি বর্ণন দ্বারা মাতরিশ্বা—সেই আকাশাশ্রিত বায়ুও কার্য্যরূপে নিরূপিত হইল, ইহাই অর্থ। এই অধিকরণেও এইরূপ পঞ্চাঙ্গ যোজনীয়। যথা বায়ু—বিষয়, সংশয়—'বায়ুঃ উৎপদ্যতে ন বা' বায়ু উৎপন্ন হয় কিনা? পূর্ব্বপক্ষ—'বায়ুর্নোৎপদ্যতে' বায়ু উৎপন্ন হয় না, হেতু—ছান্দোগ্যে অনুক্তেঃ—ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বায়ুর উৎপত্তি উক্ত হয় নাই। যদি বল—হাঁ, আকাশ হইতে তাহার উৎপত্তি আছে, প্রমাণ? 'আকাশাদ্বায়ুঃ' আকাশ হইতে বায়ু সম্ভূত হইল—এই তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি, তাহাও নহে, যেহেতু ঐ উৎপত্তি-শ্রুতি গৌণী অর্থাৎ লাক্ষণিক, মুখ্য নহে; তাহার প্রমাণ 'বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চৈতদমৃতম্' —এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি। ইহাতে সিদ্ধান্ত এই,—না, গৌণী উৎপত্তি নহে, 'যেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি' এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার অনুরোধে বায়ুর উৎপত্তি মানিতে হইবে; তদ্ভিন্ন 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্' প্রধান প্রভৃতি সমস্ত বিকার এই ব্রহ্মস্বরূপ—এই শ্রুতি বাক্যদ্বারা সমস্ত বিকারের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। অতএব ছান্দোগ্য শ্রুতি-মতেও বায়ুর উৎপত্তি

বোদ্ধব্য। তবে যে বায়ু-সম্বন্ধে অমৃতত্ব বলা হইয়াছে, উহা আপেক্ষিক অর্থাৎ অন্যান্য বিকারের মত নহে ; ইহারা অমৃত এই অভিপ্রায়ে।—ইহা আকাশ-নিরূপণে বলিয়াছি। এই সূত্রটি যে পূর্ব্ব সূত্রের সহিত যুক্ত না করিয়া পৃথগ্ভাবে বলা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—'তেজোঽতস্তথাহ্যাহ' এই সূত্রে মাতরিশ্বা শব্দের অনুবৃত্তি বা সম্বন্ধের জন্য ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এতেনেতি। ছান্দোগ্যে বায়োরুৎপত্তির্ন শ্রুতা। তৈত্তিরীয়কে তু শ্রূয়তে। অতস্তয়োর্ব্বিরোধঃ। সমাধানন্ত্বত্র ব্যক্তীভাবি। তস্মাদবিরোধঃ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—'এতেনেত্যাদি' সূত্রব্যাখ্যাদ্বারা—ছান্দোগ্যোপনিষদে বায়ুর উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে না, কিন্তু তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে তাহা শ্রুত হইতেছে, অতএব এই দুইটি শ্রুতির বিরোধ, ইহার সমাধান—এই সূত্রে ব্যক্ত হইবে। অতএব বিরোধ নাই ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, আকাশের উৎপত্তি-কথনের দ্বারা তদাশ্রিত বায়ুর উৎপত্তিও বলা হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"নভসোঽথ বিকুর্ব্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোঽনিলঃ।
পরান্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহো বলম্ ॥" (ভাঃ ২।৫।২৬)

অর্থাৎ অনন্তর বিকৃত আকাশ হইতে স্পর্শগুণযুক্ত বায়ুর উৎপত্তি হইল এবং কারণরূপে তাহাতে আকাশের সম্বন্ধ থাকাতে বায়ুতেও শব্দগুণ বর্ত্তমান। বায়ুই দেহধারণ, ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের পটুতা-বিধানের হেতু।

আরও পাই,—

"ইতি তেঽভিহিতং তাত যথেদমনুপৃচ্ছসি।
নান্যদ্ভগবতঃ কিঞ্চিদ্ভাব্যং সদসদাত্মকম্ ॥" (ভাঃ ২।৬।৩৩) ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মতত্ত্ব কাহা হইতেও উৎপন্ন নহেন

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ সদেব সৌম্যেদমিত্যাদৌ সন্দেহান্তরম্। সদ্ব্রহ্মাপ্যুৎপদ্যতে ন বেতি। কারণানামপি প্রধান-মহদাদীনামুৎপত্ত্যভিধানাৎ সদপ্যুৎপদ্যতে তস্যাপি কারণত্বাবিশেষাদিত্যেবং প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর 'সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ'—এই শ্রুত্যুক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় সন্দেহ যথা—সদ্ ব্রহ্মও উৎপন্ন হন কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন হাঁ, সদ্ব্রহ্মও উৎপন্ন হন, যেহেতু প্রধান, মহৎ প্রভৃতি কারণগুলিরও উৎপত্তি কথিত হইতেছে, অতএব সৎও উৎপন্ন হন বলিব ; যুক্তি—সমানই, অর্থাৎ কারণত্বরূপ ধর্ম্ম উভয়ের সমান, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—প্রাগসম্ভাবিতোৎপত্তিকয়োরপি বিয়দ্বাষ্বোরুৎপত্তিঃ শ্রুতিবলাদুক্তা। তদ্বৎ 'জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখ' ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মাপি উৎপন্নং সহেতুত্বাৎ বিয়দ্বদিত্যনুমানপুষ্টয়া ব্রহ্মণোঽপি কুতশ্চিদ্ধেতোরুৎপত্তিরস্তিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ সদেবেত্যাদি। অত্র ব্রহ্মাজত্বাদিশ্রুতের্ব্রহ্মোৎপত্তিশ্রুতেশ্চ বিরোধোঽস্তি ন বেতি সংশয়ে ব্রহ্মোৎপত্তিশ্রুতেরনুমানপোষেণ প্রাবল্যাদস্তি তয়া সহ বিরোধ ইতি প্রাপ্তে নিরস্যতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বপ্রকরণে—যাহাদের উৎপত্তি অসম্ভব, সেই বায়ু ও আকাশেরও উৎপত্তি শ্রুতিবলে নিরূপিত হইল। সেই প্রকার 'জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ' তুমি জাত হইয়াছ, তুমি বিশ্ব-ব্যাপক। এই শ্রুতিদ্বারা 'ব্রহ্মাপি উৎপন্নম্ সহেতুত্বাৎ বিয়দ্বৎ' ব্রহ্মও উৎপন্ন, যেহেতু তাহার কারণ আছে, যেমন আকাশ ; এই অনুমান সহকৃত উক্ত শ্রুতিদ্বারা সদ্ ব্রহ্মেরও কোনও এককারণ হইতে উৎপত্তি স্বীকৃত হউক ; এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি দ্বারা বলিতেছেন—"সদেব সৌম্যেদম্" ইত্যাদি গ্রন্থোক্ত ব্রহ্ম—বিষয়, তাহাতে সংশয় এই—কোনও শ্রুতি বলিতেছেন—ব্রহ্ম অজ, উৎপত্তিহীন, আবার কোন শ্রুতি বলিতেছেন ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়, এই উভয় শ্রুতির বিরোধ হইতেছে কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে শ্রুতি ব্রহ্মোৎপত্তির সাধক, তাহা অনুমান সাহায্যে দৃঢ় হওয়ায় প্রবলতা হেতু সেই শ্রুতির সহিত অজত্ব-শ্রুতির বিরোধ হইবে, এই পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের নিরাস করিতেছেন—

অসম্ভবাধিকরণম্

সূত্রম্—অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—'তু' ঐ শঙ্কা করিতে পার না, অথবা ইহা নিশ্চিত যে 'সতোঽসম্ভবঃ' সতের অর্থাৎ ব্রহ্মের উৎপত্তি নাই, কারণ কি? 'অনুপপত্তেঃ' অসঙ্গতি হেতু, কি প্রকার? যেহেতু কারণ না থাকিলে উৎপত্তি হয় না, ব্রহ্মের কোনও কারণ নাই, অতএব উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদে নিশ্চয়ে বা। সতো ব্রহ্মণঃ সম্ভবঃ উৎপত্তির্নৈবাস্তি। কুতঃ? অনুপপত্তেঃ। হেতুবিরহিণস্তস্য তদযোগাদিত্যর্থঃ। অত এবং শ্রুতিরাহ "স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" ইতি। ন চ কারণত্বাদুৎপত্তিমদিত্যনুমাতুং শক্যং শ্রুত্যানুমানবাধাৎ। মূলকারণস্য স্বীকার্য্যত্বাত্তদভাবেঽনবস্থাপাতাচ্চ। যন্মূলকারণং তৎত্বমূলমেব। মূলে মূলাভাবাদিতি। ইহ ব্রহ্মোৎপত্তিশঙ্কাপরিহারেণৈবং জ্ঞাপ্যতে। ব্রহ্মৈব পরমকারণত্বাদুৎপত্তিশূন্যং তদন্যদব্যক্তমহদাদিকন্তু সর্ব্বমুৎপত্তিমদেব। খাদিজন্মনিরূপণং তূদাহরণার্থমিতি ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'অসম্ভবস্তু' ইত্যাদি সূত্রে সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিরাসার্থ, অথবা নিশ্চয়ার্থে। সতঃ ইত্যাদি নিত্য ব্রহ্মের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ কি? অনুপপত্তেঃ—অযৌক্তিক বলিয়া। হেতু-বিরহিণস্তস্য এই ভাষ্যে। যাহা হেতুরহিত তাহার উৎপত্তি হয় না; তাহা নিত্য, ইহাই অর্থ। সদ্ ব্রহ্মের যে হেতু নাই এ-বিষয়ে শ্রুতি দেখাইতেছেন 'স কারণ-মিত্যাদি' এইজন্য শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন—'স কারণং কারণাধিপাধিপঃ···ন চাধিপ ইতি' সেই পরমেশ্বর সকলের কারণ এবং সকল কারণাধিপতির অধিপতি, তাঁহার কেহ উৎপাদক নাই, তাঁহার অধিপতিও কেহ নাই। যদি বল, 'সদ্ উৎপত্তিমৎ কারণত্বাৎ' এই অনুমান দ্বারা সতের উৎপত্তি অনুমান করা যাইবে, তাহাও নহে; যেহেতু শ্রুতিদ্বারা অনু-

মানের বাধ হইবে। একটি আদিকারণ অবশ্যই স্বীকার্য্য, তাহা স্বীকার না করিলে অনবস্থা হইয়া পড়ে। যিনি মূল কারণ হইবেন তাঁহার আর কারণ থাকিবে না। তাহাই সূত্রকার বলিয়াছেন 'মূলে মূলাভাবাৎ' মূল-কারণের আর কারণ থাকিতে পারে না। এই অধিকরণে ব্রহ্মের উৎপত্তি বিষয়ে শঙ্কা পরিহার দ্বারা এইরূপ বোধিত হইতেছে যে ব্রহ্মই প্রধান কারণ, অতএব উৎপত্তি শূন্য, তদ্‌ভিন্ন প্রধান, মহৎ প্রভৃতি তত্ত্ব সমস্তই উৎপত্তি বিশিষ্ট। আকাশাদির জন্ম-নিরূপণ করা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য অন্যান্য তত্ত্ব যে উৎপত্তিমান্, তাহার উদাহরণের জন্য ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অসম্ভবস্থিতি। হেতুবিরহিণস্তস্যেতি। যদ্ধি হেতুবিরহিতং সদ্রূপং তন্নিত্যম্। যদুক্তম্—সদকারণং যৎ তৎ নিত্যমিতি। সতো ব্রহ্মণো হেতুবিরহে শ্রুতিমাহ স কারণমিতি। এতয়া শ্রুত্যানুমানবাধাৎ জাতো ভবসীতি শ্রুতিস্তু দুর্ব্বলা সতী শক্তিদ্বয়দ্বারা জগদাকারপরিণতিমেব ক্রয়ান্ন তু স্বরূপৈক্যচিদ্বিকারলেশমপীতি ন কোঽপি বিরোধগন্ধঃ। বিপ্রতিপত্তৌ সমমাবয়োর্দূষণমিত্যাহ মূলকারণস্যেত্যাদি ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—অসম্ভবস্থিত্যাদি সূত্র। 'হেতুবিরহিণস্তস্যেত্যাদি' ভাষ্য—যাহা হেতুশূন্য সৎস্বরূপ তাহা নিত্য। যেহেতু কথিত আছে, যাহা সৎ অথচ কারণহীন তাহা নিত্য, সদ্ ব্রহ্মের যে কারণ নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ শ্রুতি বলিতেছেন—'স কারণং কারণাধিপাধিপঃ' ইত্যাদি এই শ্রুতিদ্বারা অনুমানের বাধহেতু 'জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ' এই শ্রুতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তবে ঐ শ্রুতির গতি কি? তাহা বলিতেছেন যে, দুইটি শক্তি (প্রধান শক্তি ও জীব শক্তি) দ্বারা ব্রহ্ম জাত অর্থাৎ জগদাকারে পরিণত তাহাই বুঝাইবে, স্বরূপতঃ ঐক্যবিশিষ্ট চিচ্ছক্তির বিকার লেশমাত্রও নাই, এই তাৎপর্য্যে কোন বিরোধ গন্ধ নাই, বিপ্রতিপত্তিতে অর্থাৎ বিরোধেতে বাদী-প্রতিবাদী আমাদের উভয়ের সমানই দোষ, ইহার উত্তরে 'মূলকারণস্য স্বীকার্য্যত্বাদিত্যাদি' গ্রন্থভাষ্যকার বলিতেছেন ॥ ৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) ছান্দোগ্যের এই সূত্র ধরিয়া যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, তাহা হইলে সৎস্বরূপ ব্রহ্মও উৎপন্ন হন কিনা? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, মহদাদি কারণসমূহও যখন উৎপন্ন হইতেছে, তখন কারণ হিসাবে অবিশেষ ব্রহ্মও উৎপন্ন হউন; এইরূপ

পূর্ব্বপক্ষ নিরসন পূর্ব্বক সূত্রকার বলিতেছেন যে, ব্রহ্মের উৎপত্তি অসম্ভব, কারণ ইঁহার উপপত্তি নাই অর্থাৎ যুক্তিযুক্ততার অভাব।

ব্রহ্মের উৎপত্তি যে সম্ভবপর নহে, তাহার যুক্তি ভাষ্যকার দেখাইতেছেন যে, কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। ব্রহ্ম সকল কারণের কারণ সুতরাং তাঁহার কারণ বা প্রভু কেহ নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে,—"স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" (শ্বেঃ ৬।৯) "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ।" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (২।১।৩) পাওয়া যায় কিন্তু ব্রহ্ম কাহা হইতেও উৎপন্ন হইয়াছেন, এরূপ শ্রুতি নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥
সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৫৬-৫৭)

অর্থাৎ বস্তুতঃ যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদের মতে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণই সর্ব্ব কারণ-কারণ ও (কার্য্য ও কারণ অভিন্ন) কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য-কোন বস্তু নাই। যাবতীয় বস্তুর কারণ, প্রধান, ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই কারণের কারণ-স্বরূপ। অতএব কৃষ্ণ-সম্বন্ধরহিত কি আছে, তাহা নিরূপণ করিতে পার কি?

আরও পাই,—

"যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ॥" (ভাঃ ১০।৮৫।৪)

ব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (৫।১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্বঅবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান॥" ॥ ৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য তেজোবিষয়কং শ্রুতিবিরোধং পরিহরতি। "তত্তেজোঽসৃজত" ইতি ব্রহ্মজত্বং তেজসঃ শ্রুতম্। বায়োরগ্নিরিতি তু বায়ুজত্বম্। তত্র বায়োরিতি পঞ্চম্যা আনন্তর্য্যার্থত্বস্যাপি সম্ভবাৎ ব্রহ্মজং তদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে প্রসঙ্গাধীন মতবিরোধের মীমাংসা করিয়া অগ্নি-বিষয়ে যে শ্রুতি-বিরোধ আছে, তাহার পরিহার করিতেছেন—অগ্নি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অথবা বায়ু হইতে জাত এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—উভয় পক্ষেই শ্রুতি-প্রমাণ রহিয়াছে, ব্রহ্মজাতপক্ষে যথা 'তত্তেজোঽসৃজত' সেই সদ্ ব্রহ্ম অগ্নি সৃষ্টি করিল, ইহার দ্বারা অগ্নির ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে। আবার 'বায়োরগ্নিঃ' ইত্যাদি শ্রুতি 'বায়ু হইতে অগ্নি হইল' বলিতেছেন। এই বিরোধে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—'বায়োরগ্নিঃ।' এই শ্রুতিতে বায়ুর অপাদানকারকে পঞ্চমী নহে অর্থাৎ বায়ু হইতে তেজ হইয়াছে, ইহা নহে। কিন্তু আনন্তর্য্যার্থে পঞ্চমী অর্থাৎ বায়ুর পর তেজ হইয়াছে, অতএব আনন্তর্য্য অর্থে বাচকত্বেরও সম্ভব হেতু তেজ ব্রহ্মজ বলিব, এই পূর্ব্বপক্ষীর উক্তিতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ছান্দোগ্যে ব্রহ্মজং তেজঃ তৈত্তিরীয়কে তু বায়ুজং তদিত্যনয়োর্বিরোধোঽস্তি ন বেতি বীক্ষায়াং বাচনিকত্বাদস্তু বিরোধ ইতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যারভ্যতে এবমিত্যাদি। বক্ষ্যমাণেন তেজসঃ প্রাক্ বায়োঃ স্থাপনেন তু ন কশ্চিৎ বিরোধ ইতি বোধ্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ছান্দোগ্যোপনিষদে তেজকে ব্রহ্মজ বলা হইয়াছে আবার তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে বায়ুজ বলা আছে, এই উভয় উক্তির বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যখন উভয়টি বাচনিক অর্থাৎ শ্রুতিবচনপ্রাপ্ত, তখন বিরোধ হউক; এই প্রত্যুদাহরণ-

সঙ্গতি-অনুসারে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে—এবমিত্যাদি বাক্যদ্বারা। কিন্তু এখানে বোদ্ধব্য কিছু আছে পরে বলিবেন, 'তেজের পূর্ব্বে বায়ুর স্থাপন দ্বারা আর কোন বিরোধ থাকে না'।

তেজোঽধিকরণম্

সূত্রম্—তেজোঽতস্তথা হ্যাহ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—'অতঃ'—এই বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সেই কথাই শ্রুতি বলিতেছেন ॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অতো মাতরিশ্বনঃ সকাশাত্তেজ উৎপদ্যতে। তথাহি শ্রুতিরাহ—"বায়োরগ্নিঃ" ইতি। ইদমত্র বোধ্যম্। অনুবর্ত্তমানসম্ভূতশব্দান্বিতত্বেন বায়োরিতি পঞ্চম্যা অপাদানার্থত্বমেব মুখ্যং ক্‌প্তত্বাৎ। আনন্তর্য্যার্থত্বং তু ভাক্তং কল্প্যত্বাৎ। ততশ্চ মুখ্যমেব ন্যায্যত্বাদ্ গ্রাহ্যম্। এবমপি বক্ষ্যমাণযুক্ত্যা ব্রহ্মজত্বঞ্চ ন বিরুধ্যতে ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অতঃ—এই বায়ু হইতে তেজঃ (অগ্নি) উৎপন্ন হয়। সে কথা শ্রুতি বলিতেছেন—'বায়োরগ্নিরিতি' বায়ু হইতে অগ্নি জন্মিয়াছে। এখানে ইহা জ্ঞাতব্য—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ সকাশাদাকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুত্যুক্ত সম্ভূত পদটি এসূত্রে অনুবৃত্ত তাহার সহিত 'বায়োঃ' পদের অন্বয়, সুতরাং অপাদানার্থে পঞ্চমী বিভক্তিই সঙ্গত, যেহেতু ক্‌প্তত্ব (সিদ্ধত্ব) নিবন্ধন উহা মুখ্য, আর আনন্তর্য্যার্থে পঞ্চমী কল্পনীয়, কল্পনীয় অপেক্ষা ক্‌প্তের গুরুত্ব আছে। অতএব কল্পনীয় হওয়ায় আনন্তর্য্যার্থ টি গৌণ (অপ্রধান), তাহা হইলে মুখ্য অর্থই গ্রাহ্য, যেহেতু উহা যুক্তিসঙ্গত। তাহা হইলেও পরে বক্তব্য যুক্তি-অনুসারে তেজের ব্রহ্মজত্ব বলিলেও বিরোধ হইবে না ॥ ৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তেজ ইতি। অনুবর্ত্তমানেতি। তস্মাৎ বা এতস্মাদাত্মন আকাশ ইত্যাদৌ পৃথিব্যা ওষধয় ইত্যন্তে হেতুপঞ্চম্যা দর্শনাৎ মধ্যে কস্মাৎ ক্রমার্থা পঞ্চমীত্যসঙ্গতমেবেত্যর্থঃ। আনন্তর্য্যার্থত্বমিতি। ভাক্তং গৌণম্। বায়্বনন্তরং

তেজ ইতি পদান্তরকল্পনপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। এবমপীতি। বক্ষ্যমাণপঞ্চমীত্যসঙ্গতমেবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণযুক্তিস্তু তদভিধ্যানাদিতি সূত্রোক্তা দ্রষ্টব্যা ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ—'তেজ' ইত্যাদি সূত্র। অনুবর্ত্তমান সম্ভূত শব্দান্বিতত্বেন ইতি—'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যাদি 'পৃথিব্যা ওষধয়' ইত্যন্ত শ্রুতিবাক্যে হেতুবাচক পঞ্চমী জ্ঞাত হওয়ায় তাহার মধ্যে পতিত বায়ুশব্দে পঞ্চমী কি যুক্তিতে আনন্তর্য্যার্থে প্রযুক্ত হইবে? ইহা অসঙ্গতই—এই তাৎপর্য্য। আনন্তর্য্যার্থমেব ভাক্তং—গৌণ (অপ্রধান) অর্থাৎ তাহাতে 'বায়্বনন্তরং তেজঃ' এইরূপ অনন্তর পদের কল্পনা হইয়া পড়ে—এই অর্থ। 'এবমপি'—হেতৌ পঞ্চমী হেতু বায়ু তেজের কারণ এই পঞ্চমী বক্ষ্যমাণ যুক্তি-অনুসারে অসঙ্গত ॥ ৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এই প্রকারে প্রাসঙ্গিক মতবিরোধ মীমাংসা করতঃ তেজের (অগ্নির) বিষয় যে শ্রুতিবিরোধ আছে, তাহার নিরাস করিতেছেন। ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়,—"তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত" (ছাঃ ৬।২।৩) আবার তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও পাওয়া যায়—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ।" (তৈঃ ২।১।৩)। এ-স্থলে সংশয় এই যে, তেজ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন? কিংবা বায়ু হইতে উৎপন্ন? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—তেজ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্নই বলিব; কারণ বায়ুতে যে পঞ্চমী বিভক্তি প্রয়োগ হইয়াছে, উহা অপাদানে নয়, উহা অনন্তর অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বায়ু হইতেই তেজের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা বেদ বলিয়াছেন। যথা —"বায়োরগ্নিঃ"। ছান্দোগ্যের এই সূত্রে 'সম্ভূতঃ' পদের সহিত সকলগুলিই অন্বিত। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, "আত্মা হইতে আকাশ" এ-স্থলে অপাদানার্থে ই পঞ্চমী ধরা হয়, সুতরাং "বায়ু হইতে অগ্নি" এ-স্থলেও অপাদান-অর্থ মুখ্য। আনন্তর্য্যার্থ গৌণই। অতএব ন্যায়সঙ্গত বিচারে মুখ্যার্থ ই গ্রহণীয়। তাহা হইলেও বক্ষ্যমাণ যুক্তি অনুসারে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিলেও বিরুদ্ধ হইতেছে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ কালকর্ম্মস্বভাবতঃ।
উদপদ্যত বৈ তেজো রূপবৎ স্পর্শশব্দবৎ ॥"

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "ভূস্তোয়মগ্নিঃ"—(ভাঃ ১০।৪০।২) শ্লোকও আলোচনা করা যাইতে পারে ॥ ৯ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাপামুৎপত্তিমাহ। তত্র যদ্যুভয়ত্রা-প্যগ্নেরেব তদুৎপত্তিরুক্তা তথাপি বিরুদ্ধাৎ তস্মাৎ সা ন যুজ্যেতেতি কস্যচিৎ শঙ্কা স্যাৎ। তামপনেতুং সূত্রারম্ভঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অনন্তর জলের উৎপত্তি বলিতেছেন—সে-বিষয়ে যদিও উভয় শ্রুতিতে অর্থাৎ ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে অগ্নি হইতেই জলের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা হইলেও মুণ্ডকোপনিষদে ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি কথিত হওয়ায় বিরুদ্ধ, অর্থাৎ দাহক সেই তেজ হইতে জলের উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে, এইরূপ শঙ্কা কাহারও হইতে পারে, সেই শঙ্কার নিবৃত্তির জন্য এই সূত্রের আরম্ভ হইতেছে—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথোত্তরয়োর্ন্যায়য়োর্ধীসন্নিধিলক্ষণা সঙ্গতি-স্তেজসো বায়ুজত্বোক্ত্যনন্তরং জলপৃথিব্যোরেব ধীস্থত্বাৎ অথেত্যাদি। তস্মা-দিতি। মুণ্ডকেঽপাং ব্রহ্মজত্বমুক্তম্। ছান্দোগ্যতৈত্তিরীয়কয়োস্তু তেজোজত্বম্। তদনয়োর্বিরোধো ন বেতি সন্দেহে বাচনিকত্বাদ্বিরোধ ইতি প্রাপ্তে আপ ইতি বক্ষ্যমাণযুক্ত্যাপামপি ব্রহ্মজত্বাদবিরোধো বোধ্যঃ। যত্ত্বপামগ্নিদাহ্যত্বান্ন তজ্জত্বং সম্ভবেদিত্যাহুস্তন্ন ত্রিবৃৎকৃতয়োস্তয়োর্দাহকদাহ্যভাবে সত্যপ্যত্রিবৃৎকৃতয়োস্তদ-ভাবাৎ। উভয়ত্র তৈত্তিরীয়কে ছান্দোগ্যে চ। বিরুদ্ধাদিতি দাহকত্বেনেতি জ্ঞেয়ম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর বক্ষ্যমাণ দুইটি অধিকরণের বুদ্ধিসান্নিধ্যরূপ সঙ্গতি আছে, যেহেতু অগ্নির বায়ু হইতে উৎপত্তির কথা বলিবার পর জল ও পৃথিবীর উৎপত্তি-বিষয়ে প্রশ্ন আসে, এইজন্য উভয়ের বুদ্ধি-সান্নিধ্য। অথেত্যাদি অবতরণিকাভাষ্য—'তস্মাৎ সা ন যুজ্যতে' ইহার তাৎপর্য্য—মুণ্ডকোপনিষদে জলের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি বলা আছে, কিন্তু ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়কে জলের উৎপত্তি অগ্নি হইতে শুনা যায়; অতএব এই দ্বিবিধ উক্তির বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন —হাঁ, বিরোধ হইবেই; যেহেতু উভয় উক্তিই বাচনিক অর্থাৎ শ্রুতি

প্রতিপাদিত, এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী 'আপঃ' এই সূত্রদ্বারা ও পরে প্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা জলেরও ব্রহ্মভবত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় কোনও বিরোধ নাই জানিবে। তবে যে কোন কোনও বাদী বলেন যে, জল যেহেতু অগ্নির দ্বারা দাহ্য অর্থাৎ শোষণীয় অতএব উভয়ের কার্য্য-কারণভাব থাকিতে পারে না, যাহারা এক প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহাদেরই কার্য্যকারণভাব জ্ঞাতব্য, সে মতও ঠিক নহে, কারণ-ত্রিবৃৎকৃত স্থলে তাহাদের দাহ্যদাহকভাব থাকিতে পারে; কিন্তু যখন অত্রিবৃৎকৃত অবস্থায় থাকে, তখন তাহাদের দাহ্যদাহকভাব নাই। উভয়ত্র—অর্থাৎ তৈত্তিরীয়কে ও ছান্দোগ্যে। 'বিরুদ্ধাৎ তস্মাৎ ইতি' দাহকত্ব হেতু বিরুদ্ধ অগ্নি হইতে, এই অর্থ জ্ঞাতব্য।

অবধিকরণম্

সূত্রম্—আপঃ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—এই অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়, যেহেতু 'তদপোঽসৃজত' শ্রুতি সেই কথাই বলিতেছেন ॥ ১০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অতস্তথাহ্যাহেত্যনুবর্ত্ততে। আপোঽতস্তেজস উৎপদ্যন্তে। হি যতস্তথা শ্রুতিরাহ 'তদপোঽসৃজতেত্যগ্নেরাপ' ইতি চ। ন হি বাচনিকেঽর্থে ন্যায়োঽবতরতি। ছান্দোগ্যে তূপপাদিকা যুক্তিরপি দৃশ্যতে। "তস্মাৎ যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্ত" ইতি ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্ব সূত্র হইতে 'অতস্তথাহ্যাহ' এই অংশ টুকুর এই সূত্রে অনুবৃত্তি ধরিয়া সমুদায়ার্থ হইতেছে জল এই অগ্নি হইতে উৎপন্ন হয়, যেহেতু শ্রুতি সেইরূপ বলিতেছে যথা—'তদপোঽসৃজত' অগ্নি জল সৃষ্টি করিল। আবার 'অগ্নেরাপঃ' অগ্নি হইতে জল জন্মিল—এই শ্রুতিও আছে। ইহা প্রত্যক্ষশ্রুতি, ইহা দ্বারা অভিহিত বিষয়ে ন্যায়ের (অধিকরণের) অবতারণা হইতে পারে না। শুধু ইহাই নহে, ছান্দোগ্য-

উপনিষদে অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি-বিষয়ে উপপাদক যুক্তিও দেখা যায় যথা—'তস্মাৎ যত্র ক্ব চ শোচতি' ইত্যাদি—সেই জন্য আত্মা যে কোনও ক্ষেত্রে শোক করে, অথবা স্বেদাক্ত হয়, তাহা অগ্নি হইতেই, অতএব সেই অগ্নিকে অধিকার করিয়া জল উৎপন্ন হইতেছে—এই কথা ॥ ১০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আপ ইতি। স্ফুটার্থম্ ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ—'আপঃ' সূত্রটির ও তাহার ভাষ্যের অর্থ সুস্পষ্ট ॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অনন্তর জলের বিষয় বলিতেছেন যে, যদিও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে,—"অগ্নেরাপঃ" (তৈঃ ২।১।৩) এবং ছান্দোগ্যেও আছে,—"তদপোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩) কিন্তু মুণ্ডকে পাওয়া যায়,—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী"—(মুঃ ২।১।৩)। এইরূপ বিরুদ্ধ শ্রুতি থাকায়, তেজ হইতে জলের উৎপত্তি-বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে, তাহা খণ্ডনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রুতি বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রত্যক্ষভাবে অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি বলিয়াছেন; এ-স্থলে বাচনিক বিষয়ে ন্যায়ের অবতারণা হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত ছান্দোগ্যে তদুপপাদিকা যুক্তিও দেখা যায়। যে সময় কোন পুরুষ শোক করেন, তখন তাঁহার অশ্রু পতিত হয়, তাহা অগ্নি হইতেই হইয়া থাকে, সুতরাং অগ্নি হইতে জল উৎপত্তি হইতে পারে। যদি কেহ বলেন যে, জল ও অগ্নি বিরুদ্ধ পদার্থ; দাহ্য ও দাহক-সম্বন্ধবিশিষ্ট। সুতরাং এক প্রকৃতি সম্পন্ন না হইলে কার্য্যকারণভাব থাকিতে পারে না। এই বিচারও সঙ্গত নহে। এ-বিষয়ে টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"তেজসস্তু বিকুর্ব্বাণাদাসীদম্ভো রসাত্মকম্।
রূপবৎ স্পর্শবচ্চাম্ভো ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎ ॥" (২।৫।২৮)

অর্থাৎ তেজের বিকার হইতে রসাত্মক জলের উৎপত্তি হইয়া ছিল। জলে আকাশ, বায়ু ও তেজের কারণতারূপ সম্বন্ধ থাকাতে তাহাদের যথাক্রমানুযায়ী-ধর্ম্ম শব্দ, স্পর্শ ও রূপ রসাত্মক জলে পাওয়া যায় ॥ ১০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—"তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি, তা অন্নমসৃজন্ত" ইত্যত্র বিচারান্তরম্। কিমনেনান্নশব্দেন যবাদিকং গ্রাহ্যং কিংবা পৃথিবীতি। "তস্মাৎ যত্র ক্বচন বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়ত" ইতি তত্রৈব যুক্তিপ্রদর্শনাদ্রূঢ়েশ্চ যবাদিকমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'তা আপ ঐক্ষন্ত…অসৃজন্ত'—জল ধ্যান করিল অর্থাৎ সঙ্কল্প করিল আমি বহু হইয়া ব্যক্ত হইব, উৎপন্ন হইব, পরে জল অন্ন সৃষ্টি করিল। এই শ্রুতিতে আর একটি সমীক্ষা হইতেছে—এই শ্রুত্যুক্ত অন্নশব্দ দ্বারা বাচ্য অর্থ কে ? যবাদি শস্য ? অথবা পৃথিবী (ভূমি) ? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধান্ত করেন—ইহা শস্য অর্থেই প্রযুক্ত, যেহেতু শ্রুতি সে-বিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন—'যথা তস্মাদিতি…অন্নাদ্যং জায়তে ইতি' সেইহেতু যে কোন ভূমিতে দেবতা বর্ষণ করেন, তাহাই প্রচুর পরিমাণ অন্ন হয় সুতরাং জল হইতে অন্নের উৎপত্তি, সেই জলকে আশ্রয় করিয়া অন্ন প্রভৃতি জন্মে, এইরূপ উভয়ের কার্য্য-কারণ-ভাব হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অন্ন শব্দের অর্থ—যবাদি শস্য। এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উপর সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—তা আপ ইতি। তস্মাদিতি। মুণ্ডকে পৃথিব্যা ব্রহ্মজত্বং তৈত্তিরীয়কে ত্বব্জত্বম্। তদনয়োর্বিরোধোঽস্তি ন বেতি সংশয়ে বাচনিকত্বাৎ বিরোধে প্রাপ্তে বক্ষ্যমাণযুক্ত্যা তস্যাশ্চ ব্রহ্মজত্বাদবিরোধো ভাব্যঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'তা আপ' ইত্যাদি। তস্মাদ্ যত্র ক্বচন ইত্যাদি মুণ্ডকোপনিষদে পৃথিবীকে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে, তৈত্তিরীয়কে কিন্তু পৃথিবী জলজাত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, অতএব এই দুই উক্তির বিরোধ আছে কিনা ? এই সন্দেহের মীমাংসায় পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—যখন দুইটিই শ্রুতিতে উক্ত, তখন বিরোধ আছে, এই মতের সমাধানকল্পে পরে কথিত যুক্তি অনুসারে পৃথিবীর ব্রহ্মভবতানিবন্ধন বিরোধ নাই; ইহা জানিবে।

পৃথিব্যধিকরণম্

সূত্রম্—পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—অন্ন শব্দের অর্থ পৃথিবীই গ্রহণীয়, যেহেতু 'অধিকাররূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ'—'তত্তেজোঽসৃজত' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি-কথা অধিকৃত হইয়াছে এবং অন্নে পার্থিবরূপ-নিবন্ধন ও 'অদ্ভ্যঃ পৃথিবী' এইরূপ শ্রুতিতে স্পষ্ট পৃথিবী শব্দের উল্লেখ আছে ॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পৃথিব্যেব গ্রাহ্যা ন তু যবাদিঃ। কুতঃ? অধিকারেত্যাদেঃ। 'তত্তেজোঽসৃজত' ইতি মহাভূতানামেবাধিকারাৎ যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যেতি পার্থিবরূপত্বাৎ 'অদ্ভ্যঃ পৃথিবী' ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চেত্যর্থঃ। এবং সতি তস্মাৎ যত্র ক্বচনেত্যাদিকং তু হেতুফলয়োরৈক্যবিবক্ষয়া সঙ্গমনীয়ম্ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'অন্ন' শব্দের অর্থ পৃথিবী (ভূমি)ই গ্রাহ্য, যব প্রভৃতি শস্য নহে। কি কারণে? উত্তর—'অধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ'—যেহেতু 'তত্তেজোঽসৃজত' সেই সদ্ ব্রহ্ম অগ্নি সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদিরূপে মহাভূতগুলির উৎপত্তি-কথা বর্ণিত হইয়াছে। 'যাহা কৃষ্ণরূপ উহা অন্নের'—এ-কথায় পৃথিবীররূপই প্রতীয়মান হইতেছে এবং অন্য শ্রুতিও আছে যথা—'অদ্ভ্যঃ পৃথিবী' জল হইতে পৃথিবী হইল, এই কথায় ভূমিকেই বুঝাইতেছে। ইহা হইলে 'তস্মাৎ যত্র ক্বচনেত্যাদি' শ্রুতিবাক্য হেতু ও ফলের অর্থাৎ কারণ-কার্য্যের অভেদ বিবক্ষায় যোজনীয় ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পৃথিবীতি। যত্তু তা অন্নমসৃজন্তেত্যত্রান্নশব্দো যবাদিপরো ভবতীতি পূর্ব্বপক্ষে তস্মাৎ যত্রেতি শ্রৌতী যুক্তির্দর্শিতা তাং সমাদধাতি এবং সতীতি। হেতুফলয়োঃ কারণকার্য্যয়োঃ পৃথিবীযবাদিকয়োরভেদং বিবক্ষিত্বেত্যর্থঃ। ততশ্চ পৃথিব্যাঃ স্থানে যবাদেঃ কথনেঽপি সা লভ্যেতৈবেতি ন কোঽপি বিরোধলেশ ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—পৃথিব্যধিকার ইত্যাদি সূত্র। এইখানে পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন 'তা অন্নমসৃজন্ত' এই শ্রুত্যুক্ত অন্ন-শব্দ যবাদি শস্যবাচক হইবে এবং শ্রৌতী যুক্তিও দেখাইয়াছেন যথা 'যত্র ক্বচন বর্ষতীত্যাদি, তাহার সমাধান করিতেছেন—এবং সতীত্যাদি বাক্যে। হেতুফলয়োঃ কারণ-কার্য্যের অর্থাৎ পৃথিবীরূপ কারণের ও কার্য্য-যবাদি শস্যের অভেদ বিবক্ষা করিয়া এই তাৎপর্য্য ; তাহার ফলে পৃথিবী-পদস্থানে যবাদি উল্লেখ করিলেও সেই পৃথিবীই গৃহীত হইবে ; এই হেতু কোনও বিরোধলেশ নাই—এই অভিপ্রায় ॥১১॥

সিদ্ধান্তকণা—ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—"তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত" (ছাঃ ৬।২।৪)। এ-স্থলে পাওয়া যায়, শ্বেতকেতু পিতা উদ্দালকের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—"এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎ-রূপেই বর্ত্তমান ছিল, সেই সৎস্বরূপ ঈশ্বর দর্শন করিলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন—'আমি বহু হইব, আমি জন্মগ্রহণ করিব', অনন্তর তেজঃ সৃষ্ট হইল। তেজঃ হইতে জল এবং জল হইতে অন্ন সৃষ্ট হইল।

মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥" (মুঃ ২।১।৩) অর্থাৎ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ বস্তু হইতেই সর্ব্ববস্তুর উৎপত্তি।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাই,—তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। (তৈঃ ২।১।৩)।

পূর্ব্বপক্ষী যদি 'অন্ন' শব্দে যবাদি শস্যকে গ্রহণ করিতে চায়, তাহা হইলে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে তদুত্তরে বলিতেছেন যে, অধিকার, রূপ এবং অন্য শব্দ হইতে অন্ন-শব্দে এ-স্থলে পৃথিবীকেই পাওয়া যায়। এ-স্থলে মহাভূতগণের অধিকার, অন্নের কৃষ্ণরূপ, তৈত্তিরীয় শ্রুতির 'অদ্ভ্যঃ পৃথিবী' শব্দান্তর প্রভৃতির দ্বারা অন্ন-শব্দে পৃথিবীকেই ধরিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"রসমাত্রাদ্বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো দৈবচোদিতাৎ।
গন্ধমাত্রমভূৎ তস্মাৎ পৃথ্বী ঘ্রাণস্তু গন্ধগঃ॥"

(ভাঃ ৩।২৬।৪৪) ॥ ১১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বিয়দাদিক্রমেণ তত্ত্বসৃষ্টিবিমর্শো বিসংবাদপরিহারায়ৈব কৃতঃ। প্রধানমহদাদিরূপেণ তদ্বিমর্শস্তু জন্মাদিসূত্রেণৈব সিদ্ধঃ। অথ তস্মিন্ বিশেষং বক্তুমারভতে। সুবালোপনিষদি পঠ্যতে। "তদাহুঃ কিং তদাসীৎ তস্মৈ স হোবাচ ন সন্নাসন্ন সদসদিতি তস্মাৎ তমঃ সংজায়তে তমসো ভূতাদির্ভূতাদেরাকাশমাকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী তদণ্ডমভবৎ" ইতি। ইহ তমআকাশয়োরন্তরালেঽক্ষরাব্যক্তমহদ্ভূতাদিতন্মাত্রেন্দ্রিয়াণি ক্রমেণ বোধ্যানি। সন্দগ্ধা সর্ব্বাণি ভূতানি পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে। আপস্তেজসি লীয়ন্তে। তেজো বায়ৌ বিলীয়তে। বায়ুরাকাশে বিলীয়তে। আকাশমিন্দ্রিয়েষ্বিন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ বিলীয়ন্তে। ভূতাদির্মহতি বিলীয়তে মহানব্যক্তে বিলীয়তে। অব্যক্তমক্ষরে বিলীয়তে। অক্ষরং তমসি বিলীয়তে। তম একীভবতি পরস্মিন্। পরস্মাৎ ন সন্নাসন্ন সদসদিত্যগ্রিমলয়বাক্যানুরোধাৎ। এতচ্চাপাততো বস্তুতস্তু ভূতাদিশব্দেনাহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ। তস্মাৎ সাত্ত্বিকাৎ মনো দেবতাশ্চ। রাজসাদিন্দ্রিয়াণি। তামসাৎ তু তন্মাত্রদ্বারাকাশাদীনীতি বহুব্যাখ্যানুসারাৎ। শ্রীগোপালোপনিষদি চ—"পূর্ব্বং হ্যেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ। তস্মাদব্যক্তং ব্যক্তমেবাক্ষরং তস্মাদক্ষরাৎ মহান্ মহতো বা অহঙ্কারস্তস্মাদহঙ্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি তেভ্যো ভূতানি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতি" ইতি। তত্র সংশয়ঃ। প্রধানাদীনি স্বানন্তরতত্ত্বাদুপজায়ন্তে উত সাক্ষাদেব সর্ব্বেশ্বরাদিতি। শব্দস্বারস্যাৎ স্বানন্তরতত্ত্বাদেবেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আকাশাদিক্রমে ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বের উৎপত্তি লইয়া বিচার করা হইয়াছে, বিরুদ্ধবাদ মীমাংসার জন্যই। কিন্তু বাস্তবপক্ষে প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূতাদিক্রমে সৃষ্টি-বিচার 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্র দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর তদ্বিষয়ে বৈশিষ্ট্য বলিবার জন্য সূত্রকার প্রকরণান্তর আরম্ভ করিতেছেন। সুবালোপনিষদে

পঠিত হয়—'তদাহুঃ কিং তদাসীৎ' ইত্যাদি শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিল—প্রলয়কালে কি ছিল? গুরু শিষ্যগণকে বলিলেন—তখন সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ নহে, সেই সদসৎ-বিলক্ষণ তত্ত্ব হইতে তমঃ উৎপন্ন হইল। তমঃ হইতে ভূতাদি অর্থাৎ ত্রিবিধ অহঙ্কার হইল, তাহা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী জন্মিল, এই সমস্ত একীভূত হইয়া একটি অণ্ডে পরিণত হইল। এই শ্রুতিতে—তমঃ (প্রধান) ও আকাশ-তত্ত্বোৎপত্তির মাঝে অক্ষর, অব্যক্ত, মহান্, ভূতাদি (অহঙ্কার), পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়নিচয়, ইহাদের যথাক্রমে উৎপত্তি জ্ঞাতব্য। প্রলয়কালে যখন সঙ্কর্ষণাগ্নি দ্বারা সর্ব্বভূতের দাহ হইল, তাহার পর পৃথিবী স্বকারণ জলে প্রলীন হইল, এই প্রকার জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ইন্দ্রিয়বর্গে, ইন্দ্রিয়বর্গ শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহান্ অব্যক্তে লীন হইয়া গেল। সেইরূপ অব্যক্ত অক্ষরে, অক্ষর তমঃতে, তমঃ পরব্রহ্মে একীভূত হইল। সেই পরপুরুষ হইতে কেহ সৎ নাই, অসৎ নাই, সদসদ্ও নাই, এই অগ্রে বক্ষ্যমাণ লয়ের অনুরোধে তমঃ ও আকাশের মধ্যে অক্ষরাদির উৎপত্তি বলা হইয়াছে। এই যে উৎপত্তিক্রম বলা হইয়াছে, ইহা আপাতহিসাবে। বাস্তবিক পক্ষে ভূতাদিশব্দবাচ্য সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার। তাহার মধ্যে সেই সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দশ-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার উৎপত্তি। রাজসিক অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়, তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি, ইহা বহু ব্যাখ্যাতে আছে, তদনুসারে বলা হইল। শ্রীগোপালোপনিষদেও এইরূপ বলা আছে—যথা 'পূর্ব্বংহ্যেকমিত্যাদি' সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় অর্থাৎ সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদরহিত ব্রহ্মমাত্র ছিলেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই ব্রহ্ম হইতে অব্যক্ত অক্ষররূপে ব্যক্ত হইল, সেই অক্ষর হইতে মহান্, মহৎ হইতে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কার হইতে পাঁচটি তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) ও পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুদ্, ব্যোম); সেই মহাভূত দ্বারা অক্ষর বেষ্টিত হইয়া থাকেন। এক্ষণে এই বিষয়ে সংশয় এই—প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চ মহাভূত পর্য্যন্ত তত্ত্বগুলি কি ঠিক নিজ নিজ অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয়? অথবা সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর হইতে জন্মায়?

এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, শ্রুতি-শব্দের অভিপ্রায়-অনুসারে বুঝা যায়, নিজ তত্ত্বের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্ব হইতেই যথাক্রমে উহারা উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষীর এই মতের উপর উত্তরপক্ষে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বৈরধিকরণৈর্মহাভূতশ্রুতীনামবিরোধপ্রতিপাদনাৎ তুল্যবিষয়তা। অথ তেম্বাকাশাদীনাং স্বাতন্ত্র্যেণ বায্বাদিস্রষ্টৃত্বং প্রতীতম্। তদপবাদেন হরেরেব তত্তৎসর্ব্বস্রষ্টৃত্বং বর্ণ্যমিত্যপবাদসঙ্গত্যেদমারভ্যতে। তথাহি কিমবাত্ত্বভিমানিন্যো দেবতা এব স্বতন্ত্রাঃ প্রধানাদীনি সৃজন্ত্যুত হর্য্যধিষ্ঠিতাস্তা ইতি সন্দেহে তদাহুরিতি। সুবালশ্রুত্যা স্বাতন্ত্র্যেণ তাস্তানি সৃজন্তীতি প্রতীয়তে। এতস্মাদিতি মুণ্ডকশ্রুত্যা তু হরিরেব তৎ সর্ব্বং সৃজতীতি জ্ঞাতম্। তদেতয়া সুবালশ্রুত্যা সহ মুণ্ডকশ্রুতের্বিরোধে প্রাপ্তে সুবালশ্রুতাবপি তত্তদধিষ্ঠাতৃতয়া হরের্বিবক্ষিতত্বাদবিরোধ ইত্যেতমর্থং হৃদি নিধায়েদমুচ্যতে অথেত্যাদি। তদাহুরিতি। তৎ গুরুং শিষ্যাঃ পৃচ্ছন্তীত্যর্থঃ। প্রষ্টব্যমাহ কিং তদিতি। সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমবিনাশি বস্তু কিমাসীদিত্যর্থঃ। এবং পৃষ্টো গুরুরাহ। তস্মৈ স হেতি। তস্মৈ শিষ্যবর্গায় স গুরুর্হ স্ফুটমুবাচ ন সদিতি। সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং যৎ বস্তু আসীৎ তৎ সৎ স্থূলং তেজোঽবন্নরূপং নাসীৎ। নাপ্যসৎ সূক্ষ্মং প্রধানাদিরূপমাসীৎ। ন চ সদসদ্দ্বয়রূপমাসীদিত্যর্থঃ। তর্হি কিমাসীদিতি চেৎ তত্তদ্বিলক্ষণং তমঃশক্তিকং ব্রহ্মৈব তদাসীদিত্যুক্তির্বোধ্যা। এতদেব স্ফুটয়ন্নাহ তস্মাদিতি। স্ববিলীনক্ষেত্রজ্ঞবুভুক্ষাভ্যুদিতদয়াৎ ঈক্ষিততমঃশক্তিকাৎ ব্রহ্মণস্তমঃ সঞ্জায়তে তেনাধিষ্ঠিতং সৎ প্রধানশরীরকাক্ষরশব্দিতক্ষেত্রজ্ঞাভিব্যঞ্জকদশাভিমুখং ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাদক্ষরাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাৎ ত্রিগুণমব্যক্তং সঞ্জায়তে অব্যক্তাৎ মহানিত্যাদি ব্যক্তীভাবি। প্রলয়শ্রুত্যনুসারেণ সর্গশ্রুতাবূনানি তত্ত্বানি নিবেশ্যাপি তেন নিষ্কর্ষমনুপলভ্যাহৈতচ্চাপাতত ইতি। নিষ্কর্ষং দর্শয়ন্নাহ বস্তুতস্ত্বিতি। অয়মত্র ক্রমঃ। উক্তলক্ষণাৎ তমঃ সঞ্জায়তে। তমসোঽক্ষরশব্দিতোঽব্যক্তশরীরকঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ। তস্মাদভিব্যক্তাৎ ত্রিগুণময়মব্যক্তম্। তস্মাৎ ত্রিবিধো মহান্। "সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্" ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণাৎ। মহতস্ত্রিবিধোঽহঙ্কারঃ। সাত্ত্বিকাদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্র্যো দেবতা মনশ্চ। রাজসাৎ দশেন্দ্রিয়াণি। তামসাৎ তু তন্মাত্রদ্বারাকাশাদীনি। তত্র শব্দতন্মাত্রদ্বারা তামসাৎ তস্মাদাকাশঃ স্পর্শতন্মাত্রদ্বারাকাশাদ্বায়ুঃ রূপতন্মাত্রদ্বারা বায়োরগ্নিঃ

রসতন্মাত্রদ্বারাগ্নেরাপঃ গন্ধতন্মাত্রদ্বারাদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি বোধ্যম্। অধিষ্ঠাতৃত্বং ব্রহ্মণঃ সর্ব্বত্র নির্বিশেষং জ্ঞেয়ম্। সংহতৈরেতৈরণ্ডম্। তত্র বৈরাজঃ পুরুষঃ। তত্র তদন্তর্য্যামী নারায়ণঃ। তন্নাভিপদ্মে বৈরাজস্য ভোগবিগ্রহশ্চতুর্ম্মুখঃ। ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাং যথাবসরং জন্মেতি। ন চৈতৎ কপোলকল্পনং সর্ব্বজ্ঞব্যাখ্যানুসারিত্বাদিত্যাহ বহুব্যাখ্যেতি। যথোক্তমেকাদশে—"আসীজ্‌জ্ঞানমথো অর্থ একমেবাবিকল্পিতমিত্যারভ্য ততো বিকুর্ব্বতো জাতো যোঽহঙ্কারো বিমোহনঃ। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবৃৎ। তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ। অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্‌ জজ্ঞে তামসাদিন্দ্রিয়াণি চ। তৈজসাদ্দেবতা আসন্নেকাদশ চ বৈকৃতাৎ" ইতি। তামসাদর্থঃ পঞ্চভূতলক্ষণঃ তৈজসাদ্রাজসাদিন্দ্রিয়াণি দশ বৈকৃতাৎ সাত্ত্বিকাদেকাদশ দেবতাঃ, চান্মনশ্চেত্যর্থঃ। তৃতীয়ে চ—"মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাৎ ভগবদ্বীর্য্যচোদিতাৎ। ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সমপদ্যত। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ। মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতামপি" ইতি। মনসশ্চেতি চাৎ দেবতানাঞ্চেতি বোধ্যম্ ক্রমাদিতি চ। প্রলয়শ্রুত্যনুসারাদক্ষরাদিত্রিকবৎ বহুস্মৃত্যনুসারাদহঙ্কারত্রিকাদিকল্পনমিহ জ্ঞেয়মিতি ব্যাখ্যাতারঃ। শ্রুত্যন্তরমাহ গোপালেতি। পূর্ব্বং সৃষ্টেঃ প্রাক্ তস্মাৎ তাদৃশাৎ ব্রহ্মণঃ অব্যক্তং ত্রৈগুণ্যশরীরকমক্ষরং জীবচৈতন্যং ব্যক্তং ব্যক্ত্যভিমানি (ব্যক্ত্যভিমুখং বা) আসীৎ তস্মাদক্ষরাত্তচ্ছরীরাৎ ত্রৈগুণ্যাৎ ত্রিবিধো মহান্ মহতোঽহঙ্কারস্ত্রিবিধস্তস্মাৎ সাত্ত্বিকাদ্দেবতা মনশ্চ রাজসাদিন্দ্রিয়াণি তামসাৎ তু তন্মাত্রদ্বারকাণি খাদীনীতি প্রাগ্বৎ। তৈঃ পঞ্চীকৃতৈর্ভূতৈরক্ষরং জীবচৈতন্যমাবৃতং তল্লব্ধশরীরকং ভবতীত্যর্থঃ। স্বানন্তরতত্ত্বাদব্যবহিতস্বপূর্ব্বতত্ত্বাদিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিকরণগুলি দ্বারা মহাভূতের উৎপত্তি-শ্রুতিসমূহের অবিরোধ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেজন্য বিষয়ভেদ কিছুই নাই। তাহার পর সেই সকল তত্ত্বের মধ্যে আকাশাদির ঈশ্বরনৈরপেক্ষ্যে বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব প্রতীত হইয়াছে। তাহার নিরাস দ্বারা শ্রীহরিরই সেই সেই সমস্ত তত্ত্বের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব বর্ণন করিতে হইবে, এই অপবাদসঙ্গতি অনুসারে এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। উক্ত বিষয়ে সংশয় এই—জল প্রভৃতির অভিমানিনী (অধিষ্ঠাত্রী) দেবতারাই

কি স্বাধীনভাবে প্রধানাদিতত্ত্ব সৃষ্টি করিতেছেন? অথবা শ্রীহরি-পরিচালিত হইয়া সেই অপ্ প্রভৃতি সৃষ্টি করিতেছে? এই সন্দেহের উপর পূর্ব্বপক্ষীর মত বলিতেছেন—'তদাহুরিত্যাদি' বাক্য দ্বারা। সুবালশ্রুতিতে প্রতীত হয় যে, স্বাধীনভাবে সেইসব জলাদ্যভিমানিনী দেবতা প্রধানাদিতত্ত্ব সৃষ্টি করিতেছেন, আবার 'এতস্মাদিত্যাদি' মুণ্ডকশ্রুতিতে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীহরিই সেই সমুদয় তত্ত্ব সৃষ্টি করেন সুতরাং উক্ত সুবালশ্রুতির সহিত মুণ্ডক-শ্রুতির বিরোধ অনিবার্য্য, এই মতের উপর সিদ্ধান্তী বলেন, সুবালশ্রুতিতে যে অপ্ প্রভৃতিক্রমে প্রধানাদিতত্ত্বের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব শ্রুত হইতেছে, তাহাতেও জলাদির অধিষ্ঠাতৃরূপে শ্রীহরি বিবক্ষিত, সুতরাং বিরোধ নাই; এই পঞ্চাঙ্গ অধিকরণ হৃদয়ে রাখিয়া পরে ইহা বলিতেছেন, 'অথ তস্মিন্ বিশেষং বক্তু-মারভতে' ইতি। 'তদাহুরিতি' সেই তত্ত্ব শিষ্যগণ গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিতেছেন—'কিং তদিতি' সেইটি কি? অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিনাশী বস্তু কি ছিল? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া গুরু উত্তর করিলেন—'তস্মৈ স হোবাচ' ইত্যাদি—তস্মৈ—সেই শিষ্যবর্গকে, সঃ—গুরুদেব, হ—সুস্পষ্টভাবে, উবাচ—বলিলেন, 'ন সদিতি' সৃষ্টির পূর্ব্বে যে বস্তু ছিল, তাহা সৎ অর্থাৎ স্থূল তেজ, জল, পৃথিবী স্বরূপ নহে। নাপ্যসদিতি—আবার অসৎও নহে অর্থাৎ সূক্ষ্ম প্রধানাদিতত্ত্বরূপ তত্ত্বও ছিল না অর্থাৎ সৎ, অসৎ এই দুইটি স্বরূপ বস্তু ছিল না। তাহা হইলে কি ছিল? এই যদি বল, তাহা বলিতেছি—সৎ-অসৎ ব্যতিরিক্ত তমঃশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মই তখন ছিলেন। ইহাই গুরুর উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিবে। ইহাই বিশদ করিয়া বলিতেছেন—'তস্মাৎ তমঃ সঞ্জায়ত ইতি' পরমেশ্বরের নিজের মধ্যে প্রলয়কালে বিলীন ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের ভোগেচ্ছাজন্য দয়া উদিত হওয়ায় সঙ্কল্পিত তমঃশক্তিসহকৃত ব্রহ্ম হইতে তমঃ উৎপন্ন হইল, অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া অক্ষর-পদবাচ্য ও প্রকৃতিশরীরধারী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের যাহাতে অভিব্যক্তি হয়, সেই অবস্থা-ভিমুখীন হইল, সেই অক্ষর ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ হইতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণ-বিশিষ্ট অব্যক্ত উৎপন্ন হইল। অব্যক্ত (প্রধান) হইতে মহান্ (বুদ্ধিতত্ত্ব) ব্যক্তভাববিশিষ্ট বস্তু হইল। প্রলয়শ্রুতি-অনুসারে সৃষ্টিপ্রক্রিয়াবর্ণক শ্রুতিতে যে সকল তত্ত্ব ন্যূন (অকথিত) আছে, সেগুলি তাহার মধ্যে নিবেশ করিয়াও সুস্পষ্ট নিষ্কর্ষ হয় না দেখিয়া ভাষ্যকার বলিলেন—'এতচ্চাপাততঃ' উপস্থিত

মত এই বলিলাম কিন্তু ইহা নিষ্কর্ষ নহে। বস্তুতস্তু বলিয়া নিষ্কর্ষ দেখাইতেছেন—এ-বিষয়ে সৃষ্টিক্রম এই প্রকার—জীবের বুভুক্ষায় (ভোগেচ্ছা) প্রেরিত দয়ালু ভগবান্ সৃষ্টির সঙ্কল্প লইয়া প্রথমে তমঃ সৃষ্টির সঙ্কল্প করিলেন, তাহা হইতে তমঃ জন্মিল, তমঃ হইতে অক্ষর-শব্দবাচ্য প্রকৃতিশরীরধারী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ অভিব্যক্ত হইল, অভিব্যক্ত সেই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে সত্ত্বাদি ত্রিগুণাত্মক প্রধান বা অব্যক্ত বা অব্যাকৃত তত্ত্ব ব্যক্ত হইল। তাহা হইতে ত্রিগুণাত্মক অতএব ত্রিবিধ মহান্ জন্মিল। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—'সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক' ত্রিবিধ মহান্। সেই মহান্ হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মিল। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ও মনঃ, রাজস অহঙ্কার হইতে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই দশ ইন্দ্রিয়, তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি এবং সেই পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতের জন্ম। তাহার মধ্যে শব্দতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া তামস অহঙ্কার হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া আকাশ হইতে বায়ু, রূপতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া বায়ু হইতে অগ্নি, রসতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া অগ্নি হইতে জল, গন্ধতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। এইরূপ প্রক্রিয়া ও ক্রম জ্ঞাতব্য। কিন্তু সর্ব্বত্রই সেই আকাশাদিতে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান নির্ব্বিশেষে জানিবে। ঐ সমস্ত প্রধানাদি তত্ত্ব মিলিত হইলে তাহাদের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইল। সেই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে বৈরাজপুরুষ, তাহাতে তাঁহার অন্তর্য্যামী নারায়ণ, তাঁহার নাভিপদ্মে বিরাট্ পুরুষের চতুর্ম্মুখ-বিশিষ্ট ভোগশরীর বিদ্যমান। সেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে ভোগ-কালানু-সারে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষদিগের জন্ম হয়। এই সকল উক্তি স্বকপোল কল্পিত নহে, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিদিগের ব্যাখ্যানুসারে ইহা বলা হইল; ইহাই 'বহুব্যাখ্যানুসারাৎ' এই কথায় জানান হইল। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত আছে,—প্রথমে জ্ঞানময় ব্রহ্ম ছিলেন, তাঁহার সঙ্কল্পে পদার্থের উদয় হইল, তাহা এক অবিভক্ত ইহা উপক্রম করিয়া সেই মহত্তত্ত্ব বিকৃত হইয়া তাহা হইতে যে বিশ্ববিমোহনকারী অহঙ্কার উদিত হইল, সেই অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন আবরণে আবৃত। সেই ত্র্যবয়ববিশিষ্ট অহঙ্কার তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় ও মনের উপাদানকারণ, চেতন ও জড়াত্মক। তন্মাত্র দ্বারা তামস অহঙ্কার হইতে স্থূল আকাশাদি পদার্থ জন্মিল, রাজস অহঙ্কার

হইতে দশ ইন্দ্রিয়, সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী এগারটি দেবতা জন্মিলেন। তামস অহঙ্কার হইতে অর্থ—পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ, তৈজসাৎ অর্থাৎ রাজস হইতে **দশ** ইন্দ্রিয়, বৈকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও 'একাদশ চ বৈকৃতাৎ' এই বচনান্তর্গত 'চ' শব্দের দ্বারা মনের গ্রহণ হইল। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধেও বর্ণিত আছে—মহত্তত্ত্ব বিকৃত হইতে থাকিলে তাহা হইতে ভগবানের শক্তি-প্রেরণায় ক্রিয়া-শক্তিস্বরূপ ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। যাহা হইতে বৈকারিক, তৈজস ও তামস পদার্থের সৃষ্টি হইল। মন, ইন্দ্রিয়বর্গ, পঞ্চমহাভূতেরও তাহা হইতে উদ্ভব হইল। 'মনসশ্চ' এই চকার হইতে অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের গ্রহণ হইল জানিবে। এবং ক্রমাৎ—এইরূপ ক্রমানুসারে ইহাও জ্ঞাতব্য। প্রলয়শ্রুতির অনুসারে অক্ষর, অব্যক্ত ও তম এই ত্রি-অবয়বীর কল্পনার মত বহু স্মৃতিবাক্যের অনুসারে ত্রি-অবয়ববিশিষ্ট অহঙ্কার প্রভৃতি কল্পনা জানিবে। ব্যাখ্যাকর্তৃগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। সৃষ্টি-বিষয়ে অন্যশ্রুতির মতও বলিতেছেন— গোপালো-পনিষদি ইতি'। 'পূর্ব্বং'—সৃষ্টির পূর্ব্বে, 'তস্মাৎ'—তাদৃশ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে, অব্যক্তং—ত্রিগুণাত্মক শরীরবিশিষ্ট, অব্যক্ত—প্রধান, অক্ষর—জীব-চৈতন্য, ব্যক্তং—অভিব্যক্তি-অভিমানী, বা অভিব্যক্তির অভিমুখ ছিল। তস্মাৎ অক্ষরাৎ অর্থাৎ ত্রৈগুণ্য শরীরব্যক্ত্যভিমুখ অক্ষরের শরীর হইতে ত্রিগুণাত্মক ত্রিবিধ মহান্, তাহা হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ ও মন, রাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্) তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও তাহা হইতে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইল—এগুলি সুবালোপনিষদের মতই। সেই পঞ্চ মহাভূত পঞ্চীকৃত হইয়া তাহাদের দ্বারা অক্ষর—জীবচৈতন্য আবৃত হইল। অর্থাৎ উহা শরীর ধারণ করিল '**স্বানন্তর তত্ত্বাৎ**' অর্থাৎ নিজের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্ব হইতে।

তদভিধ্যানাধিকরণম্

সূত্রম্—তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—'তু'—না, তাহা নহে, তমঃ প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরই

প্রধানাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সাক্ষাৎ স্রষ্টা। কি কারণে? 'তদভিধ্যানাদেব লিঙ্গাৎ'—তাঁহার—পরমেশ্বরের, অভিধ্যান—সঙ্কল্পরূপ লিঙ্গ—প্রমাণ হইতে যেহেতু উহা অবগত হওয়া যায় ॥ ১২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। স তম-আদিশক্তিকঃ সর্ব্বেশ্বর এব প্রধানাদীনাং পৃথিব্যন্তানাং কার্য্যাণাং সাক্ষাদ্ধেতুঃ। কুতঃ? তদভীতি। "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদৌ তস্যৈব তচ্ছক্তিকস্য সর্ব্বেশ্বরস্য প্রধানাদিবহুভবনসঙ্কল্পাৎ লিঙ্গাৎ, ব্রহ্মৈব তমঃপ্রভৃতীনি প্রবিশ্য প্রধানাদিরূপেণ তানি পরিণময়তি। "যস্য পৃথিবী শরীরম্" ইত্যাদিশ্রুতেরন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাচ্চ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত সংশয়ের নিবর্ত্তক। তমঃ প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন সেই সর্ব্বেশ্বরই প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যের সাক্ষাৎরূপে কারণ অর্থাৎ তত্ত্ব সৃষ্টিক্রম দ্বারা নহে এবং পূর্ব্বজাত তত্ত্ব হইতে নহে। কারণ কি? তাহা বলিতেছেন—'তদভিধ্যানাদেব লিঙ্গাৎ'—তাঁহার অভিধ্যান অর্থাৎ সঙ্কল্পই তাহার জ্ঞাপক। যথা 'সোঽকাময়ত··· প্রজায়েয়' ইত্যাদি তিনি (পরমেশ্বর) কামনা (সঙ্কল্প) করিলেন, 'আমি বহুরূপে ব্যক্ত হইব, আমি জন্মলাভ করিব' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে অবগত হওয়া যায় যে, সেই তমঃ প্রভৃতিশক্তিসংবলিত পরমেশ্বরেরই প্রধানাদি বহুরূপে উৎপত্তির সঙ্কল্প হয়, তাহা হইতেই সৃষ্টি হয়, এই জ্ঞাপক রহিয়াছে। ব্রহ্মই তমঃ প্রভৃতি শক্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতি প্রভৃতিরূপে সেই তত্ত্ব-গুলিকে পরিণত করেন। তদ্ভিন্ন শ্রুতি আছে যথা 'যস্য পৃথিবী শরীরম্' পৃথিবী যে পরমেশ্বরের শরীর ইত্যাদি শ্রুতি ও অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণবাক্যও ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদভিধ্যানাদিতি। স্পষ্টম্ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—'তদভিধ্যানাৎ' ইত্যাদি সূত্র ও ভাষ্য সুস্পষ্ট, এজন্য তাহার টীকা নিষ্প্রয়োজন ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—আকাশাদি-ক্রমে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তির বিচার, বিবাদনিরসনের জন্য করা হইয়াছে, বস্তুতপক্ষে পূর্ব্বেই ("জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রের দ্বারাই) ঐ বিচার সিদ্ধ হইয়াছে।

সুবালোপনিষদে কথিত হইয়াছে,—গুরুদেব শিষ্যগণকে বলিলেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ, অসৎ, সদসৎ অর্থাৎ তেজ আদি স্থূল বস্তু, প্রধানাদি সূক্ষ্ম বস্তু বা এই স্থূল ও সূক্ষ্ম কিছুই ছিল না। এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব (ব্রহ্ম) হইতে তমঃ অর্থাৎ মায়া উৎপন্ন হইল এবং তাহা হইতে ভূতাদি অর্থাৎ ত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মিল, তাহা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। মিলিত ঐ সমস্ত হইতে একটি অণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রথমোক্ত তমঃ ও শেষোক্ত আকাশ এই দুয়ের মধ্যে অক্ষর, অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির যথাক্রমে উৎপত্তি অবগত হওয়া যায় এবং প্রলয়েও তদ্রূপ বিপরীত ক্রম দেখা যায়। এ-স্থলে একটি সংশয় উপস্থিত হয় যে, প্রধানাদি তত্ত্বসমূহ কি নিজ নিজ অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন? অথবা পরমেশ্বর হইতে সাক্ষাৎভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, শ্রুতির অভিপ্রায়ানুসারে নিজের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্ব হইতেই উৎপন্ন হয়, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই পূর্ব্বপক্ষের নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, তমঃ প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরকেই প্রধানাদি তত্ত্বের সাক্ষাৎ স্রষ্টা বলিতে হয়। কারণ তাঁহার অভিধ্যান অর্থাৎ সঙ্কল্প হইতেই এই সকলের সৃষ্টি হয়। এই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণ হইতে ইহা স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাই,—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"। (তৈঃ ২।৬।২)

বৃহদারণ্যকেও পাই,—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ॥" (বৃঃ ৩।৭।৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
> পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥
> ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
> বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ॥"
>
> (ভাঃ ৩।৫।২৬-২৭)

আরও পাই,—

> "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
> পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"
>
> (ভাঃ ২।৯।৩২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

> "যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয়।
> সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয়॥" ॥ ১২ ॥

বিপর্য্যয়াধিকরণম্

সূত্রম্—বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—'বিপর্য্যয়েণ তু'—সুবালাদি শ্রুতিতে বর্ণিত যে সৃষ্টিক্রম অর্থাৎ প্রধান-মহদাদিক্রম, তাহা হইতে মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত ক্রম বিপরীত অর্থাৎ সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরের পরই প্রাণাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত সকল তত্ত্বের সৃষ্টিক্রম প্রতীত হইতেছে, সেই ক্রম 'অতঃ' এই সর্ব্বেশ্বর হইতেই 'উপপদ্যতে' যুক্তিযুক্ত হইতেছে; তাহা না হইলে শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় ভঙ্গ হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দোঽবধারণে। "এতস্মাজ্ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী" ইতি মুণ্ডকাদিশ্রুতৌ সুবালশ্রুত্যাদিদৃষ্টাৎ প্রধানমহদাদিক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ যঃ ক্রমঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরানন্তর্য্যরূপঃ সর্ব্বেষাং প্রাণাদিপৃথিব্যন্তানাং প্রতীয়তে স খল্বতঃ সর্ব্বেশ্বরাদেব তত্তদ্বস্তুশক্তিকাৎ তত্তৎকার্য্যোৎপত্তেরুপপদ্যতে। অন্যথা শব্দস্বারস্যভঙ্গঃ। সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বোপাদানত্বং সর্ব্বস্রষ্টৃত্বং তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ব্যাকুপ্যেৎ। জড়ৈঃ প্রধানাদিভিস্তত্তৎপরিণামাসম্ভবশ্চেতি চ-শব্দাৎ। তস্মাৎ স এব সর্ব্বত্র সাক্ষাদ্ধেতুরিতি ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'তু' শব্দটি অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত। মুণ্ডকাদি শ্রুতিতে যে ক্রম বর্ণিত হইয়াছে যথা 'এতস্মাৎ জায়তে···বিশ্বস্য ধারিণী' —এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী উৎপন্ন হইল। ইহা হইতে ভিন্ন ক্রম সুবাল শ্রুতিতে দৃষ্ট হইতেছে, যথা—প্রধান, মহান্, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা পঞ্চ মহাভূতের যথাক্রমে উৎপত্তি। এই ক্রম হইতে মুণ্ডকোক্ত যে ক্রম, তাহাতে সাক্ষাৎ সর্বেশ্বরের আনন্তর্য্যরূপ যাহা সমস্ত প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্বের উৎপত্তিক্রম প্রতীয়মান হইতেছে, সেইক্রমই নিশ্চিতভাবে সেই সেই বস্তুশক্তিসম্পন্ন সর্বেশ্বর হইতেই সেই সেই কার্য্যোৎপত্তি-হেতুক উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত হইতেছে। উহা যদি না স্বীকার করা যায় অর্থাৎ প্রধানাদি হইতে উৎপত্তি স্বীকার করা হয় তবে শ্রুত্যুক্ত শব্দগুলির স্বরসতা অর্থাৎ অভিধাশক্তির ভঙ্গ হয় এবং সর্বেশ্বর যে সমস্ত বস্তুর উপাদানকারণ, সকলের স্রষ্টা এবং তাঁহার অনুভূতি হইতেই সমস্ত বস্তুর বিজ্ঞান হয়, এইগুলি বিরুদ্ধ হইবে। তদ্ভিন্ন জড় প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্ব দ্বারা মহত্তত্ত্ব প্রভৃতিরূপে পরিণামও অসম্ভব হইবে। এই সকল দোষের আপত্তি সূত্রকার 'চ' শব্দদ্বারা বুঝাইতেছেন। অতএব সিদ্ধান্ত এই—সেই পরমেশ্বর সাক্ষাৎভাবে সকল তত্ত্বোৎপত্তিতে হেতু ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিপর্য্যয়েণেতি। জ্যোতিরগ্নিঃ। জড়ৈরিতি। যদ্যপি প্রধানাদ্যধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাশ্চেতনাস্তথাপি পরমাত্মপ্রেরণেন বলেন বিনা তা জড়তুল্যা ভবন্তীত্যাশয়ঃ। স সর্বেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—বিপর্য্যয়েণ ইত্যাদি সূত্রে ভাষ্যোক্ত 'জ্যোতিঃ' শব্দের অর্থ অগ্নি। 'জড়ৈঃ প্রধানাদিভিরিত্যাদি' যদিও প্রধানাদি জড় বটে, কিন্তু তদধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ তো চেতন অতএব উক্ত আপত্তি হয় না; তাহা হইলেও পরমেশ্বরের প্রেরণারূপ শক্তি ব্যতিরেকে ঐ দেবতারাও জড়তুল্য হইয়া থাকেন —এই অভিপ্রায়ে উক্ত আপত্তি দেখান হইয়াছে। 'তস্মাৎ স এব' সঃ অর্থাৎ পরমেশ্বর ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার আরও বলিতেছেন যে, সুবালোপনিষদে বর্ণিত সৃষ্টিক্রম হইতে মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত ক্রম বিপরীতরূপে

সাক্ষাৎ পরমেশ্বরপরই দেখা যায়। মুণ্ডকে পাওয়া যায়,—"এতস্মাজ্ জায়তে প্রাণো মনঃ" ইত্যাদিতে সর্ববস্তুর উৎপত্তি সর্বেশ্বর হইতে প্রতিপন্ন হয়। এই ক্রম স্বীকার করিলে আর শব্দের স্বারস্য ভঙ্গ হয় না অর্থাৎ অভিধাশক্তি বজায় থাকে। সর্বেশ্বরের সর্বোপাদানত্ব, সর্বস্রষ্টৃত্ব এবং তাঁহার বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান লাভ প্রভৃতি শ্রুতির সহিতও বিরোধ ঘটে না। তদ্ব্যতীত জড়প্রকৃতি প্রভৃতি হইতে সৃষ্টিপরিণামও অসম্ভব, অতএব সর্বেশ্বরই সকলের সাক্ষাৎকারণ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ং-জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥" (ভাঃ ৩।২৬।৩)

অর্থাৎ অনাদি পরমাত্মাই পুরুষ; তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক্—অসঙ্গ বলিয়া প্রাকৃতগুণরহিত; তিনি সর্বেন্দ্রিয়ের অগম্য কারণার্ণব-ধামপতি—স্বপ্রকাশ বস্তু; এই বিশ্ব তাঁহারই ঈক্ষণ প্রভাবে প্রকাশিত।

আরও পাই,—

"ব্যক্তাদয়ো বিকুর্ব্বাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া।
লব্ধবীর্য্যাঃ সৃজন্ত্যণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতের্বলাৎ ॥" (ভাঃ ১১।২২।১৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করায় জারণ ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজা-গলস্তন ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫।৫৯-৬১) ॥ ১৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—আশঙ্ক্য পরিহরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সূত্রকার উক্ত বিষয়ে নিজেই আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন—

অন্তরাবিজ্ঞানাধিকরণম্

সূত্রম্—অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—'চেৎ' যদি বল, 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বোধিত ভগবানের সঙ্কল্পপূর্ব্বক সমস্ত তত্ত্বের সাক্ষাৎ (সোজাসুজি, মধ্যে অপরকে দ্বার করিয়া নহে) সর্ব্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি—'এতস্মাৎ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু উহা একপ্রকার ক্রমবোধক, কিন্তু 'অন্তরা বিজ্ঞানমনসী' বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা ও ইন্দ্রিয়বর্গ পঞ্চভূত ও প্রাণের মাঝে রাখিয়া সেইক্রমে বিজ্ঞান ও মন উৎপন্ন হয়, ইহা 'তল্লিঙ্গাৎ' অর্থাৎ তাহাদের সহিত পাঠ-রূপ প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে। সুতরাং তুমি (সিদ্ধান্তবাদী) শ্রুতি প্রমাণ সাহায্যে সকল তত্ত্বকে সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে উৎপন্ন নিশ্চয় করিতে পার না। পূর্ব্বপক্ষী এই যাহা বলেন, তাহা ঠিক নহে, কারণ কি ? 'অবিশেষাৎ' সেই মুণ্ডক শ্রুতিতে সেই সমস্ত প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্বের সাক্ষাদ্ভাবে সর্ব্বেশ্বর হইতে উৎপত্তির বর্ণনা উহার সহিত সমান, কোনও পার্থক্য নাই ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বিজ্ঞানশব্দেনাত্মেন্দ্রিয়াণি ভণ্যন্তে। সর্ব্বেষাং তত্ত্বানাং সাক্ষাৎ সর্ব্বেশাদুৎপত্তিরভিধ্যানলিঙ্গাদবগতা এতস্মাদিতি শ্রুত্যা নিশ্চীয়তে ইতি ন সম্ভবতি তস্যাঃ ক্রমবিশেষপরত্বাৎ। আকাশাদিষু শ্রুত্যন্তরসিদ্ধঃ ক্রমস্তয়াপি খং বায়ুরিত্যাদিনা প্রতীয়তে। তল্লিঙ্গাৎ তৈঃ সহ পাঠলিঙ্গাৎ। ভূতপ্রাণয়োরন্তরালে তেনৈব ক্রমেণ বিজ্ঞানমনসী চ প্রজায়েতে ইত্যববুধ্যতে। অতস্তয়া শ্রুত্যা সর্ব্বেষাং তত্ত্বানাং সাক্ষাৎ সর্ব্বেশাদুৎপত্তির্নিশ্চেতুং ন শক্যেতি চেন্ন। কুতঃ ? অবিশেষাৎ। তস্যাং সর্ব্বেষাং প্রাণাদিপৃথিব্যন্তানাং সাক্ষাৎ সর্ব্বেশজাতত্বাভিধানস্য সমানত্বাদিত্যর্থঃ। এতস্মাদিত্যনেন হি সর্ব্বে

প্রাণাদয়ঃ সম্বধ্যন্তে। অয়ং ভাবঃ—"সোঽকাময়ত বহু স্যাম্" ইত্যাদেঃ "এতস্মাজ্ জায়তে প্রাণ" ইত্যাদেশ্চ শ্রবণাৎ। "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে", "তত্র তত্র স্থিতো বিষ্ণুস্ত-ত্তচ্ছক্তিং প্রবোধয়েৎ। এক এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সর্ব্বমঞ্জসা" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ সর্ব্বাণি প্রধানাদীনি সাক্ষাৎ সর্ব্বেশোদ্ভবানীতি মন্তব্যম্। ন চৈবং সুবালশ্রুত্যাদিদৃষ্টক্রমবিরোধঃ। তম-আদি-শক্তি-মান্ প্রধানাদিকার্য্যহেতুরিতি তত্র বিবক্ষিতত্বাৎ। তথাচোভয়ং সূপপন্নম্। তদেবং সতি তৎতেজোঽসৃজতেত্যত্র তত্তমঃপ্রভৃতি-শক্তিকং ব্রহ্ম প্রধানাদিবাযন্তং সৃষ্ট্বা তেজোঽসৃজতেতি তস্মাদ্বা ইত্যত্র তত্তস্মাৎ তমঃপ্রভৃতিশক্তিকাৎ সম্ভাবিতপ্রধানাদিকাদা-ত্মনঃ সর্ব্বেশাদাকাশঃ সম্ভূত ইতি সঙ্গমনীয়ম্ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত বিজ্ঞান-শব্দের দ্বারা আত্মা ও মন অভিহিত হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষী বলেন—সকল তত্ত্বের সাক্ষাদ্ভাবে সর্ব্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি, 'সোঽকাময়ত' ইহা দ্বারা বোধিত সঙ্কল্পরূপ প্রমাণ হইতে অবগত হইয়াছে এবং উহা 'এতস্মাৎ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হইতেছে, ইহা সম্ভব-পর নহে ; যেহেতু ঐ মুণ্ডকশ্রুতি ক্রমবিশেষ বোধনার্থে প্রযুক্ত। আকাশ প্রভৃতি ধরিয়া সুবালাদি শ্রুত্যুক্ত যে ক্রম, তাহা মুণ্ডক শ্রুতিদ্বারাও 'খং বায়ুঃ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রতীত হইতেছে। জ্ঞাপক প্রমাণ অর্থাৎ তাহাদের সহিত পাঠরূপ প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, পঞ্চভূত ও প্রাণ-বর্গের উৎপত্তির মধ্যে উক্তক্রমেই বিজ্ঞান ও মন জন্মিতেছে ; অতএব তুমি নিশ্চিত করিতে পার না যে, সেই মুণ্ডকশ্রুতিদ্বারা সকল তত্ত্বের সাক্ষাদ্ভাবে সর্ব্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষী এই যদি বলেন, তাহা ঠিক নহে ; কি হেতু ? যেহেতু—কোনও পার্থক্য নাই অর্থাৎ মুণ্ডকশ্রুতিতে সমস্ত প্রাণাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্বের সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে উৎপত্তি কথনের সহিত উহার সাম্যই আছে। যেহেতু 'এতস্মাৎ' এই এতদ্ শব্দবাচ্য পরমেশ্বরের সহিত সমস্ত প্রাণাদির অপাদানকারক সম্বন্ধ আছে। কথাটি এই—'সোঽকাময়ত বহু স্যাম্' ইত্যাদি শ্রুতি ও 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ'

ইত্যাদি শ্রুতি থাকায় এবং 'অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ' আমি সকলের উৎপত্তিক্ষেত্র। 'তত্র তত্র স্থিতো বিষ্ণুস্তত্তচ্ছক্তিং প্রবোধয়েৎ' বিষ্ণু সেই সেই তত্ত্বের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের উৎপাদনী শক্তি উদ্বুদ্ধ করেন, 'এক এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সর্ব্বমঞ্জসা' সেই একই মহাশক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বর বাস্তবপক্ষে সমস্ত সৃষ্টি করিতেছেন ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতেও জানা যায় যে, প্রধানাদি সমস্ত তত্ত্ব সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে উদ্ভূত, ইহা মনে করিতে হইবে। যদি বল, এরূপ বলিলে সুবালাদিশ্রুতিতে বর্ণিত ক্রমের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িল, তাহাও নহে; যেহেতু তাহাতে বিবক্ষিত হইয়াছে—তমঃপ্রভৃতিশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বেশ্বর প্রধানাদি কার্য্যের কারণ। তাহা হইলে উভয় শ্রুতিবাক্যই যুক্তিযুক্ত হইতেছে। অতএব এইরূপ হইলে 'সেই বায়ুতত্ত্ব তেজ সৃষ্টি করিল'—এই শ্রুতিতেও 'তৎ' পদে তমঃ প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম গ্রহণীয়। তিনি প্রধানাদি বায়ু পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া তেজ সৃষ্টি করিলেন, 'তত্তেজোঽসৃজত' এই শ্রুতির অর্থ, এবং 'তস্মাদ্বা আত্মন-আকাশঃ সম্ভূতঃ' এই শ্রুতির অন্তর্গত তৎ শব্দের অর্থ সেই তমঃ প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম যিনি প্রধানাদি কার্য্যের উৎপাদক, সেই 'আত্মনঃ' অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, এইরূপ অর্থ যোজনা করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্তরেতি। অভিধ্যানলিঙ্গাৎ 'সোঽকাময়ত বহু স্যাম্' ইত্যেবংলক্ষণাৎ। তস্যা ইতি মুণ্ডকশ্রুতেঃ। সুবালাদিশ্রুতিদৃষ্টক্রমবিশেষ-বোধিতত্বাদিত্যর্থঃ। শ্রুত্যন্তরসিদ্ধঃ সুবালাদিশ্রুত্যুক্তঃ। তয়াপি মুণ্ডকশ্রুত্যাপি। প্রতীয়তে প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তল্লিঙ্গাদিতি। তৈঃ প্রলয়নিরূপিকয়া সুবালশ্রুত্যোক্তৈঃ প্রাণাদিপৃথিব্যন্তৈঃ সহ মুণ্ডকশ্রুত্যুক্তানাং তেষাং পাঠ-তৌল্যাল্লিঙ্গাদিত্যর্থঃ। তেনৈব সুবালশ্রুতিদৃষ্টেনৈব ক্রমেণ। অতস্তয়েতি। মুণ্ডকশ্রুত্যেত্যর্থঃ। নন্নু ভূতপ্রাণয়োর্মধ্য ইন্দ্রিয়মনসী চ তেনৈব সুবাল-শ্রুতিদৃষ্টেন স্বপূর্ব্বতত্ত্বজাতত্বক্রমেণোৎপদ্যেতে ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ কথং সঙ্গতিমান্ স্যাৎ? এবমপি তৎক্রমালাভাদিতি চেদুচ্যতে। মুণ্ডকশ্রুতৌ প্রাণশব্দেন মহত্তত্ত্বোপলক্ষকঃ সূত্রাত্মা প্রথমবিকারো গ্রাহ্যঃ মনঃশব্দেন তদ্ধেতুঃ সাত্ত্বিকা-হঙ্কারশ্চ ইন্দ্রিয়শব্দেন তদ্ধেতুরাজসাহঙ্কারশ্চ খাদিশব্দেন তদ্ধেতুস্তামসাহঙ্কার-শ্চেতি। তস্যামপি সুবালাদিশ্রুতিদৃষ্টঃ ক্রমোঽববুদ্ধ ইতি ন কোঽপি ক্ষতি-লেশ ইতি। মৈবমেতৎ। কুত ইত্যপেক্ষ্যাহাবিশেষাদিতি। তস্যাং মুণ্ডক-শ্রুতৌ। সমানত্বাদেকরূপ্যাৎ। এতস্মাদিতি। অপাদানপঞ্চম্যন্তেনানেন সর্ব্বেষাং

প্রাণাদীনাম্ এতস্মাৎ প্রাণ এতস্মান্মন ইত্যাদিরূপঃ সম্বন্ধো নির্বিশেষো দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। হিশব্দো হেতৌ। অয়মিতি। অহমিতি শ্রীগীতাসু। তত্র তত্রেতি বামনে। ছান্দোগ্যতৈত্তিরীয়কয়োঃ সুবালশ্রুত্যা সহ বিরোধায়াহ তদেবমিতি। প্রধানাদিবায়্বন্তমিতি। প্রধানমহদহংতন্মাত্রেন্দ্রিয়বিয়দ্বায়ূনুৎপা-দ্যেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—'অন্তরা বিজ্ঞানমনসী' ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে 'সর্ব্বেশাদুৎ-পত্তিরভিধ্যানলিঙ্গাৎ' ইতি—অভিধ্যানলিঙ্গাৎ অর্থাৎ 'সোঽকাময়ত বহু স্যাম্' ইত্যাদি ব্রহ্মের সৃষ্টিসঙ্কল্পরূপ অভিধ্যান হইতে। 'তস্যাঃ ক্রমবিশেষ-পরত্বাদিতি'—তস্যাঃ—মুণ্ডকশ্রুতির, ক্রমবিশেষ অর্থে তাৎপর্য্যহেতু, অর্থাৎ সুবালাদিশ্রুতিতে প্রাপ্ত যে ক্রমবিশেষ, তাহা তাহার দ্বারা বোধিত হওয়ায়। শ্রুত্যন্তরসিদ্ধঃ—অর্থাৎ সুবালাদি অন্য শ্রুতি দ্বারা কথিত। 'তয়াপি খং বায়ুরিত্যাদি'—তয়াপি—মুণ্ডক-শ্রুতিদ্বারাও। প্রতীয়তে—প্রত্যভিজ্ঞাত হয়। 'তল্লিঙ্গাৎ তৈঃ সহেতি' প্রলয়-জ্ঞাপিকা সুবালশ্রুতি দ্বারা বোধিত প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্বের সহিত মুণ্ডকশ্রুতি-বর্ণিত তত্ত্বগুলির পাঠক্রম সমানই আছে, এই জ্ঞাপক প্রমাণবশতঃ। 'ভূতপ্রাণয়োরন্তরালে তেনৈব ক্রমেণ' তেনৈব—সুবালশ্রুতিদৃষ্ট-ক্রমানুসারেই, অতস্তয়েতি—অর্থাৎ অতএব সেই মুণ্ডকশ্রুতি দ্বারা। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে, পঞ্চভূত ও প্রাণের মধ্যে ইন্দ্রিয় ও মন সুবালশ্রুতি-বর্ণিত যে নিজ অব্যবহিত তত্ত্ব হইতে জাতত্ব ক্রম তদনুসারে উৎপন্ন হইতেছে, এই পূর্ব্বপক্ষীর কথা কিরূপে সঙ্গত হইবে? কেননা, ইন্দ্রিয়-মনের উৎপত্তি মানিলেও উক্ত ক্রম-তো থাকিল না, এই যদি আপত্তি কর, তাহার সমাধানার্থ বলিতেছি—মুণ্ডকশ্রুতিতে প্রাণ শব্দের দ্বারা মহত্তত্ত্বকে বুঝাইবে, যাহাকে জগৎসূত্রস্বরূপ বলা হয় এবং যাহা প্রকৃতির প্রথম বিকার, তাহাই বোদ্ধব্য। আর মনস্ শব্দের দ্বারা মনের কারণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার ধর্ত্তব্য এবং ইন্দ্রিয়শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের কারণ রাজসিক অহঙ্কার গ্রাহ্য। 'খং বায়ুরিত্যাদি' খ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা আকাশাদির কারণ তামস অহঙ্কার অর্থ জ্ঞাতব্য, এইজন্য মুণ্ডকশ্রুতিতেও সুবালাদি-শ্রুতি-দৃষ্ট ক্রমই লব্ধ হইল। এইজন্য কোনও লেশমাত্র হানি হইল না। 'মৈবমেতৎ'—এই যে পূর্ব্ব পক্ষীর মত, তাহা হইতে পারে না, কি কারণে? উত্তর—'অবিশেষাৎ'

যেহেতু তস্মাৎ—মুণ্ডকশ্রুতিতে, 'সর্ব্বেশজাতত্বাভিধানস্য সমানত্বাৎ'—সর্ব্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি-কথনের সাম্যই আছে। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন—'এতস্মাৎ' এই পদে যে পঞ্চমী আছে, উহা আনন্তর্য্যার্থে নহে, অপাদানার্থে,—সেই 'এতস্মাৎ' পদের সহিত প্রাণাদি সকলের সম্বন্ধ কর্ত্তব্য যথা 'এতস্মাৎ প্রাণঃ'—এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ, 'এতস্মাৎ মনঃ' এই পরমেশ্বর হইতে মন, এইরূপ নির্বিশেষে সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে, অতএব অবিশেষ আছে। 'এতস্মাদিত্যনেন হি' এখানে 'হি' শব্দটি হেতু অর্থে। অয়মিত্যাদি। অহমিত্যাদি শ্লোকটি শ্রীভগবদ্গীতার। তত্র তত্রেতি বামন পুরাণে,—তত্র পদের অর্থ সেই সেই স্থলে। ছান্দোগ্য-তৈত্তিরীয় শ্রুতির সুবালশ্রুতির সহিত বিরোধ হয়,—সেইজন্য বলিতেছেন—তদেবমিত্যাদি। প্রধানাদিবায়্বন্তমিতি—প্রধান—প্রকৃতি হইতে বায়ু পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রধান, মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, আকাশ ও বায়ু উৎপাদন করিয়া ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে অপর আশঙ্কা উত্থাপন পূর্ব্বক তাহার খণ্ডন করিতেছেন। পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, শ্রীভগবানের সঙ্কল্পবশতঃ সমস্ত তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা সম্ভব হইতে পারে না; কারণ উহাও একপ্রকার ক্রম-বিশেষ। সুবালশ্রুতি ও মুণ্ডকশ্রুতিতে আকাশাদি-ক্রম একইরূপে সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং সহপাঠরূপ লিঙ্গ হইতে জানা যায় যে, পঞ্চভূত ও প্রাণবর্গের উৎপত্তির অন্তরালে উক্তক্রমেই আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি। সুতরাং সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে সকল তত্ত্বের উদ্ভব নির্ণয় করা যায় না। এই পূর্ব্বপক্ষ নিরসন পূর্ব্বক সূত্রকার বলিতেছেন যে, না, তাহা নহে। যেহেতু মুণ্ডকশ্রুতিতে প্রাণাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা "এতস্মাদাত্মনঃ" শ্রুত্যন্তর্গত এতদ্ শব্দে সকল বস্তুর উৎপত্তি পরমেশ্বর হইতে এই অর্থ বলায় তাঁহারই অপাদানকারক সম্বন্ধ রহিয়াছে। গীতায়ও পাই,—"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" (গীঃ ১০।৮)। এ-কথায় যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, তাহা হইলে সুবালশ্রুতির সহিত বিরোধ হয়, তাহাও বলা সঙ্গত হয় না; কারণ সেখানেও তমঃ প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বেশ্বরকে প্রধানাদি কার্য্যের কারণ বলা হইয়াছে। সুতরাং উভয় শ্রুতিই যুক্তিযুক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনঃ খমাদি-
র্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্ব্বে
যে হেতবস্তে জগতোঽঙ্গভূতাঃ॥" (ভাঃ ১০।৪০।২)

অর্থাৎ হে দেব! ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ, মন, দশ-ইন্দ্রিয়, যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহ এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা যাঁহারা এই জগতের কারণস্বরূপ; সেই সমস্ত পদার্থই আপনার (শ্রীভগবানের) শ্রীঅঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আরও পাই,—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ॥"
(ভাঃ ১০।১০।২৯) ॥ ১৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বেবং সর্ব্বেশ্বরো হরিরেব চেৎ সর্ব্বাত্মকস্তর্হি সর্ব্বেষাং চরাচরবাচিনাং শব্দানাং তদ্বাচকতাপত্তিঃ। ন চ সা তেষাং সমস্তি চরাচরেষু মুখ্যব্যুৎপন্নত্বাৎ। স্বীকৃতায়াঞ্চ তস্যাং গৌণী তেষাং তস্মিন্ প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই, যদি এইরূপে সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরিই সর্ব্বতত্ত্ব-স্বরূপ হন তবে চরাচরবাচক ঘট-নরাদি শব্দ ঈশ্বরবাচক হউক, কিন্তু সেই ঈশ্বরবাচকতা সেই সব শব্দের সম্ভব নহে, মুখ্যভাবে অভিধাবৃত্তি দ্বারা ঘট-নরাদি শব্দ ঘট-নরাদিকেই বুঝায়, ঈশ্বরকে তো বুঝায় না। আর যদি ঈশ্বরে মুখ্যবৃত্তি স্বীকার হয়, তবে ঘট-নরাদি চরাচর পদার্থে গৌণী বৃত্তির প্রবৃত্তি হইবে; এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার পরিহার করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। সর্ব্বেশ্বরশ্চিজ্জড়াত্মকশক্তিদ্বয়স্বামী। তদ্বাচকতেতি। সর্ব্বেশ্বরহরিবাচকতাপত্তিরিত্যর্থঃ। সা তদ্বাচকতা। তস্যাং তদ্বাচকতায়াম্। তেষাং চরাচরবাচিশব্দানাম্। তস্মিন্ সর্ব্বেশ্বরে হরৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নন্থ ইত্যাদি ভাষ্য—সর্ব্বেশ্বর অর্থাৎ চিৎ ও জড়স্বরূপ তুইটি শক্তির অধিপতি। তদ্বাচকেতি—সর্ব্বেশ্বর হরি-বাচক হউক—এই তাৎপর্য্য। সা—সেই হরিবাচকতা। তস্যাং—সেই সর্ব্বেশ্বর হরিবাচকতা-বিষয়ে। তেষামিতি—চরাচরবাচক শব্দগুলির। তস্মিন্নিতি—সেই সর্ব্বেশ্বর হরিতে—

চরাচরব্যপাশ্রয়াধিকরণম্

সূত্রম্—চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশোঽভাক্তস্তদ্ভাব-ভাবিত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—'চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ' জঙ্গম (গতিশীল নরাদি) স্থাবর (বৃক্ষাদি) শরীরবাচক 'তু'—হইবে না 'তদ্ব্যপদেশঃ'—সেই সেই নরবৃক্ষাদি শব্দ কিন্তু উহারা ভগবানে 'অভাক্তঃ'—অর্থাৎ মুখ্যবৃত্তিতে বাচক হইবে, কেন? যেহেতু 'তদ্ভাবভাবিত্বাৎ'—সমস্ত শব্দের ভগবদ্বাচকতা শাস্ত্রে শ্রুত হইতেছে, এই কারণে। তাহা কিরূপে? যেহেতু শাস্ত্রশ্রবণের পরেই অর্থাৎ বেদান্ত অধ্যয়নের পর বুঝিবে সমস্তই ভগবৎস্বরূপ, এইরূপ অর্থ পরে উদিত হইবে ॥ ১৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। চরাচরব্যপাশ্রয়-স্তদ্ব্যপদেশো জঙ্গমস্থাবরশরীরবাচকস্তত্তচ্ছব্দো ভগবত্যভাক্তো মুখ্যঃ স্যাৎ। কুতঃ? তদ্ভাবেতি। তদ্ভাবস্য সর্ব্বেষাং শব্দানাং ভগবদ্বাচ-কভাবস্য শাস্ত্রশ্রবণাদূর্দ্ধং ভবিষ্যত্বাৎ। তদ্বুদ্ধেরুদেষ্যত্বাদিতি যাবৎ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ। "সোঽকাময়ত বহু স্যাং স বাসুদেবো ন যতোঽ-ন্যদস্তি" ইত্যাদিনা। স্মৃতিশ্চ "কটকমুকুটকর্ণিকাদিভেদৈঃ কনকম-ভেদমপীষ্যতে যথৈকম্। সুরপশুমনুজাদি কল্পনাভির্হরিরখিলাভিরুদী-র্য্যতে তথৈক" ইত্যাদ্যা। অয়ং ভাবঃ। শক্তিবাচকাঃ শব্দাঃ শক্তি-মতি পর্য্যবস্যন্তি শক্তীনাং তদাত্মকত্বাদিতি ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'তু' শব্দ পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা-নিরাসার্থ। জঙ্গম ও স্থাবর শরীরবাচক সেই সেই শব্দ জঙ্গমাদি শরীরকে মুখ্য বৃত্তি দ্বারা বুঝাইবে না, কিন্তু ভগবানে মুখ্য হইবে, কি হেতুতে? 'তদ্ভাবভাবিত্বাৎ' সকল শব্দের ভগবদ্-বাচকতাজ্ঞান বেদান্তশাস্ত্রাধ্যয়নের পর এবং তাহাদের অর্থবোধের পর হইবে অর্থাৎ ঐ সকল স্থাবর-জঙ্গমবাচক শব্দ ভগবানেরই বাচক, এ-বুদ্ধি শাস্ত্র শ্রবণের পর উদিত হইবে, এইজন্য। শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন—'সোঽকাময়ত··· অন্যদস্তি' তিনি সঙ্কল্প করিলেন বহুরূপে ব্যক্ত হইব, তিনি বাসুদেব, যাঁহা হইতে ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই ইত্যাদি দ্বারা। স্মৃতিও বলিতেছেন—কটক (হস্তাভরণ), মুকুট, কর্ণিকা (কর্ণাভরণ) প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন আভরণ এক কনকরূপে যেমন অভিন্ন, মনে করা হয়, এই প্রকার দেব, পশু, মনুষ্যাদি-রূপে বিভিন্ন সৃষ্টি সমুদায়ের সহিত এক শ্রীহরি অভিন্ন বলিয়া কথিত হয়। কথাটি এই—ভগবানের শক্তিই এই সমুদায়, সেই শক্তিবাচকশব্দগুলি শক্তিমানেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে অর্থাৎ শক্তিমানেই তাহাদের তাৎপর্য্য, কারণ শক্তিগুলি তৎস্বরূপ অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন ॥ ১৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—চরাচরেতি। শাস্ত্রশ্রবণাদূর্দ্ধমিতি বেদান্তাধ্যয়নাৎ তদর্থা-নুভবাৎ চোত্তরস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ। তদ্বুদ্ধেস্তাদৃশজ্ঞানস্য। শ্রুতিশ্চৈব-মিতি। স বাসুদেব ইতি গোপালোপনিষদি। কটকেতি শ্রীবৈষ্ণবে শক্তিমতোঽত্র ব্রহ্মণঃ কনকং দৃষ্টান্তস্তথৈব নিষ্কর্ষাৎ। তদাত্মকত্বাদিতি শক্তি-মদ্ব্রহ্মাভেদাদিত্যর্থঃ। লোকেঽপি গবাদিশব্দানাং গোত্বাদিবাচিনাং তদ্বতি পর্য্যবসানং দৃষ্টম্। অত্র পৃথিব্যাদিশব্দানাং গন্ধবদ্দ্রব্যাদিবাচকত্বব্যুৎপত্তি-র্বালার্থা বোধ্যা। পৃথিব্যাদিশক্তিমদ্ব্রহ্মবাচকতাপি তেষামস্তি সা তু তাত্ত্বিকীতি দর্শিতম্। স্মৃত্যন্তরাণি চাত্র মৃগ্যাণি—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি বচসাং বাচ্যমুত্তমমিতি সর্ব্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ব্ববেদেড়িতশ্চ স ইতি চৈবমাদীনি ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ—চরাচরেতি সূত্রের 'ভাষ্যে শাস্ত্রশ্রবণাদূর্দ্ধমিতি' ইহার অর্থ বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়নের এবং বেদান্ত বাক্যার্থের জ্ঞানের পরবর্ত্তী কালে। 'তদ্বুদ্ধেরুদেষ্যত্বাৎ' ইতি তদ্বুদ্ধেঃ তাদৃশজ্ঞানের উদয় হইবে এইজন্য। 'স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি' ইহা গোপালোপনিষদে উক্ত। কটকমুকুটে-ত্যাদি শ্লোকটি বিষ্ণুপুরাণে কথিত। এখানে শক্তিমান্ ব্রহ্মের সুবর্ণ-দৃষ্টান্ত, সেইরূপই সিদ্ধান্ত আছে। তদাত্মকত্বাদিতি—শক্তিমান্ ব্রহ্মের সহিত

অভেদবশতঃ এই তাৎপর্য্য। লৌকিক প্রয়োগেও দেখা যায় গো প্রভৃতি শব্দের গোত্ব প্রভৃতি জাতিতে শক্তি হইলেও গোত্বাদি বিশিষ্টে যেমন পর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ গোত্বও আক্ষেপ বলে 'গো'কেই বুঝায়, কারণ গো ব্যতীত গোত্ব জাতি থাকিতে পারে না, সেইরূপ এখানে পৃথিবী প্রভৃতি শব্দের গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যাদি বাচকত্ব শক্তি বালকদের (অজ্ঞদের) বোধনার্থ জানিবে। অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি শক্তিমান্ ব্রহ্মের বাচকতা পৃথিবী প্রভৃতি শব্দের আছে তাহাই তাত্ত্বিক অর্থাৎ যথার্থ, ইহাই দেখান হইল। অন্য অনেক স্মৃতি ইহার প্রতিপাদক আছে, তাহা অন্বেষণ করিতে হইবে। 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি বচসাং বাচ্যমুত্তমম্' এই বাক্য আবার 'সর্ব্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ব্ববেদেড়িতশ্চ সঃ' বাসুদেবই সমস্ত পদার্থের স্বরূপ, সমস্ত শব্দের তিনিই শ্রেষ্ঠ-বাচ্য। যত প্রাতিপাদিক আছে তাহাদের সকলের বাচ্যার্থ সেই বাসুদেব, যত বেদমন্ত্র আছে তৎসমুদায় দ্বারা তিনিই স্তুত হন। এইরূপ আরও অনেক স্মৃতিবাক্য আছে ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, শ্রীহরি যদি সর্ব্বস্বরূপ হন, তাহা হইলে চরাচরবাচক সমস্ত শব্দের তদ্বাচকতায় আপত্তি আসে, কারণ ঘট-নরাদি শব্দ মুখ্যভাবে ঈশ্বরকে বুঝায় না। ঘট-নরাদিকেই মুখ্যভাবে বুঝায়। ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরে গৌণী বৃত্তির প্রবৃত্তি আসিয়া পড়ে, এইরূপ আশঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, চরাচরবাচক সমস্ত শব্দ ঈশ্বরে মুখ্য-বৃত্তিতেই বাচক হইবে, গৌণী-বৃত্তিতে নহে, কারণ শব্দসমূহের ভগবদ্বাচকতা শাস্ত্রশ্রবণের পরেই উদিত হয়। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥" (ভাঃ ১০।১৪।৫৫)

অর্থাৎ বস্তুতঃ যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদের মতে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণই সর্ব্বকারণকারণ (কার্য্য ও কারণ অভিন্ন) কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই।

আরও পাই,—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞানক্রিয়ার্থ-ফল-রূপতয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥" (ভাঃ ১১।৩।৩৭) ॥১৫॥

জীবতত্ত্বের নিরূপণ

অবতরণিকাভাষ্যম্—সর্ব্বং যস্মাদুৎপদ্যতে যস্য মূলকারণত্বা-দুৎপত্তির্নাস্তি স পরমাত্মেতীশ্বরো নিরূপিতঃ। অথ জীবং নির্ণেতু-মুপক্রমতে। তস্য তাবদুৎপত্তির্নিরস্যতে। "যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতিস্তোয়েন জীবান্ ব্যসসর্জ্জ ভূম্যাম্" ইতি তৈত্তিরীয়কে, "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা" ইতি চান্যত্র শ্রূয়তে। অত্র জীবস্যোৎ-পত্তিরস্তি ন বেতি সংশয়ে চিজ্জড়াত্মকস্য জগতঃ কার্য্যত্বাবগমাৎ ব্যতিরেকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গাচ্চাস্তীতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যাঁহা হইতে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হয়, আদি-কারণ বলিয়া যাঁহার জন্ম নাই, তিনিই পরমাত্মা, এইভাবে ঈশ্বর নিরূপণ করা হইয়াছে। অতঃপর জীবস্বরূপ নির্ণয়ের জন্য আরম্ভ করিতেছেন। শ্রুতি সেই জীবের উৎপত্তি নিরাস করিতেছেন যথা—'যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতিঃ' ইত্যাদি তমঃশক্তিসম্পন্ন যে ব্রহ্ম হইতে জগৎ-প্রসূতি—প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়া তোয় দ্বারা অর্থাৎ নিজ হইতে উৎপন্ন মহৎ-অহঙ্কার-তন্মাত্র-হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্বসমূহ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডেতে জীবসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন—এই তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তি অবগত হওয়া যাইতেছে। আরও আছে, হে সৌম্য ! ব্রহ্ম হইতে এই সমস্ত জীব উৎপন্ন। এক্ষণে সংশয় হইতেছে, জীবের উৎপত্তি আছে কিনা? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, জগৎ চিৎ ও জড় উভয়স্বরূপ, তাহা কার্য্য বলিয়া অবগত হওয়া যায় এবং কার্য্য স্বীকার না করিলে একবিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত কার্য্যের বিজ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞাহানি ঘটে সুতরাং জীবের উৎপত্তি আছে ; এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উপর সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—চিদচিচ্ছক্তিমান্ হরিঃ সর্ব্বহেতুস্তত্রৈব শাস্ত্রস্ত সমন্বয়ো দর্শিতঃ। তত্রাচিদ্‌বিষয়কশ্রুতিবিরোধো নিরস্তঃ। অথ চিদ্বিষয়কশ্রুতিবিরোধনিরাকরণেন তৎস্বরূপং নিরূপণীয়ং যাবৎ পাদপূর্ত্তিঃ। তত্র চিতো জীবাঃ। তত্র জীবজন্মবিনাশনিরূপকজাতেষ্ট্যাদিশাস্ত্রাণাং জীবনিত্যত্বাদিনিরূপকশাস্ত্রাণাং চ মিথো বিরোধোঽস্তি ন বেতি সংশয়ে জাতো মৃতশ্চ দেবদত্ত ইতি লোকব্যবহারপুষ্টত্বাৎ পূর্ব্বেষাং পরৈরস্তি বিরোধ ইতি প্রত্যুদাহরণাদাক্ষেপে পূর্ব্বেষাং দেহজন্মাদিনিমিত্তত্বেন নেয়ার্থত্বাৎ পরৈঃ সহৈকার্থ্যাদবিরোধঃ। অচিদ্বিষয়কঃ শ্রুতিবিরোধো মাস্ত চিদ্‌বিষয়কস্ত সোঽস্ত্বিতি প্রত্যুদাহরণস্বরূপমূহ্যম্। যত ইতি। তমঃশক্তিকাৎ ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। জগতঃ প্রসূতিঃ প্রধানশক্তিঃ তোয়েন মহদাদিভূপর্য্যন্তেন স্বোৎপন্নেন তত্ত্বগণেনেত্যর্থঃ। ভূম্যাং জগদণ্ডে। ব্যসসর্জেতি ছান্দসম্। দেহেন্দ্রিয়বৈশিষ্ট্যেনোৎপাদিতবতীত্যর্থঃ। সমূলাঃ ব্রহ্মোৎপন্নাঃ। প্রজাঃ জীবাঃ। প্রতিজ্ঞা একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ইতঃপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, চেতন ও জড়-শক্তিমান্ শ্রীহরিই সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ এবং সেই শ্রীহরিতেই বেদান্ত শাস্ত্রের সমন্বয়। সেই সমন্বয়ে জড় প্রধানাদিবিষয়ক যে শ্রুতির বিরোধ, তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে, এক্ষণে চিদ্বিষয়ে (জীব-বিষয়ে) শ্রুতির বিরোধ নিরাস করিয়া সেই জীবের স্বরূপনিরূপণ করণীয় হইবে, ইহা এই তৃতীয় পাদের সমাপ্তি পর্য্যন্ত। তাহার মধ্যে চিৎ-শব্দের অর্থ জীবাত্মসমূদয়। সেই জীববিষয়ে জাতেষ্টি—জাতকর্ম্ম যজ্ঞ প্রভৃতি শাস্ত্র জীবের জন্ম-মৃত্যু নিরূপণ করিতেছেন, আবার শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র জীবের নিত্যত্ব-চেতনত্বাদি নিরূপণ করিতেছেন, অতএব ঐ উভয়ের পরস্পর বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষীর মতে 'দেবদত্ত জাত ও মৃত' এইরূপ লোক ব্যবহার দ্বারা পুষ্ট জাতেষ্টি প্রভৃতি শাস্ত্রের, নিত্যত্ব বোধক শ্রুতির বিরোধ আছেই, এই প্রত্যুদাহরণ হইতে লব্ধ আক্ষেপের মীমাংসায় বিরোধের পরিহার দেখান হইয়াছে যে, জাতেষ্টি প্রভৃতি শাস্ত্র ও লৌকিক ব্যবহার দেহের জন্ম-নাশ ধরিয়া এইরূপ অর্থ বিবক্ষা করায় শ্রুতি প্রভৃতির সহিত একার্থতা নিবন্ধন বিরোধ হইবে না। প্রত্যুদাহরণের অর্থাৎ আক্ষেপের স্বরূপ হইতেছে এই

প্রকার—জড়বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ না হউক, চিদ্বিষয়ে বিরোধ হউক। 'যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতিরিতি' যতঃ—যে তমঃশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম হইতে, প্রসূতা—উৎপন্না, জগতঃ প্রসূতিঃ—প্রধানশক্তি, তোয়েন—মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত নিজ হইতে উৎপন্ন তত্ত্বগণ দ্বারা, ভূম্যাং—জগৎরূপ ব্রহ্মাণ্ডে। ব্যসসর্জ পদটি বৈদিক প্রয়োগ, বিসসর্জ হওয়াই উচিত। তাহার অর্থ দেহ-ইন্দ্রিয়বিশিষ্টরূপে উৎপাদন করিয়াছে। সমূলাঃ—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। প্রজাঃ—অর্থাৎ জীবসমূহ। ব্যতিরেকে 'প্রতিজ্ঞাভঙ্গাৎ'—প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ এক ব্রহ্মরূপ কারণকে জানিলেই সমস্ত কার্য্যের জ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ উক্তির ভঙ্গ হয়, এজন্য।

আত্মাধিকরণম্

সূত্রম্—নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—'ন আত্মা'—জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, কি কারণে? যেহেতু 'শ্রুতেঃ, শ্রুতি তাহা বলিতেছেন, যথা 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ…হন্যমানে শরীরে' এই কঠোপনিষদের উক্তিহেতু এবং 'নিত্যত্বাচ্চ' 'দ্বাবজাবীশানীশৌ' দুই আত্মাই নিত্য, তাহাদের মধ্যে এক ঈশ্বর অপর অনীশ্বর জীব এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের উক্তিদ্বারা নিত্যত্ব অবগতিহেতু ও 'তাভ্যঃ' সেই সকল শ্রুতিস্মৃতি হইতেও জীব নিত্য ও চেতন প্রতীত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—আত্মা জীবো নৈবোৎপদ্যতে। কুতঃ? শ্রুতেঃ। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" ইতি কাঠকে। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" ইতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ চাজত্বশ্রবণাৎ। তথা তাভ্যঃ শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিত্যত্বপ্রতীতেশ্চ। চেতনত্বং চশব্দাৎ। তাস্ত "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণ" ইত্যাদ্যাঃ। এবং সতি জাতো যজ্ঞদত্তো মৃতশ্চেতি যোঽয়ং লৌকিকো ব্যবহারো, যশ্চ জাতকর্ম্মাদিবিধিঃ, স তু দেহাশ্রিত এব ভবেৎ। "স বা

অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণ" ইতি বৃহদারণ্যকাৎ। "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত" ইতি ছান্দোগ্যাচ্চ। কথং তর্হি শ্রুতিপ্রতিজ্ঞানুপরোধঃ। ইত্থং জীবস্যাপি কার্য্যত্বাৎ তদুৎপত্তিরিতি। সূক্ষ্মোভয়শক্তিকং ব্রহ্মৈবাবস্থান্তরাপন্নং কার্য্যং নাম। ইয়াংস্তু বিশেষঃ। প্রধানাদেরচেতনস্য ভোগ্যজাতস্য স্বরূপেণান্যথাভাবো জীবস্য তু ভোক্তুর্জ্ঞানসঙ্কোচবিকাশাত্মনেতি। উভয়ত্রাপি কার্য্যহেত্বোরৈক্যাৎ সা নোপরুধ্যতে। শ্রুতয়শ্চাঞ্জস্যং ভুঞ্জীরন্। তস্মাৎ জীবস্যোৎপত্তির্নেতি ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, কি হেতু? উত্তর—যেহেতু শ্রুতি তাহাকে নিত্য বলিতেছেন যথা 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ ···শরীরে।' বিপশ্চিৎ—সুখদুঃখের অনুভবকারী জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করে না, অথবা মৃতও হয় না, এই আত্মা কোনও স্থান হইতে আসে নাই এবং পূর্ব্বেও তাহার জন্ম ছিল না। আত্মা জন্মহীন, নিত্য, নির্ব্বিকার, অতি প্রাচীন, শরীর নিহত হইলেও সে নিহত হয় না। কঠোপনিষদে ধৃত এই শ্রুতি এবং 'জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ' জ্ঞ—সর্ব্ববিৎ পরমাত্মা ও অজ্ঞ জীবাত্মা এই উভয়ই জন্মরহিত, তাহাদের মধ্যে পরমাত্মা ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা, অপরটি জীব অনীশ্বর' এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও জীবাত্মার জন্মাভাব যেহেতু শ্রুত হইতেছে। সেইপ্রকার অন্যান্য শ্রুতিস্মৃতি হইতেও আত্মার নিত্যত্ব শ্রুত হয়, এইজন্যও এবং সূত্রোক্ত 'চ' পদটি হইতে চেতনত্ব অবগত হওয়া যায়। সেইসব শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য যথা—'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্' সেই আত্মা নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন অর্থাৎ চৈতন্য-সম্পাদক এবং 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ' ইত্যাদি শ্রুতি। এইরূপ হইলে অর্থাৎ আত্মা নিত্য অর্থাৎ জন্মরহিত, বিকারহীন হইলে যজ্ঞদত্ত নামক লোকটি জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে এইরূপ যে লৌকিক ব্যবহার হয়, আরও যে পুত্র জন্মিলে জাতকর্ম্ম সংস্কার করা হয়, তাহা দেহকে আশ্রয় করিয়া জানিবে, কারণ বৃহদারণ্যকে কথিত আছে—সেই এই জীব যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে আবার যখন শরীর ত্যাগ

করিতে থাকে তখন মরিতেছে বলিয়া মনে হয়। ছান্দোগ্যেও বলা আছে, এই শরীর জীব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে মৃত হয় কিন্তু জীব মৃত হয় না। যদি বল, তবে কিরূপে শ্রুতি-স্মৃতির ভঙ্গ না হইল? যেহেতু 'যেন বিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি' ইহা দ্বারা জীবকেও কার্য্য বলিয়া জানা যাইতেছে। অতএব জীবের উৎপত্তি মানিতে হয়। তাহার উত্তর—এই সূক্ষ্ম উভয়শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে তাহাকে কার্য্য বলা হয়। তবে প্রভেদ এইটুকু প্রধান প্রভৃতি অচেতন ভোগ্য সমূহের স্বরূপের অন্যথাভাব (পরিণতি) হয়, কিন্তু জীবের তাহা হয় না, ভোক্তা জীবের জন্ম বলিলে তাহার জ্ঞানের বিকাশ ও মরণ বলিলে সঙ্কোচরূপে পরিণাম এইমাত্র। প্রধানের পরিণাম ও জীবের পরিণাম উভয়ক্ষেত্রেই কার্য্য ও কারণ এক থাকায় উক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না। শ্রুতিগুলিও মুখ্যার্থতা প্রাপ্ত হইবে। অতএব জীবের উৎপত্তি নাই—এই সিদ্ধান্ত ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নাত্মেতি। বিপশ্চিদত্র জীবঃ বিবিধানি সুখদুঃখানি পশ্যত্যনুভবতীতি ব্যুৎপত্তেঃ। নন্থ নিত্যশ্চেজ্জীবস্তর্হি লোকব্যবহারো জাতকর্ম্মাদিশাস্ত্রার্থশ্চ কথং সম্ভবেৎ তত্রাহৈবং সতীতি। দেহসম্বন্ধো জীবস্য জন্ম তত্ত্যাগস্তু মরণমিত্যর্থঃ। জীবাপেতমিতি। অপেতং ত্যক্তম্। ইদং শরীরম্। সূক্ষ্মোভয়েতি। তমঃশক্তির্জীবশক্তিশ্চাদৃষ্টবতীতি দ্বয়ং তদ্বিশিষ্টং ব্রহ্মৈব প্রধানাদ্যবস্থান্তরাপন্নং কার্য্যমুচ্যত ইত্যর্থঃ। অন্যথাভাবঃ পরিণামঃ। সা প্রতিজ্ঞা। আঞ্জস্যং মুখ্যার্থতাম্। ভুঞ্জীরন্ প্রাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ—নাত্মা শ্রুতেরিত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে—'বিপশ্চিৎ' শব্দটি এখানে জীব অর্থে প্রযুক্ত, তাহার ব্যুৎপত্তি—যথা বি—বিবিধ—সুখ-দুঃখসমুদয় পশ্চিৎ—পশ্যতি পদটি পৃষোদরাদি মধ্যে পতিত এজন্য অক্ষর পরিবর্ত্তনাদি দ্বারা সিদ্ধ। তাহার অর্থ—অনুভব করে। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে—যদি জীব নিত্য অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু রহিত হয় তবে লৌকিকব্যবহার ও জাতকর্ম্মাদি শাস্ত্রবিধি কিরূপে সঙ্গত? সে-বিষয়ে উত্তর করিতেছেন—এবং সতি ইত্যাদি—জীবের দেহ-সম্বন্ধ (দেহধারণ) জন্ম, সেই সম্বন্ধত্যাগ মরণ, ইহাই তাৎপর্য্য। 'জীবাপেতমিতি' জীব কর্ত্তৃক অপেত অর্থাৎ পরিত্যক্ত। 'বাব কিলেদং' ইতি বাব—প্রসিদ্ধ আছে, ইদং—জীবগৃহীত শরীর। 'সূক্ষ্মোভয়শক্তিকং ব্রহ্মৈবেতি'

—তমঃশক্তি ও অদৃষ্টবিশিষ্ট জীবশক্তি এই সূক্ষ্ম দুইটি শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই প্রধানাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে তাহাকে কার্য্য-ব্রহ্ম বলা হয়, 'স্বরূপেণান্যথাভাবঃ'—স্বরূপতঃ অন্যপ্রকার হইয়া যাওয়া অর্থাৎ পরিণাম। 'সা নোপরুধ্যতে' ইতি সা—প্রতিজ্ঞা বাধিত হয় না। **'শ্রুতয়শ্চ আঞ্জস্যং ভুঞ্জীরন্'** ইতি—আঞ্জস্যং মুখ্যার্থতা যথার্থতাভাব, ভুঞ্জীরন্—প্রাপ্ত হইবে॥ ১৬॥

সিদ্ধান্তকণা—যাঁহা হইতে যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে, তিনিই মূল-কারণ; তাঁহার জন্ম নাই অর্থাৎ নিত্য, তাঁহাকেই পরমাত্মা, পরমেশ্বর বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে জীবের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য এই উপক্রম করা হইতেছে। ঈশ্বরের ন্যায় জীবেরও উৎপত্তি নাই, তাহাই সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করিতেছেন।

পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, কোন কোন শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তির কথা শুনা যায়; তাহাতে সংশয় এই যে—জীবের উৎপত্তি আছে কিনা? পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তি এই যে, চিৎ ও জড়াত্মক জগতের কার্য্যত্ব অবগত হওয়া যায় এবং ইহা ব্যতিরেকে অর্থাৎ এই কার্য্যত্ব স্বীকার না করিলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়, অর্থাৎ এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বকার্য্যের জ্ঞান হয়—এইরূপ প্রতিজ্ঞার হানি ঘটে, কাজেই জীবের উৎপত্তি আছে বলিব। পূর্ব্বপক্ষ বাদীর এই উক্তির প্রতিবাদে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, জীবাত্মার উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি সকলেই জীবাত্মার নিত্যত্ব বর্ণন করিয়াছেন। এ-বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ ভাষ্যে ও টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ।
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।
সর্ব্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ॥" (ভাঃ ১১।৩।৩৮)
"নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্ববিৎ পরঃ।
ধত্তেঽসাবাত্মনোলিঙ্গং মায়য়া বিসৃজন্ গুণান্॥"
(ভাঃ ৭।২।২২)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" (গীঃ ২।২০)

কঠোপনিষদে,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"
(১।২।১৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৭)॥ ১৬॥

জীবের স্বরূপ বিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাস্য স্বরূপং বিচারয়তি। "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইতি "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইতি চ শ্রূয়তে। তত্র জ্ঞানমাত্রস্বরূপো জীব উত জ্ঞানজ্ঞাতৃস্বরূপ ইতি সংশয়ে জ্ঞান-মাত্রস্বরূপঃ সঃ, যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নিত্যত্র তথৈব প্রত্যয়াৎ। জ্ঞানং তু বুদ্ধেরেব ধর্ম্মস্তয়া সম্বন্ধে তত্রাধ্যস্যতে সুখমহমস্বাপ্সমিতি। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর এই জীবের স্বরূপ বিচার করিতেছেন—শ্রুতিতে আছে 'যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্' ইত্যাদি যিনি জ্ঞানস্বরূপ হইয়া কাহারও দ্বারা বিজ্ঞাত হন না, ইহার দ্বারা জীবের জ্ঞানরূপতা বোধিত হইতেছে আবার 'সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্' আমি বেশ সুখে ঘুমাইয়া ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই; ইহার দ্বারা আত্মা জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞানের আশ্রয় প্রতীত হইতেছে; অতএব ইহাতে সংশয় এই—জীব কি কেবল জ্ঞানস্বরূপ? অথবা জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয় স্বরূপ? ইহার উত্তরে

পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, জীব কেবল জ্ঞানস্বরূপ, যেহেতু—'যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্' যিনি জ্ঞানাকারে আছেন—এই শ্রুতিতে সেইরূপই প্রতীত হইতেছে, তবে যে 'সুখমহমস্বাপ্সম্' ইত্যাদি বাক্য জ্ঞাতাকে বুঝাইতেছে, তাহার উপপত্তি কি? তাহাতে বলিতেছেন—জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম্ম, সেই বুদ্ধিরই সহিত যখন জীবের অভেদজ্ঞানরূপ অধ্যাস হয়, তখন ঐরূপ প্রতীতি হয়; অতএব উহা—জ্ঞাতৃত্বজ্ঞান ভ্রম। এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উপর সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথাত্মেতি। পূর্ব্বত্র জীব-বিষয়কয়োর্জাতেষ্ট্যাদি-নিত্যত্বাদিশ্রুত্যোর্বিষয়ভেদাদস্ত্ববিরোধঃ। ইহ তু তদ্বিষয়কয়োর্নির্গুণ-সগুণশ্রুত্যোর্মাস্ত্ববিরোধ একবিষয়ত্বাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাক্ষেপঃ। 'যো বিজ্ঞানে' ইত্যত্র জ্ঞানমাত্রো জীবঃ প্রতীতঃ সুখমহমস্বাপ্সমিত্যত্র তু জ্ঞানীতি দ্বয়োর্বাক্যয়োর্বিরোধঃ প্রতিভাতি। রবিবিম্বন্যায়েন জ্ঞানমাত্রশ্রুতেরপি জ্ঞাতৃতয়া ব্যাখ্যানাদবিরোধো বোধ্যঃ। তয়া বুদ্ধ্যা। তত্র জীবে।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'পূর্ব্ব অধিকরণে জীব-বিষয়ে জাতেষ্টি প্রভৃতি কার্য্যত্ববোধিকা শ্রুতি ও 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা' ইত্যাদি নিত্যত্ববোধিকা শ্রুতির বিরোধ বিষয়ভেদে অর্থাৎ কার্য্যত্বশ্রুতি দেহকে আশ্রয় করিয়া এবং নিত্যত্ব শ্রুতি স্বরূপ আশ্রয় করিয়া পরিহৃত হওয়ায় উহা না হউক, কিন্তু এই অধিকরণে জীব-বিষয়ে নির্গুণ ও সগুণ শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধাভাব না হউক; কেননা, একই জীবকে আশ্রয় করিয়া ঐ শ্রুতিদ্বয় উক্ত হইয়াছে, এই প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি-অনুসারে আক্ষেপ হইল। 'যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্' এই শ্রুতিতে জীব জ্ঞানমাত্রস্বরূপ প্রতীত হইয়াছে, আবার 'সুখমহমস্বাপ্সম্' ইত্যাদি বাক্যে জীব জ্ঞাতৃস্বরূপ বোধিত হইয়াছে, অতএব ঐ দুই বাক্যের বিরোধ বেশ প্রকাশ পাইতেছে। রবিবিম্বন্যায়ানুসারে জ্ঞানমাত্রস্বরূপতা-বোধক শ্রুতিরও জ্ঞাতৃস্বরূপে ব্যাখ্যা বলে বিরোধের পরিহার জানিবে। 'তয়া সম্বন্ধে তত্রাধ্যস্যতে'—তয়া—সেই বুদ্ধির সহিত অভেদসম্বন্ধযুক্ত, তত্র—সেই জীবে ধর্ম্মের অধ্যাস করা হয়।

জ্ঞাধিকরণম্

সূত্রম্—জ্ঞোঽত এব ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—'জ্ঞঃ'—আত্মা জ্ঞাতাই বটে, যেহেতু সে জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জ্ঞাতৃস্বরূপই, প্রমাণ কি? অতএব শ্রুতি বলেই। যথা ষট্প্রশ্নীশ্রুতি 'এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা' ইত্যাদি, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ এই জীবই দর্শন করে, স্পর্শ করে, শ্রবণ করে ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জ্ঞ এবাত্মা, জ্ঞানরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃস্বরূপ এব। "এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ" ইতি ষট্প্রশ্নীশ্রুতেরেবেত্যর্থঃ। শ্রুতিবলাদেব তথা স্বীকৃতং, ন তু যুক্তিবলাৎ। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইতি হি নঃ স্থিতিঃ। "জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপোঽহয়ম্" ইতি স্মৃতেশ্চ। ন চাত্মা জ্ঞানমাত্রস্বরূপঃ সুখমহমিতি সুপ্তোত্থিতপরামর্শানুপপত্তেঃ জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিরোধাচ্চ। তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতেতি ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আত্মা জ্ঞাতৃস্বরূপই, জ্ঞানরূপতা থাকিলেও জ্ঞাতৃস্বরূপই হইবে। তাহাতে প্রমাণ দেখাইতেছেন—অতএব—ষট্প্রশ্নীশ্রুতিবশতঃই আত্মাকে জ্ঞাতা বলা হয়। যথা—এই জীব দর্শন করে, স্পর্শ করে, শ্রবণ করে, রসাস্বাদ করে, আঘ্রাণ করে, মনন অর্থাৎ সঙ্কল্প করে, বোধ অর্থাৎ নিশ্চয় করে, প্রযত্ন করে, সেই বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা। শ্রুতিপ্রভাবেই জীবকে উভয়স্বরূপ বলা হইল, যুক্তি বলে নহে। যেহেতু শ্রুতিই শব্দমূলক, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। স্মৃতিও তাহা বলিতেছেন; এই জীব জ্ঞান-স্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ। আত্মাকে জ্ঞানমাত্রস্বরূপ বলা চলে না, কারণ তাহা হইলে 'সুখমহমিত্যাদি' নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির এই স্মৃতির অসঙ্গতি হয় এবং 'এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা' ইত্যাদি জ্ঞাতৃত্ববোধিকা শ্রুতিরও বিরোধ হয়। অতএব জ্ঞানস্বরূপ আত্মা জ্ঞাতৃস্বরূপ ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—জ্ঞ ইতি। এষ হীতি। এষ জীবঃ। ন চাত্মেতি। স্বাপাদুত্থিতস্য সুখমহমস্বাপ্সমিতি বিমর্শাসিদ্ধেঃ মোক্ষে মুক্তঃ সুখী অহমস্মীতি পুমর্থসাক্ষাৎকারাসিদ্ধেশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ—এষহি ইত্যাদি শ্রুতিঃ–এষঃ—এই জীব। 'ন চাত্মা জ্ঞান-মাত্র স্বরূপ ইত্যাদি' নিদ্রা হইতে উত্থিত পুরুষের 'সুখে আমি ঘুমাইয়াছিলাম' এই স্মৃতির অনুপপত্তি হয় এবং মুক্তি হইলে জীব মনে করে 'আমি মুক্ত, আমি সুখী' এইরূপ পুরুষার্থ-সাক্ষাৎকারেরও অসিদ্ধি ঘটে, অতএব জ্ঞাতৃ-স্বরূপও বলিতেই হয় ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে জীবের স্বরূপ বিচার করিতেছেন। বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়, "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরম্"—(বৃঃ ৩।৭।২২) আবার যুক্তিতেও পাই—"সুখমহম-স্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্ "ইতি। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী সংশয় করিতেছেন যে, জীব জ্ঞানমাত্রস্বরূপ? অথবা জ্ঞান ও জ্ঞাতৃ উভয়স্বরূপ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন, জীবকে জ্ঞানস্বরূপই বলিতে হইবে; তবে যে "আমি সুখে ঘুমাইয়া-ছিলাম" ইত্যাদি বাক্যে জীবের জ্ঞাতৃস্বরূপও বর্ণন করিয়াছেন, তাহার উপপত্তি এই যে, জ্ঞান বুদ্ধিরই ধর্ম্ম, সেই বুদ্ধির সহিত জীবের অধ্যাস হওয়ায় ঐরূপ প্রতীতি ঘটে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রুতিপ্রমাণ বলেই আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতৃ-স্বরূপ। ষট্ প্রশ্নী শ্রুতি বলিয়াছেন, "এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা" ইত্যাদি এবং ছান্দোগ্যেও পাই,—"অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা"। (ছাঃ ৮।১২।৫)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ॥" (ভাঃ ১১।১০।৮)
"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্॥" (ভাঃ ৩।২৮।৪২)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥" (গীঃ ৬।২৯) ॥ ১৭ ॥

জীবের পরিমাণ বিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাস্য পরিমাণং চিন্তয়তি। মুণ্ডকে "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" ইতি পঠ্যতে। ইহ সংশয়ঃ—জীবো বিভুরণুর্ব্বেতি। তত্র বিভুরেব জীবঃ। "তং প্রকৃত্য মহান্" ইতি শ্রুতেস্তথৈব বাদিভিরভ্যুপগমাচ্চ। অণুত্বং তু বুদ্ধিগতং তত্রোপচর্য্যতে। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর জীবের পরিমাণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন—মুণ্ডকোপনিষদে আছে—'এষোঽণুরাত্মা···সংবিবেশ' এই জীবাত্মা অণুপরিমাণ, তাহাকে বিশুদ্ধজ্ঞান-সাহায্যে জানিবে। যাহাতে (জীবশরীরে) পাঁচপ্রকার প্রাণবায়ু প্রবেশ করিয়াছে। এই শ্রুতি বাক্যোক্ত বিষয়ে সংশয় এই—জীব অণুপরিমাণ? অথবা বিভু—পরমমহৎ পরিমাণ? তাহাতে কেহ সিদ্ধান্ত করেন, জীব—বিভুই, কেননা জীবের উপক্রম করিয়া 'মহান্' এই শ্রুতি বলিতেছেন, তাহাই গৌতমাদি বাদিগণ স্বীকার করেন। তবে যে, 'অণোরণীয়ান্' ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহাকে অণু বলা হইয়াছে তাহা বুদ্ধিধর্ম্ম, অণুপরিমাণ আত্মাতে আরোপিত অর্থাৎ লাক্ষণিক প্রয়োগ। ইহার উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্থ নির্গুণসগুণবাক্যয়োঃ প্রাগ্ দর্শিতোঽবি-রোধঃ স্যান্নির্গুণবাক্যস্যাপি সগুণপরতয়া নীতত্বাৎ। ইহ তু বিভ্বণুবাক্য-য়োর্বিরোধো দুষ্পরিহরঃ তয়োর্জীবমুদ্দিশ্য পাঠাদিতি প্রাগ্ বদাক্ষেপে বিভু-বাক্যং পরমাত্মানমধিকৃত্য পঠিতমিতি নির্ণীতত্বাদবিরোধ ইতি হৃদি কৃত্বাহ অথাস্যেতি। বাদিভির্গৌতমাদিভিঃ। তত্র বিভৌ জীবে।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে—ইতঃপূর্ব্বে জীবাত্মার নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব বোধক বাক্যদ্বয়ের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-অনুসারে বিরোধের পরিহার হইতে পারে, যেহেতু নির্গুণ বাক্যকেও সগুণ তাৎপর্য্যে লওয়া হইয়াছে কিন্তু জীব-বিষয়ে অণুপরিমাণ ও বিভুপরিমাণ-সম্বন্ধে বিরোধ পরিহারের অযোগ্য, যেহেতু জীবকে উদ্দেশ করিয়াই অণুপরিমাণ ও বিভু-পরিমাণের উল্লেখ আছে, এইভাবে পূর্ব্বের মত আক্ষেপ জ্ঞাতব্য, তাহার

মীমাংসায় বলা হইবে যে, বিভুত্ববোধক বাক্য পরমেশ্বরকে বিষয় করিয়া পঠিত, এইরূপ নির্ণীত হওয়ায় বিরোধ পরিহৃত হইবে; এই মনে রাখিয়া 'অথাস্য পরিমাণং চিন্তয়তি' ইত্যাদি আরব্ধ হইয়াছে। 'তথৈব বাদিভিরভ্যুপগমাচ্চ ইতি'—বাদিভিঃ—গৌতমাদি দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক। তত্রোপচর্য্যতে ইতি—তত্র—বিভুপরিমাণ জীবে।

উৎক্রান্ত্যধিকরণম্

সূত্রম্—উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—জীব অণুপরিমাণ, যেহেতু তাহার দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ, লোকান্তরে গমন ও কর্ম্মফল-ভোগনিমিত্ত পুনঃ ইহলোকে আগমন শ্রুত হইতেছে। বিভু—সর্ব্বব্যাপক, তাহার পক্ষে এইগুলি সম্ভব নহে ॥ ১৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অত্রাণুরিতি পদমূহ্যম্ পরত্র নাণুরিতি পূর্ব্বপক্ষত্বাৎ। পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী। পরমাণুরেবায়ং জীবো ন বিভুঃ। কুতঃ? উৎক্রান্ত্যাদিভ্যঃ। "তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে। তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বান্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ" ইতি। "অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসোবুধো জনাঃ" ইতি। "প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্। তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" ইতি চ বৃহদারণ্যকশ্রুত্যা জীবস্যোৎক্রান্ত্যাদয়ো নিগদিতাঃ। ন চ সর্ব্বগতস্য তস্য তাঃ সম্ভবেয়ুঃ। "অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতাস্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা" ইত্যাদিকা হি স্মৃতিঃ। পরেশস্য তু বিভোরপি গত্যাদিকমচিন্ত্যত্বাৎ ন বিরুদ্ধম্ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রে 'অণু' পদটি ধরিয়া লইতে হইবে, কেননা পরে পূর্ব্বপক্ষী 'নাণুঃ' জীব অণুপরিমাণ নহে বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন; এখানে জীবকে অণু না বলিলে ঐ আপত্তি সঙ্গত হয় না। সূত্রস্থ 'উৎক্রান্তি গত্যাগত্যাদীনাম্' এই পদে ষষ্ঠী বিভক্তি পঞ্চমী অর্থে—ইহা আর্ষপ্রয়োগ। অতএব সূত্রার্থ এই—জীব অণুপরিমাণই, বিভু নহে। কি কারণে? উত্তর—উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি ক্রিয়াবশতঃ। উৎক্রান্তি-বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন—'তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং···শরীরদেশেভ্যঃ' ইতি। প্রসিদ্ধ আছে —মৃত্যুর সময় সেই জীবের হৃদয়ের অগ্রভাগ বিকসিত হয়, সেই বিকসিত পথ দিয়াই জীব নিষ্ক্রান্ত হয়, কিংবা চক্ষুপথে অথবা মস্তক হইতে, হয়ত অন্যান্য প্রদেশ হইতেও নির্গত হয়। লোক-গমন সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন, 'অনন্দা নাম তে···হবুধো জনা' ইতি, যে সকল স্থান আনন্দহীন, ঘোর অন্ধকারে (তমোগুণে) আচ্ছন্ন সেইসব লোকে তত্ত্বজ্ঞানশূন্য মায়াবদ্ধ, বিষয়-ভোগে মত্ত জীবেরা মৃত্যুর পর গমন করে। আবার ইহলোকে আগমন সম্বন্ধেও বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন—এইলোকে জীবদ্দশায় জীব যাহা কিছু কর্ম্ম করে, পরলোকে সেই কর্ম্মফলের ভোগ সমাপ্তির পর তথা হইতে এই মর্ত্ত্যলোকে কর্ম্ম করিবার জন্য পুনরায় আগমন করে। এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিদ্বারা জীবের উৎক্রমণ, পরলোকে গমন ও তথা হইতে পুনরাগমন কথিত হইয়াছে। কিন্তু জীব বিভুপরিমাণ হইলে সর্ব্বব্যাপক তাহার ঐগুলি সম্ভব হইত না। এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি প্রমাণরূপে দেখাইতেছেন —হে ধ্রুব! নিত্যস্বরূপস্বভাব! ভগবন্! জীব যদি অনন্ত অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক ও নিত্য হয়, তবে আপনাতে ও জীবেতে কোনও প্রভেদ না থাকায় আপনি তাহাদের শাস্তা অর্থাৎ নিয়ন্তা এবং জীব শাস্য—নিয়ম্য এই শাস্ত্রীয় নিয়ম হইতে পারে না; কিন্তু জীব অণুপরিমাণ হইলে সেই নিয়মভঙ্গ আর হয় না। কিন্তু পরমেশ্বর বিভু হইলেও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিনিবন্ধন গমনাগমনাদি বিরুদ্ধ হয় না ॥ ১৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উৎক্রান্তীতি। অনন্দাঃ সুখশূন্যাঃ। অবিদ্বাংসস্তত্ত্বজ্ঞানশূন্যাঃ। বুধো বিষয়ভোগপণ্ডিতাঃ। তস্য জীবস্য। তাঃ উৎক্রান্ত্যাদয়ঃ। অপরিমিতা ইতি শ্রীভাগবতে। হে ধ্রুব নিত্যস্বরূপস্বভাব ভগবন্ অপরিমিতা অনন্তা ধ্রুবা নিত্যাশ্চ তনুভৃতো জীবা যদি সর্ব্বগতা বিভবো ভবেয়ুস্তর্হি ভবান্ শাস্তা জীবাঃ শাস্যা ইতি যঃ শাস্ত্রীয়ো নিয়মঃ স ন স্যাৎ তেষাং তব চ মিথঃ সাম্যাৎ। ইতরথা তেষামণুত্বে সতি সোঽনিয়মো ন কিন্তু

নিয়ম এব তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। অত্র বিভুত্বং জীবানাং প্রত্যাখ্যাতম্। পরেশস্তেতি। অচিন্ত্যশক্ত্যা তৎ সিধ্যতীতি ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ—উৎক্রান্তিগত্য ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে 'অনন্দা নাম তে লোকাঃ' ইত্যাদি অনন্দাঃ—আনন্দহীন, সুখশূন্য, অবিদ্বাংসঃ—তত্ত্বজ্ঞান-রহিত, বুধঃ—বিষয়ভোগে পণ্ডিত—মত্ত। 'প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য' ইত্যাদি—তস্য—জীবের। তাঃ সম্ভবেয়ুঃ ইতি—তাঃ—সেই উৎক্রান্তি, গতি, আগতি ক্রিয়া। 'অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতঃ' ইত্যাদি—এই শ্লোকটি শ্রীমদ্‌ভাগবতীয়। 'ধ্রুব নেতরথা' ইতি হে ধ্রুব! হে নিত্যস্বরূপ নিত্যস্বভাব ভগবন্! অপরিমিতাঃ—পরিমাণ শূন্য অর্থাৎ অনন্ত, ধ্রুবাশ্চ এবং নিত্য, তনুভৃতঃ—জীব সকল, যদি সর্ব্বগত অর্থাৎ বিভু পরিমাণ হয়, তাহা হইলে, ন শাস্যতা—শাস্যশাসক ভাব থাকে না অর্থাৎ আপনি জীবের শাস্তা ও জীব শাস্য এই শাস্ত্রীয় নিয়মের ভঙ্গ হয়, যেহেতু তাহাতে আপনার (ভগবানের) ও জীবের পরস্পর সাম্য হয়। ইতরথা—কিন্তু জীবের অণুপরিমাণ বলিলে সেই অনিয়ম হয় না কিন্তু নিয়ম বজায় থাকে। এই শ্লোকে জীবের বিভুত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। 'পরেশস্য তু' ইত্যাদি পরমেশ্বরের কিন্তু অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ সমস্তই সম্ভব ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে জীবের পরিমাণ বিচারিত হইতেছে। মুণ্ডক শ্রুতিতে আছে,—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ" (মুণ্ডক ৩।১।৯) আবার বৃহদারণ্যকে পাই,—"স এষ মহানজ আত্মা" (বৃঃ ৪।৪।২৪-২৫)। এ-স্থলে কেহ সংশয় করেন যে, জীবাত্মা অণুপরিমাণ? অথবা বিভু? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, জীবকে বিভুই বলিব, কারণ গৌতমাদিও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। তবে যদি কেহ বলেন যে, কঠোপনিষদ্ তাহাকে (জীবকে) "অণোরণীয়ান্" (কঠ ১।২।২০) বলিয়াছেন, তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, বুদ্ধিগত অণুত্ব জীবে উপচরিত হইয়া থাকে।

সূত্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি-দর্শনে জীবের অণুত্বই স্বীকার করিতে হইবে। বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও পাই,—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥" (শ্বে—৫।৯) বৃহদারণ্যকেও আছে—"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি।" (বৃঃ ২।১।২০)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতির স্তবেও পাই,—

"অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

অর্থাৎ শ্রুতিগণ কহিলেন,—হে নিত্যস্বরূপ! শরীরধারী জীব-সংখ্যার অন্ত নাই। জীব 'অনন্ত'—এইরূপ শব্দ প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ বলে যে, 'জীব ব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বগত'—এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। কেন না, শাস্ত্রে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, 'জীব' ঈশিতব্য অর্থাৎ শাস্য এবং আপনি 'ঈশ্বর' তাহার শাসক। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে জীব সেবক ও আপনি সেব্য—নিয়ম স্থির থাকে না। সুতরাং জীব ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য বটে অর্থাৎ অণুপরিমাণ। 'সর্ব্বগ' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীব স্ব-স্বরূপে ব্যাপক এবং আপনি সর্ব্বব্যাপক। আপনি অগ্নি বা সূর্য্য সদৃশ, জীব স্ফুলিঙ্গ বা কিরণ-কণস্থলীয় বস্তু। অতএব চিন্ময় স্বরূপ আপনা হইতে উদ্ভূত বলিয়া অর্থাৎ আপনার বিভিন্নাংশরূপে নিত্যকাল আপনাতে অবস্থিত বলিয়া জীবকে স্বতত্ত্ব হইতে বাহির না করিয়া দিয়া আপনার নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যাহারা জীবকে সর্ব্ব-বিষয়ে সমান জ্ঞান করে, তাহাদের মত মতবাদে দূষিত।

আরও পাওয়া যায়,—

"সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো" (ভাঃ ১১।১৬।১১)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥" (গীঃ ১৩।৩৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৬) ॥ ১৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অত্র বিভোরচলতোঽপ্যুৎক্রান্তির্দেহাভিমাননিবৃত্তিমাত্রেণ গ্রামস্বাম্যনিবৃত্তিবৎ কদাচিৎ সংভাব্যেত গত্যাগতী তু নাচলতঃ সম্ভবেতামিত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই অধিকরণে গতিক্রিয়াহীন হইলেও বিভু আত্মার দেহ হইতে উৎক্রমণ দেহাভিমান-নিবৃত্তিমাত্রেই কোন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে যেমন রাজার গ্রামের আধিপত্য নিবৃত্তি দ্বারা রাজত্ব ত্যাগ সঙ্গত হয়, কিন্তু গমনাগমনের উক্তি নিষ্ক্রিয়ের পক্ষে তো সম্ভব হইতেছে না, এই কথাই পরবর্ত্তী সূত্রে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অত্রেতি। বিভোঃ সর্ব্বদেশস্থ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—বিভোরচলত ইতি বিভোঃ—সর্ব্বদেশব্যাপী।

সূত্রম্—স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—'স্বাত্মনা চ'—নিজদ্বারাই অর্থাৎ স্বয়ংই, 'উত্তরয়োঃ'—গতি ও আগতি-কার্য্যে আত্মার সম্বন্ধ আছে, কারণ ক্রিয়া কর্ত্তাতেই থাকে। কথাটি এই—'তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি' এই শ্রুতিতে 'গচ্ছন্তি' ক্রিয়ার অন্বয় 'তে' এই কর্ত্তৃপদের সহিত, অতএব আত্মার গমন এবং 'পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে' এই শ্রুতিদ্বারা আত্মার আগমন বোধিত হইতেছে, সুতরাং আত্মার স্বতঃই গমনাগমন বলিতেই হইবে ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চোঽবধারণে উত্তরয়োর্গত্যাগত্যোঃ স্বাত্মনৈব সম্বন্ধো বাচ্যঃ কর্ত্তৃস্থক্রিয়ত্বাৎ। সত্যোশ্চ তয়োরুৎক্রান্তিরপি দেহপ্রদেশাদেব মন্তব্যা। "তেন প্রদ্যোতেন" ইত্যাদি শ্রবণাৎ। "শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ। গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। যত্তূৎক্রান্ত্যাদিকমুপাধ্যুৎক্রান্ত্যাদিভির্ব্যপদিষ্টমিত্যুচ্যতে তন্মন্দম্। "স যদাস্মাৎ শরীরাৎ সমুৎক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্ব্বৈরুৎক্রামতি" ইতি কৌষীতকীব্রাহ্মণ-

শ্রুতসহশব্দবিরোধাৎ। স হি প্রধানাপ্রধানয়োঃ সমানামেব ক্রিয়াং বোধয়তি, পুত্রেণ সহ পিতা ভুঙ্‌ক্তে ইতিবৎ। বায়ুদৃষ্টান্তে গ্রহিগ্রাহয়োরসামঞ্জস্যাচ্চ। এতেন ঘটাকাশবদজ্ঞদৃষ্ট্যভিপ্রায়মেতদিতি-বালকোলাহলোঽপি নিরস্তঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'চ' শব্দের অর্থ অবধারণ। উত্তরয়োঃ—উৎক্রান্তি-শব্দের পরে নির্দ্দিষ্ট গতি ও আগতির স্বরূপতঃই জীবের সহিত সম্বন্ধ বলিতে হইবে, যেহেতু ক্রিয়া কর্ত্তাতেই থাকে। যদি তাহা হয়, তবে দেহ হইতে উৎক্রমণের উক্তিও স্বরূপতঃ দেহরূপস্থান হইতে বলা উচিত, যেহেতু সে বিষয়ে শ্রুতিও প্রমাণ রহিয়াছে যথা—'তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি'। সেই বিকসিত প্রদেশ দিয়াই এই আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। স্মৃতিবাক্যও সেইরূপ বলিতেছে, যথা—'শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ" ইত্যাদি—আত্মা যে শরীর গ্রহণ করে এবং উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়, তাহা বায়ু যেমন পুষ্পমধ্য হইতে গন্ধ লইয়া যায়, সেইরূপ আত্মা দেহ হইতে প্রাণ-ইন্দ্রিয় লইয়া চলিয়া যায়। তবে-যে কেহ কেহ (অদ্বৈতবাদী) বলেন—জীবের উৎক্রমণ, গমন, আগমন এগুলি উপাধির অর্থাৎ বুদ্ধির উৎক্রমণাদিবোধক ;—ইহা মন্দ কথা। যেহেতু 'স যদাস্মাৎ শরীরাৎ…উৎক্রামতি'—সেই আত্মা যখন এই পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন সে এই সমস্ত প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের সহিত নিষ্ক্রান্ত হয়, এই কৌষীতকীব্রাহ্মণে প্রযুক্ত সহ-শব্দের উক্তি বিরোধ হয়। যেহেতু সহশব্দ প্রধান ও অপ্রধান কর্ত্তা উভয়ের সমান ক্রিয়াই বুঝাইয়া থাকে, যেমন 'পুত্রেণ সহ পিতা ভুঙ্‌ক্তে' বলিলে পুত্র ও পিতা উভয়ের ভোজন বুঝায়, যদি বুদ্ধির উৎক্রমণাদি হয়, তবে ইন্দ্রিয়-প্রাণাদির সহিত আত্মার গতি উক্তি সঙ্গত হয় না, অতএব আত্মারই উৎক্রমণ, গতি, আগতি বুঝিতে হইবে, তদ্‌ভিন্ন বায়ু-দৃষ্টান্তে যে গ্রহ ধাতু আছে এবং গ্রাহ্যগন্ধের কথা আছে, তাহারও অসামঞ্জস্য হয়। ইহার দ্বারা মূর্খ'রা যে কোলাহল করে, যেমন ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে আকাশই থাকে, সেইরূপ দেহেরও নাশ হইলে আত্মার উৎক্রমণ হয় না, আত্মা স্বরূপেই থাকে, কেবল অজ্ঞানবশতঃ মনে হয় আত্মা চলিয়া গিয়াছে, ইহাও খণ্ডিত হইল ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্বাত্মনেতি। শরীরমিতি শ্রীগীতাসু। ঈশ্বরো দেহেন্দ্রিয়-নিয়ন্তা জীবঃ প্রকরণাৎ ঈষ্টে ইতি ব্যুৎপত্তের্দেহাদিস্বামিনি তস্মিন্ সম্ভবাচ্চ। এতানি প্রাণেন্দ্রিয়াণি। আশয়াৎ পুষ্পগর্ভাৎ। যত্বিতি। উপাধিরত্র বুদ্ধি-র্জ্ঞেয়া। স যদেতি। স জীবো যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি নির্গচ্ছতি তদেতৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ সহৈব সমুৎক্রামতীত্যুক্তের্জীবস্য প্রাণাদীনাঞ্চ তুল্যোবোৎক্রান্তিরাগতা তথৈব সহশব্দার্থাৎ। স হি সহশব্দঃ। দৃষ্টান্তেন বিশ-দয়তি পুত্রেণেতি। অন্যদ্বিশদার্থম্ ॥ ১৯ ॥

টীকানুবাদ—'স্বাত্মনেতি' সূত্রের ভাষ্যস্থ 'শরীর মিত্যাদি' শ্লোকটি শ্রীভগবদ্ গীতায়। তাহার অন্তর্গত ঈশ্বরঃ—দেহেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা জীব,—জীবের প্রকরণ হেতু এখানে ঈশ্বর পরমেশ্বর অর্থে নহে। ঈশ্বর শব্দ 'ঈষ্টে' যিনি সংযত করেন, এই অর্থে ঈশ্ ধাতুর বরচ্ প্রত্যয় লভ্য অর্থ দেহাদি-স্বামী জীবাত্মাকেও বুঝাইতে পারে। 'গৃহীত্বৈতানি ইতি' এতানি—প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-সমূহ। ইবাশয়াৎ—আশয়াৎ—পুষ্পের অভ্যন্তর হইতে। 'যত্তূৎক্রান্ত্যাদিক-মুপাধ্যুৎক্রান্ত্যাদিভিরিতি' এখানে উপাধি শব্দের অর্থ বুদ্ধি ধর্ত্তব্য। 'স যদাস্মাৎ শরীরাৎ ইতি'—সঃ—সেই জীব, যখন এই শরীর হইতে নির্গত হয়, তখন এই সকল প্রাণবায়ু ও ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত নির্গত হয়, এই কথা বলায় জীবাত্মার ও প্রাণেন্দ্রিয়সমুদায়ের তুল্যভাবেই উৎক্রমণ জ্ঞাত হইল, যেহেতু সহ শব্দের সেইরূপই অর্থ। 'স হি প্রধানাপ্রধানয়োরিতি' স হি—সেই সহশব্দটি। দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিবৃত করিতেছেন—'পুত্রেণ সহ পিতা ভুঙ্‌ক্তে' এই বাক্য দ্বারা, অপরাংশ বিবৃতই আছে ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্ব সূত্রে যে জীবের উৎক্রান্তি, গতি ও আগতির বিষয় বলা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধেই পুনরায় বলিতেছেন যে, বিভু আত্মা অচল অর্থাৎ ক্রিয়াহীন হইলেও দেহাভিমান নিবৃত্তিমাত্র রাজার গ্রামাধি-পত্যের নিবৃত্তির ন্যায় দেহ হইতে উৎক্রমণ কথঞ্চিৎ সম্ভব হইলেও নিষ্ক্রিয় বস্তুর গতি ও আগতি সম্ভব হয় না। সেই সম্বন্ধেই সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, গতি ও আগতি কার্য্য জীবাত্মার সহিতই সম্বন্ধ-যুক্ত জানিতে হইবে। বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়, "তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্য-বিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ (বৃঃ ৪।৪।১১) পুনরায় পাওয়া যায়,—"তস্মাল্লোকাৎ

পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণ ইতি" (বৃঃ ৪।৪।৬)। ইহাতে জীবাত্মার গমনাগমনের কর্ত্তৃত্ব স্পষ্টই দেখা যায়। জীবের উৎক্রমণ-বিষয়েও শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ ভাষ্যে প্রদত্ত আছে। কৌষীতক্যুপনিষদেও আছে—"স যদা অস্মাৎ শরীরাদুৎক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্ব্বৈরুৎক্রামতি" (কৌঃ ৩।৪)। যদি অজ্ঞলোক বলে যে, ঘট ভঙ্গে যেমন আকাশই থাকে, সেইরূপ উপাধি-ত্যাগই উৎক্রান্তি, তাহা মূর্খের কোলাহল বলিয়া ভাষ্যকার নিরাকরণ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্।
ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্ ॥" (ভাঃ ৩।৩১।৪৩)

অর্থাৎ শ্রীকপিলদেব বলিলেন—পুরুষ আত্মা, উপাধিস্বরূপ লিঙ্গশরীর সহ এক লোক হইতে অন্য লোকে গমন পূর্ব্বক নিরন্তর কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। তথাপি পুনরায় সেই কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হয়। এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—"লিঙ্গ শরীর লইয়া মর্ত্যলোক হইতে স্বর্গ-নরকাদি ভ্রমণ করে। উপাধিগমনেই উপহিত জীবের গমন সম্ভব হয়। লিঙ্গদেহদ্বারাই জীব কর্ম্ম করে এবং লিঙ্গদেহদ্বারাই ভোগ করে।"

আরও পাই,—

"মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে ॥"

(ভাঃ ১১।২২।৩৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮) ॥ ১৯ ॥

সূত্রম্—নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করিতেছেন—জীব অণুপরিমাণ নহে, 'অতচ্ছ্রুতেঃ'—অণুপরিমাণ বলিয়া শ্রুত হইতেছে না, বরং মহৎ পরিমাণ বলিয়াই শ্রুত আছেন, 'ইতি চেৎ'—এই যদি বল, 'ন'—তাহা নহে। কারণ কি? উত্তর—'ইতরাধিকারাৎ'—জীবেতর পরমাত্মাধিকারে মহৎ পরিমাণই যেহেতু শ্রুত হইতেছে ॥ ২০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ননু নাণুর্জীবঃ, বৃহদারণ্যকে "স বা এষ মহানজ আত্মা" ইতি তদ্বিপরীতস্য মহৎপরিমাণস্য শ্রুতত্বাদিতি চেন্ন। কুতঃ? ইতরেতি। তত্রেতরস্য পরমাত্মনোঽধিকারাৎ। যদ্যপি "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইতি জীবস্যোপক্রমস্তথাপি "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" ইতি মধ্যে জীবেতরং পরেশমধিকৃত্য মহত্ত্বপ্রতিপাদনাৎ তস্যৈব তত্ত্বং ন জীবস্যেতি ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি—জীব পরমাণু পরিমাণ নহেন, যেহেতু বৃহদারণ্যকে 'স এষ মহানজ আত্মা' সেই এই আত্মা মহৎপরিমাণ ও নিত্য, এই অণু-বিপরীত মহৎ পরিমাণের কথা যেহেতু শ্রুত হইতেছে, এই যদি বল, তাহা বলিতে পার না। কি হেতু? 'ইতরাধিকারাৎ'—সে-স্থলে আত্মন্ শব্দে পরমাত্মার কথাই অধিকৃত আছে, জীবাত্মার নহে; অতএব জীবাত্মা অণু-পরিমাণই। যদিও বৃহদারণ্যকে—'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু' যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময় এইরূপে জীবের কথাই আরম্ভ করা হইয়াছে (অতএব 'মহানজ আত্মা' এই শ্রুত্যুক্ত আত্মা জীবাত্মপর বলিব) তাহা হইলেও 'যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা' যাঁহার জ্ঞানে জীবাত্মা জ্ঞানী হন, এই কথা মধ্যে পঠিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত আত্মা পরমেশ্বররূপে গ্রাহ্য অতএব জীব-ভিন্ন পরমেশ্বরকে অধিকার করিয়া তাঁহার মহত্ত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় সেই পরমেশ্বরই মহৎ-পরিমাণ, জীব নহে ॥ ২০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নাণুরিতি। তদ্বিপরীতস্যাণুপরিমাণেতরস্য। যস্যেতি। যস্যোপাসকস্য। প্রতিবুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞ আত্মা হরিরনুবিত্তো জ্ঞাতো ভবতি তস্য স উ প্রসিদ্ধো হরির্লোক এব লোকো ভবতীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তত্ত্বং মহত্ত্বম্ ॥২০॥

টীকানুবাদ—নাণুরিতি সূত্রের ভাষ্যে 'তদ্বিপরীতস্য ইতি'—অণুপরিমাণ-ভিন্নের। 'যস্যানুবিত্তঃ' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—যে উপাসকের সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ আত্মা শ্রীহরি জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে প্রসিদ্ধ সেই হরি লোকস্বরূপ হন, ইহা পরবর্ত্তী অংশের সহিত অন্বিত। 'তত্ত্বং ন জীবস্য' ইতি তত্ত্বং—মহত্ত্ব ॥ ২০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, জীবকে শ্রুতি মহৎ পরিমাণ বলিয়াছেন, সুতরাং জীবকে অণু বলা যায় না। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে,—না, পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐকথা ঠিক নহে, কারণ বৃহদারণ্যক শ্রুতি যে মহৎ পরিমাণের কথা বলিয়াছেন, উহা জীবাত্মাকে অধিকার করিয়া নহে, উহা অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে অধিকার করিয়াই বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—"স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ।" (বৃঃ ৪।৪।২২) আবার ঐ প্রকরণের মধ্যেই পাওয়া যায়,—"বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ"। (বৃঃ৪।৪।২০) পুনশ্চ—"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।" (বৃঃ ৪।৪।২১)। সুতরাং ঐ মহান্ পদ জীবাত্মপর না বুঝিয়া পরমাত্মপরই বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" (ভাঃ ১১।১৬।১১)
>
> "একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
> বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥" (ভাঃ ১১।১১।৪)

শ্রীমদ্ভাগবতের—"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে"। (ভাঃ ১।৭।৬) শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—"ঈশঃ স্বতন্ত্রশ্চিৎসিন্ধুঃ সর্ব্বব্যাপ্যেক এব হি। জীবোঽধীনশ্চিৎকণোঽপি স্বোপাধির্ব্যাপিশক্তিকঃ। অনেকোঽবিদ্যয়োপাত্তস্ত্যক্তাবিদ্যোঽপি কর্হিচিৎ। মায়াত্বচিৎপ্রধানক্ষাবিদ্যাবিদ্যেতি সা ত্রিধা।" ॥ ২০ ॥

সূত্রম্—স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—'স্ব-শব্দ'—অণুত্ববাচক শব্দ ও 'উন্মান' পরমাণুতুল্যতা (কোন বস্তু দেখাইয়া তাহার পরিমাণ) এই দুইটি দ্বারাও জীবের পরমাণুতুল্যতা ॥ ২১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স্ব-শব্দোঽণুত্ববাচী শব্দঃ শ্রূয়তে "এষোঽণু-রাত্মা" ইতি। তথোন্মানঞ্চ পরমাণুতুল্যম্ বস্তু নিদর্শ্য তন্মানত্বং জীবস্যোচ্যতে। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে" ইতি শ্বেতাশ্বতরৈঃ। তাভ্যামণুরেব সঃ। আনন্ত্যশব্দো মুক্ত্যভিধায়ী। অন্তো মরণং তদ্রাহিত্যমানন্ত্যমিত্যর্থাৎ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—স্ব-শব্দ অর্থাৎ অণুত্ববাচক শব্দ যে শ্রুত হইতেছে যথা—'এষোঽণুরাত্মা' ইতি এই জীবাত্মা অণুপরিমাণ; ইহা দ্বারা এবং উন্মানদ্বারা অর্থাৎ পরমাণু সদৃশাকার কোন বস্তু নিদর্শন করিয়া (দৃষ্টান্তরূপে দেখাইয়া) তাহার পরিমাণ সদৃশ পরিমাণ জীবের এই উক্তি দ্বারাও জীবের অণুপরিমাণ বুঝা যায়। সেই নিদর্শনবাক্য যথা—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎপাঠকরা বলেন—একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া পুনশ্চ তাহাকে শতধা বিভক্ত করিলে যে পরিমাণ হয়, জীব সেই ভাগবিশিষ্ট; তাহা অনন্ত অর্থাৎ নাশহীন বলিয়া কল্পিত। সেই দুই প্রমাণে জীব 'অণু' বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এস্থলে আনন্ত্য-শব্দ মুক্তির অভিধায়ক। মৃত্যুরাহিত্যই আনন্ত্য শব্দের অর্থ ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্বশব্দেতি। উন্মানমিতি। উদ্ধৃত্য মানমুন্মানম্। এতদেব বিশদয়তি পরমাণুতুল্যমিতি ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ—স্বশব্দেত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে উন্মানমিতি—তুলিয়া (ওজন করিয়া) পরিমাণ করার নাম উন্মান। ইহাই বিশদ করিতেছেন,—পরমাণুতুল্যমিতি—ফলতঃ পরমাণুতুল্য পরিমাণ ॥ ২১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—স্ব-শব্দ অর্থাৎ অণুবাচক শব্দ দ্বারা এবং উন্মান অর্থাৎ পরমাণুতুল্য কোন বস্তুর সদৃশ পরিমাণ কথনের দ্বারা জীবকে অণুপরিমাণ অবগত হইতে হইবে। মুণ্ডকে আছে, "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ" (মুঃ ৩।১।৯) এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পাওয়া যায়,—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ"। (শ্বেঃ ৫।৯)। তবে যদি বলা যায়, অনন্ত শব্দের

উল্লেখ কেন? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলেন,—ইহা মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। আনন্ত্য-শব্দের অর্থ মরণরাহিত্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো" (ভাঃ ১১।১৬।১১)

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"চিৎকণ জীব, কিরণকণসম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥
জীব, ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম;
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে, স্ফুলিঙ্গের কণ ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮ পঃ) ॥ ২১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বণোরেকদেশস্থস্য সকলদেহগতোপলব্ধির্বিরুধ্যেতেতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে—যদি জীব পরমাণুতুল্য পরিমাণ হয়, তবে একাংশেস্থিত আত্মার সকল দেহে উপলব্ধি বিরুদ্ধ হইবে, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। জীবস্যাণুত্বে গঙ্গাম্বুনিমগ্নসর্ব্বশরীরব্যাপিশৈত্যোপলব্ধির্বিরুদ্ধেতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—জীব অণুপরিমাণ হইলে গঙ্গাজলে অবগাহী ব্যক্তির সর্ব্বশরীর-ব্যাপিনী শৈত্যানুভূতি বিরুদ্ধ হয়, এই যদি বল, তবে তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন—

জীবের সর্ব্বদেহব্যাপিত্ব

সূত্রম্—অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ—হরিচন্দনের মত একাংশে স্থিত আত্মার সকল দেহে উপলব্ধি বিরুদ্ধ হইবে না ॥ ২২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—একদেশস্থস্যাপি হরিচন্দনবিন্দোঃ সকল-দেহাহ্লাদবদনুভূতস্যাপি তস্য সা ন বিরুধ্যত ইত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ—"অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষঃ" ইতি ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—একবিন্দু হরিচন্দন শরীরের একদেশে লিপ্ত হইলেও যেমন তাহা শরীরের সমস্ত অংশের আনন্দ জন্মাইয়া দেয়, সেইরূপ অণু-পরিমাণ হইলেও জীবাত্মার সর্ব্বশরীরে উপলব্ধি বিরুদ্ধ হয় না, এ-কথা স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—হরিচন্দনবিন্দু যেমন একস্থানে অবস্থিত হইয়াও সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবও অণুপরিমাণ হইয়াও একস্থানে অবস্থান করিয়াও সর্ব্বদেহব্যাপক হয় ॥ ২২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অবিরোধ ইতি। সা উপলব্ধিঃ। স্মৃতিশ্চেতি ব্রহ্মাণ্ডোক্তিঃ। বিপ্রুষঃ কণাঃ ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ—অবিরোধ ইত্যাদি সূত্র ভাষ্যান্তর্গত। সা ন বিরুধ্যতে। ইতি সা—সেই উপলব্ধি। স্মৃতিশ্চ 'অণুমাত্রোঽপ্যয়ং' ইত্যাদি শ্লোকটি ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে উক্ত। হরিচন্দনবিপ্রুষ ইতি বিপ্রুষঃ—কণাগুলি ॥ ২২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, জীব অণুপরিমাণ হইলে তাহার সর্ব্বশরীরে উপলব্ধি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—হরিচন্দনের ন্যায় অবিরোধ বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় বলেন,—হরিচন্দনবিন্দু যেরূপ একদেশে অবস্থান করিয়া সর্ব্ব শরীরের আনন্দ-প্রদ হয়, সেইরূপ জীবেরও একদেশে থাকিয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপকত্বলাভ বিরুদ্ধ হয় না।

"সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" (ভাঃ ১১।১৬।১১) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" ইতি "আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" ইত্যাদি শ্রুতিঃ। অত্র জীবস্য পরমাণুপ্রমাণত্বেঽপি সম্পূর্ণদেহব্যাপিশক্তিমত্ত্বং জতু-জটিতস্য মহামণের্মহৌষধিখণ্ডস্য চ শিরসি ধৃতস্য পূর্ণদেহপুষ্টিকরিষ্ণুশক্তিত্বমিব ন বিরুদ্ধম্" ॥ ২২ ॥

সূত্রম্—**অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥২৩॥**

সূত্রার্থ—আপত্তি এই—চন্দনবিন্দুর শরীরের একাংশে তিলকাদিরূপে অবস্থান প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, কিন্তু জীবের তো তাহা নহে, এই 'অবস্থিতিবৈশেষ্যাদ্' চন্দনদৃষ্টান্তেরও বৈষম্য হইতেছে, এই যদি বল, তাহা নহে; 'অভ্যুপগমাৎ' চন্দনের মত জীবও শরীরের একাংশে অবস্থান বিশেষ করে, যেহেতু ইহা স্বীকৃত আছে। সেই দেশটি হইতেছে—'হৃদি হি' হৃদয়, তাহাতে জীব থাকে ॥ ২৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ননু তদ্বিন্দোঃ শরীরৈকদেশেঽবস্থিতিবিশেষঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধো ন তু জীবস্য। ন চানুমেয়োঽসৌ খাদিদৃষ্টান্তেন বিপরীতানুমানস্যাপি সম্ভবাদতো বিষমো দৃষ্টান্ত ইতি চেন্ন। কুতঃ? অভীতি। তদ্বৎ জীবস্যাপি তদেকদেশে তদ্বিশেষস্বীকারাদিত্যর্থঃ। ননু কোঽসৌ দেশো যত্র জীবস্তিষ্ঠতীতি চেৎ তত্রাহ হৃদি হীতি। "হৃদি হ্যেষ আত্মা" ইতি ষট্‌প্রশ্নীশ্রুতেরেবেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই—চন্দনবিন্দুর শরীরের একাংশে অবস্থিতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্তু জীবের অবস্থিতিবিশেষ তো প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। যদি বল, ইহা অনুমান করিব, যথা—'জীবঃ শরীরৈকদেশস্থিতঃ অণুপরিমাণত্বাৎ চন্দনবৎ' তাহাও নহে, ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত আকাশাদি দ্বারা বিপরীত অনুমানও সম্ভব; যথা 'জীবো নিষ্প্রদেশো বিভুত্বাৎ আকাশাদিবৎ' অতএব দৃষ্টান্ত-বৈষম্য হইতেছে, এই যদি বল, তাহাও নহে, কি কারণে? 'অভ্যুপগমাৎ' অর্থাৎ যেহেতু হরিচন্দনের মত জীবাত্মারও শরীরের একদেশে অবস্থান বিশেষ স্বীকৃত আছে, এইজন্য। প্রশ্ন—ঐ স্থানটি শরীরের কোন অংশ, যেখানে জীব অবস্থান করে, এই যদি বল, তদুত্তরে বলিতেছেন—'হৃদি হি' হৃদয়ে তাহার অবস্থান। অর্থাৎ ষট্‌প্রশ্নী শ্রুতি বলিতেছেন—'হৃদি হ্যেষ আত্মা' এই আত্মা হৃদয়ে থাকে, এই হেতু ॥ ২৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দৃষ্টান্তবৈষম্যমাশঙ্ক্য পরিহরতি অবস্থিতীতি। অসৌ দৈহিকদেশোঽনুমাতুং ন শক্যঃ। তত্র হেতুঃ খাদীতি। জীবো নিষ্প্রদেশো বিভুত্বাৎ খাদিবদিত্যনুমানসত্ত্বাৎ। নিরস্যতি নাভ্যুপেতি। তদ্বিশেষোঽব-

স্থিতিবিশেষঃ। দেহমধ্যং হৃদাক্রম্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াধ্যক্ষেণ মনসা সহিতো জীবস্তিষ্ঠতীত্যেবংলক্ষণঃ। বক্ষসি ললাটে বা তদ্বিন্দোঃ পিণ্ডাকারেণ যথাবস্থিতিরিতি বোধ্যম্ ॥ ২৩ ॥

টীকানুবাদ—সূত্রকার পূর্ব্বপক্ষীর উদ্ভাবিত দৃষ্টান্ত-বৈষম্য আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন—'অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিত্যাদি'—আত্মার দেহ মধ্যে অবস্থান-দেশ অনুমান করিতে পারা যাইবে না; সে-বিষয়ে কারণ—যেহেতু আকাশাদি দৃষ্টান্ত ধরিয়া উহার বিপরীত অনুমানও সম্ভব হয়, যথা "জীবো নিষ্প্রদেশো বিভুত্বাৎ খাদিবৎ" এইরূপ অনুমান হইতে পারে। সূত্রকার ঐ আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন—'ন, অভ্যুপগমাৎ' তাহা নহে; দেহের মধ্যে স্থিতিবিশেষ স্বীকৃতই আছে। 'তদ্বিশেষাঙ্গীকারাৎ' ইতি তদ্বিশেষঃ—অর্থাৎ অবস্থিতি-বিশেষ। তাহা কি প্রকার? দেহের মধ্যস্থিত হৃদয়কে অধিকার করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালক মনের সহিত জীব অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থান বক্ষোদেশে অথবা ললাটে পিণ্ডাকারে চন্দন বিন্দুর যেমন চর্চা হয়, সেইরূপ জানিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এ-স্থলে সূত্রকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর দৃষ্টান্ত-বৈষম্য আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার পূর্ব্বক বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অবস্থিতির বৈষম্য হেতু চন্দন দৃষ্টান্তের স্থানাভাব হইতেছে; এই যদি পূর্ব্বপক্ষী বলে, তাহাও বলিতে পারা যায় না, কারণ জীবেরও হৃদয়ে অবস্থিতি স্বীকৃত আছে। প্রশ্নোপনিষদে পাওয়া যায়,—"হৃদি হ্যেষ আত্মা" (প্রঃ ৩।৬) এবং ছান্দোগ্যেও আছে,—"স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়মিতি" (ছাঃ ৮।৩।৩)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতী-
র্জীবস্য মায়ারচিতস্য নিত্যাঃ।
আবির্হিতাঃ ক্বাপি তিরোহিতাশ্চ
শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ ॥" (ভাঃ ৫।১১।১২)

শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,—"অবস্থাত্রয়সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা তত্ত্বমিত্যর্থঃ। ক্ষেত্রজ্ঞো হি দ্বিবিধঃ—ত্বংপদার্থো জীবঃ, তৎপদার্থ ঈশ্বরশ্চ।"

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ ॥" (গীঃ ১৩।১)

এই শ্লোকের টীকায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"শরীরাত্মবাদী তু ক্ষেত্রজ্ঞো ন,—ক্ষেত্রত্বেন তজ্জ্ঞানাভাবাৎ।" ॥ ২৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—সিদ্ধায়াং চাণুতায়ামিত্থমপ্যবিরোধঃ স্যাদিতি মুখ্যং মতমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—জীবের অণুপরিমাণ সিদ্ধ হইলেও এইরূপে দেহব্যাপিত্বের অবিরোধ হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে মুখ্য সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—

সূত্রম্—গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—বা—অথবা 'আলোকবৎ'—সূর্য্য প্রভার মত জীবদেহের একদেশে থাকিয়াও প্রকাশকত্ব গুণ দ্বারা সমস্ত শরীরকে ব্যাপিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অণুরপি জীবশ্চেতয়িতৃত্বলক্ষণেন চিদ্গুণেন নিখিলদেহব্যাপী স্যাৎ আলোকবৎ। যথা সূর্য্যাদিরালোক একদেশস্থোঽপি প্রভয়া কৃৎস্নং খগোলং ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ। আহ চৈবং ভগবান্। "যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত" ইতি। ন চ সূর্য্যাৎ বিশীর্ণাঃ পরমাণবঃ সূর্য্যপ্রভেতি বাচ্যম্। তথা সতি তস্য হ্রাসপ্রসঙ্গাৎ। পদ্মরাগাদিমণয়োঽপি প্রভয়া নিজপরিসরান্ রঞ্জয়ন্তো দৃষ্টাঃ। ন চ তেভ্যঃ পরমাণবশ্চ্যবন্তে ইতি শক্যং বক্তুম্ অত্যন্তাসম্ভবাৎ উন্মানহান্যাপত্তেশ্চ। ইত্থঞ্চ গুণ এব প্রভা ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জীব অণুপরিমাণ হইলেও চেতনা-সম্পাদকস্বরূপ চিদ্গুণের দ্বারা সমস্ত দেহব্যাপী হইবে, আলোকের মত। অর্থাৎ যেমন সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ আকাশের একদেশে থাকিয়াও নিজ প্রভা দ্বারা সমস্ত

আকাশমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করে, সেই প্রকার। এই কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন—যথা 'প্রকাশয়ত্যেকঃ···প্রকাশয়তি ভারত' হে ভরতকুলপ্রদীপ অর্জ্জুন! যেমন একই সূর্য্য (প্রভা দ্বারা) এই সমগ্র জগৎকে আলোকিত করে, সেইপ্রকার ক্ষেত্রজ্ঞ জীব সমগ্র ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহকে চৈতন্যময় করিতেছে। যদি বল, সূর্য্য-দৃষ্টান্ত এখানে সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ সূর্য্য একটি অবয়বী পদার্থ, তাহার প্রভা পরমাণু স্বরূপ, তাহারা সূর্য্য হইতে চ্যুত হইয়া জগতে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু জীব অণু-পরিমাণ, তাহার অংশ নাই যে সর্ব্ব শরীরে ছড়াইয়া পড়িয়া চৈতন্যময় করিবে, এ-কথাও বলিতে পার না; যেহেতু সূর্য্যপ্রভা সূর্য্যের পরমাণুস্বরূপ নহে, তাহা হইলে সূর্য্য ক্ষীণ হইয়া যাইত। এইরূপ পদ্মরাগাদিমণিও প্রভা দ্বারা নিজ সমীপস্থিত স্থানগুলি আলোকিত করে দেখা যায়, কিন্তু তাহাদিগ হইতে পরমাণু ক্ষরিত হয়, এ-কথা বলিতে পারা যায় না; কেননা ইহা অত্যন্ত অসম্ভব, যদি তাহা হইত, তবে ওজনে পরিমাণ কমিয়া যাইত। অতএব এই প্রকারে প্রভা পরমাণু হইতে পারে না; উহা গুণ-বিশেষ ॥ ২৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—গুণাদিতি। চিদ্গুণেন জীবধর্ম্মেণ। যথেতি শ্রীগীতাসু। ক্ষেত্রী জীবঃ। ন চেতি। তস্য-সূর্য্যস্য। নিজেতি স্বনিকটভূদেশানিত্যর্থঃ। তেভ্যঃ পদ্মরাগাদিভ্যঃ। অত্যন্তেতি। পদ্মরাগাদীনাং পরমাণুক্ষরণাত্যন্তানুপপত্তেঃ সতি চ তৎক্ষরণে তেষাং ন্যূনপরিমাণতাপত্তেশ্চেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকানুবাদ—'গুণাদ্বা' ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে চিদ্ গুণেন—অর্থাৎ—জীব-ধর্ম্মদ্বারা, 'যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ' ইত্যাদি শ্লোক শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায়। ক্ষেত্রী—জীবাত্মা। 'ন চ সূর্য্যাদ্ বিশীর্ণা' ইত্যাদি। তথা সতি তস্য—তাহা হইলে তাহার—সূর্য্যের। নিজ পরিসরান্ ইতি—নিজের নিকটস্থিত স্থানগুলি এই অর্থ। ন চ তেভ্যঃ ইতি—তেভ্যঃ পদ্মরাগাদি হইতে, অত্যন্তাসম্ভবাৎ ইতি—পদ্মরাগাদি হইতে পরমাণু-ক্ষরণ অত্যন্ত অসম্ভব এইজন্য। আর যদি পরমাণু ক্ষরণই হয় বল, তবে তাহাদের পরিমাণ কমিয়া যাইত ॥ ২৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার জীবের অণুপরিমাণত্ব সিদ্ধ—এইরূপ বিচার পূর্ব্ব-সূত্রে দেখাইয়াও বর্ত্তমান সূত্রে পুনরায় তাহা দৃঢ় করিয়া অন্য দৃষ্টান্ত

দ্বারা বলিতেছেন যে, জীব স্বীয়গুণে আলোকের ন্যায় শরীরব্যাপী হইয়া থাকে। ভাষ্যকার সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারাও ইহা বুঝাইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "বুধ্যতে স্বেন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদ্গতঃ।
> লক্ষ্যতে স্থূলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোঽর্কবৎ ॥" (ভাঃ ১১।৭।৫১)

শ্রীগীতায় পাই,—

> "যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
> ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥" (গীঃ ১৩।৩৩)

এই শ্লোকের টীকায় ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু লিখিয়াছেন—"দেহ-ধর্ম্মেণালিপ্ত এবাত্মা স্বধর্ম্মেণ দেহং পুষ্ণাতীত্যাহ,—যথেতি। যথৈকো রবিরিমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি প্রভয়া, তথৈকঃ ক্ষেত্রী জীবঃ কৃৎস্নমাপাদমস্তকমিদং ক্ষেত্রং দেহং প্রকাশয়তি চেতয়তি চেতনয়েত্যেবমাহ সূত্রকারঃ,—(স্বয়ং বলদেব) "গুণাদ্বালোকবৎ" ইতি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

> "অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
> তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥"
> (চৈঃ চঃ আদি ২।১৯) ॥ ২৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—গুণস্য গুণ্যতিরিক্তে দেশে বৃত্তিরুক্তা। তাং দৃষ্টান্তেন বোধয়তি।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—গুণ যে গুণিভিন্ন দেশে থাকে, ইহা বলা আছে, সেই স্থিতিকে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন—

সূত্রম্—ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—'ব্যতিরেকঃ'—আশ্রয়ব্যতিরিক্ত-স্থলে, 'গন্ধবৎ'—যেমন গন্ধাদি প্রসর্পিত হয়, সেই প্রকার জীবের চেতয়িতৃত্ব গুণ হৃদয়ব্যতিরিক্ত-স্থলে প্রসর্পিত হয়। 'তথাহি দর্শয়তি'—কৌষীতকী উপনিষৎ সেই প্রকার দেখাইতেছেন—'প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্যেত্যাদি' আত্মা চেতয়িতৃত্বগুণে সমস্ত শরীরকে আক্রমণ করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যথা কুসুমাদিগুণস্য গন্ধস্য গুণিব্যতিরিক্তেঽপি প্রদেশে বৃত্তির্ভবেদেবং চেতয়িতৃত্বস্য জীবগুণস্য তৎপ্রদেশে হৃদ্ব্যতিরিক্তে শিরোঽঙ্ঘ্র্যাদৌ বৃত্তিঃ স্যাৎ। তথাহি দর্শয়তি। "প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য" ইতি কৌষীতক্যুপনিষৎ। গন্ধঃ খলু দূরং প্রসর্পন্নপি স্বাশ্রয়াৎ ন ভিদ্যতে মণিপ্রভাবৎ। উপলভ্যাপ্সু চেদ্গন্ধং কেচিদ্‌ব্রূয়ুরনৈপুণাঃ। পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপো বায়ুঞ্চ সংশ্রিতমিতিস্মৃতেঃ॥ ২৫॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন পুষ্পাদির গুণ—গন্ধের গুণবান্ দ্রব্য (পুষ্পাদি)-ভিন্নস্থলেও অবস্থিতি হয়, এই প্রকার জীবের চেতয়িতৃত্ব গুণও হৃদয়ভিন্ন মস্তক-চরণাদি অংশেও বর্ত্তমান হইবে। সেইপ্রকার কৌষীতকী উপনিষৎ জানাইতেছেন যথা—'প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য' ইতি—চেতয়িতৃত্ব গুণের দ্বারা সমস্ত শরীরকে আক্রমণ করিয়া জীব থাকে। মণিপ্রভা যেমন দূরে ছড়াইয়া পড়িলেও মণি হইতে পৃথক্ থাকে না, সেইপ্রকার কুসুমাদির গন্ধ দূরপ্রসারী হইলেও নিজ আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হয় না। জলে গন্ধের উপলব্ধি করিয়া যদি কোন কোনও অজ্ঞব্যক্তি উহা সলিলের গুণ বলে, তাহা হইলেও কিন্তু পৃথিবীর সেই গন্ধগুণ জানিবে, তবে জল ও বায়ুকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া এইরূপ প্রতীত হইতেছে, এই স্মৃতিবাক্য থাকায়॥ ২৫॥

সূক্ষ্মা টীকা—ব্যতিরেক ইতি। প্রজ্ঞয়েতি। অত্রাত্মজ্ঞানয়োঃ কর্ত্তৃকরণভাবেন প্রত্যয়ঃ স্ফুটঃ। স্বাশ্রয়াৎ ন ভিদ্যতে তত এবং তৎপ্রভাবাদিতি ভাবঃ। উপলভ্যেতি বাদরায়ণবাক্যং স্ফুটার্থম্। আত্মনো ধর্ম্মভূতজ্ঞানস্য ভেদাভাবেঽপি বিশেষহেতুকভেদকার্য্যসত্ত্বাৎ ন তস্যাণুত্বক্ষতিরিত্যাহুঃ। এবমন্যত্র চ বোধ্যম্॥ ২৫॥

টীকানুবাদ—ব্যতিরেক ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে—'প্রজ্ঞয়া' ইত্যাদি, এই কৌষীতকী উপনিষদে আত্মাকে কর্ত্তৃরূপে ও প্রজ্ঞাকে করণরূপে জ্ঞান হইতেছে, ইহা স্পষ্টই। 'স্বাশ্রয়াৎ ন ভিদ্যতে' ইহার ভাবার্থ এই যে, তাহা হইতে পৃথক্ হইতেছে না, ইহা গুণীর প্রভাববশতঃ। উপলভ্যেত্যাদি বাদরায়ণের (বেদব্যাসের) উক্তি। ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। আত্মার ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞানের আত্মার সহিত পার্থক্য না থাকিলেও বৈশেষ্যবশতঃ ভেদকার্য্য

হয়, সেজন্য জীবের অণুত্ব-সম্বন্ধে কোন হানি নাই ; এই কথা বলিয়া থাকেন। এইরূপ অন্য স্থলেও জানিবে ॥ ২৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—গুণসমূহ যে গুণী হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে গিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ব্যতিরেক অর্থাৎ যে-স্থলে গুণী থাকে না, সে-স্থলেও গুণ থাকিতে পারে, যেমন—যে-স্থলে পুষ্প নাই, সে-স্থলেও পুষ্পের গুণ গন্ধ অনুভূত হয়, সেই প্রকার জীবের চেতয়িতৃত্ব-গুণও জীবের আধার হৃদয় হইতে অতিরিক্ত স্থানে অর্থাৎ মস্তক-চরণাদিতেও অবস্থিত হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে কৌষীতকী উপনিষদেও পাওয়া যায়,—"প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য শরীরের সুখ-দুঃখে আপ্নোতি"—ইত্যাদি (কৌঃ ৩।৬)। ছান্দোগ্যেও পাওয়া যায়,—"ভগব আত্মানং পশ্যাব আলোমভ্য আনখেভ্যঃ প্রতিরূপমিতি" (ছাঃ৮।৮।১)।

আচার্য্য শ্রীরামানুজও বলেন যে, "যেরূপ পৃথিবীর গুণ গন্ধ পৃথিবী-ব্যতিরিক্ত অন্যস্থানেও অনুভূত হয়, সেইরূপ জ্ঞাতৃস্বরূপ আত্মার গুণ—জ্ঞান আত্মস্থান হইতে ব্যতিরিক্ত সকল দেহেও অনুভূত হয়।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"য এবং সন্তমাত্মানমাত্মস্থং বেদ পুরুষঃ।
নাজ্যতে প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ স ময়ি স্থিতঃ॥" (ভাঃ৪।২০।৮)

অর্থাৎ যে পুরুষ (জীব) দেহস্থ আত্মাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবগত আছেন, দেহস্থিত হইয়াও তিনি দেহের গুণের দ্বারা লিপ্ত হন না, তিনি আমাতেই (পরমেশ্বরেই) অবস্থিত আছেন॥ ২৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এষ হি দ্রষ্টেত্যাদৌ সংশয়ঃ। জীবস্য ধর্ম্মভূতং জ্ঞানমনিত্যং নিত্যং বেতি। পাষাণকল্পে জীবে মনসা সংযুক্তে জ্ঞানমুৎপদ্যতে। সুখমহমিত্যাদিশ্রুতেঃ। জ্ঞানত্বং তস্য জ্ঞানসম্বন্ধাৎ বোধ্যম্। বহ্নিত্বমিব বহ্নিসম্বন্ধাদয়সঃ। যদি জ্ঞানং নিত্যং তর্হি সুষুপ্ত্যাদৌ তৎ স্যাৎ করণব্যর্থতা চেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা' ইত্যাদি শ্রুতিকে বিষয় করিয়া সংশয় হইতেছে—নিত্য জীবের ধর্ম্ম অর্থাৎ গুণ—জ্ঞান নিত্য

অথবা অনিত্য ? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী মীমাংসা করেন—জীবাত্মা পাষাণের মত একত্র স্থির নিষ্ক্রিয়, যখন তাহার মনের সহিত সংযোগ হয় তখন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, 'সুখমহমস্বাপ্সম্' আমি সুখে ঘুমাইয়াছি—এই প্রতীতি যখন মন পুরীতৎ নাড়ী হইতে ফিরিয়া আসে, তখনই হয়। অতএব জ্ঞান অনিত্য, ইহা ঐ শ্রুতি বলিতেছেন। তবে যে আত্মার জ্ঞানত্ব অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপতা বলা হয়, উহা জ্ঞান-সম্বন্ধ থাকায়, ইহা বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত এই—যেমন লৌহ বহ্নিস্বরূপ না হইলেও বহ্নির সংযোগে তাহার বহ্নি-স্বরূপতা সেইরূপ। যদি জ্ঞান নিত্য হইত, তবে সুষুপ্তিকালেও জ্ঞান থাকিত, শুধু ইহাই নহে, মনের সহিত সংযোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এ-কথায় মনের করণতাও ব্যর্থ হয়, যেহেতু নিত্য বস্তুর উৎপত্তির অভাবে করণ প্রয়োজন হয় না, এই পূর্ব্বপক্ষীর মীমাংসার উপর সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্রাণুত্বমহত্ত্ববাক্যয়োরেকত্র বিরোধে মহত্ত্বং ব্রহ্মগতং ব্যবস্থাপ্যাণুত্বং জীবস্য প্রতিপাদিতমিতি যথা তয়োর্বিরোধঃপরিহৃতস্তথেহ ধর্ম্মভূতজ্ঞানবিষয়কয়োর্নিত্যত্বানিত্যত্ববাক্যয়োর্বিরোধে ধর্ম্মনিত্যত্ববাক্যস্যা-বিনাশীত্যাদের্নৈর্গুণ্যানুরোধেন ব্যাখ্যানে দ্বয়োরবিরোধান্নির্গুণাণুচৈতন্যমাত্রো জীবোঽস্ত্বিতি দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিঃ। সুখমহমিত্যত্রানিত্যং জ্ঞানং প্রতীতম্। অবিনাশীত্যত্র তু নিত্যং তৎ। তদনয়োর্বিরোধসংশয়ে অনিত্যানিত্যগুণ-বিষয়কত্বাদ্বিরোধে প্রাপ্তে দ্বয়োরপি নিত্যগুণবিষয়কত্বাদবিরোধঃ। স চেত্থং চিন্ত্যঃ—সুখমহমিত্যত্র সুষুপ্তিসাক্ষিণ্যপি জ্ঞানমস্ত্যেব। কথমন্যথোত্থিতস্য সুখবিমর্শঃ। অনুভূতমেব হি সর্ব্বং স্মরতি। ন চ সাক্ষী জ্ঞানশূন্যঃ সাক্ষিত্বানুপপত্তেঃ। অবিনাশীত্যত্র তু স্বরূপতোঽবিনাশী জীবঃ স পুনরনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মেতি উচ্ছেদরহিতো ধর্ম্মো যস্যেতি ধর্ম্মতোঽপ্যবিনাশীত্যর্থঃ। ব্যাখ্যান্তরে পৌনরুক্ত্যম্। যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্নেত্যাদি বলাদিদং ব্যাখ্যানং বোধ্যম্। এতমর্থং হৃদি নিধায় ন্যায়মাহ এষ হীত্যাদিনা। কাণাদনয়েন পূর্ব্বপক্ষো বোধ্যঃ। তজ্ জ্ঞানম্—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বাধিকরণে অণুত্ব ও মহত্ত্ববোধক দুইটি বাক্যের একেরপক্ষে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় মহত্ত্ব ব্রহ্মের ইহা নির্ধারিত করিয়া জীবের অণুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন অণুত্ব ও মহত্ত্বের বিরোধ,

সেইপ্রকার এই অধিকরণে ব্রহ্ম ও জীবের ধর্ম্মভূতজ্ঞান-বিষয়ক নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ববোধক বাক্যদ্বয়ের বিরোধ হওয়ায় ধর্ম্মনিত্যত্ব-বোধক-অবিনাশী ইত্যাদি বাক্যের নির্গুণত্বানুরোধে ব্যাখ্যা করিলে আর উহাদের বিরোধ থাকে না; অতএব নির্গুণ, অণুপরিমাণ, চিৎস্বরূপ জীবাত্মা হউক, এইরূপ দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য। 'সুখমহমস্বাপ্সং' ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান অনিত্য প্রতীত হইতেছে, 'অবিনাশী' ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান নিত্য প্রতীয়মান। অতএব ঐ জ্ঞানদ্বয়ের বিরোধ হইবে কিনা ? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষীর মতে একত্র অনিত্য ও নিত্য গুণ বিষয় করায় বিরোধ হইবেই, সমাধানকল্পে উভয়টিই নিত্যগুণ বিষয় করায় বিরোধের অভাব বলিব, ইহা এইরূপে বিচারণীয়। 'সুখমহমস্বাপ্সম্' ইত্যাদি বাক্যে বুঝাইতেছে যে জ্ঞান অনিত্য কিন্তু তাহা নহে, যেহেতু সুষুপ্তির সাক্ষী আত্মাতে তখন জ্ঞান আছেই, নতুবা জাগরণের পর কিরূপে সুখ-স্মৃতি হয় ? যাহা অনুভব করা যায় তাহারই স্মৃতি হয়। আবার তৎকালে সাক্ষী আত্মা জ্ঞানশূন্য, ইহাও বলা যায় না, তাহা হইলে তাহার সাক্ষিত্বও যুক্তিযুক্ত হয় না। অবিনাশী ইত্যাদি বাক্যে যে অবিনাশিত্ব বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য্য স্বরূপতঃ জীব অবিনাশী ইহা তো বটেই, আবার ধর্ম্মতঃও সে উচ্ছেদ-রহিত অর্থাৎ অনুচ্ছিত্তি ধর্ম্মা—যাহার ধর্ম্ম উচ্ছেদরহিত। অন্যবিধ ব্যাখ্যাতে পুনরুক্তি দোষ ঘটে। যেমন মণির জ্যোৎস্না মল ধৌত করিয়া করা যায় না ইত্যাদির মত জোর করিয়া এই ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, জানিবে। এই তাৎপর্য্য মনে রাখিয়া এই অধিকরণ বলিতেছেন—'এষ হি' ইত্যাদি বাক্যে। বৈশেষিক মতে পূর্ব্বপক্ষ জ্ঞাতব্য। 'তৎ স্যাৎ' ইত্যাদি তৎ অর্থাৎ জ্ঞান।

সূত্রম্—পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—বৃহদারণ্যকোপনিষদে জ্ঞানের অবিনাশিত্ব-সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র বাক্য আছে—সেইহেতু জ্ঞানকে নিত্য বলিতে হয় যথা—'অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা' ইতি—অরে মৈত্রেয়ি ! এই আত্মা বিনাশরহিত এবং ইহার ধর্ম্ম—জ্ঞান উচ্ছেদরহিত অর্থাৎ নিত্য ॥ ২৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ধর্ম্মভূতং জ্ঞানং নিত্যম্। কুতঃ ? পৃথগিতি। এষ হীত্যাদিবাক্যাৎ পৃথগ্ভূতে "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানু-চ্ছিত্তিধর্ম্মা" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকবাক্যে তত্ত্বেন তস্যোপদেশাৎ। ন চ

মনসা সংযোগাদাত্মনি জ্ঞানোৎপত্তিঃ, **নিরবয়বয়োস্তয়োঃ** সংযোগাসিদ্ধেঃ। ভগবদ্‌বৈমুখ্যেনাবৃতমিদং তৎসাম্মুখ্যেন **তস্মিন্** **বিনষ্টে** **সত্যাবির্ভবতীতি** স্মৃতিরাহ—"যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষালনান্মণেঃ। দোষপ্রহাণান্ন জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা॥ যথোদপানখননাৎ ক্রিয়তে ন জলান্তরম্। সদেব নীয়তে ব্যক্তিমসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ? তথা হেয়গুণধ্বংসাদববোধাদয়ো গুণাঃ প্রকাশ্যন্তে ন জন্যন্তে নিত্যা এবাত্মনো হি তে" ইতি॥ ২৬॥

ভাষ্যানুবাদ—আত্মার ধর্ম্মভূত যে জ্ঞান উহা নিত্য, কি হেতু? 'এষ হি' ইত্যাদি বাক্য হইতে পৃথগ্‌ভূত 'অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকের বাক্যে নিত্যরূপেই জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব নিত্য। যদি বল, আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়—এই কথা আছে, তাহাও সঙ্গত নহে; যেহেতু মনও অণু, আত্মাও অণুপরিমাণ, অতএব অবয়বহীন ঐ উভয়ের সংযোগ হইতে পারে না, তবে ঐ উক্তির মূল কি? তাহাও বলা হইতেছে,—যখন ভগবানে বিমুখতা হয়, তখন ঐ জ্ঞান আবৃত থাকে, এ-জন্য অনিত্য বলিয়া মনে হয়; আবার যখন সেই ভগবদ্‌বৈমুখ্য নষ্ট হয় অর্থাৎ ভগবানের সাম্মুখ্য হয়, তখনই জ্ঞান প্রকাশ পায়। এই কথা স্মৃতিবাক্য বলিতেছেন—'যথা ন ক্রিয়তে' ইত্যাদি যেমন মলাবৃত মণির প্রভা মল প্রক্ষালন দ্বারা উৎপাদিত হয় না, কিন্তু আবৃত সিদ্ধ প্রভাই মলাপসারণ দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আত্মারও নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান আবরণ কাটিয়া গেলে প্রকাশ পায়, দোষচ্যুতি তাহার উৎপাদন করে না। আর একটি দৃষ্টান্ত—'যথেত্যাদি'—যেমন কূপ খনন হইতে নূতন জলের সৃষ্টি হয় না, কিন্তু তন্মধ্যস্থিত জলেরই আবির্ভাব হয়, সেইরূপ সিদ্ধ বস্তুই অভিব্যক্ত করা হয়, তাহা না হইলে অসৎ বস্তুর উৎপত্তি কিরূপে হইবে? সেইপ্রকার আত্মার উপাধিস্বরূপ দেবত্ব-মনুষ্যত্বাদি হেয়গুণের ধ্বংস হইলে আবৃত গুণ—সচ্চিদানন্দাদিস্বরূপ প্রকাশ পায়, উহারা উৎপাদিত হয় না, যেহেতু আত্মার ঐ জ্ঞানাদি গুণ নিত্য॥ ২৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—পৃথগিতি। তত্ত্বেন নিত্যত্বেন। তয়োরাত্মমনসোঃ। ভগবদিতি। ইদং ধর্ম্মভূতং জ্ঞানম্। তস্মিন্ ভগবদ্বৈমুখ্যে। যথা নেতি

শৌনকবাক্যম্। আত্মনো জীবস্য। সদেব বিদ্যমানমেব জলং ব্যক্তিং প্রাকট্যং নীয়তে। তথেতি। হেয়া গুণাস্তু দেবত্বমনুষ্যত্বাদয়ো বোধ্যাঃ॥২৬॥

টীকানুবাদ—'পৃথগুপদেশাৎ' এই সূত্রের ভাষ্যে 'তত্ত্বেন তস্যোপদেশাৎ' ইতি তত্ত্বেন অর্থাৎ নিত্যত্বরূপে, তস্য—জ্ঞানের। 'নিরবয়বয়োস্তয়োঃ' ইতি—তয়োঃ—আত্মা ও মনের। 'ভগবদ্‌বৈমুখ্যেন' ইত্যাদি ইদং—এই ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান। 'তস্মিন্ বিনষ্টে সতীতি'—সেই ভগবদ্‌বৈমুখ্য বিনষ্ট হইলে 'যথা ন ক্রিয়তে' ইত্যাদি বাক্য শৌনকোক্তি। 'আত্মনঃ ক্রিয়তে' ইতি আত্মনঃ—জীবাত্মার, 'সদেব নীয়তে ব্যক্তিম্' ইতি—কূপের মধ্যেই জল আছে, কেবল প্রকটিত করা হয়। তথা ইত্যাদি 'হেয়গুণাঃ' অর্থাৎ দেবত্ব-মনুষ্যত্ব প্রভৃতি গুণ জানিবে॥ ২৬॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষবাদীর পুনরায় একটি সংশয় উত্থাপিত হইতেছে। তাহারা বলেন যে,—উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা" ইত্যাদি (প্রঃ ৪।৯) তাহাতে সন্দেহ এই যে, জীবের ধর্ম্মভূত জ্ঞান, নিত্য অথবা অনিত্য? যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সুষুপ্তি-আদিতেও ঐরূপ বোধ থাকিতে পারিত, দ্বিতীয়তঃ নিত্য বস্তুর উৎপত্তির অভাবে মনরূপ করণেরও ব্যর্থতা ঘটে। পূর্ব্বপক্ষীর এই সংশয় নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পৃথগ্ উপদেশবশতঃ জীবের ধর্ম্মভূত জ্ঞান নিত্যই। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—"এই আত্মা অবিনাশী এবং ইহার ধর্ম্মভূত জ্ঞান উচ্ছেদ-রহিত, সুতরাং নিত্যই।

মনের সহিত আত্মার সংযোগবশতঃ জ্ঞানোদয় হয়, এ-কথা বলা সঙ্গত নহে। কারণ মন ও আত্মা উভয়ই অবয়বশূন্য। উহাদের পরস্পর সংযোগ অসম্ভব। তবে ভগবদ্-বিমুখতাক্রমে জীবের নিত্যজ্ঞান আবৃত থাকে, আবার ভগবৎ-সাম্মুখ্যক্রমে উক্ত আবরণ দূরীভূত হইলে নিত্যজ্ঞান উদিত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়,—যেমন মণির ময়লা দূরীভূত হইলে তাহার স্বাভাবিক তেজ প্রকাশ পায়। আর কূপ খননে যেমন মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত জল উত্থিত হইয়া পড়ে। তদ্রূপ জীবের ধর্ম্মভূত জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্য। হেয়গুণ ধ্বংস হইলেই নিত্য গুণের প্রাকট্য সাধিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।

তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥" (ভাঃ ১১।২।৩৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—
"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭)

আরও পাই,—
"কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥
তাতে কৃষ্ণভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৪-২৫)

শ্রীগীতায়ও পাই,—
"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" (গীঃ ৭।১৪)
"অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।" (গীঃ ২।১৭)

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব প্রভু বলেন,—"যেন সর্ব্বমিদং শরীরং ততং ধর্ম্মভূতেন জ্ঞানেন ব্যাপ্তমস্তি ; ···তাদৃশস্ত নিখিলদেহব্যাপ্তিস্তু ধর্ম্মভূতজ্ঞানেনৈব স্যাৎ" ॥ ২৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নিত্যাদিশ্রুতের্গতিমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যিনি বিজ্ঞানরূপে থাকিয়া ইত্যাদি শ্রুতির উপপত্তি বলিতেছেন—

সূত্রম্—তদ্গুণসারত্বাৎ তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—'তদ্ব্যপদেশঃ'—আত্মা জ্ঞাতা হইলেও তাহার জ্ঞানরূপে নির্দ্দেশ, 'তদ্গুণসারত্বাৎ'—যেহেতু আত্মার জ্ঞানরূপ ধর্ম্মটি স্বরূপানুবন্ধী, দৃষ্টান্ত—'প্রাজ্ঞবৎ'—যেমন প্রাজ্ঞরূপে (জ্ঞাতৃরূপে) উক্ত বিষ্ণুর 'সত্যং জ্ঞানম্' ইত্যাদি শ্রুতি জ্ঞানস্বরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জ্ঞাতুরপি জীবস্য জ্ঞানস্বরূপত্বেন ব্যপদেশঃ। কুতঃ ? তদ্গুণেতি। স জ্ঞানলক্ষণো গুণঃ সারো যত্র তথাত্বাৎ। সারো ব্যভিচাররহিতঃ স্বরূপানুবন্ধীতি যাবৎ। প্রাজ্ঞবৎ যথা—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইতি প্রাজ্ঞত্বেনোক্তস্য বিষ্ণোঃ "সত্যং জ্ঞানম্" ইতি জ্ঞান-স্বরূপব্যপদেশস্তদ্বৎ। অত্র জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপো নির্দ্দিষ্টঃ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জীব জ্ঞাতৃস্বরূপ হইলেও জ্ঞানস্বরূপে উল্লেখ হয় কেন ? উত্তর—'তদ্গুণসারত্বাৎ'—সেই জ্ঞানস্বরূপ গুণ (ধর্ম্মটি) তাহার সার—অব্যভিচারী অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম বলিয়া। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'প্রাজ্ঞবৎ'—জ্ঞাতা বিষ্ণুর মত অর্থাৎ যেমন শ্রুতি বিষ্ণুকে 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ' এইরূপে জ্ঞাতা বলিয়া তাহাকে 'সত্যং জ্ঞানম্' ব্রহ্ম সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ জীব জ্ঞাতা ও জ্ঞানস্বরূপ জানিবে। উক্ত দুই শ্রুতিতে জ্ঞাতাকেই জ্ঞানস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদ্গুণেতি প্রাজ্ঞত্বেনেতি প্রকৃষ্ট জ্ঞানশালিত্বেনেত্যর্থঃ। ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ—তদ্গুণেত্যাদি সূত্রে প্রাজ্ঞত্বেনোক্তস্য বিষ্ণোরিত্যাদি ভাষ্যে প্রাজ্ঞত্বেন অর্থাৎ প্রকৃষ্ট (সর্ব্বাধিক) জ্ঞানবান্ বলিয়া ॥ ২৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্বি-জ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং" (বৃঃ ৩।৭।২২) ইত্যাদি শ্রুতির উপপত্তি বলিতে গিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন, জ্ঞাতৃস্বরূপ জীবের গুণের সারবত্তাবশতঃ প্রাজ্ঞ-শ্রুতির মত তাহার জ্ঞানস্বরূপও ব্যপদেশ হয়। ইহা তাহার স্বরূপানু-বন্ধী অব্যভিচারী গুণ। বিষ্ণু যেরূপ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়াও সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া কথিত হন ; সেইরূপ জীবও জ্ঞাতা হইয়া জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। শ্রীরামানুজও বলেন,—"অনেক সময়ে ষণ্ডকেও গো-শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়, যতক্ষণ ষণ্ডত্ব থাকে ততক্ষণ গোত্বও থাকে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—
"তয়োরেকতরো হ্যর্থঃ প্রকৃতিঃ সোভয়াত্মিকা।
জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে ॥"
(ভাঃ ১১।২৪।৪)

অর্থাৎ সেই অংশদ্বয়ের মধ্যে প্রকৃতি এক অংশ, উহা কার্য্য-কারণাত্মিকা এবং অপর অংশ জ্ঞান, উহাই পুরুষ নামে অভিহিত।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"তয়োর্দ্বিধাভূতয়োরংশয়োর্মধ্যে একতরো মায়াখ্যো হ্যর্থঃ প্রকৃতিঃ। সা চোভয়াত্মিকা কার্য্য-কারণরূপিণী অন্যতমোঽর্থঃ জ্ঞানং জ্ঞানস্বরূপঃ। স চ পুরুষো জীবঃ"।

আরও পাই,—

"যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেদ্ গুণকর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্ যথাঽমলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ॥"

(ভাঃ ১১।৩।৪০)॥ ২৭॥

জীব—জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতা নির্দ্দেশ্য ইত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে যে—জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপ হয় কিরূপে, ইহা প্রতিপন্ন করা উচিত, তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন—

সূত্রম্—যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ॥ ২৮॥

সূত্রার্থ—'যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ'—আরও এক কারণ—আত্মা যতকালব্যাপী, জ্ঞানও তাবৎকাল স্থায়ী অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞাতা কখনই প্রতীত হয় না; অতএব জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞাতা—এই নির্দ্দেশ কোন দোষাবহ নহে॥ ২৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জ্ঞানস্বরূপো জীবো জ্ঞাতেতি ব্যপদেশো ন দোষঃ নির্দ্দোষ ইত্যর্থঃ। কুতঃ? যাবদিতি। তথা প্রতীতেরাত্ম-সমানকালভাবিত্বান্ন স বাধ্যত ইত্যর্থঃ। আত্মা খল্বনাদ্যনন্তকালঃ

সংপ্রতিপন্নঃ, প্রকাশরূপোঽপি রবিঃ প্রকাশয়িতেতি বীক্ষণাচ্চ। যাবদ্রবির্ভাবী হ্যেষ ব্যপদেশঃ, নির্ভেদেঽপি বস্তুনি দ্বেধা ভাতি বিশেষাদিত্যাহুঃ॥ ২৮॥

ভাষ্যানুবাদ—জ্ঞানস্বরূপ জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা দোষ নহে অর্থাৎ উহা নির্দোষ। কি কারণে? উত্তর—তদ্দর্শনাৎ অর্থাৎ সেইরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া। তাৎপর্য্য এই—আত্মা যাবৎকাল স্থিতিমান্ হয়, তাবৎকাল জ্ঞানেরও সত্তা, এইজন্য ঐ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা জ্ঞাতা—এই নির্দ্দেশ হইতে বাধা নাই। জীবাত্মা অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া আছেন, এজন্য এবং যেমন সূর্য্য প্রকাশস্বরূপ হইয়াও প্রকাশক হয়, দেখিতে পাওয়া যায়, এই জন্যও। যতদিন রবি থাকিবে, ততদিন প্রকাশাত্মক রবির প্রকাশকরূপে নির্দ্দেশ থাকিবে। যদিও অভিন্ন দুইটি বস্তু দুইভাবে প্রতীত হইতে পারে না, কিন্তু আত্মা বা সূর্য্য ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভেদ রহিত হইলেও বিভিন্নভাবে যে প্রতিভাত হয়, ইহাদের বিশেষত্বই তাহার কারণ। এই কথা প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন॥ ২৮॥

সূক্ষ্মা টীকা—যাবদাত্মেতি। তথা প্রতীতেরিতি। জ্ঞানস্বরূপস্য জ্ঞাতৃত্বেন প্রতীতেরিত্যর্থঃ। স ব্যপদেশঃ। বিশেষাদিতি। অহিকুণ্ডলাধিকরণে ব্যক্তীভাবি॥ ২৮॥

টীকানুবাদ—যাবদাত্মভাবিত্বাদিত্যাদি সূত্রের তথা প্রতীতেরাত্মসমান-কালভাবিত্বাদিত্যাদি ভাষ্যে তথা প্রতীতেঃ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার জ্ঞাতৃত্ব-রূপে প্রতীতিবশতঃ। 'ন স বাধ্যতে' ইতি সঃ—সেই ব্যপদেশ (নির্দ্দেশ)। 'দ্বেধা-ভাতি বৈশেষ্যাদিত্যাহুঃ'—এই বিশেষত্ব অহিকুণ্ডলাধিকরণে ব্যক্ত হইবে॥ ২৮॥

সিদ্ধান্তকণা—জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়া জ্ঞাতা হয় কিরূপে? তাহাই সূত্রকার বলিতেছেন,—জ্ঞানস্বরূপ জীবের জ্ঞাতৃত্বব্যপদেশ দোষাবহ নহে, কারণ আত্মার সমানকালভাবী জ্ঞান অর্থাৎ আত্মা যতকাল ব্যাপী, জ্ঞানও তাবৎ স্থায়ী, ইহাই প্রতীত হয়। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়,—প্রকাশস্বরূপ হইয়াও সূর্য্য যেরূপ প্রকাশক হন। সেইরূপ আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতা

হন। আত্মা বা সূর্য্য ধর্ম্মধর্ম্মিভেদরহিত হইয়াও বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হওয়ার কারণ উহাদের বিশেষত্ব ; ইহা প্রাচীনরা বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিষ্বিহ নিদ্রয়া।
লীনেষ্বসতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ॥
মন্যমানস্তদাত্মানমনষ্টো নষ্টবন্মৃষা।
নষ্টেঽহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ॥
এবং প্রত্যবমৃশ্যাসাবাত্মানং প্রতিপদ্যতে।
সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য যোঽবস্থানমনুগ্রহঃ॥" (ভাঃ ৩।২৭।১৪-১৬)

অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভূত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি নিদ্রাবশে অসৎ প্রকৃতিতে লীন হইলে তখন যিনি বিনিদ্র ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া অবস্থান করেন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন। ভূতেন্দ্রিয়াদির অসৎপ্রকৃতিতে লীনাবস্থান-সময়ে সেই দ্রষ্টা জীব বিনষ্ট হন না ; কিন্তু উপাধিভূত অহঙ্কার নষ্ট হওয়ায় ধন নষ্ট হইলে ধনবান্ যেরূপ আপনাকেও নষ্ট বলিয়া অভিমান করেন, তদ্রূপ দ্রষ্টা জীবও নিজেকে অকারণে নষ্ট বলিয়া মনে করেন, এইরূপ বিশেষভাবে বিচারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ভাবযুক্ত পুরুষ কার্য্য ও কারণের প্রকাশক ও আশ্রয় সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন॥ ২৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু গুণভূতং জ্ঞানং নাত্মনো নিত্যং সুষুপ্তাবসত্ত্বাজ্জাগরে সামগ্র্যাঃ সম্ভবাচ্চেতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন—আচ্ছা, জ্ঞান তো নিত্যস্বরূপ আত্মার গুণ অর্থাৎ ধর্ম্ম কিন্তু তাহা তো নিত্য নহে। যেহেতু সুষুপ্তিকালে উহা থাকে না, আবার জাগরণকালে জ্ঞানের কারণসমূদয় ঘটিলে উহা উদ্ভূত হয় অতএব অনিত্য এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—

সূত্রম্—পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ॥ ২৯॥

সূত্রার্থ—'তু'—এ-শঙ্কা সঙ্গত নহে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে অবিদ্যমান জ্ঞানের জাগ্রদ্দশায় উৎপত্তি, ইহা নহে, কারণ কি ? 'অস্য'—এই জ্ঞান সুষুপ্তিকালে থাকিলেও তাহার, জাগ্রদ্দশায় 'অভিব্যক্তিযোগাৎ' অভিব্যক্তি হয়, এইজন্য—

অনিত্য বলিয়া প্রতীতি হয়। দৃষ্টান্ত—'পুংস্ত্বাদিবৎ'—যেমন বাল্যাবস্থায় জীবাত্মার সহিত সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত পুরুষত্বের কৈশোর দশায় অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ॥ ২৯॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তুশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। নেত্যনুবর্ত্ততে। সুষুপ্তাবসতো জ্ঞানস্য জাগরে সম্ভব ইতি ন। কুতঃ ? অস্যেতি। অস্য জ্ঞানস্য সুষুপ্তৌ সত এব জাগরেঽভিব্যক্তেরিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ—পুংস্ত্বাদিবৎ। বাল্যে জীবাত্মনা সত এব পুংস্ত্বাদেঃ কৈশোরে যথাভিব্যক্তিস্তদ্বৎ। সুষুপ্তৌ জ্ঞানপ্রসঙ্গস্তু শ্রুত্যৈব পরিহৃতঃ। সুষুপ্তং প্রকৃত্য বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে—"যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈতদ্বিজ্ঞেয়ং ন বিজানাতি ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞানাৎ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ" ইতি। ইহ তদা সদপি জ্ঞানং বিষয়িতয়া নাভ্যুদেতি বিষয়াভাবাদেবেতি প্রতীয়তে। ইতরথা সুষুপ্তৌ স্থিতস্যাপরামর্শপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। ইন্দ্রিয়সংযোগরূপা কারণসামগ্রী তু তদভিব্যঞ্জিকা। অসতঃ সম্ভবে তু ক্লীবস্যাপি তদাপত্তিঃ। তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপোঽণুর্জীবো নিত্যজ্ঞানগুণকঃ সিদ্ধঃ॥ ২৯॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দ শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য পঠিত। 'ন' এই নিষেধার্থক নঞের অনুবৃত্তি আসিতেছে। সুষুপ্তিকালে অবিদ্যমান জ্ঞানের জাগ্রদ্দশায় উৎপত্তি হয়, এই কথা ঠিক নহে, কি কারণে ? 'অস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ' অর্থাৎ এই জ্ঞান তখনও থাকে, জাগ্রদ্দশায় তাহার অভিব্যক্তি হয়, এই জন্য। তাহার দৃষ্টান্ত—'পুংস্ত্বাদিবৎ'—যেমন বাল্যে পুরুষত্ব (জননশক্তি) বিদ্যমান থাকিয়া কৈশোরে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ। যদি বল, সুষুপ্তিকালে জ্ঞান থাকিলে তাহার প্রসঙ্গ হয় না কেন ? তাহাও বলিতে পার না। বৃহদারণ্যকে সুষুপ্তিকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ তাহার প্রকরণে যে শ্রুতি পঠিত হয়, তাহার দ্বারা—তৎকালীন জ্ঞানের প্রসঙ্গ পরিহৃত হইয়াছে, যথা—'যদ্বৈতন্ন বিজানাতি…যদ্বিজানীয়াদিতি'। সুষুপ্তিকালে যে জ্ঞান থাকে, তাহা বিজ্ঞাতা পুরুষ জীব জানিতে পারে না, জ্ঞাতা

সেই বিজ্ঞেয় বস্তকে বিষয় করে না, তাই বলিয়া বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের নাশ হয় না, যেহেতু বিজ্ঞান অবিনাশী। আর ঐ বিজ্ঞান বিজ্ঞাতা হইতে পৃথগ্ভূত দ্বিতীয় পদার্থ নহে, যাহাতে সেই বিজ্ঞাতা জ্ঞান করিবে' এই শ্রুতিতে প্রতীত হইতেছে যে, সুষুপ্তিকালে জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলেও কোন বিষয়কে (পদার্থকে) বিষয় করিয়া অর্থাৎ বিষয়িরূপে উদিত হয় না অর্থাৎ প্রকাশ পায় না। তাহার কারণ—তখন তাহার জ্ঞেয় বিষয় কিছু থাকে না, ইহাই প্রতীত হইতেছে। যদি ইহা না মান, তবে সুষুপ্তিকালে স্থিত সেই বিজ্ঞানাত্মক আত্মার অনবস্থানই হইয়া পড়িত। জাগ্রদ্দশায় যে তাহার প্রকাশ হয়, ইহার হেতু ইন্দ্রিয়সংযোগরূপ সামগ্রী অর্থাৎ কারণকূট, সেই সামগ্রী সংবলন জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক। যদি অভিব্যক্তি না বলিয়া অসতের উৎপত্তি বল, তবে কৈশোরে ক্লীবপুরুষেরও সেই জননশক্তি (পুংস্ত্ব) উৎপন্ন হউক। অতএব সিদ্ধান্ত এই—জীব জ্ঞানস্বরূপ ও অণুপরিমাণ, জ্ঞান তাহার নিত্যগুণ ॥ ২৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পুংস্ত্বাদিবদিতি। যদ্বৈ তদিতি। তৎ জীবচৈতন্যম্। বিজ্ঞানাদিতি। ধর্ম্মভূতস্য জ্ঞানস্যেত্যর্থঃ। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা ঙস আৎ। তদভীতি। ইন্দ্রিয়সংযোগো হি জ্ঞানস্য ব্যঞ্জক এব ন তু জনকঃ কৈশোর-সম্বন্ধো যথা পুংস্ত্বস্য ॥ ২৯ ॥

টীকানুবাদ—'পুংস্ত্বাদিবত্ত্ব' ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে 'যদ্বৈতন্ন বিজানাতি' ইত্যাদি শ্রুতিস্থ তৎ শব্দের অর্থ জীবচৈতন্য, 'বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞানাদ্বিপরিলোপঃ' ইতি—'বিজ্ঞানাৎ' এই পদটি ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিজ্ঞানস্য ষষ্ঠীঙস্ স্থানে 'আৎ' আদেশ 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি বৈদিকসূত্রানুসারে। ইহার অর্থ—আত্মার নিত্য ধর্ম্মভূত জ্ঞানের। তদভিব্যঞ্জিকেতি—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ জ্ঞানের ব্যঞ্জক হয়, জ্ঞানের জনক নহে; যেমন কৈশোর বয়সের সম্বন্ধ পুরুষত্বের অভিব্যঞ্জক ॥ ২৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এ-স্থলে আর একটি পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, সুষুপ্তিদশায় যখন জীবের জ্ঞান দেখা যায় না, তখন জীবের গুণভূত জ্ঞান নিত্য নহে, অর্থাৎ জাগরণকালে জ্ঞানের বিদ্যমানতার সম্ভাবনা হয় এবং উহা জাগরণ কাল-মাত্রস্থায়ী, সুতরাং নিত্য নহে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান

সূত্রে বলিলেন যে, বাল্যাবস্থায় সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত পুরুষত্বাদি যেরূপ কৈশোরে বা যৌবনে প্রকাশিত হয়, জীবের জ্ঞানও সুষুপ্তি অবস্থাতে সূক্ষ্মভাবে থাকে, জাগ্রদবস্থায় তাহা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—"যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি···যদ্বিজানীয়াৎ" (বৃঃ ৪।৩।৩০)। সুষুপ্তিতে যদি জ্ঞানের অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে জীবেরও অনবস্থান ঘটে। আর অসৎ বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হইলে—ক্লীবেরও বাল্যাবস্থায় বা ক্লীবত্বে পুরুষত্ব প্রকাশিত হইত। সুতরাং জীব জ্ঞানস্বরূপ অণুচৈতন্য, নিত্যজ্ঞানাদি গুণ-সম্পন্ন, ইহাই সিদ্ধান্তিত। শ্রীরামানুজও বলিয়াছেন,—"বাল্যকালে যেরূপ পুরুষত্বের (শুক্রের) অস্তিত্ব থাকিলেও উপলব্ধি হয় না, যৌবনেই উপলব্ধি হয়, সেরূপ সুষুপ্তিকালে জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না (কিন্তু জ্ঞান থাকে) জাগ্রৎ অবস্থায় উপলব্ধি হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৩।২৭)

"যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্ম্মিণোঽর্থান্
ভুঙ্‌ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়াৎ ত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ॥" (ভাঃ ১১।১৩।৩২) ॥২৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথৈতৎপ্রতিপক্ষভূতান্ সাঙ্খ্যান্ দূষয়তি। অত্র জ্ঞানমাত্রো বিভুরাত্মেতি যুক্তং ন বেতি বিষয়ে সর্ব্বত্র কার্য্যো-পলম্ভাৎ যুক্তং তৎ। অণুত্বে সর্ব্বাঙ্গীণসুখদুঃখানুপলম্ভঃ। মধ্যমত্বে ত্বনিত্যতাপত্তিঃ। কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমশ্চেত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর এই মতের প্রতিপক্ষ সাংখ্য-বাদীদিগকে দূষিত করিতেছেন—এই অধিকরণে বিষয়—জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিভু, ইহাতে সংশয়—এই বৈদান্তিক মত যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্ব্বপক্ষী বলেন, জীবাত্মা বিভুই বটে, যেহেতু সকলস্থানে আত্মার কার্য্য-অনুভূতির

উপলব্ধি হইতেছে, অণুপরিমাণ নহে, কারণ তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গে সুখদুঃখের উপলব্ধির ব্যাঘাত হইত। আবার মধ্যম পরিমাণ হইলে জীবাত্মার অনিত্যত্ব হয় এবং তাহাতে কৃতকর্ম্মের নাশ ও অকৃত কর্ম্মের উপস্থিতিরূপ দোষ ঘটে, এইরূপ মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—জ্ঞানস্বরূপস্য জীবস্যাণুত্বং নিত্যজ্ঞানগুণকত্বঞ্চ পূর্ব্বমুক্তং তদাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিরিত্যভিপ্রায়েণাহাথৈতদিত্যাদিনা—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—জ্ঞানস্বরূপ জীবের অণুপরিমাণ ও নিত্যজ্ঞান-গুণবত্ত্ব পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার উপর আক্ষেপের সমাধান হেতু এই অধিকরণে আক্ষেপসঙ্গতি—এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার বলিতেছেন—অথৈতদিত্যাদি গ্রন্থদ্বারা—

সূত্রম্—নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—'অন্যথা'—অন্যপ্রকার হইলে অর্থাৎ জীবাত্মাকে কেবল জ্ঞানস্বরূপ ও বিভু (পরম মহৎপরিমাণবিশিষ্ট) বলিলে, 'নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ'—লোকের নিত্যই এবং এককালে বিষয়োপলব্ধি বা বিষয়ের অনুপলব্ধি হইত। 'অন্যতর নিয়মো বা'—অথবা উপলব্ধি বা অনুপলব্ধির প্রতিবন্ধ নিত্যই হইত ॥ ৩০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অন্যথা জ্ঞানমাত্রো বিভুরাত্মেতি মতে নিত্যমুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যোঃ প্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অন্যতরস্য নিয়মঃ প্রতিবন্ধো বা নিত্যং স্যাৎ। অয়মর্থঃ। লোকসিদ্ধোপলব্ধিরনুপলব্ধিশ্চাস্তি। তয়োর্বিভুরাত্মা চিন্মাত্রশ্চেৎ কারণং, তর্হি নিত্যং যুগপচ্চ তে সর্ব্বস্য লোকস্য প্রাপ্নুয়াতাম্। অথোপলব্ধেরেব চেৎ কারণং, তদা কস্যাপি কুত্রাপি অনুপলব্ধির্ন স্যাৎ। অনুপলব্ধেরেব চেৎ তর্হি কস্যাপি কুত্রাপ্যুপলব্ধির্ন স্যাদিতি। ন চ করণায়ত্তা তয়োর্ব্যবস্থা। আত্মনো বিভুত্বেন করণৈঃ সর্ব্বদা সংযোগাৎ। কিঞ্চ তন্মতে সর্ব্বাত্মনাং

বিভুতয়া সর্ব্বশরীরৈর্যোগাৎ সর্ব্বত্র ভোগপ্রাপ্তিঃ। এতেনাদৃষ্টবিশেষাৎ ভোগব্যবস্থেতি সঙ্কল্পবিশেষাদদৃষ্টব্যবস্থেতি প্রত্যুক্তম্। মতান্তরেঽপ্যেতৎ সমং দূষণম্। অস্মাকং ত্বাত্মনামণুত্বেন প্রতিশরীরং ভেদান্ন কশ্চিদধিক্ষেপঃ। অণোরপি সর্ব্বত্র কার্য্যক্রমেণৈব ন যুগপদিত্যদোষঃ। সর্ব্বাঙ্গীণসুখাদ্যুপলম্ভস্তু গুণেন ব্যাপ্তেরিত্যুক্তম্ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অন্যথা অর্থাৎ যদি জীবাত্মা কেবল জ্ঞানস্বরূপ ও বিভু হইত, তবে সেই মতে নিত্যই উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি উভয়ই হইত। অথবা উপলব্ধি-অনুপলব্ধির মধ্যে যে কোন একটির প্রতিবন্ধ (বাধা) নিত্যই হইত। কথাটি এই—বিষয়ের উপলব্ধি বা অনুপলব্ধি লোকপ্রসিদ্ধ বস্তু আছে। সেই দুইটির কারণ চিৎস্বরূপ আত্মা বিভু যদি হয়, তাহা হইলে সকল লোকের সর্ব্বদা এবং একসঙ্গে সেই দুইটি হইত। কিন্তু তাহা হয় না। আর যদি বিভু আত্মা কেবল উপলব্ধির কারণ হয়, তবে কাহারও কস্মিন্‌কালে কোন বিষয়ের অনুপলব্ধি হইত না। আর যদি কেবল অনুপলব্ধিরই কারণ বিভু আত্মা হইত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তিরই কস্মিন্‌কালে কোন বিষয়ের উপলব্ধি হইত না। যদি বল, ইন্দ্রিয়গণের সহিত আত্মার সম্বন্ধাধীন উপলব্ধি-অনুপলব্ধির ব্যবস্থা, তাহাও হইতে পারে না, যেহেতু আত্মা তোমাদের মতে বিভু, অতএব সকল শরীরে ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্ব্বদা তাহার সম্বন্ধ থাকায় সকল আত্মাতেই ভোগ হইয়া পড়ে। আর যদি বল, অদৃষ্ট-বিশেষ হইতে ভোগ হয়, জীবের সঙ্কল্প দেখিয়া অদৃষ্ট কল্পনা করা হয়, সুতরাং সকল আত্মার সকল সময় ভোগ হইতে পারে না, ইহা দ্বারা এই যুক্তিরও প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল। গৌতমাদি-মতেও এই দোষারোপ সমানই অর্থাৎ ন্যায়-বৈশেষিক-মতেও আত্মাকে বিভু বলা আছে, তাহা হইলে সকল শরীরের ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার যোগ আছে মানিতে হইবে এবং সকল আত্মার অদৃষ্টোপার্জ্জনে ও সঙ্কল্পে সমান যোগও মানিতে হইবে, সুতরাং একসঙ্গে সকল আত্মার সুখদুঃখাদি ভোগের আপত্তি অনিবার্য্য। আমাদের মতে কিন্তু জীবাত্মা বহু ও অণুপরিমাণ। সুতরাং আত্মার ভেদবশতঃ যে দেহান্তর্ব্বর্ত্তী আত্মার যে দেহস্থ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ, তাহারই ভোগ হয়, অন্যের নহে।

আর আত্মা অণু হইলেও সকল লোকের মধ্যে কার্য্যক্রম হেতু যুগপৎ কোন উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। অতএব কোনও আক্ষেপ ও দোষ নাই। অণুত্ব-নিবন্ধন সর্ব্বাঙ্গীণ সুখোপলব্ধিও জ্ঞানরূপ ধর্ম্মদ্বারা ব্যাপ্তিবশতঃ সিদ্ধ হইবে এ-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ॥ ৩০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নিত্যোপলব্ধীতি। ন চেতি। তয়োরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যোঃ করণায়ত্তা ব্যবস্থেত্যন্বয়ঃ। করণযোগে সত্যুপলব্ধিঃ তদযোগে ত্বনুপলব্ধিরিত্যর্থঃ। ন চৈতৎ সম্ভবেদিত্যর্থঃ। তত্র হেতুরাত্মন ইতি। তন্মতে সাংখ্যমতে। এতেনেতি। যচ্ছরীরং যদদৃষ্টেন রচিতং তত্র তস্যৈবাত্মনো ভোগো নান্যস্যেতি। যেন সঙ্কল্প্য কর্ম্ম কৃতমস্যৈব তদদৃষ্টমিতি চ সাংখ্যা ব্যবস্থাপয়ন্তি। তচ্চ পরিহৃতম্ অদৃষ্টোপার্জ্জনে সঙ্কল্পে চ সর্ব্বেষামাত্মনাং সম্বন্ধাদিত্যাশয়ঃ। মতান্তরে গৌতমাদিনয়ে। অস্মাকং বেদান্তিনাম্। সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু লোকেষু ॥৩০॥

টীকানুবাদ—'নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধীত্যাদি' সূত্রে—'ন চ করণায়ত্তা তয়োর্ব্যবস্থেতি' ভাষ্য—তয়োঃ—উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির। করণায়ত্তা ব্যবস্থা ইহার সহিত অন্বয়। তাহার অর্থ—ইন্দ্রিয়ের সহিত যোগ হইলে উপলব্ধি হইবে, তাহা না হইলে উপলব্ধি হইবে না। 'ন চ ইতি' ইহা সম্ভব হইবে না,—ইহাই অর্থ। সে-বিষয়ে (অসম্ভবে) হেতু বলিতেছেন—'আত্মনো বিভুত্বেনেতি'। কিঞ্চ তন্মতে ইতি—তন্মতে—সাংখ্যমতে। 'এতেনাদৃষ্টবিশেষাদিতি'—যে জীবের শরীর যে অদৃষ্ট দ্বারা রচিত, সেই শরীরেই সেই আত্মার ভোগ হইবে, অন্যের নহে। যে আত্মা সঙ্কল্পপূর্ব্বক যে কার্য্য করিয়াছে, তাহার সেই অদৃষ্ট কল্পনা করা হয়, ইহা সাংখ্যরা ব্যবস্থা করেন। 'তচ্চ পরিহৃতমিতি' তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে, যথা—অদৃষ্টোৎপাদনে ও সঙ্কল্পে সকল আত্মারই (বিভুত্ববশতঃ) সম্বন্ধহেতু—এই অভিপ্রায়। মতান্তরে—গৌতমাদি দর্শনে। অস্মাকং—বেদান্তীদিগের। 'সর্ব্বত্র কার্য্যক্রমেণৈবেতি' সর্ব্বত্র—সকল লোকের মধ্যে ॥ ৩০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর এই বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে সাংখ্য-বাদী প্রভৃতির দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। এস্থলে সংশয় এই যে, জ্ঞানস্বরূপ আত্মার বিভুত্ব (ব্যাপকত্ব) যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন —জীবাত্মা বিভুই; কারণ সকলস্থানে তাহার কার্য্যের উপলব্ধি হয়। তাহারা আরও বলেন, জীবাত্মা অণুস্বরূপ হইলে সর্ব্বাঙ্গীণ সুখদুঃখের অনুপলব্ধি

ঘটিত। আর মধ্যম পরিমাণ হইলে জীবাত্মার অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ এবং কৃত-কর্ম্মের হানি ও অকৃতকর্ম্মের অভ্যাগমপ্রসঙ্গ-দোষ উপস্থিত হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জীবকে অণু স্বীকার না করিলে অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞানমাত্র ও বিভু বলিলে, বস্তুর উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির অন্যতর নিত্যই ঘটে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—"যদি আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও বিভু হয়, তাহা হইলে এক ব্যক্তির যাহা উপলব্ধি হইবে, সকলেরই তাহা উপলব্ধি হইবে। কারণ প্রত্যেক আত্মা সকল ব্যক্তির করণের সহিত সমান সংযুক্ত থাকিত। আর এক কথা যে,—প্রত্যেক আত্মা যদি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক হয়, তাহা হইলে একটি বিশেষ অদৃষ্টের সহিত একটি বিশেষ আত্মার সম্বন্ধেরও কোন হেতু থাকে না।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্।
স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥
পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্বপি।
তদন্যকল্পনাপার্থা জ্ঞানঞ্চ প্রকৃতের্গুণঃ ॥" (ভাঃ ১১।২২।১০-১১)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—"পুরুষেশ্বরয়োর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ অত্র উক্তলক্ষণে ভেদে বর্ত্তমানেঽপি ন বৈলক্ষণ্যমপি অভেদোঽপি, কীদৃশং অণু অল্পমাত্রং চিদ্রূপত্বেন শক্তিমত্ত্বেন বা ঐক্যাৎ তয়োর্ভেদেঽপ্যল্পমাত্রঃ খল্বভেদো বর্ত্তত এবেতি ভাবঃ ॥"

আরও পাই,—

"স্বতঃ পরাবৃত্তধিয়ঃ স্বকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রভো।
উচ্চাবচান্ যথা দেহান্ গৃহ্ণন্তি বিসৃজন্তি চ ॥" (ভাঃ ১১।২২।৩৫)
"দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্।
ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্ ॥" (ভাঃ ৩।৩১।৪৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮)॥ ৩০॥

জীবের কর্ত্তৃত্ব-বিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইদমিদানীং বিচারয়তি। "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" ইতি তৈত্তিরীয়াঃ পঠন্তি। ইহ সন্দেহঃ—বিজ্ঞানশব্দিতো জীবঃ কর্ত্তা ন বেতি। "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে" ইতি কঠশ্রুত্যা তস্য কর্ত্তৃত্বপ্রতিষেধান্ন স কর্ত্তা কিন্তু প্রকৃতিরেব কর্ত্রী। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে"। "কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। তস্মাৎ ন জীবস্য কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতিগতং তত্ত্ববিবেকাৎ স্বস্মিন্ সোঽধ্যস্যতি ভোক্তা তু কর্ম্মফলানামিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে কর্তৃত্ব সম্বন্ধে এই প্রকার বিচার করিতেছেন—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ পাঠকরা পাঠ করিয়া থাকেন—'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতে ঽপি চ' বিজ্ঞান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন এবং অন্যান্য সকল কর্ম্ম তিনিই আচরণ করেন। এ-বিষয়ে সন্দেহ এই—বিজ্ঞান শব্দের বাচ্য জীবাত্মা কর্ত্তা কি না? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—কাঠকশ্রুতিতে আছে, আত্মা কোন কাজ করে না—যথা 'হন্তাচেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে... ন হন্যতে' হত্যাকারী যদি হননক্রিয়ার কর্ত্তা মনে করে, অর্থাৎ আমি হননের কর্ত্তা এবং হত ব্যক্তি যদি মনে করে, আমি উহা কর্ত্তৃক হত হইয়াছি, তবে সেই উভয়ই ঠিক বুঝিতেছে না; যেহেতু হত্যাকারী স্বয়ং হত্যা করে না এবং হতব্যক্তিও কাহারও দ্বারা হত হয় না। ইহার দ্বারা হনন-কর্ত্তৃত্ব নিষেধ অবগত হেতু জীব কর্ত্তা নহে কিন্তু প্রকৃতিই কর্ত্রী। শ্রীভগবদ্গীতা তাহাই ঘোষণা করিতেছেন—যথা 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি...ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে'। প্রকৃতির

গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ইহারাই সকল কার্য্য করে, কিন্তু জীবাত্মা অহং বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন মতি হইয়া 'আমি কর্ত্তা' ইহা মনে করে। আরও—কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু কথিত হয়, আত্মা সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব-বিষয়ে হেতু অভিহিত হয়। ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব ও পুরুষের ভোক্তৃত্ব মাত্র প্রতীত হয়। অতএব জীবের কর্তৃত্ব নহে, কিন্তু কর্ম্মফলের ভোক্তা পুরুষ প্রকৃতির সেই কর্তৃত্ব অবিবেকবশতঃ নিজের উপর আরোপিত করে, এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বস্তূক্তব্যাখ্যানাজ্‌জ্ঞানস্বরূপস্য জীবস্য স্বরূপানুবন্ধিজ্ঞানগুণকত্বং তস্য স্বরূপাবিরোধিত্বাৎ। কর্ত্তৃত্বন্তু তস্য মাস্তু অধিষ্ঠানাদিপঞ্চকাপেক্ষিণা তেন স্বরূপে গ্লানিপ্রসঙ্গাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। তত্র বিজ্ঞানং যজ্ঞমিত্যাদিবাক্যং জীবস্য কর্ত্তৃত্বং ব্রূতে হন্তা চেদিত্যাদিকং তু তস্যাকর্ত্তৃত্বং তদনয়োর্বিরোধোঽস্তি ন বেতি সন্দেহে অর্থভেদাদস্তীতি প্রাপ্তে বিধিশাস্ত্রসাফল্যাদ্ধন্তা চেত্যাদেরপি কর্ত্তৃত্বানুগুণার্থত্বাদবিরোধঃ স্বরূপানুবন্ধিকর্ত্তৃত্বস্যাগ্লানিকরত্বাচ্চেত্যেতমর্থং হৃদি নিধায় ন্যায়মাহেদমিত্যাদিনা। প্রকৃতেরিতি শ্রীগীতাসু। প্রকৃতের্গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি ভবন্তীতি গুণানাং কর্ত্তৃত্বং বিস্ফুটম্। পুরুষস্ত্বকর্ত্তাপি গুণাধ্যাসবিমূঢ়স্তদাত্মনি মন্যত ইতি পূর্ব্বপক্ষেঽর্থঃ। সিদ্ধান্তে তু ব্যাবহারিকং যৎ পুংসঃ কর্ত্তৃত্বং তৎ স্বরূপহেতুকমপি তদা গুণবৃত্তিপ্রাচুর্য্যাৎ গুণহেতুকমিত্যুপচর্য্যত ইত্যর্থঃ। ইত্থমেব বক্ষ্যতি। যথা চ তক্ষোভয়থেত্যস্য ব্যাখ্যানে প্রকৃতিগতং তত্ত্বিতি প্রকৃতিগতং কর্ত্তৃত্বং প্রকৃত্যবিবেকাৎ স জীবঃ স্বস্মিন্নধ্যস্যতি মন্যত ইত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—উক্ত ব্যাখ্যা হইতে জ্ঞানস্বরূপ জীবের স্বরূপানুবন্ধী জ্ঞানগুণ অবগত হওয়া গিয়াছে; যেহেতু জ্ঞান আত্মস্বরূপের অবিরোধী অর্থাৎ অব্যভিচরিতস্থিতিমান্। কিন্তু তাহার (জীবের) কর্ত্তৃত্ব না হউক, যেহেতু অধিষ্ঠানাদি পাঁচটি—শরীর, কর্ত্তা, করণ, প্রাণাদিচেষ্টা ও দৈবকে অপেক্ষা করিয়া সেই কর্ত্তৃত্ব থাকে, তাহা স্বরূপের হানিকর হইয়া পড়ে, এই আপত্তি করিয়া সমাধান করা হইয়াছে, অতএব এই অধিকরণে আক্ষেপ-নামক সঙ্গতি। তাহাতে সংশয়ের হেতু—'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে' এই শ্রুতি জীবের কর্ত্তৃত্ব বলিতেছেন; আবার কাঠকশ্রুতি 'হন্তাচেন্

মন্যতে হন্তুম্' ইত্যাদি বাক্য আত্মার কর্ত্তৃত্ব নিষেধ করিতেছেন, অতএব এই উভয় শ্রুতির বিরোধ হইবে কি না ? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন,—হাঁ, বিরোধ আছে ; যেহেতু দুইটি শ্রুতি বিরুদ্ধ দুইটি অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে সিদ্ধান্তীর মন্তব্য এই—'স্বর্গকামো যজেতেত্যাদি' বিধিবাক্যের সাফল্য রক্ষার জন্য কর্ত্তৃত্ব এবং 'হন্তাচেন্মন্যতে' ইত্যাদি কর্ত্তৃত্ব-বিরুদ্ধ শ্রুতিরও কর্ত্তৃত্বানুকূল চেষ্টাহীনত্ব অর্থহেতু বিরোধ নাই কিন্তু স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তৃত্ব জীবের অক্ষত, ইহা মনে রাখিয়া এই অধিকরণ 'ইদমিদানীং বিচারয়তি' বলিয়া আরম্ভ করিতেছেন। 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' ইত্যাদি শ্লোক দুইটি শ্রীগীতায় উক্ত। প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণদ্বারা কর্ম্মসমুদায় কৃত হইতে থাকে, অতএব ইহা দ্বারা গুণের কর্ত্তৃত্ব সুস্পষ্ট বোধিত হইতেছে, কিন্তু পুরুষ কর্ত্তা না হইলেও (সাংখ্য মতে) গুণকৃত কর্ত্তৃত্বের নিজের উপর অধ্যাসবশতঃ বিমূঢ় হইয়া সেই কর্ত্তৃত্ব নিজেতে মনে করে, ইহা পূর্ব্বপক্ষীর ব্যাখ্যা, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষীর ব্যাখ্যা অন্যপ্রকার—ব্যাবহারিক যে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব তাহা স্বরূপহেতুক হইলেও ব্যবহারকালে গুণবৃত্তির আধিক্যবশতঃ গুণহেতুক ধরা হয়, ইহালাক্ষণিক —ইহাই তাৎপর্য্য। ইহাই ভাষ্যকার 'যথাচ তক্ষোভয়থা' এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিবেন। 'প্রকৃতিগতং তত্তু' ইতি প্রকৃতিগত কর্ত্তৃত্ব—প্রকৃতির সহিত আত্মার ভেদবুদ্ধির অভাবে সেই জীব নিজেতে অধ্যাস করে অর্থাৎ মনে করে।

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাধিকরণম্

সূত্রম্—কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—'কর্ত্তা'—জীবই কর্ত্তা, সত্ত্বাদি প্রকৃতি-গুণ নহে। কারণ কি ? 'শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ' যেহেতু শাস্ত্রে আছে—'স্বর্গকামো যজেত' এই বিধিবাক্যে এবং 'আত্মানমেব লোকমুপাসীত' ইহাতে স্বর্গ-কামনাকারী যাগ করিবেন, মুক্তিকামী আত্মলোকের উপাসনা করিবেন ইত্যাদি শাস্ত্র চেতন কর্ত্তাতে প্রযুক্ত হইলে যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু গুণের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে গুণের জড়ত্ব-নিবন্ধন ঐ কৃতিমত্ত্বরূপ শাস্ত্রার্থ বাধিত হয় ॥ ৩১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জীব এব কর্ত্তা, ন গুণাঃ। কুতঃ ? শাস্ত্রেতি।

"স্বর্গকামো যজেতাত্মানমেব লোকমুপাসীত" ইত্যাদিশাস্ত্রস্য চেতনে কর্ত্তরি সতি সার্থক্যাৎ গুণকর্ত্তৃত্বেন তদনর্থকং স্যাৎ। শাস্ত্রং কিল ফলহেতুতাবুদ্ধিমুৎপাদ্য কর্ম্মসু তৎফলভোক্তারং পুরুষং প্রবর্ত্তয়তে। ন চ তদ্বুদ্ধির্জড়ানাং গুণানাং শক্যোৎপাদয়িতুম্ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জীবাত্মাই কর্ত্তা অর্থাৎ কার্য্য করে, গুণ কর্ত্তা নহে। কি কারণে ? তাহা বলিতেছেন,—'শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ' জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেই শাস্ত্রার্থের সঙ্গতি হয়। যথা 'স্বর্গকামো যজেত' 'আত্মানমেব লোক-মুপাসীত' ইত্যাদি শাস্ত্র চেতন কর্ত্তা হইলেই সার্থক হয়, গুণের কর্ত্তৃত্ব বলিলে তাহা অনর্থক (অসঙ্গত) হয়। কেন না, শাস্ত্রই কর্ম্মের ফলহেতুতা বুদ্ধি জন্মাইয়া অর্থাৎ বুঝাইয়া কর্ম্মগাত্রে সেই শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মফলের ভোক্তা পুরুষকে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে, কিন্তু গুণ—জড়, উহা তাহার ফলহেতুতা-জ্ঞান জন্মাইতে পারে না ॥ ৩১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—কর্ত্তেতি। প্রযত্নাশ্রয় ইত্যর্থঃ। ফলেতি। ফলপ্রদানি কর্ম্মাণি ভবন্তীতি ধিয়ং জনয়িত্বেত্যর্থঃ। কর্ম্মসু যাগদানাদিষু শ্রবণাদিষু চোপাসনেষ্বিত্যর্থঃ। উভয়েষাং কৃতিসাধ্যত্বেন তৌল্যাৎ ॥ ৩১ ॥

টীকানুবাদ—'কর্ত্তা' ইত্যাদি সূত্র। কর্ত্তা অর্থাৎ কৃতিমান্—প্রযত্নের আশ্রয়। 'ফলহেতুতাবুদ্ধিমুৎপাদ্য' ইতি অর্থাৎ কর্ম্মসমুদয় স্বর্গাদি ফলপ্রদ, এই জ্ঞান উৎপাদন করিয়া। কর্ম্মসু—যাগ, দান প্রভৃতি কর্ম্মে ও শ্রবণাদি উপাসনাতে। এই দ্বিবিধ কর্ম্মই প্রযত্ন-সাধ্য, এজন্য সমান ॥ ৩১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে অন্য একপ্রকার বিচার উপস্থিত হইতেছে। কেহ যদি বলেন যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাওয়া যায়, "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ।" (তৈঃ ২।৫।১) আবার কঠশ্রুতিতে পাই,— "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং" (কঃ ১।২।১৯)। সুতরাং এ-স্থলে একটি সংশয় হয় যে, বিজ্ঞান-শব্দিত জীব কর্ত্তা কি না ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, এমতাবস্থায় জীবকে কর্ত্তা না বলিয়া প্রকৃতিকেই কর্ত্রী বলিব। গীতাতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়,—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" (গীঃ ৩।২৭)। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জীবকেই

কর্ত্তা বলিতে হইবে, প্রকৃতির গুণকে নহে, কারণ শাস্ত্র জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন, "স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবে," "মোক্ষকামী আত্মলোকের উপাসনা করিবে' ইত্যাদি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, শাস্ত্র চেতন জীবকেই কর্ত্তা বিচার করিয়াছেন। ইহাতেই শাস্ত্রের সঙ্গতি পাওয়া যায়। কিন্তু জড় গুণের কর্ত্তৃত্ব বলিলে তাহা অনর্থক অর্থাৎ অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

শ্রীরামানুজও বলেন যে, 'শাস্ত্র' শব্দের অর্থ যিনি শাসন করেন, যদি জীব কর্ত্তা না হয়, তাহা হইলে তাহাকে কিরূপে শাসন করা যাইবে?

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"শাস্ত্রেষ্বিয়ানেব সুনিশ্চিতো নৃণাং
ক্ষেমস্য সধ্র্যগ্বিমৃশেষু হেতুঃ।
অসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি
দৃঢ়া রতির্ব্রহ্মণি নির্গুণে চ যা॥" (ভাঃ ৪।২২।২১

অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ দেহাদি অনাত্মবস্তুতে যে আসক্তিরাহিত্য এবং আত্মায় ও নির্গুণব্রহ্মস্বরূপে যে দৃঢ়া রতি,—ইহাই শাস্ত্রসমূহের সুষ্ঠু বিচারে জীবের কল্যাণলাভের উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥" (গীঃ ৩।১৯)

এতৎ-প্রসঙ্গে গীতার ৪।৩৪, ১০।৯ ; ও ১৬।২৩ শ্লোক-সমূহও আলোচ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২০)॥ ৩১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বাস্তবমেব কর্ত্তৃত্বং জীবস্যেত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—জীবের কর্ত্তৃত্ব বাস্তবই বটে, এই কথা বলিতেছেন—

সূত্রম্—বিহারোপদেশাৎ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—মুক্তজীব সেইলোকে ভোগ করে, হাস্য করে, ক্রীড়া করে, এইরূপে আনন্দে পরিভ্রমণ করে। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা মুক্তজীবেরও ক্রীড়া-কর্ত্তৃত্ব অভিহিত হওয়ায় বদ্ধজীবের যে কর্ত্তৃত্ব, ইহা নিঃসন্দেহ ॥৩২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণ" ইত্যাদিনা মুক্তস্যাপি ক্রীড়াভিধানাদিত্যর্থঃ। অতঃ কর্ত্তৃত্বমাত্রং ন দুঃখাবহং কিন্তু গুণসম্বন্ধএব তস্য স্বরূপগ্লানিকরত্বাৎ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই মুক্ত জীব তথায় ভোগ করিয়া, হাসিয়া, ক্রীড়াতে রত থাকিয়া পরিভ্রমণ করিতে থাকে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা মুক্ত জীবেরও ক্রীড়া অভিহিত হওয়ায় কর্ত্তৃত্ব বলিতেই হইবে। অতএব জীবের কর্ত্তৃত্ব-মাত্রই দুঃখাবহ নহে, কিন্তু গুণ-সম্বন্ধই দুঃখজনক, যেহেতু উহা জীবের স্বরূপের হানিকর॥ ৩২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিহারেতি স ইতি। স মুক্তো জীবঃ। পর্য্যেতি পরিতঃ সরতি। জক্ষন্ ভুঞ্জানো হসংশ্চেত্যর্থঃ। তস্যেতি গুণসংসর্গিণঃ কর্ত্তৃত্বস্য ॥৩২॥

টীকানুবাদ—বিহারেত্যাদি সূত্রে 'স তত্র' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য—সঃ—সেই মুক্তজীব। পর্য্যেতি—নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে। জক্ষন্—ভক্ষণ করিয়া ও হাস্য করিয়া। তস্য স্বরূপগ্লানিকরত্বাৎ ইতি—তস্য—গুণসম্বন্ধনিবন্ধন কর্ত্তৃত্বের, স্বরূপের হানিকরত্ব হেতুই—এই অর্থ॥ ৩২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—জীবের বাস্তব কর্ত্তৃত্ব-সম্বন্ধে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বিহারের উপদেশহেতু জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্, ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" ইত্যাদি (ছাঃ ৮।১২।৩)। এ-স্থলে মুক্তজীবেরও ক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব কর্ত্তৃত্বমাত্রই যে দূষণীয় তাহা নহে। তবে গুণসম্বন্ধ-বশতঃই দুঃখ উপস্থিত হয়; যেহেতু তাহা স্বরূপের গ্লানিকর।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যর্হি সংসৃতিবন্ধোঽয়মাত্মনো গুণবৃত্তিদঃ।
ময়ি তুর্য্যে স্থিতো জহ্যাৎ ত্যাগস্তদ্গুণচেতসাম্॥
অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোঽর্থবিপর্য্যয়ম্।
বিদ্বান্ নির্ব্বিদ্য সংসারচিন্তাং তুর্য্যে স্থিতস্ত্যজেৎ॥"
(ভাঃ ১১।১৩।২৮-২৯)

মুণ্ডকেও আছে,—"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" (মুঃ ৩।১।৪)। শ্রীগীতায়ও পাই,—"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।" (গীঃ ৩।১৭)॥ ৩২॥

সূত্রম্—উপাদানাৎ॥ ৩৩॥

সূত্রার্থ—উপাদান—প্রাণের গ্রহণহেতুও জীব-কর্ত্তৃত্ব মানিতে হয়॥ ৩৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"স যথা মহারাজ ইত্যুপক্রম্যৈবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্তত" ইতি শ্রুতৌ "গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" ইতি স্মৃতৌ চ জীবকর্ত্তৃকস্য প্রাণোপাদানস্যাভিধানাৎ লোহাকর্ষকমণেরিব চেতনস্যৈব জীবস্য কর্ত্তৃত্বং বোধ্যম্। অন্যগ্রহণাদৌ প্রাণাদি-করণং, প্রাণগ্রহণাদৌ তু নান্যদস্তীতি তস্যৈব তৎ॥ ৩৩॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই এই আত্মা মহারাজের মত এই উপক্রম করিয়া 'এবমেষ...পরিবর্ত্ততে' এইপ্রকার এই আত্মা প্রাণ গ্রহণ করিয়া নিজ অধিষ্ঠিত শরীরমধ্যে ইচ্ছামত বিহার করে, এই শ্রুতিতে প্রাণের গ্রহণ কথিত এবং 'গৃহীত্বৈতানি সংযাতি' ইত্যাদি স্মৃতিতেও বায়ুর গন্ধগ্রহণের ন্যায় জীব কর্ত্তৃক প্রাণের গ্রহণ অভিহিত হওয়ায় লোহাকর্ষক মণি (চুম্বক প্রস্তর)র মত চেতন জীবেরই কর্ত্তৃত্ব জ্ঞাতব্য। অন্য বস্তুর গ্রহণে প্রাণাদি করণ (কারক) হয়, কিন্তু প্রাণকে গ্রহণ কাহার দ্বারা করিবে? তাহার অন্য করণ নাই, অতএব শুদ্ধজীব চৈতন্যেরই সেই কর্ত্তৃত্ব॥ ৩৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—উপাদানাদিতি। স যথেতি। পরিবর্ত্ততে বিহরতি। লোহাকর্ষকেতি। চুম্বকস্য যথা লোহাকর্ষণে স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং তথা প্রাণোপাদানে জীবস্য স্বতন্তদিত্যর্থঃ। তস্যৈব শুদ্ধস্য জীবচৈতন্যস্যৈবেত্যর্থঃ। তদিতি কর্ত্তৃত্বম্॥ ৩৩॥

টীকানুবাদ—'উপাদানাৎ' এই সূত্রে 'স যথা মহারাজ' ইত্যাদি ভাষ্যে পরিবর্ত্ততে—বিহার করে। লোহাকর্ষক মণেরিত্যাদি চুম্বক প্রস্তরের যেমন লোহাকর্ষণকার্য্যে স্বতঃকর্ত্তৃত্ব, অন্যসাপেক্ষ নহে, সেইরূপ প্রাণের গ্রহণে জীবচৈতন্যের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব, এই তাৎপর্য্য। তস্যৈব তৎ ইতি; তস্যৈব—শুদ্ধ (অন্য নিরপেক্ষ) জীবচৈতন্যেরই, তৎ—কর্ত্তৃত্ব॥ ৩৩॥

সিদ্ধান্তকণা—জীবের কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে সূত্রকার বলিতেছেন যে, উপাদান হইতেও জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়, "স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা...এতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে।"—(বৃঃ ২।১।১৮)। এই শ্রুতি বাক্যানুসারে প্রাণাদির সহিত গমন বুঝাইতেছে, সুতরাং অন্যগ্রহণাদিতে প্রাণাদি-করণ কিন্তু প্রাণাদির গ্রহণে জীবের কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত অন্যের সম্ভব নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্ম্মিণোঽর্থান্
ভুঙ্ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়াৎ ত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ॥" (ভাঃ ১১।১৩।৩২)॥৩৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যুক্ত্যন্তরঞ্চাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এ-বিষয়ে অন্য যুক্তিও বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—যুক্ত্যন্তরঞ্চেতি। তৃতীয়াবিভক্ত্যাপত্তিরূপাং যুক্তিমিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—যুক্ত্যন্তর অর্থাৎ তৃতীয়া বিভক্তির আপত্তিরূপ যুক্তি বলিতেছেন।

সূত্রম্—ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ॥৩৪॥

সূত্রার্থ—'ক্রিয়ায়াং'—বৈদিক ক্রিয়াতে ও লৌকিক ক্রিয়াতে, 'ব্যপদেশাচ্চ' —'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, কর্ম্মাণি তনুতে' জীবই যজ্ঞ করেন, অন্যান্য কর্ম্ম করেন—এই উল্লেখহেতু তাঁহারই কর্তৃত্ব। 'নচেৎ'—তাহা না বলিলে অর্থাৎ যদি বিজ্ঞান অর্থে জীবাত্মা নহে, কিন্তু বুদ্ধি, তাহারই কর্তৃত্ব বল, তবে 'নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ' বিভক্তি নির্দ্দেশের ব্যতিক্রম হইত অর্থাৎ 'বিজ্ঞানং তনুতে' প্রথমান্ত বিজ্ঞানং না বলিয়া বিজ্ঞানেন এই তৃতীয়ান্ত পদ নির্দ্দিষ্ট (উল্লিখিত) হইত ॥ ৩৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বিজ্ঞানং যজ্ঞমিত্যাদিনা বৈদিক্যাং লৌকিক্যাঞ্চ ক্রিয়ায়াং মুখ্যত্বেন ব্যপদেশাৎ জীবঃ কর্ত্তা। অথ চেৎ বিজ্ঞানশব্দেন জীবো নাভিধীয়তে কিন্তু বুদ্ধিরেব তর্হি নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ। বিজ্ঞানমিতি প্রথমান্তকর্তৃনির্দ্দেশস্য বিজ্ঞানেনেতি তৃতীয়ান্তকরণনির্দ্দেশো ভবেৎ, বুদ্ধেঃ করণত্বাৎ। ন চাত্র তথাস্তি। কিঞ্চ বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে তস্যাঃ করণমন্যৎ কল্প্যং সর্ব্বস্য করণস্যৈব কর্ম্মসু প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। ততশ্চ নামমাত্রেণ বিসংবাদঃ করণাভিন্নস্য কর্তৃত্বস্বীকারাৎ। ননু জীবকর্ত্তৃত্বে হিতস্যৈব ন তু অহিতস্য সৃষ্টিঃ স্যাৎ, স্বতন্ত্রস্য কর্ত্তৃত্বাৎ। মৈবম্। হিতমেব সিসৃক্ষোরপি সহকারিকর্ম্মবৈচিত্র্যেণ ক্বচিদহিতস্যাপ্যাপাতাৎ। তস্মাৎ জীব এব কর্ত্তা। এবং সতি ক্বচিদকর্ত্তৃত্ববচনমস্বাতন্ত্র্যাৎ। কর্তৃত্বে ক্লেশ-সম্বন্ধদর্শনাৎ ন তত্র শ্রুতেস্তাৎপর্য্যমিত্যাদিকুসৃষ্টয়স্তু দর্শপৌর্ণমাসা-দিষ্বপ্যতাৎপর্য্যাপত্ত্যাদিভির্নিরসনীয়াঃ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতে' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বৈদিক যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও লৌকিক ক্রিয়াতে মুখ্যভাবে জীবের কর্তৃত্বের উল্লেখ থাকায় জীব কর্ত্তা বলিতে হইবে। আর যদি বল, ঐ শ্রুত্যুক্ত

বিজ্ঞান-শব্দের দ্বারা জীব অভিহিত নহে, কিন্তু বুদ্ধিই (কারণ, সাংখ্যবাদী তাহাই বলে) তাহা হইলে শ্রুতিতে বিভক্তি নির্দ্দেশের ব্যতিক্রম থাকিত। অর্থাৎ 'বিজ্ঞানম্' এই প্রথমান্ত কর্তৃপদ নির্দ্দেশের পরিবর্ত্তে 'বিজ্ঞানেন' এই তৃতীয়ান্ত করিয়া করণকারকের নির্দ্দেশ হইত। যদি বল, বুদ্ধি কর্তৃকারক, তাহা নহে। বুদ্ধি করণকারক। কিন্তু শ্রুতিতে তো করণবোধক তৃতীয়ান্ত পদের উল্লেখ নাই। আর এক কথা, বুদ্ধিকে কর্ত্রী বলিলে তাহার একটি করণকারক কল্পনা করিতে হয়। যেহেতু সকল কর্ত্তার করণকারকই কার্য্য নির্ব্বাহ করে, দেখা যায়। যদি বল, 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে' এই শ্রুতিতে যদি বিজ্ঞান কর্ত্তা হয়, তবে তাহার করণ কে? তাহারও সমাধান এই—নামমাত্রে বিবাদ অর্থাৎ বিজ্ঞানই করণ, তাহাই কর্ত্তা, করণের সহিত অভিন্নের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। আপত্তি হইতেছে—বেশ, জীব কর্ত্তাই হইল, কিন্তু তাহা হইলে কেবল প্রিয়বস্তুরই সৃষ্টি হইত, অহিতের বা অপ্রিয়ের সৃষ্টি হইত না, কারণ স্বাধীনেরই কর্তৃত্ব সম্ভব। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—না, এরূপ নহে, কর্ত্তা প্রিয় বস্তুই সৃষ্টি করিতে চায়, কিন্তু কৃতকর্ম্ম তাহার সহকারী কারণ, সেই কর্ম্মের সদসদ্রূপ বৈচিত্র্যবশতঃ কোন কোন স্থলে অহিতও আসিয়া পড়ে। অতএব জীবই কর্ত্তা। কোন কোন শ্রুতিতে জীবকে যে অকর্ত্তা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ পরমেশ্বরের অধীন হইয়া সে কার্য্য করে, এই অস্বাধীনতাবশতঃ। কেহ কেহ বলেন, 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে' ইত্যাদি শ্রুতির জীবের কর্তৃত্বে তাৎপর্য্য নহে, কারণ তাহাতে জীবের ক্লেশসম্বন্ধ হইয়া পড়ে ইত্যাদি অনেক কুসৃষ্টি অর্থাৎ অসৎ কল্পনাকে দর্শপৌর্ণমাসযাগাদিতে শ্রুতির তাৎপর্য্যাভাবের আপত্তি দ্বারা নিরসনীয় ॥ ৩৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ব্যপদেশাদিতি। সর্ব্বস্যেতি কর্তুরিত্যর্থাৎ সিসৃক্ষোরিতি জীবস্যেত্যর্থাৎ অহিতস্যার্থস্য। এবং সতীতি। কর্ত্তাপি জীবঃ পরমাত্মাধীনঃ সন্ করোতীতি ক্বচিৎ সোহকর্ত্তেত্যুচ্যতে। বস্তুতস্তু কর্ত্তৈব স ইত্যর্থঃ। কর্তৃত্বে ক্লেশসম্বন্ধেত্যাদি। ননু কর্তুর্দুঃখসম্বন্ধবীক্ষণাৎ তত্ত্বে শ্রুতেস্তাৎপর্য্যং নেতি চেন্ন দর্শাদিষ্বপ্যতাৎপর্য্যাপত্তেঃ লীলোচ্ছ্বাসাদেরকরণ এব ক্লেশদর্শনাচ্চ। ননু সুষুপ্তাবন্তঃকরণাভাবে কর্তৃত্বাদর্শনাদন্তঃকরণমেব কর্তৃ স্যাদিতি চেন্ন

তদা তদভাবেঽপি উচ্ছ্বাসাদিকর্ত্তৃত্বস্য সত্ত্বাৎ। ন চ নিষ্ক্রিয়ত্বশ্রুতির্জীবস্য কর্ত্তৃত্বং বাধেত অস্তি-জ্ঞাদিধাত্বর্থানাং সত্তাজ্ঞানাদীনামাত্মনি সত্ত্বেন তদসিদ্ধেঃ। ধাত্বর্থঃ খলু ক্রিয়োচ্যতে। ন চ নির্ব্বিকারত্বশ্রুতিস্তস্য তদ্বাধেত সত্তাজ্ঞান-ভানধর্ম্মাশ্রয়ত্বেঽপি দ্রব্যান্তরতাপত্তিরূপস্য বিকারস্য তস্মিন্নপ্রসক্তেঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকানুবাদ—ব্যপদেশাদিত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে 'সর্ব্বস্য করণস্যৈব ক্রিয়াসু' ইত্যাদি সর্ব্বস্য অর্থাৎ সকল কর্ত্তার। 'হিতমেব সিসৃক্ষোরপি' ইতি—সিসৃক্ষোঃ—অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক জীবের। অহিতস্য—অপ্রিয়—অনিষ্টকারী বস্তুর। 'এবং সতি ক্বচিদকর্ত্তৃত্ববচনমিতি'—জীব কর্ত্তা নহে,—এই উক্তি কোন কোন শ্রুতিতে থাকিলেও পরমাত্মার অধীনত্ব বশতঃ স্বতঃকর্ত্তৃত্বাভাবোক্তিতে কোনও বিরোধ নাই। বস্তুতঃপক্ষে জীবই কর্ত্তা, কর্ত্তৃত্বে ক্লেশসম্বন্ধেত্যাদি ইহার তাৎপর্য্য, যদি জীবকে কর্ত্তা বলা হয়, তবে তাহার দুঃখ-যোগ হয়। অতএব জীবের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে, এ-কথা কেহ কেহ বলেন, তাহা বলা যায় না। যেহেতু দর্শপৌর্ণমাস যাগ ক্লেশবহুল, তাহাতে শ্রুতি জীবের কর্ত্তৃত্ব যেহেতু বোধ করাইতেছে অতএব তাহাও শ্রুতির তাৎপর্য্যের অবিষয় হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন লীলার আমোদে ও শ্বাসপ্রশ্বাসেও অকরণ থাকিলে জীবের ক্লেশই দেখা যায়। পুনশ্চ আপত্তি—সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণের অভাবে জীবের কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় না, অতএব অন্তঃকরণই কর্ত্তা হউক, এই যদি বল, তাহা নহে; কেন না তখন (সুষুপ্তিকালে) অন্তঃকরণের অভাবেও শ্বাস-প্রশ্বাস কর্ত্তৃত্ব থাকে। যদি বল, শ্রুতি আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্ব জ্ঞাপন করিয়া জীবের কর্ত্তৃত্বের বাধা দিবে, ইহাও ঠিক নহে, তাহা হইলে অস্তি অস্‌ধাতুর অর্থ সত্তা, জ্ঞা—জানা ইত্যাদি ধাতুর ক্রিয়া আত্মায় থাকায় অকর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না। যেহেতু ধাত্বর্থকে ক্রিয়া বলে, ক্রিয়া যাহাতে থাকে, সে কর্ত্তা। অতএব কর্ত্তৃত্ব জীবে থাকিবেই। তাহাতে যদি বলা হয় যে শ্রুতি জীবকে নির্ব্বিকার বলিয়াছেন, অথচ কর্ত্তা হইলে সবিকার হয়, অতএব উহা জীবের কর্ত্তৃত্বের বাধক, তাহাও নহে; বিকার শব্দের অর্থ দ্রব্যান্তরে পরিণতি, সত্তা, জ্ঞান, প্রকাশ প্রভৃতি ক্রিয়া জীবে থাকিলেও ঐ বিকার জীবে থাকেই না, এজন্য নির্ব্বিকারত্ব-শ্রুতির কোন অসঙ্গতি নাই ॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—জীবের কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে আরও একটি যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়াতে মুখ্যরূপে উল্লেখবশতঃ জীবেরই কর্ত্তৃত্ব স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, উহা স্বীকার না করিলে নির্দ্দেশের বিপর্য্যয় ঘটে। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাই;—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ।" (তৈঃ ২।৫।১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"এতে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মেণ যজন্তি স্বগুরুং হরিম্।
শ্রদ্ধয়াত্মবিশুদ্ধ্যর্থং যজ্জাতাঃ সহ বৃত্তিভিঃ॥" (ভাঃ ৩।৬।৩৪)

অর্থাৎ এই সকল ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্ব-স্ব বৃত্তির সহিত যে ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আত্মবিশুদ্ধির জন্য শ্রদ্ধার সহিত স্বধর্ম্ম-পালনদ্বারা তাঁহারা নিজ গুরু সেই শ্রীহরিকে পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ প্রকৃতিকর্ত্তৃত্ববাদে দোষান্ দর্শয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ববাদে দোষ দেখাইতেছেন—

সূত্রম্—উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ—'উপলব্ধিবৎ'—যেমন জীবাত্মাকে বিভু বলিলে ব্যক্তিগত উপলব্ধির অসঙ্গতি, সেইপ্রকার প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিলেও 'অনিয়মঃ'—কর্ম্মেরও অনিয়ম হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি বিভু, সুতরাং সমস্ত জীব সাধারণ অতএব এক জন কর্ম্ম করিলে সকল পুরুষের সেইকর্ম্ম ভোগের কারণ হইয়া পড়ে অথবা জীবকে কর্ম্মের কারণ না বলিলে কোন আত্মাতেই ভোগ না হইতে পারে, অতএব প্রকৃতি কর্ত্রী নহে ॥ ৩৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—আত্মনো বিভুত্বাদুপলব্ধেরনিয়মো দর্শিতঃ প্রাক্। তথা প্রকৃতেরপি বিভুত্বেন সর্ব্বপুরুষসাধারণ্যাৎ কর্ম্মণোঽপ্যনিয়মঃ স্যাৎ সর্ব্বং কর্ম্ম সর্ব্বস্য ভোগায় যথা স্যাৎ নৈব বা স্যাৎ। ন চাসন্নিধিকৃতা ব্যবস্থা বিভূনামাত্মনাং সর্ব্বত্র সান্নিধ্যাৎ ॥৩৫॥

ভাষ্যানুবাদ—আত্মার বিভুত্ববাদে উপলব্ধির অব্যবস্থা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে; সেইপ্রকার প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ববাদে তাহার বিভুত্বহেতু কর্ম্মেরও অনিয়ম হয়, যেহেতু প্রকৃতির বিভুত্ববশতঃ সর্ব্ব পুরুষ সম্বন্ধ সাধারণ হয়। তাহা হইলে এক পুরুষীয় প্রকৃতি কর্ম্ম করিলে সকল পুরুষের তৎকর্ম্মের সহিত সম্পর্ক হইয়া পড়ে এবং তাহাতে সকল কর্ম্ম সকল আত্মার ভোগের কারণ হইয়া যায়, অথবা ভোগের কারণ না হয়। যদি বল, এ-বিষয়েও এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, যে আত্মার সহিত প্রকৃতির অসংযোগ, তাহারই কর্ম্ম— তাহার ভোগের কারণ, ইহাও বলা যায় না; যেহেতু তাহাদের মতে আত্মা বিভু, অতএব প্রকৃতির সান্নিধ্য তাহাতে ঘটিবেই ॥ ৩৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উপলব্ধিবদিতি। প্রাক্ নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধি সূত্রে ॥৩৫॥

টীকানুবাদ—উপলব্ধিবদিত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে দর্শিতঃ প্রাক্ ইতি—প্রাক্ —নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধি সূত্রে ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অনন্তর প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ববাদেও দোষ দেখাইতেছেন। বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, যেরূপ জীবকে বিভু বলিলে উপলব্ধির অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিলেও অনিয়ম অর্থাৎ অসঙ্গতি হয়।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—"জীব কর্ত্তা না হইয়া যদি প্রকৃতিই কর্ত্রী হইত, তাহা হইলে একজনের কর্ম্মের ফল সকল জীবকেই ভোগ করিতে হইত। কিন্তু দেখা যায় যে, জীব নিজ নিজ কর্ম্মফলই ভোগ করিয়া থাকে, অপরের কর্ম্মফল ভোগ করে না। আরও এক কথা, প্রকৃতি এক এবং তাহার সকল জীবের সহিত সম্বন্ধ সমভাবাপন্ন। সেই প্রকৃতিই যদি জীবের সকল কর্ম্মের কর্ত্রী (কর্ত্তা) হয়, তাহা হইলে তো সকল কর্ম্মের সহিত সকল জীবের সম্বন্ধ একরূপই হয়।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যদাত্মানমবিজ্ঞায় ভগবন্তং পরং গুরুম্।
পুরুষস্তু বিষজ্জেত গুণেষু প্রকৃতেঃ স্বদৃক্ ॥

গুণাভিমানী স তদা কর্ম্মাণি কুরুতেঽবশঃ।
শুক্লং কৃষ্ণং লোহিতং বা যথাকর্ম্মাভিজায়তে ॥”

(ভাঃ ৪।২৯।২৬-২৭)

অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ স্ব-প্রকাশ-স্বভাব হইলেও যখন তিনি পরমগুরু সর্ব্বজ্ঞান-প্রকাশক শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া প্রকৃতির গুণসমূহে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন, তখন প্রাকৃত গুণাভিমানহেতু দেহাদি পরতন্ত্র হইয়া কখনও পুণ্যজনক সাত্ত্বিক কর্ম্ম কখনও শোকজনক তামসিক কর্ম্ম, কখনও বা দুঃখময় রাজস কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং যেরূপ কর্ম্ম করেন, তৎতৎ কর্ম্মানুসারে তদনুরূপ জন্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

সূত্রম্—শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ—প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব মানিলে পুরুষের ভোক্তৃত্ব-শক্তির বিপর্য্যয় (হানি) ঘটে অর্থাৎ ভোক্তৃত্ব-শক্তি প্রকৃতিগামী হইয়া পড়ে, তাহাতে ‘পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ’ ভোক্তৃত্ববশতঃ পুরুষের অস্তিত্ব—এই সাংখ্যসূত্রোক্ত মতের ব্যাঘাত হয়, অতএব প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলা চলে না ॥ ৩৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বে পুরুষনিষ্ঠায়া ভোক্তৃত্বশক্তে-র্বিপর্য্যয়াৎ প্রকৃতিগামিতাপত্তেঃ পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাদিত্যভি-মতহানিরিতিশেষঃ। কর্ত্তুরন্যস্য ভোক্তৃত্বাসম্ভবাৎ তচ্ছক্তিরপি প্রকৃতিগতা মন্তব্যা॥ ৩৬॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব হইলে পুরুষনিষ্ঠ ভোক্তৃত্বশক্তির ব্যতি-ক্রমবশতঃ প্রকৃতিগামিতা হইয়া পড়ে, সেইজন্য ‘ভোক্তৃত্ববশতঃ পুরুষ-স্বীকার’—এই সাংখ্যাভিমতের হানি হয়, এই অংশটি পূরণীয়। একজন কর্ত্তা, অন্য জন তাহার ফলভোক্তা, ইহা অসম্ভব। অতএব পুরুষের ভোক্তৃত্বশক্তিও প্রকৃতিনিষ্ঠ মনে করিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—শক্তীতি। প্রকৃতিগামিতাপত্তেরিতি। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যাদিতিভাবঃ। অত উক্তং শ্রীমহাভারতে। “নান্যঃ কর্ত্তুঃ ফলং রাজন্নুপভুঙ্‌ক্তে কদাচন” ইতি। নন্থ কা ক্ষতিরিতি চেৎ তত্রাহ পুরুষোঽস্তীতি। উক্তং বিশদয়তি কর্ত্তুরন্যস্যেত্যাদিনা ॥ ৩৬ ॥

টীকানুবাদ—'শক্তিবিপর্য্যয়াৎ' এই সূত্রের ভাষ্যে প্রকৃতিগামিতাপত্তেঃ ইতি। তৎপর্য্য এই—যেহেতু কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এই উভয়ের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একনিষ্ঠত্ব হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীমহাভারতে কথিত হইয়াছে 'নান্যঃ কর্ত্তুঃ...কদাচন'। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি—হে মহারাজ! কোন সময়েই কর্ত্তার কর্ম্মফল অন্য ব্যক্তি ভোগ করে না। প্রশ্ন হইতেছে,—যদি প্রকৃতিকেই কর্ত্রী ও ভোক্ত্রী উভয়ই বলি, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'পুরুষোঽস্তীত্যাদি' এই কথাটিই বিশদ করিতেছেন—কর্ত্তুরন্যস্থ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ॥ ৩৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রেও সূত্রকার বলিতেছেন যে, প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে পুরুষের ভোক্তৃত্বশক্তিরও বিপর্য্যয় ঘটে। অতএব প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার্য্য নহে। কর্ম্মের কর্ত্তা একজন আর সেই কর্ম্মের ফলভোক্তা অন্য একজন, ইহাও অসম্ভব। কারণ যিনি কর্ম্মের কর্ত্তা, তিনিই কর্ম্মের ভোক্তা হইবেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। সাংখ্যকারিকায়ও পাওয়া যায়, "পুরুষঃ অস্তি ভোক্তৃভাবাৎ" (সাংখ্যকারিকা-২৭) জীবের অস্তিত্ব, যেহেতু তাহার ভোক্তৃভাব আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥" (ভাঃ ৩।২৬।৮)

অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা-বিষয়ে প্রকৃতিই কারণ আর সুখ-দুঃখাদি ভোর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতি বিলক্ষণ জীবই কারণ।

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥" (গীঃ ১৩।২২)

পুরুষ অর্থাৎ জীব প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াই প্রকৃতিজাত সুখদুঃখাদি বিষয় ভোগ করে; প্রকৃতির গুণে আসক্তিবশতঃ তাহার উচ্চাবচ যোনিতে জন্ম লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

সূত্রম্—সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ—মোক্ষের সাধন সমাধি—প্রকৃতি-পুরুষের অন্যথাখ্যাতি অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এই জ্ঞান। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব মানিলে তাহার অর্থাৎ সমাধির অভাব হয়, এজন্যও প্রকৃতি-কর্ত্তৃত্ববাদ দোষগ্রস্ত ॥ ৩৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মোক্ষসাধনস্য সমাধেরপ্যভাবাচ্চ দুষ্টঃ প্রকৃতিকর্ত্তৃত্ববাদঃ। প্রকৃতেরন্যোঽহমস্মীত্যেবংবিধঃ খলু সমাধিঃ। স চ ন সম্ভবতি স্বস্য স্বান্যত্বাভাবাৎ জাড্যাচ্চ। তস্মাৎ জীব এব কর্ত্তা সিদ্ধঃ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সমাধি হইতে মুক্তি হয়, সেই মুক্তি-সাধন সমাধির অভাব ঘটে, এই জন্যও প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ববাদ দোষাবহ হইতেছে। কথাটি এই—'আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন', এইরূপ জ্ঞানের নাম সমাধি, সেই সমাধি প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে সম্ভব নহে ; যেহেতু যে আমি কর্ম্ম করিতেছি, তাহা আমি নহি, এই জ্ঞান কর্ত্রী প্রকৃতির নিজ হইতে নিজ ভেদের অভাব ও জড়তা-হেতু হয় না। সেইজন্য জীবই কর্ত্তা ইহা সিদ্ধ ॥ ৩৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সমাধ্যভাবাচ্চেতি। চ-শব্দঃ শ্রবণমননধ্যানাভাবসমুচ্চায়কঃ। প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বে শ্রবণাদীনামপি সৈব কর্ত্রী স্যাৎ। সা খলু প্রকৃতেরন্যাহমিতি শৃণুয়ান্মন্বীত ধ্যায়েত সমাদধ্যাচ্চ। ন চৈবমস্তি স্বস্য স্বভেদাভাবাৎ জড়ায়াস্তত্তদসম্ভবাচ্চ ॥ ৩৭ ॥

টীকানুবাদ—'সমাধ্যভাবাচ্চ' এই সূত্রে 'চ' শব্দের প্রয়োগ শ্রবণ, মনন ও ধ্যানের অভাবকেও বুঝাইতেছে অর্থাৎ সমাধ্যভাব এবং শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাভাববশতঃও প্রকৃতি কর্ত্রী নহে। কথাটি এই—প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে শ্রুতিবোধিত মোক্ষোপায় শ্রবণ-মনন-ধ্যান প্রভৃতির কর্ত্রী সেই প্রকৃতিই হইয়া পড়ে, সেই কর্ত্রী—প্রকৃতি, সে-আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এইরূপ শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, ধ্যান করিবে ও সমাধি করিবে, এইরূপ হইতে পারে না, যেহেতু নিজেতে নিজের ভেদ থাকে না, তাহা ছাড়া জড়া প্রকৃতির ঐ জ্ঞানাদি অসম্ভব ॥ ৩৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রেও প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ববাদে দোষারোপ করিতেছেন। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে মোক্ষ-সাধনভূত সমাধিরও অভাব ঘটে। কারণ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আমি—এইরূপ জ্ঞানেই সমাধি লাভ হইয়া থাকে। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব মানিলে উহা সম্ভব হয় না; কারণ প্রকৃতির নিজ হইতে নিজের ভেদ-বিচারের অভাব ও প্রকৃতি জড় বলিয়া। অতএব জীবের কর্ত্তৃত্বেই মোক্ষ-সাধনোপায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহুজন্মনা।
সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্য আ-ব্রহ্মভবনান্মুনিঃ॥
মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা।
নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্॥
প্রাপ্নোতীহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশা চ্ছিন্নসংশয়ঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তেত যোগী লিঙ্গবিনির্গমে॥"

(ভাঃ ৩।২৭।২৭-২৯)॥ ৩৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ তস্য কর্ত্তৃত্বং করণযোগেন স্বশক্ত্যা চাস্তীতি দৃষ্টান্তেন বোধয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব করণ-সাহায্যে এবং নিজ স্বাভাবিক শক্তিবশতঃও হইয়া থাকে; ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেতি। তস্য জীবস্য। করণযোগেনেতি। অধিষ্ঠানাদেরুপলক্ষণম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অথেত্যাদি, তস্য কর্ত্তৃত্বমিতি। তস্য —সেই জীবের, ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ দ্বারা এবং নিজ শক্তি দ্বারা। করণযোগ কথাটি অধিষ্ঠানাদিরও সংগ্রাহক অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয় যোগে নহে, পূর্ব্বোক্ত অধিষ্ঠানাদির সম্বন্ধবশতঃও জানিবে।

তক্ষাধিকরণম্

সূত্রম্—যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ—যেমন তক্ষা—কাষ্ঠতক্ষণকারী—(ছুতারমিস্ত্রী) সূত্রধর উভয় প্রকারেই কর্ত্তা হয় অর্থাৎ বাস্যা দ্বারা (কুঠার—বাস্‌লী নামক অস্ত্রে) কাষ্ঠতক্ষণ করে (কাঠ চাঁচে) আবার সেই বাস্যা প্রভৃতি অস্ত্র ধারণও নিজ শক্তিতে করে, সেইরূপ জীবাত্মাও প্রাণাদির সাহায্যে কার্য্য করে ও নিজশক্তিতে প্রাণাদি ধারণ করে ॥ ৩৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তক্ষা যথা তক্ষণে বাস্যাদিনা কর্ত্তা বাস্যাদিধারণে তু স্বশক্ত্যৈবেত্যুভয়থাপি কর্ত্তা ভবেদেবং জীবোঽপ্যন্যগ্রহণাদৌ প্রাণাদিনা কর্ত্তা প্রাণাদিগ্রহণে তু স্বশক্ত্যৈবেত্যর্থঃ। ইত্থং প্রাকৃতদেহাদিনা যৎ কর্ত্তৃত্বং তৎ কিল শুদ্ধাদেব পুরুষাৎ প্রবৃত্তমপি গুণবৃত্তিপ্রাচুর্য্যাৎ তদ্ধেতুকমিত্যুপচর্য্যতে। "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু" ইতি তত্রৈবোক্তেঃ। এতেন গুণকর্ত্তৃত্ববচাংসি ব্যাখ্যাতানি। মৌঢ্যাত্যুক্তিস্তু পঞ্চাপেক্ষেঽপি স্বৈকাপেক্ষত্বমননাৎ। ন চৈষামাপাতবিভাতোঽর্থঃ শক্যো নেতুং তত্রত্যমোক্ষসাধনোক্তিবিরোধাৎ। "নায়ং হন্তি ন হন্যতে" ইত্যাদিবাক্যন্তু হন্তিফলমেব চ্ছেদং প্রতিষেধতি নিত্যস্যাত্মনস্তদ্দযোগাৎ। ন তু কর্ত্তৃত্বমপি, তস্য পূর্ব্বং সিদ্ধেঃ। এবঞ্চ ভাগবতানাং যদিহামুত্র চ তদর্চ্চনাদিকর্ত্তৃত্বং তন্নির্গুণমেব পূর্ব্বত্র গুণান্ বিমর্দ্দ্য চিচ্ছক্তিবৃত্তের্ভক্তেঃ প্রাধান্যাৎ পরত্র কৈবল্যাৎ। এতদভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীভগবতা—"সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ" ইতি। ভোক্তৃত্বং তু শুদ্ধস্য পুংসঃ। "পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে" ইত্যাদি স্মৃতেঃ। গুণসঙ্গেনাপি ভবতস্তস্য সংবেদনরূপত্বাৎ চিদ্রূপপুংপ্রাধান্যং ন তু গুণপ্রাধান্যং তত্ত্বেন তদ্বিরোধিত্বাৎ। স্বরূপসংবেদনসুখাদৌ তু সুসিদ্ধং

তৎ। স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশত্বাদিতি। তস্মাৎ তদুভয়ং জীবস্যৈব মন্তব্যম্। "এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা" ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ। তক্ষ-দৃষ্টান্তেন কর্তৃত্বং সাতত্যঞ্চ নিরস্তম্॥ ৩৮॥

ভাষ্যানুবাদ—তক্ষা (সূত্রধর) যেমন কাষ্ঠতক্ষণকার্য্যে বাস্যা প্রভৃতি অস্ত্রের সাহায্যে কর্ত্তা এবং বাস্যাদির ধারণকার্য্যে নিজশক্তিদ্বারা কর্ত্তা—এই উভয় প্রকার হয়, এইরূপ জীবও অন্য বস্তু গ্রহণাদিকার্য্যে প্রাণাদি দ্বারা কর্ত্তা, প্রাণাদিধারণে কিন্তু নিজশক্তি দ্বারা কর্ত্তা হয়, এই অর্থ। এইরূপে প্রকৃতি-সম্ভূত স্থূল দেহাদি-সাহায্যে জীবাত্মার যে কর্তৃত্ব তাহা নিরুপাধিক আত্মা হইতে সম্পন্ন হইলেও তাহাতে গুণবৃত্তি (দেহাদির সাহায্য) প্রচুর থাকে বলিয়া উহাকে দেহাদির কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করা হয়, লাক্ষণিক হিসাবে। শ্রীভগবদ্গীতাতেও এ-কথা বলা আছে যথা "কারণং গুণসঙ্গঃ" ইত্যাদি এই জীবের যে ভালমন্দ যোনিতে (দেব-মনুষ্য-কীটাদিরূপে) উৎপত্তি, তাহার কারণ গুণের সম্পর্ক অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণ তাহা করে, আত্মায় তাহার আরোপ। ইহার দ্বারা অর্থাৎ জীবনিষ্ঠ-কর্তৃত্ব, কিন্তু গুণহেতুক যে বলা হয়, তাহা ঔপচারিক, এই কথায় শ্রীগীতা-বর্ণিত 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ' ইত্যাদি গুণকর্ত্তৃত্ববোধক বাক্যগুলিও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ জীব-কর্ত্তৃত্বই গুণবৃত্তির প্রচুর সাহায্যনিবন্ধন গুণহেতুক বলা হয়। তবে যে জীবের কর্তৃত্বাভিমান মূঢ়তা (মূর্খতা) প্রযুক্ত ইত্যাদি উক্তি আছে, তাহার সঙ্গতি কিরূপে হইবে? তাহাও বলা হইতেছে—অধিষ্ঠান (দেহ), কর্ত্তা (জীবাত্মা), ইন্দ্রিয়াদি করণ, করণাদির চেষ্টা ও অদৃষ্ট—এই পাঁচটির সাহায্য থাকিতেও কেবল স্বাপেক্ষকর্তৃত্ব মনে করাই মূঢ়তা, এই অভিপ্রায়ে তাহার সঙ্গতি। এই সকল গুণ-কর্তৃত্ববোধক বাক্যগুলির আপাততঃ প্রতীয়মান গুণকর্তৃত্ব-অর্থ গ্রাহ্য হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে মুক্তিসাধন বাক্যগুলির অসঙ্গতি হয়, অর্থাৎ গুণের কর্তৃত্ব মুখ্য হইলে জীবাত্মার, মুক্তিসাধন উপায়ের উল্লেখ অসঙ্গত হয় যেহেতু যাহার কর্ত্তৃত্ব-নিবন্ধন বন্ধ, তাহারই মুক্তি সম্ভব। তবে যে শ্রীভগবানের উক্তি 'নায়ং হন্তি ন হন্যতে' জীব হত্যাও করে না, হতও হয় না—ইহার দ্বারা জীবের কর্তৃত্ব নিষেধ বুঝাইতেছে, তাহারও অভিপ্রায় অন্যরূপ যথা—হননক্রিয়ার ফল ছেদ তাহা

আত্মার হয় না কারণ আত্মা নিত্য, তাহার নাশ হইবে কিরূপে? তবে কি আত্মা নাশের কর্ত্তাও নয়? যেহেতু 'নায়ং হন্তি' বলা হইয়াছে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন তু কর্ত্তৃত্বমপি প্রতিষেধতি' অর্থাৎ তাই বলিয়া শুদ্ধ আত্মার কর্ত্তৃত্ব নিষেধ করা হইতেছে না, যেহেতু পূর্ব্বেই আত্মার কর্ত্তৃত্ব-স্থাপন করা হইয়াছে। এইরূপে অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে উভয়-স্থলে ভগবদ্‌ভক্তদিগের ভগবানের অর্চ্চনকর্ত্তৃত্ব নির্গুণ—(ত্রিগুণাতীত), কারণ প্রথমে অর্থাৎ ইহলোকে গুণের উপর অভিমান ছাড়িয়া চিচ্ছক্তিবৃত্তি ভক্তির প্রাধান্য, আর পরে অর্থাৎ পরলোকে কৈবল্যহেতু গুণ-সম্পর্কের অভাব। ইহাই অভিপ্রায় করিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন—'সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী···মদপাশ্রয়ঃ'। সাত্ত্বিককর্ত্তা গুণ-সঙ্গহীন, রাজস কর্ত্তা গুণের উপর অনুরাগে অন্ধ, তামস স্মৃতিভ্রষ্ট কর্ত্তা, আর যে আমার ভক্ত—সে নির্গুণ। ভোক্তৃত্ব অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ যে কোন একটির অনুভব, তাহা গুণাভিমানশূন্য জীবাত্মার, যেহেতু অনুভব আত্মার ধর্ম্ম, জ্ঞান তাহার স্বরূপা-নুবন্ধী। স্মৃতিবাক্য সেই কথাই বলিতেছেন—'পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে' জীবাত্মা সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বে (অনুভবে) হেতু। আবার গুণ-সম্পর্কে যে ভোক্তৃত্ব হয়, সেই ভোগ সংবেদনাত্মক-অনুভূতিস্বরূপ সুতরাং চিৎস্বরূপ জীবের তথায় প্রাধান্য, গুণের প্রাধান্য নহে, যেহেতু অনুভূতির সংবেদন স্বরূপতাহেতু উহা গুণবিরোধী। স্বরূপানুভবের আনন্দে সেই ভোক্তৃত্ব সুপ্রসিদ্ধ। তাহার হেতু নিজেই নিজের প্রকাশক। অতএব গুণ-সাহায্যে কর্ত্তৃত্ব ও স্বশক্তিতে কর্ত্তৃত্ব—এই উভয়—জীবেরই জানিবে। শ্রুতিও তাহা বলিতেছেন—'এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা' ইত্যাদি। তক্ষা-দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবের স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব খণ্ডিত হইল ॥ ৩৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—যথা চেতি। তক্ষা বর্দ্ধকিঃ। কারণমিতি। গুণসঙ্গো গুণাধ্যাসঃ। অস্য জীবস্য। এতেনেতি। জীবনিষ্ঠমেব কর্ত্তৃত্বং গুণত্বং গুণবৃত্তিপ্রাচুর্য্যাৎ গুণহেতুকমিতিব্যাখ্যানেনেত্যর্থঃ। গুণকর্ত্তৃত্ববচাংসি প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানীত্যাদীনি। ননু কর্ত্তৃত্বং চেজ্জীবনিষ্ঠং তর্হি তন্মন্তুর্মৌঢ্যোক্তিঃ কথম্। কথং বা "তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ। পশ্যত্য-কৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ" ইতি দুর্ধীত্বোক্তিশ্চেতি চেৎ তত্রাহ মৌঢ্যা-দ্যুক্তিরিতি। "অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্। বিবিধা চ

পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্” ইতি। পঞ্চাপেক্ষে হি কর্ত্তৃত্বং স্মৃতম্। দৈবং পরেশঃ। নন্বেতৎ কর্ত্তৃত্বং মোক্ষে জীবস্য ন স্যাৎ তস্য দেহেন্দ্রিয়প্রাণানাং বিগমাৎ। মৈবম্। তদা সঙ্কল্পসিদ্ধানাং দিব্যানাং তেষাং ভাবাৎ। ন চৈষামিতি। এষাং গুণকর্ত্তৃত্ববচসাম্ আপাতবিভাতো গুণকর্ত্তৃত্বরূপোঽর্থঃ নেতুং গ্রহীতুং ন শক্যঃ। তত্র হেতুস্তত্রত্যেতি। শ্রীগীতান্তর্ব্বর্ত্তিমুক্তিসাধন-বচনাসঙ্গতেরিত্যর্থঃ। তানি চ “মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্”॥ ইত্যেব-মাদীনি বোধ্যানি। এষু ভগবদ্ধ্যানকর্ত্তুর্জীবস্য মুক্তিরুক্তা। নায়মিতি। তদযোগাৎ ছেদাসম্ভবাৎ। এবঞ্চেতি। ইহ পূর্ব্বত্র ইতি চোভয়ত্র প্রপঞ্চে ইত্যর্থঃ। অমুত্রেতি পরত্রেতি চোভয়ত্র ভগবদ্ধাম্নীত্যর্থঃ। সাত্ত্বিক ইতি শ্রীভাগবতে। কারকঃ কর্ত্তা। ভোক্তৃত্বমিতি। সুখদুঃখান্যতরানুভবো হি ভোগঃ। অনুভবস্তু ধর্ম্মভূতং জ্ঞানং স্বানুবন্ধীত্যুক্তম্। গুণেতি। ভবতো—বর্ত্তমানস্য ভোক্তৃত্বস্যেত্যর্থঃ। তত্ত্বেনেতি। সংবেদনরূপত্বেন গুণবিরোধিত্বা-দিত্যর্থঃ। তৎ ভোক্তৃত্বম্। তক্ষেতি। স্বেচ্ছানুসারেণ তক্ষা কদাচিৎ করোতি ন করোতি চ স্ববেশ্মন্যক্লেশাং নির্ব্বৃতিং চ লভতে তদ্বৎ জীবোঽপীত্যর্থঃ॥ ৩৮॥

টীকানুবাদ—যথা চ তক্ষেত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে—তক্ষা—বার্দ্ধকি অর্থাৎ সূত্রধর (ছুতার) ‘কারণং গুণসঙ্গোঽস্য’ ইত্যাদি শ্লোকে গুণসঙ্গঃ—গুণের অধ্যাস অর্থাৎ আত্মাতে সত্ত্বাদি গুণের অভেদজ্ঞান, অস্য—জীবের। ‘এতেন গুণকর্ত্তৃত্ববচাংসি’ ইত্যাদি এতেন—ইহা দ্বারা অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব জীব-নিষ্ঠই, তবে যে গুণের কর্ত্তৃত্বোক্তি, তাহা গুণের বৃত্তি বহুলভাবে থাকায় গুণহেতুক এইরূপ ব্যাখ্যান দ্বারা। গুণকর্ত্তৃত্ববচাংসি ইতি—গুণের কর্ত্তৃত্ব-বোধক বাক্যসমুদয় যথা ‘প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ’ ইত্যাদি। প্রশ্ন হইতেছে, যদি জীবের কর্ত্তৃত্ব বাস্তব হয়, তবে গুণের উপর অভিমানী আত্মার মূঢ়তা, এই উক্তি হইল কেন? আর কেনই বা ‘তত্রৈবং সতি’ ইত্যাদি যে ব্যক্তি এই গুণের কর্ত্তৃত্ব হইলেও শুদ্ধ আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, সে মূর্খ অবিবেকবশতঃ যথার্থ দর্শন করে না। এইরূপে আত্মার কর্ত্তৃত্বোক্তির নিন্দা। এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—‘মৌঢ্যাদ্যুক্তিস্তু’

ইত্যাদি। আত্মার কর্তৃত্ব অধিষ্ঠান (শরীর), কর্তা (জীব), নানাবিধ করণ, বিবিধ চেষ্টা; দৈব অর্থাৎ পরমেশ্বর—এই পাঁচটিকে অপেক্ষা করিয়া (লইয়া), তৎসত্ত্বেও কেবল আত্মসাপেক্ষ মনে করার জন্য মূঢ়তার উক্তি জানিবে। পুনশ্চ প্রশ্ন—জীবের এই কর্তৃত্ব সর্ব্বজীবসাধারণ কিরূপে হইবে? যেহেতু মুক্তির পর জীবের সেই কর্তৃত্ব থাকে না—কারণ তখন তাহার দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলই চলিয়া যায়। এইকথা বলিতে পার না; যেহেতু তখন সঙ্কল্প-সিদ্ধ দিব্য (অলৌকিক) ইন্দ্রিয়াদির সত্তা আছে। 'ন চৈষামাপাতবিভাতোঽর্থ ইতি' এষাং—এই গুণকর্তৃত্ববোধক বাক্যগুলির, আপাতবিভাতঃ—আপাততঃ প্রতীয়মান গুণকর্তৃত্বরূপ অর্থ, নেতুং—গ্রহণ করিতে, ন শক্যঃ—পারা যায় না। সে বিষয়ে হেতু—'তত্রত্য মোক্ষসাধনোক্তিবিরোধাৎ'—সেই শ্রীগীতান্তর্ব্বর্ত্তী মুক্তিসাধন বাক্যগুলির তাহাতে অসঙ্গতি হয়, এই অর্থ। সে বাক্যগুলি যথা—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো…অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ"—আমার মনন কর, আমার ভজন কর, আমার পূজা কর, আমাকে প্রণাম কর, এইরূপ করিলে ওহে অর্জ্জুন! তুমি এই দেহপাতের পর নিশ্চিতভাবে আমাতে বাস করিবে। এইরূপ ভক্ত ভক্তি-মহিমায় আমার স্বরূপ জানিতে পারে যে, আমি যাবৎ পরিমাণ ও যথার্থতঃ যৎস্বরূপ, তাহার পর আমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আমাতে প্রবেশ করে। ইত্যাদি বাক্য মোক্ষসাধন। এই সকল বাক্যে ভগবদ্ধ্যানকারী জীবের মুক্তি বলা হইয়াছে কিন্তু গুণের কর্তৃত্ব বলিলে আত্মার কর্তৃত্বাভাবহেতু মুক্তি-কথন অসঙ্গত হয়। 'নায়ং হন্তি' ইত্যাদি—নিত্যস্যাত্মনস্তদযোগাৎ ইতি—'নিত্য আত্মার ছেদ হইতে পারে না' এইজন্য। এবঞ্চ ইতি—অর্থাৎ এই স্থলে এবং পূর্ব্ব প্রবন্ধ উভয়ক্ষেত্রে। 'ভাগবতানাং যদিহামুত্রচ'—ইহলোকে ও পরলোকে উভয়স্থলেই ভগবদ্ভজনকারীদিগের—এই অর্থ। 'সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী'—ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের। কারকঃ অর্থাৎ কর্তা। ভোক্তৃত্বং তু ইতি—ভোক্তৃত্ব—ভোগকর্তৃত্ব, ভোগ—সুখ বা দুঃখ অন্যতরের অনুভূতি, অনুভবপদার্থ হইতেছে জ্ঞানবিশেষ, যাহা আত্মার ধর্ম্মস্বরূপ, স্বরূপানুবন্ধী, এ-কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গুণসঙ্গেনাপি ভবতস্তস্য' ইতি, ভবতঃ অর্থাৎ বিদ্যমান, তস্য—সেই ভোক্তৃত্বের। 'তত্ত্বেন তদ্বিরোধাৎ ইতি' অনুভব যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ সুতরাং গুণ-বিরোধী—এই তাৎপর্য্য। 'সুসিদ্ধং তৎ ইতি'—তৎ—ভোক্তৃত্ব।

তক্ষদৃষ্টান্তেনেতি—তক্ষার দৃষ্টান্ত দ্বারা অর্থাৎ যেমন তক্ষা (বার্দ্ধকি) নিজ ইচ্ছানুসারে কোন সময় কাজ করে, আবার কখনও বা করে না এবং নিজ গৃহেই থাকিয়া ক্লেশহীন স্বস্তিলাভ করে, সেইরূপ জীবাত্মাও ॥ ৩৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—জীবের কর্ত্তৃত্ব করণযোগে এবং স্বীয় শক্তিদ্বারাও যে হইয়া থাকে, তাহাই বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, তক্ষা অর্থাৎ সূত্রধর যেমন উভয় প্রকারেই কর্ত্তা হয়, তদ্রূপ।

সূত্রধর যেরূপ বাস্যাদি-অস্ত্রদ্বারা ছেদন কর্ত্তা হয়, আবার বাস্যাদি-ধারণে স্বীয় শক্তির দ্বারাও কর্ত্তা হইয়া থাকে। জীবও সেইরূপ অপরের গ্রহণ-বিষয়ে প্রাণাদির দ্বারা কর্ত্তা হন, আবার প্রাণাদি-গ্রহণে স্বীয় শক্তির দ্বারাই কর্ত্তা হইয়া থাকেন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্॥" (ভাঃ ৩।২৬।৮)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"কর্ম্মফলদাতা চ পরমেশ্বর এবেতি জীবস্য কর্ম্মফলভোক্তৃত্বমীশ্বরাধীন-মেবেত্যাহ—ভোক্তৃত্বে জীবস্য কর্ম্মফলানাং ভোগে পুরুষং কারণং বিদুরিত্যন্বয়ঃ।"

জীবের কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে আরও পাই,—

"সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ॥"
(ভাঃ ১১।২৫।২৬) ॥ ৩৮ ॥

জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ তত্রৈব বিমর্শান্তরম্। ইদং জীবস্য কর্ত্তৃত্বং স্বায়ত্তং পরায়ত্তং বেতি সংশয়ে "স্বর্গকামো যজেত" "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ" "পাপ্মনোৎসংসৃজা" ইত্যাদিবিধিনিষেধ-শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ স্বায়ত্তং তৎ। স্ববুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তিতুং নিবর্ত্তিতুঞ্চ শক্তো হি নিযোজ্যো দৃশ্যতে। তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অনন্তর সেই জীব-বিষয়ে অন্য সমীক্ষা হইতেছে। জীবের এই কর্তৃত্ব কি স্বাধীন? অথবা পরাধীন? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন, যেহেতু 'স্বর্গকামো যজেত' স্বর্গকামী যাগ করিবে ইত্যাদি বিধি, 'তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ' অতএব ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবে না, পাপ হইতে নির্মুক্ত হইবে ইত্যাদি নিষেধ-শাস্ত্রার্থ জীবেই থাকে। নিজের বুদ্ধি-অনুসারে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে ও নিবৃত্ত হইতে পারে, সেই ব্যক্তিই শাস্ত্রপ্রেরণার পাত্র হয় দেখা যায়, এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেতি। কর্তৃত্বং জীবস্যাস্তু তৎপুনরীশ্বরাধীনং মাস্ত্বিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। বিধিবাক্যাৎ জীবঃ স্বাধীনঃ করোতি অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ তু পরাধীনঃ করোতীতি চ প্রতীয়তে। তদনয়োর্বিরোধো ন বেতি সন্দেহেঽর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে বিধিবাক্যেঽপ্যন্তর্য্যামিপ্রেরণায়া বিবক্ষিতত্বাদবিরোধ ইত্যেতমর্থং হৃদি কৃত্বা ন্যায়মাহাথ তত্রৈবেত্যাদি। তত্রৈব জীবকর্তৃত্বে বিষয়ে স্বায়ত্তং তদিতি তৎ কর্তৃত্বং জীবস্য স্বায়ত্তং তস্য করণাধিপত্বাৎ। তদেব দর্শয়তি স্ববুদ্ধ্যেতি। ন তু কাষ্ঠপাষাণসদৃশঃ শাস্ত্রেণ নিযোজ্য ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরায়ত্তে তু কর্তৃত্বে বিধিনিষেধস্থানে তস্যৈবাভিষিক্তত্বাপত্তিরিত্যেবমাক্ষেপে তত্রাহেতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অথেত্যাদি আক্ষেপ হইতেছে যে, জীবের কর্তৃত্ব হউক, কিন্তু তাহা ঈশ্বরাধীন না হউক, এই আক্ষেপ করিয়া সমাধান করায় ইহাতে আক্ষেপসঙ্গতি দ্রষ্টব্য। আবার বিধিবাক্য-অনুসারে দেখা যাইতেছে, জীব স্বাধীন হইয়াই কার্য্য করিতেছে, অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জীব পরাধীন হইয়া কার্য্য করে, অতএব এই দুই মতের বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষীর কথায় বুঝা যায় যে, বিরোধ হইবে। যেহেতু উভয় উক্তির অর্থভেদ থাকায় বিরোধ রহিয়াছে। তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি বিধিবাক্যেও অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের প্রেরণা বিবক্ষিত; সুতরাং বিরোধ নাই। এই বিষয়টি মনে রাখিয়া অধিকরণ বলিতেছেন—অথ তত্রৈব ইত্যাদি। তত্রৈব—জীব-কর্ত্তৃত্ব বিষয়েও। 'স্বায়ত্তং তদিতি' তদ্—কর্তৃত্ব, জীবের স্বাধীন।

যেহেতু সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তিনি পরিচালক। স্ববুদ্ধ্যা ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা তাহাই দেখাইতেছেন। জীব যদি কাষ্ঠ ও প্রস্তরের মত নিষ্ক্রিয় হইত তবে শাস্ত্র-বাক্য তাহাকে নিয়োগ করিতে পারিত না, ইহাই তাৎপর্য্য। কিন্তু ঈশ্বরাধীন কর্তৃত্ব হইলে বিধিনিষেধ বাক্যস্থলে তিনিই অভিষিক্ত (নিযোজ্য) হইয়া পড়িবেন—এই আক্ষেপের উপর বলিতেছেন—পরাত্তু ইত্যাদি সূত্র।

পরায়ত্তাধিকরণম্

সূত্রম্—পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ—'তু'—কিন্তু তাহা নহে, অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন নহে, তবে কি? 'পরাৎ'—পরমেশ্বর হইতে। হেতু কি? তচ্ছ্রুতেঃ'—সেইরূপ শ্রুতি আছে ॥ ৩৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। তৎ কর্তৃত্বং জীবস্য পরাৎ পরেশাদেব হেতোঃ প্রবর্ত্ততে। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ। "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং" "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তরো যময়তি" "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদৌ তথা শ্রবণাৎ ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'তু' শব্দ পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার নিবর্ত্তক। জীবের সেই কর্তৃত্ব পরমেশ্বররূপ নিমিত্তকারণ হইতে হইয়া থাকে। কি কারণে? তচ্ছ্রুতেঃ—যেহেতু সেইরূপ শ্রুতি আছে, যথা 'অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং' জীববর্গের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি জীবের শাস্তা (নিয়ন্তা)। 'য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানম্ অন্তরো যময়তি' যে অন্তরতম পুরুষ অন্তরে থাকিয়া জীবকে সংযত করিতেছেন। 'এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি যমেষ উন্নিনীষতি' 'যাহাকে তিনি উদ্ধার করিতে চান, তাহাকে সাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের প্রবর্ত্তক ঈশ্বর, ইহা শ্রুত হইতেছে ॥ ৩৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পরাত্ত্বিতি। স্ফুটার্থো গ্রন্থঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকানুবাদ—পরাত্তু ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যার্থ সুস্পষ্ট ॥ ৩৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় জীব-বিষয়ক আর একটি বিচার উত্থাপনপূর্ব্বক সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন বলিতে হইবে ; কারণ শাস্ত্রে বিধি-নিষেধবোধক উভয় প্রকার বাক্যই দেখা যায়। তদুত্তরে সূত্রকার বলেন যে,—না, জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন নহে, শ্রুতিপ্রমাণ-বলে জানা যায় যে, ঈশ্বরাধীনই তাহার কর্ত্তৃত্ব।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাই,—

"যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্…যঃ সর্ব্বাণি ভুতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা-ন্তর্য্যাম্যমৃতঃ" (বৃঃ ৩।৭।১৫)

কৌষীতকী শ্রুতিতেও আছে,—

"এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এব উ এবৈমনসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো নুনুৎসত এষ লোকপাল এষ লোকাধিপতিরেষ সর্ব্বেশ্বরঃ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ॥" (কৌঃ ৩।৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুব-স্তবে পাই,—

"যোহন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥" (ভাঃ ৪।৯।৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবেও আছে,—

"অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥" (ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

শ্রীগীতাতে শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" (গীঃ ১৮।৬১) ॥৩৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্যাদেতৎ। পরেশায়ত্তে কর্তৃত্বে বিধি-নিষেধশাস্ত্রবৈয়র্থ্যং স্যাৎ। স্বধিয়া প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশক্তস্য শাস্ত্রবিনি-যোজ্যত্বাদিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—স্যাদেতৎ—এই আপত্তি করা যাইতে পারে যে, যদি জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন হয় তবে বিধিনিষেধ-শাস্ত্র ব্যর্থ, যেহেতু যে ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিতে কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে সমর্থ, শাস্ত্রই তাহাকে সংযত করে, কিন্তু পরাধীন হইলে সে শাসনের অতীত, এই যদি হয়, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্যাদেতদিতি। স্বধিয়েতি। ন তু কাষ্ঠাদিবৎ কৃতিশূন্যস্যেত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—স্যাদেতদিত্যাদি আপত্তি গ্রন্থঃ। স্বধিয়া 'প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশক্তস্যেতি' স্বধিয়া—নিজ বুদ্ধি-অনুসারে। অর্থাৎ কাষ্ঠাদির মত কৃতি (প্রযত্ন) শূন্য নহে।

সূত্রম্—কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ—না, জীবকৃত ধর্ম্ম বা অধর্ম্মরূপ প্রযত্ন দেখিয়াই ঈশ্বর তাহাকে কার্য্য করাইয়া থাকেন। অতএব উক্তদোষ নহে। ইহার কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—'বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ' যদি কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ নিষ্ক্রিয় জীবকে ঈশ্বর কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তবে বিধি ও নিষেধের বৈয়র্থ্য হইত, অতএব তাহাদের সার্থকতার জন্য ও নিগ্রহ, অনুগ্রহ এবং বৈষম্যাদি দোষ পরিহার জন্য ঈশ্বরের জীব-কর্ম্মানুসারিণী প্রবর্ত্তনা জানিবে ॥ ৪০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দাৎ শঙ্কা নিরস্যতে। জীবেন কৃতং ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণং প্রযত্নমপেক্ষ্য পরেশস্তং কারয়ত্যতো নোক্তদোষা-বতারঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মবৈষম্যাদেব বিষমাণি ফলানি পর্জন্যবন্নিমিত্তমাত্রঃ সন্নর্পয়তি যথাঽসাধারণস্ববীজোৎপন্নস্য তরুলতাদেঃ পর্জন্যঃ সাধারণো

হেতুঃ। ন হ্যসতি বারিদে তস্য রসপুষ্পাদিবৈষম্যং সম্ভবেৎ। নাপ্যসতি বীজে। তদেবং তৎকর্ম্মাপেক্ষঃ শুভাশুভান্যর্পয়তীতি শ্লিষ্টম্। তথাচ কর্ত্তাপি পরপ্রেরিতঃ করোতীতি কর্তৃত্বং জীবস্য ন নিবার্য্যতে। এবং কুতস্তত্রাহ বিহিতেতি। আদিনা নিগ্রহানুগ্রহ-বৈষম্যাদিপরিহারোপপত্তিগ্রহঃ। এবং হি বিধ্যাদিশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং ন স্যাৎ। যদি বিধৌ নিষেধে চ পরেশ এব কাষ্ঠলোষ্ট্রতুল্যং জীবং নিযুঞ্জ্যাৎ তর্হি তস্য বাক্যস্য প্রামাণ্যং হীয়েত কৃতিমতো নিযোজ্যত্বাৎ। উন্নিনীষয়া সাধুকর্ম্মণি প্রবর্ত্তনমনুগ্রহঃ অধো নিনীষয়া অসাধুকর্ম্মণি প্রবর্ত্তনং তু নিগ্রহঃ। তৌ চৈতৌ জীবস্য তথাত্বেনোপ-পদ্যেতে বৈষম্যাদিদোষপরিহারশ্চ ন স্যাৎ। তস্মাৎ জীবঃ প্রযোজ্য-কর্ত্তা পরেশস্তু হেতুকর্ত্তা তদনুমতিমন্তরাসৌ কর্ত্তুং ন শক্নোতীতি সর্ব্বমবদাতম্॥ ৪০॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'তু' শব্দ পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার নিরাসক। জীবকৃত ধর্ম্ম বা অধর্ম্মাত্মক প্রযত্নকে অপেক্ষা করিয়া পরমেশ্বর তাহাকে কার্য্য করাইয়া থাকেন। অতএব উক্ত দোষ অর্থাৎ বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের বৈয়র্থ্য-দোষের প্রসক্তি নাই। জীবের যে বিচিত্রগতি হয়, তাহার কারণ তৎকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বিষম কর্ম্ম, তাহার জন্যই বিষম ফল হয়। সেই ফলগুলি পরমেশ্বর নিমিত্তমাত্র থাকিয়া জীবকে পর্জ্জন্যবৎ প্রদান করেন। অর্থাৎ যেমন পর্জ্জন্য-দেব (বৃষ্টির অধিপতি দেবতা) নিজ নিজ বিশেষ বিশেষ বীজ হইতে উৎপন্ন তরুলতার পক্ষে সাধারণ কারণ। যেহেতু মেঘ না থাকিলে তরুলতাদির রসাদিগত ও পুষ্পাদিগত বৈষম্য (বিভিন্নতা) সম্ভব হয় না আবার বীজ না থাকিলেও সেই তরুলতাদি হয় না অতএব এইরূপে জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া পরমেশ্বর ভালমন্দ ফল দিয়া থাকেন আবার জীবরূপ কর্ত্তাও পরমেশ্বরকে অপেক্ষা করিয়া কার্য্য করে, ইহা শ্লিষ্ট অর্থাৎ পরস্পর সাপেক্ষ। অতএব সিদ্ধান্ত এই—জীব কর্ত্তাও পরমেশ্বর প্রেরিত হইয়া কার্য্য করে, এইজন্য জীবের কর্তৃত্ব নিরাস করা হইতেছে না। এইরূপ স্বীকার করা হয় কি জন্য ? তাহা বলিতেছেন—'বিহিতেত্যাদি' আদি পদ গ্রাহ্য নিগ্রহ,

অনুগ্রহ, বৈষম্যাদি পরিহারের সঙ্গতি, ইহাদের জন্যও জীবকৃত প্রযত্ন-সাপেক্ষ-ঈশ্বর মানিতে হয়। এইরূপ হইলে আর বিধ্যাদি শাস্ত্র ব্যর্থ হয় না। ভাবার্থ এই—যদি বিধি অথবা নিষেধে পরমেশ্বর কাষ্ঠ-পাষাণাদি তুল্য জড়বৎ জীবকে প্রবৃত্ত করিতেন, তবে সেই শাস্ত্রবাক্যের প্রামাণ্য ক্ষুণ্ণ হইত, কেন না, যে কৃতিমান্ তাহাকেই শাস্ত্রবাক্য প্রেরণা দিবে। "উন্নিনীষতি যমেষ সাধু কর্ম্মাণি কারয়তি" ইহার দ্বারা প্রাপ্ত ঈশ্বরের উন্নয়নেচ্ছাবশতঃ সৎ কর্ম্মে প্রেরণাই অনুগ্রহ, আবার 'অধো নিনীষতি' ইত্যাদি দ্বারা বোধিত অধোলোকে নয়নেচ্ছা দ্বারা নিন্দিত কর্ম্মে প্রেরণা তাঁহার নিগ্রহ, এই দুইটি জীবের কাষ্ঠাদিবৎ কৃতিশূন্যতার পক্ষে সঙ্গত হয় না এবং ঈশ্বরের বৈষম্য (পক্ষপাতিতা) ও নির্ঘৃণতা (নির্দ্দয়তা) দোষের পরিহার হয় না। অতএব জীব প্রযোজ্য কর্ত্তা যিনি অপর-প্রেরিত হইয়া কাজ করেন। আর ঈশ্বর প্রযোজক কর্ত্তা (যিনি অপরকে কাজ করান), কেন না, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত জীব কিছু করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে সমস্ত নির্দ্দোষ হইল ॥৪০॥

সূক্ষ্মা টীকা—সমাধত্তে কৃতপ্রযত্নেতি। তস্য তরুলতাদেঃ। তৎকর্ম্মাপেক্ষো জীবকর্ম্মানুসারী। তথাচেতি। করণাধিপত্বাৎ কর্ত্তাপীত্যর্থঃ। তস্য বিধ্যাদিশাস্ত্রস্য। তথাত্বে কাষ্ঠাদিবৎ কৃতিশূন্যত্বে। বৈষম্যাদীতি। যদি জীবকর্ম্মাপেক্ষী ঈশ্বরো ন স্যাদিত্যর্থঃ। হেতুকর্ত্তা প্রযোজকঃ। তদন্বিতি। ঈশেচ্ছাং বিনা জীবঃ কিঞ্চিদপি কর্ত্তুং নালমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

টীকানুবাদ—'কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সমাধান করিতেছেন। 'ন হ্রসতি বারিদে তস্যেতি' তস্য—তরুলতাদির। তদেবং তৎকর্ম্মাপেক্ষ ইতি—ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারী হইয়া। তথাচ কর্ত্তাপি পরপ্রেরিত ইতি—দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতিত্ব-নিবন্ধন কর্ত্তাও। তর্হি তস্য বাক্যস্যেতি—বিধিনিষেধ শাস্ত্রবাক্যের, 'তৌ চৈতৌ জীবস্য তথাত্বে ইতি', সেই নিগ্রহানুগ্রহ জীবের কাষ্ঠাদির মত কৃতিশূন্যতা হইলে। বৈষম্যাদিদোষপরিহারশ্চেতি—যদি ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারী না হইতেন—ইহাই তাৎপর্য্য। হেতুকর্ত্তা—হেতু-সংজ্ঞক কর্ত্তা অর্থাৎ প্রযোজক। তদনুমতিমন্তরেণেতি—অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতীত জীব কিছুই করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, জীবের কর্ত্তৃত্ব যদি ঈশ্বরের

অধীন হয়, তাহা হইলে তো বিধি-নিষেধ শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়ে। পূর্ব্বপক্ষ-বাদীর এই আশঙ্কা নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জীবের কৃত-প্রযত্ন-সাপেক্ষ্যই ঈশ্বর জীবকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন বলিয়া বিধি-নিষেধ শাস্ত্র ব্যর্থ হয় না।

ভাষ্যকার তাঁহার ভাষ্যে ও টীকায় এ-সম্বন্ধে যুক্তিসহকারে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ।
এবম্ভূতানি মঘবন্নীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ॥" (ভাঃ ৬।১২।১০)

অর্থাৎ হে মঘবন্ (ইন্দ্র)! দারুময়ী নারী কিংবা পত্রময় মৃগ যেমন স্বেচ্ছায় নৃত্য করিতে পারে না, কিন্তু নর্ত্তকের ইচ্ছায়ই নৃত্য করে, সেইরূপ ভূতসমূহ ভগবানের অধীন, কেহই স্বতন্ত্র নহে।

দেবর্ষি নারদও ধ্রুবকে বলিয়াছিলেন,—

"পরিতুষ্যেত্ততস্তাত তাবন্মাত্রেণ পূরুষঃ।
দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষ্যেশ্বরগতিং বুধঃ॥" (ভাঃ ৪।৮।২৯)

অর্থাৎ অতএব বৎস ধ্রুব! ঈশ্বরানুকূল্য ব্যতীত কোন উদ্যমই ফলপ্রদ হইতে পারে না;—ইহা বিবেচনা করিয়া ঈশ্বরানুগ্রহে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

শ্রীগীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" (গীঃ ১০।১০)

আরও পাই,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" (গীঃ ১০।৮)

শ্রীমদ্ভাগবতের "নস্যোতগাব ইব যস্য বশে ভবন্তি" (ভাঃ ১১।৬।১৪) শ্লোকও আলোচ্য।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। **ময়ানুকূলেন** নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥" শ্লোকটি আলোচনা করা যাইতে পারে॥ ৪০॥

জীবের ব্রহ্মাংশত্ব বিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—পূর্ব্বার্থস্থেম্নে জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বমুচ্যতে। দ্বা সুপর্ণেত্যাদীনি বাক্যানি শ্রূয়ন্তে। তত্রৈক ঈশো দ্বিতীয়স্তু জীব ইতি প্রতীয়তে। ইহ সংশয়ঃ—কিমীশ এব মায়য়া পরিচ্ছিন্নো জীবঃ কিংবা রবেরংশুরিব তদ্ভিন্নস্তৎসম্বন্ধাপেক্ষী তস্যাংশ ইতি। কিং প্রাপ্তং মায়য়া পরিচ্ছিন্ন ঈশ এব জীব ইতি। "ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা। ঘটো নীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপম" ইত্যথর্ব্বশ্রুতেঃ। এবঞ্চ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যান্যনুগৃহীতানি স্যুঃ। এবং প্রাপ্তে পঠতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের স্থিরতার জন্য জীবকে ব্রহ্মাংশ বলা হইতেছে। 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য শ্রুত হয়, তাহাতে দুইটি পক্ষীর মধ্যে একটি ঈশ্বরনামা অপরটি জীবাভিধেয়—ইহা অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে এই বিষয়ে সংশয় হইতেছে—ঈশ্বরই কি মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (সসীম) জীব? অথবা সূর্য্যের কিরণ যেমন সূর্য্য হইতে ভিন্ন পদার্থ অথচ সূর্য্য-সম্বন্ধসাপেক্ষ, সেইরূপ জীবও ব্রহ্মের অংশ? তোমরা কি সিদ্ধান্ত করিয়াছ? পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন,—মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বর মায়াশ্রিত হইয়া সসীম জীবরূপ ধারণ করিয়াছেন। তাহার প্রমাণস্বরূপ শ্রুতি বলিতেছেন—'ঘটসংবৃতমাকাশমিত্যাদি···জীবো নভোপম ইতি'—যেমন ঘটে আবৃত আকাশ, কিন্তু ঘট স্থানান্তরে লইয়া গেলে ঘটই নীত হয়, আকাশ নহে; সেইরূপ জীবও দেহোপাধিক ব্রহ্ম, ঘটোপাধিক আকাশের মত, উপাধির অন্যথা ভাব হইলেও ঔপাধিক ব্রহ্মের অন্যথা ভাব নাই।—অথর্ব্বশ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন। ইহা স্বীকার করিলে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যেরও সঙ্গতি হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর কথার উত্তরে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বার্থস্থেম্নে ইত্যাদি বিধ্যাদিবাক্যে ব্রহ্ম-প্রের্য্যতাং জীবস্য বিবক্ষিত্বা তস্য কর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মায়ত্তং যথা স্বীকৃতং তথা ভেদ-বাক্যেঽংশাংশিবাক্যে চ ভেদমংশাংশিভাবং চৌপাধিকং বিবক্ষিত্বা ব্রহ্মাত্মক-

ত্বমেব তস্য স্বীকার্য্যমিতি দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিঃ। ভেদাভেদবাক্যয়োরর্থভেদাদ্বিরোধে দ্বয়োঃ শ্রুতিত্বেনাদরণীয়ত্বাদংশাংশিভাবাভ্যুপগমে ন বিরোধো ভাবীত্যভিপ্রায়েণ ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ। পূর্ব্বার্থো জীবো ব্রহ্মাধীনঃ করোতীত্যেবংরূপস্তস্য স্থেম্নে দার্ঢ্যায়েত্যর্থঃ। ঘটসংবৃতমিতি। নীয়মানে স্থানান্তরং প্রাপ্যমাণে ইত্যর্থঃ। শ্রুত্যন্তরং চাত্রাস্তি। "ঘটে ভিন্নে যথাকাশ আকাশঃ স্যাদ্ যথা পুরা। এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা" ইতি। এবঞ্চেতি। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈরীশ্বরজীবয়োরভেদো বোধ্যতে। স কিল তয়োর্ভেদে মায়োপাধিকৃতে সত্যেব সিদ্ধ্যেৎ। যথা ঘটকরককৃতে নভোভেদে সতি ঘটাদিনাশে সিদ্ধ এব নভোঽভেদস্তদ্বদিতি তদ্বাক্যানুগ্রহো ভবতীত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত অর্থের দৃঢ়তার জন্য বিধ্যাদি বাক্যে জীবকে ব্রহ্ম-নিযোজ্য বলিবার অভিপ্রায়ে যেমন জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরাধীন স্বীকার করা হইয়াছে, সেইরূপ ভেদবোধক বাক্যে ও অংশাংশিবোধক বাক্যে নির্ণীত ভেদ ও অংশাংশিভাবকে ঔপাধিক বলিয়া জীবের ব্রহ্মাত্মকত্বই স্বীকার করা যাইতে পারে, এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য। ভেদবোধক বাক্য ও অভেদবোধক বাক্য দুইটির বিষয়ভেদহেতু বিরোধ-বিষয়ে সমাধান এই যে, ঐ দুই বাক্যই শ্রুতিস্বরূপ অতএব আদরণীয়, এজন্য অংশাংশিভাব ধরিলে আর বিরোধ থাকিবে না। এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আরম্ভ। 'পূর্ব্বার্থস্থেম্নে' ইত্যাদি পূর্ব্বার্থ—জীব ব্রহ্মের (পরমেশ্বরের) অধীন হইয়া কার্য্য করে, ইহার স্থেমা অর্থাৎ দৃঢ়তার জন্য। 'ঘটসংবৃতমাকাশম্' ইত্যাদি নীয়মানে—অর্থাৎ ঘট স্থানান্তরে নীত হইতে থাকিলে। এ-বিষয়ে আরও একটি শ্রুতি আছে যথা—'ঘটে ভিন্নে যথাকাশঃ' ইত্যাদি যেমন ঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও আকাশ পূর্ব্বের মত অক্ষুণ্ণই থাকে, এইরূপ দেহ মৃত হইলেও জীব তখন ব্রহ্মে মিশিয়া যায় অথবা ব্রহ্ম হইয়া থাকে। 'এবঞ্চ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানীত্যাদি'—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা ঈশ্বর ও জীবের অভেদ বুঝাইতেছে; সেই অভেদ—যদি ঈশ্বর ও জীবের ভেদ বলা হয়, তবে বিরোধ ঘটে; তাহার পরিহার মায়োপাধিকৃত বলিলেই সিদ্ধ হয়। যেমন ঘটাকাশ, কমণ্ডলুর আকাশ ইত্যাদি প্রয়োগজন্য আকাশের ভেদ বোধিত হইলে ঘটাদি নাশ ঘটিলে আকাশের সত্তাদ্বারা অভেদ প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ।

এইরূপে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের সার্থক্য হইয়া থাকে, নচেৎ জীবেশ্বরের ভেদবাদে ঐ সকল বাক্য ব্যর্থ হয়—এই তাৎপর্য্য।

অংশাধিকরণম্

সূত্রম্—অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্ব-মধীয়ত একে ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ—'অংশঃ'—জীব পরমেশ্বরের অংশ, সূর্য্যের কিরণ যেমন সূর্য্যের অংশ সেইরূপ, অতএব জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিন্তু সে পরমেশ্বরসম্বন্ধাপেক্ষী। তবে জীব পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন কিসে? 'উত্তর—'নানাব্যপদেশাৎ' নানারূপে তাহার সংজ্ঞা থাকায়। যথা সুবালশ্রুতি—'উদ্ভবঃ সম্ভবো দিব্য ইত্যাদি' ভগবান্ নারায়ণ তিনি এক উদ্ভবক্ষেত্র অর্থাৎ জগতের উৎপত্তিকারণ, তিনি সম্ভব অর্থাৎ প্রলয়কারণ, দেবঃ—দ্যোতনশীল। দিব্যঃ—অলৌকিক, তিনি মাতা অর্থাৎ পালক, পিতা—শিক্ষক, ভ্রাতা—সহায়, নিবাস—ধারক, শরণ—রক্ষাকর্ত্তা, সুহৃৎ—মিত্র, উপায় ও উপেয় উভয়স্বরূপ নারায়ণ। 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ইত্যাদি' স্মৃতিতেও তদ্রূপ কথিত হইয়াছেন; অতএব ঈশ্বর ও জীবের স্রষ্টৃ-সৃজ্যত্ব, নিয়ন্তৃ-নিয়ম্যত্ব, আধারাধেয়ত্বরূপ নানাসম্বন্ধ দ্বারা ভেদ উল্লেখ করা হইয়াছে। 'অন্যথাচ'—এবং অন্যপ্রকারেও অর্থাৎ দাস-কিত-বাদিত্ব বলায়, তাহাতেও জীবের ব্রহ্মাত্মকত্ব অর্থাৎ অংশাংশিভাব বুঝাইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পরেশস্যাংশো জীবঃ, অংশুরিবাংশুমতঃ, তদ্ভিন্নস্তদনুযায়ী তৎসম্বন্ধাপেক্ষীত্যর্থঃ। কুতঃ? নানেতি। "উদ্ভবঃ সম্ভবো দিব্যো দেব একো নারায়ণো মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্গতির্নারায়ণ" ইতি সুবালশ্রুতৌ "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ইত্যাদি স্মৃতৌ চ স্রষ্টৃসৃজ্যত্বনিয়ন্তৃনিয়ম্যত্বাধারাধেয়ত্ব-স্বামিদাসত্বসখিত্বপ্রাপ্যপ্রাপ্তৃত্বাদিরূপনানাসম্বন্ধব্যপদেশাৎ। অন্যথা

অন্যয়া চ বিধয়া তদ্ব্যাপ্যতয়ৈনং জীবং তদাত্মকমেকে আথর্ব্বণিকা অপ্যধীয়তে। "ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা" ইতি। ন হ্যেতে ব্যপদেশাঃ স্বরূপাভেদে সংভবেয়ুঃ। ন হি স্বয়ং স্বস্য সৃজ্যাদির্ব্যাপ্যো বা। ন বা চৈতন্যঘনস্য দাসাদিভাবঃ। তথা সতি বৈরাগ্যোপদেশব্যাকোপাৎ। ন চেশস্য মায়য়া পরিচ্ছেদঃ তস্য তদবিষয়ত্বাৎ। ন চ টঙ্কচ্ছিন্নপাষাণখণ্ডবৎ তচ্ছিন্নস্তৎখণ্ডো জীবঃ, অচ্ছেদ্যত্বশাস্ত্রব্যাকোপাৎ বিকারাদ্যাপত্তেশ্চ। তস্মাৎ তৎসৃজ্যত্বাদিসম্বন্ধবাংস্তদ্ভিন্নো জীবস্তদুপসর্জ্জনত্বাৎ তদংশ উচ্যতে। তত্ত্বঞ্চ তস্য তচ্ছক্তিত্বাৎ সিদ্ধম্। তচ্চ "বিষ্ণুশক্তিরিত্যাদৌ ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা" ইতি স্মৃতেঃ। চন্দ্রমণ্ডলস্য শতাংশঃ শুক্রমণ্ডলমিত্যাদৌ দৃষ্টশ্চৈতৎ। একবস্ত্বেকদেশত্বমংশত্বমিত্যপি ন তদতিক্রামতি। ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু ব্রহ্মশক্তির্জীবো ব্রহ্মৈকদেশত্বাৎ ব্রহ্মাংশো ভবতীতি তদুপস্পৃষ্টত্বং সুঘটম্। ঘটেত্যাদিবাক্যং তূপাধিহানৌ তয়োঃ সাযুজ্যং ব্রুবৎ সঙ্গতম্। তত্ত্বমসীত্যেতদপি পরস্য পূর্ব্বায়ত্তবৃত্তিকত্বাদি বোধয়তি পূর্ব্বোক্তশ্রুত্যাদিভ্যো ন ত্বন্যৎ। তস্মাৎ ঈশাৎ জীবস্যাস্তি ভেদঃ। স চ নিয়ন্তৃত্বনিয়ম্যত্ববিভুত্বাণুত্বাদিধর্ম্মকৃতত্বেন প্রত্যক্ষগোচরত্বান্নান্যথাসিদ্ধঃ ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জীব পরমেশ্বরের অংশ। মায়াপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ নহে। যেমন অংশুমালী সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য হইতে পৃথক্ হইয়া তাহার অনুযায়ী অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে, সেইরূপ জীব ঈশ্বরের অংশ এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধ অপেক্ষা করিয়া থাকে। কি হেতু জীব পরমেশ্বরের অংশ? উত্তর—'নানাব্যপদেশাৎ' যেহেতু নানারূপে অর্থাৎ পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ আছে। যথা সুবালশ্রুতিতে 'উদ্ভব' ইত্যাদি এক নারায়ণ—বিশ্বের উৎপত্তি-কারণ, প্রলয়কর্ত্তা, তিনি দিব্যপুরুষ, দ্যোতনশীল অর্থাৎ চেতয়িতা, মাতা অর্থাৎ পালক, পিতা—শিক্ষক, ভ্রাতা—সহায়, নিবাস—ধারক, শরণ—রক্ষক, সুহৃদ্—মিত্র ও গতি অর্থাৎ সাধনার দ্বারা প্রাপ্য। 'গতির্ভর্ত্তা' ইত্যাদি স্মৃতিতেও—ঈশ্বর স্রষ্টা, জীব সৃজ্য, তিনি নিয়ন্তা জীব নিয়ম্য, তিনি

আধার, জীব আধেয়, তিনি প্রভু, জীব তাঁহার দাস, পরমেশ্বর জীবের সখা ও প্রাপ্য, জীব তাঁহার প্রাপ্তিকারী—এইরূপ জীবের সহিত ব্রহ্মের নানা সম্বন্ধ নির্ধারিত হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন অন্য প্রকারেও অথর্ববেদবিদ্‌গণ জীবকে ঈশ্বরের ব্যাপ্যতাবশতঃ ঈশ্বরাত্মক বলিয়া জানেন, যথা—কৈবর্ত্তগণ ব্রহ্ম, ভৃত্যগণ ব্রহ্ম, এই কপট দ্যূতজীবীরাও ব্রহ্ম। এই সকল পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ জীবেশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ থাকিলে সম্ভব হয় না। যেহেতু নিজে নিজের সৃজ্য, নিয়ম্য, আধেয়, সেব্য প্রভৃতি অথবা ব্যাপ্য হয় না। তদ্ভিন্ন চৈতন্যঘনের দাসাদি উক্তি অভেদপক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে বৈরাগ্যোপদেশের ব্যর্থতা হয়। মায়া দ্বারা ঈশ্বরের পরিচ্ছেদও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ঈশ্বর মায়াতীত, মায়াধীন নহেন। একটি বড় প্রস্তরের টঙ্ক অস্ত্রদ্বারা খণ্ডিত অংশের মত জীব তাঁহা হইতে খণ্ডিত এবং ঈশ্বরের ছিন্ন অংশ এ-কথাও বলা যাইতে পারে না; যেহেতু শ্রুতিতে আত্মাকে অচ্ছেদ্য বলা হইয়াছে, ইহার অসঙ্গতি হয় এবং তাহাতে বিকার-হীন আত্মার বিকারাদিও হইয়া পড়ে। অতএব পরমেশ্বরের সৃজ্যত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধবিশিষ্ট জীব পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন, যেহেতু জীব তাঁহার উপ-সর্জ্জনীভূত অপ্রধান-অংশ, অতএব ঈশ্বরের অংশ বলা হয়। জীব যে ঈশ্বরের উপসর্জ্জন-স্বরূপ তাহার কারণ জীব ঈশ্বরের শক্তি, ইহা সিদ্ধ। এই ঈশ্বরশক্তি-স্বরূপতা 'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা' ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যান্তর্গত 'ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা' পরমেশ্বরের শক্তি পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অপরা (অপ্রধানা); ইত্যাদিতে কথিত। 'চন্দ্রমণ্ডলের শতাংশ শুক্রমণ্ডল' ইত্যাদি বাক্যে অংশ শব্দের উপসর্জ্জনার্থ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন,—'একটি বস্তুর একদেশ অংশ' এই উক্তিও ঐ উপসর্জ্জনত্বকে লঙ্ঘন করিতেছে না। অনুমান দ্বারাও ইহা সিদ্ধ, যথা 'জীবো ব্রহ্মশক্তির্ব্রৈকদেশত্বাৎ' ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর একটি শক্তিমান্, অদ্বিতীয় বস্তু, জীব তাঁহার একটি অংশ হইতেছে, এইজন্য 'ব্রহ্মো-পসর্জ্জনত্ব' জীবের অক্ষুণ্ণ। তবে 'ঘট সংবৃতমাকাশমিত্যাদি' বাক্য যে ব্রহ্মের সহিত জীবকে অভিন্ন বলিতেছে, তাহার সঙ্গতি কি? তাহাও বলা যাইতেছে, উহার অভিপ্রায়—ঘটাদি উপাধি নাশ হইলেও যেমন আকাশ আকাশেই লীন হয় সেইরূপ জীবের উপাধি (দেহাদি) লয় হইলে জীব ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে। আবার 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যেরও সঙ্গতি

এইরূপ যথা—'পরনির্দ্দিষ্ট ত্বং' পদের অর্থ জীব, তাহা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট 'তৎ' পদার্থ ঈশ্বরের অধীন বৃত্তিক ইহা বুঝাইতেছে, জীব ব্রহ্মের অভেদ নহে ; তাহার প্রমাণ পূর্ব্বোক্ত 'উদ্ভবঃ সম্ভবো দিব্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতি। অতএব জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ। যদিও সেই ভেদ অর্থাৎ বিভুত্ব-অণুত্বাদি ধর্ম্মজনিতত্ব-নিবন্ধন, লোক-জ্ঞানে সিদ্ধ নহে, তাহা হইলেও অংশাংশিত্ব নিয়ম্য-নিয়ামকত্ব এগুলি কেবল শাস্ত্র-প্রমাণবেদ্য ॥ ৪১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এবমাক্ষেপে পঠতি অংশ ইতি। অত্রাংশশব্দেনোপসর্জ্জনী-ভূতোঽর্থো গ্রাহ্যস্তথৈবোপপত্ত্যা ব্যাখ্যানাৎ। ব্যাখ্যান্তরে তু একবস্ত্বেকদেশ-ত্বমংশত্বং ব্যক্তী ভবিষ্যতি। পরেশস্যেতি। অংশুমতো রবেঃ, তদনুযায়ী তদনু-গতঃ, তৎসম্বন্ধং তৎসেবকতামপেক্ষত ইতি তদ্দাস ইত্যর্থঃ। উদ্ভব ইত্যাদি। উদ্ভব উৎপত্তিকরঃ। সম্ভবঃ প্রলয়করঃ। মাতা পালকঃ। পিতা শিক্ষকঃ। ভ্রাতা সহায়ী। নিবাসো ধারকঃ। শরণং রক্ষকঃ। সুহৃন্মিত্রম্। গতিরু-পায়োপেয়ভূত ইত্যর্থঃ। অন্যথেতি। ব্রহ্মব্যাপ্যতয়েত্যর্থঃ। ব্রহ্মদাশা ইতি। দাশাঃ কৈবর্ত্তাঃ, দাসা ভৃত্যাঃ কিতবাঃ কপটিনো দ্যূতজীবিন ইত্যর্থঃ। ন বা চৈতন্যেতি। কুৎসিতেষু কৈবর্ত্তাদিষু বৈরাগ্যমুপদিশচ্ছাস্ত্রং পীড়িতং স্যাৎ যদি বিজ্ঞানঘনং শুদ্ধং ব্রহ্মৈব কৈবর্ত্তাদিরূপং ভবেদিত্যর্থঃ। তদবিষয়ত্বাৎ বস্তুতঃ পরিচ্ছেদাগোচরত্বাদিত্যর্থঃ। ন চেতি। টঙ্কঃ পাষাণদারণ ইত্যমরঃ। তচ্ছিন্নো মায়য়া দ্বৈধীভাবং লব্ধঃ। তৎখণ্ডঃ ব্রহ্মখণ্ডঃ। তস্মাদিতি। তত্ত্ব-ঞ্চেতি তদুপসর্জ্জনত্বম্। তচ্চেতি তচ্ছক্তিকত্বম্। অংশশব্দস্যোপসর্জ্জনার্থত্বে প্রয়োগমাহ চন্দ্রমণ্ডলস্যেতি। ত্রিদণ্ডিনাং ব্যাখ্যামিহ দর্শয়তি একবস্ত্বিতি। ন তদিতি। তদুপসর্জ্জনত্বমংশত্বং নাতিক্রমতি নোল্লঙ্ঘয়তীত্যর্থঃ। উক্তং ব্যুৎপাদয়তি ব্রহ্মেতি। তদুপস্পৃষ্টত্বং ব্রহ্মোপসর্জ্জনত্বমিত্যর্থঃ। ঘটসংবৃতমি-ত্যাদিশ্রুতেরর্থসঙ্গতিমাহ উপাধিহানাবিত্যাদিনা। তত্ত্বমসীতি। তদিতি পূর্ব্বং ত্বমিতি তু পরম্। তদ্ভাবেনোপাদানাৎ পরস্য ত্বম্পদার্থস্য জীবস্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টতৎ-পদার্থপরমাত্মাধীনবৃত্তিকত্বং বোধয়তি ন ত্বভেদমিত্যর্থঃ। স চেতি ভেদঃ। নান্য-থাসিদ্ধঃ লোকজ্ঞাততয়া ন সিদ্ধঃ কিন্তু শাস্ত্রৈকজ্ঞাততয়ৈবেত্যর্থঃ। শাস্ত্রেণৈব হি নিয়ম্যনিয়ামকত্বাদিনা স জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

টীকানুবাদ—এইরূপ আপত্তির উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—'অংশো নানা-ব্যপদেশাদিত্যাদি' এখানে অংশ শব্দের অর্থ উপসর্জ্জনীভূত অর্থাৎ

ঈশ্বরের শক্তি-বিশেষ জীব। এইরূপই বলিতে হইবে যেহেতু যুক্তিদ্বারা তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর যদি অংশ শব্দের যথাশ্রুত অর্থরূপ অন্য ব্যাখ্যা করা হয়, তবে কোন একটি বস্তুর একদেশরূপ অংশ হয়, ইহা পরে ব্যক্ত হইবে। 'পরেশস্যাংশো জীবোহংশুরিবাংশুমতঃ' ইতি অংশুমতঃ—কিরণশালী সূর্য্যের কিরণ তাহার অনুগত অর্থাৎ রবির সম্বন্ধে তাহার অধীনতা অপেক্ষা করে, এজন্য তাহার দাস। উদ্ভব ইত্যাদি শ্রুতি—উদ্ভবঃ—উৎপত্তিজনক, সম্ভবঃ—প্রলয়কারক, মাতা—মায়ের মত পালক, পিতা—পিতৃবৎ শিক্ষাদাতা, ভ্রাতা—ভাইয়ের মত সহায়, নিবাস—ধারক অর্থাৎ আধার, শরণং—রক্ষাকর্ত্তা, সুহৃৎ—মিত্র, গতিঃ—সমস্ত সাধনার সাধ্যবস্তু; এই অর্থ। সূত্রান্তর্গত 'অন্যথা' শব্দের অর্থ—ব্রহ্মের ব্যাপ্যতারূপে। প্রথম দাসাঃ—কৈবর্ত্ত, দ্বিতীয় দাসাঃ পদের অর্থ ঈশ্বরের ভৃত্য, কিতব অর্থাৎ কপটবান্ দ্যূতজীবী। ইহারা ব্রহ্ম 'ন বা চৈতন্যঘনস্যেতি'—কুৎসিত অতিনিন্দিত কৈবর্ত্ত প্রভৃতিতে বৈরাগ্য-বোধক (হেয়তাবোধক) শাস্ত্র দুর্ব্বল হইয়া যায়, যদি বিজ্ঞানঘন শুদ্ধ ব্রহ্মের কৈবর্ত্তাদি স্বরূপ করা হয়। তস্য তদবিষয়ত্বাদিতি—তস্য—পরমেশ্বরের, তদগোচরত্বাৎ অর্থাৎ বাস্তবপক্ষে পরিচ্ছেদের অবিষয়ত্বহেতু। ন চ টঙ্কচ্ছিন্নেতি—টঙ্ক—পাষাণ বিদারণকারী অস্ত্রবিশেষ টাঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ; অমরসিংহ বলিয়াছেন 'টঙ্কঃ পাষাণদারণঃ'। তচ্ছিন্নঃ—মায়া দ্বারা ঈশ্বর হইতে দ্বৈধীভাবপ্রাপ্ত, তৎখণ্ডঃ—ব্রহ্মের খণ্ড। তস্মাৎ তৎসৃজ্যত্বাদিতি—'তত্ত্বঞ্চ তস্য তচ্ছক্তিত্বাৎ'—তত্ত্বম্—ঈশ্বরের উপসর্জ্জনতা, তচ্চ—সেই উপসর্জ্জনতা অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি-রূপতা। অংশ শব্দের উপসর্জ্জন অর্থে শাস্ত্রীয় প্রয়োগ দেখাইতেছেন—চন্দ্র-মণ্ডলস্য ইত্যাদি বাক্যে। ত্রিদণ্ডী বৈদান্তিকদিগের ব্যাখ্যা এইস্থলে দেখাইতেছেন—'একবস্ত্বেকদেশত্বমিত্যাদি ন তদতিক্রামতি'—ইহার অর্থ তৎ—সেই শক্তিস্বরূপ উপসর্জ্জনত্ব অংশত্বকে লঙ্ঘন করিতেছে না, এই কথাটিই যুক্তি দিয়া দেখাইতেছেন—'ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকমিত্যাদি' তদুপসৃষ্টত্বং জীবশক্তির ব্রহ্মোপসর্জ্জনত্ব সিদ্ধ—এই অর্থ। 'ঘটসংবৃতমাকাশম্' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ-সঙ্গতি দেখাইতেছেন—'উপাধিহানৌ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। 'তত্ত্বমসি' ইতি এই শ্রুতির অন্তর্গত 'তৎ' শব্দটি পূর্ব্বোচ্চারিত, 'ত্বম্' শব্দটি পরে কথিত, ইহার তাৎপর্য্য—তৎপদার্থ ঈশ্বরের সম্বন্ধে ত্বম্ পদার্থ জীবের গ্রহণ হেতু বুঝিতে হইবে, পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট তৎ পদার্থ পরমেশ্বরের অধীন তাহার বৃত্তি—অর্থাৎ

স্থিতি-কার্য্য-চেষ্টা প্রভৃতি বুঝাইতেছে, অভেদ নহে। স চ নিয়ন্তৃত্ব নিয়ম্যত্বেত্যাদি—স চ—সেই ভেদ। প্রত্যক্ষ গোচরত্বান্নান্যথা সিদ্ধঃ—লোকের প্রত্যক্ষ হিসাবে সিদ্ধ নহে, কিন্তু একমাত্র শাস্ত্রবোধিত হিসাবে। অর্থাৎ শাস্ত্র দ্বারাই নিয়ম্য-নিয়ামকত্বাদি উক্তিতে সেই ভেদ বুঝা যাইতেছে ॥ ৪১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত-বিষয় দৃঢ়ীকরণের জন্য জীবের ব্রহ্মাংশত্ব কথিত হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি জীবকে মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বলেন, তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, নানা সম্বন্ধের ব্যপদেশ হেতু জীবকে ব্রহ্মের অংশই বলিতে হইবে। অথর্ব্ববেদাধ্যায়ী ব্যক্তিগণ যে জীবের ব্রহ্মাত্মকত্ব বলিয়া থাকেন, তাহাও ব্রহ্মেরই দাসকিতবাদি জীবভাব, অংশাংশিভাবেই অভিহিত হয়।

ভাষ্যকার তাঁহার ভাষ্যে ও টীকায় এ-সম্বন্ধে বহুতর যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥" (ভাঃ ১১।১১।৪)

অর্থাৎ হে মহামতে! অদ্বিতীয় স্বরূপ আমার অংশে জীব উদ্ভূত হইয়া অবিদ্যা দ্বারা তাহার বন্ধন প্রাপ্তি এবং বিদ্যা দ্বারা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

আরও পাই,—

"সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥
আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বা-
নপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ॥" (ভাঃ ১১।১১।৬-৭)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥" (গীঃ ১৫।৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৬)

আরও পাই,—

"মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি' মানে।
হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬২-১৬৩)

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া…বীতশোকঃ" শ্লোক দুইটি মুণ্ডকশ্রুতি (৩।১।১-২) এবং শ্বেতাশ্বতর (৪।৬।৭) তে পাওয়া যাইবে ॥ ৪১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ বাচনিকমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অনন্তর জীবের শাস্ত্রবচনসম্মত অংশত্ব দেখাইতেছেন—

সূত্রম্—মন্ত্রবর্ণাৎ ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ—'পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি' সকল জীব সেই পরমাত্মার অংশ, এই মন্ত্রাক্ষর হইতে জীব যে ঈশ্বরের অংশ, তাহা বুঝা যাইতেছে ॥ ৪২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি" ইতি **মন্ত্র**-বর্ণোঽপি জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বমাহ। অংশপাদশব্দৌ তুহ্যনর্থান্তরবাচকৌ। ইহ সর্ব্বা ভূতানীতি বহুত্বে শ্রৌতে সূত্রে অংশশব্দো জাত্যভিপ্রায়েণৈকবচনান্তো বোধ্যঃ। এবমন্যত্রাপি ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি' পুরুষসূক্তের অন্তর্গত এই মন্ত্রবর্ণও জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিতেছেন। শ্রুতি-ধৃত পাদশব্দ ও অংশশব্দ একই অর্থ বোধক ; অর্থান্তরবোধক নহে। যদিও এই শ্রুতিতে—'সর্ব্বা ভূতানি' পদে জীবসমূহ-বোধক বহুবচন প্রযুক্ত আছে এবং 'পাদোঽস্য' এইখানে পাদ শব্দে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা কিরূপে বিশেষণ হইবে, এই আশঙ্কা হইতে পারে, তাহার উত্তরে বলা যায়—জাতি-অভিপ্রায়ে পাদ-শব্দে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ অন্যত্রও জ্ঞাতব্য ॥ ৪২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—মন্ত্রবর্ণাদিতি। সর্ব্বা ভূতানি সর্ব্বে জীবাঃ। অস্য ব্রহ্মণঃ। পাদোঽংশঃ ॥ ৪২ ॥

টীকানুবাদ—'মন্ত্রবর্ণাৎ' এইসূত্রের ভাষ্যে সর্ব্বা ভূতানি—সকল জীব অর্থে। অস্য—এই ব্রহ্মের। পাদঃ—অংশ ॥ ৪২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে জীবের ব্রহ্মাংশত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত মন্ত্রবর্ণের দ্বারা বাচনিক অংশত্বও স্থাপন করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োঽগ্রজাঃ।
সুরাসুর-নরা নাগাঃ খগা মৃগসরীসৃপাঃ ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ।
পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধ্রাশ্চারণা দ্রুমাঃ ॥
অন্যে চ বিবিধা জীবা জল-স্থল-নভোকসঃ।
গ্রহর্ক্ষকেতবস্তারাস্তড়িতস্তনয়িত্নবঃ ॥
সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥"

(ভাঃ ২।৬।১৩-১৬) ॥ ৪২ ॥

সূত্রম্—অপি স্মর্য্যতে ॥ ৪৩ ॥

সূত্রার্থ—স্মৃতিবাক্য দ্বারাও জীব পরমেশ্বরের অংশ কথিত হইতেছে, যথা "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—এই মনুষ্য জগতে জীবাত্মা আমারই অংশ ও নিত্য ॥ ৪৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন" ইতি শ্রীভগবতা ইহ সনাতনত্বোক্ত্যা জীবস্যৌপাধিকত্বং নিরস্তম্। তস্মাৎ তৎসম্বন্ধাপেক্ষী জীবস্তদংশ ইতি। তৎকর্ত্তৃত্বাদিকমপি তদায়ত্তম্। স্মৃতিশ্চ জীবস্বরূপং বিশিষ্যাহ। "জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞান-গুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ন জাতো নির্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্। অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা। অহম-র্থোঽব্যয়ঃ সাক্ষী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ। অদাহ্যোঽচ্ছেদ্য অক্লেদ্যঃ অশোষ্যোঽক্ষর এব চ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ। মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা। দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন" ইতি। এবমাদীত্যাদিপদাৎ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-স্বস্মৈ-স্বয়ং-প্রকাশত্বানি বোধ্যানি। প্রকাশঃ খলু গুণদ্রব্যভেদেন দ্বিভেদঃ। প্রথমঃ স্বাশ্রয়স্য স্ফূর্ত্তিঃ। দ্বিতীয়স্তুস্বপরস্ফূর্ত্তিহেতুর্বস্তু-বিশেষঃ। স চাত্মৈব। দীপশ্চক্ষুঃ প্রকাশয়ন্ স্বরূপস্ফূর্ত্তিঞ্চ স্বয়মেব করোতি ন তু ঘটাদিপ্রকাশবৎ তদাদিসাপেক্ষঃ। তস্মাদয়ং স্বয়ং প্রকাশঃ। তথাপি স্বং প্রতি ন প্রকাশতে স্বস্মিন্ জাড্যাৎ। আত্মা তু স্বয়ং পরঞ্চ প্রকাশয়ন্ স্বং প্রতি প্রকাশতে। অতঃ স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ যদসৌ চিদ্রূপ ইতি ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—গীতায় শ্রীভগবানের 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' এই বাক্যে সনাতনত্ব অর্থাৎ জীবের নিত্যত্ব উক্তিদ্বারা ঔপাধিকত্ব অর্থাৎ উপাধিনাশাধীন বিনশ্বরত্ব নিরস্ত হইল। অতএব সিদ্ধান্ত এই—পরমেশ্বরের নিয়ম্যত্বদাসত্বাদি সম্বন্ধাশ্রয়ী জীব তাঁহার অংশ এবং জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতিও ঈশ্বরাধীন। স্মৃতিও বিশেষ করিয়া জীবস্বরূপ বলিতেছেন 'জ্ঞানাশ্রয়ো… নান্যস্যৈব কদাচন' জীব জ্ঞানাত্মক ধর্ম্মী, আবার জ্ঞান তাহার গুণ, জীব চৈতন্যময়, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, জন্মহীন, উপচয়-অপচয়াদি-ষড়্বিকার-রহিত, একস্বরূপ ও শরীরধারী। অণুপরিমাণ, নিত্য, ব্যাপনশীল, চিদানন্দময়, অস্মৎ-শব্দের বাচ্য অর্থস্বরূপ, নাশরহিত, সাক্ষী, বিভিন্ন আকৃতিসম্পন্ন, শাশ্বত। সে দাহের যোগ্য নহে, ছেদনের বস্তু নহে,

অক্লেদনীয়, অশোষনীয় ও অক্ষরস্বরূপ। এই প্রকার গুণরাশি-বিভূষিত, শ্রীহরির অংশ 'ওম্' এই প্রণবের অন্তর্গত ম-কার দ্বারা জীব বাচ্য। ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়াও সর্ব্বদা ঈশ্বরের অধীন। শ্রীহরিরই দাস, আর কাহারও দাস কখনই নহে। 'এবমাদি' এই আদি পদদ্বারা কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, নিজের জন্য স্বপ্রকাশত্ব-গুণ-গ্রাহ্য। জগতে প্রকাশ—গুণ ও দ্রব্য-ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ গুণভেদে প্রকাশ—স্বাশ্রয়ের প্রকাশ। দ্বিতীয়টি নিজের প্রকাশ ও অপরের প্রকাশের হেতুভূত পদার্থ-বিশেষ, সে পদার্থ আত্মাই। দীপ চক্ষুকে প্রকাশ করে, স্বরূপেরও প্রকাশ নিজেই করে, ঘটাদির প্রকাশ যেমন অপরকে অপেক্ষা করিয়া হয়, দীপ সেরূপ স্বপ্রকাশে অন্য দীপাদি অপেক্ষা করে না, অতএব দীপ স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ অন্য নিরপেক্ষ-প্রকাশ। তাহা হইলেও দীপ নিজেকে নিজে প্রকাশ করে না, যেহেতু স্ববিষয়ে সে জড়, আত্মা কিন্তু তদ্রূপ নহে, সে নিজের দ্বারাই পরকে প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। অতএব 'স্বস্মৈ স্বপ্রকাশঃ' নিজের ধর্ম্মে নিজের প্রকাশক, যেহেতু ঐ আত্মা চিৎস্বরূপ ॥ ৪৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অপি স্মর্য্যত ইতি সূত্রেণ ভগবতেতি বৃত্তিপদং সংবন্ধ্যম্। অনুক্তান্ জীবধর্ম্মান্ ভাষ্যকৃৎ সংগৃহ্লাতি। স্মৃতিশ্চেতি পাদ্মমিতি বোধ্যম্। জ্ঞানাশ্রয় ইতি জ্ঞানঞ্চাসাবাশ্রয়শ্চেতি কর্ম্মধারয়াৎ জ্ঞানরূপো ধর্ম্মীত্যর্থঃ। তদেবাহ জ্ঞানগুণ ইতি। চেতনো দেহাদেশ্চেতয়িতা অহমর্থোঽস্মচ্ছব্দবাচ্যঃ শেষভূতোঽংশভূতঃ হরেরেব দাসভূতঃ। নন্বত্র সর্ব্বেষাং জীবানাং হরিদাসত্বং স্বরূপসিদ্ধং নির্ব্বিশেষঞ্চ প্রতীতম্, তত উপদেশসংস্কারয়োর্বৈয়র্থ্যমিতি চেন্মৈবমেতৎ তদ্দাস্যাভিব্যঞ্জকত্বেন তয়োরর্থবত্ত্বাৎ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ—"ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানং সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানদণ্ডেন" ইতি। "যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" ইত্যাদ্যা চ। স্মৃতিশ্চ "যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না" ইত্যাদ্যা। আদিপদগ্রাহ্যেষু কর্ত্তৃত্বাদিষু কর্ত্তৃত্বাদিদ্বয়ং প্রাক্ নির্ণীতম্। স্বস্মৈ স্বয়ংপ্রকাশত্বং ব্যুৎপাদয়তি প্রকাশঃ খল্বিত্যাদিনা। তদাদিসাপেক্ষো দীপাদ্যপেক্ষী ॥ ৪৩ ॥

টীকানুবাদ—'অপি স্মর্য্যতে' এইসূত্রে কর্ত্তৃপদ নাই, কিন্তু ভাষ্যধৃত 'ভগবতা' এই পদটির সহিত তাহার সম্বন্ধ করণীয়। যে সকল জীবধর্ম্ম সূত্রকার

কর্ত্তৃক উক্ত হয় নাই, সেইগুলি ভাষ্যকার সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন—স্মৃতিশ্চেতি—ইহা পদ্মপুরাণে-ধৃত জানিবে। জ্ঞানাশ্রয়ঃ পদে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস নহে, তাহা হইলে 'জীব জ্ঞানস্বরূপ' এই উক্তি অসঙ্গত হয়; এজন্য 'জ্ঞানঞ্চ অসৌ আশ্রয়শ্চ' জীব জ্ঞানস্বরূপ ও আশ্রয়স্বরূপ এই কর্ম্মধারয় সমাস হইতে জ্ঞানস্বরূপ ধর্ম্মী, এই অর্থ গ্রাহ্য। সেই কথাই বলিতেছেন,—জ্ঞান-গুণঃ—জ্ঞান তাহার গুণ-স্বরূপ। চেতনঃ—অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়াদির চৈতন্য-সম্পাদক। অহমর্থঃ—আমি আমি বলিয়া যে প্রতীত হয়, সেই অস্মৎ-শব্দের অর্থ আমি আত্মা। শেষভূতঃ—পরমেশ্বরের অংশস্বরূপ। শ্রীহরিরই দাস, অন্যের নহে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—সমস্ত জীবই তো স্বরূপতঃ শ্রীহরির দাস এবং সমস্ত জীব-নির্ব্বিশেষে ইহা প্রসিদ্ধ, তবে শাস্ত্রের উপদেশ ও সংস্কারের আবশ্যকতা কি? এই যদি বল, ইহা এইরূপ নহে, যেহেতু চিত্তসংস্কার ও উপদেশ দাস্যের অভিব্যঞ্জক, এইরূপে উহাদের সার্থকতা আছে। শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন—'ঘৃতমিব পয়সি···মন্থানদণ্ডেন' ইতি—যেমন দুগ্ধ মধ্যে নিহিত ঘৃত মন্থান দণ্ড দ্বারা মথিত করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, সেইরূপ প্রত্যেক প্রাণীতে বিজ্ঞান ব্রহ্ম নিগূঢ় আছেন, সর্ব্বদা মনরূপ মন্থান দণ্ড-দ্বারা মথিত করিয়া প্রকট করিতে হইবে। 'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ' যে ব্যক্তির পরমেশ্বরে ঐকান্তিকী ভক্তি, সে-ই তাঁহাকে জানিতে পারে ইত্যাদি শ্রুতিও উহা বলিতেছেন। স্মৃতিও এইরূপ আছে—'যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না' চন্দ্রের জ্যোৎস্না যেমন স্বপ্রকাশ, তাহা কাহারও দ্বারা কৃত হয় না, এইরূপ আত্মাও স্বপ্রকাশ ইত্যাদি। 'এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ' ইতি আদিপদ-গ্রাহ্য গুণসমুদায়ের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এই দুইটি গুণ পূর্ব্বেই সূত্রকার নির্ণীত করিয়াছেন। স্বস্মৈ স্বপ্রকাশত্বং—নিজের দ্বারাই নিজের প্রকাশ, ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন 'প্রকাশঃ খল্বিত্যাদি' বাক্যদ্বারা। 'ঘটাদি প্রকাশবৎ তদাদি সাপেক্ষঃ'—ঘটাদি প্রকাশ যেমন দীপাদিসাপেক্ষ ॥ ৪৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—স্মৃতি-প্রমাণের দ্বারা সূত্রকার জীবের ব্রহ্মাংশত্ব প্রমাণিত করিতেছেন।

গীতোক্ত "মমৈবাংশো জীবলোকে" (গীঃ ১৫।৭) শ্লোকে শ্রীভগবান্ স্বয়ংই জীবকে সনাতন বলিয়া উল্লেখ করায় জীবের অনিত্যত্ব নিরস্ত

হইয়াছে। সুতরাং জীব ব্রহ্মাংশ এবং ব্রহ্মসম্বন্ধাপেক্ষী, সেইরূপ জীবের কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদিও ব্রহ্মাধীন জানিতে হইবে। ভাষ্যকার এখানে পদ্মপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া "জীব জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞানগুণ, চেতন ও প্রকৃতির অতীত প্রভৃতি বাক্যে জীবের জ্ঞানস্বরূপতা ও ব্রহ্মাংশত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।

বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥" (ভাঃ ১১।১১।৪)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "যয়া সম্মোহিতো জীবঃ" (১।৭।৫) শ্লোকও আলোচ্য॥ ৪৩॥

মৎস্যাদি অবতারগণ স্বাংশতত্ত্ব এবং জীব বিভিন্নাংশ

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রসঙ্গাদিদং বিচিন্ত্যতে। "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইতি শ্রীগোপালতাপন্যাং পঠ্যতে। স্মৃতৌ চ "একানেকস্বরূপায়" ইত্যাদি। অত্রাংশিরূপেণৈকোঽংশকলারূপেণ তু বহুধেত্যর্থঃ প্রতীয়তে। তত্র জীবাংশান্মৎস্যাদ্যংশস্য বিশেষোঽস্তি ন বেতি সংশয়ে অংশত্বা-বিশেষাৎ নাস্তীতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রসঙ্গক্রমে ইহাই বিচারিত হইতেছে। 'একোবশী সর্ব্বগঃ···অবভাতি ইতি' এক শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বব্যাপী, স্তবনীয়, তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, শ্রীগোপাল-তাপনী উপনিষদে এই শ্রুতিটি পঠিত হয় এবং স্মৃতিবাক্যেও দেখা যায়—'একানেকস্বরূপায়'—তিনি এক ও অনেকস্বরূপ ইত্যাদি ইহাতে 'তিনি অংশিরূপে এক এবং অংশকলারূপে বহু' এই অর্থ প্রতীত হইতেছে। তাহাতে সংশয় হইতেছে,—মৎস্যাবতারাদি অংশের জীবাংশ হইতে বৈশিষ্ট্য আছে কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—না, যখন অংশ, তখন অংশত্ব-সাধারণ ধর্ম্মানুসারে

জীব হইতে মৎস্যাদি অবতারের কোনও বিশেষত্ব নাই, এই মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—প্রসঙ্গাদিত্যাদি। অংশপ্রসঙ্গাদপ্রকৃতবিষয়স্যাপি বিচারস্যোৎপত্তিঃ। উপসর্জ্জনত্বমেব জীবস্যাংশত্বং পূর্ব্বমুক্তং তদ্বন্মৎস্যাদ্যবতারস্যাপি তত্বমেব তথাস্ত্বিতি দৃষ্টান্তোহত্র সঙ্গতিঃ। মৎস্যাদেরংশত্ববোধকং পূর্ণত্ববোধকঞ্চ বাক্যমস্তি। তয়োর্বিরোধো ন বেতি সংশয়ে অর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে মৎস্যাদ্যংশত্ববাক্যে সর্ব্বশক্ত্যনভিব্যঞ্জকত্বমেবাংশত্বমিতি ব্যাখ্যানাদবিরোধ ইত্যভিপ্রায়েণ ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ। এক ইতি। একঃ সর্ব্বমুখ্যঃ পরম ইত্যর্থঃ। বশী নিয়ন্তা। সর্ব্বগো বিভুঃ। ঈড্যোহনন্তগুণত্বাৎ স্তবনীয়ঃ। একোঽপি সন্নেকত্বমজহদেব বহুধা পুরুষাবতারলীলাবতারাদিরূপেণাবভাতি বিদুষাং প্রতীতিগোচরো ভবতীত্যর্থঃ। স্মৃতৌ চেতি শ্রীবৈষ্ণবে চেত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অংশপ্রসঙ্গ হইতে অপ্রস্তাবিত বিষয়েরও বিচার উপস্থিত হইতেছে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মোপসর্জ্জনত্বই জীবের অংশত্ব অর্থাৎ পরমেশ্বরের উপসর্জ্জন জীব অর্থাৎ অংশ। সেই প্রকার মৎস্যাদি অবতারও পরমেশ্বরের উপসর্জ্জন—অংশ; অতএব অংশত্ব-হিসাবে জীবের মত হউক, এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি এখানে জ্ঞাতব্য। মৎস্যাদি অবতার যে পরমেশ্বরের অংশ, তাহার বোধকবাক্য, আবার উহাঁরা যে পূর্ণ, তাহার প্রতিপাদক বাক্য আছে। এক্ষণে সংশয় হইতেছে,—সেই বাক্যদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইবে কি না? পূর্ব্বপক্ষীর মতে উভয়ের বিষয়ভেদ থাকায় বিরোধ হইবে, সিদ্ধান্তীর মতে মৎস্যাদি অবতারের অংশত্ববোধক বাক্যে অংশত্বের তাৎপর্য্য সর্ব্বশক্তির অনভিব্যঞ্জকত্ব অর্থাৎ তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান্ কিন্তু সে সমুদায়ের তাঁহাদিগেতে প্রকাশ হয় নাই, অতএব পূর্ণ হইয়াও অংশ এইরূপ ব্যাখ্যান হেতু বিরোধের অভাব। এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের অবতারণা 'একোবশীত্যাদি'—একঃ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম; বশী—নিয়ন্তা, সর্ব্বগঃ—সর্ব্বব্যাপী, ঈড্যঃ—অনন্ত গুণের আধার এজন্য স্তবার্হ। 'একোঽপি সন্নিতি'—একরূপত্ব ত্যাগ না করিয়াও, বহুধা—পুরুষাবতার, লীলাবতারাদিরূপে, অবভাতি—বিজ্ঞগণের নিকট প্রতীয়মান হন। স্মৃতিবাক্যেও অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণেও।

স্বাংশাধিকরণম্

সূত্রম্—প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ—অংশ-শব্দে সংজ্ঞিত হইলেও 'পরঃ' মৎস্যাদি অবতার 'ন এবং' এইরূপ অর্থাৎ জীবের মত অংশ নহে, সে-বিষয়ে দৃষ্টান্ত 'প্রকাশাদিবৎ' প্রকাশাদির মত, অর্থাৎ যেমন রবিও তেজের অংশ, খদ্যোতও তেজের অংশ, অংশ-শব্দে শব্দিত উভয়ই ; কিন্তু এই দুইটি এক প্রকার তেজ নহে, অথবা যেমন সুধা ও মদ্য প্রভৃতি জলাংশ, জল-শব্দদ্বারা সংজ্ঞিত হইলেও উভয়ের ঐক্য নাই, প্রভেদ আছে ; সেইরূপ জীব ও মৎস্যাদি অবতার পরমেশ্বরের অংশ হিসাবে কথিত হইলেও কার্য্যতঃ বিভিন্ন ॥ ৪৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অংশশব্দিতত্বেঽপি পরো মৎস্যাদির্ন এবং জীববন্ন ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ প্রকাশেতি। যথা তেজোঽংশো রবিঃ খদ্যোতশ্চ তেজঃশব্দিতত্বেঽপি নৈকরূপ্যভাক্, যথা জলাংশঃ সুধা মদ্যাদিশ্চ জলশব্দিতত্বেঽপি ন সাম্যং লভতে তদ্বৎ ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অংশ নামে নামিত হইলেও মৎস্যাদি অবতার জীবের মত অংশ নহে। উভয়ের পার্থক্য আছে। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—'প্রকাশাদিবৎ' প্রকাশ অর্থাৎ তেজ প্রভৃতির মত, যেমন রবি তেজের অংশ আবার খদ্যোত (জোনাকী)ও তেজের অংশ, এই উভয়ই তেজ শব্দে আখ্যাত হইলেও যেমন একরূপতা প্রাপ্ত নহে, অথবা যেমন সুধা ও মদ্যাদি জলাংশ, জল-শব্দে শব্দিত হইয়াও পরস্পর সাম্য লাভ করে না, সেইরূপ জীব ও মৎস্যাদি অবতার পরমেশ্বরের অংশ হইয়াও ভিন্ন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রকাশাদিবদিতি। স্ফুটার্থম্ ॥ ৪৪ ॥

টীকানুবাদ—প্রকাশাদিবদিত্যাদি সূত্র ও ভাষ্যার্থ সুস্পষ্ট ॥ ৪৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—জীবের অংশত্ব বিচার করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে একটি অপ্রকৃত বিষয়েরও বিচার উপস্থিত হইতেছে। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া

বলেন যে, মৎস্যাদি অংশাবতারগণ হইতে জীবের অংশকে পৃথক্ না বলিয়া, অংশত্বের অবিশেষহেতু অভেদই বলিব, তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, তাহা বলা চলিবে না, কারণ অংশ-শব্দে মৎস্যাদি অবতারগণকে বুঝাইলেও তাঁহারা জীবের ন্যায় অংশ নহে; যেমন প্রকাশাদির ন্যায়। দৃষ্টান্ত দ্বারা ভাষ্যকার বুঝাইয়াছেন যে, তেজের অংশ সূর্য্য ও জোনাকী পোকা যেমন একরূপ নহে, আবার জলের অংশ সুধা ও মদ্য যেমন সমান নহে, সেইরূপ মৎস্যাদি অবতারগণ জীবের সহিত সমান নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ॥" (ভাঃ ১।৩।২৭)

অর্থাৎ প্রজাপতিগণ, মহাবীর্য্যশালী মুনিগণ; মনুগণ, দেবতাবৃন্দ এবং মানবগণ সকলেই শ্রীহরির কলা অর্থাৎ বিভূতি বলিয়া কথিত আছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"মৎস্যো যুগান্তসময়ে মনুনোপলব্ধঃ
ক্ষৌণীময়ো নিখিলজীবনিকায়কেতঃ।
বিস্রংসিতানুরুভয়ে সলিলে মুখান্মে
আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্॥" (ভাঃ ২।৭।১২)

অর্থাৎ যুগের অবসানকালে তিনি (শ্রীহরি) বৈবস্বত মনু কর্ত্তৃক দৃষ্ট মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবী এবং জীবসমূহের আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন। তখন মহাভয়প্রদ প্রলয়কালীন সলিলে আমার (ব্রহ্মার) মুখ হইতে বেদ সকল বিগলিত হইতেছিল, ভগবান্ উক্ত মৎস্যরূপে বেদসকল গ্রহণ করিয়া প্রলয়-পয়োধিজলে বিহার করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

" 'মায়াধীশ' 'মায়াবশ',—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বরসহ কহ ত' অভেদ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬২)॥ ৪৪॥

সূত্রম্——স্মরন্তি চ ॥ ৪৫ ॥

সূত্রার্থ—অংশ দ্বিবিধ ; স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। তন্মধ্যে স্বাংশপদবাচ্য—অংশীর সামর্থ্য স্বরূপ ও স্থিতি অনুসারে অংশীর তুল্য শক্ত্যাদিমান্, কোন অংশে অণুমাত্রও অংশী হইতে উহা ভিন্ন নহে। কিন্তু বিভিন্নাংশ অল্পশক্তি অর্থাৎ ঈষৎ সামর্থ্যযুক্ত, অতএব স্বয়ংরূপী শ্রীকৃষ্ণের যে সকল মৎস্যাদি অংশ আছে, তাঁহারা জীবের মত নহে, জীব হইতে বিভিন্ন, এ-কথা মহাবরাহ-পুরাণে স্মৃত হয় ॥ ৪৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ-ইষ্যতে। অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎস্বরূপং যথা স্থিতিঃ। তদেব নাণুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ। বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎসামর্থ্যমাত্রযুগিতি। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিতা" ইতি চ। অয়ং ভাবঃ। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইত্যাদৌ কৃষ্ণাখ্যস্য বস্তুনঃ স্বয়ংরূপস্য যে মৎস্যাদয়োঽংশাঃ স্মৃতাঃ, ন তে জীববৎ ততো ভিদ্যন্তে তস্যৈব বৈদূর্য্যাদিবৎ তত্তদ্ভাবাবিষ্কারাৎ সর্ব্বশক্তিব্যক্ত্যব্যক্তিসব্যপেক্ষো হি তত্তদ্ব্যপদেশঃ। যঃ কৃষ্ণঃ কৃৎস্নষাড়্গুণ্যব্যঞ্জকোঽংশী স এবাকৃৎস্ন-তদ্ব্যঞ্জকো দ্ব্যেকব্যঞ্জকো বাংশঃ কলা চেত্যুচ্যতে। যথৈকঃ কৃৎস্ন-ষট্শাস্ত্রপ্রবক্তা সর্ব্ববিদুচ্যতে স এব ক্বচিদকৃৎস্নতদ্বক্তা দ্ব্যেকশাস্ত্রবক্তা চ সর্ব্ববিৎকল্পোঽল্পজ্ঞশ্চেতি। পুরুষবোধিন্যাদিশ্রুতা রাধাদ্যাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ো দশমাদিস্মৃতা গুণাশ্চ সর্ব্বাতিশায়িপ্রেমপূর্ণপরিকরত্ব-দ্রুহিণাদিবিদ্বত্তমবিস্মাপকবংশমাধুর্য্যস্বপর্য্যন্তসর্ব্ববিস্মাপকরূপমাধুর্য্য-নিরতিশয়কারুণ্যাদয়ো যশোদাস্তনন্ধয়ে কৃষ্ণ এব নিত্যাবির্ভূতাঃ সন্তি ন তু মৎস্যাদিত্বে সতীতি তস্যৈব তত্তদ্ভাবাবিষ্কারান্ন মৎস্যাদের্জীববৎ তত্ত্বান্তরত্বং কিন্তু তদাত্মকত্বমেবেতি ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—মহাবরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে পরমেশ্বরের 'স্বাংশশ্চাথ ইত্যাদি…সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ' স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ—এইরূপে অংশ দ্বিবিধ

কথিত হয়, তন্মধ্যে অংশী পরমেশ্বরের যেরূপ সামর্থ্য, যাদৃশ স্বরূপ ও যে প্রকার স্থিতি, স্বাংশেরও তাহাই, স্বাংশ ও অংশীর অণুমাত্রও প্রভেদ নাই। কিন্তু বিভিন্নাংশ অল্পশক্তিসম্পন্ন, ঈষৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্ত। আরও বলিয়াছেন,—মৎস্যকূর্ম্মাদিস্বরূপসমূহ সকলেই সর্ব্বগুণে পূর্ণ, সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য। ইহার ভাবার্থ এই—শ্রীমদ্‌ভাগবতে কথিত আছে—এই যে অবতারগুলি বলা হইল, ইঁহারা পরমপুরুষের কেহ অংশ ও কেহ কেহ অংশের অংশ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। ইত্যাদি উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ নামক স্বয়ংরূপ বস্তুর যে সকল মৎস্যাদি অবতার অংশরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহারা জীবের মত অংশ নহেন, জীব যেমন স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন, ইঁহারা তদ্রূপ নহেন, সেই স্বয়ংরূপ (শ্রীকৃষ্ণ) তিনিই বৈদূর্য্যমণির ন্যায় সেই সেই ভাব আবিষ্কার করিয়া থাকেন। সর্ব্বশক্তির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি অনুসারেই সেই সেই ব্যপদেশ হয়। যিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণের অভিব্যঞ্জক অংশী বলিয়া অভিহিত, তিনিই অসমগ্র ষড়্‌গুণের ব্যঞ্জক হইয়া অর্থাৎ ষড়্‌গুণের মধ্যে দুই বা একটি গুণের ব্যঞ্জক হইয়া অংশ ও কলা বা অংশাংশ নামে অভিহিত হন। যেমন একই ব্যক্তি সমগ্র ষড়্‌দর্শনের প্রবচনকারী হইলে সর্ব্ববিৎ নামে আখ্যাত হন এবং তিনিই যদি কোন সময় অসমগ্র শাস্ত্রবক্তা হন, অথবা দুই একটি শাস্ত্রবক্তা হন, তবে তাঁহাকে যথাক্রমে সর্ব্ববিৎকল্প এবং অল্পজ্ঞ বলা হয়। পুরুষবোধিনী প্রভৃতি শ্রুতিতে শ্রুত হয় যে, শ্রীরাধা প্রভৃতি স্বয়ংরূপ ভগবানের পূর্ণশক্তি এবং শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধাদিতে বর্ণিত সর্ব্বাতিশায়ি প্রেমপূর্ণপরিকরত্ব (পূর্ণাঙ্গত্ব), ব্রহ্মা প্রভৃতি সর্ব্বোত্তম জ্ঞানীর বিস্ময়জনকত্ব, বংশীমাধুর্য্য, এমন কি, শ্রীভগবানের নিজ পর্য্যন্ত সকলেরই বিস্ময়-জনক রূপমাধুর্য্য, নিরতিশয় কারুণ্য প্রভৃতি গুণগুলি নিত্য প্রকট হইয়াছে যশোদাস্তন্যপায়ী শ্রীকৃষ্ণেই, কিন্তু মৎস্যাদি অবতারে নহে। শ্রীকৃষ্ণেই সেই সেই ভগবদ্‌ভাবের আবিষ্কার হয়, মৎস্যাদি অবতার জীবের মত অন্য তত্ত্ব নহেন, কিন্তু তদাত্মকস্বরূপই ॥ ৪৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্মরন্তি চেতি মহাবারাহে ইতি বোধ্যম্। স্বভূতোঽংশঃ স্বাংশো মৎস্যাদিঃ স্বস্মাদ্বিভিন্নোঽংশস্তু জীবলক্ষণ ইত্যেবমংশশব্দার্থো দ্বিভেদঃ। নিত্যমগ্নিহোত্রম্। নিত্যং ব্রহ্মেতিবল্লক্ষণভেদো বোধ্যঃ। অংশশব্দস্যার্থভেদা-

দেব তত্র বিশেষোহস্তীত্যাহ অংশিনো যত্বিতি। অয়মিতি। এতে চেতি শ্রীভাগবতে। তত ইতি স্বয়ংরূপাৎ কৃষ্ণাদিত্যর্থঃ। অকৃৎস্নতদ্ব্যঞ্জক ইতি স্বনিষ্ঠং ষাড়্গুণ্যং কার্ৎস্ন্যেনাপ্রকটয়ন্নিত্যর্থঃ। দ্ব্যেকেতি। ষণ্ণাং মধ্যে দ্বে একং বা কার্ৎস্ন্যেন প্রকটয়ন্নিত্যর্থঃ। পুরুষবোধিনীতি। আদিনা ঋক্-পরিশিষ্টং গ্রাহ্যম্। রাধাদ্যা ইতি। আদ্যশব্দেন চন্দ্রাবলী গ্রাহ্যা। তদা-কর্ষকতাদিগুণসংহতিশ্চ শ্রীরাধায়াঃ পূর্ণত্বং সর্ব্বলক্ষ্ম্যংশিত্বাৎ তৎসংহতেরং-শিত্বঞ্চ তত্তদংশিত্বাদিতি বোধ্যম্। তদেতৎ কামাধিকরণভাষ্যসূক্ষ্মে ভাষ্যপীঠকে চ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৫ ॥

টীকানুবাদ—স্মরন্তীতি সূত্রের ভাষ্যে ‘স্বাংশশ্চাথ’ ইত্যাদি শ্লোকগুলি মহাবরাহপুরাণের অন্তর্গত। স্বাংশ শব্দের ব্যুৎপত্তি—স্বভূতঃ—স্ব-স্বরূপ—অংশি-স্বরূপ, তস্য অংশ ঃ—তাঁহার অংশ ইহা মৎস্যাদি অবতার, আর স্বরূপ হইতে বিভিন্ন অংশ জীবস্বরূপ, ‘চ’ এইরূপে অংশ-শব্দের অর্থ দুই প্রকার। যেমন ‘নিত্যম্ অগ্নিহোত্রম্’ ‘নিত্যং ব্রহ্ম’ এই প্রকার উক্তিতে নিত্যত্বের লক্ষণতঃ ভেদ আছে, সেইরূপ অংশ শব্দেরও লক্ষণতঃ প্রভেদ জ্ঞাতব্য। অংশ শব্দের অর্থগত প্রভেদ হইতেই জীব ও মৎস্যাদি অবতারের প্রভেদ আছে, এই কথাই বলিতেছেন—‘যত্তু সামর্থ্যম্’ ইত্যাদি দ্বারা। অয়ং ভাব ইত্যাদি ‘এতে চাংশ-কলা’ ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীভাগবতোক্ত। ‘ন জীববৎ ততো ভিদ্যন্তে ইতি’ জীবের মত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিভিন্ন নহেন, ইহাই অর্থ। ‘স এবাকৃৎস্নতদ্-ব্যঞ্জক ইতি’ অর্থাৎ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণগত যে ঐশ্বর্য্যাদি ছয় গুণ তাহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রকট না করিয়া। দ্ব্যেকব্যঞ্জক ইতি অর্থাৎ ছয়টি গুণের মধ্যে দুইটি বা একটি গুণ মাত্র প্রকট করিয়া। পুরুষবোধিন্যাদি শ্রুতাঃ—পুরুষবোধিনী শ্রুতি ও আদিপদ গ্রাহ্য ঋক্ পরিশিষ্ট গ্রন্থে বর্ণিত। রাধাদ্যাঃ পূর্ণা ইতি—আদ্যপদে চন্দ্রাবলী বোধ্যা। শ্রীরাধার স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ প্রভৃতি করিবার গুণসমুদায়স্থিতিই তাঁহার পূর্ণত্বের পরিচয় এবং সেই পূর্ণত্ব সর্ব্বলক্ষ্মীর অংশিত্ব-নিবন্ধন। ঐ গুণসংহতি যে অংশী, তাহাও সেই সেই অংশিত্ব-নিবন্ধন জানিবে। এই সকল কথা কামাধিকরণ ভাষ্যের সূক্ষ্মা নাম্নী টীকায় এবং ভাষ্যপীঠকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে স্মৃতির প্রমাণের দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিতেছেন।

মহাবরাহপুরাণে আছে—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ-ভেদে অংশ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে মৎস্যাদি অবতার স্বাংশ এবং জীব বিভিন্নাংশ। অংশীর যেরূপ সামর্থ্য, যে প্রকার স্বরূপ ও যেরূপ স্থিতি, স্বাংশেরও সেইরূপ অর্থাৎ অংশীর সহিত স্বাংশ অভিন্ন। কিন্তু বিভিন্নাংশ জীব অল্পশক্তিযুক্ত, অংশী হইতে ভিন্ন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥" (ভাঃ ১।৩।২৮)
"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥" (ভাঃ ১।৩।২৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"স্বাংশ-বিভিন্নাংশরূপে হঞা বিস্তার।
অনন্তবৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮-৯)॥ ৪৫॥

জীবতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্বের ভেদ

অবতরণিকাভাষ্যম্—যুক্ত্যন্তরেণ বিশেষং দর্শয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অন্য যুক্তি দ্বারা উহাতে বিশেষ (প্রভেদ) দেখাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্থ তত্র তত্রাংশশব্দস্যার্থভেদঃ কথং শ্রদ্ধেয়-স্তত্রাহ যুক্ত্যন্তরেণেতি। পরেশকৃতানুজ্ঞাপরিহারকত্বং তদ্বিরহশ্চাত্র যুক্ত্যন্তরম্। তেনাংশশব্দস্য তথা তথা ইত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আক্ষেপ এই—অংশশব্দের অবতারপক্ষে একপ্রকার অর্থ ও জীবপক্ষে অন্যরূপ অর্থ, এইরূপ অর্থভেদ কিরূপে শ্রদ্ধার্হ? তাহাতে বলিতেছেন, যুক্ত্যন্তরেণ ইতি—অন্য যুক্তিদ্বারা সেই অর্থভেদ অবগত হওয়া যায়। কি যুক্তি? তাহাও বলা যাইতেছে—পরমেশ্বর কৃত অনুজ্ঞা (প্রেরণা) ও তাহার পরিহারবিষয়ত্ব জীবে আছে, মৎস্যাদি অবতারে তাহা নাই, এই যুক্ত্যন্তর। অতএব অংশশব্দের সেই সেই রূপ অর্থ-বিশেষ ধর্ত্তব্য, এই অর্থ।

সূত্রম্—অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥৪৬॥

সূত্রার্থ—'অনুজ্ঞা' অনুমতি অর্থাৎ সাধু ও অসাধু কর্ম্মে প্রেরণা এবং 'পরিহার' অর্থাৎ সাধু বা অসাধু কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি অর্থাৎ যাহাকে মুক্তি বলা যায়, এই দুইটি—'দেহসম্বন্ধাৎ'—জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও অনাদি অবিদ্যাধীন দেহসম্পর্কবশতঃ, জীবরূপ অংশের ঐ অনুজ্ঞা ও পরিহার শ্রুত হয়, কিন্তু মৎস্যাদি অবতারের নহে, তাঁহাদের দেহসম্বন্ধের অভাব ও সাক্ষাৎ পরেশত্বই শ্রুত হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—'জ্যোতিরাদিবৎ' —যেমন চক্ষুঃস্থিত জ্যোতিঃ, তাহা সূর্য্যের অংশ হইলেও জীবদেহের সহিত সম্বন্ধ থাকায় উহা দেহভেদে নানাবিধ ; নভঃসূর্য্যরূপ অংশীদ্বারা অনুগ্রাহ্য এবং সূর্য্যাধীন তাহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কিন্তু আকাশস্থ সূর্য্য এইরূপ নহে, সেই প্রকার জীব ও মৎস্যাদির প্রভেদ জ্ঞাতব্য ॥ ৪৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সত্যপি ব্রহ্মাংশত্বেঽনাদ্যবিদ্যাবিজৃম্ভিতাৎ দেহসম্বন্ধাৎ জীবরূপস্যাংশস্য পরেশকৃতাবনুজ্ঞাপরিহারৌ শ্রূয়েতে নৈবং মৎস্যাদিরূপস্য কিন্তু দেহসম্বন্ধরাহিত্যং সাক্ষাৎ পরেশত্বঞ্চ তস্য শ্রূয়তে, অতো মহান্ বিশেষঃ। অনুজ্ঞানুমতিঃ সাধ্বসাধু-কর্ম্মপ্রেরণেতি যাবৎ। "এষ এব সাধুকর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। পরিহারশ্চ ততো নির্ব্বৃতির্মোক্ষ ইতি যাবৎ। "তমেব বিদিত্বা" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—জ্যোতিরিতি। জ্যোতি-শ্চক্ষুস্তস্য যথা সূর্য্যাংশস্যাপি দেহসম্বন্ধাৎ নানাবিধত্বং তদনুগ্রাহ্যত্বং

তৎপ্রবৃত্তিনিবৃত্তী চ তদ্ধেতুকে এব নৈবং খস্থস্য সূর্য্যাংশস্যাপি তৎপ্রকাশস্য তস্য সূর্য্যাত্মকত্বাৎ তদ্বৎ ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জীবরূপ অংশের ব্রহ্মাংশত্ব থাকিলেও অনাদি অর্থাৎ চিরপ্রবহমান অবিদ্যাজনিত দেহসম্পর্কবশতঃ পরমেশ্বর-কৃত অনুগ্রহ ও পরিহার শাস্ত্রে শ্রুত হইয়া থাকে, কিন্তু মৎস্যাদিরূপ অংশাবতারের তাহা নহে। তবে কি? মৎস্যাদি অবতারের দেহসম্বন্ধের অভাব এবং সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপত্বই শ্রুত হয়, অতএব জীব ও মৎস্যাদি অবতারের মহান্ প্রভেদ। অনুজ্ঞা শব্দের অর্থ অনুমতি অর্থাৎ ভালমন্দ কর্ম্মে প্রেরণা এই পর্য্যন্ত অর্থ। তাহার প্রমাণ—'এষ এব সাধুকর্ম্ম কারয়তি' এই পরমেশ্বরই সেই জীবকে উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, যাঁহাকে তিনি ঊর্দ্ধলোকে লইয়া যাইতে চাহেন ইত্যাদি; আর পরিহার শব্দের অর্থ—সেই কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি মুক্তিপর্য্যন্ত অর্থ। যেহেতু 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি' ইত্যাদি শ্রুতি তাহা বলিতেছেন। সে-বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'জ্যোতিরাদিবৎ' জীবনেত্রস্থ জ্যোতিঃ অর্থাৎ সূর্য্যের অণুপরিমাণ অংশের মত। কথাটি এই—জ্যোতিঃ অর্থাৎ চক্ষুঃ, সে যেমন সূর্য্যাংশ হইলেও বিভিন্ন দেহসম্বন্ধবশতঃ নানাকারে বর্ত্তমান এবং সূর্য্যের শক্তিতেই শক্তিমান্, সূর্য্যের জন্যই তাহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ কার্য্যকারিতা, কিন্তু আকাশস্থিত সূর্য্যের অংশের (জ্যোতির) তাহা নহে, তাহা মহাসূর্য্যের অংশ হইলেও আকাশস্থ সূর্য্যের প্রকাশ অতএব সূর্য্যস্বরূপ, এজন্য উহাদের ভেদ স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে, সেই প্রকার জীব ও মৎস্যাদি অবতারের ভেদ জানিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অনুজ্ঞেতি। সত্যপীতি। ব্রহ্মাংশত্বে উপসর্জ্জনীভূতশক্তিমদ্ব্রহ্মৈকদেশত্বে ইত্যর্থঃ। তস্যেতি মৎস্যাদেঃ। অনুজ্ঞানুমতিরিতি। ততঃ সাধ্বসাধুকর্ম্মপ্রেরণাৎ। জ্যোতিশ্চক্ষুরিত্যাদি। চক্ষুরত্র তদ্রশ্মিপরমাণুঃ খস্থঃ প্রকাশস্তু তদনুচ্ছবিরবিমণ্ডল ইতি বোধ্যম্। তদ্ধেতুকে সূর্য্যহেতুকে ॥ ৪৬ ॥

টীকানুবাদ—'অনুজ্ঞাপরিহারৌ' ইত্যাদি সূত্রের সত্যপি ব্রহ্মাংশত্বে ইত্যাদি ভাষ্য—জীবের ব্রহ্মাংশত্ব অর্থাৎ শক্তিমান্ ব্রহ্মের অপ্রধানীভূত একদেশত্ব থাকিলেও, সাক্ষাৎ পরেশত্বঞ্চ তস্য ইতি; তস্য—সেই মৎস্যাদি

অবতারের। অনুজ্ঞা অর্থাৎ অনুমতি। জীবকে ভালমন্দ কার্য্যে প্রেরণা —ইহাই তাৎপর্য্য। জ্যোতিশ্চক্ষুরিত্যাদি। চক্ষুঃ—এখানে সূর্য্যের রশ্মি পরমাণু অর্থে গ্রাহ্য। কিন্তু আকাশস্থিত প্রকাশ সেই চক্ষুর অনুচ্ছবি সূর্য্য-মণ্ডল, ইহা জ্ঞাতব্য। তৎপ্রবৃত্তিনিবৃত্তী চ তদ্ধেতুকে ইতি; তদ্ধেতুকে সূর্য্য-হেতুক, সূর্য্য হইতেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ॥ ৪৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে অন্য যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও অবিদ্যাদিকৃত বন্ধনবশতঃ তাহার শরীর লাভ হয়। মৎস্যাদি অবতারের সেরূপ অবিদ্যাবন্ধন নাই; এই কারণেও প্রভেদ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥" (ভাঃ ১।১১।৩৮)

আরও প্রভেদ এই যে, জীবের পক্ষে সাধু ও অসাধুকর্ম্মকরণে ঈশ্বরের প্রেরণা থাকে, ইহা শ্রুতিতে পাওয়া যায় এবং সেই কর্ম্মের পরিহারে যে জীবের মোক্ষলাভ হয়, তাহাও ঈশ্বরকে জানিয়াই, ইহাও শ্রুতিবর্ণিত আছে।

কৌষীতকী উপনিষদে পাই,—

"এনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি…এনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি" (কৌঃ ৩।৯)

শ্বেতাশ্বতরেও পাই,—

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" (শ্বেঃ ৩।৮)

আর একটি প্রভেদ দেখা যায়, যেমন "জ্যোতির্বস্তু"। চক্ষু—জ্যোতির্বস্তু সূর্য্যাংশ হইলেও সে যেমন সূর্য্যের অনুগ্রাহ্য, কিন্তু আকাশস্থ সূর্য্যাংশগুলি তৎপ্রকাশক-সূর্য্যাত্মকস্বরূপই। সেইরূপ জীব ও মৎস্যাদি অবতারগণের মধ্যে প্রভেদ বর্ত্তমান। মৎস্যাদি অবতার ভগবদাত্মক স্বরূপ, আর জীব তদ্ভিন্ন ভগবানের অনুগ্রাহ্য-স্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্ব-সম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ॥
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্ দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ॥"

(ভাঃ ৩।২৮।৪০-৪১)

উল্মুক অর্থাৎ জ্বলন্ত কাষ্ঠ অগ্নিকণা ও স্বসম্ভূত ধূমের সহিত আপাততঃ এক প্রতীয়মান হইলেও যেমন অগ্নি ঐ উভয় হইতেই পৃথক্, তদ্রূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও জীবসংজ্ঞক আত্মা হইতে এবং প্রকৃতি হইতে সর্ব্বোপাদনরূপ ব্রহ্মসংজ্ঞক দ্রষ্টা ভগবান্ নিত্য পৃথক্।

জীব যে শ্রীভগবানের অনুগ্রাহ্য বস্তু, সে-বিষয়ে শ্রুতিস্তবেও পাই,—

"যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা
দুরধিগমোঽসতাং হৃদিগতোঽস্মৃতকণ্ঠমণিঃ।
অসুতৃপ্‌ যোগিনামুভয়তোঽপ্যসুখং ভগব-
ন্ননপগতান্তকাদনধিরূঢ়পদাদ্ভবতঃ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।৩৯)॥ ৪৬॥

সূত্রম্—অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ॥ ৪৭॥

সূত্রার্থ—'অসন্ততেঃ চ' এবং অপূর্ণতানিবন্ধন, 'অব্যতিকরঃ'—জীবের পূর্ণস্বরূপ মৎস্যাদি অবতারের সহিত সাম্য নহে॥ ৪৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জীবস্যাসন্ততেরপূর্ণত্বাদব্যতিকরঃ। পূর্ণেন মৎস্যাদিনা সাম্যং নেত্যর্থঃ। 'বালাগ্রশতভাগস্য' ইত্যাদ্যা শ্রুতির্জীবস্যাপূর্ত্তিমাহ। 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্' ইত্যাদ্যা তু মৎস্যাদেঃ পূর্ত্তিম্॥ ৪৭॥

ভাষ্যানুবাদ—জীবের অপূর্ণত্বনিবন্ধন ব্যতিকর অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ মৎস্যাদি অবতারের সহিত সাম্য নহে। শ্রুতি বলিতেছেন, জীব—একটি কেশের অগ্রকে

শতভাগে বিভক্ত করিয়া পুনঃ তাহাকে শতাংশ করিলে তাহার পরিমাণতুল্য পরিমাণবিশিষ্ট জীব। এইশ্রুতি তাহার অপূর্ণতাই বলিতেছেন। আর মৎস্যাদি অবতারের পূর্ণতা বলিতেছেন, উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ ইত্যাদি শ্রুতি ॥৪৭॥

সূক্ষ্মা টীকা—তত্রৈব যুক্ত্যন্তরং পুনরাহাসন্ততেরিতি ॥ ৪৭ ॥

টীকানুবাদ—জীব ও মৎস্যাদি অবতার যে এক নহে, সে-বিষয়ে অন্য যুক্তি দেখাইতেছেন 'অসন্ততেঃ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ॥ ৪৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার পুনরায় অপর একটি কারণের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরাবতারগণের ভেদ বুঝাইতেছেন যে, জীব অপূর্ণ এবং মৎস্যাদি অবতারগণ পূর্ণ; সুতরাং জীবের সহিত ঐ সকল অবতারগণের সাম্য হইতেই পারে না।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আছে—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে (শ্বেঃ ৫।৯)। আবার ঈশোপনিষদে পাই,—"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং…পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

জীব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"গুণানুরক্তং ব্যসনায় জন্তোঃ
ক্ষেমায় নৈর্গুণ্যমথো মনঃ স্যাৎ।" (ভাঃ ৫।১১।৮)

অর্থাৎ জীবের মন বিষয়ে আসক্ত হইলেই তাহা সংসার-ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। আবার ভোগে অনাসক্তিই তাহার মুক্তির হেতু।

আবার শ্রীভগবান্-সম্বন্ধেও পাই,—

"অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাদ্যং
গুহাশয়ং নিষ্কলমপ্রতর্ক্যম্।
মনোঽগ্রযানং বচসাঽনিরুক্তং
নমামহে দেববরং বরেণ্যম্ ॥" (ভাঃ ৮।৫।২৬)

শ্রীভগবানের সকল রূপ পূর্ণ, অপরিমিত আর জীবসকলই অপূর্ণ; তাহারা অজ্ঞানে আবদ্ধ হয় এবং জ্ঞানোদয়ে কেহ কেহ মুক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীমহাপ্রভুও বলেন,—

"মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে 'অবতার' নাম॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৬৪)॥ ৪৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—হেতুং দূষয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অবতার ও জীবের সাম্যবাদে উক্ত হেতুকে সূত্রকার দূষিত করিতেছেন—

সূত্রম্—আভাস এব চ॥ ৪৮॥

সূত্রার্থ—অংশত্বহেতু জীবাংশ ও মৎস্যাদি অংশ উভয় তুল্য, ইহা প্রতিপাদনের জন্য যে অংশশব্দিতত্বাবিশেষকে হেতু বলা হইয়াছে, উহা আভাস অর্থাৎ সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেতুদোষে দুষ্ট॥ ৪৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অংশশব্দিতত্বাবিশেষাদিতি যো হেতুর্মৎস্যাদ্যংশস্য জীবাংশেন সাম্যং বোধয়িতুমুপন্যস্তঃ স ত্বাভাস এব সৎপ্রতিপক্ষাখ্যো হেত্বাভাস এব। বৈষম্যসাধকস্য পূর্ত্ত্বাদেহের্ত্বন্তরস্য সত্ত্বাৎ। চকারো দৃষ্টান্তসূচনায়। ন হি দ্রব্যত্বেন পৃথিবীনভসোঃ সাম্যপারম্যং সাধনীয়ম্। ন বা পদার্থত্বেন ভাবাভাবয়োস্তৎ। তথাচ মৎস্যাদাবসর্ব্ববাঞ্জকত্বং জীবে তু তদুপসর্জ্জনত্বমংশত্বমিতি॥ ৪৮॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বে অংশশব্দে সংজ্ঞিত জীব এবং মৎস্যাদি অবতারও অংশশব্দে শব্দিত, সুতরাং উভয়ের সাম্য, ইহা বুঝাইবার জন্য যে অংশশব্দিতত্বরূপ হেতু দেখান হইয়াছে, সেই হেতুটি সৎপ্রতিপক্ষনামক হেত্বাভাস দোষ-দুষ্ট। তাহার কারণ, উভয়ের পার্থক্যসাধক পূর্ণত্বাদিহেতু তথায়

বর্ত্তমান। কথাটি এই—যে হেতু ব্যভিচার, বিরোধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধরূপ হেতুদোষে দুষ্ট নহে, তাদৃশ হেতুই সৎ অনুমিতির কারণ, কিন্তু এখানে 'মৎস্যাদিঃ জীবাভিন্নঃ অংশত্বাৎ' এই অনুমানে অংশত্ব-হেতুটি সৎ-প্রতিপক্ষ নামক হেতুদোষে দুষ্ট, যথা 'মৎস্যাদিঃ জীবভিন্নঃ পূর্ণত্বাৎ' এই পূর্ণত্ব-হেতুটি সাধ্যাভাবের (জীবভেদের) সাধক হইতেছে। সূত্রান্তর্গত 'চ' শব্দটি—দৃষ্টান্ত সূচনার জন্য। সেই দৃষ্টান্ত এই—যেমন 'পৃথিবী নভসোহভিন্না দ্রব্যত্বাৎ' পৃথিবী ও আকাশ এক, যেহেতু তাহাতে দ্রব্যত্ব রহিয়াছে, এই অনুমান যেমন সৎপ্রতিপক্ষ দোষগ্রস্ত, যথা 'পৃথিবী নভসো ভিন্না গন্ধবত্ত্বাৎ' এই গন্ধবত্ত্বই সাধ্যাভাব (ভেদ) সাধকহেতু। আরও দেখ, 'অভাবো ভাবতুল্যঃ পদার্থত্বাৎ' এই অনুমানে পদার্থত্ব হেতুটি সৎপ্রতিপক্ষ-দোষে দুষ্ট, যথা 'অভাবো ন ভাবতুল্যঃ সত্বেনা প্রতীয়মানত্বাৎ।' এই সদ্রূপে অপ্রতীয়মানত্বহেতু সাধ্যাভাবের সাধক। অতএব দেখা যাইতেছে, দ্রব্যত্ব হেতু দ্বারা পৃথিবী ও আকাশের একান্ত সাম্য সাধিত হইতেছে না এবং ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থের পদার্থত্ব হেতু দ্বারা সাম্য সাধিত হইতেছে না। অতএব সিদ্ধান্ত এই—মৎস্যাদি অবতারে সর্ব্বশক্তি আছে, কিন্তু অনভিব্যঞ্জিত, এইরূপ অংশত্ব, আর জীবের অংশত্ব ব্রহ্মের এক-দেশত্ব, যাহা উপসর্জ্জনীভূত ॥ ৪৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আভাস ইতি। সৎপ্রতিপক্ষেতি। সাধ্যাভাবসাধক-হেত্বন্তরং যস্যাস্তি স সৎপ্রতিপক্ষ ইত্যর্থঃ। যথা শব্দোহনিত্যঃ কার্য্যত্বাদ ঘটবদিত্যস্য শব্দো নিত্যঃ শ্রাবণত্বাচ্ছব্দত্ববদিতি প্রতিপক্ষো হেতুরস্তি তথেহ মৎস্যাদিরনীশোহংশত্বাৎ জীববদিত্যস্য মৎস্যাদিরীশঃ পূর্ণত্বাৎ সহস্রশীর্ষবদিতি প্রতিপক্ষো হেতুর্ম্মৃগ্যঃ। তথাচেত্যাদি। মৎস্যাদেরংশত্বমনভিব্যঞ্জিতসর্ব্বশক্তিত্বং পূর্ত্তিশ্রবণাৎ। জীবস্যাংশত্বমুপসর্জ্জনীভূতব্রহ্মৈকদেশত্বমণুত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকানুবাদ—'আভাস এব' এই সূত্রে সৎপ্রতিপক্ষেতি ভাষ্যে—সৎ-প্রতিপক্ষনামক হেত্বাভাস। যে হেতুর সাধ্যাভাব সাধক হেতু অন্য হেতু আছে, তাহার নাম সৎপ্রতিপক্ষ। যেমন 'শব্দোহনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ' এই অনুমানে সৎপ্রতিপক্ষ 'শব্দো নিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ শব্দত্ববৎ' এই শব্দত্ব-হেতু সাধ্যাভাবসাধক, এজন্য কার্যত্বহেতুটি সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস

দোষদুষ্ট। সেইরূপ 'মৎস্যাদিরনীশঃ (ঈশ্বর ভিন্ন) অংশত্বাৎ' এই অনুমানে অংশত্বহেতুটির প্রতিপক্ষ হইতেছে, 'মৎস্যাদিরীশঃ পূর্ণত্বাৎ সহস্রশীর্ষবৎ' এই অনুমানে পূর্ণত্বহেতু প্রতিপক্ষ অনুসন্ধেয়। তথাচ 'মৎস্যাদাবসর্ব্বব্যঞ্জকত্বমিতি' মৎস্যাদি অবতারের অংশত্ব, যাঁহাতে ঈশ্বরের সকলশক্তি অভিব্যঞ্জিত হয় নাই, যেহেতু তাহাদের পূর্ণতা শ্রুত হইতেছে আর জীবের অংশত্ব ব্রহ্মের একদেশত্ব অর্থাৎ যাহা উপসর্জ্জনীভূত কারণ তাহার অণুত্ব শ্রুত হইতেছে, এই তাৎপর্য্য ॥৪৮॥

সিদ্ধান্তকণা—জীব ব্রহ্মের অংশ, মৎস্যাদি অবতারগণও অংশ সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী যে "অংশত্বাবিশেষাৎ"-বিচারে জীবের সহিত ভগবদবতারের সাম্য-স্থাপন প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাহা 'হেত্বাভাস' দোষে দুষ্ট বলিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে উল্লেখ করিতেছেন।

এ-বিষয়ে ভাষ্যকারের ভাষ্য ও টীকা এবং তদনুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেম্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিম্বসঙ্গতৈঃ ॥" (ভাঃ ১০।১০।৩৪)

অর্থাৎ প্রাকৃত-শরীরে যে-সকল বীর্য্য অসম্ভব, সেই সকল অনুপম গুণযুক্ত বীর্য্য মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি বিগ্রহধারী অবতারে দর্শন করিয়া লোকসমূহ মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার যে প্রাকৃত শরীররহিত, অপ্রাকৃত অবতার, তাহা জানিতে পারেন।

জীবসকল যে মায়ার প্রভাবেই নানাবিধ শরীর ধারণ করে, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া।
রমমাণো গুণেম্বস্যা মমাহমিতি মন্যতে ॥" (ভাঃ ২।৯।২)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"গোবিপ্রসুরসাধূনাং ছন্দসামপি চেশ্বরঃ।
রক্ষামিচ্ছংস্তনূর্ধত্তে ধর্ম্মস্যার্থস্য চৈব হি ॥" (ভাঃ ৮।২৪।৫)

শ্রীগীতার "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য" শ্লোক (গীঃ ৪।৭) এবং "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" শ্লোক (গীঃ ৪।৬) আলোচ্য ॥ ৪৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতং চিন্তয়তি। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইত্যাদীনি বাক্যানি কাঠকাদিষু শ্রূয়ন্তে। তত্র নিত্যচেতনতয়া প্রতীতা বহবো জীবাঃ সাম্যভাজো ন বেতি সন্দেহে বিশেষাপ্রতীতেঃ সাম্যভাজ ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে প্রসঙ্গাধীন উপস্থিত বিষয়ের বিচার শেষ করিয়া অতঃপর প্রক্রান্ত-বিষয়ের বিচার করিতেছেন। কঠোপনিষদাদিতে 'নিত্যো নিত্যানাং···বিদধাতি কামান্' যিনি নিত্য জীবগণের নিত্যতার-হেতু, চেতনসমূহের চৈতন্য-সম্পাদক, যিনি এক কিন্তু বহু জীবের কামনার পূর্ত্তি করেন ইত্যাদি বাক্য শ্রুত হয়, তাহাতে সংশয় এই যে,—নিত্য ও চেতনরূপে প্রতীত বহু জীব, ইহারা কি প্রত্যেকে পরস্পর সমান অথবা অসমান? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, যখন কোনও বৈশিষ্ট্য প্রতীত হইতেছে না, তখন সকল জীবই সমান, এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অস্য ন্যায়স্য প্রাসঙ্গিকত্বাৎ ব্যবহিতয়োরপি পূর্ব্বোত্তরন্যায়য়োঃ সঙ্গতিঃ স্যাৎ। প্রাগ্‌যথা জীবানাং ব্রহ্মোপসর্জ্জনাণুদ্রব্যত্বে তারতম্যং নাস্তি তথা ফলতারতম্যমপি তেষাং ন স্যাদিতি দৃষ্টান্তরূপা সা বোধ্যা। ঐহিকামুষ্মিকফলতারতম্যবচাংসি শ্রূয়ন্তে। তেষাং বিরোধোঽস্তি ন বেতি সন্দেহে অর্থভেদাদস্তীতি প্রাপ্তে একব্যক্তাবেবৈকদৈব তেষাং বিরোধো ন তু ব্যক্তিভেদে কালভেদে বেতি ব্যবস্থাপনাদবিরোধ ইত্যেতমর্থং হৃদি নিধায় ন্যায়ং প্রবর্ত্তয়তি এবমিত্যাদিনা। নিত্য ইতি। যো হরির্নিত্যশ্চেতন একো নিত্যানাং চেতনানাং বহূনাং জীবানাং কামান্ বাঞ্ছিতানি বিদধাতি পূরয়তীত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এই অধিকরণটি যেহেতু প্রাসঙ্গিক অতএব পূর্ব্বাপর অধিকরণদ্বয় বিচ্ছিন্নভাবে থাকিলেও তাহাদের সঙ্গতি হইবে।

সেই সঙ্গতি দৃষ্টান্তসঙ্গতি জানিবে অর্থাৎ যেমন পূর্ব্বোক্ত জীবগুলি ব্রহ্মোপসর্জ্জনীভূত অণুপরিমাণ, দ্রব্যত্ব-বিষয়ে তাহাদের কোন তারতম্য নাই, সেইরূপ ফল-তারতম্য না হউক ; এই দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি। জীবগণের ঐহিক ও আমুষ্মিক ফলের তারতম্য-বোধক বাক্য সমুদায় যে শ্রুত হয়, তাহাদের পরস্পর অসঙ্গতি হইতেছে কিনা? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যেহেতু অর্থভেদ আছে, অতএব বিরোধ হইবে ; উত্তরপক্ষে বলেন, যদি এক ব্যক্তিতে এককালে বিভিন্ন ফল উক্ত হইত, তবে উহাদের বিরোধ হইত, কিন্তু ব্যক্তিভেদে অথবা কালভেদে উক্ত হইলে বিরোধ হয় না, এই ব্যবস্থা থাকায় বিরোধ নাই, এই বিষয়টি হৃদয়ে রাখিয়া 'এবম্' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। 'নিত্যো নিত্যানামিত্যাদি' ইহার অর্থ—যে হরি নিত্য জীবসমুদায়ের নিত্য, চেতন সমুদায়ের চেতন, এক হইয়া নিত্য, চেতন, বহুজীবের অভিলাষ পূরণ করেন।

অদৃষ্টানিয়মাধিকরণম্

সূত্রম্—অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥ ৪৯ ॥

সূত্রার্থ—জীবের অদৃষ্টগুলি বিভিন্ন, এজন্য জীবগণও পরস্পর বিভিন্ন ॥৪৯॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মণ্ডূকপ্লুত্যা নেত্যনুবর্ত্ততে। নৈব তে সাম্যভাজঃ। কুতঃ? স্বরূপসাম্যেঽপি তদদৃষ্টানামনিয়মাৎ নানাবিধত্বাৎ। অদৃষ্টং ত্বনাদি ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রে যদিও নিষেধার্থক 'ন' শব্দ নাই, তাহা হইলেও মণ্ডূকপ্লুতি-ন্যায়ে অনেক পূর্ব্ব হইতে 'ন' পদের অনুবৃত্তি আছে, অতএব সমুদায়ার্থ—জীবসমূহ পরস্পর সাম্যবিশিষ্ট নহে, কি কারণে? 'অদৃষ্টানিয়মাৎ'—অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীবগণের সাম্য থাকিলেও তাহাদের অদৃষ্টগুলির অনিয়মহেতু অর্থাৎ বিভিন্নতাহেতু জীব সমুদয় পরস্পর বিভিন্ন। যদি বল, অদৃষ্ট উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহারা সামান হইতে পারে, তাহাও নহে যেহেতু অদৃষ্ট অনাদি ॥ ৪৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অদৃষ্টেতি। তদৃষ্টানুসারেণ তদুপাসনানুসারেণ চেতি বোধ্যম্ ॥ ৪৯ ॥

টীকানুবাদ—'অদৃষ্টানিয়মাৎ' এই সূত্রে সেই সেই অদৃষ্টানুসারে এবং ঈশ্বরের উপাসনানুসারে—ইহা জানিবে ॥ ৪৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কঠ-উপনিষদে আছে—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।" (কঃ ২।২।১৩) অনুরূপ শ্লোক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও পাওয়া যায় (শ্বেঃ ৬।১৩)। এ-স্থলে যদি পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, কাঠকাদিতে বর্ণিত নিত্য, চৈতন্য দ্বারা প্রতীত জীবসমূহ পরস্পর সমান, তাহা হইলে তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে,—না, স্বরূপতঃ জীবগণ সমান হইলেও অদৃষ্টের অনিয়মবশতঃ অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট বিভিন্ন বলিয়া জীব নানা প্রকার। আবার অদৃষ্টও অনাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ।
সসর্জ্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে।" (ভাঃ ১১।৩।৩)
"জীবস্য সংসৃতীর্বহ্বীরবিদ্যাকর্ম্মনির্ম্মিতাঃ।
যাস্বঙ্গ প্রবিশন্নাত্মা ন বেদ গতিমাত্মনঃ॥" (ভাঃ ৩।৩২।৩৮)
"জীবস্য যঃ সংসরতো বিমোক্ষণং
ন জানতোঽনর্থবহাচ্ছরীরতঃ।
লীলাবতারৈঃ স্বযশঃপ্রদীপকং
প্রাজ্বালয়ৎ ত্বা তমহং প্রপদ্যে॥" (ভাঃ ১০।৭০।৩৯)

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮) ॥ ৪৯ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বিচ্ছাদ্বেষাদিভির্বৈষম্যং স্যান্নেত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা—ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতির দ্বারা বৈষম্য হউক, ইহাও নহে, এই কথা বলিতেছেন—

সূত্রম্—অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥ ৫০ ॥

সূত্রার্থ—ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতিতেও,—'এবম্'—এই বৈচিত্র্যের হেতু অদৃষ্ট ॥৫০॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তেষ্বপি বৈচিত্র্যহেতুতয়াঙ্গীকৃতেষ্বেবং হেত্বন্তরাপেক্ষাপত্তেস্তেঽপ্যদৃষ্টাদেবেত্যর্থঃ। চকারঃ প্রতিক্ষণবৈচিত্রীং সমুচ্চিনোতি ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বৈচিত্র্যের হেতুরূপে অঙ্গীকৃত সেই ইচ্ছা-দ্বেষাদিতেও এইরূপ বৈচিত্র্যের অন্য হেতুর অপেক্ষা আসিয়া পড়ে, অতএব তথায়ও অদৃষ্টই হেতু দেখা যাইতেছে। সূত্রোক্ত 'চ' শব্দের অর্থ প্রতিক্ষণে বৈচিত্র্যের সমুচ্চয় অর্থাৎ প্রতিক্ষণে বৈচিত্র্যের কারণও অদৃষ্ট জানিবে ॥ ৫০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অভীতি অভিসন্ধিরিচ্ছা। আদিনা বিদ্বেষাদি। তেঽপি ইচ্ছা-দ্বেষাদয়ঃ ॥ ৫০ ॥

টীকানুবাদ—'অভিসন্ধ্যাদিষু' ইত্যাদি সূত্রে অভিসন্ধির অর্থ ইচ্ছা, আদি-পদ গ্রাহ্য বিদ্বেষ প্রভৃতি। 'তেঽপ্যদৃষ্টাদেব' ইতি—তেঽপি—ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতিও ॥ ৫০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, ইচ্ছা ও দ্বেষাদিদ্বারা বৈষম্য হউক, তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন—না, তাহা হইতে পারে না; কারণ সেই অভিসন্ধি অর্থাৎ ইচ্ছা-দ্বেষাদিতেও বৈচিত্র্যের হেতু অদৃষ্টই।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।

সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥" (ভাঃ ১০।২৪।১৩)

"যথেহ দেবপ্রবরাস্ত্রৈবিধ্যমুপলভ্যতে।

ভূতেষু গুণবৈচিত্র্যাৎ তথান্যত্রানুমীয়তে॥" (ভাঃ ৬।১।৪৬)॥৫০॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু স্বর্গভূম্যাদিপ্রদেশবৈশেষ্যাৎ বৈচিত্র্যং স্যান্নেত্যাহ—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ, আশঙ্কা এই, স্বর্গ, ভূমি প্রভৃতি প্রদেশের বৈশিষ্ট্য-বশতঃ বৈচিত্র্য হইতে পারে। উত্তর—না, তাহা নহে; এই কথা বলিতেছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

সূত্রম্—প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ॥ ৫১॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে সূত্রং সমাপ্তম্॥

সূত্রার্থ—যদি বল, প্রদেশবিশেষের জন্য বৈচিত্র্য হয়, তাহাও নহে; যেহেতু 'অন্তর্ভাবাৎ'—প্রদেশ-প্রাপ্তিও অদৃষ্ট-সাপেক্ষ, অতএব অদৃষ্টই তাহাতে হেতুভাবে অন্তর্ভূত আছে॥ ৫১॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তৎপ্রাপ্তেরপ্যদৃষ্টাপেক্ষত্বেনাদৃষ্টান্তর্ভাবাৎপ্রদেশাদেকদেশস্থিতানামপি বৈচিত্রীদর্শনাচ্চ॥ ৫১॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই স্বর্গাদি দেশ-প্রাপ্তিও অদৃষ্ট-সাপেক্ষ হওয়ায় সেই

প্রদেশ-প্রাপ্তিও অদৃষ্টের অন্তর্ভূ'ত এবং প্রদেশ হইতে একাংশে স্থিত ব্যক্তি-দিগেরও বৈচিত্র্যদর্শনহেতু অদৃষ্টের মধ্যে সকলের অন্তর্ভাব জানিবে ॥ ৫১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রদেশাদিতি। তৎপ্রাপ্তেঃ স্বর্গভূম্যাদিলাভস্য ॥ ৫১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—প্রদেশাদিত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে 'তৎপ্রাপ্তেঃ' ইহার অর্থ—স্বর্গাদিভূমিলাভেরও অদৃষ্ট-মধ্যে অন্তর্ভাব্যতা ॥ ৫১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—স্বর্গ ও ভূম্যাদি প্রদেশবিশেষকেও উক্ত বৈচিত্র্যের হেতু বলা যায় না, তদ্বিষয়ে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অন্তর্ভাব-নিবন্ধন প্রদেশবিশেষকেও বিচিত্রফলের হেতু বলা যায় না; কারণ স্বর্গাদি প্রাপ্তিও অদৃষ্টবশেই হইয়া থাকে, আবার এক প্রদেশে অবস্থিত ব্যক্তিদিগেরও বৈচিত্র্য দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোহয়মদৃষ্টপরমো জনঃ।
অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি ॥" (ভাঃ ১০।৫।৩০)

"লব্ধ্বা নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত।
যথাযোনি যথাবীজং স্বভাবেন বলীয়সা ॥" (ভাঃ ৬।১।৫৪) ॥ ৫১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

চতুর্থপাদঃ

মঙ্গলাচরণম্

ত্বজ্জাতাঃ কলিতোৎপাতা মৎপ্রাণাঃ সন্ত্যমিত্রভিৎ।
এতান্ শাধি তথা দেব যথা সৎপথগামিনঃ ॥১॥

অনুবাদ—হে দেব!—প্রাণসৃষ্টিরূপ লীলাময় ভগবন্! আমার প্রাণসমূহ তোমা হইতে উৎপন্ন, কিন্তু উৎপাতগ্রস্ত অর্থাৎ আমার চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি এবং আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি প্রাণবায়ুগুলি শব্দাদি বিষয়ের মধ্যে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ তোমার প্রতি বৈমুখ্য-সম্পাদক কু-বিষয়প্রবণ হইয়া তোমার চরণ হইতে আমাকে ভ্রষ্ট করিতেছে; হে শত্রুতাপন! সেই দুষ্ট প্রাণগুলিকে সেইরূপ শিক্ষা দাও—যাহাতে তাহারা সৎপথগামী অর্থাৎ তোমার পাদপদ্মপ্রবণ হয় ॥১॥

মঙ্গলাচরণ-সূক্ষ্মা টীকা—অথৈকবিংশতিসূত্রকমেকাদশাধিকরণকং চতুর্থং পাদং ব্যাখ্যাতুং সন্মার্গপ্রবৃত্তিবাঞ্ছারূপং মঙ্গলমাচরন্ পাদার্থং সূচয়তি ত্বজ্জাতা ইতি। হে দেব প্রাণসৃষ্টিরূপক্রীড়াপরেতি। দুর্বৃত্তজিগীষো ইতি সর্ব্বারাধ্যেতি বার্থঃ। ত্বজ্জাতা ভবদুৎপন্না মৎপ্রাণাঃ কলিতোৎপাতাঃ সন্তঃ সন্তি বর্ত্তন্তে। মৎপ্রাণা মচ্চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি মন্নিশ্বসিতাদিবায়বশ্চ কলিতঃ কৃত উৎপাতো বিষয়েষূচ্চৈঃ পতনং যৈস্তে। ত্বদ্বৈমুখ্যকরকুবিষয়প্রাবণ্যেন ত্বৎপথান্মাং ভ্রংশয়ন্তীত্যর্থঃ। অতস্তান্ দুষ্টান্ ত্বং তথা শাধি শিক্ষয় যথা তে সৎপথ-গামিনস্ত্বৎপদপ্রবণাঃ স্যুরিত্যর্থঃ। নিশ্বাসাদীনামুৎপাতিত্বং তাদৃগিন্দ্রিয়ধার-কত্বাদিনা বোধ্যম্। হে অমিত্রভিৎ শত্রুতাপনেতি। ত্বদীয়স্ত মে শত্রবস্তে

ত্বয়া শাসনীয়া ইতি ভাবঃ। ইত্থঞ্চ প্রাণবিষয়া বিরুদ্ধাঃ শ্রুতয়োঽত্র পাদে সঙ্গমনীয়া ইতি সূচিতম্ ॥ ১ ॥

মঙ্গলাচরণ-সূক্ষ্মা টীকানুবাদ—অতঃপর একুশটি সূত্রে পূর্ণ এগারটি অধিকরণাত্মক চতুর্থপাদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য সৎপথে চলিবার প্রার্থনা করিয়া মঙ্গলাচরণ-প্রসঙ্গে এই চতুর্থ পাদের প্রতিপাদ্য-বিষয় সূচনা করিতেছেন—'ত্বজ্জাতা' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা। ইহার অর্থ—হে দেব! প্রাণ-সৃষ্টিরূপ ক্রীড়াপরায়ণ! অথবা দুর্ব্বৃত্ত-জিগীষো কিংবা সর্ব্বারাধ্য ভগবন্! তোমা হইতে উৎপন্ন আমার প্রাণ (ইন্দ্রিয়) উৎপাতগ্রস্ত হইয়া আছে অর্থাৎ আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ এবং আমার শ্বাসপ্রশ্বাসাদি বায়ু, কলিতোৎপাত অর্থাৎ শব্দাদি-বিষয়ে অত্যন্তভাবে আসক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই—তোমার উপর বৈমুখ্যজনক কু-বিষয়ে প্রবণতাহেতু তোমার চরণ হইতে আমাকে ভ্রষ্ট করিতেছে। অতএব সেই দুষ্ট ইন্দ্রিয়বর্গকে তুমি সেইভাবে দমন কর অর্থাৎ শিক্ষা দাও, যাহাতে তাহারা সৎপথগামী অর্থাৎ তোমার চরণ-পরায়ণ হয়। নিশ্বাসাদি যে উৎপাতকারক হইতেছে; ইহার কারণ—ইহারা ঐরূপ দুষ্ট ইন্দ্রিয়গুলির ধারণ-চালন প্রভৃতি করিতেছে, এইজন্য জানিবে। হে অমিত্রভিৎ—শত্রুনিসূদন! আমি তোমার, সুতরাং আমার সেই শত্রুগুলিকে তোমাকেই শাসন করিতে হইবে—ইহাই অভিপ্রায়। এইরূপে প্রাণ-বিষয়ে বিরুদ্ধ শ্রুতিগুলি এই চতুর্থপাদে সঙ্গত করিতে হইবে—ইহাই সূচিত হইল ॥১॥

প্রাণবিষয়ক শ্রুতিবিরোধ-পরিহার—

অবতরণিকাভাষ্যম্—ভূতবিষয়ঃ শ্রুতিবিরোধঃ পরিহৃতস্তৃতীয়-পাদে। চতুর্থে তু প্রাণবিষয়ঃ স পরিহ্রিয়তে। গৌণমুখ্যভেদেন দ্বিবিধাঃ প্রাণাঃ। গৌণাশ্চক্ষুরাদীন্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি মুখ্যাস্তু প্রাণা-পানাদয়ঃ পঞ্চেতি। তেষু গৌণাঃ পরীক্ষ্যন্তে। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যাদি শ্রূয়তে। কিমত্র জীববদি-ন্দ্রিয়াণামুৎপত্তিরুত খাদিবদিতি সংশয়ে "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ

তদাহুঃ কিং তদাসীদিতি ঋষয়ো বাব তে অসদাসীৎ তদাহুঃ কে তে ঋষয় ইতি প্রাণা বাব ঋষয়” ইত্যত্র ঋষিপ্রাণশব্দিতানামিন্দ্রিয়াণাং সৃষ্টেঃ প্রাক্ সত্ত্বশ্রবণাৎ জীববদিতি প্রাপ্তে পঠতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে পঞ্চভূত-বিষয়ে শ্রুতির মতানৈক্য পরিহার করা হইয়াছে। এক্ষণে এই চতুর্থপাদে প্রাণ-বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ পরিহৃত হইতেছে। গৌণ ও মুখ্য-ভেদে দুই প্রকার প্রাণ। তন্মধ্যে গৌণ প্রাণ চক্ষুঃ প্রভৃতি এগারটি ইন্দ্রিয়, আর মুখ্য প্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান-ভেদে পাঁচ প্রকার। উক্ত প্রাণ সমুদায়ের মধ্যে প্রথমতঃ গৌণ প্রাণ-সম্বন্ধে বিচার করা হইতেছে। শ্রুতিতে আছে—এই পরমাত্মা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। আরও অনেক শ্রুতি আছে। তাহাতে সংশয় এই,—জীবের মত কি ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি? অথবা আকাশাদি পঞ্চভূতের মত? ইহার সমাধানার্থ পূর্ব্বপক্ষী বলেন—'অসদ্বা…প্রাণা বাব ঋষয়ঃ' সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ (শূন্য)ই ছিল, এই কথা ঋষিরা বলিতেছেন। তখন কি ছিল? ইহার উত্তরে ঋষিগণ বলিলেন—সেই ঋষিগণ তখন অসদ্রূপে ছিলেন, কে সেই ঋষিবর্গ? তাহার উত্তর—প্রাণবর্গই ঋষিবর্গ। এই শ্রুতিতে ঋষি ও প্রাণ-শব্দে বোধিত ইন্দ্রিয়বর্গের সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবের মত সত্তা প্রতীত হওয়ায় উহাদের উৎপত্তি নাই, এই পূর্ব্বপক্ষীর কথার উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ভূতেত্যাদি। পূর্ব্বত্র প্রাণাদিধারণে স্বরূপেণৈব কর্ত্তারো জীবাস্তুল্যস্বরূপা অপি প্রাণেন্দ্রিয়োপকরণবন্তঃ কর্ম্ম চোপাসনঞ্চ কুর্ব্বাণাস্তয়োর্বৈবিধ্যাৎ তৎফলানি বিবিধানি ভজন্তীত্যুক্তম্। তৎপ্রসঙ্গাৎ কর্ত্র্যুপকরণানাং তেষাঞ্চ তদ্বিরোধপরিহারেণ নিরূপণমিতি পূর্ব্বোত্তরয়োর্ন্যায়য়োঃ প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ। প্রাণবাক্যবিরোধপরিহারেণ নিখিলপ্রাণপ্রবর্ত্তকে হরৌ তদ্বাক্যসমন্বয়দৃঢ়ীকরণাদধ্যায়সঙ্গতিঃ। পূর্ব্বপক্ষে বাক্যানাং মিথোবিরোধেনাপ্রামাণ্যাৎ সমন্বয়াসিদ্ধিঃ ফলং সিদ্ধান্তে তু তেষামবিরোধাৎ তৎসিদ্ধিস্তদিতি জ্ঞেয়ম্। নিখিলে পাদে প্রাণবাক্যবিরোধপরিহারাৎ পাদসঙ্গতিশ্চ বোধ্যা। ভূতানি খাদীনি ভূতাশ্চ। স্ফুটমন্যৎ। অসদ্বা ইতি বাক্যং প্রাণানুৎপত্তিপরম্ এতস্মাদিতি

বাক্যং তু প্রাণোৎপত্তিপরম্ দৃষ্টম্। তদনয়োর্বিরোধসন্দেহে ভিন্নার্থত্বাদ্বি-রোধে প্রাপ্তে অসদ্বা ইতি বাক্যে ব্রহ্মপরতয়া নীতে নাস্তি বিরোধ ইত্যভি-প্রায়েণাহ তেম্বিত্যাদি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বপাদে প্রাণাদিধারণ-বিষয়ে জীবসমূহ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপকরণবিশিষ্ট জীব ও কর্ম্ম এবং উপাসনাকারী জীব উভয়ের ভেদ আছে, এজন্য তাহাদের কর্ম্মফল বিভিন্ন হইয়া থাকে, এই কথা বলা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে প্রাণাদিধারণে কর্ত্তা জীবের সেই প্রাণাদি উপকরণ—ইন্দ্রিয়াদির সেই বিরোধ পরিহার দ্বারা নিরূপণ কর্ত্তব্য, এইরূপে পূর্ব্বাপর উভয় অধিকরণের প্রসঙ্গ-সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। এবং অধ্যায়-সঙ্গতি—প্রাণবাক্য-বিরোধ পরিহার দ্বারা সমস্ত প্রাণের প্রবর্ত্তক শ্রীহরিতে সেই সেই শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় বিধান, ইহার দৃঢ়ীকরণহেতু হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষে শ্রুতি বাক্যগুলির পরস্পর বিরোধহেতু অপ্রামাণ্য হইতেছে, সেজন্য সমন্বয়ের অসিদ্ধি—ইহাই প্রতিপাদ্য। সিদ্ধান্তপক্ষে তাহাদের বিরোধ-খণ্ডনহেতু সমন্বয়সিদ্ধি ফল—ইহা জ্ঞাতব্য। এই চতুর্থপাদে সর্ব্বত্র প্রাণবাক্যগুলির বিরোধ পরিহার হওয়ায় পাদসঙ্গতিও জানিবে। 'ভূতানি ইতি'—ভূত—পঞ্চমহাভূত এবং প্রাণিবর্গ। অন্য ভাষ্য স্পষ্টার্থ। 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' এই শ্রুতি বুঝাইতেছে যে, প্রাণ—ইন্দ্রিয়াদি পূর্ব্বে অসৎরূপে ছিল অর্থাৎ উৎপন্ন হয় নাই, অতএব ঐ শ্রুতি উহাদের অনুৎপত্তি-বোধক। আর 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো-মনঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য প্রাণাদির উৎপত্তিবোধক দেখা গেল। অতএব ইহাদের বিরোধ হইবে কিনা, এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—উভয় শ্রুতির অর্থ বিভিন্ন, অতএব বিরোধ হইবে; সিদ্ধান্তী বলেন—'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্রহ্মে নীত হইলে আর বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'তেষু গৌণাঃ পরীক্ষ্যন্তে' ইত্যাদি।

প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্

সূত্রম্—তথা প্রাণাঃ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—যেমন আকাশাদি ভূতবর্গ পরমপুরুষ হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ প্রাণগুলি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গও উৎপন্ন হয় ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যথা খাদয়ঃ পরস্মাদুৎপদ্যন্তে তথা প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি চেত্যর্থঃ। প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চৈতস্মাৎ জায়ন্ত ইতি শ্রুতেশ্চ। ন চ জীবোৎপত্তিবদিন্দ্রিয়োৎ-পত্তির্ভবিতুমর্হতি জীবানাং চৈতন্যরূপাণাং ষড়্ভাববিকারাভাবাৎ। ক্বচিৎ তদুৎপত্তিশ্রুতির্গৌণী ইন্দ্রিয়াণান্তু প্রাকৃতত্বাৎ মুখ্যা সেতি। এবং সতি ঋষিপ্রাণশব্দাভ্যাং ব্রহ্মৈব তত্র গ্রাহ্যং তয়োঃ সার্ব্বজ্ঞ্যপ্রাণ-নাভিধায়িত্বাৎ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন আকাশাদি ভূতবর্গ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিও উৎপন্ন হয়। যেহেতু—'সদেব সৌম্যে-দমগ্র আসীৎ' এই শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ ব্রহ্মেরই স্থিতির নির্ণয় করা হইয়াছে এবং 'মন-আদি সমস্ত ইন্দ্রিয় পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়'—এই শ্রুতি হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি অবগত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু জীবোৎপত্তির মত ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না; কারণ জীব চৈতন্যস্বরূপ নিত্য, তাহাদের জন্মাদি ছয় বিকার নাই। তবে যে কোন কোন শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তি শ্রুত হয়, তাহা গৌণ অর্থাৎ লাক্ষণিক প্রয়োগ জানিবে; কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতির কার্য্য, এজন্য তাহাদের উৎপত্তি মুখ্য (বাস্তব)। আপত্তি হইতেছে—তবে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি—(কিং-তদাসীদিতি ঋষয়ো বাব…প্রাণ বাব) ইহাতে ঋষি ও প্রাণের সত্তা সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন 'এবং সতীত্যাদি'—এই যদি স্থির হইল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইলে ঋষি ও প্রাণ শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণীয়, যেহেতু পরমেশ্বরের মত ঋষির সর্ব্বজ্ঞতা ও প্রাণবায়ুর তাঁহার প্রাণনের মত প্রাণন অর্থাৎ জীবনাধায়কত্বের কথা অভিহিত আছে ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তথেতি। ষড়্ভাবেতি। জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণ-মতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি চেতি ভাববিকারাঃ ষট্ পঠিতা যাস্কেন। তে

জীবানাং ন সন্তি তেষাং নিত্যচৈতন্যত্বাদিত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াণাস্থিতি। প্রাকৃত-ত্বাদাহঙ্কারিকত্বাৎ। বাহ্যেন্দ্রিয়াণি রাজসাহঙ্কারকার্য্যাণি। অন্তরিন্দ্রিয়ং মনস্ত সাত্ত্বিকাহঙ্কারকার্য্যমিত্যুক্তং প্রাক্। সেত্যুৎপত্তিশ্রুতিঃ॥ ১॥

টীকানুবাদ—তথেতি সূত্রে—'জীবানাং চৈতন্যরূপাণাং ষড়্ভাববিকারা-ভাবাৎ' ইতি ভাষ্য—ষড়্ভাব পদের অর্থ যাস্ক বলিয়াছেন; ভাব-বিকার ছয়টি যথা—জন্ম, সত্তা, উপচয়, পরিণাম, অপচয় ও নাশ। এই ছয় ভাব-বিকার জীবের নাই; যেহেতু জীব নিত্যচৈতন্যস্বরূপ। 'ক্বচিৎ তদুৎপত্তিশ্রুতি'রিন্দ্রিয়াণাস্তু প্রাকৃতত্বাৎ ইতি—প্রাকৃত অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এইজন্য। বাহ্যেন্দ্রিয়াণীতি বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি রাজস অহঙ্কারের কার্য্য। কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মন সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য। এ-কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মুখ্যা সেতি—সা সেই ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি শ্রুতি॥ ১॥

সিদ্ধান্তকণা—এই চতুর্থপাদে ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু মঙ্গলাচরণে জানাইয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ হইতেই জীবের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হইয়া ভগবদ্বৈমুখ্যজনিত বিষয়প্রবণতা দ্বারা তন্মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিষয়ে নিরতিশয় আসক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়াভিমুখতা হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া শ্রীভগবানের সেবোন্মুখ করিতে হইলে শ্রীভগবৎকৃপা ও শিক্ষা-ব্যতীত আর উপায় নাই বলিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

তৃতীয়পাদে ভূতসম্বন্ধীয় শ্রুতিবিরোধ-সমূহ নিরস্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে বর্ত্তমান চতুর্থপাদে প্রাণবিষয়ক শ্রুতিবিরোধ পরিহার করা হইবে। এই চতুর্থপাদ একাদশ অধিকরণসমন্বিত একবিংশতি সূত্রে গ্রথিত।

"এতস্মাজ্জায়তে" এই প্রাণবিষয়ক শ্রুতিপ্রসঙ্গে পূর্ব্বপক্ষবাদীর সংশয় এই যে, ইন্দ্রিয়সমূহের উদ্ভব জীবের সদৃশ? অথবা আকাশাদির ন্যায়? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল, আরও পাওয়া যায়, প্রাণসমূহই ঋষি, অতএব প্রাণ ও ঋষি শব্দে সৃষ্টির পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়বর্গের জীবের মত সত্তা প্রতীত হওয়ায় উহাদের

উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না; তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যেরূপ আকাশাদি পঞ্চভূত পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ প্রাণাদি-ইন্দ্রিয়বর্গও পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

মুণ্ডক শ্রুতিতে পাই,—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥" (মুঃ ২।১।৩)

প্রশ্ন-উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"স প্রাণমসৃজত," (প্রঃ ৬।৪)

অতএব উভয় শ্রুতিই পরমেশ্বর হইতে প্রাণের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে বর্ণন আছে,—"অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি বা ঋষিরাই ছিলেন ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্যে শ্রীরামানুজ বলেন যে, সেখানে 'ঋষয়ঃ' বলিতে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, কিন্তু অচেতন প্রাণ বা ইন্দ্রিয়কে ঋষি বলিতে পারা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তৈজসাৎ তু বিকুর্ব্বাণাদিন্দ্রিয়াণি দশাভবন্।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধিঃ প্রাণশ্চ তৈজসৌ।
শ্রোত্রং ত্বগ্‌ঘ্রাণদৃগ্‌জিহ্বাবাগ্‌দোর্মেঢ্রাঙ্ঘ্রিপায়বঃ॥"
(ভাঃ ২।৫।৩১)

অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে দশেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইল। পঞ্চজ্ঞানশক্তি বুদ্ধি এবং পঞ্চক্রিয়াশক্তি প্রাণ রাজস অহঙ্কারের কার্য্য। উক্ত দশ ইন্দ্রিয় যথা—শ্রোত্র, ত্বক্, নাসিকা, চক্ষু, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ॥ ১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বৃষয়ঃ প্রাণা ইতি বহুত্বানুপপত্তিস্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন এই—'ঋষয়ঃ প্রাণাঃ' এই শ্রুতিবাক্য যদি ব্রহ্মতাৎপর্য্যে গ্রাহ্য হয়, তবে ব্রহ্ম এক, আর 'ঋষয়ঃ প্রাণাঃ', এই বহুবচন কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয়? তাহাতে সমাধান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বসদ্বা ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মপরতয়া ব্যাখ্যাতে একস্মিন্ ব্রহ্মণি ঋষয়ঃ প্রাণা ইতি বহুবচনং কথমুপপদ্যেত তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে,—যদি 'অসদ্বা ইদমগ্র-আসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মতাৎপর্য্যে ব্যাখ্যাত হয়, তবে এক ব্রহ্মে 'ঋষয়ঃ প্রাণাঃ' বলিয়া বহুত্ব প্রতিপাদন কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইবে? সে-বিষয়ে উত্তর করিতেছেন—

সূত্রম্—গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—'গৌণী'—'ঋষয়ঃ প্রাণা' ইত্যাদি শ্রুতি গৌণী অর্থাৎ তাহাতে যে বহুবচন শ্রুত হইতেছে, উহা লাক্ষণিক অভিপ্রায়ে; কারণ কি? 'অসম্ভবাৎ' —যেহেতু ব্রহ্মের নানাত্ব থাকিতে পারে না ॥ ২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বহুত্বশ্রুতির্গৌণী। কুতঃ? স্বরূপনানাত্বা-ভাবেন বহ্বর্থাসম্ভবাৎ। তথা চ প্রকাশাভিপ্রায়ং তত্র বহুত্বং ভবিষ্যতি। এক এবাসৌ বৈদূর্য্যবদভিনেতৃনটবচ্চ বহুধাবভাসতে। একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্ একানেকস্বরূপায়েত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যশ্চ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'ঋষয়ঃ প্রাণাঃ' এই শ্রুতিতে যে বহুবচন শ্রুত হইতেছে, উহা লাক্ষণিক, কি জন্য? যেহেতু ব্রহ্মের স্বরূপতঃ নানাত্ব নাই, অতএব বহু বচন হইতে পারে না। যদি বল, তবে বহুবচন কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'প্রকাশাভিপ্রায়ম্' ইতি বহুরূপে ব্রহ্মের প্রকাশ, এই মনে করিয়া বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা হইবে। যেহেতু ঐ পরমাত্মা একই, কিন্তু বৈদূর্য্যমণির মত ও অভিনেতা নটের মত বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। শ্রুতিতে আছে—'একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্' তিনি এক হইয়াও

বহুরূপে দৃশ্যমান হন। স্মৃতিবাক্যেও আছে—'একানেকস্বরূপায়' ইত্যাদি যিনি এক ও অনেক স্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—গৌণীতি তত্রেতি ব্রহ্মণি। অসৌ পরমাত্মা হরিঃ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—বহুত্ব-শ্রুতিঃ গৌণীতি। ঋষি ও প্রাণপদের অর্থ ব্রহ্ম, তবে যে বহুবচন আছে, উহা গৌণ-অর্থে প্রযুক্ত—'প্রকাশাভিপ্রায়ং তত্র বহুত্বং ভবিষ্যতি' ইতি তত্র—সেই ব্রহ্মে। 'এক এবাসৌ' ইত্যাদি অসৌ—ঐ পরমাত্মা শ্রীহরি ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, সুতরাং 'ঋষয়ঃ প্রাণাঃ' ইত্যাদিতে যে বহুবচন শ্রুত হয়, তাহা কি প্রকারে অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অভেদরূপে প্রতিপাদন যুক্তিযুক্ত হইবে? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ঐ বহুত্বশ্রুতি গৌণী অর্থাৎ লাক্ষণিক। স্বরূপের নানাত্বের অভাবহেতু বহু-অর্থ অসম্ভব। ব্রহ্ম বৈদূর্য্যমণির ন্যায় এবং অভিনেতা নটের ন্যায় বহুরূপে প্রকাশিত বা প্রতিভাত হইয়া থাকেন বলিয়াই ঐরূপ প্রয়োগ হইয়াছে।

কঠ-উপনিষদে পাই,—

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।" (ক ২।২।১২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"একো নানাত্বমন্বিচ্ছন্ যোগতল্পাৎ সমুত্থিতঃ।
বীর্য্যং হিরণ্ময়ং দেবো মায়য়া ব্যসৃজৎ ত্রিধা ॥" (ভাঃ ২।১০।১৩)
"অন্তঃশরীর আকাশাৎ পুরুষস্য বিচেষ্টতঃ।
ওজঃ সহো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানসুঃ ॥"
(ভাঃ ২।১০।১৫) ॥ ২ ॥

সূত্রম্—তৎপ্রাক্ শ্রুতেশ্চ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—'প্রাক্'—সৃষ্টির পূর্ব্বে, 'তৎ'—একত্ব, যেহেতু—'শ্রুতেশ্চ' সেইরূপ শ্রুতি আছে ॥ ৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ন চ তদানীমনপীতাঃ কতিচিৎ পদার্থাঃ স্যুস্তৈর্বহুত্বোপপত্তিরিতি শক্যং শঙ্কিতুং, **সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমেকত্বাবধারণ-শ্রবণাৎ।** অতশ্চ সা গৌণীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে যে, প্রলয়কালে কতিপয় পদার্থ ব্রহ্মে অলীন হইয়া থাকে, তাহাদের দ্বারাই বহুবচনের উপপত্তি হইবে, এ আশঙ্কাও করিতে পার না। কেননা, সৃষ্টির পূর্ব্বে একই ব্রহ্ম ছিলেন—যথা 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব বহুবচন শ্রুতি গৌণী জানিবে ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদিতি। ন চেতি। তদানীং প্রলয়ে। অনপীতাঃ অলীনাঃ। একত্বেতি। যদ্যপি জীবাস্তদ্বিগ্রহাকৃতয়শ্চ নিত্যত্বাৎ তমঃ-শক্তিকহরৌ **স্বাবস্থয়াব্জভৃঙ্গন্যায়েন** প্রতিসর্গে স্থিতা ন তু খাদিবদ্বিনষ্টস্বাব-স্থতয়া তথাপি তেষাং তাসাং চ তস্মাৎ পৃথগপ্রকাশাৎ ক্রোড়ীকৃতজীবাদিকস্যৈ-ক্যাদেকত্বাবধারণং সিদ্ধম্। সা বহুত্বশ্রুতিঃ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ—তদিতি সূত্রে 'নচেত্যাদি' ভাষ্যে—তদানীং—প্রলয়কালে, অনপীতাঃ—ব্রহ্মে অলীন। 'একত্বাবধারণ-শ্রবণাদিতি'। আপত্তি হইতেছে—যদিও জীববর্গ ও সেই পরমেশ্বরের বিগ্রহাকৃতি (মৎস্যাদি অবতার) সমূহ নিত্যতাহেতু প্রলয়ে তমঃশক্তিসম্পন্ন শ্রীহরিতে বৈরাজ সৃষ্টিতে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে, যেমন পদ্মে লীন ভ্রমর রাত্রিতে **স্ব-স্বরূপে** তাহার মধ্যে থাকে, কিন্তু আকাশাদি ভূতবর্গের মত নষ্ট-স্ব-স্বরূপ হইয়া থাকে না; অতএব প্রলয়ে বহুত্ব অবধৃত হইতেছে বলিব, তাহা হইলেও সেই জীববর্গের ও অবতার-আকৃতিগুলির সত্তা পরমেশ্বর হইতে পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশ না পাওয়ায় সমস্ত জীব ও বিগ্রহাকৃতিগুলিকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া অবস্থিত শ্রীভগবানের একত্ব-নিবন্ধন একত্বনিশ্চয় সিদ্ধ হইতেছে। অতশ্চ সা ইতি সা—সেই বহুত্বশ্রুতি—গৌণী—লাক্ষণিক প্রয়োগ ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অলীন অবস্থায় কতিপয় পদার্থ থাকে, তদ্দ্বারাই বহুবচনের উপপত্তি হইতে পারে। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমানসূত্রে বলিতেছেন যে, না, সে আশঙ্কাও সম্ভব নহে; কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম একই ছিলেন—এই শ্রুতি আছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বহুবচন-শ্রুতি গৌণীই ধরিতে হইবে।

ছান্দোগ্যোপনিষদে পাই,—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১)

কঠোপনিষদেও আছে,—

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (২।১।১১)

ঐতরেয়েও পাই—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।" (ঐ ১।১।১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥" (ভাঃ ২।৯।৩২)
"ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।" (ভাঃ ৩।৫।২৩)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।" (গীঃ ১০।২)
"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" (গীঃ ১০।৮) ॥৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মপরত্বে যুক্তিমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রাণশব্দের যে ব্রহ্মার্থতা, তাহাতে যুক্তি দেখাইতেছেন।

সূত্রম্—তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—'বাচঃ'—বাক্য অর্থাৎ সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন বিষয়ভূত নামের, 'তৎপূর্ব্বকত্বাৎ'—প্রধান, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি সৃষ্টির পর সৃষ্টিহেতু উক্ত—'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ প্রাণা বাব ঋষয়ঃ' শ্রুতিতে শ্রুত প্রাণ-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বাচঃ সূক্ষ্মশক্তিকব্রহ্মান্যবিষয়স্য নাম্নঃ প্রধান-মহদাদিসৃষ্টিপূর্ব্বকত্বাৎ তদা নামরূপবতামভাবেন তদুপকরণানামি-ন্দ্রিয়াণামপ্যভাবাৎ প্রাণশব্দস্তত্র ব্রহ্মাভিধায়ীত্যর্থঃ তদ্বেদং তর্হীতি শ্রুতিঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং নামরূপিণামভাবমাহ। তস্মাদিন্দ্রিয়াণি খাদিবদুৎ-পন্নানীতি ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বাচঃ অর্থাৎ সূক্ষ্মশক্তি লইয়া অবস্থিত পরমেশ্বর ভিন্ন যত বিষয় আছে, তাহারা নামপদবাচ্য, এই নামের সৃষ্টি প্রধান, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টির পর হওয়ায় প্রলয়কালে নামরূপধারী পদার্থের সত্তা ছিল না এবং নামরূপবান্ পদার্থ সৃষ্টির উপকরণ ইন্দ্রিয়বর্গও ছিল না; সুতরাং প্রাণ-শ্রুতিতে কথিত প্রাণশব্দ ব্রহ্মের বাচক—ইহাই তাৎপর্য্য। 'তদ্বেদং তর্হি' ইত্যাদি শ্রুতি সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপবান্ পদার্থের অসত্তা প্রকাশ করিতেছে। অতএব উক্ত শ্রুত্যুক্ত প্রাণ-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় হইতে পারে না; যেহেতু ইন্দ্রিয়বর্গ আকাশাদি পঞ্চভূতের মত উৎপন্ন ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তৎপূর্ব্বকত্বাদিতি। তদা সর্গাৎ প্রাক্। নামেতি। তদ্ব-ত্তাভাবেনেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—তৎপূর্ব্বকত্বাদিত্যাদি সূত্রে 'তদা নামরূপবতামভাবেন' ইত্যাদি ভাষ্যে তদা—সৃষ্টির পূর্ব্বে। নামরূপবতামভাবেন—অর্থাৎ কোনও তত্ত্বের নামরূপবত্তা ছিল না, এইজন্য ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে 'প্রাণ' শব্দের ব্রহ্মপরত্ব যুক্তির দ্বারা স্থাপন করিতে গিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বাক্ অর্থাৎ সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম-ভিন্ন বিষয়ীভূত নামের প্রধান, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতির

সৃষ্টিপূর্ব্বকত্ব অর্থাৎ সৃষ্টির পর, সেই সময়ে নামরূপবান্‌দিগের অভাব-বশতঃ তাহার উপকরণভূত ইন্দ্রিয়াদিরও অভাবহেতু প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপযুক্ত পদার্থের অভাব ছিল। সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গ আকাশাদির ন্যায় উৎপন্ন হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ।
> প্রাণস্য হি ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা ॥" (ভাঃ ৩।২৬।৩১)
> "স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্।
> নামরূপক্রিয়া ধত্তে সকর্ম্মাকর্ম্মকঃ পরঃ ॥" (ভাঃ ২।১০।৩৬) ॥৪॥

সংখ্যাবিষয়ক শ্রুতিবিরোধ নিরসন

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবমিন্দ্রিয়বিষয়কং শ্রুতিবিরোধং নিরস্য তৎসংখ্যাবিষয়কং তং নিরস্যতি। "সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্তহোমাঃ সপ্তেমে লোকা যেষু সঞ্চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতা সপ্ত সপ্ত" ইতি মুণ্ডকে। "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ" ইতি চ বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে। তত্র সপ্তৈব প্রাণা উতৈকাদশেতি সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে ইন্দ্রিয়-বিষয়ে শ্রুতির বিরোধ (অসঙ্গতি) পরিহার করিয়া এক্ষণে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যাবিষয়ক বিভিন্ন মতের সঙ্গতি দেখাইতেছেন। এক শ্রুতি বলিতেছেন, যথা—'সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি··· সপ্ত সপ্ত' (মুণ্ডকোপনিষৎ)। সেই পরমেশ্বর হইতে সাত প্রাণ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন) উৎপন্ন হয়, সপ্তশিখাসম্পন্ন সপ্তহোম, এই সপ্ত-ভুবন উৎপন্ন হয়, যাহাদিগের মধ্যে জীবের সহিত প্রাণগুলি সঞ্চরণ করে, এই প্রাণগুলি গুহাশয় অর্থাৎ ভূগোলকের মধ্যে নিগূঢ় হইয়া আছে এবং প্রাণিভেদে সাত সাত সংখ্যায় বর্ত্তমান। আবার বৃহদারণ্যকোপ-নিষদে শ্রুত হইতেছে যে 'দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ' এই দশটি

প্রাণ ও তাহাদের একাদশ আত্মা জীবশরীরে থাকে। এই উভয়বিধ বিরুদ্ধ শ্রুতিতে কি গ্রহণ করিব? সপ্তসংখ্যক প্রাণ? অথবা আত্মা লইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় প্রাণ? এই সন্দেহের উপর পূর্ব্বপক্ষীর মত সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেন্দ্রিয়সংখ্যানির্ণয়ায় প্রযতত এবমিত্যাদিনা। আশ্রয়াশ্রয়িভাবোঽত্র সঙ্গতিঃ। তত্র পূর্ব্বপক্ষিণো যদা পঞ্চেতি শ্রুত্যনুসারেণ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী চেতি সপ্তৈবেন্দ্রিয়াণীত্যর্থঃ। স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে তথারূপজ্ঞো ভবত্যেকীভবতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন বদতি ন শৃণুতে ন মনুতে ন স্পৃশতীত্যাহুরিতি শ্রুত্যনুসারাৎ তু তৎপঞ্চকং বাক্ চ মনশ্চেতি সপ্তৈবেতি। অস্যার্থঃ—যত্রোৎক্রান্তিদশায়াং চক্ষুরধিষ্ঠাতৃদেবঃ স চাক্ষুষশব্দবাচ্যঃ পুরুষো রূপাদিবিষয়ব্যাপ্তিং হিত্বাবর্ত্ততে তদায়মরূপজ্ঞো ভবতি হৃদয়ে চক্ষুরেকীভবতি পার্শ্বগাংশ্চ নায়ং পশ্যতীত্যাহুরিতি। এতদুভয়ার্থং সপ্ত প্রাণা ইত্যনেন শ্রাবয়ন্তি যেষু সপ্তসু লোকেষু জীবেন সহ প্রাণাঃ সঞ্চরন্তি গচ্ছন্তি গুহাশয়া গোলকনিগূঢ়াঃ। সপ্ত সপ্তেতি প্রাণিভেদমাদায় বীপ্সা। সপ্তেত্যেতদষ্টকাদীনামুপলক্ষণম্। অষ্টৌ বৈ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহা ইতি ইন্দ্রিয়াণি গ্রহাঃ পুরুষপশুবন্ধকত্বাৎ বিষয়াস্ত্বতিগ্রহাঃ রাগাদ্যুৎপাদনদ্বারেণেন্দ্রিয়াকর্ষকত্বাৎ সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণা দ্বাববাঞ্চাবিতি। ক্বচিন্নব পঠ্যন্তে। দ্বে চক্ষুষী দ্বে শ্রোত্রে দ্বে নাসিকে একা বাগিতি সপ্ত দ্বাববাঞ্চৌ পায়ূপস্থাবিতি নব বৈ পুরুষে প্রাণা নাভির্দশমীতি ক্বচিৎ পঠিতম্। এবং নানাবাক্যানি দৃষ্টানি। দশেমে ইতি তু সিদ্ধান্তবাক্যম্। দশ প্রাণা বাহ্যেন্দ্রিয়াণি। আত্মা ত্বন্তরিন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ। এবমেতেষাং বাক্যানাং বিরোধোঽস্তি ন বেতি সংশয়ে অর্থভেদাদস্তীতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর ইন্দ্রিয়বর্গের সংখ্যানির্ণয়ের জন্য ভাষ্যকার যত্ন করিতেছেন—'এবমিত্যাদি' বাক্য দ্বারা। এখানে আশ্রয়াশ্রয়িভাব-সঙ্গতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া আশ্রিত সংখ্যার নিরূপণ। তাহাতে পূর্ব্বপক্ষীরা বলেন, 'যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ' ইত্যাদি কঠোপনিষদের উক্তি-অনুসারে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন

—এই সাতটিই ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইতেছে। আবার শ্রুত্যন্তরে পাওয়া যায়—যথা 'স যত্রৈব চাক্ষুষঃ পুরুষঃ' ইত্যাদি—ন স্পৃশতীত্যাহুঃ। ইহার অর্থ এই—যে সময় অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণবায়ুর উৎক্রমণের সময় চক্ষুতে অধিষ্ঠিত দেবতা অর্থাৎ চাক্ষুষ-শব্দবাচ্য পুরুষ, পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে—রূপাদি বিষয়াক্রমণ ছাড়িয়া ফিরিয়া আসে, তখন সে রূপজ্ঞানহীন হয়, তখন তাহার চক্ষুঃ হৃদয়ের সহিত মিলিয়া যায়, পার্শ্বস্থিত কাহাকেও সে দেখিতে পায় না, কোন কিছু আঘ্রাণ করে না, জিহ্বা দ্বারা কোন রসাস্বাদন করে না, কিছু বলে না, কিছুই শোনে না, মনে করে না, কিছু স্পর্শও করে না, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। এই উভয় শ্রুতির অর্থ অর্থাৎ প্রাণের সপ্তসংখ্যা 'সপ্তপ্রাণাঃ' ইহা দ্বারা শ্রবণ করাইতেছে। 'যেষু সঞ্চরন্তি' ইত্যাদি যে সপ্তলোকে জীবাত্মার সহিত প্রাণগুলি বিচরণ করে অর্থাৎ গমন করে, গুহাশয়াঃ—ভূগোলকের মধ্যে গুপ্ত থাকিয়া। সপ্ত সপ্ত এই দুইবার উক্তি প্রাণিভেদ ধরিয়া, কিন্তু ঊনপঞ্চাশ অর্থে নহে। সপ্ত সপ্ত এই উক্তি অষ্ট অষ্টেরও বোধক। যথা—শ্রুতিতে আছে—আটটিই গ্রহ, আটটি অতিগ্রহ। গ্রহ-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়বর্গ, যাহাদের দ্বারা পুরুষকে বন্ধন করা হয়, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে, যেমন পশুবন্ধন রজ্জুকে গ্রহ বলা হয়। আর অতিগ্রহ শব্দের অর্থ শব্দাদি-বিষয়বর্গ। যেহেতু ইহারা রাগ-দ্বেষ উৎপাদন দ্বারা ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণকারী। আবার কোন কোন শ্রুতিতে নয়টি প্রাণ বলা হয়, যথা 'সপ্তশীর্ষণ্যাঃ প্রাণা দ্বাববাঞ্চৌ' অর্থাৎ মস্তকে স্থিত দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও এক বাগিন্দ্রিয় এই সাতটি আর অধোদেশে পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (জননেন্দ্রিয়) এই নয়টি প্রাণ (ইন্দ্রিয়) পুরুষে বিদ্যমান। কোন শ্রুতিতে 'নাভির্দশমী' নাভিকে দশম প্রাণ বলা হইয়াছে। এইরূপ নানাবাক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু 'দশেমে পুরুষে প্রাণাঃ' এই শ্রুত্যুক্ত দশ প্রাণ—ইহাই সিদ্ধান্ত। তন্মধ্যে দশটি বাহ্যেন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) কিন্তু আত্মা বা মন অন্তরিন্দ্রিয়। এইরূপে এই সকল বাক্যের পরস্পর বিরোধ বা অসামঞ্জস্য হইবে কিনা? এই সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, হাঁ বিরোধ হইবে, যেহেতু উভয়ের অর্থ বিভিন্ন। এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

সপ্তগত্যধিকরণম্

সূত্রম্—সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—প্রাণ সপ্তই, যেহেতু জীবাত্মার সহিত সপ্ত প্রাণেরই সঞ্চার-রূপ গতি শ্রুত হইয়াছে। এবং 'বিশেষিতত্বাৎ চ' শ্রুতিতে প্রাণগুলিকে জ্ঞানসংজ্ঞায় বিশেষিত করা হইয়াছে॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রাণাঃ সপ্তৈব। কুতঃ? গতেঃ সপ্তানামেব জীবেন সহ সঞ্চাররূপায়া গতেঃ শ্রবণাৎ। "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তামাহুঃ পরমাং গতিম্" ইতি কাঠকে যোগদশায়াং জ্ঞানানীতি বিশেষিতত্বাচ্চ। শ্রোত্রাদিপঞ্চকবুদ্ধিমনাংসি সপ্তৈব জীবস্যেন্দ্রিয়াণি ভবন্তি। যানি তু বাক্‌পাণ্যাদীনি শ্রূয়ন্তে তেষাং জীবেন সহ গত্যশ্রবণাদীষদুপ-কারমাত্রেণেন্দ্রিয়ত্বভণিতির্গৌণীতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রাণ সাতটিই; কি হেতু? 'গতেঃ'—যেহেতু জীবের দেহ হইতে উৎক্রমণ-সময়ে তাহার সহিত সপ্ত প্রাণের সঞ্চরণ হয়, ইহা শ্রুত হয়। শুধু ইহাই নহে, কঠোপনিষদে যোগীর যোগদশায় বর্ণিত হইয়াছে—"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে···পরমাং গতিম্" যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে এবং মনের সহিত বুদ্ধি কোন কার্য্য করে না, সেই অবস্থার নাম পরমগতি—ইহা তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। যেহেতু, এই শ্রুতিতে পঞ্চ প্রাণকে জ্ঞান-শব্দের সহিত অভিন্নরূপে বিশেষিত করা হইয়াছে, এজন্যও সপ্ত প্রাণই ধর্ত্তব্য। সিদ্ধান্ত এই—কর্ণ, চক্ষুঃ, নাসিকা, রসনা, ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ও মন এই সাতটিই জীবের ইন্দ্রিয় হইতেছে। আর যে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় শ্রুত হয়, তাহারা জীবের সহিত মৃত্যুকালে দেহ হইতে গতি লাভ করে না, এজন্য তাহারা ধর্ত্তব্য নহে। যদি বল, তবে তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে কেন? তাহার সমাধান এই—উহারাও ঈষৎ উপকারক, এজন্য ইহাদের ইন্দ্রিয়-সংজ্ঞা লাক্ষণিক জানিবে ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—একদেশিমতেনাহ সপ্তেতি। অত্র হেতুর্গতেরিত্যাদিঃ। জীবেন সহেত্যতো লোকান্তরেষিতি বোধ্যম্। অত্রৈবং কেচিদ্ব্যাচক্ষতে। সপ্তৈব প্রাণাঃ। কুতঃ? গতেঃ। শ্রুতৌ তেষাং সপ্তত্বাবগমাৎ বিশেষিতত্বাচ্চ। সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণা ইতি শিরোগতসপ্তচ্ছিদ্রনিষ্ঠত্বেন বিশেষণাচ্চেতি ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ—'সপ্তগতেঃ' ইত্যাদি সূত্রটি একদেশী সম্প্রদায়ের মতে বলিতেছেন। এ-বিষয়ে হেতু—'গতেঃ, বিশেষিতত্বাচ্চ'। 'জীবেন সহ' ইহার পর 'লোকান্তরেষু' ইহা যোজনা করিতে হইবে অর্থাৎ অন্য লোকসমূহে গমন করে। কোন কোনও ব্যাখ্যাকার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—প্রাণ সাতটিই, কি হেতু? যেহেতু সাতটি প্রাণ পরলোকে গমন করে। শ্রুতিতে প্রাণবায়ুর সপ্তসংখ্যা অবগত হওয়ায় এবং উহা সপ্তসংখ্যাদ্বারা বিশেষিত হওয়ায় অর্থাৎ "সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ' এই শ্রুত্যুক্ত মস্তকস্থিত সপ্তছিদ্রনিষ্ঠ-রূপে বিশেষিত বলিয়া প্রাণ সপ্তসংখ্যক ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এইরূপে ইন্দ্রিয়বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ নিরসন পূর্ব্বক তাহার সংখ্যাবিষয়ক শ্রুতিবিরোধের নিরসন করিতেছেন।

মুণ্ডকে পাওয়া যায়,—

"সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্তহোমাঃ।
সপ্তেমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥"
(মুঃ ২।১।৮)

বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—

"কতমে রুদ্রা ইতি দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশস্তে
যদাস্মাচ্ছরীরান্মর্ত্ত্যাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি" (বৃঃ ৩।৯।৪)

এ-স্থলে প্রাণ সপ্ত অথবা একাদশ এই প্রকার সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষীয় মত বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার উত্থাপন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, প্রাণ সপ্তই; কারণ জীবের সহিত সপ্ত প্রাণেরই সঞ্চাররূপ গতির বিষয় শ্রুত হয় এবং শ্রুতিতে প্রাণগুলিকে জ্ঞান-সংজ্ঞায় বিশেষিতও করা হইয়াছে।

এতৎপ্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "কেচিৎ ষড়্বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্।
> সপ্তৈকে নব ষট্ কেচিচ্চত্বার্য্যেকাদশাপরে।
> কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ॥"
>
> (ভাঃ ১১।২২।২)

অর্থাৎ তত্ত্বসংখ্যানির্ণয়-প্রসঙ্গে কেহ ষড়্বিংশতি, কেহ পঞ্চবিংশতি, কেহ সপ্ত, কেহ নব, কেহ ষড়্বিধ, কেহ চতুর্ব্বিধ, কেহ একাদশ, কেহ সপ্তদশ, কেহ ষোড়শ, কেহ ত্রয়োদশ প্রকার তত্ত্বের বর্ণন করিয়া থাকেন॥ ৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে সিদ্ধান্ত সূত্র বলিতেছেন—

সূত্রম্—হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্॥ ৬॥

সূত্রার্থ—'তু'—না, 'হস্তাদয়ঃ'—সপ্তসংখ্যার অতিরিক্ত হস্তাদিকেও প্রাণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। যেহেতু 'স্থিতে'—দেহমধ্যে স্থিত জীবে ইহারা তাহার ভোগের সাধন, 'অতো নৈবম্'—অতএব প্রাণ সপ্তসংখ্যকই—ইহা মনে করা যাইতে পারে না॥ ৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দশ্চোদ্যনিরাসার্থঃ। হস্তাদয়ঃ সপ্তাতিরিক্তাঃ প্রাণা মন্তব্যাঃ। কুতঃ? জীবে দেহস্থিতে তেষামপি তদ্ভোগসাধনত্বাৎ কার্য্যভেদাচ্চ। তথা চ বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে—

"হস্তো বৈ গ্রহঃ সর্ব্বকর্ম্মণাভিগ্রহেণ গৃহীতঃ, হস্তাভ্যাং কর্ম্ম করোতি" ইত্যাদি। অতঃ সপ্তাতিরেকাদেব হেতোর্নৈবং মন্তব্যং সপ্তৈবেতি কিন্তু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি একমন্তরিন্দ্রিয়মিত্যেকাদশৈবেন্দ্রিয়াণি গ্রাহ্যাণি। আত্মৈকাদশেত্যত্রাত্মান্তরিন্দ্রিয়ং প্রকরণাৎ। ইদমত্র বোধ্যম্। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবিষয়াঃ পঞ্চ জ্ঞানভেদাস্তদর্থানি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রত্বক্চক্ষূরসনঘ্রাণাখ্যানি বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাঃ পঞ্চ কর্ম্মভেদাস্তদর্থানি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানি। সর্ব্বার্থবিষয়ং ত্রিকালবর্ত্ত্যন্তঃকরণমেকমনেকবৃত্তিকম্। তদেব সঙ্কল্লাধ্যবসায়াভিমানচিন্তারূপকার্য্যভেদাৎ ক্বচিদ্ভেদেন ব্যপদিশ্যতে মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তঞ্চেতি। তথাচৈকাদশৈবেন্দ্রিয়াণীতি॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দ আপত্তি-খণ্ডনের জন্য প্রযুক্ত। যেহেতু সাত সংখ্যার অতিরিক্ত হস্তপদাদিও প্রাণ। কিরূপে? দেহমধ্যে অবস্থিত জীবেতে সেই হস্তপদাদিও জীবের ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে এবং বিভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে সেইরূপ পঠিত হয়। যথা 'হস্তো বৈ গ্রহঃ⋯করোতীত্যাদি'—হস্তও একটি গ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, কারণ সেই হস্ত অভিগ্রহস্বরূপ—সকল কর্ম্মদ্বারা আক্রান্ত; লোকে হস্তদ্বারাই কর্ম্ম করে ইত্যাদি। অতএব সপ্তাতিরিক্ত হস্তাদি থাকায় প্রাণের সপ্ত সংখ্যা মনে করা উচিত নহে, কিন্তু পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এক অন্তরিন্দ্রিয় (মন), এই এগার ইন্দ্রিয় প্রাণ-শব্দে গ্রাহ্য। 'আত্মৈকাদশ' এই শ্রুতিতে যে আত্মন্ শব্দ প্রযুক্ত আছে, উহার অর্থ অন্তঃকরণ—মন, যেহেতু ইন্দ্রিয়-প্রকরণেই উহা প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে এইটি জ্ঞাতব্য—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ক পঞ্চবিধ জ্ঞান, তাহার সাধন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—যথাক্রমে কর্ণ, ত্বক, চক্ষুঃ, রসনা, নাসিকা। বাক্যোচ্চারণ, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও আনন্দ এই পাঁচ প্রকার কর্ম্ম, তাহাদের সাধন পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়—যথা বাক্, হস্ত, পদ, মলদ্বার ও উপস্থ। অন্তঃকরণ এক, সকল বিষয় গ্রহণ করে ও

ত্রৈকালিক দশবিধ ব্যাপারে সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান, ইহা অনেক বৃত্তিসম্পন্ন। সেই অন্তঃকরণ যখন সঙ্কল্প করে, তখন তাহার নাম মন, নিশ্চয়কারিণী বুদ্ধি, অভিমানকারক অহঙ্কার ও চিন্তাবৃত্তি চিত্ত নামে অভিহিত হয়। এইরূপ কার্য্যভেদে কোন কোন স্থলে একই অন্তঃকরণকে মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত নামে উল্লিখিত করা হয়। অতএব ইন্দ্রিয় একাদশসংখ্যক স্থির হইল ॥ ৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তমাহ—হস্তাদয়স্থিতি। নন্থ বাগাদীনাং জীবেন সহ লোকান্তরেষু গতেরশ্রবণাৎ তেষাং গৌণমিন্দ্রিয়ত্ব-মিত্যুক্তম্। মৈবম্। তমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তীতি সর্ব্বশব্দাৎ হস্তাদীনাং সহগতিং বিনা বন্ধকত্বরূপগ্রহত্বানুপপত্তেঃ। সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যা ইত্যত্র সপ্তত্বপ্রতিপাদনং প্রামাদিকম্। চতুর্ণামেব ছিদ্রভেদেন সপ্ততয়া বর্ণনাৎ। ন খলু তত্র সপ্তোদ্দেশেন প্রাণত্বং বিহিতম্। কিন্তু প্রাণোদ্দেশেন ছিদ্রভেদমাত্রেণ চতুর্ণামেব সপ্তত্বমিতি। নব বৈ পুরুষে প্রাণা ইত্যেতদপি বাক্যং পুরুষাকারচ্ছিদ্রাভিপ্রায়মেব ন তু প্রাণাভিপ্রায়মিত্যেতৎ সর্ব্বাভি-প্রায়েণাহ কিন্তু পঞ্চেত্যাদি। ত্রিকালবর্ত্তীতি ত্রৈকালিকেষু দশস্বধ্যক্ষতয়া বৃত্তির্যস্য তদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকানুবাদ—'হস্তাদয়স্ত' ইত্যাদি। প্রশ্ন হইতেছে—দেহ হইতে উৎক্রমণকালে জীবের সহিত বাক্ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গতি শ্রুত না হওয়ায় উহাদের ইন্দ্রিয়সংজ্ঞা গৌণ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তবে এ-সিদ্ধান্ত সঙ্গত কিরূপে? উত্তর—ইহা বলিতে পার না, যেহেতু 'তমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি' জীব যখন দেহ হইতে উর্দ্ধগমন করে, তখন তাহার সহিত সকল প্রাণ উৎক্রমণ করে, এই শ্রুতিতে সর্ব্বশব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উৎক্রমণ বুঝাইতেছে। যদি বল, কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুগতি হয়, তাহাও নহে; যদি হস্তাদির সহ গতি না হয়, তবে বন্ধন-কারিত্বরূপ গ্রহত্ব তাহাদের থাকিতে পারে না। 'সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ' সাতটি ইন্দ্রিয় মস্তকে স্থিত, এই শ্রুতিতে যে সপ্তসংখ্যা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, উহা প্রামাদিক। যেহেতু চক্ষুরাদি ছিদ্রভেদে চারিটি ইন্দ্রিয়কেই সপ্ত বলা হইয়াছে। তথায় সপ্তসংখ্যাকে উদ্দেশ করিয়া প্রাণত্বের বিধান নহে,

কিন্তু প্রাণকে উদ্দেশ করিয়া ছিদ্রভেদবশতঃ চারিটির সপ্তত্ব বিহিত। 'নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ' আত্মার নয়টি প্রাণ—এই শ্রুতি বাক্যও পুরুষাকারছিদ্রা-ভিপ্রায়ে, প্রাণাভিপ্রায়ে নহে; এই সমস্ত কথা মনে রাখিয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন, কিন্তু 'পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি' ইত্যাদি। ত্রিকালবর্ত্ত্যন্তঃকরণমিতি—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—ত্রিকালের দশবিধকার্য্যে যাহার অধ্যক্ষরূপে বৃত্তি, তাহা অন্তঃকরণস্বরূপ ॥ ৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, সপ্তাতিরিক্ত হস্তাদিকেও প্রাণ বলিয়া জীবশরীরে স্বীকার করিতে হইবে। কারণ তাহারাও জীবের ভোগের সহায়তা করে, সুতরাং প্রাণ সপ্তসংখ্যক, ইহা বলা সঙ্গত নহে।

বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়, —

"হস্তৌ বৈ গ্রহঃ স কর্ম্মণাতিগ্রাহেণ গৃহীতো হস্তাভ্যাং হি কর্ম্ম করোতি।" (বৃঃ ৩।২।৮)।

"ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুতান্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি। কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা...ইত্যেতৎ সর্ব্বং প্রাণ এবৈতন্ময়ো বা অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ ॥" (বৃঃ ১।৫।২)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"শ্রোত্রং ত্বগ্দর্শনং ঘ্রাণো জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ।
বাক্পাণ্যুপস্থপায্বঙ্ঘ্রিঃ কর্ম্মাণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ ॥" (ভাঃ ১১।২২।১৫)

অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, নাসিকা, জিহ্বা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পায়ু, উপস্থ ও অঙ্ঘ্রি—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর উভয়াত্মক মন—এই একাদশ তত্ত্ব।

"শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপঞ্চেত্যর্থজাতয়ঃ।
গত্যুক্ত্যুৎসর্গশিল্পানি কর্ম্মায়তনসিদ্ধয়ঃ ॥" (ভাঃ ১১।২২।১৬)

অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপ—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়; ইহাদের পরিণাম হইতে আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। গতি, উক্তি, উৎসর্গ ও শিল্প—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ফলমাত্র, তত্ত্বান্তর নহে।

আরও পাই,—

"ভূতেন্দ্রিয়মনোলিঙ্গান্ দেহানুচ্চাবচান্ বিভুঃ।
ভজত্যুৎস্জতি হন্ত্যস্তচ্চাপি স্বেন তেজসা॥"

(ভাঃ ৭।২।৪৬)॥ ৬॥

প্রাণের পরিমাণ-বিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রাণানাং পরিমাণং চিন্তয়তি। প্রাণা ব্যাপিনোঽণবো বেতি সংশয়ে দূরশ্রবণদর্শনাদেবানুভবাদ্ব্যাপিন এবেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর প্রাণগুলির পরিমাণ-সম্বন্ধে বিচার করিতেছেন—প্রাণ ব্যাপক অর্থাৎ বিভু অথবা অণু এই সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন, যখন দূরবর্ত্তী বিষয়ের শ্রবণ, দর্শন, প্রভৃতি অনুভব হইতেছে, তখন ব্যাপক বলিব, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—প্রাণানামিতি। অত্রাপি প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ। তত্রৈষাং তত্র তে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তা ইত্যানন্ত্যবাক্যং তমুৎক্রামন্তমিত্যাদ্যুৎক্রান্তিবাক্যঞ্চাস্তি। পূর্ব্বং ব্যাপ্তিবাচকং পরত্ত্বণুত্ববাচীতি। তয়োর্বিরোধসন্দেহেঽর্থভেদাদ্বিরোধে প্রাপ্তে পূর্ব্বত্র "অথ যো হ বৈ তাননন্তানুপাস্তে" ইতি শ্রবণাৎ বহুফলকোপাসনতয়া তদানন্ত্যে নীতে নাস্তি বিরোধ ইত্যভিপ্রায়েণ ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রাণানামিত্যাদি ভাষ্য—এই অধিকরণেও পূর্ব্বের মত প্রসঙ্গ-সঙ্গতি। সে-বিষয়ে এই প্রাণদিগের সম্বন্ধে ব্যাপিত্ব

ও অণুত্ব-বিষয়ে দ্বিবিধ শ্রুতিই আছে, যথা—'তত্র তে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ' তাহারা সকলেই সমান ও সকলেই অন্তহীন অর্থাৎ বিভু (ইহা বিভুত্ববোধক বাক্য)। আবার 'তমুৎক্রামন্তমনূৎক্রামন্তীত্যাদি' উৎক্রমণবোধক বাক্য (অণুত্ববোধক) তন্মধ্যে প্রথম বাক্যটি ব্যাপ্তিবাচক, আর শেষেরটি অণুত্ববাচক। অতএব তাহাদের বিরোধহেতু সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে—ইহাদের পরস্পর বিরোধ হইবে কিনা? পূর্ব্বপক্ষীর মতে অর্থভেদবশতঃ বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে সিদ্ধান্তীর মতে বিরোধ নাই, কারণ আনন্ত্যপক্ষে শ্রুতি আছে—'অথ যো হ বৈ তাননন্তানুপাস্তে' যাহারা সেই প্রাণগুলিকে অনন্তবোধে উপাসনা করে ইত্যাদি শ্রবণহেতু উহাদের উপাসনা বহু ফলদায়ক এইজন্য উহারা অনন্ত এইরূপ তাৎপর্য্যে লইলে কোনও বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আরম্ভ।

প্রাণাণুত্বাধিকরণম্

সূত্রম্—অণবশ্চ॥ ৭॥

সূত্রার্থ—উহারা অণুপরিমাণ নিঃসন্দেহ॥ ৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চো নিশ্চয়ে। অণব এবৈকাদশ প্রাণাঃ। উৎক্রান্তিশ্রুতেরিতি শেষঃ। দূরশ্রবণাদিকং তু গুণপ্রসারাৎ সিদ্ধম্। জীবস্যেব শিরোঽঙ্ঘ্রি ব্যাপিত্বম্। এতেন প্রাণব্যাপ্তিবাদিনঃ সাঙ্খ্যা নিরস্তাঃ॥ ৭॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'চ' শব্দের অর্থ নিশ্চয়। অর্থাৎ প্রাণ নিশ্চিত অণুপরিমাণ। একাদশ প্রাণ অণুপরিমাণই। যেহেতু তাহাদের উৎক্রমণের উক্তি শ্রুত হয়। সূত্রে হেতুর উল্লেখ না থাকিলেও 'উৎক্রমণ-শ্রুতেঃ' এই হেতুপদ অধ্যাহার করিতে হইবে। তবে যে দূরবর্ত্তী বিষয়ের শ্রবণাদি হয়, তাহার হেতু গুণের প্রসার। জীব যেমন অণু পরিমাণ হইলেও মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গুলিও শিরঃ হইতে

অঙ্ঘ্রি-পর্য্যন্ত ব্যাপী। এই অণুপরিমাণ-বাদ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপ্তিবাদী সাংখ্যবাদীরা খণ্ডিত হইল ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অণবশ্চেতি। এতেনেতি। বিভুত্ববাদে মথুরাস্থিতানামপি শ্রীরঙ্গদর্শনস্পর্শৌ স্যাতামুৎক্রান্ত্যাদিবিরোধশ্চ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—'অণবশ্চেতি' সূত্রে এতেনেতি ভাষ্যে—সাংখ্যসম্মত বিভুত্ব-বাদে অনুপপত্তি হয় যে, যাহারা মথুরানিবাসী ভক্ত তাহাদের শ্রীরঙ্গম্-ক্ষেত্রেস্থিত শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও স্পর্শ হইতে পারে এবং উৎক্রান্তি প্রভৃতি শ্রুতি-বিরোধ হয় ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পুনরায় প্রাণসমূহের পরিমাণ বিচার করিতেছেন। প্রাণ—ব্যাপী অর্থাৎ বিভু অথবা অণু? এই প্রকার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন যে, ব্যাপীই বলিব, কারণ দূরবর্ত্তী বিষয়ের শ্রবণ, দর্শনাদি অনুভব করিতেছে। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, প্রাণসমূহ নিশ্চয় অণুই হইবে। একাদশ প্রাণ অণুপরিমাণ; কারণ তাহাদের উৎক্রান্তি-বিষয় শ্রুত হয়। আর দূরশ্রবণাদির সিদ্ধি গুণের প্রসার হেতু হইয়া থাকে। জীব যেরূপ অণু হইয়াও গুণের প্রসরণে চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে, প্রাণও তদ্রূপ। এই অণুপরিমাণ-বাদের দ্বারা প্রাণ-ব্যাপ্তিবাদী সাংখ্যের মত নিরস্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

> "অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
> প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
> সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে
> কূটস্থ আশয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ ॥" (ভাঃ ১১।৩।৩৯) ॥ ৭ ॥

মুখ্যপ্রাণের বিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথৈতস্মাৎ জায়তে প্রাণ ইত্যত্র মুখ্যঃ প্রাণঃ পরীক্ষ্যতে। শ্রেষ্ঠঃ প্রাণো জীববদুৎপদ্যতে খাদিবদ্বেতি

বিষয়ে নৈষ প্রাণ উদেতি নাস্তমেতীত্যাদি শ্রুতেঃ। "যৎপ্রাপ্তির্যৎ-পরিত্যাগ উৎপত্তির্মরণং তথা। তস্যোৎপত্তির্মৃতিশ্চৈব কথং প্রাণস্য যুজ্যত" ইতি স্মৃতেশ্চ জীববদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর মুখ্য প্রাণের সম্বন্ধে বিচার হইতেছে। মুখ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠপ্রাণ জীবের মত পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়? অথবা আকাশাদি ভূতের মত? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—'নৈষ প্রাণ উদেতি নাস্তমেতি' এই মুখ্য প্রাণ উৎপন্নও হয় না, বিনাশও প্রাপ্ত হয় না, এই শ্রুতি থাকায় আবার 'যৎপ্রাপ্তির্যৎপরিত্যাগ…কথং প্রাণস্য যুজ্যতে' যাহার প্রাপ্তি ও যাহার পরিত্যাগ, যাহার উৎপত্তি ও মরণস্বরূপ অর্থাৎ দেহ গ্রহণের নাম উৎপত্তি ও দেহসম্পর্কত্যাগের নাম মৃত্যু—তাহা হইলে সেই প্রাণের জন্ম ও মৃত্যু কিরূপে যুক্তিযুক্ত? এইরূপ স্মৃতিবাক্য থাকায় জীবের মতই উৎপত্তি বলিব—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাধিকরণম্

সূত্রম্—শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্য-প্রাণবায়ুও আকাশাদিভূতের মত উৎপন্ন হয় ॥ ৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শ্রেষ্ঠঃ প্রাণোঽপি খাদিবদুৎপদ্যতে "জায়তে প্রাণ" ইতি শ্রুতেঃ। স ইদং সর্ব্বমসৃজতেতি প্রতিজ্ঞানুপরোধাচ্চেতিশেষঃ। এবং সত্যনুৎপত্তিরাপেক্ষিকী। শ্রৈষ্ঠ্যঞ্চাস্য কায়স্থিতি-হেতুত্বাদ্বদন্তি। পৃথগ্‌যোগকরণমুত্তরচিন্তার্থম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর—'এতস্মাজ্‌ জায়তে প্রাণঃ' এই শ্রুত্যুক্ত শ্রেষ্ঠ প্রাণও আকাশাদিভূতের মত উৎপন্ন হয়, যেহেতু 'জায়তে প্রাণঃ' প্রাণ জন্মায়

—এই কথা শ্রুতি বলিতেছেন এবং 'স ইদং সর্ব্বমসৃজত' তিনি (পরমেশ্বর) এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্যের অসঙ্গতি পরিহারানুরোধেও প্রাণের আকাশাদিবৎ উৎপত্তি বলিতেছেন, অতএব এই অংশটিও হেতুরূপে অধ্যাহর্ত্তব্য। তবে যে 'নৈষ প্রাণ উদেতি নাস্তমেতি' এই অনুৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্য আছে, তাহার সঙ্গতি কি? তাহাও বলা যাইতেছে—যেমন 'অমৃতা দেবাঃ'—দেবতারা অমৃতা অর্থাৎ মৃত্যুহীন, এই বাক্যের সঙ্গতি অন্যপদার্থাপেক্ষা মৃত্যুহীন এই অর্থে করণীয়, সেইরূপ ইহাও (প্রাণের অনুৎপত্তিও) আপেক্ষিক বলিয়া জ্ঞাতব্য। আর প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব শরীর-স্থিতির হেতু বলিয়া—এই কথা আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন। এই সূত্রটির 'অণবশ্চ' এই সূত্রের সহিত পৃথগ্‌ভাবে সন্নিবেশের উদ্দেশ্য—পরবর্ত্তী সূত্রে তাহার পরীক্ষায় উপযোগিতা আছে ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অথৈতস্মাদিত্যাদৌ গৌণপ্রাণন্যায়বৎ প্রসঙ্গসঙ্গতির্বোধ্যা। যৎপ্রাপ্তিরিতি। বায়ুপ্রাপ্তৌ প্রাণস্যানুৎপত্তিবাক্যমুৎপত্তিবাক্যং চাস্তি। তয়োর্বিরোধসন্দেহেঽর্থভেদাদ্বিরোধে প্রাপ্তেঽনুৎপত্তিবাক্যস্যামৃতা দেবা ইতি বদাপেক্ষিকানুৎপত্তিপরত্বেন নীতত্বান্নাস্তি বিরোধ ইতি রাদ্ধান্তঃ ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—অথৈতস্মাদিত্যাদি অবতরণিকাভাষ্য-বাক্যে গৌণ প্রাণের অধিকরণের ন্যায় প্রসঙ্গ-সঙ্গতি জানিবে। যৎপ্রাপ্তিরিতি—বায়ুর দেহগ্রহণ-বিষয়ে প্রাণের অনুৎপত্তি-বাক্য ও উৎপত্তি-বাক্য উভয়ই আছে। অতএব তাহাদের বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষীর মতে বিরোধ হইবে। যেহেতু উভয় বাক্যের অর্থ বিভিন্ন; সিদ্ধান্তীর মতে অনুৎপত্তি-বাক্যের আপেক্ষিক অনুৎপত্তিতাৎপর্য্য, যেমন 'অমৃতা দেবাঃ' এইবাক্য-বোধিত দেবতাদের অমৃতত্বে আবার নাশবোধক বাক্য থাকায় অন্যাপেক্ষা অমরত্ব সেইরূপ, অতএব বিরোধ নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মুণ্ডক ২।১।৩) এই শ্রুতি-অনুসারে মুখ্য প্রাণের বিচার হইতেছে। এই শ্রেষ্ঠ প্রাণ জীবের মত? কিংবা আকাশাদি ভূতের মত উৎপন্ন হয়? এইরূপ সংশয়-স্থলে—"নৈষ প্রাণ উদেতি" শ্রুতিতে মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকৃত হয় নাই, আবার "যৎ প্রাপ্তির্যৎ পরিত্যাগঃ" এই স্মৃতিবাক্য যাহার প্রাপ্তিই উৎপত্তি ও যাহার পরিত্যাগই মৃত্যু প্রভৃতি বাক্যে প্রাণের উৎপত্তি ও বিনাশ অসম্ভব হয়। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—জীবের মতই প্রাণের উদ্ভব বলিব। এই কথার উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণবায়ুও আকাশের ন্যায় উৎপত্তি লাভ করে।

এতৎপ্রসঙ্গে ভাষ্যকারের ভাষ্য ও টীকা আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"অন্তঃ শরীর আকাশাৎ পুরুষস্য বিচেষ্টতঃ।
ওজঃ সহো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানসুঃ॥" (ভাঃ ২।১০।১৫)

অর্থাৎ সেই পুরুষের শরীরের অভ্যন্তরস্থিত আকাশ হইতে (সূত্রাখ্য) মুখ্য প্রাণ উৎপন্ন হইল; অনন্তর ক্রিয়াশক্তির দ্বারা বিবিধ চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি ও দেহশক্তি প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৮ ॥

মুখ্যপ্রাণের স্বরূপবিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ তস্য স্বরূপং পরীক্ষ্যতে। স কিং বায়ুরেব কেবলঃ কিংবা তৎস্পন্দরূপা ক্রিয়া অথবা দেশান্তরগতো বায়ুরিতি বিচিকিৎসা। কিং প্রাপ্তম্? বাহ্যো বায়ুরেবেতি। যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুরিতি বৃহদারণ্যকশ্রুতেঃ। বায়ুক্রিয়া বা প্রাণঃ উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপায়াং তৎক্রিয়ায়াং তচ্ছব্দস্য প্রসিদ্ধেঃ। বায়ুমাত্রে তস্যাপ্রসিদ্ধেশ্চেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সেই মুখ্যপ্রাণের স্বরূপ পরীক্ষিত হইতেছে। সেই মুখ্যপ্রাণ কি কেবল সাধারণ বায়ুস্বরূপই? অথবা বায়ুর স্পন্দনাত্মক ক্রিয়া? কিংবা মুখ ভিন্ন অন্য দেশেও প্রবহমান বায়ুই?—এই সংশয়ে সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমাদের কি মত? উত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, ইহা বাহ্য বায়ুই অর্থাৎ দেশান্তরসঞ্চারী সাধারণ বায়ুই মুখান্তর্বর্ত্তী প্রাণ, যেহেতু বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে—'যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ' এই যে প্রাণ বলিয়া তত্ত্ব, ইহা বায়ুই। অথবা বায়ুক্রিয়াই প্রাণ-শব্দের বাচ্য। যেহেতু

উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসরূপ বায়ুক্রিয়া-অর্থে প্রাণ-শব্দের প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু কেবল বায়ুমাত্রে প্রাণ-শব্দের প্রসিদ্ধি নাই অর্থাৎ প্রাণ বলিতে কেহ যে কোন বায়ু বুঝে না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর উক্তিতে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথাশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গত্যা প্রাণস্য স্বরূপং বিচিন্ত্যতে। তস্য বাহ্যবায়ুত্বে বায়ুবিকারত্বে চ বাক্যমস্তি। তয়োর্বিরোধসন্দেহে-ঽর্থভেদাদ্বিরোধে প্রাপ্তে এতস্মাদিতিবাক্যে বায়ুতঃ প্রাণস্য পৃথঙ্‌নির্দ্দেশেন বিষয়ভেদাৎ নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ স কিমিত্যাদিনা। স ইতি প্রাণঃ। তৎক্রিয়ায়ামিতি বায়ুক্রিয়ায়াম্। তচ্ছব্দস্যেতি তস্যেতি চোভয়ত্র প্রাণশব্দস্যেত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর আশ্রয়াশ্রয়িভাব-(প্রাণকে আশ্রয় করিয়া তাহার স্বরূপ আশ্রিত এইরূপ) সঙ্গতি-অনুসারে প্রাণের স্বরূপ বিবেচিত হইতেছে, প্রাণের বায়ুরূপতা-বিষয়ে এবং বায়ুক্রিয়ারূপতা-বিষয়ে প্রমাণ-বাক্য আছে, তাহাদের বিরোধ হইবে কিনা? এইরূপ সন্দেহের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন, যখন উভয়ের অর্থ বিভিন্ন, অতএব বিরোধ আছেই, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষিমতের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—বিরোধ নাই, কারণ এতস্মাদিত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বায়ু হইতে প্রাণের পৃথক্ নির্দ্দেশ থাকায় বিষয়ভেদ হইয়াছে, সুতরাং বিরোধাভাব, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আরম্ভ—'স কিং বায়ুরেব' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। সঃ—সেই প্রাণ, উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসরূপায়াং তৎ ক্রিয়ায়াম্ ইতি—তৎক্রিয়ায়াম্—বায়ু-ক্রিয়াতে। তৎক্রিয়ায়াং তচ্ছব্দস্য ইহাতে প্রযুক্ত তচ্ছব্দের ও তস্যাপ্রসিদ্ধেশ্চ ইহাতে প্রযুক্ত তস্য-পদের অর্থ—প্রাণ-শব্দের।

ন বায়ুক্রিয়াধিকরণম্

সূত্রম্—ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥ ৯॥

সূত্রার্থ—শ্রেষ্ঠ প্রাণ সাধারণ বায়ুও নহে, উচ্ছ্বাসাদি ক্রিয়াস্বরূপও নহে, কারণ তাহার উল্লেখ পৃথক্‌ভাবে আছে ॥ ৯॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শ্রেষ্ঠঃ প্রাণো ন বায়ুর্ন চ তৎস্পন্দঃ। কুতঃ? পৃথগিতি। "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" ইত্যাদৌ বায়োঃ সকাশাৎ

প্রাণস্য পৃথগুক্তেঃ। যদি বায়ুরেব প্রাণস্তর্হি তস্মাৎ তস্য সা ন স্যাৎ। যদি বা বায়ুস্পন্দঃ প্রাণস্তদাপি বায়োঃ সকাশাৎ তৎক্রিয়া-রূপস্য প্রাণস্য ন সা সম্ভবেৎ। ন হ্যগ্ন্যাদেঃ ক্রিয়া তেন সাকং পৃথগুক্তা দৃশ্যতে। যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুরিতি তু বায়ুরিব কিঞ্চি-দ্বিশেষমাপন্নঃ প্রাণো ন তু জ্যোতিরাদিবৎ তত্ত্বান্তরমিতি জ্ঞাপনার্থম্। যত্তু সামান্যকরণবৃত্তিঃ "প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ" ইতি সাঙ্খ্যৈঃ সর্ব্বে-ন্দ্রিয়ব্যাপারঃ প্রাণ ইত্যুক্তং তন্ন একরূপপ্রাণস্য বিজাতীয়নানেন্দ্রিয়-ব্যাপারত্বাযোগাৎ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রেষ্ঠ প্রাণ বায়ুও নহে, উচ্ছ্বাসাদি-বায়ুক্রিয়াও নহে, কি কারণে? যেহেতু পৃথগ্‌ভাবে প্রাণের উৎপত্তি শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে, যথা—'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ' এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয় 'এতস্মা-জ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ' ইত্যাদি শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়বর্গের উক্তি করিয়া প্রাণের উৎপত্তি ও পরে বায়ুর উৎপত্তির উল্লেখ পৃথগ্‌ভাবে করা আছে। যদি প্রাণ বায়ুস্বরূপ হইত, তবে তাঁহা হইতে (পরমেশ্বর হইতে) বায়ুতত্ত্ব ও প্রাণের পৃথক্ উক্তি হইত না। অথবা যদি উচ্ছ্বাসাদি-স্পন্দন-ক্রিয়াত্মক প্রাণ হইত, তাহাতেও বায়ু হইতে বায়ুর ক্রিয়ারূপ প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব হইত না, যেহেতু অগ্নির ক্রিয়া অগ্নির সহিত পৃথগ্‌ভূত বলিয়া কথিত হয় না। তবে যে বৃহদারণ্যকের উক্তি রহিয়াছে—'এই যে প্রাণ, উহা বায়ুই' তাহার উপপত্তি কি হইবে? তাহাও বলা যাইতেছে—প্রাণ বায়ুস্বরূপ অর্থাৎ বায়ুর মত কিছু বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ-শব্দে অভিহিত হয়, নতুবা জ্যোতিঃ প্রভৃতির মত স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, ইহাই বুঝাইবার জন্য ঐরূপ বলা হইয়াছে। আর যে সাংখ্য-সূত্রে 'সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ' অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান নামক পঞ্চবায়ু সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার প্রাণস্বরূপ—এই কথা বলা আছে, তাহা সমীচীন নহে; যেহেতু—প্রাণ একস্বরূপাপন্ন, তাহা বিজাতীয় নানা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার কিরূপে হইবে? তাহা হইতে পারে না, অতএব প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া নহে ॥ ৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নেতি। তৎস্পন্দ উচ্ছ্বাসাদিরূপা বায়ুক্রিয়া। তস্মাৎ

তস্যেতি। তস্মাৎ বায়ুতত্ত্বস্য প্রাণস্য সা পৃথগুক্তিরিত্যর্থঃ। নন্ববাহ্যবায়ুরূপত্ববাক্যস্য কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহ যোঽয়মিতি। যত্বিতি। ত্রয়াণামপি করণানাং সামান্যা বৃত্তিঃ। প্রাণাদ্যা ইতি যৎ কপিলেনোক্তং তন্ন। তত্র হেতুরেকরূপেতি ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ—ন বায়ু ক্রিয়ে ইত্যাদি সূত্রে তৎস্পন্দ ইতি ভাষ্য—তৎস্পন্দঃ—উচ্ছ্বাসাদিরূপ বায়ুর ক্রিয়া। 'তস্মাৎ তস্য সা ন স্যাৎ' ইতি—তস্মাৎ—বায়ু হইতে বায়ুতত্ত্ব প্রাণের পৃথক্ উক্তি হইত না। প্রশ্ন—তবে প্রাণের বাহ্য বায়ু ভিন্ন বায়ুস্বরূপতা যে উক্ত হইয়াছে, তাহার সঙ্গতি কি? এই যদি বল, সে বিষয়ে বলিয়াছেন, 'যোঽয়ং প্রাণ' ইত্যাদি। 'যত্ত্ব সামান্যকরণবৃত্তিঃ' ইত্যাদি আর তিনটি ইন্দ্রিয়েরই সাধারণ ব্যাপার প্রাণ প্রভৃতি, এই যে কপিল বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে; তাহাতে হেতু দেখাইতেছেন—প্রাণের একরূপা বৃত্তি ॥ ৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর প্রাণের স্বরূপ বিচার করা হইতেছে। প্রাণ কি কেবল বায়ু? অথবা স্পন্দনরূপা ক্রিয়া? অথবা দেশান্তরগত বায়ু? এইরূপ সন্দেহস্থলে পূর্ব্বপক্ষীর মতে বাহ্য বায়ুই প্রাণ; কেননা বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়—"যেই প্রাণ, সেই বায়ু" (বৃঃ ৩।১।৫)। অতএব বায়ুর কার্য্যই প্রাণ। কিন্তু 'প্রাণ' বলিতে যে কোন বায়ুকে বুঝায় না। যদিও উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপ ক্রিয়াতে প্রাণের প্রসিদ্ধি আছে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ করিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে উত্তর দিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠ প্রাণের পৃথক্ উপদেশ থাকার দরুণ ইহা সাধারণ বায়ু বা তদীয় স্পন্দনরূপ কার্য্যও নহে। কারণ মুণ্ডক শ্রুতিতে "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" বলিয়া পুনরায় "খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ" উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং প্রাণকে বায়ু হইতে পৃথক্ উল্লেখ করায় বায়ু ও প্রাণ পৃথক্ তত্ত্ব, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। তবে যে, বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়, "যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ" (বৃঃ ৩।১।৫) ইহার তাৎপর্য্য—প্রাণ বায়ুর সদৃশই। কিছু বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হইয়া প্রভেদ হইয়াছে। কিন্তু জ্যোতিঃ প্রভৃতির ন্যায় তত্ত্বান্তর নহে, ইহাই বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে। সাংখ্যের মতে যে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু সামান্য করণবৃত্তি অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ একপ্রকার প্রাণ বিজাতীয় নানা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"প্রাণাদভূদ্ যস্য চরাচরাণাং
প্রাণঃ সহো বলমোজশ্চ বায়ুঃ ॥
অন্বাস্ম সম্রাজমিবানু যং বয়ং
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥" (ভাঃ ৮।৫।৩৭)
"প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।" (ভাঃ ১১।৭।৩৯) ॥ ৯ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—"সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ একো জাগর্ত্তি প্রাণ একো মৃত্যুনানাপ্তঃ প্রাণঃ সংবর্গো বাগাদীন্ সংবৃঙ্‌ক্তে প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ রক্ষতি মাতেব পুত্রান্" ইতি বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে। তত্র সংশয়ঃ—মুখ্যঃ প্রাণো জীব এবাস্মিন্ দেহে স্বতন্ত্র উত জীবোপকরণমিতি। বহুবিভূতিশ্রবণাৎ স ইব স্বতন্ত্র ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বৃহদারণ্যকোপনিষদে পঠিত হয়—'সুপ্তেষু বাগাদিষু···মাতেব পুত্রান্' বাক্ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় সুপ্ত থাকিলে এক প্রাণই জাগিয়া থাকে, একমাত্র প্রাণ মৃত্যু অর্থাৎ শ্রম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় না, প্রাণ সমস্ত বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে ব্যাপিয়া থাকে, অতএব তাহা সংবর্গস্বরূপ। প্রাণ অপর প্রাণসমূহকে রক্ষা করে, যেমন মাতা পুত্রদিগকে রক্ষা করেন। এই শ্রুত্যুক্ত বিষয়ে সংশয় হইতেছে—মুখ্য প্রাণ জীবই, এই দেহে সে স্বাধীন অথবা জীবের উপকরণ অর্থাৎ সহায়? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যখন মুখ্য প্রাণের বহু বিভূতির কথা শোনা যায়, তখন জীবের মত সেও স্বাধীন—এই মতের খণ্ডনার্থ সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথ প্রাণস্য জীবোপকরণত্বং দর্শয়তি সুপ্তেষ্বিত্যাদিনা। অত্রাপি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। সুপ্তেষ্বিত্যাদি-বাক্যং প্রাণস্য স্বাতন্ত্র্যং বোধয়তি প্রাণসংবাদবাক্যন্তু তস্য জীবোপকারিত্বমিত্যনয়োর্বিরোধসন্দেহেঽর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে সুপ্তেষ্বিত্যাদি বাক্যং তস্যোপকরণবর্গপ্রাধান্যমাহ ন তু তদ্বৎ স্বাতন্ত্র্যমিত্যর্থোক্তেশ্চক্ষুরাদিবৎ তদুপকরণত্বমেব তস্যেতি নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ। মৃত্যুনা শ্রমেণ অনাপ্তোঽগ্রস্তঃ সংবৃঙ্‌ক্তে ব্যাপ্নোতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর শ্রেষ্ঠ প্রাণের জীবোপ-করণতা দেখাইতেছেন—স্বপ্তেষু ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। এই অধিকরণেও পূর্ব্বাধিকরণের মত সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। 'স্বপ্তেষু বাগাদিষু' ইত্যাদি বাক্য প্রাণের স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক, কিন্তু প্রাণসংবাদবাক্য প্রাণের জীবের উপকারিত্ব বা উপকরণত্ব বুঝাইতেছে। সুতরাং বিভিন্ন উক্তিদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইবে কি না,—এই সংশয়ের উত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, উক্ত বাক্যদ্বয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় যখন বিভিন্ন, তখন বিরোধ হইবে। সিদ্ধান্তী তাহাতে বলেন—'স্বপ্তেষু বাগাদিষু' ইত্যাদি বাক্য জীবের মত প্রাণের স্বাতন্ত্র্যবোধক নহে, কিন্তু জীবের যত উপকরণ আছে, তাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাধান্য—ইহারই বোধক; অতএব চক্ষুরাদির মত প্রাণ জীবের উপকরণ হওয়ায় কোন বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের অবতারণা। 'মৃত্যুনানাক্রান্ত ইতি' মৃত্যুনা—অর্থাৎ শ্রমের দ্বারা, অনাক্রান্তঃ—গ্রস্ত নহে। 'বাগাদীন্ সংবৃঙ্‌ক্তে ইতি' সংবৃঙ্‌ক্তে—ব্যাপ্ত করিয়া থাকে।

সূত্রম্—চক্ষুরাদিবত্তু, তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—'তু'—তাহা নহে, অর্থাৎ এ-শঙ্কা করিও না, যেহেতু মুখ্য প্রাণও চক্ষুঃ প্রভৃতির মত জীবের করন অর্থাৎ কার্য্য-সাধনস্বরূপ। কারণ কি? 'তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ' যেহেতু প্রাণের বিবৃতি প্রসঙ্গে চক্ষুঃ প্রভৃতির সহিত প্রাণেরও জীবের করণরূপে উপদেশ প্রভৃতি আছে ॥ ১০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাহানায়। প্রাণোঽপি চক্ষুরাদিবৎ জীবকরণমেব। কুতঃ? তৎসহেতি। প্রাণসংবাদেষু তৈশ্চক্ষুরাদিভি-র্জীবকরণৈঃ সহ প্রাণস্য শাসনাৎ। সমানধর্ম্মাণাং হি সহ শাসনং যুক্তং বৃহদ্রথান্তরাদিবৎ। আদিশব্দাদথ যত্র বায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ স এবায়ং মধ্যমঃ প্রাণ ইত্যাদিনা প্রাণশব্দপরিগৃহীতেষ্বিন্দ্রিয়েষু বিশিষ্যাভিধানং গৃহ্যতে। সংহতত্বাদি চ স্বাতন্ত্র্যনিরাকৃতিহেতুঃ ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিরাসের জন্য অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষীর 'জীবের মত প্রাণ স্বাধীন' এই মত খণ্ডনার্থ। প্রাণও চক্ষুঃ

প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মত জীবের করণই। কারণ কি? তাহা বলিতেছেন—'তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ' যেহেতু প্রাণের বিবৃতিতে তৎসহ—তাহাদের—চক্ষুরাদি জীবকরণের সহিত প্রাণের শাসন অর্থাৎ উল্লেখ আছে। শাস্ত্রীয় নিয়ম হইতেছে, যাহারা সমান-ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাদেরই একসঙ্গে উপদেশ যুক্তিযুক্ত; যেমন বৃহদ্রথান্তর, সাম বেদের একটি শাখার নাম বৃহদ্রথান্তর, উহা উদ্গীথ প্রকরণে পঠিত হওয়ায় অন্যান্য সামের তুল্য, সেইরূপ এক সঙ্গে উপদিষ্ট হইলে সমধর্ম্মাকেই বুঝায়। সূত্রোক্ত 'শিষ্ট্যাদিভ্যঃ' এই আদিপদগ্রাহ্য বস্তু শ্রুতিও বলিতেছেন, যথা 'অথ যত্র বায়ং···মধ্যমঃ প্রাণঃ' অতঃপর যাহাতে এই মুখ্যপ্রাণ আছে, তাহাই মধ্যম প্রাণ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রাণশব্দবাচ্য ইন্দ্রিয় সমুদয়ের মধ্যে বিশেষরূপে প্রাণ-শব্দের উল্লেখ-বশতঃও প্রাণ জীবের একটি করণ। এবং প্রাণের সংহত (সঙ্ঘবদ্ধভাবে) কার্য্যকারিত্ব প্রভৃতি উক্তি স্বাতন্ত্র্য-নিরাকরণের জন্য ॥ ১০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—চক্ষুরাদিবদিতি। স্ফুটার্থো গ্রন্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ—চক্ষুরাদিবৎ ইত্যাদি সূত্র-ভাষ্যার্থ সুস্পষ্ট ॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে একমাত্র প্রাণই জাগ্রত থাকে। একমাত্র প্রাণই মৃত্যুহীন অর্থাৎ অক্লান্ত। মাতা যেরূপ সন্তানকে রক্ষা করেন, প্রাণও সেইরূপ অন্য প্রাণ সমূহকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এ-স্থলে একটি সংশয় এই যে, মুখ্য-প্রাণ কি এই শরীরে স্বতন্ত্র জীবই? অথবা জীবের উপকরণ অর্থাৎ সহায়? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, মুখ্য প্রাণকে জীবের সদৃশ স্বতন্ত্র মনে করিতে হইবে, তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, চক্ষুরাদির ন্যায় প্রাণকে জীবের উপকরণই বলিতে হইবে। কারণ সেইরূপই অনুশাসন আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ।
প্রাণস্য হি ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা ॥" (ভাঃ ৩।২৬।৩১)
"প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
বিপর্য্যয়েণাপি শনৈরভ্যসেন্নির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥"

(ভাঃ ১১।১৪।৩৩) ॥ ১০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্থু চক্ষুরাদিবজ্জীবোপকরণত্বে প্রাণস্যা-ঙ্গীকৃতে তদ্বজ্জীবোপকারক্রিয়াপি স্যাৎ ন চ তাদৃশী কাচিদস্তি যদর্থময়ং দ্বাদশঃ প্রাণস্ততো ন চক্ষুরাদিতৌল্যমিত্যাক্ষিপ্য সমাধত্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই, যদি প্রাণকে চক্ষুঃ প্রভৃতির মত জীবের উপকরণ অঙ্গীকার করা হয়, তবে চক্ষুঃ প্রভৃতির মত জীবের উপকার ক্রিয়াও প্রাণে উপলব্ধ হইবে; কিন্তু সেরূপ কোন ক্রিয়াই তো প্রাণে নাই, যাহার জন্য এই প্রাণ একাদশ ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত দ্বাদশ ইন্দ্রিয়রূপে পরিগণিত হইবে। অতএব চক্ষুঃ প্রভৃতির সহিত প্রাণের সাম্য নাই, এই আক্ষেপ করিয়া সূত্রকার সমাধান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। তদ্বৎ চক্ষুরাদেরিব। অকরণেতি। জীবোপকারক্রিয়াবিরহিতশ্চেৎ প্রাণস্তর্হি দেহেঽস্মিন্ জীব ইব স্বতন্ত্রঃ স ইতি প্রাপ্তে উভয়োঃ স্বতন্ত্রয়োরেকবাক্যত্বাভাবেন সদ্যো দেহোন্মথনপ্রসঙ্গলক্ষণো যো দোষঃ স ন স্যাৎ দেহধারণলক্ষণপরমোপকারসত্ত্বাদিতি ভাবঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নন্থু ইত্যাদি অবতরণিকাভাষ্যে 'তদ্বজ্জীবোপকারক্রিয়াপীতি' তদ্বৎ—চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মত প্রাণের। অকরণত্বাচ্চ ইত্যাদি সূত্রে যদি প্রাণ জীবের উপকার-ক্রিয়া-বিরহিত হয় তবে এই দেহে জীবের মত সেই প্রাণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল, তাহা হইলে দোষ এই—জীব ও প্রাণ উভয় স্বতন্ত্রের একার্থত্ব থাকিবে না, তাহার জন্য অচিরেই দেহপাতের সম্ভাবনা হইতে পারে। কিন্তু সে দোষ হইবে না, যেহেতু দেহধারণরূপ পরম উপকার প্রাণের দ্বারা সাধিত হইতেছে—ইহাই অভিপ্রায়।

ক্রিয়াঽভাবাধিকরণম্

সূত্রম্—অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—'চ' এই আক্ষেপ হইবে না। অর্থাৎ 'অকরণত্বাৎ' প্রাণ অকরণ অর্থাৎ ক্রিয়াহীন; এজন্য যে আক্ষেপ করা হইতেছে, তাহা হইবে না, কারণ কি? যেহেতু শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ধারণ-স্বরূপ মহোপকার সে সম্পন্ন করিতেছে, এই অভিপ্রায়। এ-বিষয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতি প্রমাণ দেখাইতেছেন—'তথাহি দর্শয়তি'—যেহেতু শ্রুতি সেই প্রকার বলিতেছেন ॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—আক্ষেপনিরাসায় চশব্দঃ। করণং ক্রিয়া। অক্রিয়ত্বাৎ জীবোপকারক্রিয়াবিরহাৎ যো দোষঃ সম্ভাব্যতে স ন স্যাৎ শরীরেন্দ্রিয়ধারণাদিলক্ষণপরমোপকারসত্ত্বাদিতিভাবঃ। হি যতস্তথা ছান্দোগ্যশ্রুতির্দর্শয়তি। "অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যূদিরে" ইত্যাদিনা। তস্মাৎ জীবোপকরণমেব মুখ্যঃ প্রাণঃ। জীবস্য কর্তৃত্বঞ্চ ভোক্তৃত্বঞ্চ প্রতি চক্ষুরাদীনি রাজপুরুষবৎ করণানি প্রাণস্তু রাজমন্ত্রিবৎ সর্ব্বার্থসাধকতয়া মুখ্যোপকরণমিতি নাস্য স্বাতন্ত্র্যম্ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'চ' শব্দটি আক্ষেপ নিরাসের জন্য প্রযুক্ত। অকরণত্বাৎ—যাহার করণ অর্থাৎ ক্রিয়া নাই সে অকরণ, তাহার জন্য অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়ত্বের জন্য—জীবের উপকার-সাধক ক্রিয়ার অভাব বশতঃ যে দোষের সম্ভাবনা করা হইতেছে তাহা হইবে না। অভিপ্রায় এই—প্রাণ চক্ষুরাদির মত ক্রিয়া না করিলেও শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের ধারণাদিরূপ মহোপকারকত্ব তাহাতে আছে। 'তথা হি দর্শয়তি'—হি—যেহেতু, সেইরূপ ছান্দোগ্য শ্রুতি দেখাইতেছেন। যথা—'অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যূদিরে' অতঃপর প্রাণ বলিল, আমিই সমস্ত শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি-বিষয়ে কারণ। অতএব বুঝা গেল, জীবের উপকরণই মুখ্য প্রাণ। রাজকর্ম্মচারীরা যেমন রাজার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্পাদন করে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিও তদ্রূপ জীবের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-সম্পাদক। কিন্তু প্রাণ রাজমন্ত্রীর মত সমস্ত বিষয় সাধন করে বলিয়া মুখ্য উপকরণ, এইজন্য ইহার স্বাতন্ত্র্য নাই ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অকরণত্বাদিতি। অথ হেতি। অহং শ্রেয়সে স্ব-স্বশ্রৈষ্ঠ্যায় প্রাণা ব্যূদিরে বিবাদং চক্রুরিত্যর্থঃ। তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ। মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং বিভজ্যৈতৎ বাণমবষ্টভ্য বিভাবয়ামী-ত্যুক্তং প্রাক্। বাণং শরীরম্। অত্র প্রাণহেতুকা দেহাদিস্থিতির্বিস্ফুটা ॥১১॥

টীকানুবাদ—'অকরণত্বাৎ' ইত্যাদি সূত্রে—'অথ হ প্রাণা অহং' ইত্যাদি ভাষ্য—ইহার অর্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ সকলেই 'আমি শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ' এই শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ করিয়াছিল। তখন শ্রেষ্ঠ প্রাণ তাহাদিগকে বলিল—'তোমরা মোহ প্রাপ্ত হইও না অর্থাৎ ভুল করিও না, নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ত্যাগ কর, আমিই এই পাঁচ প্রকারে নিজেকে বিভক্ত করিয়া এই শরীরকে ধারণ করিয়া রক্ষা করিতেছি—এই কথা পূর্ব্বে প্রাণ বলিয়াছে। এই শ্রুত্যুক্ত বাণ শব্দের অর্থ শরীর। এই শ্রুতিতে স্পষ্টই প্রাণ দ্বারা শরীরাদিস্থিতি প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি কেহ এরূপ বলেন যে, প্রাণকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মত জীবের উপকরণ স্বীকার করা হইলে উহাদিগের ন্যায় উপকারক ক্রিয়াও থাকিবে, কিন্তু সেরূপ ক্রিয়াতো প্রাণে দেখা যায় না; যে জন্য প্রাণকে দ্বাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণের সাম্য বিচার যুক্তিযুক্ত নহে। এইরূপ আক্ষেপের সমাধানার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন, অকরণতাবশতঃ দোষ হইবে না, কারণ শ্রুতিতে ঐপ্রকারই বলিতেছেন।

বিশেষতঃ প্রাণ দেহেন্দ্রিয়াদির ধারণাদিরূপ মহোপকার সাধন করিয়া থাকে। ছান্দোগ্যেও পাওয়া যায়, "অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যূদিরে" —(ছাঃ ৫।১।৬)। অতএব মুখ্য প্রাণ জীবের উপকরণই। জীবের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-ব্যাপারে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ রাজপুরুষের ন্যায় করণস্বরূপ, আর প্রাণ কিন্তু রাজার মন্ত্রীর ন্যায় সর্ব্বার্থসাধকরূপে মুখ্য উপকরণ, সুতরাং প্রাণ স্বাতন্ত্র্যহীন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"শ্রোত্রাদ্দিশো যস্য হৃদশ্চ খানি
প্রজজ্ঞিরে খং পুরুষস্য নাভ্যাঃ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাসুশরীরকেতঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ॥" (ভাঃ ৮।৫।৩৮)

অর্থাৎ যে ভগবানের শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিক্‌সমূহ, হৃদয় হইতে দেহগত ছিদ্র এবং নাভিমণ্ডল হইতে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বায়ু ও শরীরের আশ্রয়

আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি সম্পন্ন ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—"নাভ্যাঃ সকাশাৎ খং কীদৃশং প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ আত্মা মনশ্চ অসবো নাগকূর্ম্মাদয়ঃ শরীরঞ্চ তেষাং কেতমাশ্রয়ভূতম্॥" ॥ ১১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ। স এষ বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমান ইতি শ্রুতম্। তত্র কিমেতে অপানাদয়ঃ প্রাণাদ্ভিদ্যন্তে উত তদ্‌বৃত্তয় এবেতি বীক্ষায়াং সংজ্ঞাভেদাৎ কার্য্যভেদাচ্চ ভিদ্যন্ত ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—শ্রুতিতে আছে—'যে প্রাণ, তাহা বায়ু' সেই এই বায়ু পাঁচ প্রকার যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। তাহাতে সংশয় হইতেছে,—এই অপানাদি বায়ু কি প্রাণ বায়ু হইতে ভিন্ন? অথবা সেই প্রাণের অবস্থাবিশেষ? এইরূপ সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, —না, উহারা প্রাণবৃত্তি নহে, যেহেতু তাহাদিগের অপানাদি বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন কার্য্যকারিতা, অতএব প্রাণ হইতে ভিন্ন। এই মতের উপর সিদ্ধান্তী শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—বাহ্যো বায়ুরেবাবস্থান্তরেণ প্রাণোঽভূদিতি চিন্তিতম্। অথাপানাদয়ো যে চত্বারঃ শ্রূয়ন্তে তে কিং বায়োরেবাবস্থাবিশেষাঃ প্রাণাদন্যে ভবন্ত্যত প্রাণস্যৈব স্থানান্তরবৃত্তেরপানাদিরূপত্বমিতি চিন্ত্যতে। যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ পঞ্চবিধ ইতিবাক্যে বায়ুরেব প্রাণাপানাদিপঞ্চাবস্থঃ প্রতীতঃ। প্রাণোঽপান ইতি বাক্যে তু প্রাণবৃত্তয়োঽপানাদয়ঃ প্রতীয়ন্তে। তদনয়োর্বিরোধসন্দেহেঽর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে স এষ বায়ুঃ পঞ্চবিধ ইত্যত্র স এষ প্রাণাবস্থাং গতো বায়ুরিতি ব্যাখ্যানাৎ নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ। যঃ প্রাণ ইত্যাদিনা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ইতঃপূর্ব্বে বাহ্য বায়ুই অবস্থাবিশেষ দ্বারা প্রাণ-স্বরূপ, ইহা বিচারিত হইয়াছে। এক্ষণে অপানাদি অন্য যে চারিটি বায়ুর কথা শোনা যায়, তাহারা কি বায়ুরই অবস্থাবিশেষ প্রাণ

হইতে স্বতন্ত্র অথবা প্রাণই স্থানবিশেষে বর্ত্তমান হইয়া অপানাদিরূপ হয়, ইহাই বিচারিত হইতেছে। 'যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ' ইতি, যে প্রাণ, তাহা পাঁচ প্রকার, এই বাক্যে বায়ুই প্রাণ অপান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার অবস্থাপন্ন, ইহা প্রতীত হইয়াছে। 'প্রাণোঽপানঃ' ইত্যাদি বাক্যে কিন্তু অপানাদি প্রাণেরই বৃত্তিবিশেষ প্রতীত হইতেছে। তাহা হইলে উভয়ের বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষীর মত—বিরোধ হইবে, যেহেতু উভয়ের অর্থ বিভিন্ন, উত্তরপক্ষী বলেন—'স এব বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ' এই বাক্যের ব্যাখ্যা এই প্রকার,—সেই এই প্রাণাবস্থাপ্রাপ্ত বায়ু, ইহাতে আর বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আরম্ভ 'যঃ প্রাণ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা।

মনোবৎপঞ্চবৃত্ত্যধিকরণম্

সূত্রম্—পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্‌ব্যপদিশ্যতে ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—'পঞ্চবৃত্তিঃ'—একই প্রাণ হৃদয় প্রভৃতি স্থানে পাঁচ ভাগে থাকিয়া বিভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে। 'মনোবদ্‌ব্যপদিশ্যতে' যেমন একই মন কাম, সঙ্কল্প প্রভৃতি স্বরূপে বিভিন্ন নামে সংজ্ঞিত হয়, সেই প্রকার প্রাণ-অপানাদি বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয় ॥ ১২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—এক এব প্রাণো হৃদয়াদিষু স্থানেষু পঞ্চধা বর্ত্তমানো বিলক্ষণানি কার্য্যাণ্যাবহতীতি পঞ্চবৃত্তিঃ। স এব তথা ব্যপদিশ্যতে। তস্মাৎ প্রাণবৃত্তয় এব তে ন ততো ভিদ্যন্তে। কার্য্য-ভেদনিমিত্তঃ সংজ্ঞাভেদঃ। স্বরূপভেদস্তু নাস্ত্যতঃ পঞ্চস্বপি প্রাণ-শব্দঃ। "প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমান ইতি। এতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব" ইতি বচনাচ্চ। বৃহদারণ্যকে—"মনোবৎ কামঃ সঙ্কল্পো বিকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীঃ" ইত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি। তত্রৈব সংজ্ঞাভেদে কার্য্যভেদেঽপি যথা কামাদয়ো মনসো ন ভিদ্যন্তে কিন্তু তস্য বৃত্তয় এব তদ্বৎ বহুবৃত্তিত্বমাত্রেণায়ং

দৃষ্টান্তঃ। যোগশাস্ত্রে মনোঽপি পঞ্চবৃত্তিকমুক্তম্। তদভিপ্রায়েণ বা নিদর্শনমিত্যেকে ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—একই প্রাণ জীবের হৃদয় প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া বিভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে, এইজন্য উহা পঞ্চবৃত্তি। সেই পঞ্চবৃত্তি প্রাণই অপানাদি নামে শব্দিত হয়, অতএব ঐ অপানাদি প্রাণেরই বৃত্তি বিশেষ, তাহারা প্রাণ হইতে ভিন্ন নহে। তবে যে বিভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে, উহা কার্য্যভেদ-প্রযুক্ত, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহাদের ভেদ নাই; অতএব পাঁচটিরই প্রাণ-স্বরূপতা। যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। আর শ্রুতিও বলিয়াছেন—এই সমুদায় প্রাণই। বৃহদারণ্যকে মনকে যেমন পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। যথা 'মনঃ সঙ্কল্পঃ···তৎসর্ব্বং মন এব' ইচ্ছা, সঙ্কল্প, সন্দেহ, শ্রদ্ধা-(শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়) ধৈর্য্য, অসন্তোষ, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয়—এই নয়টি সমস্তই মন। সেই মনবিষয়েই বিভিন্ন সংজ্ঞা ও বিভিন্ন কার্য্য থাকিলেও যেমন কাম প্রভৃতি মন হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু তাহারা সেই মনেরই বৃত্তিবিশেষ, সেইরূপ। বহু বৃত্তিস্বরূপ ধর্ম্মেই প্রাণের সহিত মনের দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে—পাতঞ্জল দর্শনে মনও পঞ্চবৃত্তি-সম্পন্ন কথিত হইয়াছে; সেই হিসাবেও প্রাণের দৃষ্টান্ত, ইহা কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পঞ্চেতি। স্ফুটার্থো দৃষ্টান্তান্তো গ্রন্থঃ। মনোবদিতি। কামাদিনবকং মনোরূপমিত্যর্থঃ। যোগশাস্ত্রে মনোঽপীত্যর্থঃ। কপিলেন পতঞ্জলিনা চ মনসঃ পঞ্চবৃত্তয়ঃ কথিতাঃ। প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয় ইতি তৎসূত্রাৎ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—পঞ্চবৃত্তিরিত্যাদি সূত্রে 'এক এব প্রাণ ইত্যাদি অয়ং দৃষ্টান্তঃ' এই পর্য্যন্ত গ্রন্থের অর্থ সুস্পষ্ট। বৃহদারণ্যকে 'মনোবৎ' ইত্যাদি ভাষ্য—কাম প্রভৃতি নয়টি পদার্থ মনঃ-স্বরূপ—ইহাই অর্থ। 'যোগশাস্ত্রে মনোঽপি' ইহার অর্থ এই—কপিল ও পতঞ্জলি মনের পাঁচটি বৃত্তি বলিয়াছেন যথা প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এইটি যোগশাস্ত্রের সূত্র। তদনুসারে প্রমাণাদি পাঁচটি বৃত্তি অবগত হওয়া যায় ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৃহদারণ্যকোপনিষদে পাওয়া যায়, "প্রাণোঽপানো ব্যান

উদানঃ সমানোহন ইত্যেতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব" (বৃঃ ১।৫।৩) এক প্রাণ হৃদয়াদিতে পঞ্চপ্রকার কার্য্যকারী। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, পূর্ব্ব-কথিত প্রাণ হইতে এই অপানাদিকে ভিন্নই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ উহাদের সংজ্ঞাভেদ ও ক্রিয়াভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, একই প্রাণ হৃদয়াদিতে পাঁচ প্রকারে থাকিয়া বিভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে; যেমন মন একই, অথচ কাম, সঙ্কল্প প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়, সেইরূপ অপানাদি প্রাণেরই বৃত্তিবিশেষ। প্রাণের পাঁচটি বৃত্তি যথা,—নিশ্বাস গ্রহণ করা, (প্রাণের) নিশ্বাস ত্যাগ (অপানের) নিশ্বাস বন্ধ রাখিয়া, শ্রমসাধ্য কার্য্য করা (ব্যানের) উর্দ্ধে গমন, (উদানের) এবং ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করা (সমানের) বৃত্তি। উহারা মুখ্য প্রাণ হইতে ভিন্ন নহে। এ-বিষয়ে ভাষ্য ও টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মু্নির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।" (ভাঃ ১১।৭।৩৯)
"প্রাণাপানৌ সংনিরুন্ধ্যাৎ পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
যাবন্মনস্ত্যজেৎ কামান্ স্বনাসাগ্রনিরীক্ষণঃ॥"
(ভাঃ ৭।১৫।৩২) ॥ ১২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—শ্রেষ্ঠঃ প্রাণো বিভুরণুর্ব্বেতি বীক্ষায়াং সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈরিত্যাদিশ্রুতের্বিভুরিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—শ্রেষ্ঠ প্রাণ বিভু না অণু? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, প্রাণ বিভু; যেহেতু 'সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ'—প্রাণ এই তিন লোকের সমান ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তাহার বিভুত্ব অবগত হওয়া যায়, এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন।

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈরিত্যনন্তরং সমোহনেন সর্ব্বেণ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং সর্ব্বং হীদং প্রাণেনাবৃতমিতি বাক্যখণ্ডো বোধ্যঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ' ইহার পরবর্ত্তী অংশ যথা 'সমোহনেন সর্ব্বেণ, প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং সর্ব্বং হীদং প্রাণেনাবৃতম্' এই বাক্যাংশ ধর্ত্তব্য, তাহা না হইলে প্রাণের ব্যাপিত্বপ্রযুক্ত বিভুত্ব অবগত হওয়া যায় না।

শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্

সূত্রম্—অণুশ্চ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—শ্রেষ্ঠ হইলেও প্রাণ অণুপরিমাণ ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শ্রেষ্ঠোঽপ্যণুরেব উৎক্রান্তিশ্রুতেঃ। ব্যাপ্তি-শ্রুতিস্তু সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রাণাধীনস্থিতিকতয়া নেয়া ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রেষ্ঠপ্রাণও অণুপরিমাণই, যেহেতু তাহার জীব-দেহ হইতে উৎক্রমণ শ্রুত হয়। তবে যে 'সম এভিস্ত্রিভিঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার বিভুত্ব শ্রুত হইতেছে, তাহার উপায় কি? তাহাও বলিতেছেন—ব্যাপ্তি-শ্রুতিস্তু ইত্যাদি দ্বারা—সমস্ত প্রাণীর স্থিতি প্রাণাধীন, অতএব ব্যাপ্তি। স্বরূপতঃ অণুপরিমাণ। এইরূপে ঐ ব্যাপ্তি শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥১৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—অণুশ্চেত্যাদি বিশদার্থম্ ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—'অণুশ্চ'—ইত্যাদি সূত্রভাষ্য সুবোধ ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এ-স্থলে আর একটি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতেছে যে, সেই মুখ্যপ্রাণ বিভু অথবা অণু? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, তাহাকে বিভুই বলিব, কারণ শ্রুতিতে পাওয়া যায়, প্রাণ এই ত্রিলোকের সমান। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন, সেই মুখ্য প্রাণ অণুই হইবে। ভাষ্যকার বলেন যে উৎক্রান্তি-শ্রুতি-অনুসারে তাহাকে অণুই বলিতে হইবে; কারণ তাহার উৎক্রান্ত্যাদি আছে। বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—"শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২) মৃত্যুর সময়ে প্রাণ দেহ হইতে নির্গত হয়, তাহার সহিত অন্য প্রাণও নির্গত হয় সুতরাং তাহাকে অণু বলিতেই হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তেনৈব সর্ব্বেষু বহির্গতেষু
প্রাণেষু বৎসান্ সুহৃদঃ পরেতান্।

দৃষ্ট্যা স্বয়োত্থাপ্য তদন্বিতঃ পুন-
র্বক্তান্মুকুন্দো ভগবান্ বিনির্যয়ৌ ॥" (ভাঃ ১০।১২।৩২) ॥১৩॥

প্রাণের প্রেরক কে ?

অবতরণিকাভাষ্যম্—সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ একো জাগর্ত্তী-ত্যাদৌ মুখ্যপ্রাণস্য প্রবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। সপ্তেমে লোকা যেষু সঞ্চরন্তি প্রাণা ইত্যাদৌ গৌণপ্রাণানাঞ্চ তত্র তানি সপ্রাণানি। ইন্দ্রিয়াণি স্ব-স্বকার্য্যায় স্বয়ং প্রবর্ত্তেরন্, তৈষাং প্রেরকোঽন্যোঽস্তি ? স চ দেবতাগণো জীবঃ পরো বেতি বীক্ষায়াং স্বয়মেব তানি প্রবর্ত্তেরন্ কার্য্যশক্তিযোগাৎ দেবতাগণো বা তৎপ্রবর্ত্তকোঽস্তু। "অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। জীবো বা তদ্ভোগসাধনত্বা-দিত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সমস্ত বাক্ প্রভৃতি সুষুপ্তিকালে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলে এক প্রাণই জাগিয়া থাকে—সক্রিয় থাকে। ইত্যাদি শ্রুতিতে মুখ্য প্রাণের সক্রিয়ত্ব শ্রুত হইতেছে, আবার দেখা যাইতেছে—এই সপ্ত-লোক, যাহাদের মধ্যে প্রাণ সকল সঞ্চরণ করে ইত্যাদি শ্রুতিতে গৌণ প্রাণগুলি সম্বন্ধেও সপ্তলোকমধ্যে প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়গণ সঞ্চরণ করে, ইহা শ্রুত হয়। সংশয় হইতেছে—ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিজেই প্রবৃত্ত হয়? অথবা অন্য কেহ তাহাদিগকে প্রেরণ করে? এই সংশয়ের উপর, এবং সেই ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ? জীব? না পরমেশ্বর? এই সন্দেহের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন, প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়বর্গ নিজেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিংবা কার্য্যশক্তি-সম্বন্ধবশতঃ দেবতাগণ তাহাদের প্রবর্ত্তক বলিব, যেহেতু তাহার মূলে শ্রুতি রহিয়াছে যথা—'অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ' অগ্নি বাক্‌স্বরূপ হইয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, অথবা জীব উহাদের প্রেরক, কারণ উহারা জীবের ভোগসাধন। এইরূপ পূর্ব্ব পক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—গৌণমুখ্যভেদেন দ্বিবিধা প্রাণা নিরূপিতাঃ। প্রসঙ্গাৎ তেষাং প্রবৃত্তিঃ কিং নিমিত্তেতি প্রসঙ্গসঙ্গত্যা তন্নিরূপণম্। প্রাণাঃ

প্রবর্ত্তন্ত ইত্যেতদ্বোধকম্ দেবগণো জীবগণশ্চ তৎপ্রবর্ত্তক ইত্যেতদ্বোধকং পরমাত্মা সর্ব্বপ্রবর্ত্তক ইত্যেতদ্বোধকঞ্চ বাক্যং দৃষ্টম্। তেষাং বিরোধ-সন্দেহেঽর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে প্রাণপ্রবৃত্তিবোধকে দেবাদিপ্রবর্ত্তকতা-বোধকে চ বাক্যে পরমাত্মপ্রেরিতাস্তে প্রবর্ত্তকা ভবন্তি ইতি ব্যাখ্যানে নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ সুপ্তেষ্বিত্যাদিনা। অগ্নিরিতি। অগ্নের্বাগ্ ভাবস্তদধিষ্ঠাতৃত্বমেব নান্যদসম্ভবাৎ। জীবো বেতি। স যথা মহারাজ ইত্যাদিশ্রুতেরিতিভাবঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—গৌণ-মুখ্যভেদে দুই প্রকার প্রাণ নিরূপিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা কি জন্য? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—প্রসঙ্গ-সঙ্গতি দ্বারা তাহাদের নিরূপণ। একটি বাক্য আছে—প্রাণগুলি স্বয়ং প্রবৃত্ত ইহার বোধক, আর একটি বাক্য আছে—দেবগণ ও জীবগণ ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিজনক—ইহার প্রতিপাদক, অন্য একটি বাক্য আছে,—'পরমেশ্বর সকলের প্রবর্ত্তক' ইহার জ্ঞাপক, অতএব সেই তিনটি বাক্যের বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যখন উহাদের অর্থভেদ আছে, তখন বিরোধ হইবে; ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, প্রাণের স্বতঃপ্রবৃত্তিবোধক বাক্যে এবং দেবতা প্রভৃতির প্রবর্ত্তকতাবোধক বাক্যে যদি ব্যাখ্যা করা যায়, পরমাত্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই প্রাণ ও দেবতা ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক হয়, তবে, কোন বিরোধ নাই; এই অভিপ্রায় লইয়া এই অধিকরণের আরম্ভ 'সুপ্তেষু ইত্যাদি' গ্রন্থ দ্বারা। 'অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা' ইত্যাদি অগ্নির বাক্‌রূপ প্রাপ্তির অর্থ—বাক্যের অধিষ্ঠাতৃত্বই, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। যেহেতু অগ্নির বাক্-রূপতা অসম্ভব। 'জীবো বা তদ্ ভোগসাধনত্বাৎ' ইতি—ইহার তাৎপর্য্য—'সেই জীব মহারাজের মত সকলকে চালনা করে' ইত্যাদি শ্রুতিহেতু।

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণম্

সূত্রম্—জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্মই তাহাদের আদি অধিষ্ঠান অর্থাৎ মুখ্য প্রবর্ত্তক, যেহেতু

'তদামননাৎ' সেই অন্তর্য্যামীর প্রাণ প্রভৃতির প্রবর্ত্তকত্ব শ্রুতিতে পাওয়া যায়। অতএব পূর্ব্বপক্ষীর ঐ আশঙ্কা ঠিক নহে ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। জ্যোতির্ব্রহ্মৈব তেষামাত্মধিষ্ঠানং মুখ্যপ্রবর্ত্তকম্। কর্ত্তরি ল্যুট্। কুতঃ? তদিতি। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে তস্যৈব প্রাণেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বাবগমাৎ। বৃহদারণ্যকে "যঃ প্রাণেষু তিষ্ঠন্ ইত্যাদিষু দেবানাং জীবস্য চ তৎপ্রযোজ্যানামেব প্রযোজকতা ন নিবার্য্যতে। স্বতঃ প্রবৃত্তিস্তু ন ভবেৎ জাড্যাৎ ॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা নিরাসের জন্য প্রযুক্ত। 'জ্যোতির্ব্রহ্মৈব তেষামাত্মধিষ্ঠানং মুখ্যপ্রবর্ত্তকম্' জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মই প্রাণাদির মুখ্য প্রবর্ত্তক। অধিষ্ঠান-শব্দটি অধিকরণ বাচ্যে নিষ্পন্ন হইলে আশ্রয় অর্থ হয়, কিন্তু অধিষ্ঠান কর্ত্তা বুঝায় না, এজন্য এখানে কর্ত্তৃবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়, তাহার অর্থ প্রবর্ত্তক। কি কারণে জ্যোতির্ব্রহ্ম মুখ্য প্রবর্ত্তক? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'তদামননাৎ' অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণে সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মেরই প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তকত্ব যেহেতু অবগত হওয়া যায়। বৃহদারণ্যকে 'যঃ প্রাণেষু তিষ্ঠন্' যিনি প্রাণের মধ্যে থাকেন ইত্যাদি বাক্যে দেব (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা) ও জীবকে যে ইন্দ্রিয়প্রযোজক বলা হইয়াছে, তাহাও সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের প্রযোজ্য হইয়া তাহারা প্রযোজক হয়, ইহাতে ঐ উক্তির কোন অসঙ্গতি নাই কিন্তু প্রাণাদির স্বতঃ-প্রবৃত্তি হইবে না, যেহেতু তাহারা জড়—অচেতন ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—জ্যোতিরাত্মধিষ্ঠানমিতি। তস্যৈবেতি পরমাত্মন ইত্যর্থঃ। তৎপ্রযোজ্যানাং পরমাত্মপ্রেরিতানাম্। স্বতঃপ্রবৃত্তিস্ত্বিতি প্রাণানামিতি বোধ্যম্ ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—'জ্যোতিরাত্মধিষ্ঠানম্' ইত্যাদি সূত্রে তস্যৈব প্রাণেন্দ্রিয়েত্যাদি—তস্যৈব—অর্থাৎ পরমেশ্বরই। 'তৎপ্রযোজ্যানামেব প্রযোজকতা' তৎপ্রযোজ্যানাম্ অর্থাৎ পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত, স্বতঃপ্রবৃত্তিস্তু ইত্যাদি প্রাণের স্বতঃপ্রবৃত্তি (চেষ্টা) এইরূপ জ্ঞাতব্য ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় আর একটি পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইতেছে যে,

ঐ প্রাণের কেহ প্রেরক আছে? অথবা স্বয়ংই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়? যদি কোন প্রেরক স্বীকার করিতে হয়, তাহা কি দেবগণ? জীব? অথবা পরমেশ্বর? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, কার্য্যশক্তিযোগবশতঃ উহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে অথবা দেবগণকেও প্রেরক বলা যাইতে পারে, যেহেতু ঐতরেয়োপনিষদে পাওয়া যায়,—"অগ্নির্ব্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" (ঐ ২।৪) অথবা জীবকেও প্রেরক বলা যায়, যেহেতু উহারা জীবেরই ভোগসাধন করিয়া থাকে। ইহার উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মই মুখ্য প্রবর্ত্তক।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ" ইত্যাদি (বৃঃ ৩।৭।১৬)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ
> সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্মন ইন্দ্রিয়াণি।
> স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজশর্ব্বয়োশ্চ
> স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ ॥" (ভাঃ ১২।৮।৪০)

অর্থাৎ হে বিভো! আপনার প্রেরণাবশতঃ নিখিল প্রাণিগণ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং আমার প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে এবং সেই প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করিয়াই **বাক্**, মনঃ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, তথাপি আপনি ভজনরত পুরুষগণের আত্মবন্ধুস্বরূপ; আমি আপনার কি স্তুতি করিব? ॥ ১৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—জীবস্তু তানি ভোগার্থমধিতিষ্ঠতীত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—জীব কিন্তু সুখ-দুঃখাদি-ভোগের জন্য সেই প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়গুলি অধিকার করিয়া থাকে, এই কথা এই সূত্রে বলিতেছেন—

সূত্রম্—প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—'প্রাণবতা'—প্রাণবিশিষ্ট জীব কর্ত্তৃক প্রাণসহ ইন্দ্রিয়গুলি অধিষ্ঠিত হয়। যেহেতু—'শব্দাৎ'—সেইরূপ শ্রুতি আছে ॥ ১৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রাণবতা জীবেন তানি সপ্রাণানীন্দ্রিয়াণি সংগৃহ্যন্তে ভোগায়। এবং কুতঃ? শব্দাৎ। "স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ত্ততে এবমেবৈষ এতৎপ্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্তত" ইতি তত্রৈব শ্রবণাৎ। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ। পরমাত্মনাধিষ্ঠিতা দেবা জীবাশ্চেন্দ্রিয়াণি অধিতিষ্ঠন্তি। পূর্ব্বে তৎপ্রবর্ত্তনমাত্রায় পরে তু তৈর্ভোগায়। তথৈব তৎসঙ্কল্পাদিতি ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রাণবিশিষ্ট জীব কর্ত্তৃক সেই প্রাণসহ ইন্দ্রিয়বর্গ ভোগের জন্য গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপ উক্তি কি প্রমাণে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি হইতে। যথা—'স যথা মহারাজো···যথা কামং পরিবর্ত্ততে' সেই জীব, যেমন মহারাজ জনপদবাসী লোকদিগকে লইয়া নিজ রাজ্যের মধ্যে ইচ্ছামত প্রবৃত্ত থাকে, এই প্রকারই এই জীবাত্মা এই প্রাণসমুদয় লইয়া নিজ অধিষ্ঠিত শরীর-মধ্যে ইচ্ছামত চেষ্টায় রত থাকে, ইহা সেই শ্রুতিতেই শ্রুত হয়। এ-বিষয়ে ইহাই সিদ্ধান্ত—পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ ও জীব সমুদয় ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ দেবগণ ইন্দ্রিয়বর্গের চালনামাত্র কার্য্যের জন্য এবং শেষোক্ত অর্থাৎ জীব সমুদয় সেই প্রাণদ্বারা ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়কে অধিষ্ঠান করে, সেই প্রকারই পরমেশ্বরের সঙ্কল্পবশতঃ ঘটে ॥ ১৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রাণবতেতি। পূর্ব্বে দেবাঃ। পরে জীবাঃ। তৈঃ প্রাণৈঃ। তৎসঙ্কল্পাৎ পরমাত্মসঙ্কল্পাৎ। নন্থ দেবানামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বে তেষাং তৎসাধ্য-ফলভোগাপত্তিঃ। মৈবম্। যো যদধিতিষ্ঠতি স তৎসাধ্যং ফলং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ব্যাপ্তেঃ সারথ্যাদৌ ব্যভিচারাৎ। নন্বেবং সূর্য্যাদিদেবতানাং চক্ষুরাদীনি কে দেবা অধিতিষ্ঠেয়ুঃ অন্যে সূর্য্যাদয়ঃ ইতি চেন্ন অনবস্থানাৎ প্রমাণাভাবাচ্চ। তস্মান্নারায়ণস্তেষামধিষ্ঠাতেতি বোধ্যম্ ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ—'প্রাণবতা' ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে—'পূর্ব্বে তৎপ্রবর্ত্তন-মাত্রায়েতি' পূর্ব্বে—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণ, 'পরে তু তৈর্ভোগায়েতি' পরে—শেষোক্ত জীবগণ, তৈঃ—প্রাণগুলি দ্বারা। তথৈব তৎসঙ্কল্পাৎ—সেইরূপ পরমে-

শ্বরের সঙ্কল্প থাকায়। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে,—দেবতারা যদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হন, তবে সেই দেবতাদের ইন্দ্রিয়সাধ্য দর্শনাদি ফলভোগ হউক, তাহার উত্তর—না, তাহা হয় না; কারণ যে যাহাকে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে, সে তাহার দ্বারা নিষ্পাদ্য ফলও ভোগ করে, এই ব্যাপ্তির সারথি প্রভৃতিতে ব্যভিচার আছে, অর্থাৎ সারথি রথ অধিষ্ঠান করে, কিন্তু রথসাধ্য দেশান্তর-প্রাপ্তি আরোহীর হয়। অতএব ব্যভিচার-দোষে অনুমান দুষ্ট। প্রশ্ন এই—সূর্য্যাদি দেবতাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ দেবতা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠান করিয়া আছে? যদি বল, অন্য—সূর্য্যাদি, তাহা বলিতে পার না, তাহাতে অনবস্থা-দোষ হয় এবং প্রমাণও নাই। অতএব শ্রীনারায়ণই তাহাদের অধিষ্ঠাতা। ইহাতে আর অনবস্থা নাই। নতুবা চক্ষুরাদির প্রবর্ত্তক অন্য সূর্য্যের যে চালক হইবে, তাহার একটি পরিচালক আবশ্যক, আবার তাহার পরিচালক আবশ্যক, এইরূপ অনবস্থা হইয়া পড়ে ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার আরও বলিতেছেন যে, প্রাণবান্ জীব কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয় সমূহ অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে, ইহা শ্রুতিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকে আছে—"স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ত্তেতৈবমেবৈষ ইত্যাদি" (বৃঃ ২।১।১৮)। পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া দেবগণ ও জীবসমূহ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে। শ্রীরামানুজও বলিয়াছেন—প্রাণযুক্ত জীবের সহিত অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ যে প্রাণে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা সেই পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতেই হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"প্রাণেন্দ্রিয়মনোধর্ম্মানাত্মন্যধ্যস্য নির্গুণঃ।
শেতে কামলবান্ ধ্যায়ন্ মমাহমিতি কর্ম্মকৃৎ ॥"

(ভাঃ ৪।২৯।২৫) ॥ ১৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ন চৈতৎ কদাচিৎ ব্যভিচরতীত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়প্রভৃতির প্রেরণা কখনই ব্যভিচরিত হয় না—

সূত্রম্—তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—যেহেতু পরমাত্মার অধিষ্ঠান নিত্য ॥ ১৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তস্য সর্ব্বকর্ম্মকপরমাত্মাধিষ্ঠানস্য তৎস্বরূপানুবন্ধিত্বেন নিত্যত্বাৎ তৎসঙ্কল্পাদেব তেষামধিষ্ঠাতৃত্বম্। মুখ্যাধিষ্ঠাতৃত্বন্তু তস্যৈবেতি মন্তব্যম্ অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিত্বনিবন্ধন নিত্য। এজন্য তাঁহার সঙ্কল্প হইতেই দেবতাদিগের অধিষ্ঠাতৃত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির পরিচালনা হইয়া থাকে। প্রধান অধিষ্ঠাতৃত্ব কিন্তু সেই পরমেশ্বরেরই, ইহা জানিবে। যেহেতু অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে ইহাই উক্ত আছে ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তস্য চেতি। তেষাং দেবানাম্। তস্যৈব পরমাত্মনঃ। অন্তর্য্যামীতি। তত্রামৃতোঽন্তর্য্যামীত্যস্য নিত্যমন্তর্য্যামীতি ব্যাখ্যানাৎ উক্তব্যাখ্যানং সুষ্ঠু ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ—'তস্য চ নিত্যত্বাৎ' এই সূত্রের ভাষ্যে—'তেষাম্ অধিষ্ঠাতৃত্বম্, ইতি, তেষাম্—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাদিগের। 'মুখ্যাধিষ্ঠাতৃত্বন্তু তস্যৈব' ইতি তস্যৈব—পরমাত্মারই। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাদিতি—'তত্রামৃতোঽন্তর্য্যামী' ইহার ব্যাখ্যা নিত্যই অন্তর্য্যামী—এইরূপ ব্যাখ্যাহেতু কোন অসঙ্গতি নাই এবং ঐ ব্যাখ্যাই সমীচীন ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনায় মুখ্য কর্ত্তৃত্ববিষয়ে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যেহেতু পরমাত্মার অধিষ্ঠান নিত্য, সেইহেতু তাঁহার সঙ্কল্প হইতেই দেবতাগণের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের পরিচালনা হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃরূপে যে দেবগণের কথা পাওয়া যায়, তাহা গৌণ, মুখ্য কর্ত্তৃত্ব পরমাত্মারই। এ-কথা অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত আছে। "যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥" (বৃঃ ৩।৭।১৫)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"জানে ত্বাং সর্ব্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্।
বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্ ॥
ত্বং হি বিশ্বসৃজাং স্রষ্টা সৃষ্টানামপি যচ্চ সৎ।
কালঃ কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাত্মনাম্ ॥

(ভাঃ ১০।৫৬।২৬-২৭) ॥ ১৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ পূর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে বিমর্শান্তরম্। তত্র প্রাণশব্দিতাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রিয়াণ্যুত শ্রেষ্ঠেতরে ইতি সংশয়ে প্রাণশব্দবোধ্যত্বাৎ জীবোপকারিত্বাচ্চ সর্ব্ব ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ে অন্য প্রকার বিচার করা যাইতেছে—তাহাতে সংশয় এই—প্রাণ-শব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত সকল প্রাণ কি ইন্দ্রিয়? অথবা শ্রেষ্ঠ প্রাণ ভিন্ন অন্য প্রাণবর্গ? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, প্রাণ-শব্দদ্বারা বোধ্য হওয়ায় এবং জীবের উপকারী, এজন্য সমস্ত প্রাণই ইন্দ্রিয়—এইরূপ মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথাশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গত্যা গৌণমুখ্যয়োঃ প্রাণয়োর্বিশেষং বক্তুং প্রযততে অথেত্যাদিনা। হন্তাস্যৈবেতি বাক্যং গৌণমুখ্যয়োস্তয়োরনন্যত্বং বোধয়তি। এতস্মাদিতি বাক্যন্তু তয়োরন্যত্বম্। তদেতয়োর্বিরোধসংশয়েঽর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে হন্তাস্যৈবেতি বাক্যে বাগাদীনাং তদধীনবৃত্তিকত্বেন তদনন্যত্বপ্রতিপাদনাদবিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ তত্রেত্যাদিনা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর আশ্রয়াশ্রয়িভাব-সঙ্গতি দ্বারা গৌণ ও মুখ্য উভয় প্রাণের প্রভেদ বলিবার জন্য প্রযত্ন করিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি প্রবন্ধ দ্বারা। 'হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপম্ অসাম' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য গৌণ ও মুখ্য উভয় প্রাণের অভেদ বুঝাইতেছেন, আবার 'এতস্মাজ্ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ' এই শ্রুতিবাক্য উভয়ের ভেদ বলিতেছেন, এমতাবস্থায় উভয় শ্রুতিবাক্যের বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—হাঁ, বিরোধ হইবে। যেহেতু উভয়ের অর্থ বিভিন্ন; সিদ্ধান্ত-

পক্ষী তাহাতে বলেন, 'হন্তাস্যৈব' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বরাধীন বৃত্তিরূপ একধর্ম্ম বশতঃ উভয় প্রাণ অভিন্ন, সুতরাং কোন বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে—তত্র ইত্যাদি প্রবন্ধ দ্বারা এই অধিকরণ আরব্ধ হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়াধিকরণম্

সূত্রম্—ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—প্রাণ-শব্দদ্বারা সংজ্ঞিত সেই প্রাণমাত্রই মুখ্যপ্রাণ ভিন্ন ইন্দ্রিয়-স্বরূপ; প্রাণমাত্রই ইন্দ্রিয় কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'তদ্ব্যপদেশাৎ' 'এতস্মাজ্ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ' ইত্যাদি শ্রুতিতে যেহেতু মুখ্য প্রাণভিন্ন অপর প্রাণে ইন্দ্রিয়ত্ব শ্রুত হইতেছে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রাণ ভিন্ন অন্য-প্রাণে ইন্দ্রিয় শব্দের উল্লেখ আছে ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তে প্রাণশব্দিতাঃ শ্রেষ্ঠেতরে এবেন্দ্রিয়াণি। কুতঃ? তদিতি। এতস্মাদিত্যাদিশ্রুতৌ মুখ্যপ্রাণাদিতরেষু শ্রোত্রাদিম্বিন্দ্রিয়ত্ববচনাৎ। "ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ"ইত্যাদিস্মৃতৌ চ তথা "প্রাণো মুখ্যঃ স, ত্বনিন্দ্রিয়ম্"ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রাণ-শব্দের দ্বারা শব্দিত শ্রেষ্ঠ প্রাণ ভিন্ন প্রাণ-মাত্রই ইন্দ্রিয়। কি হেতু? তদ্ব্যপদেশাৎ ইতি। যেহেতু 'এতস্মাৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে মুখ্য প্রাণ ভিন্ন অপর প্রাণের শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপে পৃথক্ উল্লেখ আছে এবং 'ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও প্রাণ-শব্দের অর্থ দশ ইন্দ্রিয় ও এক মন এই একাদশটি তত্ত্ব। 'তথা প্রাণো মুখ্যঃ স তু অনিন্দ্রিয়মিতি' প্রাণ-শব্দেরবাচ্য সেই মুখ্যপ্রাণ কিন্তু ইন্দ্রিয় নহে, ইহা অন্য শ্রুতি হইতে পাওয়া যাইতেছে ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ত ইন্দ্রিয়াণীতি স্ফুটার্থম্ ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ—ত ইন্দ্রিয়াণি ইত্যাদি সূত্র ও ভাষ্যার্থ সুস্পষ্ট ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ে অন্য প্রকার বিচার উত্থাপিত হইতেছে যে, এ-স্থলে প্রাণ-শব্দ ইন্দ্রিয়মাত্রকে বুঝাইবে? অথবা মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অন্য প্রাণ সমূহকে বুঝাইবে? পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, প্রাণশব্দবোধ্যত্ব এবং জীবের উপকারিতা নিবন্ধন সকল ইন্দ্রিয়কেই প্রাণশব্দে বুঝিতে হইবে। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, প্রাণ শব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত সেই মুখ্য প্রাণ ব্যতীত ইন্দ্রিয় সমূহকেই বুঝাইতেছে; কারণ মুণ্ডক শ্রুতিতে আছে—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মুঃ ২।১।৩) এ-স্থলে মুখ্য প্রাণ ভিন্ন অন্যত্র প্রাণ-শব্দের ব্যপদেশ থাকায় তাহাতেই ইন্দ্রিয়-শব্দের উল্লেখ ধরিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ।
> ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ॥"
>
> (ভাঃ ২।১০।৩) ॥ ১৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু "হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেত্যে-তস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্"ইতি চ বৃহদারণ্যকাৎ মুখ্যপ্রাণস্য বৃত্তি-ভেদানন্যান্ প্রাণানবধারয়ামস্তৎ কথমুক্তব্যবস্থেতি তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—বৃহদারণ্যকে আছে—'হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসাম' ওহে এই প্রাণেরই আমরা সকলে রূপ হইতে পারি, আবার 'অস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্' সব ইন্দ্রিয় এই প্রাণেরই রূপ হইয়াছিল—এই দুইটি বাক্য হইতে আমরা অবগত হইতেছি মুখ্য প্রাণের বৃত্তি-বিশেষ অন্যান্য প্রাণ, তবে কিরূপে উক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ ভেদ-সিদ্ধান্ত হইল? ইহাতে সমাধান করিতেছেন—

সূত্রম্—ভেদশ্রুতেঃ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ ইত্যাদি ভেদ শ্রুত হওয়ায় ইন্দ্রিয় হইতে মুখ্যপ্রাণ অন্য তত্ত্ব ॥ ১৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইতি প্রাণাদিন্দ্রিয়াণাং ভেদশ্রবণাৎ তত্ত্বান্তরাণি তানীত্যর্থঃ। ন চ ভেদশ্রুতের্মনসোঽনিন্দ্রিয়ত্বং শঙ্ক্যম্। "মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি"ইতি "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মীতি চ স্মৃতেঃ" ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'এতস্মাজ্ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ' এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদয় উৎপন্ন হয়, এই শ্রুতিতে প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়ের ভেদ শ্রুত হওয়ায় ইন্দ্রিয় প্রাণ হইতে অন্যতত্ত্ব—ইহাই অর্থ। যদি বল, 'মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ' এই শ্রুতিবাক্যে মনেরও পৃথক্ উল্লেখ থাকায় উহা ইন্দ্রিয় নহে, এই আশঙ্কা করিও না; 'মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি' এই শ্রুতিবাক্যে মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। শ্রীভগবদ্গীতাবাক্যেও 'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি' আমি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন—এই উল্লেখ থাকায় মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়াই জানিবে ॥ ১৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নন্বু হন্তেতি। হন্তেদানীং সর্ব্বে বয়ং বাগাদয়োঽস্যৈব মুখ্যপ্রাণস্য রূপমসামেত্যাশিষং দত্ত্বা তস্যৈব রূপমভবন্নিত্যর্থঃ পূর্ব্বপক্ষে, সিদ্ধান্তে তু তদধীনবৃত্তয়ো বভূবুরিত্যর্থো বোধ্যঃ। ন চ ভেদশ্রুতেরিতি। অন্তরিন্দ্রিয়ত্বাদ্বিশেষাৎ সেত্যর্থো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ—নন্বু হন্তেত্যাদি উহার অর্থ—অহো! আমরা বাক্ প্রভৃতি সকল প্রাণ এই মুখ্য প্রাণের রূপ লাভ করিব—এই প্রার্থনা জানাইলে তাহারা সকলে মুখ্য প্রাণের রূপ হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বপক্ষের স্বপক্ষে অভেদ প্রতিপাদনে প্রমাণ। সিদ্ধান্ত পক্ষে উহার ব্যাখ্যা অন্যপ্রকার যথা—বাক্ প্রভৃতি মুখ্য প্রাণের অধীন বৃত্তিসম্পন্ন হইয়াছিল, অতএব উভয়ের ভেদ আছে। 'ন চ ভেদশ্রুতের্মনসোঽনিন্দ্রিয়ত্বমিতি'—মনের অন্তরিন্দ্রিয়স্বরূপ বিশেষ ধরিয়া পৃথক্ উক্তি হইয়াছে জানিবে ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবংস্তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা ইতি।" (বৃঃ ১।৫।২১) এইরূপ শ্রুতি অবলম্বনে যদি কেহ বলেন যে, মুখ্য প্রাণের বৃত্তিভেদরূপে যদি অন্যান্য প্রাণকে অবধারণ করা যায়,

তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিচার কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন,—উহাদের তত্ত্বান্তর নির্ণয়-প্রসঙ্গে ভেদ-শ্রুতিও পাওয়া যায়।

মুণ্ডকে আছে—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মুঃ২।১।৩); শ্রীগীতাতে পাই,—"মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" (গীঃ ১৫।৭)।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তাঁহার প্রমেয়রত্নাবলীতেও লিখিয়াছেন,—

"প্রাণৈকাধীন-বৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা।
তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তের্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে ॥"
(প্রমেয়রত্নাবলী ৪।৬)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥"
(ভাঃ ১১।৩।৩৫)

অর্থাৎ হে নরেন্দ্র! দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয়, ইহারা যাঁহার বলে সঞ্জীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই পরমাত্মসংজ্ঞক পরমতত্ত্বরূপে জ্ঞাতব্য ॥ ১৮ ॥

সূত্রম্—**বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৯ ॥**

সূত্রার্থ—স্বরূপতঃ ও কার্য্যতঃ বৈসাদৃশ্যহেতুও মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ঐক্য নহে ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সুপ্তৌ প্রাণস্য বৃত্ত্যুপলম্ভো ন তু শ্রোত্রাদীনাম্। তস্য দেহেন্দ্রিয়ধারণং তেষান্তু জ্ঞানকর্ম্মসাধনত্বমিতি স্বরূপতঃ কার্য্যতশ্চ বৈসাদৃশ্যাৎ তানি তথা। মুখ্যপ্রাণরূপতা চৈষাং তদধীনবৃত্তিকত্বাদিনা ব্যপদিশ্যতে যথা ব্রহ্মরূপতা জীবানাম্ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সুষুপ্তিকালে মুখ্য প্রাণের বৃত্তি (চেষ্টা) উপলব্ধ হয়, কিন্তু শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয়ের তাহা হয় না, মুখ্য প্রাণ দেহ ও ইন্দ্রিয়কে ধারণ করে, আর ইন্দ্রিয়বর্গের জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধন হয়, এই প্রকারে স্বরূপতঃ ও কার্য্যতঃ এই বৈসাদৃশ্য (সাদৃশ্যাভাব বা বিরুদ্ধ ধর্ম্ম) থাকায় ইন্দ্রিয়গুলি মুখ্য প্রাণস্বরূপ নহে, পদার্থান্তর। তবে যে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে মুখ্য প্রাণস্বরূপ বলা হইয়াছে,

উহা মুখ্যপ্রাণের অধীন বৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া, যেমন জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা উক্তি ব্রহ্মাধীনবৃত্তিমত্ত্ব-নিবন্ধন ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বৈলক্ষণ্যাদিতি। তথেতি তত্ত্বান্তরাণীত্যর্থঃ। এষামিতি বাগাদীনাম্ ॥ ১৯ ॥

টীকানুবাদ—'বৈলক্ষণ্যাৎ' এই সূত্রের ভাষ্যে 'বৈসাদৃশ্যাৎ তানি তথা ইতি' তথা অর্থাৎ—অন্য তত্ত্ব। 'মুখ্যপ্রাণরূপতা চৈষাম্ ইতি' এষাম—বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে অন্য একটি হেতুও দেখাইতেছেন যে, স্বরূপতঃ ও কার্য্যতঃ বৈলক্ষণ্যবশতঃও মুখ্য প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়গণের পার্থক্য অবগত হওয়া যায়। এ-বিষয়ে ভাষ্যকার যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে
কূটস্থ আশয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ ॥" (ভাঃ ১১।৩।৩৯) ॥ ১৯ ॥

ব্যষ্টিসৃষ্টির বিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—ভূতেন্দ্রিয়াদিসমষ্টিসৃষ্টির্জীবকর্ত্তৃতা চ পরস্মাদিত্যুক্তম্। ইদানীং ব্যষ্টিসৃষ্টিঃ কস্মাদিতি পরীক্ষ্যতে। ছান্দোগ্যে তেজোঽবন্নসৃষ্টিমভিধায় উপদিশ্যতে—"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি। সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ" ইতি। ইহ নামরূপব্যাক্রিয়া জীবকর্ত্তৃকা স্যাদুতেশকর্ত্তৃকেতি বিচিকিৎসায়াং জীবকর্ত্তৃকেতি

প্রাপ্তম্। অনেন জীবেন প্রবিশ্য ব্যাকরবাণীতি তথা প্রত্যয়াৎ। ন চ সহার্থেয়ং তৃতীয়া, সম্ভবন্ত্যাং কারকবিভক্ত্যামুপপদবিভক্তের-ন্যায্যত্বাৎ। ন চ করণার্থা, সত্যসঙ্কল্পেশ্বরকার্য্যে জীবস্য সাধকতমত্বাভাবাৎ। ন চ প্রবেশো জীবকর্ত্তৃকোঽস্তু ব্যাক্রিয়া ত্বীশ্বরকর্ত্তৃকা, ক্ত্বাপ্রত্যয়েনৈককর্ত্তৃকত্ববোধনাৎ। ন চৈতস্মিন্ পক্ষে ব্যাকরবাণীত্যুত্তমপুরুষানুপপত্তিঃ, চারেণানুপ্রবিশ্য পরসৈন্যং সঙ্কলয়ানীতিবদুপপত্তেঃ। ন চৈতৎ কপোলকল্পনং বিরিঞ্চো বা ইদং বিরেচয়তি বিদধাতি ব্রহ্মা বাব বিরিঞ্চ এতস্মাদ্ধীমে রূপনামনীতি শ্রুত্যন্তরাৎ। নামরূপঞ্চ ভূতানামিত্যাদিস্মরণাচ্চ। তস্মাৎ জীবকর্ত্তৃকা সেতি প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ইতঃপূর্ব্বে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের ও ইন্দ্রিয়াদি সমষ্টির সৃষ্টি এবং জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বর হইতে হইয়া থাকে, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে ব্যষ্টির সৃষ্টি কাহা হইতে ইহা পরীক্ষিত হইতেছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে অগ্নি, জল ও অন্নের সৃষ্টি বলিয়া কথিত হইতেছে, যথা—'সেয়ং দেবতৈক্ষত…ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ' ইহার অর্থ—সেই স্রষ্ট অগ্নি, জল, অন্নও অসৎ শব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত ব্রহ্মদেবতা ধ্যান (সঙ্কল্প) করিলেন, ওহে! আমি এই তিন দেবতার অর্থাৎ দ্যোতমান অগ্নি, জল ও পৃথিবীর মধ্যে এই জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া নাম-রূপ অভিব্যক্ত করিব। সেই সকল অগ্নি প্রভৃতি তিন দেবতার এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ অর্থাৎ তিন তিন রূপদ্বারা তিন তিন প্রকার করিব, এই সঙ্কল্পের পর সেই এই ব্রহ্মদেবতা (পরমেশ্বর) অগ্নি প্রভৃতি এই তিন দেবতাকে এই জীবশক্তি-বিশিষ্ট স্ব-স্বরূপে তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের অভিব্যক্তি করিলেন এবং সেই এই অগ্নি প্রভৃতি তিন তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিলেন, এই ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ধৃত শ্রুতিতে অভিহিত নামরূপের অভিব্যক্তি কি জীব কর্ত্তৃক অথবা পরমেশ্বরকর্ত্তৃক? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, উহা জীবকর্ত্তৃক বুঝাইয়াছে, কারণ 'জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য ব্যাকরবাণি' জীবাত্মরূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নামরূপ অভিব্যক্ত করিব এই সঙ্কল্প হেতু বুঝাইতেছে। যদি বল, 'অনেন জীবেন' এই জীব-শব্দের

উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি, কর্তৃ অর্থে নহে অর্থাৎ জীব কর্তৃক প্রবেশ ও নাম-রূপের প্রকাশ এইরূপ অর্থ নহে, কিন্তু সহার্থে তৃতীয়া অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মা প্রবেশ করিয়া নামরূপাভিব্যক্তি করিয়াছেন, এইরূপ অর্থ। ইহা বলিতে পার না, যেহেতু সহার্থে তৃতীয়া উপপদ বিভক্তি, অর্থাৎ 'সহ' এই অধ্যাহৃত উপপদ-যোগে বিভক্তি, আর কর্ত্তায় তৃতীয়া কারক-বিভক্তি, যেখানে কারক-বিভক্তি সম্ভব হয়, তথায় উপপদ-বিভক্তি অসঙ্গত, বৈয়াকরণদের মতে 'উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্গরীয়সী' উপপদ-বিভক্তি হইতে কারকবিভক্তি প্রবল। সঙ্গতি-রক্ষণার্থ যদি বল, 'জীবেন' এই পদে করণে তৃতীয়া বলিব অর্থাৎ জীবের দ্বারা বা জীব-সাহায্যে প্রবেশ করিয়া এইরূপে সঙ্গতি করিব, তাহাও নহে, সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বরের কার্য্যে জীব প্রধান উপকারক বা সহায় হইতে পারে না। কথাটি এই—যাঁহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত সৃষ্টি হইতেছে, তাঁহার কার্য্যে অন্যের অপেক্ষা থাকিতে পারে না। ইহাতে যদি পুনশ্চ শঙ্কা কর যে, প্রবেশ-ক্রিয়ায় জীব কর্ত্তা হউক কিন্তু নামরূপাভিব্যক্তিতে পরমেশ্বরকে কর্ত্তা বলিব, ইহাও সঙ্গত কথা নহে, যেহেতু উভয় ক্রিয়ার এক কর্ত্তা হইলে ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হয়, এইরূপ বৈয়াকরণানুশাসন আছে, যদি এখানে প্রবেশ-ক্রিয়ার কর্ত্তা জীব ও ব্যাকৃতি ক্রিয়ার কর্ত্তা পরমেশ্বর হন, তবে বিভিন্ন কর্তৃকত্ববশতঃ ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ের অনুপপত্তি হইবে। যদি বল, 'জীবেন' কর্ত্তায় তৃতীয়া হইলে 'ব্যাকরবাণি' ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষ প্রয়োগ অসঙ্গত, তাহাও নহে 'চারেণানুপ্রবিশ্য পরসৈন্যং সঙ্কলয়ামি' গুপ্তচর কর্তৃক শত্রু-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আমি শত্রু সৈন্যের গণনা করিব' ইত্যাদি বাক্যের মত উপপত্তি হইবে। আর ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিতও নহে, যেহেতু অন্য শ্রুতি আছে—'বিরিঞ্চো বা···রূপনামনী ইতি, ব্রহ্মা (পদ্মযোনি)ই এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে সৃষ্টি করেন, পালন করেন, ব্রহ্মাই বিরিঞ্চি-পদের অভিধেয়, এই বিরিঞ্চ হইতেই এই নামরূপ অভিব্যক্ত। স্মৃতিবাক্যও আছে, যথা—'নামরূপঞ্চ ভূতানাম্' ইত্যাদি সেই বিরিঞ্চ সমস্ত বস্তুর নামরূপ ব্যক্ত করিলেন। অতএব জীব কর্তৃকই সৃষ্টি বলিব, পূর্ব্বপক্ষীর এই মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নামরূপভেদাদিন্দ্রিয়প্রাণয়োর্ভেদ ইতি পূর্ব্ব-

মুক্তম্। তৎপ্রসঙ্গান্নামরূপব্যাক্রিয়া কিংকর্তৃকেতি প্রসঙ্গসঙ্গত্যারভ্যতে। ভূতেন্দ্রিয়াদীতি। প্রধানাদিপৃথিব্যন্তানাং প্রাণানাঞ্চ সৃষ্টিঃ সাক্ষাৎ পরেশাদিতি তদভিধানাদিত্যনেন নির্ণীতম্। তত্রাত্রিবৃৎকৃতভূতসৃষ্টিস্তদ্ধেতুকেতি নিঃসন্দে-হমবগতম্। অথ ত্রিবৃৎকৃতভূতভৌতিকোৎপাদনে শ্রুতিবিরোধো নিরস্যঃ। তথাহি আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতেতি বাক্যং তদ্ব্যাক্রিয়াং পরেশহেতুকামাহ হন্তাহমিতি বাক্যন্ত জীবহেতুকাম্। অনেন জীবেনানুপ্রবিশ্য ব্যাকরবাণীত্যুক্তেস্তথৈবার্থাবভাসাৎ। চারেণ পরসৈন্যং প্রবিশ্য সঙ্কলয়ামীত্যত্র রাজ্ঞঃ সাক্ষাৎ সঙ্কলনকর্তৃত্বং ন প্রতীতম্ কিন্তু চারস্যৈবেতি। কিঞ্চ বিরিঞ্চো বেতি গোপবনশ্রুত্যাপ্যেতৎ পরিপুষ্টং তস্মাজ্জীবকর্তৃকা সেতি। ইত্থমেতয়োর্বিরোধসংশয়ে অর্থভেদাৎ বিরোধস্য প্রাপ্তৌ হন্তাহমিত্যাদিবাক্য-যুগ্মেঽপি বক্ষ্যমাণরীত্যা পরেশকর্তৃকতয়া তস্য ব্যাখ্যানাদবিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ কস্মাদিতি। চতুর্ম্মুখাখ্যাৎ জীববিশেষাৎ পরেশাৎ বেত্যর্থঃ। সেয়মিতি। সা সৃষ্টতেজোঽবন্নাসচ্ছব্দিতা ব্রহ্মদেবতা পুনরৈক্ষত। অত্রিবৃৎকৃতৈস্তৈস্তেজোঽবন্নৈর্ভূতৈর্ব্যবহারাসিদ্ধিং বীক্ষ্য ত্রিবৃৎকৃতৈস্তৈর্ব্যবহারার্হ-ভূতভৌতিকোৎপাদনায় পুনর্বিচারয়াঞ্চকারেত্যর্থঃ। ঈক্ষাপ্রকারমাহ হন্তে-ত্যাদিনা। ইমাস্তিস্রো দেবতা দ্যোতমানানি তেজোঽবন্নানি অনেন জীবেন জীবশক্তিমতা তদ্ব্যাপিনা বাত্মনা স্বেনৈবাহমনুপ্রবিশ্য ত্রিবৃতমিতি ত্রিভীরূপৈ-র্বৃৎ বর্ত্তনং যস্যাস্তাম্ ইত্যেবং বিচার্য্যাত্মনৈব তাঃ প্রবিশ্য তাসামেকৈকাং তথা কৃতবানিত্যর্থঃ। ইহেতি। নামরূপয়োঃ সংজ্ঞামূর্ত্ত্যোর্ব্যাক্রিয়া নির্ম্মিতিঃ। অনেনেতি। অত্র জীবকর্তৃকে প্রবেশব্যাকরণে প্রতীতে চারেণ প্রবিশ্যে-ত্যাদিবাক্যে প্রবেশসঙ্কলনে যথা চারকর্তৃকে। ন চেতি। অনেন জীবেনেতি তৃতীয়া সহার্থা ন মন্তব্যা। তত্র হেতুঃ সম্ভবন্ত্যামিতি। যদুক্তম্— উপপদ-বিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সীতি। ন চ করণার্থেতি। সাধকতমং করণমিতি করণলক্ষণং পাণিনিনা সূত্রম্। তাদৃশকরণতয়া জীবেঽঙ্গীকৃতে হরেঃ সত্যসঙ্কল্পত্বং ব্যাহন্যেতেত্যর্থঃ। ক্ত্বাপ্রত্যয়েনেতি। সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে ইতি পাণিনিসূত্রম্। এককর্তৃকয়োর্ধাত্বর্থয়োঃ পূর্ব্বকালে বর্ত্তমানাৎ ধাতোঃ ক্ত্বা স্যাদিতি তদর্থঃ। তথাচ ব্যাকরণবিরোধাপত্তিরিতিভাবঃ। ন চৈত-স্মিন্নিতি। এতস্মিন্ জীবকর্তৃত্বপক্ষে করবাণীতি কথমুত্তমপুরুষঃ তস্যাস্মদ্যুপ-পদে প্রয়োগাদিতি ন চ বাচ্যম্। তত্র হেতুশ্চারেণেতি। তত্রানুপ্রবেশ-

সঙ্কলনে চারকর্তৃকে এব রাজন্যপচরিতে তথা জীবকর্তৃকে এব তে হরাবুপ-চরিতব্যে ইত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নাম ও রূপভেদবশতঃ ইন্দ্রিয় ও প্রাণের প্রভেদ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে নামরূপের অভি-ব্যক্তির কর্ত্তা কে? এই প্রশ্নাত্মক প্রসঙ্গসঙ্গতি-অনুসারে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে—'ভূতেন্দ্রিয়াদি' ইত্যাদি—প্রধান হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্বের ও প্রাণসমূহেরই সৃষ্টি সাক্ষাৎ (সোজাসুজি) পরমেশ্বর হইতে ইহা 'তদভিধ্যানা-দিত্যাদি' গ্রন্থদ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তাহাতে অত্রিবৃৎকৃত ভূত-সৃষ্টি সেই পরমেশ্বর হইতে, ইহা নিঃসন্দেহে জানা গিয়াছে। অতঃপর ত্রিবৃৎ-কৃত ভূত ও ভৌতিক সৃষ্টি-বিষয়ে যে শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও নিরাস করা কর্ত্তব্য। তাহার প্রকার দেখান হইতেছে—'আকাশো-হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা' এই বাক্যটি সেই নামরূপাভিব্যক্তি পর-মেশ্বর হইতে ইহা বলিতেছে আবার 'হন্তাহং' ইত্যাদি বাক্য জীবকে ব্যাক্রিয়ার হেতু বলিতেছে যেহেতু তাহাতে 'অনেন জীবেনানুপ্রবিশ্য ব্যাকরবাণি,—আমি এই জীবরূপে পাঞ্চভৌতিক দেহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ ব্যাকৃত করিব, এইরূপ উক্তি থাকায় জীব কর্তৃক ব্যাকৃতিরূপ অর্থ প্রকাশ পাইতেছে; যেমন রাজা মনে করেন—আমি চরদ্বারা শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্য সঙ্কলন করিব। এই কথায় রাজার সাক্ষাদ্‌ভাবে সঙ্কলন কর্তৃত্ব প্রতীত হয় না কিন্তু চরেরই। আর এক কথা—'বিরিঞ্চোবা' ইত্যাদি গোপবনশ্রুতি দ্বারা এই মত পরিপুষ্ট হইতেছে, অতএব জীব কর্তৃক নামরূপব্যাক্রিয়া, এইরূপে এই দুই মতের বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যখন উভয় শ্রুতির অর্থ বিভিন্ন তখন বিরোধ হইবেই ; ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন 'হন্তাহম্' ইত্যাদি বাক্যদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা করা হইবে, তদনুসারে পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি—এইরূপ ব্যাখ্যান হেতু আর বিরোধ নাই। এই অভিপ্রায় লইয়া এই অধিকরণের আরম্ভ। 'কস্মাদিতি পরীক্ষ্যতে' ইতি ভাষ্য—চতুর্মুখ নামক (ব্রহ্মা) জীব-বিশেষ হইতে অথবা পরমেশ্বর হইতে ব্যষ্টি-সৃষ্টি, ইহা পরীক্ষিত হইতেছে। 'সেয়ং দেবতৈক্ষত' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—সা—সেই সৃষ্ট অগ্নি, জল, পৃথিবীও অসৎ-শব্দে সংজ্ঞিত ব্রহ্মদেবতা, আবার সঙ্কল্প (ধ্যান) করিলেন, পূর্ব্ব-

বর্ণিত ত্রিবৃৎকরণশূন্য অগ্নি, জল, পৃথিবীরূপ ভূতদ্বারা লৌকিক ব্যবহারের অসিদ্ধি দেখিয়া ত্রিবৃৎকৃত সেই সমস্ত ভূত দ্বারা ব্যবহারোপযোগী ভূত ও ভৌতিক উৎপাদনের জন্য আবার বিচার করিলেন। কি ভাবে ঈক্ষণ অর্থাৎ বিচার করিলেন তাহা 'হন্ত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা বলিতেছেন। 'ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ' দেবতা অর্থাৎ দ্যোতনবিশিষ্ট চৈতন্যময়, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই তিনটি, অনেন জীবেন—জীবশক্তিবিশিষ্ট আত্মা দ্বারা অথবা জীবব্যাপী স্ব-স্বরূপ দ্বারা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সকল দেবতাকে ত্রিবৃৎ—অর্থাৎ তিন আকারে যাহাদের বৃৎ—বর্ত্তন—কার্য্যকারিতা হয়—এইরূপ বিচার করিয়া স্বয়ং তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নি, জল, পৃথিবী প্রত্যেকটিকে ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্রিরূপসম্পন্ন সেইরূপে করিলেন। 'ইহ নামরূপব্যাক্রিয়া ইতি'—এ-বিষয়ে সংজ্ঞামূর্ত্তির অর্থাৎ নাম ও রূপের ব্যাক্রিয়া—নির্ম্মিতি, 'অনেন জীবেন ইতি'—এই বাক্যে জীবকর্তৃক ভূতত্রয়ের মধ্যে প্রবেশ ও নির্ম্মিতি অবগত হওয়া যাইতেছে। 'চারেণ প্রবিশ্য' ইত্যাদি বাক্যে যেমন রাজার চর কর্তৃক পররাজ্যে প্রবেশ ও সৈন্য গণনা প্রতীত হইতেছে, সেইরূপ। 'ন চ সহার্থেয়ং তৃতীয়া ইতি'—জীবেন এই পদে সহার্থে তৃতীয়া বলা যায় না, যেহেতু কারকবিভক্তি সম্ভব হইলে উপপদবিভক্তি ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণ অনুশাসন আছে, উপপদ-বিভক্তি হইতে কারকবিভক্তি প্রবলা। করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তিও বলা চলে না। যেহেতু মহর্ষি পাণিনি 'সাধকতমং করণম্' এইরূপ করণ-লক্ষণ করিয়াছেন, যদি জীবকে তাঁহার সাধকতম করণরূপে স্বীকার কর, তবে শ্রীহরির সত্যসঙ্কল্পত্ব ব্যাহত হয়। ক্ত্বা-প্রত্যয়েনেতি 'সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে' দুইটি ক্রিয়ার এক কর্ত্তা হইলে পূর্ব্বক্রিয়ার আনন্তর্য্যস্থলে প্রথম ক্রিয়াবাচক ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হয়, এইরূপ পাণিনি সূত্র থাকায় ব্যাকরণ-ক্রিয়ার কর্ত্তায় (ঈশ্বরে) উত্তম পুরুষের প্রয়োগের অনুপপত্তি, যেহেতু প্রবেশ ক্রিয়ার কর্ত্তা জীব অতএব ক্ত্বা-প্রত্যয়ের অনুরোধে তাহাকেই ব্যাকরণ-ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিতে হইবে, কিন্তু তাহা হইলে প্রথম পুরুষে প্রয়োগ হইয়া পড়ে। যদি বল, জীবকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ধাতুতে উত্তম পুরুষের প্রয়োগ অসঙ্গত, কেননা অস্মৎ-শব্দ উপপদ থাকিলেই উত্তম পুরুষের বিধান আছে, ইহাও বলিতে পার না, সে-বিষয়ে কারণ—'চারেণানুপ্রবিশ্যেত্যাদি' রাজা

চরকর্ত্তৃক পরসৈন্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুসৈন্য গণনা করিতেছেন, এই বাক্যে যেমন উত্তম পুরুষের উপপত্তি, সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ তথায় যেমন চরকর্ত্তৃকই প্রবেশ ও সঙ্কলন রাজাতে আরোপিত, সেইপ্রকার জীবকর্ত্তৃকই সেই প্রবেশ ও ব্যাকৃতি শ্রীহরিতে আরোপিত বলিব, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর তাৎপর্য্য।

সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্ত্যধিকরণম্

সূত্রম্—সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—নাম ও রূপের সৃষ্টি ত্রিবৃৎকারী পরমেশ্বরেরই কার্য্য জীবের নহে, যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ উপদিষ্ট আছে ॥ ২০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তুশব্দাদাক্ষেপো ব্যাবৃত্তঃ। সংজ্ঞামূর্ত্তী নামরূপে তয়োঃ কৢপ্তির্ব্যাক্রিয়া ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ পরমেশ্বরস্যৈব কর্ম্ম ন তু জীবস্য। কুতঃ? উপদেশাৎ। তস্যৈব তৎকৢপ্তিনিগদাৎ। ত্রিবৃৎকরণনামরূপব্যাকরণয়োরেককর্ত্তৃকত্বেনোক্তেরিত্যর্থঃ। ত্রিবৃৎকরণঞ্চোক্তম্—ত্রীণ্যেকৈকং দ্বিধা কুর্য্যাৎ ত্র্যর্দ্ধানি বিভজেদ্দ্বিধা। তত্তন্মুখ্যার্দ্ধমুৎসৃজ্য যোজয়েচ্চ ত্রিরূপতা। পঞ্চীকরণস্যোপলক্ষণমেতৎ। ন চ ত্রিবৃৎকৃতিশ্চতুর্ম্মুখস্য শক্যা বক্তুম্। ত্রিবৃৎকৃততেজোঽবন্ননির্ম্মিতাণ্ডমধ্যজাতত্বাৎ তস্য। তথাচ স্মৃতিঃ। তস্মিন্নণ্ডেঽভবদ্ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহ ইত্যাদ্যা। তস্মাৎ সেয়মিত্যত্র নামরূপব্যাকৃতিত্রিবৃৎকৃত্যোরেককর্ত্তৃকত্বং বিবক্ষিতং ন তু পৌর্ব্বাপর্য্যম্ অর্থক্রমেণ পাঠক্রমস্য বাধাৎ। পূর্ব্বা ত্রিবৃৎকৃতিরুত্তরা তু নামরূপব্যাকৃতিরিতি। ন চাত্রিবৃৎকৃতৈস্তেজোঽবন্নৈরণ্ডোৎপত্তিঃ, অত্রিবৃতাং তেষাং তত্রাসামর্থ্যাৎ। তথাহি স্মৃতিঃ। "যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ। যদায়তননির্ম্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম। তদা সংহত্য চান্যোন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ। সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদ"

ইত্যাদ্যা। ইহ পঞ্চীকরণমুক্তম্। তচ্চেত্থং বোধ্যম্। বিভজ্য দ্বিধা পঞ্চভূতানি দেবস্তদর্দ্ধানি পঞ্চাব্ধিভাগানি কৃত্বা তদন্যেষু মুখ্যেষু ভাগেষু তত্তন্ নিযুঞ্জন্ স পঞ্চীকৃতিং পশ্যতি স্ম। অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়ত ইত্যাদৌ তু পৃথিব্যাদেরেকৈকস্য ত্রেধা পরিণামো বর্ণ্যতে ন তু ত্রিবৃৎকৃতিঃ। ন চানেন জীবেনেতি জীবস্য নামরূপনির্ম্মাতৃত্বং বোধয়েদিতি বাচ্যম্। আত্মনা জীবেনেতি সামানাধিকরণ্যেন জীবশক্তিমতস্তদ্ব্যাপিনো ব্রহ্মণ এব তত্ত্বাভিধানাৎ। এতেন বিরিঞ্চো বা ইত্যাদিকং ব্যাখ্যাতম্। এবঞ্চ প্রবিশ্যোত্তমপুরুষয়োরকষ্টতা মুখ্যার্থতা চ স্যাৎ। তথাচ প্রবেশব্যাকরণয়োরেককর্ত্তৃকতা চ। তস্মাদীশকর্ত্তৃকৈব তদ্ব্যাকৃতিঃ। "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে" ইতি তৈত্তিরীয়কাচ্চ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দ পূর্ব্বপক্ষীর আক্ষেপের সমাধানার্থ প্রযুক্ত। সংজ্ঞামূর্ত্তী—অর্থাৎ নাম ও রূপ, তাহাদের কৢপ্তি অর্থাৎ ব্যাক্রিয়া—অভিব্যক্তি অগ্নি প্রভৃতির ত্রিবৃৎকারী পরমেশ্বরেরই কার্য্য, জীবের নহে। কি হেতু? উপদেশাৎ। যেহেতু শ্রুতিতে সেই পরমেশ্বরেরই এইরূপই নামরূপ ব্যাক্রিয়ার উক্তি আছে। অর্থাৎ ত্রিবৃৎ-করণ, নামরূপ-ব্যাক্রিয়া এই দুইটির একই কর্ত্তা ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় দ্বারা কথিত হইয়াছে। ত্রিবৃৎ-ক্রিয়া কি প্রকার, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে যথা—অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই তিনটি ভূতকে লইয়া তন্মধ্যে এক একটিকে প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিবে, পরে একস্থানে অর্দ্ধতিন ভাগগুলি রাখিয়া দ্বিতীয় তিন অর্দ্ধগুলির প্রত্যেককে দুইভাগ করতঃ তাহাদের মুখ্যার্দ্ধ এক এক ভাগ ছাড়িয়া অন্য অর্দ্ধাংশদ্বয় তাহাদের সহিত একত্র যোগ করিলে ত্রিবৃৎকরণ সিদ্ধ হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ দেখাইতেছি—পৃথিবীকে প্রথমে দুইভাগ করিয়া তাহাদের এক অর্দ্ধাংশকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার সহিত ঐ অর্দ্ধাংশ লইয়া ঐরূপ প্রক্রিয়ায় নিষ্পন্ন জলীয় এক অর্দ্ধাংশের অর্দ্ধাংশ যোগ করিবে এবং আগ্নেয় ঐরূপ অর্দ্ধাংশের অর্দ্ধাংশ পূর্ব্বে পৃথক্ ভাবে স্থাপিত পৃথিবীর অর্দ্ধাংশে যোজনা করিলে পৃথিবী ত্রিবৃৎ হইবে। পৃথিবীর

যে অগৃহীত দুই অর্দ্ধাংশের অর্দ্ধাংশ, তাহা জলে ও অগ্নির অর্দ্ধাংশে যোগ করিলে ত্রিবৃৎতেজ হইবে, এই প্রকার জলের সম্বন্ধেও জানিবে। ফলতঃ পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ ও জল এবং অগ্নির এক এক পাদ যোগে ত্রিবৃৎ পৃথিবী, এইরূপ অগ্নি ও জল ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে। পঞ্চীকরণও এইভাবে জ্ঞাতব্য। এই ত্রিবৃৎকরণ চতুর্মুখ ব্রহ্মাকর্তৃক হওয়া বলিতে পারা যায় না। কারণ ত্রিবৃৎকৃত অগ্নি, জল ও অন্ন (পৃথিবী) নির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সেই বিরিঞ্চের উৎপত্তি শ্রুত আছে। যথা স্মৃতিবাক্য—'তস্মিন্নণ্ডেঽভবদ্‌ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ' ইত্যাদি, সেই ত্রিবৃৎকৃত অগ্নি, জল, পৃথিবী-নির্ম্মিত অণ্ড-মধ্যে সর্ব্বলোক-স্রষ্টা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব সিদ্ধান্ত এই—'সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত নামরূপব্যাকৃতি ও ত্রিবৃৎকরণ এই উভয়ের একই কর্ত্তা, ইহাই ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ের দ্বারা বিবক্ষিত, কিন্তু উভয় ক্রিয়ার পৌর্ব্বাপর্য্য নহে। যদিও শাব্দক্রমে তাহাই পাওয়া যায়, তাহা হইলেও শাব্দক্রম হইতে আর্থক্রমের বলবত্তাহেতু শাব্দক্রমের বাধই হইবে। ফলে প্রথমে ত্রিবৃৎকরণ পরে নামরূপ প্রকাশ—ইহাই দাঁড়াইল। এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশে যুক্তিও আছে, যথা—অত্রিবৃৎকৃত অগ্নি, জল, পৃথিবী দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ ত্রিবৃৎরহিত অগ্নি, জল, পৃথিবীর ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণে সামর্থ্যই নাই। সেই কথা শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে যথা—'যদৈতেঽসঙ্গতাভাবা…সসৃজুর্হ্যদঃ।' শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মবিৎ-প্রধান উদ্ধব! যখন এই পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, মন ও সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ শরীর নির্ম্মাণে সমর্থ হইল না, তখন তাহারা শ্রীভগবানের শক্তি-দ্বারা প্রেরিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল। (পঞ্চীকরণ প্রকারে) এবং প্রধান ও গুণভাব প্রাপ্ত হইয়াই বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছিল, ইত্যাদি। ইহাকে পঞ্চীকরণ বলা হইয়াছে। তাহা এই জানিবে, যথা—আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতের প্রত্যেকটিকে সেই শ্রীহরি প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সেই পাঁচটি অর্দ্ধাংশকে একদিকে পৃথক্ রাখিলেন, আর অপর পাঁচটি অর্দ্ধাংশ অন্য স্থানে রাখিলেন। পরে—দ্বিধা বিভক্ত সেই পঞ্চভূতের পাঁচ খণ্ডকে পুনরায় প্রত্যেককে চারি খণ্ডে বিভক্ত করিলেন, অতঃপর চতুর্ধা বিভক্ত সেই পাঁচটি অর্দ্ধের এক একটি অংশ লইয়া মুখ্য অর্দ্ধাংশে (মুখ্য অর্দ্ধে) যোগ করিয়া সেই দেব (শ্রীহরি) পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ দেখিলেন।

'ভক্ষিত অন্নকে তিনভাগে রাখা হয়' ইত্যাদি বাক্যে কিন্তু পৃথিবী প্রভৃতির প্রত্যেকের তিন প্রকার পরিণাম বর্ণিত হইতেছে, ত্রিবৃৎকরণ নহে। আপত্তি—যদি বল, 'অনেন জীবেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা জীবের নামরূপ-কর্তৃত্ব বুঝাইতেছে, তাহা বলিতে পার না; যেহেতু 'আত্মনা জীবেন' এইরূপ উল্লেখ থাকায় উভয়ের সামানাধিকরণ্য বুঝাইতেছে, তাহাতে জীবশক্তিমান্ সেই জীবব্যাপক ব্রহ্মেরই নামরূপ-কর্তৃত্ব বলা হইতেছে। ইহা দ্বারা 'বিরিঞ্চো বা' ব্রহ্মা—পদ্মযোনি নামরূপ ব্যাকৃতি করিয়াছেন, ইত্যাদি বাক্যও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ বিরিঞ্চ-শক্তিমান্ পরমেশ্বর নামরূপ ব্যক্ত করিলেন, এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সমস্ত বিরোধ মীমাংসিত হইল। এইরূপ ব্যাখ্যা হইলে 'প্রবিশ্য' প্রবেশ ক্রিয়া ও 'নামরূপে ব্যাকরবাণি' এই উত্তম পুরুষের প্রয়োগে কোন কষ্ট কল্পনা আর নাই এবং মুখ্যার্থতাও রক্ষিত হইল। সেই প্রকার প্রবেশ ক্রিয়া ও ব্যাকৃতি-ক্রিয়ার এককর্তৃকতাও থাকিল। অতএব সিদ্ধান্ত এই—পরমেশ্বর কর্তৃকই নামরূপের ব্যাকৃতি—অভিব্যক্তি। তৈত্তিরীয়োপনিষদেও এই প্রকার আছে যথা—'সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য…যদাস্তে'। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি সমস্তরূপ অর্থাৎ দেবতা, মনুষ্য, তির্য্যক্ প্রভৃতির শরীর নির্ম্মাণ করিয়া এবং তাহাদের নাম স্থাপন করিয়া অর্থাৎ নামরূপ বিশিষ্ট শরীর সমূহ সৃষ্টি করিয়া সেই নিজ অংশস্বরূপ জীব দ্বারা বাক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সংজ্ঞেতি। ত্রিবৃৎ তেজোঽবন্নানাং ত্রৈরূপ্যেণ বর্ত্তনং তৎ কুর্ব্বতো হরেরিত্যর্থঃ। ত্রীণ্যেকৈকমিত্যস্যার্থঃ। ত্রীণি তেজোঽবন্নানি প্রত্যেকং দ্বিধা কুর্য্যাৎ। একতস্ত্রীণ্যর্দ্ধানি ন্যস্যেদেকতস্ত্রীণ্যর্দ্ধানীত্যর্থঃ। অথৈক-তমানি ত্রীণ্যর্দ্ধানি প্রত্যেকং দ্বিধা কুর্য্যাৎ। দ্বিধা বিভক্তমেকতমমর্দ্ধং তত্তন্মুখ্যার্দ্ধং হিত্বা অন্যয়োরর্দ্ধয়োশ্চেৎ যোজয়েৎ তদা প্রত্যেকং ত্রিরূপতা স্যাৎ। যস্যার্দ্ধস্য দ্বৌ ভাগৌ কৃতৌ তৎসম্বন্ধি মুখ্যমর্দ্ধং ত্যক্ত্বান্যদীয়য়োর্মুখ্যার্দ্ধ-য়োর্যোজয়েদিতি যাবৎ। ইত্থঞ্চ ত্রিত্বসংখ্যাসমাবেশঃ। মুখ্যার্দ্ধং স্থূলার্দ্ধমিতি। তস্মিন্নিতি শ্রীভাগবতে। অত্রিবৃতামিতি। তত্রাণ্ডোৎপাদনে। যদেতি শ্রীভাগবতে। যদা এতে অসঙ্গতা অমিলিতা আসন্ অতএব যদা আয়তনস্য শরীরস্য নির্ম্মাণে ন শেকুঃ। সদসত্ত্বং প্রধানগুণভাবম্। উপাদায় স্বীকৃত্য। উভয়ং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং শরীরং সসৃজুরিতি। ইহেত্যুক্তস্মৃতৌ। বিভজ্যে-

ত্যস্থার্থঃ। স দেবো হরিঃ পঞ্চভূতান্যাদৌ দ্বিধা বিভজ্য তেষাং পঞ্চা-র্দ্ধান্যেকতঃ স্থাপয়তি অন্যানি পঞ্চার্দ্ধানি ত্বেকতঃ। অথ তদর্দ্ধানি তেষাং দ্বিধা বিভক্তানাং পঞ্চানাং ভূতানাম্ পঞ্চখণ্ডানি পুনরব্ধিভাগানি প্রত্যেকং চতুঃখণ্ডানি কৃত্বা তত্তচ্চতুর্দ্ধা বিভক্তং পঞ্চানামর্দ্ধানামেকতমমর্দ্ধং তদন্যেষু মুখ্যেষু স্থূলেষু যুঞ্জন্ ক্ষিপন্ সন্ স দেবঃ পঞ্চানাং ভূতানাং পঞ্চীকৃতিং প্রত্যেকং পঞ্চরূপতাং পশ্যতি স্ম অদ্রাক্ষীৎ। যস্যার্দ্ধস্য চত্বারঃ খণ্ডাঃ কৃতাস্তদীয়াৎ স্থূলার্দ্ধাদন্যেষু স্থূলা-র্দ্ধেম্বিত্যর্থঃ। অন্নমিতি। পুরুষেণাশিতমন্নং ত্রেধা পরিণমতে পুরীষং মাংসং মনশ্চেতি। তেন পীতা আপস্ত্রেধা পরিণমন্তে মূত্রং লোহিতং প্রাণাশ্চেতি। তেনাশিতং তেজোঽগ্ন্যাদিদীপকং ঘৃতাদি ত্রেধা পরিণমতে অস্থি মজ্জা বাক্ চেতি। অত্র মনসোঽন্নভক্ষণে স্বাস্থ্যমাত্রেণ তৎকার্য্যত্বং প্রাণস্য জলাধীনস্থিতি-মাত্রেণ জলকার্য্যত্বং বাচো জ্ঞানানুকূলত্বসাম্যেন তেজঃকার্য্যত্বং চেতি বোধ্যম্। সর্ব্বাণীতি। ধীরঃ সর্ব্বজ্ঞো হরিঃ সর্ব্বাণি রূপাণি দেবমনুষ্যাদিশরীরাণি বিচিত্য নির্ম্মায় নামানি চ তেষাং কৃত্বা নামরূপভাজো জীবানুৎপাদ্যেত্যর্থঃ। তৈর্নিজবিভিন্নাংশৈরভিবদন্ বাচং প্রকাশয়ন্নাস্ত ইত্যর্থঃ॥ ২০॥

টীকানুবাদ—ত্রিবৃৎ অর্থাৎ অগ্নি, জল ও পৃথিবীর প্রত্যেকের ত্রিরূপে স্থিতি, তাহার সম্পাদনকারী শ্রীহরি। 'ত্রীণ্যেকৈকম্' ইহার অর্থ এই—তেজ, অপ্, পৃথিবী—এই তিনটির প্রত্যেকটিকে প্রথমে দুই ভাগ করিবে। একদিকে ঐ তিনটি অর্দ্ধাংশ রাখিবে, পরে অপর তিনটি অর্দ্ধের প্রত্যেককে অর্থাৎ দুইভাগে বিভক্ত একতম অর্দ্ধ যাহা উহাদের মুখ্যঅর্দ্ধ তাহাকে ছাড়িয়া অন্য দুইঅর্দ্ধে যোজনা করিবে। এইরূপ করিলে প্রত্যেকটি ত্রিবৃৎ হইবে। যে অর্দ্ধকে দুইভাগ করা হইয়াছে তাহারই মুখ্যঅর্দ্ধ ছাড়িয়া অপরের দুই অর্দ্ধে যোজনা করিবে—এইরূপে ত্রিকসংখ্যার ব্যবস্থা হইবে। মুখ্যার্দ্ধ অর্থাৎ স্থূলার্দ্ধ। 'তস্মিন্নণ্ডেঽভবদ্ব্রহ্মেত্যাদি' শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতে ধৃত। 'অত্রিবৃতাং তেষাং তত্রাসামর্থ্যাৎ' ইতি তত্র ব্রহ্মাণ্ডোৎপাদন-বিষয়ে। 'যদায়তন-নির্ম্মাণে' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীভাগবতীয়। যখন এই পদার্থগুলি পরস্পর অমিলিত ছিল, এই কারণে যখন আয়তন—শরীরের নির্ম্মাণে সমর্থ হয় নাই। সদসত্বং অর্থাৎ প্রধান ও অপ্রধান ভাব। উপাদায়—লইয়া, উভয়ং—সমষ্টি ও ব্যষ্টিময় শরীরকে সৃষ্টি করিল। ইহ—এই শ্রীভাগবত-স্মৃতি-বাক্যে। 'বিভজ্য দ্বিধা' ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ যথা—সেই দেব শ্রীহরি প্রথমে

ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের পাঁচটি অর্দ্ধকে একস্থানে স্থাপন করিলেন, অন্য পাঁচটি অর্দ্ধকে অপর স্থানে রাখিলেন। পরে তদর্দ্ধগুলিকে অর্থাৎ দ্বিধা বিভক্ত সেই পঞ্চভূতের পাঁচ খণ্ডকে পুনরায় অব্ধিভাগানি অর্থাৎ প্রত্যেককে চারিখণ্ড করিলেন, পরে চারিভাগে বিভক্ত অংশকে পঞ্চ অর্দ্ধের একতম অর্দ্ধকে তদ্ভিন্ন মুখ্য—স্থূলার্দ্ধে যোজনা করিয়া সেই দেব পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ অর্থাৎ প্রত্যেক ভূতের পঞ্চরূপতা দর্শন করিলেন। যে অর্দ্ধাংশের চারিটি খণ্ড হইয়াছিল, তাহারই স্থূলার্দ্ধ ভিন্ন অন্য স্থূলার্দ্ধে—ইহাই অর্থ। অন্নমশিতমিত্যাদি বাক্যে পৃথিবী প্রভৃতির এক একটির তিনরূপে পরিণাম বর্ণিত হইতেছে। অর্থাৎ জীব কর্ত্তৃক ভক্ষিত অন্ন পুরীষ (মল), মাংস ও মন এই তিনরূপে পরিণত হয়, সেই জীব কর্ত্তৃক পীত জল, মূত্র, রক্ত ও প্রাণ এই তিনরূপে পরিণতি লাভ করে। তাহা কর্ত্তৃক ভক্ষিত তেজ অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতির দীপক—ঘৃতাদি অস্থি, মজ্জা ও বাক্‌রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এ-বিষয়ে ইহা প্রণিধানযোগ্য যে অন্ন-ভক্ষণে মনের সুস্থতা-মাত্রেই পরিণতি, প্রাণের কেবল জলাধীন স্থিতিই জলের পরিণতি, বাক্যের জ্ঞানানুকূলত্ব-ধর্ম্মসাম্যে অগ্নিকার্য্যতা বোদ্ধব্য। সর্ব্বাণি রূপাণি ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—ধীর—সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি দেব-মনুষ্যাদি শরীর নির্ম্মাণ করিয়া এবং তাহাদের নামকরণ করিয়া অর্থাৎ নামরূপবিশিষ্ট শরীর উৎপাদন করিয়া সেই নিজ বিভিন্নাংশ জীবের দ্বারা বাক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন॥ ২০॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বে ভূতেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টির সৃষ্টি এবং জীবের কর্ত্তৃত্বও পরমেশ্বর কর্ত্তৃক হইয়া থাকে, ইহা বলা হইয়াছে, এক্ষণে ব্যষ্টি-সৃষ্টি কাহা হইতে নিষ্পন্ন হয়, তাহাই বিচারিত হইতেছে।

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"সেয়ং দেবতৈক্ষত···অনেনৈব জীবে-নাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ॥" (ছাঃ ৬।৩।২-৩) আরও আছে—"তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্" (ছাঃ ৬।৩।৪)। এস্থলে একটি সংশয় হইতেছে যে, এই নাম ও রূপের অভিব্যক্তি কি জীব কর্ত্তৃক? অথবা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক? পূর্ব্বপক্ষী বলেন, উহা জীবকর্ত্তৃকই নির্ণীত হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষীর উত্থাপিত যুক্তি খণ্ডন পূর্ব্বক সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে

বলিতেছেন যে, উক্ত নাম ও রূপের সৃষ্টি ত্রিবৃৎকারী পরমেশ্বর হইতেই নিষ্পন্ন, ইহা শ্রুতিতেই উপদিষ্ট আছে।

যেই পরমাত্মা 'ত্রিবৃৎকরণ' ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তিনিই নাম ও রূপ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, উহা জীব কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় না।

তৈত্তিরীয় শ্রুতির প্রমাণ বলেও পাওয়া যায় যে, সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি দেব-মনুষ্যাদি সমস্তশরীর সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাদের নাম সৃষ্টি পূর্ব্বক নিজ বিভিন্নাংশভূত জীবের দ্বারাই বাক্য প্রকাশ পূর্ব্বক অবস্থান করেন।

এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ।
যদায়তননির্ম্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম ॥
তদা সংহত্য চান্যোঽন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।
সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ ॥" (ভাঃ ২।৫।৩২-৩৩)

অর্থাৎ হে ব্রহ্মবিত্তম নারদ, এই সকল ভূতেন্দ্রিয় প্রভৃতি তত্ত্ব পূর্ব্বে অমিলিত ছিল বলিয়া শরীর-নির্ম্মাণে সমর্থ হয় নাই। তদনন্তর ভগবানের সংযোগকারিণী শক্তি ঐ সকলে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে যোজিত করিলে উহারা পরস্পর যুক্ত হইয়া মুখ্য ও গৌণ ভাব অঙ্গীকার করতঃ সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে ॥ ২০ ॥

মূর্ত্তিশব্দিত দেহের বিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ মূর্ত্তিশব্দিতো দেহঃ পরীক্ষ্যতে। শরীরং পৃথিবীমপ্যেতীতিশ্রুতেঃ পার্থিবো দেহঃ অদ্ভ্যো হীদমুৎপদ্যতে আপো বাব মাংসমস্থি চ ভবত্যাপঃ শরীরমাপ এবেদং সর্ব্বমিতি শ্রুতেরাপ্যঃ সঃ অগ্নের্দেবযোন্যা ইত্যাদি শ্রুতেস্তৈজসশ্চ। ইহ ভবতি সংশয়ঃ। দেহঃ পার্থিব আপ্যস্তৈজসশ্চ স্যাদুত সর্ব্বোঽপি ত্র্যাত্মক ইতি ত্রৈবিধ্যশ্রবণাদনির্ণয়েন ভাব্যমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর মূর্ত্তি-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত দেহ-বিষয়ক

বিচার করা যাইতেছে, শ্রুতি আছে—'শরীর পৃথিবীকেও প্রাপ্ত হয় অতএব দেহ পার্থিব, আবার অন্য শ্রুতি আছে—'অদ্ভ্যো হীদমিত্যাদি' জল হইতে এই শরীর উৎপন্ন হয়, জলই মাংস ও অস্থিরূপে পরিণত হয়। জলই শরীর, জলই এই সমস্ত স্বরূপ। এই শ্রুতি হইতে শরীর আপ্য অর্থাৎ জলের বিকার বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। 'অগ্নের্দেবযোন্যাঃ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে দেহকে তৈজস বলিয়া অবগত হওয়া যাইতেছে—অতএব ইহাতে সংশয় এই—দেহ পার্থিব ? না জলীয় ? অথবা তৈজস হইবে ? অথবা ত্রিতয়াত্মক ?— এইরূপে ত্রিবিধ-শ্রুতিহেতু অনির্ণয় হইতে পারে, এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—প্রসঙ্গসঙ্গত্যা মূর্ত্তিশব্দিতস্য দেহস্য বিশেষো-দর্শ্যতে। দেহস্য কচিৎ পার্থিবত্বং কচিদাপ্যত্বং কচিৎ তৈজসত্বঞ্চ শ্রুতম্। তাসাং শ্রুতীনাং বিরোধোঽস্তি ন বেতি সন্দেহে ভিন্নার্থত্বাদস্তীতি প্রাপ্তে তত্র তত্রাপি তদন্যাংশয়োর্ন্যগ্‌ভাবেনাবস্থিতেঃ প্রতিপাদনাদবিরোধ ইত্যাশ-য়েনাধিকরণস্য প্রবৃত্তিরথেত্যাদিনা। শরীরং কর্ত্তৃ। অদ্ভ্য ইতি কৌণ্ডিন্য-শ্রুতিঃ। ইদং শরীরম্। ইহ বীক্ষা। কস্যচিদ্দেহঃ পার্থিবঃ কস্যচিদাপ্যঃ কস্যচিৎ তৈজসো ভবতীত্যেবং সিদ্ধান্তঃ কিংবা সর্ব্বেষাং দেহাস্ত্রিরূপা ইতি ভাবঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রসঙ্গসঙ্গতি-অনুসারে মূর্ত্তিশব্দে শব্দিত দেহের বিশেষত্ব-প্রদর্শিত হইতেছে। দেহের পার্থিবত্ব কোন শ্রুতিতে প্রতিপাদিত, কোন শ্রুতিতে জলীয়ত্ব, আবার কোন শ্রুতিতে তৈজসত্ব শ্রুত হইয়াছে, সেই সব শ্রুতির বিরোধ হইবে কিনা ? এই সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন,—ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদন করায় বিরোধ হইবে, সিদ্ধান্তী বলেন সেই সেই স্থলেও অন্য দুই অংশের অপ্রধানভাবে স্থিতি প্রতিপাদিত হওয়ায় বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের 'অথ ইত্যাদি' বাক্য দ্বারা আরম্ভ হইতেছে। 'শরীরং পৃথিবীমপ্যেতি' এই শ্রুতিস্থ 'শরীরং' পদটি কর্ত্তৃপদ 'অদ্ভ্যোহীদং উৎপদ্যতে' ইত্যাদি বাক্য কৌণ্ডিন্য-শ্রুতিধৃত। 'আপ এবেদং সর্ব্বম্' ইতি ইদং—শরীর, ইহ—এ-বিষয়ে, সংশয় হইতেছে। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—কাহারও শরীর পার্থিব, কাহারও জলীয়, কাহারও তৈজস ; অথবা সকলের দেহ ত্রিরূপ।—ইহাই ভাবার্থ।

সূত্রম্—মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—দেহের মাংসাদিই ভূমি-কার্য্য, রক্ত জলের কার্য্য, অস্থি অগ্নির কার্য্য, এই সব শ্রুত্যনুসারে স্বীকরণীয়। যথা গর্ভোপনিষৎ 'যৎ কঠিনং সা পৃথিবী ...তত্তেজঃ' যাহা কঠিন দ্রব্য তাহাই পৃথিবী, যাহা দ্রবাত্মক তাহাই জল, যাহা উষ্ণ তাহা অগ্নি। অতএব সিদ্ধান্ত—সমস্ত দেহই ত্রিরূপাত্মক ॥ ২১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মাংসাদ্যেব দেহস্য ভৌমং ভূমেঃ কার্য্যং ভবতি। তথেতরয়োর্জলতেজসোশ্চ কার্য্যমসৃগস্থ্যাদিকং তত্রাস্তি। তদেতৎ যথাশব্দমভ্যুপেয়ম্। শব্দশ্চ যৎ কঠিনং সা পৃথিবী যদ্-দ্রবং তদাপো যদুষ্ণং তত্তেজ ইতি গর্ভোপনিষৎ। তথা চ সর্ব্বো দেহস্ত্রিরূপঃ সিদ্ধঃ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পার্থিব দেহের মাংস প্রভৃতিই ভৌম অর্থাৎ পৃথিবীর কার্য্য। আর জল ও অগ্নি এই দুইটি ভূতের কার্য্য যথাক্রমে রক্ত ও অস্থি প্রভৃতি সেই দেহে আছে। অতএব শব্দানুসারে ইহা স্বীকরণীয়। শব্দ যথা—যাহা কঠিন তাহাই পৃথিবী, যাহা দ্রবাত্মক তাহা জল, যাহা উষ্ণস্পর্শযুক্ত তাহা তেজ বা অগ্নি, ইহা গর্ভোপনিষদের বাক্য। অতএব সিদ্ধান্ত—পার্থিব দেহমাত্রই পৃথিবী, জল ও অগ্নিরূপী ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—মাংসাদীতি। যথাশব্দমিতি শ্রুত্যনুসারেণেত্যর্থঃ ॥২১॥

টীকানুবাদ—মাংসাদি এই সূত্রোক্ত 'যথাশব্দম্' ইহার অর্থ শ্রুতি অনুসারে ॥ ২১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর মূর্ত্তিশব্দিত দেহ পরীক্ষা করা হইতেছে। কোন কোন শ্রুতিতে শরীরকে পার্থিব, কোন শ্রুতিতে জলীয়, আবার কোন শ্রুতিতে উহার তৈজসত্ব কথিত হইয়াছে। এ-বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে যে, উহা পার্থিব? অথবা জলীয়? অথবা তৈজস? অথবা ত্রিতয়াত্মক? এই সন্দেহের নিরসনকল্পে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উহার

(শরীরের) মাংসাদি—পার্থিব, আর দুইটি যথাক্রমে—রক্ত জলের কার্য্য, অস্থি—তৈজস; ইহা শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি-অনুসারে নিরূপণ করিতে হইবে।

তাহাতে ইহাই স্থির হয় যে, সমস্ত দেহই ত্রিতয়াত্মক।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও পাই,—অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎপুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠ স্তন্মনঃ। (ছাঃ ৬।৫।১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ত্বক্‌চর্ম্মমাংসরুধিরমেদোমজ্জাস্থিধাতবঃ।
ভূম্যপ্তেজোময়াঃ সপ্ত প্রাণো ব্যোমাম্বুবায়ুভিঃ॥" (ভাঃ ২।১০।৩১)

অর্থাৎ ভূমি, জল ও তেজ হইতে ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি—এই সপ্ত ধাতু উৎপন্ন হইল। আকাশ, জল ও বায়ু হইতে প্রাণ-বায়ু প্রকাশিত হইল ॥২১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু সর্ব্বং চেদ্‌ভূতভৌতিকং ত্রিরূপং তর্হি কিং নিমিত্তোঽয়ং ব্যপদেশ ইদং তেজ ইমা আপ ইয়ং পৃথিবীতি তৈজসমাপ্যং পার্থিবঞ্চ শরীরমিতি। তত্রাহ—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে, যদি সমস্ত ভূত ও ভৌতিক পদার্থ ত্রিরূপাত্মক হয়, তাহা হইলে কি জন্য এই সংজ্ঞা? কি সংজ্ঞা? ইহা অগ্নি, ইহা জল, ইহা পৃথিবী এবং ভৌতিক সম্বন্ধে ইহা তৈজস শরীর, ইহা আপ্য, ইহা পার্থিব। সে-বিষয়ে সমাধান করিতেছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের শ্রীবলদেবকৃত-অবতরণিকা শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূত্রম্—বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥২২॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—এ শঙ্কা করিও না, সর্ব্বত্র ভূত-ভৌতিকে ত্রিরূপতা থাকিলেও কোন স্থলে কোন ভূতের বৈশিষ্ট্য বশতঃ অর্থাৎ আধিক্য হেতু—সেই পার্থিবাদি উক্তি হইয়া থাকে ॥২২॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। সত্যপি সর্ব্বত্র ত্রৈরূপ্যে ক্বচিৎ কস্যচিদ্ভূতস্য বৈশেষ্যাদাধিক্যাৎ তদ্বাদ ইত্যর্থঃ। পদাভ্যাসোঽধ্যায়পূর্ত্তয়ে ॥২২॥

বর্দ্ধস্ব কল্পাগ সমং সমন্তাৎ
কুরুষ তাপক্ষতিমাশ্রিতানাম্।
ত্বদঙ্গসঙ্কীর্ণিকরাঃ পরাস্তা
হিংস্রা লসদ্যুক্তিকুঠারিকাভিঃ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থ পাদে শ্রীবলদেবকৃত মূল শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শঙ্কানিরাসের জন্য সূত্রোক্ত 'তু' শব্দ, অর্থাৎ ইহা আশঙ্কা করিও না। যদিও পৃথিব্যাদি ভূতেরও পার্থিব দেহাদির সর্ব্বত্র ত্রিরূপতা আছে, তাহা হইলেও কখন কখনও কোন কোন ভূতের বৈশেষ্য অর্থাৎ বিশেষত্ব বা আধিক্য হেতু পার্থিবাদি উক্তি হইয়া থাকে। সূত্রে দুইবার 'তদ্বাদঃ তদ্বাদঃ' এই উক্তি অধ্যায়-সমাপ্তির সূচনার্থ ॥২২॥

শ্লোকার্থ—হে কল্পাগ! বাঞ্ছাকল্পতরো! তুমি সমভাবে সর্ব্বত্র পরিবর্দ্ধিত হও। তোমার আশ্রিতগণের ত্রিতাপের ক্ষয় কর। সাংখ্যাদিরূপ হিংস্রকণ্টকলতাগুলি যে তোমার প্রসারে বাধা দিতেছিল, তাহারা এক্ষণে শাণিত (সঙ্গত) যুক্তিরূপ কুঠার দ্বারা ছিন্ন অর্থাৎ পরাভূত হইয়াছে, অতএব তুমি বৃদ্ধিলাভ কর।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বৈশেষ্যাদিতি। সর্ব্বত্রেতি। ত্রিষপি ভূতেষু ত্রিবিধেষু দেহেষু চেত্যর্থঃ। তথা বাদস্তাদৃশো ব্যবহারঃ সঙ্গচ্ছতে ইত্যর্থঃ। তদেবমবিরুদ্ধানাং শ্রুতীনাং সমন্বয়ঃ সর্ব্বেশ্বরে সিদ্ধঃ ॥২২॥

ইত্থং ষট্পঞ্চাশদধিকৈকশতসূত্রকেণ চতুঃপঞ্চাশদধিকরণকেন দ্বিতীয়াধ্যায়েন ভগবৎসমন্বয়প্রতিকূলান্ পরপক্ষান্ নিরস্য সহর্ষো ভাষ্যকৃৎ উপকারীব ভগবন্তং প্রত্যুপকারং যাচতে বর্দ্ধস্বেতি। হে কল্পাগ! কল্পতরো! সমং যথা স্যাৎ তথা সমন্তাৎ সর্ব্বতস্ত্বং বর্দ্ধস্ব। ততঃ কিং তত্রাহ। আশ্রিতানাং তাপক্ষতিং কুরু। নন্থ মে বৃদ্ধিঃ পূর্ব্বং কিং নাসীৎ তত্রাহ ত্বদঙ্গেতি। হিংস্রাবৃতস্য তে কুতো বৃদ্ধিবার্ত্তেতি। ইদানীং তচ্ছেদাৎ তে ঘনপলাশিতা সর্ব্বতঃ প্রসারশ্চ স্যাদেবেতি ভাবঃ। হিংস্রাঃ কণ্টকজড়িতাঃ লতাবিশেষাঃ ভগবদ্বিমুখাঃ সাংখ্যাদয়শ্চ। তাপঃ সূর্য্যকৃতঃ আধ্যাত্মিকাদিদুঃখঞ্চেতি ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—বৈশেষ্যাদিত্যাদি সূত্রে—'সত্যপি সর্ব্বত্রেতি'—তিন ভূতে ও ত্রিবিধ দেহে। তদ্বাদ ইত্যর্থ ইতি—সেই বাদ অর্থাৎ তাদৃশ ব্যবহার সঙ্গত হইতেছে। অতএব এইরূপে অবিরুদ্ধ শ্রুতিগুলির ব্রহ্মে অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরে সমন্বয় সিদ্ধ হইতেছে ॥২২॥

অনুবাদ—এই প্রকারে একশত ছাপ্পান্ন সূত্রাত্মক ও চুয়ান্নটি অধিকরণ-সমন্বিত দ্বিতীয়াধ্যায় দ্বারা বেদান্তবাক্যগুলির ব্রহ্মে সমন্বয়ের প্রতিকূল প্রতি-বাদীদিগকে নিরাস করিয়া হর্ষান্বিত ভাষ্যকার উপকারী ব্যক্তি যেরূপ প্রত্যুপকারের আশা করে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীহরির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, হে কল্পাগ! কল্পতরো! সমভাবে তুমি সর্ব্ববিষয়ে বৃদ্ধিলাভ কর, জয়ী হও। বৃদ্ধিলাভের ফল কি, তাহা বলিতেছেন—তাহাতে আশ্রিতগণের তাপ নিবারণ কর, যদি বল, আগেও কি আমার বৃদ্ধি ছিল না? তাহাতে বলিতেছেন,—'ত্বদঙ্গ ইত্যাদি'—হিংস্রগণে (প্রতিবাদিগণে) আবৃত থাকিলে তোমার বৃদ্ধি কিরূপে সম্ভব? এক্ষণে সেই হিংস্রদিগের ছেদ হওয়ায় তোমার নিবিড় পত্রে পূর্ণতা ও সর্ব্বতোভাবে প্রসার হইবেই,—ইহাই ভাবার্থ। হিংস্র-

শব্দের অর্থ—কণ্টকাকীর্ণ লতাবিশেষ অর্থাৎ ভগবদ্‌বিমুখ সাংখ্যাদিবাদিগণ। তাপ-শব্দের অর্থ—সূর্য্যকৃত সন্তাপ এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপ।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে আর একটি পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, যদি সমস্ত ভূত-ভৌতিক পদার্থই ত্রিরূপ হয়, তাহা হইলে ইহা পার্থিব, ইহা জলীয়, ইহা তৈজস,—এইরূপ সংজ্ঞাভেদের কারণ কি? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সমস্ত পদার্থ ত্রিতয়াত্মক হইয়াও কোন কোনটির আধিক্যবশতঃ ঐরূপ ব্যপদেশ হইয়া থাকে।

"বিশেষস্তু বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো গন্ধবানভূৎ।
পরান্বয়াদ্রসস্পর্শশব্দরূপগুণান্বিতঃ ॥" (ভাঃ ২।৫।২৯)

অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্ত জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল, পৃথিবীর স্বাভাবিক গুণ গন্ধ। এই পৃথিবীতে আকাশ, বায়ু, তেজ ও জল এই সকল কারণ-সম্বন্ধ থাকায় ক্রমপর্য্যায়ে এই পৃথিবীতে তাহাদের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস বিরাজিত অর্থাৎ অধিক গুণযুক্ত হইল।

পরিশেষে ভাষ্যকার একটি শ্লোকে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, বহির্ম্মুখ সাংখ্যাদি শাস্ত্ররূপ হিংস্র কণ্টক-লতা ভগবদ্বিষয়ক তত্ত্ববোধের যে প্রতিবন্ধকতা করিতেছিল, তাহাদিগকে যুক্তিরূপ কুঠারের দ্বারা ছেদন করা হইল, অতএব হে কল্পতরো! ভগবন্! আপনি সর্ব্বতোভাবে প্রসারিত হইয়া শরণাগতের তাপ হরণ করুন ॥২২॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদ সমাপ্ত।

ইতি—দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥